সুনানু ইবনে মাজাহ্

(তৃতীয় খণ্ড)

আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ
ইবনে মাজাহ্ আল-কাযবীনী

সুনানু ইবনে মাজাহ্

(তৃতীয় খণ্ড)

মূল ঃ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাজাহ্ আল-কায্‌বীনী (র)

অনুবাদকবৃন্দ ঃ মাওলানা মুহাম্মদ মূসা
মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ
মাওলানা আবুল বাশার আখন্দ

সম্পাদনা ঃ ড. আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দিক
মাওলানা এ.কে.এম আবদুস সালাম

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সুনানু ইবনে মাজাহ্ (তৃতীয় খণ্ড)
উন্নয়ন প্রকল্প

মূল ঃ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাজাহ্ আল-কায্বীনী (র)

প্রকাশকাল
ফাল্গুন ১৪০৮
জিলহজ্জ ১৪২৩
মার্চ ২০০২

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা ঃ ১৯৩
ইফাবা প্রকাশনা ঃ ২০৪১
ইফাবা গ্রন্থগার ঃ ২৯৭.১২৪৬
ISBN : 984-06-0652-2

প্রকাশক ঃ
মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

মুদ্রণ ঃ
মুহাম্মদ মুনসুরউদ্‌দৌলাহ্ পাহ্‌লোয়ান
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরে বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭

বাঁধাই ঃ
আল-আমীন বুক বাঁইন্ডিং ওয়ার্কস
৮৫, শরৎগুপ্ত রোড, নারিন্দা, ঢাকা

প্রচ্ছদ অংকন
জসিম উদ্দিন

মূল্য ঃ ২৬২.০০ (দুই শত বাষট্টি) টাকা মাত্র

SUNANU IBN MAZAH (3rd Volume) : Compiled by Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid Ibn Mazah Al-Qazbiny (Rh.) in Arabic, transated into Bangali by Moulana Mohammad Musa, Moulana Abu Taher Mesbah, Moulana Abul Bashar Akhand and Published by Muhammad Abdur Rab, Director, Translation & Compilation Dept. Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Shere bangla Nagar, Dhaka-1207,

Price : Tk. 262.00 US Dollar : 11.00 March-2002

মহাপরিচালকের কথা

সমাজের অন্যায়-অত্যাচার ও অশান্তি-বিশৃংখলা দূর করে স্থায়ীভাবে শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা, ইসলামের প্রচার-প্রসার ও ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার মহান লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই এ প্রতিষ্ঠানটি মানুষের কল্যাণার্থে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেয়ার জন্য শুরু করে সুদূর প্রসারী কর্মকান্ড।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর বহুমুখী কর্মকান্ডের মধ্যে কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিকহ্, মহানবী (সা)-এর জীবনীসহ অন্যান্য মূল্যবান ইসলামী গ্রন্থের অনুবাদের কাজ এর অন্যতম। এ যাবত এই প্রতিষ্ঠান থেকে কুরআন, হাদীস, তাফসীরসহ বহু ইসলামী গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এসব গ্রন্থ সর্বস্তরের মানুষের কাছে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে। এসব গ্রন্থের মাধ্যমে এদেশের মানুষ ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে ধর্মীয় জ্ঞানে সমৃদ্ধ হচ্ছে।

অনুবাদের ক্ষেত্রে আমাদের নিকট সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী পবিত্র কুরআন। পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মহানবী (সা)-এর হাদীস। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের ভাষা সংক্ষিপ্ত ও ইংগিতবহ। অল্প কথায় এতে ব্যাপক বিষয় আলোচিত হয়েছে। এর অন্তর্নিহিত ভাব ও মর্ম সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে হলে হাদীস জানা একান্ত জরুরী। হাদীস সংকলকগণ শুধু হাদীসগুলোই লিপিবদ্ধ করেননি, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট থেকে হাদীস শ্রবণকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ হতে সংকলক পর্যন্ত হাদীস বর্ণনাকারীদের নামের ধারাবাহিকতাও এসব গ্রন্থে নির্ভুলভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগের হাজার হাজার হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবায়ে কিরামের জীবনালেখ্য 'আসমাউর রিজাল' বিষয়ক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে, যেমনটি পৃথিবীর অন্য কোনো জাতির নিকট নেই।

সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যাঁরা অত্যন্ত বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন এবং তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তির অধিকারী প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থে শুধু তাঁদের বর্ণিত হাদীসসমূহই সংকলিত হয়েছে। এ ধরনের সংকলন গ্রন্থের মধ্যে বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ্ অন্যতম। এই গ্রন্থগুলো 'সিহাহ্ সিত্তাহ্' নামে পরিচিত।

ইতিপূর্বে এই প্রতিষ্ঠান থেকে ইবনে মাজাহ্র দুইটি খণ্ডসহ 'সিহাহ্ সিত্তাহ্'র অন্যান্য হাদীসগ্রন্থ এবং মুয়াত্তা ইমাম মালিক ও মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ হাদীস গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। এইবার প্রকাশিত হলো আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মাজাহ্ আল-কায্বীন (র) সংকলিত সিহাহ্ সিত্তাহ্র অন্যতম গ্রন্থ ইবনে মাজাহ্-এর বাংলা অনুবাদের সর্বশেষ ও তৃতীয় খণ্ড। এ ধরনের একটি মূল্যবান হাদীস গ্রন্থের অনুবাদ পাঠকবর্গের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা সত্যি আনন্দবোধ করছি এবং আল্লাহ আ'আলার শুকরিয়া আদায় করছি।

গ্রন্থটির অনুবাদক, সম্পাদক এবং প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক মুবারকবাদ। আল্লাহ তা'আলা আমাদের এই খিদ্মতটুকু কবুল করুন। আমীন!

সৈয়দ আশরাফ আলী
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র মুখ নিঃসৃত বাণী, তাঁর কর্ম এবং তাঁর অনুমোদন ও সমর্থনকে হাদীস বলা হয়। পবিত্র কুরআন আল্লাহ তা'আলার বাণী আর হাদীস হলো তার ব্যাখ্যা। কুরআন হলো, মূল প্রদীপ আর হাদীস হলো তা থেকে বিচ্ছুরিত আলোকরশ্মি। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন কিছু বলতেন, সাহাবায়ে কিরাম (রা) হুবহু তা মুখস্থ করে ফেলতেন এবং যখন তিনি কিছু করতেন সাহাবায়ে কিরাম (রা) তা গভীরভাবে নিরীক্ষণ করতেন ও মনে রাখতেন। কুরআন ও হাদীসের সংমিশ্রণের আশংকায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে ব্যাপকভাবে হাদীস লিপিবদ্ধ করার প্রচলন ছিল না। পরবর্তী সময়ে ব্যাপকভাবে হাদীস সংকলনের কাজ শুরু হয় এবং অসংখ্য হাদীস গ্রন্থ সংকলিত হয়। এ সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ অন্যতম। এই ছয়খানি গ্রন্থকে এক কথায় 'সিহাহ্ সিত্তাহ্' (ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ) বলা হয়।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ ইতিমধ্যে ইবনে মাজাহ্ দ্বিতীয় খণ্ডসহ সিহাহ সিত্তাহর অপর পাঁচটি হাদীসগ্রন্থের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করে জনগণের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হয়েছে। মহানবী (সা)-এর অমিয়বাণী সম্বলিত এসব গ্রন্থ এদেশের মানুষের কাছে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। এবার আমরা প্রকাশ করলাম ইবনে মাজাহর বাংলা অনুবাদের সর্বশেষ তৃতীয় খণ্ড।

ইবনে মাজাহ্ একটি অনন্য সাধারণ হাদীস গ্রন্থ। হাদীস চয়ন এবং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী হাদীসের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিন্যাস গ্রন্থটিকে অনবদ্য করে তুলেছে। ফিকহ্ গ্রন্থের আংগিকে এর অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ নির্ধারিত হওয়ায় ফকীহ্গণের নিকট গ্রন্থটির গুরুত্ব অপরিসীম। এই গ্রন্থটির আরেকটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে এমন কতকগুলো হাদীস সংকলিত হয়েছে, যা সিহাহ্ সিত্তাহ্র অপর কোন গ্রন্থের উল্লেখিত হয়নি। এই গ্রন্থে ৪৩৪১টি হাদীস রয়েছে।

বিজ্ঞ অনুবাদক ও প্রাজ্ঞ সম্পাদকবৃন্দ এবং গ্রন্থটির মুদ্রণ ও প্রকাশনার ব্যাপারে যাঁরা বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সবাইকে আমরা জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ।

গ্রন্থটি নির্ভুলভাবে প্রকাশের জন্য আমাদের চেষ্টার কোনো ত্রুটি ছিল না। তা সত্ত্বেও সুধীজনের নজরে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে অনুগ্রহপূর্বক আমাদের অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইন্‌শা আল্লাহ।

মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অনুচ্ছেদ	শিরোনাম	পৃষ্ঠা

অধ্যায় ঃ মানাসিক ২৭-১৩০

অনুচ্ছেদ	শিরোনাম	পৃষ্ঠা

অনুচ্ছেদ	শিরোনাম	পৃষ্ঠা

অধ্যায় ঃ আদাহী-কুরবানী ১৩১-২৪৮

অধ্যায় ঃ পানিয় ও পানপাত্র ২৩৩-২৫৪

অনুচ্ছেদ	শিরোনাম	পৃষ্ঠা

অধ্যায় ঃ চিকিৎসা ২৫৫-৩০০

অনুচ্ছেদ	শিরোনাম	পৃষ্ঠা

অনুচ্ছেদ	শিরোনাম	পৃষ্ঠা

অধ্যায় ঃ শিষ্টাচার ৩৩৭-৩৯৮

অনুচ্ছেদ	শিরোনাম	পৃষ্ঠা

সুনানু ইবনে মাজাহ্

তৃতীয় খণ্ড

كِتَابُ الْمَنَاسِكِ
অধ্যায় ঃ মানাসিক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٢٥. كِتَابُ الْمَنَاسِكِ

অধ্যায় ঃ মানাসিক

١. بَابُ الْخُرُوْجِ اِلَى الْحَجِّ

অনুচ্ছেদ : হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হওয়া

٢٨٨٢ **حَدَّثَنَا** هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَاَبُوْ مُصْعَبِ الزُّهْرِىُّ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالُوْا ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ سُمَىٍّ مَوْلَى اَبِىْ بَكْرِبْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ اَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ فَاِذَا قَضَى اَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ فَلْيُعَجِّلِ الرُّجُوْعَ اِلَى اَهْلِهِ -"

حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِنَحْوِهِ-"

২৮৮২ হিশাম ইব্ন আম্মার, আবূ মুস'আব যুহ্রী ও সুওয়াইদ ইব্ন সাঈদ (র)...... আবু হুরায়রা (রা), থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ সফর শাস্তিরই একটি টুক্রা, তা তোমাদের যে কোন ব্যক্তিকে তার ঘুম ও পানাহারে বাধা দেয়। তোমাদের যে কেউ সফরে নিজ প্রয়োজন পূরণ হওয়ার সাথে সাথে যেন অবিলম্বে বাড়ি ফিরে আসে।

ইয়াকূব ইব্ন হুমায়দ ইব্ন কাসিব (র)...... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে মহা নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٢٨٨٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ : ثَنَا اِسْمَاعِيْلَ اَبُوْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ اَوْ اَحَدِهِمَا عَنِ الْاٰخَرِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ فَاِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيْضُ وَتَضِلُّ الضَّالَّةَ وَتَعْرِضُ الْحَجَّاةُ -"

২৮৮৩ আলী ইব্ন মুহাম্মাদ ও আম্‌র ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে ফাদ্‌ল এর সূত্রে (অথবা পরস্পরের সূত্রে) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি হজ্জের সংকল্প করে সে যেন অতি দ্রুত তা আদায় করে। কারণ মানুষ কখনও অসুস্থ হয়ে যায়, কখনও প্রয়োজনীয় জিনিস বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং কখনও বিশেষ প্রয়োজন সামনে এসে যায়।

٢. بَابُ فَرْضِ الْحَجِّ

অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জ ফরয হওয়ার বর্ণনা

٢٨٨٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بن نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا مَنْصُوْرُ ابْنُ وَرْدَانَ : ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى الْبَخْتَرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ «وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً -» قَالُوْا يَارَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْحَجُّ فِى كُلِّ عَامٍ ؟ فَسَكَتَ ثُمَّ قَالُوْا فِىْ كُلِّ عَامٍ ؟ فَقَالَ لاَ وَلَوْقُلْتُ نَعَمْ : لَوَجَبَتْ " فَنَزَلَتْ «يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَسْاَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ -»

২৮৮৪ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র ও আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র).... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হলো– "মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য" (৩:৯৭) তখন সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন হে আল্লাহ্‌র রাসূল! প্রতি বছরই কি হজ্জ ফরয? তিনি নীরব থাকলেন, পুনরায় তাঁরা বলেন, প্রতি বছরই কি ? তখন তিনি বলেন, না। কিন্তু আমি যদি বলতাম-হাঁ, তবে ওয়াজির হতো। অতঃপর নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় ঃ "হে ঈমানদারগণ? এমন বিষয়ে প্রশ্ন করো না- যা প্রকাশিত হলে তোমরা দুঃখিত হবে...." (৫:১০১)

٢٨٨٥ حَدَّثَنَا مَحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالُوْا يَارَسُوْلُ اللّٰهِ ! اَلْحَجُّ فِى كُلِّ عَامٍ ؟ قَالَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَقُوْمُوْا بِهَا وَلَوْ لَمْ تَقُوْمُوْا بِهَا عُذِّبْتُمْ ."

২৮৮৫ মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, যে আল্লাহ্‌র রাসূল! প্রতি বছরই কি হজ্জ ফরয ? তিনি বলেন, আমি যদি বলি হাঁ, তবে তা অবশ্যই ওয়াজিব হতো। আর যদি তা ওয়াজিব হতো তবে তোমরা তা আদায় করতে পারতে না। আর তোমরা যদি তা আদায় না করতে তবে তোমাদের শাস্তি দেয়া হতো।

٢٨٨٦ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِىُّ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ اَنْبَانَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سِنَانٍ عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ الْاَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ سَاَلَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلُ اللّٰهِ الْحَجُّ فِىْ كُلِّ سَنَةٍ اَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً ؟ قَالَ : بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً فَمَنِ اسْتَطَاعَ فَتَطَوَّعٌ -"

২৮৮৬ ইয়াকূব ইব্ন ইব্রাহীম দাওরাকী (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, আক্‌রা ইব্ন হাবিস (রা) মহানবী ﷺ -এর নিকট জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! হজ্জ কি প্রতি বছর, না মাত্র একবার ? তিনি বলেন ঃ বরং একবার মাত্র। অতঃপর এর অধিক করার কারো সামর্থ্য থাকলে তা নফল।

٣. بَابُ فَضْلِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জ ও উমরার ফযীলত

٢٨٨٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَاِنَّ الْمُتَابَعَةَ بَيْنَهُمَا تَنْفِى الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ كَمَا يَنْفِى الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ-"

حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ثَنَا عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ -"

২৮৮৭ আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... উমার (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ধারাবাহিকভাবে হজ্জ ও উমরা আদায় কর। কেননা, এ দু'টি ধারাবাহিকভাবে আদায় দারিদ্র ও গুনাহ দূরীভূত করে দেয় যেমন হাপর লোহার মরিচা দূর করে দেয়।

আবূ ইব্ন আবূ শায়রা. (র)..... উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٢٨٨٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُصْعَبٍ : ثَنَا مَالِكُ ابْنُ اَنَسٍ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى اَبِىْ بَكْرِبْنِ صَالِحِ السَّمَّنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ الْعُمْرَةُ اِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةُ مَابَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءُ اِلاَّ الْجَنَّةُ ."

২৮৮৮ আবূ মুস'আব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, মহানবী ﷺ বলেন ঃ এক উমরা অপর উমরা পর্যন্ত মাঝখানের সময়ের জন্য কাফ্ফারা স্বরূপ এবং মকবূল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়।

٢٨٨٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مِسْعَرٍو سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ حَجَّ هٰذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ اُمُّهُ -

২৮৮৯ আবূ বক্র ইব্ন আবূ শায়রা (র)...... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এই ঘরের হজ্জ করেছে এবং তাতে অশালীন কথাবার্তা বা কাজকর্ম করেনি, সে প্রত্যাবর্তন করবে যেমন তার মা তাকে প্রসব করেছে।

٤. بَابُ الْحَجِّ عَلَى الرَّحْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ বাহনে চড়ে হজ্জ আদায় করা

٢٨٩٠ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ صَبِيْحٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبَانَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَجَّ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى رَحْلٍ رَثٍ وَقَطِيْفَةٍ تَسَاوِىْ اَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ اَوْلاَ تَسَاوِىْ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ حَجَّةٌ لاَرِيَاءَ فِيْهَا وَلاَ سُمْعَةَ."

২৮৯০ আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী ﷺ একটি পুরাতন জিন ও পালানে উপবিষ্ট অবস্থায় হজ্জ করেন। তাঁর পরিধানে ছিল একটি ছাদর যার মূল্য চার দিরহাম বা তারও কম। অতঃপর তিনি বলেন ঃ হে আল্লাহ ! এ এমন হজ্জ যাতে কোন রিয়া এবং জানানোর ইচ্ছা নেই।

٢٨٩١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرِ بَكْرِبْنِ خَلَفٍ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ بْنَ اَبِىْ هِنْدٍ عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ فَمَرَرْنَا بِوَادٍ فَقَالَ اَىُّ وَادٍ هٰذَا ؟ قَالُوْا وَادِىْ الْاَزْرَقِ قَالَ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلَى مُوْسَى ﷺ فَذَكَرَ مِنْ طُوْلِ شَعْرَةٍ شَيْئًا لاَّيَحْفَظَهُ دَاوُدُ وَاضِعًا اِصْبَعَيْهِ فِىْ

أُذُنَيْهِ لَهُ جُؤَارٌ إِلَى اللّٰهِ بِالتَّكْبِيَةِ مَارًا بِهٰذَا الْوَادِيْ قَالَ ثُمَّ سِرْنَا حَتّٰى أَتَيْنَا عَلٰى ثَنِيَّةٍ هَرْشٰى أَوْ لِفْتٍ قَالَ كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلٰى يُوْنُسَ عَلٰى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ عَلَيْهِ جُبَّةٌ صُوْفٍ وَخِطَامُ نَاقَتِهِ خُلْبَةٌ مَارًّا بِهٰذَا الْوَادِيْ مُلَبِّيًا."

২৮৯১ আবূ বাশ্‌র বক্‌র ইব্‌ন খালাফ (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে মক্কা ও মদীনায় মাঝপথে ছিলাম। আমরা একটি উপত্যকা অতিক্রম করছিলাম। তখন তিনি বললেন ঃ এটা কোন উপত্যকা ? সাহাবীগণ বলেন, একটি আযরাক উপত্যকা। তিনি বললেন ঃ আমি যেন মূসা (আ)-কে দেখতে পাচ্ছি। অতঃপর তিনি তার দীর্ঘ কেশের কিছুটা বর্ণনা দেন যা রাবী দাউদ পূর্ণ মনে রাখতে পারেননি। আল্লাহ্‌র দরবারে ফরিয়াদ করতে করতে তিনি উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় এই উপত্যকা অতিক্রম করেন। রাবী বলেন, অতঃপর আমরা পথ অতিক্রম করে একটি টিলার উপর আসলাম। তখন নবী ﷺ বললেন : এটা কোন টিলা ? সাহাবীগণ বললেন : এটা হারশা অথবা লিফাত (লাফ্‌ত) নামক টিলা। তিনি বললেন : আমি যেন ইউনুস (আ)-কে একটি লাল বর্ণের উটনীর উপর পশমী জুব্বা পরিহিত অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি, উট্‌নিটির নাসারন্ধ্রের রশি ছিল খেজুর পাতার তৈরী এবং তিনি তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় এই উপত্যকা অতিক্রম করেন।

٥. بَابُ فَضْلِ دُعَاءِ الْحَاجِّ

অনুচ্ছেদ ঃ হাজ্জীগণের দু'আর ফযীলত

٢٨٩٢ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنُ صَالِحٍ بَنِيْ عَامِرٍ حَدَّثَنِيْ يَعْقُوْبُ بْنُ يَحْيٰى بْنِ عَبَّادٍ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ الْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللّٰهِ إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوْهُ غَفَرَ لَهُمْ."

২৮৯২ ইব্‌রাহীম ইবনুল মুনযির হিযামী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ হজ্জ যাত্রীগণ ও উমরার যাত্রীগণ আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিদল। তারা তাঁর নিকট দোয়া করলে তিনি তাদের দোয়া কবুল করেন এবং তাঁর নিকট মাফ চাইলে, তিনি তাদের মাফ করে দেন।

٢٨٩٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيْفٍ ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْغَازِيْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ وَفْدُ اللّٰهِ دَعَاهُمْ فَأَجَابُوْهُ وَسَأَلُوْهُ فَأَعْطَاهُمْ -"

২৮৯৩ মুহাম্মাদ ইব্‌ন তারীফ (র)......ইব্‌ন উমার (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌র পথের বিজয়ী হজ্জযাত্রী ও উমরা আদায়কারী আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিদল, তাঁরা আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করলে তিনি তা কবূল করেন এবং কিছু চাইলে তা তাঁদের দান করেন।

٢٨٩٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمٍ ابْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ اَنَّهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِىَّ ﷺ فِى الْعُمْرَةِ فَاَذِنَ لَهُ وَقَالَ لَهُ يَاأَخِىْ اَشْرِكْنَا فِىْ شَيْئٍ مِنْ دُعَائِكَ وَلاَ تَنْسَنَا -"

২৮৯৪ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... উমার (রা)-র থেকে বর্ণিত যে, তিনি ﷺ-এর নিকট উমরা আদায় করার অনুমতি চাইলে তিনি তাঁকে অনুমতি দেন এবং বলেন ঃ "হে আমার ভাই ! তোমার দোয়ার মধ্যে আমাদেরও শরীক করবে, আমাদের কথা ভুলে যেও না।"

٢٨٩٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانٍ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنَ اَبِىْ سُلَيْمَانَ ابْنِ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ صَفْوَانِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَفْوَانٍ قَالَ وَكَانَتْ تَحْتَهُ ابْنَةُ اَبِى الدَّرْدَاءِ فَاَتَاهُ فَوَجَدَ اُمَّ الدَّرْدَاءِ وَلَمْ يَجِدْ اَبَا الدَّرْدَاءِ فَقَالَتْ لَهُ يُرِيْدُ الْحَجَّ الْعَامَ ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ فَادْعُ اللّٰهَ لَنَا بِخَيْرٍ فَاِنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ دَعْوَةُ الْمَرْءِ مُسْتَجَابَةٌ لِاَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ يُؤْمِنُ عَلٰى دُعَائِهِ كُلَّمَا دَعَالَهُ بِخَيْرٍ قَالَ اٰمِيْنَ وَلَكَ بِمِثْلِهِ قَالَ ثُمَّ خَرَجْتُ اِلَى السُّوْقِ فَلَقِيْتُ اَبَا الدَّرْدَاءِ فَحَدَّثَنِىْ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِ ذَالِكَ -"

২৮৯৫ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... সাফওয়ান ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাফওয়ান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু দারদা (রা)-এর কন্যা তাঁর বিবাহাধীনে ছিল। তিনি তার নিকট এলেন এবং সেখানে উম্মু দারদা (রা) কেও উপস্থিত পেলেন, কিন্তু আবূ দারদা (রা)-কে পাননি। উম্মু দারদা (রা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এ বছর হজ্জ করতে চাও ? সাফওয়ান বলেন ঃ হাঁ। তিনি বলেন, ঃ তাহলে তুমি আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট কল্যাণের দোয়া করো। কেননা, মহানবী ﷺ বলতেন ঃ কোন ব্যক্তি তার অপর ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতিতে দোয়া করলে তা কবূল হয়। তার মাথার নিকট একজন ফিরেশ্‌তা তার দোয়ার সময় আমীন বলতে থাকে। যখনই সে তার জন্য কল্যাণের দোয়া করে, তখন ফিরেশতা বলে, আমীন, তোমার জন্যও অনুরূপ কল্যাণ। রাবী বলেন, অতঃপর আমি বাজারের দিকে গেলাম এবং আবূ দারদা (রা)-র সাক্ষাত পেলাম। তিনিও মহানবী ﷺ -থেকে আমার নিকট বর্ণনা করেন।

٦. بَابُ مَايُوْجِبُ الْحَجَّ

অনুচ্ছেদ ঃ কিসে হজ্জ ফরয হয়

২৮৯৬ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مَرْوَانُ ابْنُ مُعَاوِيَةَ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو وبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَزِيْدَ الْمَكِّىْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ عَبَّادِبْنِ جَعْفَرٍ الْمَخْزُوْمِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَامَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلُ اللّٰهِ فَمَا الْحَاجُّ قَالَ الشَّعِثُ التَّفِلُ–

وَقَامَ اٰخَرُ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْحَجُّ ؟ قَالَ! اَلْعَجُّ وَالثَّجُّ ! قَالَ وَكِيْعٌ يَعْنِىْ بِالْعَجِّ اَلْعَجِيْجَ بِالتَّلْبِيَةِ وَالثَّجُّ نَحْرُ الْبُدْنِ–

২৮৯৬ হিসাম ইব্‌ন আম্মার (র)...... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি মহানবী ﷺ -এর সামনে দাঁড়িয়ে বললে হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! কিসে হজ্জ ফরয হয় ? তিনি বললেন, পাথেয় ও বাহন থাকলে। সে (পুনরায়) বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! হাজ্জী কে ? তিনি বললেন ঃ যার (ইহ্‌রামের কারণে) এলোমেলো কেশ এবং দুর্গন্ধ শরীর। অপর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! হজ্জ কি? তিনি বললেন ঃ উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ ও রক্ত প্রবাহিত (কুরবানী) করা। ওয়াকী (র) মূল শব্দ 'আল-আজ্জু' অর্থ তালবিয়া পাঠ এবং 'আস-সাজ্জু' অর্থ পশু কুরবানী করা বলেছেন।

২৮৯৭ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْقُرَشِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ وَاَخْبَرَ نِيْهِ اَيْضًا عَنِ ابْنِ عَطَاءٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ يَعْنِىْ قَوْلَهُ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً–

২৮৯৭ সুওয়াইদ ইব্‌ন সাঈদ (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ পাথেয় ও বাহন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ "যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে" (সূরা আলে ইমরানঃ ৯৭) (-এর তাৎপর্য এটাই)।

٧. بَابُ الْمَرْاَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ وَلِيٍّ

অনুচ্ছেদ ঃ অভিভাবক ব্যতীত মহিলাদের হজ্জ করা

২৮৯৮ حَدَّثَنَا عَلِى بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنِ ابْنِ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُسَافِرُ الْمَرْاَةُ سَفَرٍ ثَلاَثَةُ اَيَّامٍ فَصَاعِدًا اِلاَّ مَعَ اَبِيْهَا اَوْ اَخِيْهَا اَوْ اِبْنَهَا اَوْ زَوْجُهَا اَوْذِىْ مَحْرَمٍ–

২৮৯৮ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)...... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কোন মহিলা যেন তিন দিন বা তার অধিক দূরত্বের পথ সাথে তার পিতা, ভাই, ছেলে, স্বামী অথবা কোন মুহরিম পুরুষ ব্যতীত সফর না করে।

٢٨٩٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا شَبَّابَةَ عَنِ ابْنِ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَاءَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ اَنْ تُسَافِرُ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ وَاحِدٍ لَيْسَ لَهَا ذُوْ حُرْمَةٍ.

২৮৯৯ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়রা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে মহিলা আল্লাহ ও আখিরাতের দিনে উপর ঈমান রাখে—সাথে কোন মুহরিম পুরুষ ব্যতীত তার পক্ষে এক দিনের পরিমাণ দূরত্বের পথ সফর করা বৈধ নয়।

٢٩٠٠ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اِسْحَاقَ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا مَعْبَدٍ وَمَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنِّى كُتِبَتُ فِىْ غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا وَامْرَاَتِىْ حَاجَّةٍ قَالَ فَارْجِعْ مَعَهَا."

২৯০০ হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুঈন নবী (স)-এর নিকট এসে বলল, অমুক অমুক যুদ্ধে যোগদানের জন্য আমার নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছে এবং আমার স্ত্রী হজ্জে যাওয়ার সংকল্প করেছে। নবী ﷺ বলেন ঃ তুমি ফিরে গিয়ে তার সাথে হজ্জে যাও।[১]

৮. بَابُ الْحَجِّ جِهَادُ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের জিহাদ হলো হজ্জ

٢٩٠١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِى عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادُ ؟ قَالَ نَعَمْ عَلَيْهِنَّ جِهَادُ لاَقِتَالَ فِيْهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ."

১. উল্লেখিত হাদীসসমূহ থেকে জানা যায় যে, মুহরিম সফরসঙ্গী ছাড়া কোন মহিলার পক্ষে একাকি সফর করা সাধারণত জায়েয নয়। জমহুরের মতে স্বামী বা কোন মুহরিম পুরুষ (যাদের সাথে চিরকালের জন্য বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ) সাথে না থাকলে কোন মহিলা জন্য হজ্জের সফরে বের হওয়া জায়েয নয়। ইমাম আযম আবূ হানীফা (রহ)-এর মতে কোন মহিলার উপর হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য তার সাথে তার মুহরিম থাকা শর্ত নয়। সে একাই হজ্জের সফরে বের হতে পারে। একদল মুহাদ্দিস তাঁর এই মত সমর্থন করেছেন। হাসান বাসরী এবং ইব্‌রাহীম নাখঈরও এই মত।
ইমাম মালিক, শাফিঈ (প্রসিদ্ধ মত), আওযাঈ, আতা, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র ও ইব্‌ন সীরীনের মতে হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য কোন মহিলার সাথে তার মুহরিম থাকা শর্ত নয়, বরং নিজের জীবনের নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া আবশ্যক। ইমাম শাফিঈর মতে তিনটি জিনিসের মাধ্যমে নিরাপত্তা লাভ হয় ঃ ১. স্বামী ২. অন্য কোন মুহরিম পরুষ ৩. একদল বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য মহিলা। এই তিনটির কোন একটির অভাবে কোন মহিলার উপর হজ্জ ফরয হয় না।

২৯০১ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়রা (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! মহিলাদের জন্য কি জিহাদ বাধ্যতামূলক? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, তাদের উপরও জিহাদ ফরয, তবে তাতে মারামারি কাটাকাটি নেই। তা হচ্ছে হজ্জ ও উমরা।

٢٩٠٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَضْلِ الْحُدَّانِىْ عَنْ اَبِىْ جَعْفَرٍ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْحَجُّ جِهَادُ كُلِّ ضَعِيْفٍ"

২৯০২ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়রা (র)...... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে কোন দুর্বল ব্যক্তির জিহাদ হলো হজ্জ।

٩. بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ ঃ মৃতের পক্ষ থেকে হাজ্জ করা

٢٩٠٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَنْ شُبْرُمَةُ ؟ قَالَ قَرِيْبٌ لِيْ قَالَ هَلْ حَجَجْتَ قَطُّ ؟ قَالَ لاَ قَالَ فَاجْعَلْ هٰذِهِ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ" .

২৯০৩ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমায়র (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন ঃ "শুব্‌রুমার পক্ষ থেকে আমি তোমার দরবারে হাযির হয়েছি।" রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন ঃ শুররুমা কে? সে বললো, আমার এক নিকটাত্মীয়। তিনি বললেন ঃ তুমি কি কখনও হজ্জ করেছ? সে বললো, না। তিনি বললেন ঃ তাহলে এই হজ্জ তোমার নিজের পক্ষ থেকে কর, এরপর শুব্‌রুমার পক্ষ থেকে হজ্জ কর।

٢٩٠٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى الصَّنْعَانِىُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَانَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ الْاَصَمِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اَحُجُّ عَنْ اَبِىْ ؟ قَالَ نَعَمْ حُجَّ عَنْ اَبِيْكَ فَاِنْ لَمْ تَزِدْهُ خَيْرًا لَمْ تَزِدْهُ شَرًّا–"

২৯০৪ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল আলা সান'আনী (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললো, আমি কি আমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ করতে

পারি? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ কর। তুমি যদি তার জন্য কল্যাণ ও নেকী বৃদ্ধি করতে না পার, তবে অকল্যাণ ও পাপও বৃদ্ধি কর না।

٢٩٠٥ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ سَلَّمَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِى الْغَوْثِ بِنْبِ حُصَيْنٍ (رَجُلُ مِنَ الْفُرْعِ) أَنَّهُ اسْتَفْتَى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ حُجَّةٍ كَانَتْ عَلَى أَبِيْهِ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ حُجَّ عَنْ أَبِيْكَ وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ كَذَالِكَ الصِّيَامُ فِى النَّذْرِ يُقْضَى عَنْهُ.

২৯০৫ হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র)...... কুর'আ গোত্রের আবুল গাওস, ইব্‌ন হুসাইন নামক জনৈক ব্যক্তি (র) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-এর নিকট তাঁর পিতার উপর ফরয হওয়া হজ্জ সম্পর্কে ফাত্ওয়া জিজ্ঞেস করেন, যিনি মারা গেছেন কিন্তু হজ্জ করতে পারেননি। নবী করীম ﷺ বললেন ঃ তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় কর। নবী করীম ﷺ আরও বললেন ঃ মানতের রোযাও অনুরূপ অর্থাৎ তার পক্ষ থেকে তা আদায় করা যাবে।

١٠. بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْحَىِّ اِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ

অনুচ্ছেদ ঃ জীবিত ব্যক্তি হজ্জ করতে অপারগ হলে তার পক্ষ থেকে হজ্জ করা

٢٩٠٦ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِبْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَنْ عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ أَبِى رَزِيْنِ الْعُقَيْلِىِّ أَنَّهَا أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! اِنَّ أَبِى شَيْخٌ كَبِيْرٌ لاَ يَسْتَطِيْعُ الْحَجَّ وَلاَ الْعُمْرَةَ وَلاَ الظَّعْنَ قَالَ حُجَّ عَنْ أَبِيْكَ وَاعْتَمِرْ-

২৯০৬ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)......আবূ রাযীন উকায়লী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা অতিশয় বৃদ্ধ। তিনি হজ্জ অথবা উমরা করতে বা বাহনে উপবিষ্ট থাকতে সক্ষম নন। নবী ﷺ বললেন ঃ তুমি তোমার পিতার পক্ষ হজ্জ ও উমরা আদায় কর।

٢٩٠٧ حَدَّثَنَا أَبُوْ مَرْوَانَ مُحَمَّدُ ابْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِىُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ الدَّرَاوَرْدِىُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِى رَبِيْعَةَ الْمَخْزُومِىِّ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حَكِيْمِ ابْنِ عَبَادِ بْنِ حُنَيْفٍ الْاَنْصَارِىِّ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ جَاءَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ أَبِى

شَيْخٌ كَبِيْرٌ قَدْ اَفْنَدَ وَاَدْرَكَتْهُ فَرِيْضَةُ اللّٰهِ عَلَى عِبَادِهِ فِى الْحَجِّ وَلاَ يَسْتَطِيْعُ اَدَاءَهَا فَهَلْ يُجْزِئُ عَنْهُ اَنْ اُوَدِّيَهَا عَنْهُ ؟ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ !"

২৯০৭ আবূ মারওয়ান মুহাম্মাদ ইবন উসমান উসমানী (র)...... আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, খাস্'আম গোত্রের এক মহিলা নবী ﷺ -এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা অতিশয় বৃদ্ধ এবং অচল হয়ে পড়েছেন। বান্দার উপর আল্লাহর ফরযকৃত হজ্জ তার উপর অবধারিত হয়েছে। কিন্তু তিনি তা আদায় করতে সক্ষম নন। এখন আমি যদি তাঁর পক্ষ থেকে হজ্জ করি, তবে তা কি তার জন্য যথেষ্ট হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ হ্যাঁ।

٢٩٠٨ حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كُرَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَخْبَرَنِى حُصَيْنُ بْنُ عَوْفٍ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! اِنَّ اَبِى اَدْرَكَهُ الْحَجُّ وَلاَ يَسْتَطِيْعُ اَنْ يَجْمَعَ اَنْ يَحُجَّ اِلاَّ مُعْتَرِضًا فَصَمَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ حُجَّ عَنْ اَبِيْكَ."

২৯০৮ মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে হুসায়ন ইব্ন আওফ (রা) অবহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতার উপর হজ্জ ফরয হয়েছে। কিন্তু তিনি হজ্জ করতে সক্ষম নন, যদি না তাকে হাওদার সাথে বেঁধে দেয়া হয়। তিনি মুহূর্তকাল নীরব থাকার পর বললেন ঃ তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ কর।

٢٩٠٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرٰهِيْمَ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ : ثَنَا الْاَوْزَاعِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اَخِيْهِ الْفَضْلِ اَنَّهُ كَانَ رِدْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ غَدَاةَ النَّحْرِ فَاَتَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ فَرِيْضَةَ اللّٰهِ فِى الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ اَدْرَكَتْ اَبِى شَيْخًا كَبِيْرًا لاَ يَسْتَطِيْعُ اَنْ يَرْكَبَ اَفَاَحُجَّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ فَاِنَّهُ كَانَ عَلَى اَبِيْكَ دَيْنٌ قَضَيْتَهُ -"

২৯০৯ আবদুর রহমান ইব্ন ইব্রাহীম দিমাশকী (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা)-এর ভাই ফাদল (রা) থেকে বর্ণিত যে তিনি কুরবানীর দিন ভোরবেলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাওয়ারীতে তাঁর পেছনে উপবিষ্ট ছিলেন। এ সময় খাস্'আম গোত্রের এক মহিলা তাঁর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল! বান্দাদের উপর আল্লাহ্র ধার্যকৃত হজ্জ আমার পিতার উপর বৃদ্ধ বয়সে ফরয হয়েছে। কিন্তু তিনি বাহনে চড়তে সক্ষম নন। আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হজ্জ করবো? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, কেননা তোমার পিতার কোন ঋণ থাকলে তাও তোমাকেই পরিশোধ করতে হতো।

١١. بَابُ حَجِّ الصَّبِيِّ

অনুচ্ছেদ ঃ শিশুদের হজ্জের বিবরণ

٢٩١٠. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَوِيَةَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ رَفَعَتْ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي حَجَّةٍ فَقَالَتْ! يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! لِهٰذَا حَجٌّ ؟ قَالَ نَعَمْ وَلَكَ اَجْرٌ-"

২৯১০ আলী ইব্ন ও মুহাম্মাদ ইব্ন শরীফ (র)...... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজ্জের সময় এক মহিলা তার শিশু সন্তানকে নবী ﷺ -এর সামনে উঁচিয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্র রাসূল! এই শিশুর জন্যও কি হজ্জ? তিনি বললেন হ্যাঁ, তবে সাওয়াব তুমি পাবে।

١٢. بَابُ النُّفَسَاءِ وَالْحَائِضِ تُهِلُّ بِالْحَجِّ

অনুচ্ছেদ ঃ হায়েয ও নিফাসগ্রস্ত মহিলার হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধার বিবরণ

٢٩١١ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدَةُ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نُفِسَتْ اَسْمَاءِ بِنْتِ عُمَيْسٍ بِالشَّجَرَةِ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبَا بَكْرٍ اَنْ يَأْمُرُهَا اَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ-"

২৯১১ উসমান ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শাজারা (যুল্-হুলায়ফা) নামক স্থানে উমায়স-কন্যা আস্মার নিফাস হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ বকর (রা)-কে নির্দেশ দিলেন যে, তিনি যেন তাকে গোসল করে ইহরাম বাঁধার নির্দেশ দেন।

٢٩١٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا خَالِدِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ بِلاَلٍ ثَنَا يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ بَكْرٍ اَنَّهُ خَرَجَ حَاجًّا مَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَهُ اَسْمَاءِ بِنْتِ عُمَيْسٍ فَوَلَدَتْ بِالشَّجَرَةِ مُحَمَّدَبْنَ اَبِيْ بَكْرٍ . فَاَخْبَرَهُ فَأَمَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَاْمُرُهَا اَنْ تَغْتَسِلَ ثُمَّ تُهِلَّ بِالْحَجِّ وَتَصْنَعُ مَا يَصْنَعَ النَّاسِ اِلاَّ اَنَّهَا لاَ تَطُوْفَ بِالْبَيْتِ-"

২৯১২ আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)......আবূ বাকর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হলেন। তাঁর সাথে (তাঁর স্ত্রী) উমাইস-কন্যা আসমাও ছিলেন। তিনি

শাজারা নামক স্থানে মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ বকরকে প্রসব করলেন। আবূ বাকর (রা) নবী ﷺ -এর নিকট এসে তাঁকে এ সম্পর্কে অবহিত করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে নির্দেশ দেন--তিনি যেন তাকে গোসল করার পর হজ্জের ইহরাম বাঁধার এবং লোকদের অনুরূপ অনুষ্ঠানাদি পালনের নির্দেশ দেন। কিন্তু সে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করবে না।

٢٩١٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا يَحْيَى ابْنُ اٰدَمَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نُفِسَتْ اَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ اَبِى بَكْرٍ فَاَرْسَلَتْ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاَمَرَهَا اَنْ تَغْتَسِلَ وَتَسْتَثْفِرَ بِثَوْبٍ وَتُهِلَّ-"

২৯১৩ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আসমা বিনতে উমাইস (রা) মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ বাকরকে প্রসব করলেন। তিনি নবী ﷺ-এর নিকট বিধান জিজ্ঞেস করার জন্য লোক পাঠালেন। নবী ﷺ তাঁকে নির্দেশ দেন যে, সে যেন গোসল করে এবং একটি কাপড় জড়িয়ে নেয় ও ইহরাম বাঁধে।

١٣. بَابُ مَوَاقِيْتِ اَهْلِ الاٰفَاقِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের মীকাতের বর্ণনা

٢٩١٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُصْعَبٍ ثَنَا مَالِكُ ابْنُ اَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يُهِلُّ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ وَاَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَاَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اَمْرًا هٰذِهِ الثَّلاَثَةُ لَقَدْ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَبَلَغَنِى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَيُهِلُّ اَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ."

২৯১৪ আবূ মুস'আব (র)...... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ মদীনাবাসীগণ যুল্-হুলায়ফা থেকে, সিরিয়ার অধিবাসীগণ জুহ্‌ফা থেকে, নাজ্‌দবাসীগণ কারণ নামক স্থান থেকে ইহরাম বাঁধবে। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, এই তিনটি মীকাতের বর্ণনা আমি সরাসরি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট থেকে শুনেছি। আমি আরও জানতে পেরেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ইয়ামনবাসীগণ ইয়ালামলাম্ থেকে ইহ্‌রাম বাঁধবে।

٢٩١٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مُهَلُّ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ وَمُهَلُّ اَهْلِ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَمُهَلُّ اَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ وَمُهَلُّ اَهْلِ نَجْدٍ مِنْ

قَرْنٍ وَمُهَلُّ اَهْلِ الْمَشْرِقِ مِنْ ذَاتُ عِرْقٍ ثُمَّ اَقْبَلَ بِوَجْهِهِ لِلْاُفُقِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَقْبَلَ بِقُلُوْبِهِمْ-"

২৯১৫ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন ঃ মদীনাবাসীগণের মীকাত হলো যুল্-হুলায়ফা, সিরিয়াবাসীদের মীকাত জুহ্‌ফা, ইয়ামনবাসীদের মীকাত ইয়ালামলাম, নাজ্‌দবাসীদের মীকাত কারণ, প্রাচ্যের লোকদের মীকাত[১] যাতু ইর্‌ক। অতঃপর তিনি দিগন্তের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন ঃ হে আল্লাহ! তাদের অন্তরসমূহ ঈমানের দিকে ধাবিত করুন।

١٤. بَابُ الْاِحْرَامِ

অনুচ্ছেদ : ইহ্‌রাম বাঁধা

٢٩١٦ حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّاوَرْدِيُّ حَدَّثَنِيْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عِمْرَانَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اَدْخَلَ رِجْلَهُ فِى الْغَرْزِ وَاسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتَهُ اَهَلَّ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدٍ ذِى الْخَلَيْفَةِ-"

২৯১৬ মুহরিয ইব্‌ন সালামা আদানী (র)...... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যেত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন স্বীয় পদদ্বয় বাহনের পাদানিতে রাখতেন এবং তাঁর জন্তুযান তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যেত, তখন তিনি যুল্-হুলায়ফার মসজিদের নিকট থেকে ইহ্‌রাম বেঁধেছেন।

٢٩١٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيِّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَعُمَرَ ابْنُ عَبْدِ الْوَحِيْدِ قَالاَ ثَنَا الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بِنِ عُبَيْدِ أبْنِ عُمَيْرٍ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ اَنَسٍ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ اِنِّىْ عِنْدَ ثَفِنَاتِ نَاقَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ الشَّجَرَةُ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ قَائِمَةُ قَالَ لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ مَعًا وَذَالِكَ فِىْ حِجَّةِ الْوَدَاعِ-"

---

১. যে স্থান বরাবর পৌঁছে হজ্জযাত্রীদের ইহ্‌রাম বাঁধতে হয়--তাকে 'মীকাত' বলে। হজ্জযাত্রীগণ ইহ্‌রাম না বেঁধে এই স্থান অতিক্রম করতে পারেন না। মীকাতের স্থানসমূহ ঃ যুল্ হুলায়ফা যা মদীনার ছয় মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। জুহ্‌ফা সিরিয়া ও এতদঞ্চল দিয়ে আগত লোকদের মীকাত। এটা রাবাগ নামক এলাকার একটি জনশূন্য গ্রাম। কারনুল মানাযিল-এর বর্তমান নাম আস সায়েল। ইয়ালাম্‌লাম্ তিহামা অঞ্চলের একটি পাহাড়ের নাম। বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের হজ্জযাত্রীগণের এটাই মীকাত। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) ব্যতীত অন্যদের মতে কোন অবস্থায়ই ইহ্‌রাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করে মক্কায় প্রবেশ জায়েয নয়।

২৯১৭ আবদুর রহমান ইব্‌ন ইব্‌রাহীম দিমাশ্‌কী (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শাজারা (যুল-হুলায়ফা) নামক স্থানে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উট্‌নীর পায়ের নিকটে ছিলাম। উট্‌নী যখন তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো, তখন তিনি বললেন : "লাব্বায়কা বি-উমরাতিন ওয়া হাজ্জাতিম-মাআন" (আমি তোমার দরবার এক সাথে হজ্জ ও উমরার সংকল্প নিয়ে হাযির হচ্ছি)। এটা বিদায়-হজ্জের ঘটনা।

١٥. بَابُ التَّلْبِيَةِ

অনুচ্ছেদ : তাল্‌বিয়ার বর্ণনা

٢٩١٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَاَبُوْ اُسَامَةَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنِ نُعَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ بْنِ عُمَرَ قَالَ تَلَقَّفْتُ التَّلْبِيَةَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَقُوْلُ « لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكِ لاَشَرِيْكَ لَكَ » قَالَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَزِيْدُ فِيْهَا لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِيْ يَدِيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ اِلَيْكَ وَالْعَمَلُ-"

২৯১৮ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)...... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট তালবিয়া শিখেছি। তিনি বলেন : "লাব্বায়কা আল্লাহুম্মা লাব্বায়কা লাব্বায়কা, লা শারীকা লাকা লাব্বায়কা, ইন্নাল-হামদা ওয়ান-নি'মাতা লাকা ওয়াল-মুল্‌কা লা শারীকা লাকা।" "হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট উপস্থিত আছি, তোমার নিকট উপস্থিত আছি, তোমার নিকট উপস্থিত আছি, তোমার দরবারে হাযির হয়েছি। তোমার কোন শরীক নেই, আমি তোমার নিকট হাযির হয়েছি। যাবতীয় প্রশংসা ও নিয়ামত তোমারই এবং সমগ্র রাজত্ব তোমার। তোমার কোন শরীক নেই।" রাবী বলেন, ইব্‌ন উমার (রা)-এর সাথে যোগ করতেন : "লাব্বায়কা লাব্বায়কা ওয়া সা'দায়কা ওয়া'ল-খায়রু ফী ইয়াদায়কা, লাব্বায়কা ওয়ার-রাগবাউ ইলায়কা ওয়াল-আমালু।" (অর্থ) "তোমার দরবারে উপস্থিত হয়েছি, তোমার নিকট হাযির হয়েছি, তোমার নিকট হাযির আছি, তোমার খেদমতের সৌভাগ্য লাভ করেছি। সমস্ত কল্যাণ তোমার হাতে, আমি তোমার সমীপে উপস্থিত হয়েছি। সমস্ত আকর্ষণ তোমার প্রতি এবং সকল কাজ তোমারই নির্দেশে।"

٢٩١٩ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ اَخْزَمَ ثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَعْفَرِبْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَتْ تَلْبِيَةَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَبَّيْكَ اللّٰهُمْ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَلَكَ وَالْمُلْكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ-"

২৯১৯ যায়িদ ইব্ন আখ্যাম (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর তালবিয়া ছিল নিম্নরূপ : "লাব্বায়কা আল্লাহুম্মা লাব্বায়কা, লাব্বায়কা লা শারীকা লাকা লাব্বায়কা ইন্নাল-হাম্দা ওয়ান-নি'মাতা লাকা ওয়াল-মুলকা লা শারীকা লাকা।"

٢٩٢٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ الْفَضْلِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِىْ تَلْبِيَتِهِ لَبَّيْكَ اِلٰهُ الْحَقِّ لَبَّيْكَ ! "

২৯২০ আবূ বাক্‌র ইব্ন আবূ শায়বা ও আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর তালবিয়ায় বলেন : "লাব্বায়কা ইলাহাল্-হাক্কি লাব্বায়কা।"

٢٩٢١ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ ثَنَا عُمَرَةَ ابْنُ غَزِيَّةَ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مُلَبٍّ يُلَبِّىْ اِلاَّ لَبَّى مَا عَنْ يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ اَوْ شَجَرٍ اَوْ مَدَرٍ حَتّٰى تَنْقَطِعَ الْاَرْضُ مِنْ هٰهُنَا وَهٰهُنَا."

২৯২১ হিশাম ইব্ন আম্মার (র)...... সাহ্ল ইব্ন সা'দ সাঈদী (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে ব্যক্তিই তালবিয়া পাঠ করে, সাথে তার ডান ও বাঁ দিকের পাথর, গাছপালা অথবা মাটি, এমনকি দুনিয়ার সর্বশেষ প্রান্ত পর্যন্ত উভয়দিকের সবকিছু তাল্‌বিয়া পাঠ করে।

١٦. بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ

অনুচ্ছেদ : উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করা

٢٩٢٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِىْ بَكْرِ ابْنِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ حَدَّثَهُ عَنْ خَلاَّدِ ابْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَتَانِىْ جِبْرِيْلُ ! فَاَمَرَنِىْ اَنْ اٰمُرَ اِصْحَابِىْ اَنْ يَرْفَعُوْا اَصْوَاتِهِمْ بِالْاَهْلاَلِ-"

২৯২২ আবূ বাক্‌র ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... খাল্লাদ ইব্ন সায়েব সূত্রে তাঁর পিতা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন : আমার নিকট জিব্‌রীল (আ) এসে আমাকে নির্দেশ দেন যে, আমি যেন আমার সাহাবীগণকে উচ্চস্বরে তাল্‌বিয়া পাঠের আদেশ দেই।

٢٩٢٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَنْطَبٍ عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ جَاءَنِي جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ ! مُرْ أَصْحَابَكَ فَلْيَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ فَإِنَّهَا مِنْ شِعَارِ الْحَجِّ"

২৯২৩ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ ..... যায়িদ ইব্‌ন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার নিকট জিব্‌রীল (আ) এসে বলেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি আপনার সাহাবীদের নির্দেশ দিন, তাঁরা যেন উচ্চস্বরে তাল্‌বিয়া পাঠ করে। কারণ তা হলো হজ্জের অন্যতম নিদর্শন।

٢٩٢٤ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ ابْنِ كَاسِبٍ قَالَا ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ. عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ يَرْبُوعٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ : أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ الْعَجُّ وَالثَّجُّ-"

২৯২৪ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুনযির হিযামী ও ইয়াকূব ইব্‌ন হুমাঈদ ইব্‌ন কাসিব (র)...... আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট জিজ্ঞেস করা হলো কোন কাজটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন : "উচ্চস্বরে তাল্‌বিয়া পাঠ এবং কুরবানির দিন কুরবানী করা।"

١٧. بَابُ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ

অনুচ্ছেদ : ইহ্‌রামধারী ব্যক্তির অনবরত তাল্‌বিয়া পাঠের ফযীলত

٢٩٢٥ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ خَلِيحٍ قَالُوا ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ ابْنُ حَفْصٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مُحْرِمٍ يَضْحَى لِلّٰهِ يَوْمَهُ يُلَبِّي حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ إِلَّا غَابَتْ بِذُنُوبِهِ فَعَادَ كَذَا كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ-"

২৯২৫ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুনযির হিযামী (র)...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে কোন ইহ্‌রামধারী ব্যক্তি কুরবানীর দিন আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কুরবানী করে এবং সূর্যাস্ত পর্যন্ত অনবরত মধ্যাহ্ন থেকে তাল্‌বিয়া পাঠ করতে থাকে, সূর্য তার গুনাহরাশিসহ অস্ত যায়। তখন সে এমন নিষ্পাপ অবস্থায় ফিরে যায়, যেমন তার মা তাকে প্রসব করেছিল।

١٨. بَابُ الطِّيْبِ عِنْدَ الْاِحْرَامِ

অনুচ্ছেদ : ইহ্রামবস্ত্র পরিধানের সময় সুগন্ধির ব্যবহার

٢٩٢٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ رُمْحٍ اَنْبَانَا اللَّيْثُ ابْنُ سَعْدٍ جَمِيْعًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِاِحْرَامِهِ تَبْلَ اَنْ يُحْرِمَ وَلِحِلَّةٍ قَبْلَ اَنْ يُفِيْضَ قَالَ سُفْيَانُ بِيَدَىَّ هَاتَيْنِ-

২৯২৬ আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তাঁর ইহ্রাম বাঁধার পূর্বে সুগন্ধি লাগিয়ে দেই এবং ইহ্রাম খোলার সময় তাওয়াফে ইফাদা করার পূর্বেও আমি তাঁকে সুগন্ধি লাগিয়ে দেই। রাবী সুফইয়ান বলেন : "আমার এই দুই হাত দিয়ে।"

٢٩٢٧ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَاَنِّى انْظُرُ اِلَى وَبِيْصِ الطِّيْبِ فِىْ مَفَارِقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُلَبِّىْ -

২৯২৭ আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সিঁথিতে সুগন্ধির উজ্জ্বলতা দেখতে পাচ্ছি তখন তিনি তাল্বিয়া উচ্চারণ করছিলেন।

٢٩٢٨ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسٰى ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَاَنِّىْ اَرٰى وَبِيْصَ الطِّيْبِ فِىْ مَفْرِقِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ-

২৯২৮ ইসমাঈল ইব্ন মূসা (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সিঁথিতে সুগন্ধির উজ্জ্বলতা দেখতে পাচ্ছি তিন দিন পরেও অথচ তিনি ছিলেন ইহ্রাম অবস্থায়।

١٩. بَابُ مَا يَلْبِسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ

অনুচ্ছেদ : মুহ্রিম অবস্থায় কি ধরনের কাপড় পরিধান করবে

٢٩٢٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُصْعَبٍ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ النَّبِىَّ ﷺ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

لاَ يَلْبِسُ الْقُمُصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيْلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسِ وَلاَ الْخِفَافَ اِلاَّ اَنْ لاَ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ تَلْبِسُوْا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ اَوِ الْوَرْسِ-

২৯২৯ আবূ মুস'আব (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলো মুহ্‌রিম ব্যক্তি কি ধরনের কাপড় পরিধান করবে? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : সে জামা পরবে না, পাগড়ী পরবে না, পায়জামা পরবে না, টুপি পরবে না এবং মোজা পরবে না। কিন্তু তার যদি জুতা না থাকে সে মোজা পরতে পারবে, তবে উভয় টাখ্নুর নিচের অংশের মোজার উপরিভাগ কেটে ফেলে দিয়ে। সে জাফরান অথবা সুগন্ধি ঘাস দ্বারা রঞ্জিত কাপড় পরিধান করবে না।

٢٩٣٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُصْعَبٍ ثَنَا مَالِكُ ابْنُ اَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا بِوَرْسٍ اَوْزَعْفَرَانَ-

২৯৩০ আবূ মুস'আব (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুহ্‌রিম ব্যক্তিকে কুমকুম অথবা ওয়ারস ঘাস দ্বারা রঞ্জিত কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন।

٢. بَابُ السَّرَاوِيْلِ وَالْخُفَّيْنِ لِلْمُحْرِمِ اِذَا لَمْ يَجِدْ اِزَارًا وَنَعْلَيْنِ

অনুচ্ছেদ : কাপড় ও জুতা না থাকলে মুহ্‌রিম ব্যক্তি পাজামা ও মোজা পরিধান করবে

٢٩٣١ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِبْنِ زَيْدٍ اَبِى الشَّعْثَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ قَالَ هِشَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ مَنْ لَمْ يَجِدْ اِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيْلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَقَالَ هِشَامٍ فِىْ حَدِيْثِهِ فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيْلَ اِلاَّ اَنْ يَفْقِدَ."

২৯৩১ হিশাম ইব্ন আম্মার ও মুহাম্মাদ ইব্ন সাব্বাহ (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে মিম্বরে দাঁড়িয়ে ভাষণ দান কালে বলতে শুনেছি : যে (মুহ্‌রিম) ব্যক্তি কাপড় সংগ্রহ করতে পারেনি সে পায়জামা পরতে পারে এবং যে, ব্যক্তি জুতা সংগ্রহ করতে পারেনি সে মোজা পরতে পারে। হিশামের বর্ণনায় আছে "কাপড় না পেলে পায়জামা পরিধান করবে।"

٢٩٣٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُصْعَبٍ ثَنَا مَالِكُ ابْنُ اَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ-

২৯৩২ আবূ মুস'আব (র)......ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : কোন ব্যক্তি জুতা সংগ্রহ করতে না পারলে মোজা পরিধান করবে। সে যেন টাখ্নুর নিম্নাংশ পর্যন্ত মোজার উপরিভাগ কেটে নেয়।

٢١. بَابُ التَّوَقِّى فِى الْاِحْرَامِ

অনুচ্ছেদ : ইহ্রাম অবস্থায় যে সব আচরণ থেকে বিরত থাকা উচিৎ

٢٩٣٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ وَعَنْ يَحْيٰى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَسْمَاءِ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِالْعَرَجِ نَزَلْنَا فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعَائِشَةُ اِلٰى جَنْبِهِ وَاَنَا اِلٰى جَنْبِ اَبِىْ بَكْرٍ وَكَانَتْ زِمَالَتُنَا وَزِمَالَةُ اَبِىْ بَكْرٍ وَّاحِدَةٍ مَعَ غُلاَمٍ اَبِىْ بَكْرٍ-

قَالَ فَطَلَعَ الْغُلاَمُ وَلَيْسَ مَعَهُ بَعِيْرُهُ فَقَالَهُ اَيْنَ بَعِيْرُكَ ؟ قَالَ اَضَلَلْتُهُ الْبَارِحَةَ قَالَ مَعَكَ بَعِيْرٌ وَاحِدٌ تُضِلُّهُ ؟ قَالَ فَطَفِقَ يَضْرِبُهُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اُنْظُرُوْا اِلٰى هٰذَا الْمُحْرِمِ مَايَصْنَعُ-

২৯৩৩ আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ বাক্র (রা)-র কন্যা আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে বের হলাম। আরজ নামক স্থানে পৌছে আমরা যাত্রা বিরতি করলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বসলেন এবং আয়েশা (রা) তাঁর পাশে এবং আমি আবূ বাক্র (রা)-র পাশে বসলাম। আমাদের আবূ বাকর (রা)-র এবং তাঁর গোলামসহ একটি উট ছিল। রাবী বলেন : ইত্যবসরে গোলাম আসলো কিন্তু তার সাথে উট ছিল না। তিনি (আবূ বকর (রা)) জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার উট কোথায় ? সে বললো, রাতে হারিয়ে গেছে। তিনি বললেন, তোমার সাথে একটি মাত্র উট ছিল, তাও তুমি হারিয়ে ফেললে ? রাবী বলেন, তিনি তাকে মারতে লাগলেন। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : দেখ! এই ব্যক্তি ইহ্রামের অবস্থায় কি করছে ?

٢٢. بَابُ الْمُحْرِمِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ

অনুচ্ছেদ : মুহ্‌রিম ব্যক্তি মাথা ধুইতে পারে

٢٩٣٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُصْعَبٍ ثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالْاَبْوَاءِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ وَقَالَ الْمِسْوَرُ لاَيَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ" فَاَرْسَلَنِىْ ابْنُ عَبَّاسٍ اِلَى اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىْ اَسَالُهُ عَنْ ذَالِكَ : فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ يَسْتَتِرُ بِثَوْبٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هٰذَا ؟

قُلْتُ اَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حُنَيْنٍ اَرْسَلَنِىْ اِلَيْكَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ اَسْئَالُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ؟ قَالَ فَوَضَعَ اَبُوْ اَيُّوْبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَاْطَاَهُ حَتّٰى بَدَا اِلَىٰ رَأْسُهُ ثُمَّ قَالَ لاِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ اصْبُبْ فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَاكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَاَقْبَلَ بِهِمَا وَاَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا رَاَيْتُهُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُ"

২৯৩৪ আবূ মুস'আব (র)...... ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন হুনায়ন (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস ও মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামা (রা) আবওয়া নামক স্থানে মতবিরোধে লিপ্ত হলেন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, মুহ্‌রিম ব্যক্তি নিজের মাথা ধৌত করতে পারবে। আর মিস্‌ওয়ার (রা) বলেন, সে নিজ মাথা ধৌত করতে পারবে না। তাই ইব্‌ন আব্বাস (রা) আমাকে আবূ আইউব আনসারী (রা)-র নিকট এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার জন্য পাঠালেন। আমি গিয়ে তাঁকে এমন অবস্থায় পেলাম যে, তিনি দু'টি খুঁটির মাঝখানে কাপড় দ্বারা পর্দা টেনে গোসল করছেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কে? আমি বললাম, আমি আবদুল্লাহ ইব্‌ন হুনায়ন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) আমাকে আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করতে পাঠিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইহ্‌রাম অবস্থায় কিভাবে মাথা ধৌত করতেন? রাবী বলেন, আবূ আইউব (রা) তাঁর হস্তদ্বয় পর্দার কাপড়ের উপর রেখে তা মাথা পর্যন্ত উত্তোলন করলেন এবং আমি তাঁর মাথা দেখতে পেলাম। অতঃপর তিনি এক ব্যক্তিকে বললেন, পানি ঢালো। লোকটি তাঁর গোসলে সাহায্য করছিল। সে তাঁর মাথায় পানি ঢেলে দিল। এরপর তিনি তার উভয় হাত দিয়ে গোটা মাথা মললেন এবং বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এভাবে করতে দেখেছি।

٢٣. بَابُ الْمُحْرِمَةِ تَسْدِلُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا

অনুচ্ছেদ : মুহ্‌রিমা স্ত্রীলোকের মুখমণ্ডলে কাপড় লটকানো

٢٩٣٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ مِنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ مُحْرِمُوْنَ فَاِذَا لَقِيْنَا الرَّاكِبُ اَسْدَلْنَا ثِيَابُنَا مِنْ فَرْقِ رُءُوْسِنَا فَاِذَا جَاوَزْنَا رُفَعْنَا هَا-"

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ-"

২৯৩৫ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইহ্‌রাম অবস্থায় নবী ﷺ -এর সাথে ছিলাম। আমরা কোন পথযাত্রীর নিকটবর্তী হলে নিজেদের মাথার সামনে দিয়ে কাপড় ঝুলিয়ে দিতাম। যখন তাদের অতিক্রম করে যেতাম তখন তা তুলে ফেলতাম।

আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)...... আয়েশা (রা) সূত্রেও নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٢٤. بَابُ الشَّرْطِ فِى الْحَجِّ

অনুচ্ছেদ : হজ্জে শর্ত আরোপ করা

٢٩٣٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا اَبِىْ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ ابْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ جَدَّتِهِ قَالَ لاَ اَدْرِىْ اَسْمَاءِ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ اَوْ سُعْدِى بِنْتِ عَوْفٍ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ مَا يَمْنَعُكِ يَمَّتَاهُ مِنَ الْحَجِّ ؟ فَقَالَتْ : اَنَا امْرَاءَةٌ سَقِيْمَةٌ وَاَنَا اَخَافُ الْحَبْسِ قَالَ فَاَحْرِمِى وَاشْتَرَطِى اَنَّ مَحِلُّكِ حَيْثُ حُبِسْتِ-"

২৯৩৬ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমায়র ও আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র).....আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র (রা) সূত্রে তাঁর দাদী আসমা বিন্‌তে আবূ বক্‌র নানী সু'দা বিনতে আওফ (রা)-এর থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবদুল মুত্তালিব-কন্যা সাবা'আর নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন : হে ফুফুজান : কোন জিনিস আপনাকে হজ্জ থেকে বিরত রাখছে ? তিনি বলেন, আমি একজন অসুস্থ মহিলা, আমার আশংকা হচ্ছে যে, হজ্জের অনুষ্ঠানাদি পূর্ণ করতে পারবো না। তিনি বলেন : আপনি ইহ্‌রাম বাঁধুন এবং এই শর্ত আরোপ করুন যে, "যেখানে আপনি বাধাপ্রাপ্ত হবেন, সেটাই হবে আপনার ইহ্‌রাম খোলার স্থান।"

২৯৩৭ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ وَوَكِيْعٌ عَنْ هِشَامِ ابْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ ضُبَاعَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا شَاكِيَةٌ : فَقَالَ اَمَّا تُرِيْدِيْنَ الْحَجَّ الْعَامَ ؟ قُلْتُ اِنِّىْ لَعَلِيْلَةٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ! قَالَ حُجِّىْ وَقُوْلِىْ مَحِلِّىْ حَيْثُ تَحْبِسُنِىْ-

২৯৩৭ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা.....(র) দুবাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার নিকট উপস্থিত হলেন এবং আমি তখন রোগগ্রস্ত ছিলাম। তিনি বললেন : আপনি কি এ বছর হজ্জে যাওয়ার সংকল্প করছেন ? আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি অসুস্থ ? তিনি বললেন : আপনি হজ্জের নিয়্যত করুন এবং বলুন- আপনি (আল্লাহ) যেখানে আমাকে বাধাগ্রস্ত করবেন, সেটাই হবে আমার ইহ্‌রাম খোলার জায়গা।

২৯৩৮ حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ خَلَفٍ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا وَعِكْرِمَةَ يُحَدِّثَانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتْ ضُبَاعَةُ بِنْتُ الزُّبَيْرِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ اِنِّىْ امْرَاَةٌ ثَقِيْلَةٌ وَاِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ فَكَيْفَ اَهِلُّ ؟ قَالَ اَهِلِّىْ وَاشْتَرِطِىْ اَنَّ مَحِلِّىْ حَيْثُ حَبَسْتَنِىْ-

২৯৩৮ আবূ বিশ্‌র বাক্‌র ইব্‌ন খালাফ (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যুবায়র ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবের কন্যা যুবা'আ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে বললেন, আমি রোগাক্রান্ত এবং আমি হজ্জে যাওয়ার ইচ্ছা রাখি। অতএব আমি কিভাবে ইহ্‌রাম বাঁধব ? তিনি বললেন : আপনি ইহ্‌রাম বাঁধা এবং শর্ত রাখুন, আপনি (আল্লাহ) যেখানে আমাকে বাধাগ্রস্ত করবেন, সেটাই হবে আমার ইহ্‌রাম খোলার স্থান।

٢٥. بَابُ دُخُوْلِ الْحَرَمِ

অনুচ্ছেদ : হেরেম এলাকায় প্রবেশ

২৯৩৯ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ صَبِيْحٍ ثَنَا مُبَارَكُ ابْنُ حَسَّانَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ الْاَنْبِيَاءِ تَدْخُلُ الْحَرَمَ مُشَاةً حُفَاةً وَيَطُوْفُوْنَ بِالْبَيْتِ وَيَقْضُوْنَ الْمَنَاسِكَ حُفَاةً مُشَاةً-"

২৯৩৯ আবূ কুরায়ব (র)...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবীগণ হেরেমের এলাকায় পদব্রজে ও নগ্ন পদে প্রবেশ করতেন এবং বায়তুল্লাহ তাওয়াফসহ হজ্জের যাবতীয় অনুষ্ঠান নগ্নপদে ও পদব্রজে সমাপন করতেন।

٢٦. بَابُ دُخُوْلِ مَكَّةَ

অনুচ্ছেদ : পবিত্র মক্কায় প্রবেশ

٢٩٤٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ثَنَا عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَاِذَا خَرَجَ خَرَجَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلٰى-

২৯৪০ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)...... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উচ্চ ভূমি দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করতেন এবং বের হওয়ার সময় নিম্নভূমি দিয়ে বের হতেন।

٢٩٤١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ نَهَارًا-"

২৯৪১ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)...... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ দিনের বেলায় মক্কায় প্রবেশ করেন।

٢٩٤٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَانَا مُعْتَمِرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُمَرَ وبْنِ عُثْمَانَ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ! اَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا ؟ وَذٰلِكَ فِىْ حَجَّتِهٖ قَالَ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيْلُ مَنْزِلاً؟ ثُمَّ قَالَ نَحْنُ نَازِلُوْنَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِىْ كِنَانَةَ (يَعْنِى الْمُحَصَّبَ) حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٍ عَلَى الْكُفْرِ " وَذَالِكَ اَنَّ بَنِىْ كِنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِىْ عَاشِمٍ اَنْ لاَ يُنَاكِحُوْهُمْ وَلاَ يُبَايِعُوْهُمْ قَالَ مَعْمَرُ قَالَ الزُّهْرِىِّ وَالْخَيْفُ الْوَادِىْ-"

২৯৪২ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... উসামা ইব্‌ন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমরা আগামীকাল কোথায় অবতরণ করব ? এটা তাঁর (বিদায়) হজ্জের সময়কার কথা। তিনি বললেন : আকীল কি আমাদের জন্য কোন অবতরণের স্থান অবশিষ্ট রেখেছে ? এরপর তিনি বললেন : আমরা আগামীকাল বনূ কিনানার ঘাঁটিতে (অর্থাৎ মুহাসসাবে) অবতরণ করতে যাচ্ছি- যেখানে কুরায়শগণ কুফরীর উপর অবিচল থাকার শপথ করেছিল। আর তাহলো, বনূ কিনানা কুরায়শদের নিকট থেকে বানূ হাশিম সম্পর্কে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি আদায় করে যে, তারা শেষোক্ত গোত্রের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করবে না এবং ব্যবসায়িক লেনদেনও করবে না। মা'মার বলেন, যুহ্‌রী (র) বলেছেন: খায়ফ অর্থ উপত্যকা।

٢٧. بَابُ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ

অনুচ্ছেদ : হাজরে আস্‌ওয়াদে চুম্বন করা

٢٩٤٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ثَنَا عَاصِمُ الْاَحْوَلُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ رَاَيْتُ الْاُصَيْلِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُوْلُ : اِنِّىْ لَاُقَبِّلُكَ وَاِنِّىْ لَاَعْلَمُ اَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْلَا اَنِّىْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَاقَبَّلْتُكَ-

২৯৪৩ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন সারজিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসায়লি অর্থাৎ উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-কে দেখলাম- তিনি হাজরে আসওয়াদে চুম্বন করছেন, এবং বলছেন : অবশ্য আমি তোমায় চুম্বন করছি। আমি নিশ্চিত জানি যে, তুমি একটি পাথর মাত্র, তুমি ক্ষতিও করতে পার না এবং উপকার করতেও পার না। আমি যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তোমায় চুম্বন করতে না দেখ্‌তাম তবে আমিও তোমায় চুম্বন করতাম না।

٢٩٤٤ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ : ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ الرَّازِىُّ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اَيْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيَاْتِيَنَّ هٰذَا الْحَجَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٍ يَنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ عَلَى مَنْ يَسْتَلِمُهُ بِحَقٍّ-

২৯৪৪ সুওয়ায়দ ইব্‌ন সাঈদ (র) ... সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন এই পাথরকে উপস্থিত করা হবে। তার দু'টি চোখ থাকবে তা দিয়ে সে দেখবে, যবান থাকবে তা দিয়ে সে কথা বলবে এবং সাক্ষী দেবে এমন লোকের অনুকূলে যে তাকে সত্যতার সাথে চুম্বন করেছে।

٢٩٤٥ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا خَالِىْ يَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اسْتَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْحَجَّ ثُمَّ وَضَعَ شَفَتَيْهِ عَلَيْهِ يَبْكِى طَوِيْلًا ثُمَّ الْتَفَتَ فَاِذَا هُوَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَبْكِى فَقَالَ يَا عُمَرُ! هٰهُنَا تَسْكَبُ الْعَبَرَاتُ-

২৯৪৫ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)...... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাথরের দিকে মুখ করলেন, অতপর এর উপর নিজের দুই ঠোঁট স্থাপন করে দীর্ঘক্ষণ কাঁদলেন। অতঃপর

তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখলেন- উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-ও কাঁদছেন। তিনি বলেন : হে উমার! এটাই প্রবাহিত করার স্থান।

٢٩٤٦ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمَصْرِىُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَلِمُ مِنْ اَرْكَانِ الْبَيْتِ اِلاَّ الرُّكْنُ الْاَسْوَدُ وَالَّذِىْ يَلِيْهِ مِنْ نَحْوِ دُوْرِ الْجُمَحِيِّيْنَ-

২৯৪৬ আহমাদ ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন সারহ মিসরী (র)...... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বায়তুল্লাহর কোন রুকনে চুমা খেতেন না- কেবলমাত্র রুকনুল আসওয়াদ (কালো পাথর) এবং এর নিকটেরও বনূ জুমহ গোত্রের দিক্‌কার কোণে (রুকনে ইয়ামানীতে চুমা খেতেন।)

٢٨. بَابُ مَنْ اِسْتَلَمَ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ

অনুচ্ছেদ : লাঠির সাহায্যে রুকনে (আসওয়াদ)-কে চুমা দেওয়া

٢٩٤٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ثَنَا يُوْنُسُ ابْنُ بُكَيْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِبْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَبِىْ ثَوْبٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ لَمَّا اَطْمَانَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ طَافَ عَلٰى بَعِيْرِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنُ بِمِحْجَنٍ بِيَدِهِ ثُمَّ دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَوَجَدَ فِيْهَا حَمَامَةَ عِيْدَانٍ فَكَسَرَهَا ثُمَّ قَامَ عَلٰى بَابِ الْكَعْبَةِ فَرَمٰى بِهَا وَاَنَا اَنْظُرُهُ-

২৯৪৭ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমাইর (র)...... শায়বার কন্যা সাফিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা বিজয়ের বছর যখন নিশ্চিত হলেন তখন তিনি স্বীয় উটে আরোহণ করে (বায়তুল্লাহ) তাওয়াফ করেন এবং নিজের হাতের লাঠির সাহায্যে রুকনে (আসওয়াদ) কে চুমা দেন। অতঃপর তিনি কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন এবং তথায় কাঠের তৈরী একটি কবুতর দেখতে পান। তিনি তা ভেংগে ফেলেন, এরপর তিনি কা'বার দরজায় দাঁড়িয়ে তা বাইরে নিক্ষেপ করেন। আর আমি তা দেখছিলাম।

٢٩٤٨ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ طَافَ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلٰى بَعِيْرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ-

২৯৪৮ আহ্‌মাদ ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন সারহ (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বিদায় হজ্জে একটি উটে আরোহণ করে তাওয়াফ করেন এবং একটি লাঠির সাহায্যে রুকনকে চুমা দেন।

٢٩٤٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعُ وَحَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالاَ ثَنَا مَعْرُوْفُ بْنُ خَرَّبُوْذُ الْمَكِّيُّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنَ وَاثِلَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنُ بِمِحْجَنِهِ وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ-"

২৯৪৯ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ ও হাদীয়্যা ইব্‌ন আবদুল ওহাব (র)......আবূ তুফায়ল আমির ইব্‌ন ওয়াসিলা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে দেখেছি যে, তিনি তাঁর সাওয়ারীতে আরোহণ করে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেন, নিজের লাঠির সাহায্যে রুকন স্পর্শ করেন এবং লাঠিতে চুমা দেন।

٢٩. بَابُ الرَّمْلِ حَوْلَ الْبَيْتِ

অনুচ্ছেদ : বায়তুল্লাহ্‌র চারপাশে রাম্‌ল করা

٢٩٥٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ : ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ بَشِيْرٍ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالاَ ثَنَا عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الْاَوَّلَ رَمَلَ ثَلاَثَةً وَمَشَى اَرْبَعَةً مِنَ الْحِجْرِ اِلَى الْحِجْرِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ-"

২৯৫০ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমাইর আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)...... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ যখন বাইতুল্লাহ তাওয়াফ শুরু করতেন (বাহু দুলিয়ে বীরদর্পে প্রদক্ষিণ করতেন) এবং চার চক্করে সাধারণ গতিতে হেঁটে তাওয়াফ করতেন, 'হাজারুল আসওয়াদ' থেকে (প্রদক্ষিণ) শুরু করে হাজারুল আসওয়াদ পর্যন্ত। ইব্‌ন উমার (রা)-ও তাই করতেন।

٢٩٥١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ الْحُسَيْنِ الْعُكْلِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَمَلَ مِنَ الْحِجْرِ اِلَى الْحِجْرِ ثَلاَثًا وَمَشَى اَرْبَعًا-"

২৯৫১ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ হাজারুল আসওয়াদ থেকে শুরু করে হাজারুল আসওয়াদ পর্যন্ত তিনবার রামল করতেন এবং চারবার সাধারণ গতিতে তাওয়াফ করতেন।

٢٩٥٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا جَعْفَرِ بْنِ عَوْنٍ عَنْ هِشَامِ ابْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِبْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُوْلُ فِيْمَ الرَّمَلاَنُ اَلْاٰنَ ؟ وَقَدْ اَطَا اللّٰهُ اَلْاِسْلاَمَ وَنَفَى الْكُفْرَ وَاَهْلَهُ وَاَيْمَ اللّٰهُ ! مَانَدْعُ شَيْئًا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ -"

২৯৫২ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রা) সূত্রে তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার (রা) হক বলতে শুনেছি--এখন এই দুই রামলের মধ্যে কি ফায়দা আছে? এখন তো আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে শক্তিশালী করেছেন এবং কুফ্‌র ও তার অনুসারীদের নিশ্চিহ্ন করেছেন। আল্লাহর শপথ! আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে যেসব আমল করেছি তার কিছুই পরিত্যাগ করবো না।

٢٩٥٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَانَا مَعْمَرُ عَنْ اَبِىْ خَيْثَمٍ عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَصْحَابِهِ حِيْنَ اَرَادُوْا دُخُوْلَ مَكَّةَ فِىْ عُمْرَتِهِ بَعْدَ الْحُدَيْبِيَةِ اِنَّ قَوْمَكُمْ غَدًا سَيَرُوْنَكُمْ فَلْيَرُوْنَّكُمْ جُلْدًا فَلَمَّا دَخَلُوا الْمَسْجِدَ اسْتَلَمُوْا الرُّكْنَ وَرَمَلُوْا وَالنَّبِىِّ ﷺ وَاِذَا بَلَغُوْا الرُّكْنَ اَلْيَمَانِىُّ اِلَى الرُّكْنِ وَ ثُمَّ رَمَلُوْا حَتَّى يَلْغُوْا الرُّكْنُ الْيَمَانِىُّ ثُمَّ مَشَوْا اِلَى الرُّكْنِ الاَسْوَدِ فَفَعَلَ ذٰلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَشَى الْاَرْبَعِ-"

২৯৫৩ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ হুদাইবিয়ার বছরের পরবর্তী উমরা পালনকালীন সময়ে মক্কায় প্রবেশের প্রাক্কালে তাঁর সাহাবীগণকে বলেন ঃ তোমাদের সম্প্রদায় আগামী কাল সতেজ ও চালাক-চতুর দেখতে পায়। তাঁরা মসজিদে প্রবেশ করে রুকন (পাথর) চুম্বন করেন এবং রামল করেন এবং নবী ﷺ-ও তাদের সাথে ছিলেন। তারা রুকনে ইয়ামানীতে পৌঁছে হাজারুল আসওয়াদ পর্যন্ত স্বাভাবিক গতিতে অগ্রসর হন। তাঁরা পুনরায় রামল করে রুকনে ইয়ামানীতে পৌঁছান, অতঃপর রুকনুল আসওয়াদ পর্যন্ত স্বাভাবিক গতিতে চলেন। তাঁরা তিনবার রামল করেন ও চারবার স্বাভাবিক গতিতে হাঁটেন।

٣٠. بَابُ الْاِضْطِبَاعِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইযতিবার বর্ণনা

٢٩٥٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ وَقَبِيْصَةُ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنِ ابْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ اَبِيْهِ يَعْلَى اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَافَ مُضْطَبِعًا قَالَ قَبِيْصَةُ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ-

২৯৫৪ মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)....... ইয়া'লা ইব্ন উমাইয়্যা তাঁর পিতা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ডান কাঁধ খোলা রেখে এবং বাম কাঁধের উপর চাদরের উভয় কোণা লটকিয়ে তাওয়াফ করেন। কাবীসা বলেন, তাঁর শরীর মুবারকে ছিল একটি চাদর।

٣١. بَابُ الطَّوَافِ بِالْحَجَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ হাতীম ও তাওয়াফের অন্তর্ভুক্ত

٢٩٥٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسَى ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَشْعَثَ بْنَ اَبِيْ الشَّعْثَاءِ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنَ يَزِيْدُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَاَلَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْحِجْرِ فَقَالَ هُوَ مِنَ الْبَيْتِ قُلْتُ مَامَنَعَهُمْ اَنْ يَدْخُلُوْهُ فِيْهِ ؟ قَالَ عَجَزَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ قُلْتُ فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا لاَ يُصْعَدُ اِلَيْهِ اِلاَّ بِسُلَّمٍ ؟ قَالَ ذَالِكَ فَعَلَ قَوْمُكَ لِيَدْخُلُوْهُ مِنْ شَاءُوْا وَيَمْنَعُوْهُ مِنْ شَاءُوْا وَلَوْلاَ اَنَّ قَوْمَكَ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ مَخَافَةَ اَنْ تَنْفِرَ قُلُوْبُهُمْ لَنَظَرْتَ هَلْ اُغَيِّرُهُ لاَ فَاَدْخَلُ فِيْهِ مَا انْتَقَصَ مِنْهُ وَجَعَلْتُ بَابَهُ بِالْاَرْضِ-

২৯৫৫ আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হিজর (হাতীম) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ তা বাইতুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত। আমি বললাম, তাকে কা'বার অন্তর্ভুক্ত করতে কোন জিনিস তাদের বাধা ছিল? তিনি বলেন ঃ অর্থাভাব তাদের অপারগ করে দেয়। আমি বললাম ঃ তার দরজা উচ্চে স্থাপিত হওয়ার কারণ কি যে, তাতে সিঁড়ি ব্যতীত উঠা যায় না? তিনি বলেন ঃ তা তোমার সম্প্রদায়ের কান্ড। তাদের মর্জি হলে কেউ তাতে প্রবেশ করতে পারত আর যাদের ইচ্ছা তাতে প্রবেশে বাধা দিত। তোমার সম্প্রদায়ের কুফরী পরিত্যাগের যুগ যদি অতি নিকটে না হত এবং (কা'বা ঘর ভাঙ্গার কারণে) তাদের মধ্যে বিতৃষ্ণার উদ্রেক হওয়ার আশংকা না থাকতো, তাহলে তুমি দেখতে পেতে--আমি কিভাবে তা পরিবর্তন করতাম! তা থেকে যা বাদ দেয়া হয়েছিল--আমি পুনরায় তা এর অন্তর্ভুক্ত করতাম এবং তার দরজা ভূমি বরাবর করে দিতাম।

٣٢. بَابُ فَضْلِ الطَّوَافِ

অনুচ্ছেদ ঃ তাওয়াফের ফযীলত

٢٩٥٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَنْ عُطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ-"

২৯৫৬ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করল এবং দুই রাক'আত নামায পড়ল' তা একটি গোলাম আযাদ করার সমতুল্য।

٢٩٥٧ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ثَنَا حُمَيْدٍ ابْنُ اَبِى سَوِيَّةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنُ هِشَامٍ يَسْأَلُ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ عَنِ الرُّكْنُ الْيَمَانِيِّ وَهُوَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ فَقَالَ عَطَاءُ حَدَّثَنِى اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وُكِلَ بِهِ سَبْعُوْنَ مَلَكًا فَمَنْ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ قَالُوْا اٰمِيْنَ ! فَلَمَّا بَلَغَ الرُّكْنَ الْاَسْوَدِ : قَالَ يَا اَبَا مُحَمَّدٍ ! مَا بَلَغَكَ فِىْ هٰذَاالرُّكْنُ الْاَسْوَدِ ؟

قَالَ عَطَاءُ : حَدَّثَنِى اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَّلَا يَتَكَلَّمُ اِلاَّ بِسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ مُحِيَتْ عَنْهُ عَشَرَ سَيِّئَاتٍ وَكُتِبَتْ لَهُ عَشَرَ حَسَنَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ بِهَا عَشَرَةِ دَرَجَاتٍ وَمَنْ طَافَ فَتَكَلَّمُ وَهُوَ فِىْ تِلْكَ الْحَالِ خَاضَ فِى الرَّحْمَةِ بِرِجْلَيْهِ كَخَائِضِ الْمَاءِ بِرِجْلَيْهِ-"

২৯৫৭ হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র)...... হুমায়দ ইব্‌ন আবু সাবিয়া (র) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন হিশামকে রুকনে ইয়ামানী সম্পর্কে আতা ইব্‌ন আবু রাবাহ-এর নিকট জিজ্ঞেস করতে শুনেছি। তিনি তখন বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করছেন। আতা বলেন, আর হুরায়রা (রা) আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ (রুকনে ইয়ামানীতে) সত্তরজন ফেরেশতা মোতায়েন রয়েছে। অতএব যে ব্যক্তি বলে--"আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল আফওয়া, ওয়াল আফিয়াতা ফি'দ-দুন্‌য়া ওয়াল্‌-আখিরাতে,

রাব্বানা আতিনা ফিদ'-দুন্‌য়া হাসানাতান ওয়া-ফি'ল-আখিরাতে হাসানাতান ওয়াকিনা আযাবান-নার"--তখন ফেরেশতাগণ বলেন : আমীন। (অর্থ : "ইয়া আল্লাহ! আপনার নিকট ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করি দুনিয়া আখিরাতের। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান করুন এবং আমাদের দোযখের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন")।

আতা (র) রুকনুল-আসওয়াদে (হাজারুল আসওয়াদ) পৌঁছলে ইব্‌ন হিশাম বলেন, হে আবূ মুহাম্মাদ! এই রুকনুল আসওয়াদ সম্পর্কে আপনি কি জানতে পেরেছেন ? আতা (র) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন : "যে কেউ তার সামনা-সামনি হলো, সে যেন দয়াময় আল্লাহ্‌র হাতের সামনা-সামনি হলো।" ইব্‌ন হিশাম (র) তাঁকে পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, হে আবূ মুহাম্মাদ! তাওয়াফ সম্পর্কে কি এসেছে? আতা বলেন : আমার নিকট আবূ হুরায়রা (রা) হাদীস বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছেন : "যে ব্যক্তি সাতবার বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করে এবং কোন কথা না বলে নিম্নোক্ত দোয়া পড়ে "সুবহানাল্লাহ্ ওয়াল-হামদুলিল্লাহ ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ্"- তার দশটি গুনাহ মুছে যাবে, তার জন্য দশটি নেকী লেখা হবে এবং তার মর্যাদা দশগুণ বর্ধিত করা হবে। আর যে ব্যক্তি তাওয়াফ করে এবং এ অবস্থায় কথা বলে, সে তার পদদ্বয় কেবল রহমতের মধ্যে ডুবিয়ে রাখে; যেমন কারো পদদ্বয় পানিতে ডুবিয়ে রাখে।

٣٣. بَابُ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الطَّوَافِ

অনুচ্ছেদ : তাওয়াফ শেষে দুই রাক্'আত সালাত আদায় করা

٢٩٥٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ كَثِيْرِ ابْنِ كَثِيْرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ اَبِىْ وَاعَةَ السَّهْمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الْمُطَّلِبِ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا فَرَغَ مِنْ سَبْعِهِ جَاءَ حَتّٰى اِذَا يُحَاذِىْ بِالرُّكْنِ : فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ فِىْ حَاشِيَةِ الْمَطَافِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَّافِ اَحَدٌ قَالَ ابْنُ مَاجَةَ هٰذَا بِمَكَّةَ خَاصَّةً-

২৯৫৮ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র).....মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখেছি যে, তিনি সাত চক্কর তাওয়াফ শেষ করে হাজারুল আসওয়াদ বরাবর এলেন এবং মাতাফের প্রান্তে দুই রাক'আত সালাত আদায় করেন। তাঁর ও তাওয়াফের মাঝে আর কেউ ছিল না। ইমাম ইব্‌ন মাজা (র) বলেন, এটা (সুতরাবিহীন অবস্থায় সালাত আদায় করা) কেবলমাত্র মক্কার জন্য নির্দিষ্ট।

٢٩٥٩ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْعَبْدِىِّ عَنْ عَمْرِو ابْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدِمَ فَطَافَ

بِالْبَيْتِ سَبْعًا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَالَ وَكِيْعٌ : يَعْنِيْ عِنْدَ الْمَقَامِ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّفَا-"

২৯৫৯ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ আমর ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র)...... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কায় পৌঁছে সাতবার বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করেন ; অতঃপর দুই রাক'আত সালাত আদায় করেন। (ওয়াকী বলেন, অর্থাৎ মাকামে ইব্‌রাহীমের নিকটে), এরপর তিনি সাফার দিকে রওয়ানা হন।

২৯৬০ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ جَعْفَرِبْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّهُ قَالَ لَمَّا فَرَغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ طَوَافِ الْبَيْتِ اَتَى مَقَامَ اِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ عُمَرُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! هٰذَا مَقَامُ اَبِيْنَا اِبْرَاهِيْمَ الَّذِيْ قَالَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ «وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى»-

قَالَ الْوَلِيْدُ : فَقُلْتُ لِمَالِكٍ هٰكَذَا قَرَاهَا «وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى»؟ قَالَ : نَعَمْ !

২৯৬০ আব্বাস ইব্‌ন উসমান দিমাশ্‌কী (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বায়তুল্লাহ তাওয়াফ শেষে মাকামে ইব্‌রাহীমে এলেন। তখন উমার (রা) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এতো আমাদের পিতা (পূর্ব পুরুষ) ইব্‌রাহীম (আ)-এর স্থান- যে সম্পর্কে মহামহিম আল্লাহ বলেন : "তোমরা ইব্‌রাহীমের দাঁড়াবার জায়গাকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর" (সূরা বাকারা : ১২৫)। ওয়ালীদ বলেন, আমি (ইমাম) মালিক (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম- তিনি কি এভাবে পাঠ করেছেন : "ওয়াত্তাখিযূ মিম-মাকামি ইব্‌রাহীমা মুসাল্লা?" তিনি বলেন, হাঁ।

٣٤. بَابُ الْمَرِيْضِ يَطُوْفُ رَاكِبًا

অনুচ্ছেদ : অসুস্থ ব্যক্তির আরোহণ অবস্থায় তাওয়াফ

২৯৬১ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُوْرٍ وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَحْمَدُ ابْنُ سِنَانٍ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّهَا مَرِضَتْ فَاَمَرَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تَطُوْفَ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَهِيَ رَاكِبَةٌ : قَالَتْ فَرَاَيْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى اِلَى الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَاُ وَالطُّوْرِ وَكِتَابٍ مَّسْطُوْرٍ قَالَ ابْنُ مَاجَةَ هٰذَا حَدِيْثُ اَبِيْ بَكْرٍ."

২৯৬১ আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রোগাক্রান্ত হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে লোকদের পেছনে পেছনে আরোহিত অবস্থায় তাওয়াফ করার নির্দেশ দেন। উম্মে সালামা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বায়তুল্লাহ্‌র দিকে ফিরে সালাত আদায় করতে দেখেছি এবং তাতে তিনি "ওয়াত-তূর ওয়া কিতাবিম্ মাসতূর" তিলাওয়াত করছেন। ইব্‌ন মাজা (র) বলেন, এটা আবূ বক্‌র বর্ণিত হাদীস।

٣٥. بَابُ الْمُلْتَزِمِ

অনুচ্ছেদ : মুলতাযিম-এর বর্ণনা

٢٩٦٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ سَمِعْتُ الْمُثَنَّى بْنَ الصَّبَاحِ يَقُوْلُ حَدَّثَنِي عُمَرَ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ طُفْتُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ السَّبْعِ رَكَعْنَا فِي دُبُرِ الْكَعْبَةِ فَقُلْتُ اَلاَ نَتَعَوَّذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ ! قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ قَالَ ثُمَّ مَضَى فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ ثُمَّ قَامَ بَيْنَ الْحَجْرِ وَالْبَابِ فَالْصَقَ صَدْرَهُ وَيَدَيْهِ وَخَدَّهُ اِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُ-"

২৯৬২ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... শু'আয়বের পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্‌ন আম্‌র (রা)-র সাথে তাওয়াফ করলাম। আমরা সাতবার তাওয়াফ শেষে কা'বার পশ্চাতে সালাত আদায় করলাম। আমি বললাম, আমরা কি আল্লাহ্‌র নিকট দোযখ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করব না? তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্‌র নিকট দোযখ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করব না? তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্‌র নিকট দোযখ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। রাবী বলেন, অতপর তিনি অগ্রসর হয়ে হাজারুল আসওয়াদ চুম্বন করেন। এরপর তিনি হাজরে আসওয়াদ ও দরজার মাঝ বরাবর দাঁড়ান, অতপর তার নিজের বুক, হস্তদ্বয় ও গাল তার সাথে লাগান এবং বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এরূপ করতে দেখেছি।

٣٦. بَابُ الْحَائِضِ تَقْضِي الْمَنَاسِكَ اِلاَّ الطَّوَافَ

অনুচ্ছেদ : ঋতুমতী মহিলা তাওয়াফ ব্যতীত হজ্জের অবশিষ্ট হুকুম পালন করবে

٢٩٦٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ : ثَنَا سُفْيَانَ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لاَ نَرَى اِلاَّ الْحَجَّ فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ اَوْ قَرِيْبًا مِنْ سَرِفَ حِضْتُ قَدْ دَخَلَ عَلَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَانَا اَبْكِي فَقَالَ مَالَكِ ؟ اَنَفِسْتِ ؟

قُلْتُ نَعَمْ ! قَالَ اِنَّ هٰذَا اَمْرٌ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَى بَنَاتِ اٰدَمَ فَاقْضِى الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ اَنْ لاَ تَطُوْفِى بِالْبَيْتِ قَالَتْ : وَضَحّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ-"

২৯৬৩ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে রওনা হলাম, আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল হজ্জ আদায় করা। আমরা যখন সারিফ নামক স্থানে অথবা তার কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছলাম তখন আমি ঋতুবতী হলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার নিকট এলেন এবং আমি তখন কাঁদছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করেন : "তোমার কি হয়েছে, তুমি কি ঋতুগ্রস্ত হয়েছ ?" আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেন : "এটা এমন একটি বিষয় যা আল্লাহ তা'আলা আদম-কন্যাদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তুমি হজ্জের সমস্ত অনুষ্ঠান পালন কর, শুধুমাত্র বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করবে না।" আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর বিবিদের পক্ষ থেকে একটি গরু কুরবানী করেন।

٣٧. بَابُ الْاِفْرَادِ بِالْحَجِّ

অনুচ্ছেদ : ইফরাদ হজ্জের বর্ণনা

٢٩٦٤ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَاَبُوْ مُصْعَبٍ قَالاَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَفْرَدَ الْحَجَّ-"

২৯৬৪ হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইফ্‌রাদ হজ্জ করেছেন।

٢٩٦٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُصْعَبٍ ثَنَا مَالِكُ ابْنُ اَنَسٍ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ نَوْفَلٍ وَكَانَ يَتِيْمًا فِىْ حِجْرِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ اُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَفْرَدَ الْحَجَّ."

২৯৬৫ আবূ মুস'আব (র)...... উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইফ্‌রাদ হজ্জ করেছেন।

٢٩٦٦ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ الدَّرَاوَرْدِىْ وَحَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَفْرَدَ الْحَجَّ-"

২৯৬৬ হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইফ্‌রাদ হজ্জ করেছেন।

٢٩٦٧ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْعُمَرِىُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ اَفْرَدُوْا الْحَجَّ-"

২৯৬৭ হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ বক্‌র, উমার ও উসমান (রা) ইফরাদ হজ্জ করেছেন।[১]

٣٨. بَابُ مَنْ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ

অনুচ্ছেদ : একই ইহ্‌রামের হজ্জ ও উমরা আদায় করা

٢٩٦٨ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِىُّ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى بْنُ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى مَكَّةَ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجَّةً-"

২৯৬৮ নাস্‌র ইব্‌ন আলী জাহ্‌যামী (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি : "আমি উমরা ও হজ্জের উদ্দেশ্যে হাযির।"

٢٩٦٩ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ثَنَا حُمَيْدُ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ : قَالَ لَبَّيْكَ ! بِعُمْرَةٍ وَّحَجَّةٍ-"

২৯৬৯ নাস্‌র ইব্‌ন আলী (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : "আমি উমরা ও হজ্জের উদ্দেশ্যে আপনার দরবারে হাযির।"

٢٩٧٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدَةَ ابْنِ اَبِىْ لُبَابَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا وَائِلُ شَقِيْقَ بْنَ سَلَمَةَ يَقُوْلُ كُنْتُ

---

১. হজ্জ তিন প্রকার। যথা- ইফ্‌রাদ, কিরান ও তামাত্তো। শুধুমাত্র হজ্জের নিয়াতে ইহ্‌রাম বাঁধলে তাকে ইফরাদ হজ্জ বলে। এ ক্ষেত্রে হজ্জের যাবতীয় অনুষ্ঠান পালন করবে।

হজ্জের মাসে প্রথমে উমরার উদ্দেশ্যে ইহ্‌রাম বাঁধলে- তাকে তামাত্তো হজ্জ বলে। এ ক্ষেত্রে মক্কায় পৌঁছে প্রথমে উমরা আদায় করবে। অতঃপর ইহ্‌রাম খুলে হজ্জের নিয়্যতে আবার ইহ্‌রাম বেঁধে হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাধা করবে।

একই সাথে হজ্জ ও উমরার নিয়াতে ইহ্‌রাম বাঁধলে তাকে কিরান হজ্জ বলে। এক্ষেত্রে প্রথমে উমরা আদায়ের পর ইহ্‌রাম অবস্থায় থাকতে হবে, তারপর হজ্জের যাবতীয় হুকুম পালন করবে।

رَجُلاً نَصْرَانِيًّا فَاَسْلَمْتُ فَاَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَسَمِعَنِىْ سَلْمَانُ بْنُ رَبِيْعَةَ وَزَيْدُ بْنُ صُوْحَانَ وَاَنَا اُهِلُّ بِهِمَا جَمِيْعًا بِالْقَادِسِيَّةِ فَقَالاَ لَهٰذَا اَضَلُّ مِنْ بَعِيْرِهِ فَكَاَنَّمَا حَمَلاَ عَلَىَّ جَبَلاً بِكَلِمَتِهِمَا فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لَهُ فَاَقْبَلَ عَلَيْهِمَا فَلاَمَهُمَا ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَىَّ فَقَالَ هُدِيْتَ لِسُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ هُدِيْتَ لِسُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ : قَالَ هِشَامٌ فِىْ حَدِيْثِهِ قَالَ شَقِيْقٌ : فَكَثِيْرًا مَا ذَهَبْتُ اَنَا وَمَسْرُوْقٌ نَسْاَلُهُ عَنْهُ -

حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَخَالِىْ يَعْلَى قَالُوْا ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنِ الصُّبَىِّ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ كُنْتُ حَدِيْثَ عَهْدٍ بِنَصْرَانِيَّةٍ فَاَسْلَمْتُ فَلَمْ اٰلُ اَنْ اَجْتَهِدَ فَاَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ -"

২৯৭০ আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... সুবাই ইব্ন মা'বাদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি ছিলাম একজন নাসারা। অতঃপর ইসলাম গ্রহণ করি। আমি হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্যে ইহ্রাম বাঁধলাম। সালমান ইব্ন রা'বীআ ও যায়িদ ইব্ন সুহান উভয়ে আমাকে কাদিসিয়ায় হজ্জ ও উমরার একত্রে তালবিয়া পাঠ করতে শুনেন। তখন তাঁরা বলেন, এ ব্যক্তি তো তার উটের চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট। তাদের এই মন্তব্য যেন আমার বুকের উপর একটি পাহাড় নিক্ষেপ করল। অতএব আমি উমার ইব্ন খাত্তাব (রা)-র নিকট উপস্থিত হয়ে বিষয়টি তাঁকে অবহিত করলাম। তিনি তাদের উভয়কে লক্ষ্য করে তিরস্কার করলেন এবং আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি নবী ﷺ-এর সুন্নাত পর্যন্ত পৌঁছে গেছ, তুমি নবী ﷺ-এর সুন্নাত অনুযায়ী আমল করেছ। হিশাম (র) তাঁর বর্ণিত হাদীসে বলেন, শাকীক বলেছেন, আমি ও মাসরূক অনেকবার (সুবাই ইব্ন মা'বাদের) নিকট গিয়েছি এবং এ হাদীস সম্পর্কে তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করেছি।

আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র)...... আস-সুবাই ইব্ন মা'বাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যুবক বয়সে আমি খ্রিস্টান ছিলাম, অতঃপর ইসলাম গ্রহণ করি এবং ইবাদত-বন্দেগী করার চেষ্টা করি। অতএব আমি একই সময়ে হজ্জ ও উমরার জন্য ইহ্রাম বাঁধলাম। এরপর তিনি পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٢٩٧١ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا الْحُجَّاجُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ طَلْحَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ -"

২৯৭১ আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ তালহা (রা) আমাকে অবহিত করেন যে, "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একই ইহ্রামে হজ্জ ও উমরা আদায় করেছেন।"

٣٩. بَابُ طَوَافِ الْقَارِنِ

অনুচ্ছেদ : কিরান হজ্জ পালনকারীর তাওয়াফ

٢٩٧٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَارِثٍ الْمُحَارِبِيُّ ثَنَا اَبِيْ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَطُفْ هُوَ وَاَصْحَابُهُ لِعُمْرَتِهِمْ وَحَجَّتِهِمْ حِيْنَ قَدِمُوْا اِلاَّ طَوَافًا وَاحِدًا-"

২৯৭২ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমায়ের (র)...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ, ইব্‌ন উমার ও ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ মক্কায় পৌঁছে হজ্জ উমরা উভয়ের জন্য একবার (সাত চক্কর) মাত্র তাওয়াফ করেন।

٢٩٧٣ حَدَّثَنَا هَنَادُ ابْنُ السَّرِيِّ ثَنَا عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ اَشْعَثَ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَافَ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَطَوَافًا وَاحِدًا-"

২৯৭৩ হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র)......জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্যে এক তাওয়াফ করেন।

٢٩٧٤ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَدِمَ قَارِنًا فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ":

২৯৭৪ হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র)...... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি কিরান হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধে (মক্কায়) আগমন করেন। তিনি সাতবার বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেন এবং সাফা ও মারওয়া মাঝে সায়ী করেন। অতঃপর তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ করেছেন।

٢٩٧٥ حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَفَى لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ وَلَمْ يَحِلَّ حَتّٰى يَقْضِيَ حَجَّهُ وَيَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيْعًا-"

২৯৭৫ মুহ্‌রিন ইব্‌ন সালামা (র)...... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি হজ্জ ও উমরার জন্য একত্রে ইহ্‌রাম বাঁধে- এতদুভয়ের জন্য এক তাওয়াফই যথেষ্ট। সে হজ্জের যাবতীয় অনুষ্ঠান সমাপ্ত না করা পর্যন্ত ইহ্‌রাম-মুক্ত হতে পারে না। সে হজ্জ ও উমরা থেকে একই সময় ইহ্‌রাম মুক্ত হবে।

٤٠. بَابُ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ

অনুচ্ছেদ : উমরা ও হজ্জসহ তামাত্তো হজ্জের বর্ণনা

٢٩٧٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا الْوَلِيْدُهُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالاَ ثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ حَدَّثَنِىْ عِكْرِمَةُ قَالَ حَدَّثَنِىْ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : وَهُوَ بِالْعَقِيْقِ اَتَانِىْ اٰتٍ مِنْ رَبِّىْ فَقَالَ : صَلِّ فِىْ هٰذَا الْوَادِىِّ الْمُبَارَكِ وَقُلْ : عُمْرَةٌ فِىْ حَجَّةٍ-"

২৯৭৬ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবদুর রহমান ইব্‌ন ইব্‌রাহীম দিমাশ্‌কী (র)...... উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে আকীক নামক স্থানে অবস্থানকালে বলতে শুনেছি : আমার রবের তরফ থেকে আমার নিকট একজন দূত এসে বললেন : এ বরকতময় উপত্যকায় আপনি সালাত আদায় করুন। এবং বলুন উমরা হজ্জের মধ্যে।

٢٩٧٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعُ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُمٍ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَطِيْبًا فِىْ هٰذَا الْوَادِىِّ فَقَالَ اَلاَ اِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِى الْحَجِّ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ-"

২৯৭৭ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আলী-ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)...... সুরাকা ইব্‌ন জু'শুম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ভাষণদানের উদ্দেশ্যে এই উপত্যকায় দণ্ডায়মান হন এবং বলেন : জেনে রাখ! কিয়ামত পর্যন্ত হজ্জের সাথে উমরা আদায় করা যেতে পারে।

٢٩٧٨ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ اَبِىْ الْعُلاَءِ يَزِيْدُ بْنُ الشِّخِّيْرِ عَنْ اَخِيْهِ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ قَالَ قَالَ لِىْ عُمَرُا بْنُ الْحُصَيْنِ اِنِّىْ اُحَدِّثُكَ حَدِيْثًا لَعَلَّ اللّٰهُ اَنْ يَنْفَعُكَ بِهِ بَعْدَ الْيَوْمِ اِعْلَمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدِ اعْتَمَرَ طَائِفَةٌ مِنْ اَهْلِهِ فِى الْعَشْرِ-" يَعْنِىْ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ وَلَمْ يَنْهَهُ عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَمْ يَنْزِلُ نَسْخُهُ قَالَ فِىْ ذَالِكَ بَعْدُ رَجُلٌ بِرَايِهِ مَاشَاءَ اَنْ يَقُوْلَ-"

২৯৭৮ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ...... মুতার্‌রিফ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন শিখ্‌খীর (র) বলেন, ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) আমাকে বললেন, নিশ্চয় আমি তোমার নিকট একটি হাদীস বর্ণনা করব। আশা করি আল্লাহ তা'আলা আজকের দিনের পর এ হাদীসের সাহায্যে তোমাকে উপকৃত করবেন। জেনে রাখ! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পরিবারের একদল সদস্য যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকের মধ্যে উমরা আদায় করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা করতে নিষেধ করেননি এবং তা রহিতকারী কোন আয়াতও নাযিল হয়নি। কিন্তু পরবর্তীকালে এক ব্যক্তি (ইব্‌ন উমর) এ সম্পর্কে নিজ ইচ্ছামত যা বলার তাই বলেন।

٢٩٧٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ الْجَهْضَمِىِّ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَارَةَ ابْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ اَنَّهُ كَانَ يُفْتِىْ بِالْمُتْعَةِ فَقَالَ رَجُلٌ رُوَيْدَكَ بَعْضَ فُتْيَاكَ فَاِنَّكَ لاَ تَدْرِىْ مَا اَحْدَثَ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى النُّسُكِ بَعْدَكَ حَتّٰى لَقِيْتُهُ بَعْدُ فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ عُمَرُ قَدْ عَلِمْتُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَعَلَهُ وَاَصْحَابُهُ وَلٰكِنِّىْ كَرِهْتُ اَنْ يَظَلُّوْا بِهِنَّ مُعْرِسِيْنَ تَحْتَ الْاَرَاكِ ثُمَّ يَرُوْحُوْنَ بِالْحَجِّ تَقْطُرُ رُءُوْسُهُمْ-

২৯৭৯ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার ও নসর ইব্‌ন আলী জাহযামী (র)...... আবূ মূসা আশা'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তামাত্তো হজ্জের অনুকূলে ফাত্‌ওয়া দিতেন। এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, আপনি আপনার কিছু ফাত্‌ওয়া দেওয়া ছেড়ে দিন। কেননা, আপনার জানা নেই যে, আপনার পরে আমীরুল মু'মিনীন (উমার) হজ্জের ব্যাপারে নতুন হুকুম প্রদান করেছেন। অবশেষে আমি (আবূ মূসা) তাঁর সাথে সাক্ষাত করলাম এবং বিষয়টি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন উমার (রা) বললেন : আমি অবশ্যই জানি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ তামাত্তো হজ্জ করেছেন। কিন্তু আমার নিকট এটা খুবই খারাপ লাগে যে, লোকেরা গাছের নিচে স্ত্রীদের সাথে সহবাস করবে, অতঃপর মাথার চুল থেকে পানি পতিত অবস্থায় হজ্জে যাবে।

٤١. بَابُ فَسْخِ الْحَجِّ

অনুচ্ছেদ : হজ্জের ইহ্‌রাম ছেড়ে দেওয়া সম্পর্কে

٢٩٨٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ : ثَنَا الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَهْلَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

بِالْحَجِّ خَالِصًا لاَنُخْلِطُهُ بِعُمْرَةٍ فَقَدِمْنَا مَكَّةَ لاَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ فَلَمَّا طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَسَعَيْنَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً وَاَنْ نَحِلَّ اِلَى النِّسَاءِ فَقُلْنَا مَا بَيْنَمَا لَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ الاَّخَمْسُ فَنَخْرُجَ اِلَيْهَا وَهٰذَا كِيْرُنَا تَقْطُرُ مَنِيًّا ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّى لاَبَرُّكُمْ وَاَصْدَقُكُمْ وَلَوْلاَ الْهَدْىُ لاَحْلَلْتُ فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ اَمُتْعَتُنَا هٰذِهِ لِعَامِنَا هٰذَا اَمْ لاَبَدٍ ؟ فَقَالَ لاَبَلْ لاَبَدِ الْاَبَدِ ؟

২৯৮০ আবদুর রহমান ইবন ইব্রাহীম দিমাশ্কী (র)...... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কেবলমাত্র হজ্জের নিয়্যতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে ইহ্রাম বাঁধলাম, এর সাথে উমরার নিয়্যত করিনি। যিলহজ্জ মাসের চার দিন অতিবাহিত হওয়ার পর আমরা মক্কায় উপনীত হলাম। আমরা বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ সমাপ্ত করলে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের ইহ্রামকে উমরার ইহ্রামে পরিণত করার নির্দেশ দেন এবং স্ত্রীদের সাথে মেলামেশার অনুমতি দেন। আমরা আরজ করলাম, আমাদের ও আরাফাতের দিনের মাঝে আর মাত্র পাঁচ দিন অবশিষ্ট আছে। আমরা আমাদের পুরুষাংগ থেকে বীর্য নির্গত হওয়ার পরক্ষণেই আরাফাতের দিকে রওয়ানা করবো। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : "আমি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সৎকর্মশীল ও সর্বাধিক সত্যবাদী। আমার সাথে কুরবানীর পশু না থাকলে আমিও ইহ্রাম খুলে ফেলতাম।" সুরাকা ইব্ন মালিক (রা) বলেন, এ সুযোগ কি আমাদের এ বছরের জন্য না চিরকালের জন্য ? তিনি বললেন : না, বরং চিরকালের জন্য।

٢٩٨١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِخَمْسٍ يَقِيْنَ مِنْ ذِى الْقَعْدَةِ لاَ نَرَى اِلاَّ الْحَجَّ حَتّٰى اِذَا قَدِمْنَا وَدَنَوْنَا اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ اَنْ يَحِلَّ نَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ اِلاَّ مَنْ كَانَ هَدْىٌ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ دَخَلَ عَلَيْنَا بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقِيْلَ ذَبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَزْوَاجِهِ -

২৯৮১ আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যিলকাদ মাসের পাঁচ দিন অবশিষ্ট থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যিলকাদ মাসের পাঁচ দিন অবশিষ্ট থাকতে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে রওয়ানা হলাম। কেবলমাত্র হজ্জ করাই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। আমরা গন্তব্যে (মক্কায়) বা তার কাছাকাছি পৌঁছলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নির্দেশ দেন যে, "যার সাথে কুরবানীর পশু নেই সে যেন ইহ্রাম খুলে ফেলে।" অতএব যাদের সাথে কুরবানীর পশু ছিল তারা ব্যতীত আর সকলেই ইহ্রাম

খুলে ফেলল। কুরবানীর দিন আমাদের জন্য গরুর গোশ্ত নিয়ে আসা হল এবং বলা হল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর বিবিদের পক্ষ থেকে কুরবানী করেছেন।

٢٩٨٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابُهُ فَاَحْرَمْنَا بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ اجْعَلُوْا حَجَّتَكُمْ عُمْرَةً فَقَالَ النَّاسُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! قَدْ اَحْرَمْنَا بِالْحَجِّ فَكَيْفَ نَجْعَلُهَا عُمْرَةً : قَالَ انْظُرُوْا مَا اَمَرْكُمْ بِهِ فَافْعَلُوْا فَرَدُّوْا عَلَيْهِ الْقَوْلَ فَغَضِبَ فَانْطَلَقَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ غَضْبَانَ فَرَأَتِ الْغَضَبَ فِىْ وَجْهِهِ فَقَالَتْ مَنْ اَغْضَبَكَ ؟ اَغْضَبَهُ اللّٰهُ ! قَالَ وَمَا لِىْ لاَ اَغْضَبُ وَاَنَا اٰمُرُ اَمْرًا فَلاَ اُتْبَعُ ؟

২৯৮২ মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাব্বাহ (র)...... আল-বারা'আ ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ রওয়ানা হলেন, আমরা হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধলাম। আমরা মক্কায় পৌঁছলে তিনি বললেন : "তোমাদের হজ্জ উমরায় পরিণত কর।" লোকেরা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা তো হজ্জের নিয়্যতে ইহ্‌রাম বেঁধেছি, তা কিভাবে উমরায় পরিবর্তন করব ? তিনি বললেন : লক্ষ্য কর, আমি তোমাদের কিসের নির্দেশ দেই, অতএব তা কর। তারা তাঁর সামনে নিজেদের কথার পুনরাবৃত্তি করলে তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে স্থান ত্যাগ করেন এবং এই অবস্থায় আয়েশা (রা)-এর নিকট যান। তিনি তাঁর চেহারায় অসন্তোষের ছাপ দেখে বলেন, আপনাকে অসন্তোষ্ট করেছে, আল্লাহ তাকে অসন্তুষ্ট করুন ? তিনি বলেন, আমি কিভাবে অসন্তুষ্ট না হয়ে পারি, আমি কোন কাজের হুকুম দিলে অনুসরণ করা হবে না ?

٢٩٨٣ حَدَّثَنَا بَكْرِ بْنِ خَلَفٍ اَبُوْ بِشْرٍ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ اَنْبَانَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ مَنْصُوْرُ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ اُمِّهِ صَفِيَّةَ عَنْ اَسْمَاءِ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُحْرِمِيْنَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيُقِمْ عَلَى اِحْرَامِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيَحْلِلْ قَالَتْ : وَلَمْ يَكُنْ مَعِى هَدْىٌ فَاَحْلَلْتُ وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ هَدْىٌ فَلَمْ يَحِلَّ فَلَبِثْتُ ثِيَابِىْ وَجِئْتُ اِلَى الزُّبَيْرِ فَقَالَ : قُوْمِىْ عَنِّىْ فَقُلْتُ : اَتَخْشَى اَنْ اَثِبَ عَلَيْكَ–

২৯৮৩ বাক্‌র ইব্‌ন খালাফ আবূ বিশ্‌র (র)...... আসমা বিনতে আবূ বক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইহ্‌রাম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে রওয়ানা হলাম। তখন নবী ﷺ বললেন : যাদের সাথে কুরবানীর পশু আছে তারা যেন ইহ্‌রাম অবস্থায় থাকে। আর যাদের সাথে কুরবানীর পশু নেই

তারা যেন ইহ্‌রাম ছেড়ে দেয়।" রাবী বলেন, আমার সাথে কুরবানীর পশু না থাকায় আমিও ইহ্‌রাম মুক্ত হলাম। কিন্তু (আমার স্বামী) যুবায়র (রা)-র সাথে কুরবানীর পশু থাকায় তিনি তিনি ইহ্‌রামমুক্ত হতে পারেননি। আমি আমার পরিধেয় বস্ত্র পরে যুবায়র (রা)-র নিকট আসলে তিনি বললেন, তুমি আমার নিকট থেকে উঠে যাও। আমি বললাম, আপনি কি আশংকা করছেন যে, আমি আপনার উপর ঝাপিয়ে পড়ব?

٤٢. بَابُ مَنْ قَالَ كَانَ فَسْخُ الْحَجِّ لَهُمْ خَاصَّةً

অনুচ্ছেদ : যে বলে, বিশেষ কারণে হজ্জের ইহ্‌রাম ছেড়ে দেওয়া

٢٩٨٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُصْعَبٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ الْحَرِثِ ابْنِ بِلاَلٍ بْنِ الْحَرِثِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَرَاَيْتَ نَسْخَ الْحَجِّ فِيْ الْعُمْرَةِ كَنَا خَاصَّةً ؟ اَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَلْ لَنَا خَاصَّةً-"

২৯৮৪ আবু মুস'আব...... বিলাল ইব্‌ন হারিস (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হজ্জের ইহ্‌রাম ছেড়ে দিয়ে উমরা করা কি কেবলমাত্র আমাদের জন্যই নির্দিষ্ট, না সাধারণভাবে সবলোকের জন্য ? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : "বরং আমাদের জন্যই নির্দিষ্ট।"

٢٩٨٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ الْيَمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ كَانَتِ السُّعْةُ لاَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ خَاصَّةً-"

২৯৮৫ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)...... আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজ্জের ইহ্‌রাম ভংগ করার সুযোগ মুহাম্মাদ ﷺ -এর সাহাবীগণের জন্য নির্দিষ্ট ছিল।

٤٣. بَابُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

অনুচ্ছেদ : সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করা

٢٩٨٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ مَا اَرٰى عَلَيَّ جُنَاحًا اَنْ لاَ اَطَّوَّفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَتْ اِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ "اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا" وَلَوْ كَانَ كَمَا تَقُوْلُ : لَكَانَ "فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ لاَيَطَّوَّفَ بِهِمَا" اِنَّمَا اُنْزِلَ هٰذَا فِيْ نَاسٍ مِنَ الْاَنْصَارِ كَانُوْا اِذَا اَهَلُّوْا اَهَلُّوْا لِمَنَاةَ فَلاَ يَحِلُّ لَهُمْ اَنْ يَطَّوَّفُوْا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا قَدِمُوْا مَعَ

النَّبِىُّ ﷺ فِى الْحَجِّ ذَكَرُوْا ذَلِكَ لَهُ فَاَنْزَلَهَا اللّٰهُ فَلَعَمْرِى ! مَا اَتَمَّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ-"

২৯৮৬ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা...... হিশাম ইব্‌ন উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে অবহিত করে বলেছেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বললাম, আমি যদি সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ না করি তবে তা আমার জন্য দূষণীয় মনে করি না। তিনি বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ বলেছেন : "সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্‌র নির্দশনসমূহের অন্যতম। সুতরাং যে কেউ কা'বা ঘরের হজ্জ কিংবা উমরা সম্পন্ন করে- এ দু'টির মাঝে সাঈ করাতে কোন গুনাহ নেই" (সূরা বাকারা : ১৫৮)। তুমি যেরূপ বুঝেছ- যদি তাই হত তবে এভাবে বলা হত : "তবে এ দু'টির মাঝে সাঈ না করলে তার কোন গুণাহ নেই।" উপরোক্ত আনসার সম্প্রদায়ের কতিপয় লোকের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তারা যখন ইহ্‌রাম বাঁধত (ইসলাম পূর্ব যুগে)- মানাত দেবতার উদ্দেশ্যে তা বাঁধত। তাই সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করা (তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী) বৈধ ছিল না। তারা (ইসলামোত্তর যুগে) নবী ﷺ -এর সাথে হজ্জ করতে এসে বিষয়টি তাঁর সামনে উল্লেখ করলে, তখন আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াত নাযিল করেন। (আয়েশা (রা) বলেন) আমার জীবনের শপথ! যে ব্যক্তি হজ্জ করতে এসে সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করবে না মহান আল্লাহ তার হজ্জ পূর্ণ করবেন না।

٢٩٨٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِىْ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةٍ عَنْ صَفِيَّةُ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ اُمُّ وَلَدِ شَيْبَةَ قَالَتْ رَاَيْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ وَلْقَوْ يَقُوْلُ لاَ يَقْطَعُ الْاَبْطَحُ اِلاَّ شَدًّا-"

২৯৮৭ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)...... শায়বার উম্মে ওয়ালাদ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করতে দেখেছি এবং তিনি তখন বলছিলেন : আবতাহ্-কে দৌড়ে অতিক্রম করতে হবে।

٢٩٨٨ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا اَبِىْ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ كَثِيْرِ ابْنِ جُهَانٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اِنَّ اَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْعَى وَاِنْ اَمْشِ فَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْشِى وَاَنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ-"

২৯৮৮ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ ও আমর ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র)...... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যদি সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করি, (তা এ জন্য যে,) আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে সাঈ করতে দেখেছি। আমি যদি তা হেঁটে অতিক্রম করি, (তা এজন্য যে,) আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তা হেঁটে করতে দেখেছি। আর আমি তো একজন বয়োঃবৃদ্ধ।

٤٤. بَابُ الْعُمْرَةِ

অনুচ্ছেদ : উমরার বর্ণনা

٢٩٨٩ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى الْخُشَنِيُّ ثَنَا عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ أَخْبَرَنِي طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَمِّهِ إِسْحَاقَ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ الْحَجُّ جِهَادٌ وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ-"

২৯৮৯ হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র)......তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন : হজ্জ হচ্ছে-জিহাদ, আর উমরা হচ্ছে নফল।

٢٩٩٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنُ نُمَيْرٍ ثَنَا يَعْلَى ثَنَا إِسْمَاعِيلُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ حِينَ اعْتَمَرَ فَطَافَ وَطُفْنَا مَعَهُ وَصَلَّى وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ لاَ يُصِيبُهُ أَحَدٌ بِشَيْءٍ."

২৯৯০ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র)...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে ছিলাম। তিনি উমরা করাকালীন (বাইতুল্লাহ) তাওয়াফ করেন, আমরাও তাঁর সাথে তাওয়াফ করি, তিনি সালাত আদায় করেন এবং আমরাও তাঁর সাথে সালাত আদায় করলাম। আমরা তাঁকে মক্কাবাসীদের থেকে আড়াল করে রাখতাম যাতে কেউ তাঁর কোন ক্ষতি সাধনের সুযোগ না পায়।

٤٥. بَابُ الْعُمْرَةِ فِي رَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ : রমযান মাসে উমরা করার বর্ণনা

٢٩٩١ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ بَيَانٍ وَجَابِرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ وَهْبِ بْنِ خَنْبَشٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً-"

২৯৯১ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন খানবাশ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ রমযান মাসের উমরা (সাওয়াবের ক্ষেত্রে) হজ্জের সমতুল্য।

٢٩٩٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا سُفْيَانُ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالاَ ثَنَا وَكِيعٌ جَمِيعًا عَنْ دَاوُدَ بْنِ يَزِيدَ الْعَافِرِيِّ عَنْ

الشَّعْبِيِّ عَنْ هَرِمِ ابْنِ خَنْبَشٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُمْرَةٌ فِيْ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً-"

২৯৯২ মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাব্বাহ্, আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ ও আমর ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র)...... হারিম ইব্‌ন খানবাশ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : রমযান মাসের উমরা হজ্জের সমতুল্য।

٢٩٩٣ حَدَّثَنَا جُبَارَةُ ابْنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْ مَعْقِلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عُمْرَةٌ فِيْ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً-"

২৯৯৩ জুবারা ইব্‌ন মুগাল্লিস (র)...... আবূ মা'কিল (রা) সূত্রে মহানবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রমযান মাসের একটি উমরা একটি হজ্জের সমতুল্য।

٢٩٩٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُمْرَةٌ فِيْ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً-"

২৯৯৪ আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : রমযানের একটি উমরা একটি হজ্জের সমতুল্য।

٢٩٩٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَاقِدٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عُمْرَةٌ فِيْ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً-"

২৯৯৫ আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : রমযান মাসের উমরা হজ্জের সমতুল্য।

٤٦. بَابُ الْعُمْرَةِ فِيْ ذِي الْقَعْدَةِ

অনুচ্ছেদ : যিলকাদ মাসের উমরা

٢٩٩٦ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ اَبِيْ زَائِدَةَ عَنِ ابْنِ اَبِيْ لَيْلَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمْ يَعْتَمِرْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ فِيْ ذِي الْقَعْدَةِ-"

২৯৯৬ উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কেবল যিল্‌কাদ মাসেই উমরা করেছেন।

٢٩٩٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ يَعْتَمِرْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُمْرَةً اِلاَّ فِىْ ذِى الْقَعْدَةِ-"

২৯৯৭ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যিল্‌কাদ মাস ছাড়া অন্য কোন মাসে উমরা করেননি।

٤٧. بَابُ الْعُمْرَةِ فِىْ رَجَبْ

অনুচ্ছেদ : রজব মাসের উম্‌রা

٢٩٩٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ حَبِيْبٍ يَعْنِى ابْنَ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ سُئِلَ اْبنُ عُمَرَ فِىْ اَيِّ شَهْرٍ اعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ؟ قَالَ فِىْ رَجَبٍ فَقَالَ عَائِشَةُ مَا اعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ رَجَبٍ ثُمَّ وَمَا اعْتَمَرَ اِلاَّ وَهُوَ مَعَهُ- (تَعْنِى ابْنَ عُمَرَ)

২৯৯৮ আবূ কুরায়ব (র)...... উরওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌ন উমার (রা)-র নিকট জিজ্ঞাসা করা হল যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন মাসে উমরা করেছেন ? তিনি বলেন, রজব মাসে। তখন আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কখনও রজব মাসে উমরা করেননি। আর তিনি যখনই উমরা করেছেন। ইব্‌ন উমার (রা) তাঁর সাথে ছিলেন (কিন্তু তিনি ভুলে রজব মাস বলেছেন)।[১]

٤٨. بَابُ الْعُمْرَةِ مِنَ التَّنْعِيْمِ

অনুচ্ছেদ : তান্‌ঈম নামক স্থান থেকে উমরা করা

٢٩٩٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ اِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَافِعٍ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو ابْنِ اَوْسٍ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمَرَهُ اَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ فَيُعْمِرُهَا مِنَ التَّنْعِيْمِ-"

---

১. বিভিন্ন রিওয়ায়েতে চারটি উমরার কথা উল্লেখ আছে, প্রতিটিই যিলকাদ মাসে ১০ম হিজরীতে হজ্জের সাথের উমরা নবী (স) কেবল যিলহজ্জ মাসে করেছেন। হুদায়বিয়ার উমরা (৬ষ্ঠ হিজরী), পরবর্তী বছরের (৭ম হিজরী) উমরাতুল কাযা ও জি'রানা থেকে হুনাইনের যুদ্ধের পর (৮ম হিজরী)-(বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, মুসনাদে আহ্‌মাদ)। ১০ম হিজরীর উম-রাকে এজন্য যিলকাদ মাসে অনুষ্ঠিত গণ্য করা হয়েছে যে, নবী (সা) যিলকাদ মাসের ২৪ অথবা ২৫ তারিখে ইহ্‌রাম বেঁধে মদীনা থেকে রওয়ানা হন।

২৯৯৯ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা আবূ ইসহাক শাফী (র)...... আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বাকর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাঁকে নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন আয়েশা (রা)-কে নিজের বাহনে করে নিয়ে যান এবং তাঁকে তানঈম নামক স্থান থেকে উমরা করার ব্যবস্থা করেন।

٣٠٠٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ تُوَافِىْ هِلاَلَ ذِى الْحِجَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَرَادَ مِنْكُمْ اَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهْلِلْ فَلَوْلاَ اَنِّىْ اَهْدَيْتُ لاَ اَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ- قَالَتْ فَكَانَ مِنَ الْقَوْمِ مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ اَهَلَّ بِحَجٍّ فَكُنْتُ اَنَا مِمَّنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ قَالَتْ فَخَرَجْنَا حَتّٰى قَدِمْنَا مَكَّةَ فَاَدْرَكَنِىْ يَوْمُ عَرَفَةَ وَاَنَا حَائِضٌ لَمْ اَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِىْ فَشَكَوْتُ ذَالِكَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ دَعِىْ عُمْرَتَكِ وَانْقُضِىْ رَاْسَكِ وَامْتَشِطِىْ وَاَهِلِّىْ بِالْحَجِّ- قَالَتْ فَفَعَلْتُ : فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ وَقَدْ قَضَى اللّٰهُ حَجَّنَا اَرْسَلَ مَعِىَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِىْ بَكْرٍ فَاَرْدَفَنِىْ وَخَرَجَ اِلَى التَّنْعِيْمِ فَاَحْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَقَضَى اللّٰهُ حَجَّنَا وَعُمْرَتَنَا وَلَمْ يَكُنْ فِىْ ذَالِكَ هَدْىٌ وَلاَ صَدَقَةٌ وَلاَ صَوْمٌ-

৩০০০ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে বিদায় হজ্জে রওনা হলাম, যিলহজ্জ মাসের চাঁদ উদিত হওয়ার কাছাকাছি সময়ে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি উমরার উদ্দেশ্যে ইহ্‌রাম বাঁধতে চায়, সে তা করতে পারে। আমি যদি সাথে কুরবানীর পশু না আনতাম তবে অবশ্যই উমরার ইহ্‌রাম বাঁধতাম। আয়েশা (রা) বলেন, যাত্রীদলের কতেকে উমরার উদ্দেশ্যে আর কতেকে হজ্জের উদ্দেশ্যে ইহ্‌রাম বাঁধল। যারা উমরার নিয়্যতে ইহ্‌রাম বাঁধল আমি তাদের দলভুক্ত ছিলাম। তিনি আরো বলেন ঃ আমরা রওয়ানা হয়ে মক্কায় পৌছলাম। আরাফাত দিবস নিকটবর্তী হলে আমি ঋতুমতী হলাম এবং তখনও উমরার ইহ্‌রাম খুলিনি। এ ব্যাপারে আমি নবী ﷺ -এর নিকট অভিযোগ করলাম। তখন তিনি বললেন ঃ "তুমি উমরা পরিত্যাগ কর, মাথার চুল খুলে ফেল, তাতে চিরুনী কর এবং হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধ।" আয়েশা (রা) বলেন, আমি তাই করলাম। যখন হাসবার রাত যিলহাজ্জ মাসের (১২তম রাত) এলো এবং আল্লাহ তা'আলা আমাদের হজ্জ পূর্ণ করলেন। (নবী ﷺ) আমার সাথে (আমার ভাই) আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বক্‌র (রা)-কে পাঠালেন। তখন তিনি আমাকে তাঁর উটের পিঠে পেছন দিকে তুলে নিয়ে তানঈম রওনা হলেন। সেখানে আমি উমরার উদ্দেশ্যে ইহ্‌রাম বাঁধলাম। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের হজ্জ ও উমরা পূর্ণ করে দিলেন এবং এজন্য আমাদের উপর না কুরবানী, না সাদাকা, আর না রোযা বাধ্যতামূলক হয়েছে।

٤٩. بَابُ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ

অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে উমরার উদ্দেশ্যে ইহ্রাম বাঁধে

٣٠٠١ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ سَحِيْمٍ عَنْ أُمِّ حَكِيْمٍ بِنْتِ أُمَيَّةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ؟ أَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ غَفَرَلَهُ-"

৩০০১ আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে উমরার উদ্দেশ্যে ইহ্রাম বাঁধে, তাকে ক্ষমা করা হবে।

٣٠٠٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أُمِّهِ أُمُّ حَكِيْمٍ بِنْتِ أُمَيَّةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ كَانَتْ لَهُ كَفَّارَةً لَمَّا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوْبِ-" قَالَتْ فَخَرَجْتُ (أَيْ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ) بِعُمْرَةٍ-"

৩০০২ মুহাম্মাদ ইব্ন মুসাফ্ফা হিমসী (র)......নবী ﷺ -এর বিবি উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে উমরার উদ্দেশ্যে ইহ্রাম বাঁধে-তা তার পূর্বেকার সমস্ত গুনাহ্র কাফ্ফারা হবে। উম্মে সালামা (রা) বলেন, অতএব আমি বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে উমরার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

٥٠. بَابُ كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ

অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ কতটি উমরা করেছেন ?

٣٠٠٣ حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَرْبَعَ عُمَرٍ : عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ وَعُمْرَةَ الْقَضَاءِ مِنْ قَابِلٍ وَالثَّالِثَةَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ : وَالرَّابِعَةَ الَّتِيْ مَعَ حَجَّتِهِ-"

৩০০৩ আবূ ইসহাক শাফিঈ ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মাদ (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চারবার উমরা করেছেন : হুদায়বিয়ার উমরা, পরবর্তী বছরের কাযা উমরা, তৃতীয়টি জি'রানা থেকে এবং চতুর্থটি তাঁর বিদায় হজ্জের সাথে কৃত।

٥١. بَابُ الْخُرُوْجِ اِلَى مِنًى

অনুচ্ছেদ : মিনার উদ্দেশ্যে বের হওয়া

٣٠٠٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى بِمِنًى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ غَدَا اِلَى عَرَفَةَ-

৩০০৪ আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তারবিয়ার দিন মিনায় যুহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজরের সালাত আদায় করেন। এরপর সকাল বেলা আরাফাতে চলে যান।

٣٠٠٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ بِمِنًى ثُمَّ يُخْبِرُهُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَالِكَ-"

৩০০৫ মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মিনায় পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতেন। অতপর তিনি সংগীদের অবহিত করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও তাই করতেন।

٥٢. بَابُ النُّزُوْلِ بِمِنًى

অনুচ্ছেদ : মিনায় অবতরণ

٣٠٠٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ نَبْنِى لَكَ بِمِنًى بَيْتًا ؟ قَالَ مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ-"

৩০০৬ আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম- হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কি আপনার জন্য মিনায় একটি ঘর বানিয়ে দেব না ? তিনি বললেন : না, যারা আগে পৌঁছে যাবে মিনা তাদের ঠিকানা।

٣٠٠٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنُ مُهَاجِرُ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ اُمِّهِ مُسَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ نَبْنِى لَكَ بِمِنًى بَيْتًا يُظِلُّكَ ؟ قَالَ لاَ مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ-"

৩০০৭ আলী ইব্ন মুহাম্মাদ ও আমর ইব্ন আবদুল্লাহ (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম- হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কি মিনায় আপনার জন্য একটি ঘর বানাব না, যা আপনাকে ছায়া দান করবে ? তিনি বললেন : না, মিনায় যারা আগে পৌছবে, তা তাদের ঠিকানা।

٥٣. بَابُ الْغُدُوِّ مِنْ مِنًى اِلَى عَرَفَاتٍ

অনুচ্ছেদ : ভোরবেলা মিনা থেকে আরাফাতে যাওয়া

٣٠٠٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ عُمَرَ الْعَدَنِىُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ غَدَوْنَا مَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى هٰذَا الْيَوْمِ مِنْ مِنًى اِلَى عَرَفَةَ فَمِنَّا مَنْ يُكَبِّرُ رَمِنَّا مَنْ يُهِلُّ فَلَمْ يَعِبْ هٰذَا عَلَى هٰذَا وَلاَ هٰذَا عَلَى هٰذَا وَرُبَّمَا قَالَ هٰؤُلاَءِ عَلَى هٰؤُلاَءِ : وَلاَ هٰؤُلاَءِ عَلَى هٰؤُلاَءِ-"

৩০০৮ মুহাম্মাদ ইব্ন আবূ উমার আদানী (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এই দিনির (৯ যিলহজ্জ) ভোরেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে মিনা থেকে আরাফাতে গিয়েছিলাম। আমাদের মধ্যে কতেকে তাক্বীর ধ্বনি উচ্চারণ করত, আর কতেকে তাহ্লীল (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্) উচ্চারণ করত। দুই দলের কেউই সে জন্য পরস্পরের উপর দোষারোপ করেনি। অথবা তিনি একথা বলেছেন যে, না একদল দ্বিতীয় দলের ত্রুটি নির্দেশ করেছে, না দ্বিতীয় দল প্রথমোক্তদের ত্রুটি ধরেছে।

٥٤. بَابُ الْمَنْزِلِ بِعَرَفَةَ

অনুচ্ছেদ : আরাফাতে অবতরনের স্থান

٣٠٠٩ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ اَنْبَانَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِىُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنُ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ بِعَرَفَةَ فِىْ وَادِىْ نَمِرَةً قَالَ فَلَمَّا قَتَلَ الْحَجَّاجَ ابْنَ الزُّبَيْرِ اَرْسَلَ اِلَى ابْنِ عُمَرَ اَىُّ سَاعَةٍ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَرُوْحُ فِىْ هٰذَا الْيَوْمِ ؟ قَالَ اِذَا كَانَ ذٰلِكَ رُحْنَا فَاَرْسَلَ الْحَجَّاجُ رَجُلاً يَنْظُرُ اِلَى سَاعَةٍ يَرْتَحِلُ" فَلَمَّا اَرَادَ ابْنُ عُمَرَ اَنْ يَرْتَحِلَ قَالَ اَزَاغَتِ الشَّمْسُ ؟ قَالُوْا لَمْ تَزِغْ بَعْدُ فَجَلَسَ ثُمَّ قَالَ اَزَاغَتِ الشَّمْسُ قَالُوْا لَمْ تَزِغْ بَعْدُ فَجَلَسَ ثُمَّ قَالَ اَزَاغَتِ الشَّمْسُ قَالُوْا لَمْ تَزِغْ بَعْدُ فَجَلَسَ ثُمَّ قَالَ ، اَزَاغَتِ الشَّمْسُ ؟ قَالُوْا نَعَمْ فَاَمَّا قَالُوْا : قَدْ زَاغَتْ اِرْتَحَلَّ قَالَ وَكِيْعٌ يَعْنِىْ رَاحَ-"

৩০০৯ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ আমর ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র)...... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ আরাফাতের ময়দানে 'নামিরাহ্' উপত্যকায় অবতরণ করতেন। রাবী বলেন, হাজ্জাজ যখন ইব্‌ন যুবায়র (রা)-কে হত্যা করে, তারপর ইব্‌ন উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করে পাঠায় যে, এই দিনে কোন সময়ে নবী ﷺ বের হতেন ? তিনি বললেন : সেই সময় উপস্থিত হলে স্বয়ং আমরাই রওয়ানা হব। অতএব তিনি কখন বের হন তা লক্ষ্য করার জন্য হাজ্জাজ একটি লোক পাঠায়। ইব্‌ন উমার (রা) যখন রওয়ানা হওয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন জিজ্ঞেস করলেন, সূর্য কি ঢলে পড়েছে ? লোকেরা বলল, এখনও ঢলেনি। তিনি বসে রইলেন, এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সূর্য কি ঢলে পড়েছে ? তারা বলল, এখনও ঢলেনি। কিছুক্ষণ বসে থাকার পর তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, সূর্য কি ঢলেছে ? তারা বলল, এখনও ঢলেনি। কিছুক্ষণ বসে থেকে তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, সূর্য কি ঢলে পড়েছে ? তারা বলল, হাঁ। তারা যখন বলল, সূর্য ঢলেছে তখন তিনি রওয়ানা হলেন।

৫৫. بَابُ الْمَوْقِفِ بِعَرَفَاتٍ

অনুচ্ছেদ : আরাফাতে অবস্থান স্থল

٣٠١٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنُ اَبِى رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ وَقَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِعَرَفَةَ فَقَالَ هٰذَا الْمَوْقِفُ وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفُ-"

৩০১০ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)...... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরাফাতে অবস্থান করেন এবং বলেন : এটাই অবস্থানস্থল, গোটা আরাফাতই অবস্থানস্থল।

٣٠١١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ يَزِيْدِ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ كُنَّا وُقُوْنًا فِىْ مَكَانٍ تُبَاعِدُهُ مِنَ الْمَوْقِفُ فَاَتَانَا ابْنُ مِرْبَعٍ فَقَالَ اِنِّىْ رَسُوْلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلَيْكُمْ يَقُوْلُ كُوْنُوْا عَلَى مَشَاعِرِ كُمْ فَاِنَّكُمُ الْيَوْمَ عَلَى اِرْثٍ مِنْ اِرْثِ اِبْرَاهِيْمَ-"

৩০১১ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... ইয়াযীদ ইব্‌ন শায়বান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক স্থানে অবস্থানরত ছিলাম, কিন্তু আরাফাত থেকে তা দূরে মনে হল। ইতিমধ্যে ইব্‌ন মিরবা (রা) আমাদের নিকট আসেন এবং বলেন, আমি তোমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দূত হিসেবে

এসেছি। তিনি বলেন ঃ তোমরা নিজ নিজ স্থানে অবস্থান কর। কারণ তোমরা আজকে ইব্‌রাহীম (রা)-এর উত্তরসূরী।

٣٠١٢ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ وَارْتَفِعُوْا عَنْ بَطْنِ عَرَفَةَ وَكُلُّ الْمُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ وَارْتَفِعُوْا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ اِلاَّ مَاوَرَاءَ الْعَقَبَةِ-

৩০১২ হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র)...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : সমস্ত আরাফাতই অবস্থানস্থল, বাতনে আরাফাত থেকে উঠে যাও। গোটা মুযদালিফাই অবস্থানস্থল এবং বাতনে মুহাস্‌সির থেকে উঠে যাও। (সেখানে অবস্থান কর না।)। সমস্ত মিনাই কুরবানীর স্থান, কিন্তু জামরাতুল আকাবার পশ্চদভাগ নয়।

٥٦. بَابُ الدُّعَاءِ بِعَرَفَةَ

অনুচ্ছেদ : আরাফাতের দু'আ

٣٠١٣ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ السَّرِيِّ السَّلَمِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ كِنَانَةَ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ السَّلَمِيِّ ، اَنْ اَبَاهُ اَخْبَرَهُ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا لِاُمَّتِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِالْمَغْفِرَةِ فَاُجِيْبَ : اَنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ مَا خَلاَ الظَّالِمَ فَاِنِّيْ اٰخُذُ لِلْمَظْلُوْمِ مِنْهُ قَالَ اَىْ رَبِّ اِنْ شِئْتَ اَعْطَيْتَ الْمَظْلُوْمَ مِنَ الْجَنَّةِ وَغَفَرْتَ لِلظَّالِمِ فَلَمْ يُجِبْ عَشِيَّتَهُ فَلَمَّا اَصْبَحَ بِالْمُزْدَلِفَةِ اَعَادَ الدُّعَاءَ فَاُجِيْبَ اِلَى مَا سَاَلَ قَالَ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوْ قَالَ تَبَسَّمَ فَقَالَ لَهُ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّيْ! اِنَّ هٰذِهِ لِسَاعَةٌ مَا كُنْتَ تَضْحَكُ فِيْهَا : فَمَا الَّذِىْ اَضْحَكَكَ ؟ اَضْحَكَ اللّٰهُ سِنَّكَ ! قَالَ اِنْ عَدُوَّ اللّٰهِ اِبْلِيْسُ : لَمَّا عَلِمَ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدِ اسْتَجَابَ دُعَائِيْ : وَغَفَرَ لِاُمَّتِيْ اَخَذَ التُّرَابَ فَجَعَلَ يَحْثُوْهُ عَلَى رَاْسِهِ وَيَدْعُوْ بِالْوَيْلِ وَالثُّبُوْرِ فَاَضْحَكَنِيْ مَا رَاَيْتُ مِنْ جَزَعِهِ-"

৩০১৩ আইউব ইব্‌ন মুহাম্মাদ হাশিমী (র)...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন কিনানা ইব্‌ন আব্বাস ইব্‌ন মিরদাস সুলামী বলেন যে, তাঁর পিতা (কিনানা) তাঁকে অবহিত করেছেন তাঁর পিতার (আব্বাস) সূত্রে : নবী ﷺ আরাফাতে তৃতীয় প্রহরে তাঁর উম্মাতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে দু'আ করেন। জওয়াবে তাঁকে জানানো হয় : আমি তাদের ক্ষমা করে দিলাম যালিম ব্যতীত। কারণ আমি অবশ্যই তার উপর নির্যাতিতের প্রতিশোধ

নেব। নবী ﷺ বলেন : হে রব! আপনি ইচ্ছা করলে নির্যাতিত ব্যক্তিকে জান্নাত দান করতে এবং যালিমকে ক্ষমা করতে পারেন। কিন্তু রাত পর্যন্ত এর কোন জবাব পাওয়া গেল না। ভোর বেলা তিনি মুযদালিফায় পুনরায় উপরোক্ত দু'আ করেন। এবার তাঁর আবেদন কবূল হল। রাবী বলেন, নবী ﷺ হেসে দিলেন অথবা মুচকি হাসলেন। আবূ বাক্‌র (রা) ও উমার (রা) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক : আপনি এ সময় কখনও হাসেননি, আজ কোন জিনিস আপনাকে হাসলো? আল্লাহ আপনাকে হাসিমুখে রাখুন। তিনি বলেন : আল্লাহ্‌র দুশ্‌মন ইব্‌লীস যখন জানতে পারল যে, মহামহিম আল্লাহ আমার দোয়া কবূল করেছেন এবং আমার উম্মাতকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, তখন সে গুড়া মাটি তুলে নিজের মাথায় ঢালতে ঢালতে বলতে লাগল- হায় সর্বনাশ, হায় ধ্বংস। আমি তার যে অস্থিরতা দেখেছি তা আমাকে হাসালো।

٣٠١٤ حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدِ الْمِصْرِىِّ اَبُوْ جَعْفَرٍ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ يُوْنُسَ ابْنَ يُوْسُفَ يَقُوْلُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ : اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ اَكْثَرُ مِنْ اَنْ يُعْتِقَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهِ عَبْدًا مِنَ النَّاسِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ : وَاِنَّهُ لَيَدْعُوْ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يُبَاعِىْ بِهِمُ الْمَلاَئِكَةَ فَيَقُوْلُ مَا اَرَادَ هٰؤُلاَءِ ؟

৩০১৪ হারূন ইব্‌ন সাঈদ মিসরী আবূ জাফর (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মহান আল্লাহ আরাফাতের দিন দোযখ থেকে যত অধিক সংখ্যক বান্দাকে মুক্তি দেন, অন্য কোন দিন এত অধিক বান্দাকে মুক্তি দেন না। মহান আল্লাহ এই দিন (বান্দার) নিকটবর্তী হন অতঃপর তাদের সম্পর্কে ফেরেশতাদের নিকট গৌরব করে বলেন : তারা কি চায় ?

٥٧. بَابُ مَنْ اَتَى عَرَفَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ لَيْلَةَ جَمْعٍ

অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি মুজদালিফার রাতের ফজরের পূর্বেই আরাফাতে চলে আসে

٣٠١٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا شَيْبَةُ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ يَعْمَرَ الدَّيْلِىَّ قَالَ شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ وَاَتَاهُ نَاسٌ مِنْ اَهْلِ نَجْدٍ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! كَيْفَ الْحَجُّ ؟ قَالَ : اَلْحَجُّ عَرَفَةُ فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ لَيْلَةَ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ اَيَّامُ مِنًى ثَلاَثَةٌ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِىْ يَوْمَيْنِ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَرْدَفَ رَجُلاً خَلْفَهُ فَجَعَلَ يُنَادِىْ بِهِنَّ -"

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَانَا الثَّوْرِيُّ عَنْ بُكَيْرِ ابْنُ عَطَاءِ اللَّيْثِيِّ عَنْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنِ يَعْمُرَ الدَّيْلِيِّ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِعَرَفَةَ : فَجَاءَهُ نَفَرٌ مِنْ اَهْلِ نَجْدٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ-

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى مَا اَرَى لِلثَّوْرِيِّ حَدِيْثًا اَشْرَفَ مِنْهُ-"

৩০১৫ আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শাইবা ও আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)...... আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়া'মার দায়েলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম তাঁর আরাফাতে অবস্থানকালে। নাজদ এলাকার কতিপয় লোক তাঁর নিকট হাযির হয়ে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! হাজ্জ কিভাবে সম্পন্ন হয়? তিনি বললেন : আরাফাতে অবস্থান হচ্ছে হাজ্জ। অতএব যে ব্যক্তি মুজদালিফার রাতের ফজরের সালাতের পূর্বেই আরাফাতে এসে পৌঁছলো তার হাজ্জ পূর্ণ হলো। মিনায় তিন দিন (১১, ১২ ও ১৩ যিলহজ্জ) অবস্থান করতে হয়। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি দুই দিন অবস্থানের পর চলে আসে, তবে তাতে কোন গুনাহ নেই। আর কোন ব্যক্তি বিলম্ব করলেও তাতে কোন গুনাহ্ নেই। অতঃপর তিনি নিজের সাথে এক ব্যক্তিকে নিজ বাহনে তুলে নিলেন এবং সে উচ্চস্বরে একথা ঘোষণা করতে থাকল।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া...... আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়া'মার দায়েলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরাফাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এলাম। এ সময় নাজদের একদল লোক তাঁর নিকট উপস্থিত হল... অবশিষ্ট অংশ পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) বলেন, আমি সাওরীর কোন রিওয়ায়েত এই হাদীসের তুলনায় অধিক উত্তম পাইনি।

٣٠١٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ ابْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِيْ خَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ يَعْنِى الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ الطَّائِيِّ : اَنَّهُ حَجَّ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يُدْرِكِ النَّاسَ اِلاَّ وَهُمْ بِجَمْعٍ قَالَ فَاَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! اِنِّيْ اَفْضَيْتُ رَاحِلَتِيْ وَاَنْعَمْتُ نَفْسِيْ : وَاللّٰهِ! اِنْ تَرَكْتُ مِنْ حَبْلٍ اِلاَّ وَقَفْتُ عَلَيْهِ : فَهَلْ لِيْ مِنْ حَجٍّ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ شَهِدَ مَعْنَا الصَّلٰوةَ : فَقَدْ قَضَى تَفَثَهُ وَتَمَّ حَجُّهُ-"

৩০১৬ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শাইবা ও আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)...... উরওয়া ইব্‌ন মুদার্‌রিস তাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে হজ্জ করেন। লোকেরা যখন মুযদালিফায় ছিল তখন তিনি পৌছেন। তিনি বলেন, অতএব আমি নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আমার উষ্ট্রীকে শীর্ণকায় করে ফেলেছি (দীর্ঘ সফরে) এবং নিজেও কষ্টক্লেশ করেছি। আল্লাহ্‌র কসম! আমি এমন কোন টিলা ত্যাগ করিনি যার উপর অবস্থান করিনি। আমার হাজ্জ হয়েছে কি? তখন নবী ﷺ

বললেন : যে ব্যক্তি আমাদের সাথে সালাতে শরীক হয়েছে এবং আরাফাতে অবস্থানের পর রাতে অথবা দিনে প্রত্যাবর্তন করল- সে নিজের ময়লা-মালিন্য দূর করেছে এবং তার হাজ্জ পূর্ণ হয়েছে।

৫৮. بَابُ الدَّفْعِ مِنْ عَرَفَةَ

অনুচ্ছেদ : আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন

٣٠١٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالاَ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّهُ سُئِلَ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسِيرُ حِيْنَ دَفَعَ عَنْ عَرَفَةَ ؟ قَالَ : كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ : فَاِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ-"

৩০১৭ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ ও আমর ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র)...... উসামা ইব্‌ন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরাফাত থেকে ফেরার পথে কিভাবে পথ অতিক্রম করতেন? তিনি বললেন : তিনি জন্তুযানে আরোহণ করে কিছুটা দ্রুত গতিতে পথ অতিক্রম করতেন। উন্মুক্ত জায়গা পেলে তিনি দ্রুত চলতেন। ওয়াকী বলেন, প্রথমোক্ত গতির তুলনায় অধিক দ্রুত বেগে (চলতেন)।

٣٠١٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَانَا الثَّوْرِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَتْ قُرَيْشٍ نَحْنُ قَوَاطِنُ الْبَيْتِ : لاَ تَجَاوَزِ الْحَرَمِ فَقَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ "ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسِ"

৩০১৮ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরাইশগণ বলল, আমরা তো বায়তুল্লাহ্‌র অধিবাসী। তাই আমরা হেরেমের বাইরে যাই না। (আরাফাত হেরেমের সীমার বাইরে হওয়াতে তারা আরাফাতে যেত না)। এই প্রসংগে মহান আল্লাহ বলেন : "অতঃপর অন্যান্য লোক যেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে- তোমরা সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করবে"- (সূরা বাকারা : ১৯৯)।

৫৯. بَابُ النُّزُوْلِ بَيْنَ عَرَفَاتٍ وَجَمْعٍ لِمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ

অনুচ্ছেদ : প্রয়োজনবোধে আরাফাত ও মুযদালিফার মাঝে অবতরণ করা

٣٠١٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِبْرَاهِيمَ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنُ زَيْدٍ قَالَ اَوْضَتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا بَلَغَ الشِّعْبَ الَّذِى يَنْزِلُ عِنْدَهُ الْاَمْرَاءُ ، نَزَلَ فَبَالَ نَتَوضًا قُلْتُ الصَّلاَةَ ! قَالَ الصَّلاَةُ اَمَامَكَ فَلَمَّا اِنْتَهَى اِلَى جَمْعَ اَذَّنَ وَاَقَامَ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبِ ثُمَّ لَمْ يَحِلَ اَحَدُ مِنَ النَّاسِ حَتَّى قَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ-"

৩০১৯ মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)...... উসামা ইব্ন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে (আরাফাত থেকে) প্রত্যাবর্তন করলাম। যখন তিনি সেই উপত্যকায় পৌঁছলেন যেখানে সম্ভ্রান্ত লোকেরা অবতরণ করে, তখন সেখানে অবতরণের পর পেশাব করে এরপর উযূ করলেন। আমি বললাম, (মাগরিবের) সালাত। তিনি বললেন : আরও সামনে অগ্রসর হয়ে সালাত আদায় করবো। তিনি মুযদালিফায় পৌঁছলে আযান ও ইকামত দেয়া হল, অতঃপর তিনি মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। এরপর কেউ জন্তুযানের পালান না খুলতেই তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং এশার সালাত আদায় করলেন।

٦٠. بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ بِجَمْعٍ

অনুচ্ছেদ : মুযদালিফায় দুই ওয়াক্তের সালাত একত্রে আদায় করা

٣٠٢٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدِ الْخَطْمِيِّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيَّ يَقُوْلُ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْمُزْدَلِفَةِ-"

৩০২০ মুহাম্মাদ ইব্ন রুম্হ (র)...... আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াযীদ খাতমী (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আবূ আইউব আনসারী (রা)-কে বলতে শুনেছেন- আমি বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে মুযদালিফায় মাগরিব ও এশার সালাত আদায় করেছি।

٣٠٢١ حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الْمَغْرِبِ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَلَمَّا اَنَخْنَا قَالَ الصَّلاَةُ بِاِقَامَةٍ-"

৩০২১ মুহরিয ইব্ন সালামা আদানী (র)...... সালিম সূত্রে তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মুযদালিফায় মাগরিবের সালাত আদায় করেন। আমরা যখন উটগুলো বসাচ্ছিলাম তখন তিনি বলেন : (এশার) নামাযের ইকামত হচ্ছে।[১]

১. মুযদালিফায় মাগরিব ও এশার সালাত পরপর একই সময় আদায় করতে হয়। এর আযান ও ইকামত সম্পর্কে আল্লামা আইনী ছয়টি মত উল্লেখ করেছেন। (১) দুই নামাযের জন্যই ইকামত দেয়া হবে কিন্তু আযান দেয়া হবে না, (২) আযান দেয়া হবে না, কিন্তু একবার মাত্র ইকামত দেয়া হবে, (৩) মাগরিবের জন্য আযান দেয়া হবে এবং উভয় নামাযের জন্য ইকামত বলা হবে (শাফিঈ ও আহমাদ-এর এই মত), (৪) মাগরিবের জন্য আযান ও ইকামত বলা হবে, কিন্তু এশার জন্য কোনটিই বলা হবে না (হানাফী মত), (৫) উভয় নামাযের জন্য আযান ও ইকামত দিতে হবে (মালিকী মত)

٦١. بَابُ الْوُقُوْفِ بِجَمْعٍ

অনুচ্ছেদ : মুযদালিফায় অবস্থান

৩.২২ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ خَالِدِ الْاَحْمَرِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِ وبْنِ مَيْمُوْنِ قَالَ حَجَجْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلَمَّا اَرَدْنَا اَنْ نُفِيْضَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ قَالَ اِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ اَشْرِقْ ثَبِيْرُ كَيْمَا نُغِيْرُ وَكَانُوْا لاَ يُفِيْقُوْنَ حَتّٰى تَطْلُعُ الشَّمْسِ فَخَالَفَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَفَاضَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ-"

৩০২২ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শাইবা (র)...... আমর ইব্‌ন মায়মূন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর সাথে হাজ্জ করেছি। আমরা যখন মুযদালিফা থেকে প্রত্যাবর্তন করলাম তখন তিনি বলেন, মুশরিকরা বলত, হে সাবীর (মুযদালিফায় একটি পাহাড়)! উজ্জ্বল হও, আমরা প্রত্যাবর্তন করব। তারা সূর্য না উঠা পর্যন্ত (মুযদালিফা থেকে) প্রত্যাবর্তন করত না। অতএব রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের বিপরীত আমল করেন এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে (মিনায়) রওয়ানা করেন।

৩.২৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءُ الْمَكِّيِّ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ قَالَ اَبُوْ الزُّبَيْرِ قَالَ جَابِرٍ اَفَاضَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَعَلَيْهِ السَّكِيْنَةِ وَاَمَرَهُمْ بِالسَّكِيْنَةِ وَاَمَرَهُمْ اَنْ يَرْمُوْا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ وَاَوْضَعَ فِيْ وَادِيْ مُحَسِّرُ وَقَالَ لِتَاْخُذُ اُمَّتِيْ نُسُكَهَا فَاِنِّيْ لاَ اَدْرِيْ تَعَلِّيْ لاَ اَلْقَاهِمُ بَعْدُ عَامِيْ هٰذَا-"

৩০২৩ মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাব্বাহ (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বিদায় হাজ্জে ধীরেসুস্থে (মুযদালিফা থেকে) রওয়ানা করেন এবং লোকদেরও শান্তভাবে রওয়ানা হতে বলেন। (মিনায় পৌছার পর) তিনি তাদের নির্দেশ দেন যে, তারা যেন ক্ষুদ্র কাঁকর নিক্ষেপ করে। তিনি নিজে (মুযদালিফা ও মিনার মাঝখানে অবস্থিত) ওয়াদিয়ে মুহাস্‌সার দ্রুত অতিক্রম করেন এবং বলেন : আমার উম্মাত যেন হজ্জের অনুষ্ঠানাদি শিখে নেয়। কারণ আমি জানি না যে, এ বছরের পর আমি তাদের সাথে আর মিলিত হতে পারব কি না।

৩.২৤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا ابْنُ اَبِيْ رَوَّادٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ الْحِمْصِيِّ عَنْ بِلاَلٍ ابْنُ رَبَاحٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ غَدَاةَ

جَمْعٍ يَا بِلاَلُ! اَسْكِتِ النَّاسَ اَوْ اَنْصِتِ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَطَوَّلَ عَلَيْكُمْ فِيْ جَمْعِكُمْ هٰذَا فَوَهَبَ مُسِيْئَكُمْ لِمُحْسِنِكُمْ وَاَعْطٰى مُحْسِنَكُمْ مَا سَاَلَ اَدْفَعُوْا بِاسْمِ اللّٰهِ."

৩০২৪ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ আমর ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র)...... বিলাল ইব্‌ন রাবাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, মুযদালিফার দিন ভোরে নবী ﷺ তাঁকে বলেন : হে বিলাল! লোকদের চুপ করতে বল। অতঃপর তিনি বলেন : এই মুযদালিফায় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ করেছেন, তোমাদের উত্তম লোকদের অসীলায় তোমাদের গুনাহ্গারদের ক্ষমা করেছেন এবং তোমাদের মধ্যে সৎকর্মশীল ব্যক্তি যা প্রার্থনা করেছে তিনি তাকে তা দিয়েছেন। অতএব তোমরা আল্লাহ্র নাম নিয়ে প্রত্যাবর্তন কর।

٦٢. بَابُ مَنْ تَقَدَّمَ مِنْ جَمْعٍ اِلَى مِنًى لِرَمْيِ الْجِمَارِ

অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি কংকর নিক্ষেপের উদ্দেশ্যে মুযদালিফা থেকে আগেভাগে চলে যায়

٣٠٢٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا مِسْعَرُ وَسُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَانِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُغَيْلِمَةَ بَنِىْ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ عَلٰى حُمُرَاتٍ لَنَا مِنْ جَمْعٍ فَجَعَلَ يَلْطَحُ اَنْخَاذَنَا وَيَقُوْلُ اُبَيْنِىْ لاَ تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتّٰى تَطْلُعُ الشَّمْسِ زَادَ سُفْيَانُ فِيْهِ وَلاَ اَخَالُ اَحَدًا يَرْمِيْهَا حَتّٰى تَطْلَعُ الشَّمْسُ "

৩০২৫ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শাইবা ও আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে অর্থাৎ আবদুল মুত্তালিব গোত্রের ছোটদেরকে মুযদালিফা থেকে কাঁকর দিয়ে আগেভাগে পাঠিয়ে দেন। তিনি আমাদের উরুর উপর হাল্‌কা আঘাত করে বলতেন : কচিকাচা! সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত জামরায় পাথর নিক্ষেপ কর না। সুফিয়ানের বর্ণনায় আরও আছে, সূর্যোদয়ের পূর্বে কেউ কাঁকর নিক্ষেপ করত কি না জানি না।

٣٠٢٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ ثَنَا سُفْيَانُ ثَنَا سُفْيَانُ ثَنَا عَمْرُ وَعَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ فِيْمَنْ قَدِمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ ضَعَفَةِ اَهْلِهِ-"

৩০২৬ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শাইবা (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর পরিবারের যেসব দুর্বল লোকদের (মুযদালিফা থেকে মিনায়) আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।

٣٠٢٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدُ الرَّحْمٰنُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ كَانَتِ امْرَاءَةً ثَبْطَةً فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تَدْفَعَ مِنْ جَمْعٍ قَبْلَ دَفْعَةِ النَّاسِ فَاَذِنَ لَهَا-"

৩০২৭ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। সাওদা বিনতে যাম'আ (রা) স্থূলকায় ছিলেন। তিনি মুযদালিফা থেকে লোকদের রওনা হওয়ার আগেই চলে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন।

٦٣. بَابُ قَدْرِ حَصَى الرَّمْيِ

অনুচ্ছেদ : কোন সাইজের কংকর নিক্ষেপ করবে

٣٠٢٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْاَحْوَصِ عَنْ اُمِّهِ قَالَتْ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَهُوَ رَاكِبٌ عَلَى بَغْلَةٍ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَارْمُوْا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذَفِ-

৩০২৮ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শাইবা (র)...... সুলাইমান ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন আহ্‌ওয়াস সূত্রে তাঁর মাতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কুরবানীর দিন জামরাতুল আকাবার নিকটে আমি নবী ﷺ -কে খচ্চরের পিঠে আরোহণ করা অবস্থায় দেখেছি, এখন তিনি বলেছেন : হে লোক সকল! যখন তোমরা জামরায় (পাথর) নিক্ষেপ করতে যাবে, তখন ছোট সাইজের কংকর নিক্ষেপ করবে।

٣٠٢٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ عَوْفٍ عَنْ زِيَادُ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ اَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْقَطْ لِيْ حَصًى فَلَقَطْتُ لَهُ سَبْعَ حَصَيَاتٍ هُنَّ حَصَى الْخَذَفِ فَجَعَلَ يَنْقُضُهُنَّ فِيْ كَفِّهِ وَيَقُوْلُ اَمْثَالُ هٰؤُلَاءِ فَارْمُوْا ثُمَّ قَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّيْنِ فَاِنَّهُ اَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوَّ فِي الدِّيْنِ-"

৩০২৯ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জামরাতুল আকাবার ভোরে উষ্ট্রীর পিঠে আরোহণ করা অবস্থায় বলেন : আমার জন্য কংকর সংগ্রহ করে

লও। আমি তাঁর জন্য সাতটি কংকর সংগ্রহ করলাম। তা ছিল সাইজে ছোট। তিনি তা নিজের হাতের তালুতে নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন : তোমরা এই সাইজের কংকর নিক্ষেপ করবে। এরপর তিনি বললেন : হে লোক সকল! দীনের বিষয়ে বাড়াবাড়ি করা থেকে তোমরা সাবধান থাকবে। কেননা, তোমাদের পূর্বেকার লোকদের দীনের ব্যাপারের বাড়াবাড়ি, ধ্বংস করে দিয়েছে।

٦٤. بَابُ مِنْ اَيْنَ تَرْمِى جَمْرَةُ الْعَقَبَةِ

অনুচ্ছেদ : কোথায় দাঁড়িয়ে জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করতে হয়?

٣٠٣٠ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْمَسْعُوْدِيِّ عَنْ جَامِعِ ابْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَبْدُ الرَّحْمٰنُ بْنُ يَزِيْدُ قَالَ لَمَّا اِنِّى عَبْدُ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ جَمْرَةَ الْعَقَبَةَ اسْتَبْطَنَ الْوَادِى وَاسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ وَجَعَلَ الْجَمْرَةَ عَلَى جَانِبِهِ الْاَيْمَنُ ثُمَّ رَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلَ حِصَاةٍ ثُمَّ قَالَ مِنْ هٰهُنَا وَالَّذِىْ لاَ اِلٰهَ غَيْرُهُ ! رَمَى الَّذِى اُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ-"

৩০৩০ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)...... আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) জামরাতুল আকাবায় পৌঁছে উপত্যকার নিম্নভূমিতে গিয়ে কা'বাকে সামনে রেখে এবং জামরাতুল আকাবাকে ডান দিকে রেখে, সাতটি কংকর নিক্ষেপ করেন। তিনি প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সময় তাক্‌বীর বলেন। এরপর বলেন : সেই মহান সত্তার কসম, যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই! যে মহান ব্যক্তির প্রতি সূরা বাকারা নাযিল হয়েছিল তিনি এখান থেকে কংকর নিক্ষেপ করেছিলেন।

٣٠٣١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْاَحْوَصَ عَنْ اُمِّهِ : قَالَتْ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةَ اسْتَبْطَنَ الْوَادِيِّ فَرَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ. يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ انْصَرَفَ-"

حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ يَزِيْدُ بْنُ اَبِى زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنُ عُمْرَو بْنُ الْاَحْوَصِ عَنْ اُمِّ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ-"

৩০৩১ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শাইবা (র)...... সুলাইমান ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আহ্‌ওয়াস (র) সূত্রে তাঁর মা থেকে বর্ণিত। তিনি (মা) বলেন, আমি কুরবানীর দিন জামরাতুল আকাবার নিকটে উপত্যকার কেন্দ্রস্থলে

দাঁড়িয়ে নবী ﷺ -কে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করতে দেখেছি। তিনি প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সময় তাক্‌বীর বলেছেন, এরপর তিনি ফিরে এসেছেন।

আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শাইবা (র)...... উম্মে জুনদুব (রা) মহানবী ﷺ -এর নিকট থেকে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٦٥. بَابُ اِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ لَمْ يَقِفْ عِنْدَهَا

অনুচ্ছেদ : জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপের পর তথায় অবস্থান করবে না

٣٠٣٢ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيٰى عَنْ يُوْنُسَ ابْنُ يَزِيْدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَلَمْ يَقِفْ عِنْدَهَا وَذَكَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ ـ

৩০৩২ উসমান ইব্‌ন আবূ শাইবা (র)...... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করার পর সেখানে আর অবস্থান করেননি। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, নবী ﷺ -ও এরূপ করতেন।

٣٠٣٣ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَكَمِ ابْنُ عُتَيْبَةَ عَنْ مُقْسِمُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُــــوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةَ مَضٰى وَلَمْ يَقِفْ ـ

৩০৩৩ সুওয়াইদ ইব্‌ন সাঈদ (র)....ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করে চলে যেতেন, অবস্থান করতেন না।

٦٦. بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ رَاكِبًا

অনুচ্ছেদ : আরোহণ করা অবস্থায় কংকর নিক্ষেপ করা

٣٠٣٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ خَالِدِ الْاَحْمَرِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيِّ ﷺ رَمَى الْجَمْرَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ ـ

৩০৩৪ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শাইবা (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তার সাওয়ারীতে আরোহণ করা অবস্থায় জামরায় কংকর নিক্ষেপ করেন।

৩০৩৫ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدُ اللّٰهِ الْعَامِرِيِّ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ صَهْبَاءُ لاَ ضَرْبَ وَلاَ طَرْدَ : وَلاَ اِلَيْكَ اِلَيْكَ !

৩০৩৫ আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শাইবা (র)...... কুদামা ইব্‌ন আবদুল্লাহ আমিরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কুরবানীর দিন একটি লাল-সাদা মিশ্র বর্ণের উট্‌নীতে সাওয়ার অবস্থায় জামরায় কংকর নিক্ষেপ করতে দেখেছি। এতে কোন আঘাতও ছিল না এবং কোন হাঁকানও ছিল না, না এদিক না ওদিক।

٦٧. بَابُ تَاخِيْرِ رَمِى الْجِمَارِ مِنْ عُذْرٍ

অনুচ্ছেদ : ওজর বশত কংকর নিক্ষেপে বিলম্ব করা

৩০৩৬ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ اَبِى بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى بَكْرٍ عَنْ اَبِىْ الْبَدَّاحِ بْنُ عَاصِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ اَنْ يَرْمُوْا يَوْمًا وَيَدْعُوْا يَوْمًا-

৩০৩৬ আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শাইবা (র)...... আবুল বাদ্দাহ ইব্‌ন আসিম (র) সূত্রে তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ উটের রাখালদের একদিন কংকর নিক্ষেপ করা ও একদিন বিরতি দেয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন।

৩০৩৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنَ يَحْيٰى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَانَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ عَنْ مَالِكٍ بْنُ اَنَسٍ حَدَّثَنِى عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ اَبِى بَكْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ الْبَدَّاحِ بْنُ عَاصِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَخَّصَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِرِعَاءِ الْاِبِلِ فِى الْبُيُوْتَةِ اَنْ يَرْمُوْا يَوْمَ النَّحْرِ : ثُمَّ يَجْمَعُوْا رَمَى يَوْمَيْنِ بَعْدُ النَّهْرِ فَيَرْمُوْنَهُ فِىْ اَحَدُهُمَا قَالَ مَالِكٍ ظَنَنْتُ اَنَّهُ قَالَ فِى الْاَوَّلُ مِنْهُمَا ثُمَّ يَرْمُوْنَ يَوْمَ النَّفْرِ-"

৩০৩৭ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ও আহমাদ ইব্‌ন সিনান (র)...... আবুল বাদ্দাহ ইব্‌ন আসিম (র) সূত্রে তার পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উটের রাখালদের মিনায় অথবা তার বাইরে রাত্রি

যাপনের অনুমতি দিয়েছেন, যেন তারা কুরবানীর দিন কংকর নিক্ষেপ করে, এরপর কুরবানীর পরে দুই দিনের কংকর নিক্ষেপ এক সাথে করবে, তার ঐ দুই দিনের যে কোন একদিন তা নিক্ষেপ করবে। ইমাম মালিক (র) বলেন, আমার মনে হয় যে, রাবী বলেছেন : প্রথম দিন (কুরবানীর দিন) কংকর নিক্ষেপ করবে, এরপর প্রস্থানের দিন কংকর নিক্ষেপ করবে।

٦٨. بَابُ الرَّمْيِ عَنِ الصِّبْيَانِ

অনুচ্ছেদ : শিশুদের তরফ থেকে কংকর নিক্ষেপ

٣٠٣٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ اَشْعَثَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ حَجَجْنَا مَعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَنَا النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانُ فَلَبَّيْنَا عَنِ الصِّبْيَانِ وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ-"

৩০৩৮ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শাইবা (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে হাজ্জ করলাম। আমাদের সাথে মহিলা ও শিশুরা ছিল। আমরা শিশুদের তরফ থেকে তালবিয়া পাঠ ও কংকর নিক্ষেপ করেছি।

٦٩. بَابُ مَتَى يَقْطَعُ الْحَاجُ التَّلْبِيَةَ

অনুচ্ছেদ : হাজ্জ আদায়কারী কখন তালবিয়া পাঠ বন্ধ করবে

٣٠٣٩ حَدَّثَنَا بَكْرِ بْنُ خَلَفَ اَبُوْ بِشْرٍ ثَنَا حَمْزَةُ بْنُ الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَبَّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةَ-"

৩০৩৯ বাক্‌র ইব্‌ন খালাফ আবূ বিশ্‌র (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তালবিয়া পাঠ অব্যাহত রেখেছেন যতক্ষণ না জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করেছেন।

٣٠٤٠ حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ عَنْ خَصِيْفٍ عَنْ مُجَاهِدُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَمَازَالَتْ اَسْمَعُهُ يُلَبِّىْ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةَ فَلَمَّا رَمَا هَا قَطَعَ التَّلْبِيَةَ-"

৩০৪০ হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাদল ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন-আমি নবী ﷺ-এর সাথে একই বাহনে তাঁর পেছনে সাওয়ার ছিলাম। আমি তাঁকে অনবরত তালবিয়া পাঠ করতে শুনেছি, যতক্ষণ না তিনি জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করেছেন। তিনি যখন তা নিক্ষেপ করেন, তখন তালবিয়া পাঠ বন্ধ করে দেন।

٧٠. بَابُ مَايَحِلُّ لِلرَّجُلِ اِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ

অনুচ্ছেদ : জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপের পর হাজ্জীদের জন্য যা বৈধ হয়

٣٠٤١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدُ الْبَاهِلِىُّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَوَكِيْعٌ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنُ ابْنُ مَهْدِيِّ قَالُوْا ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : قَالَ اِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَىْءٍ اِلاَّ النِّسَاءِ : فَقَالَ لَهُ رَجُلُ : يَابْنَ عَبَّاسٍ ! وَالطِّيْبُ ؟ فَقَالَ : اَمَّا اَنَا فَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَالِكَ اَمْ لاَ ؟

৩০৪১ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শাইবা, আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ ও আবূ বাকর ইব্‌ন খাল্লাদ বাহিলী (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন তোমরা জামরায় কংকর নিক্ষেপ করলে, তখন তোমাদের জন্য সবকিছু হালাল হয়ে গেল- স্ত্রী সহবাস ব্যতীত। এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, হে ইব্‌ন আব্বাস! সুগন্ধিও? তিনি বলেন, এ বিষয়ে আমার কথা হচ্ছে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে নিজ মাথায় কস্তুরী মাখতে দেখেছি (কংকর নিক্ষেপের পরে)। তা সুগন্ধি কি না ?

٣٠٤٢ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا خَالِىْ مُحَمَّدٌ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَاَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِاِحْرَامِهِ حِيْنَ اَحْرَمَ وَلاَحِلاَّلَهُ حِيْنَ اَحَلَّ-

৩০৪২ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে ইহ্‌রাম বাঁধার আগে সুগন্ধি লাগিয়ে দিয়েছি এবং তিনি যখন হালাল হয়েছেন।[১]

٧١. بَابُ الْحَلْقِ

অনুচ্ছেদ : মাথা মুণ্ডণের বর্ণনা

٣٠٤٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ : قَالاَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ

---

১. ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর মতে ইহ্‌রাম বাঁধার সময় সুগন্ধি ব্যবহার করা মুস্তাহাব। আয়েশা (রা) থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমার পিতা যখন ইহ্‌রাম বাঁধতেন আমি তাঁকে সুগন্ধি মেখে দিতাম। মুনযিরী (র) বলেন, অধিকাংশ সাহাবীই ইহ্‌রাম বাঁধার সময় সুগন্ধি মাখা মুস্তাহাব বলেছেন। কিন্তু ইহ্‌রাম বাঁধার পর আর সুগন্ধি ব্যবহার জায়েয নয়।

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَالْمُقَصِّرِيْنَ ؟ قَالَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِيْنَ ثَلاَثًا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَالْمُقَصِّرِيْنَ قَالَ وَالْمُقَصِّرِيْنَ–"

৩০৪৩ আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শাইবা, আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : হে আল্লাহ! যারা মাথা মুণ্ডন করেছে তাদের ক্ষমা করুন। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! চুল ছোটকারীদের? তিনি বললেন : হে আল্লাহ! যারা মাথা মুণ্ডন করেছে তাদের ক্ষমা করুন। একথা তিনি তিনবার বলেন। সাহাবাগণ বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! চুল ছোটকারীদের। তিনি বলেন : চুল খাটোকারীদের।

٣٠٤٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَاَحْمَدُ بْنُ اَبِى الْحَوَارِيِّ الدِّمَشْقِيِّ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اَبِى عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَحِمَ اللّٰهُ الْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا : وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! قَالَ رَحِمَ اللّٰهُ الْمُحَلِّقِيْنَ : قَالُوْا وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! قَالَ وَالْمُقَصِّرِيْنَ–"

৩০৪৪ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ, আহমাদ ইব্‌ন আবুল হাওয়ারী দিমাশ্‌কী (র)...... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : আল্লাহ তা'আলা মাথা মুণ্ডনকারীদের প্রতি দয়া করুন। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! চুল ছোটকারীদের। তিনি বলেন : আল্লাহ তা'আলা মাথা মুণ্ডনকারীদের প্রতি রহম করুন। তাঁরা বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! চুল ছোটকারীদের (অনুরূপ দোয়া করুন)। তিনি বলেন : মাথা মুণ্ডনকারীদের প্রতি আল্লাহ রহম করুন। তারা বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! চুল ছোটকারীদের। তিনি বলেন : চুল খাটোকারীদের।

٣٠٤٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ نُمَيْرٍ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ثَنَا ابْنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدُ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! لِمَ ظَاهَرْتَ لِلْمُحَلِّقِيْنَ ثَلاَثًا وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ وَاحِدَةً ؟ قَالَ اِنَّهُمْ لَمْ يَشُكُّوْا–"

৩০৪৫ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমায়র (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বলা হলো ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি মাথা মুণ্ডনকারীদের জন্য তিনবার আর চুল ছোটকারীদের জন্য মাত্র একবার দোয়া করলেন-এর কারণ কি? তিনি বলেন : মাথা মুণ্ডনকারীগণ সন্দেহ করেনি (অর্থাৎ উত্তম কাজ সন্দেহমুক্তভাবে সমাধান করেছে)।

٧٢. بَابُ مَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ

অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি মাথার চুল একত্রে জমিয়ে নেয়

٣٠٤٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : اَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوْا وَلَمْ تَحِلَّ اَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ ؟ قَالَ اِنِّىْ لَبَّدْتُ رَأْسِىْ وَقَلَّدْتُ هَدْيِىْ فَلاَ اُحِلُّ حَتّٰى اَنْحَرَ-"

৩০৪৬ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শাইবা (র)...... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ -এর বিবি হাফসা (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কি ব্যাপার লোকেরা ইহ্‌রামমুক্ত হয়েছে এবং আপনি এখনও উমরার ইহ্‌রাম থেকে মুক্ত হননি? তিনি বলেন : আমি আমার মাথার চুল জমিয়ে নিয়েছি এবং সাথে কুরবানীর পশু এনেছি। অতএব কুরবানী না করা পর্যন্ত আমি ইহ্‌রামমুক্ত হতে পারি না।

٣٠٤٧ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنُ السَّرْحِ الْمِصْرِىُّ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ وَهْبٍ اَنْبَانَا يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُهِلُّ مُلَبِّدًا-"

৩০৪৭ আহমাদ ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন সারহি ইব্‌ন সারহ মিস্‌রী...... সালিম সূত্রে তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন:) আমি শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজ মাথার চুল একত্রে বিজড়িত অবস্থায় লাব্বাইক্ ধ্বনি করেছেন।

٧٣. بَابُ الذَّبْحِ

অনুচ্ছেদ : কুরবানীর বর্ণনা

٣٠٤٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيْقٌ وَمَنْحَرٌ وَكُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ وَكُلُّ الْمُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ"

৩০৪৮ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মিনার সমস্ত এলাকাই কুরবানীর স্থান, মক্কার প্রতিটি প্রশস্ত সড়কই রাস্তা এবং কুরবানীর স্থান, আরাফাতের গোটা এলাকাই অবস্থানস্থল এবং মুযদালিফার সমস্ত এলাকাও অবস্থানস্থল।

٧٤. بَابُ مَنْ قَدَّمَ نُسُكًا قَبْلَ نُسُكٍ

অনুচ্ছেদ : হজ্জের অনুষ্ঠানাদি আগে পরে করা

٣٠٤٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ

ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا سُئِلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَمَّنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ شَيْءٍ اِلاَّ يُلْقِى بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا لاَحَرَجَ-"

৩০৪৯ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজ্জের অনুষ্ঠানদিতে অগ্র-পশ্চাৎ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি দুই হাতের ইশারায় বলেন, কোন ক্ষতি নেই।

৩০৫০ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ خَلَفٍ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُسْأَلُ يَوْمَ مِنًى فَيَقُوْلُ لاَحَرَجَ لاَحَرَجَ فَاَتَاهُ رَجُلُ فَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ اَنْ اَذْبَحَ : قَالَ لاَحَرَجَ قَالَ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا اَمْسَيْتُ قَالَ لاَحَرَجَ.

৩০৫০ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন খালাফ (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মিনার দিবসে লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন : কোন দোষ নেই, কোন ক্ষতি নেই। অতএব এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বলল, কুরবানীর পূর্বে আমি মাথা মুণ্ডন করে ফেলেছি। তিনি বলেন : কোন দোষ নেই। অপর একজন বলল, আমি সন্ধ্যায় কাঁকর নিক্ষেপ করেছি। তিনি বলেন : কোন ক্ষতি নেই।

৩০৫১ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عِيْسٰى بْنُ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنُ عُمَرَ وَاَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَمَّنْ ذَبَحَ قَبْلَ اَنْ يَحْلِقَ اَوْ حَلَقَ قَبْلَ اَنْ يَذْبَحَ قَالَ لاَحَرَجَ-"

৩০৫১ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আম্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ -এর নিকট মাসআলা জানতে চাওয়া হল যে, কোন ব্যক্তি মাথা মুণ্ডনের পূর্বে কুরবানী করেছে, অথবা কোন ব্যক্তি কুরবানীর পূর্বে মাথা কামিয়েছে। তিনি বলেন : তাতে কোন দোষ নেই।

৩০৫২ حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدِ الْمِصْرِيِّ ثَنَا عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ قَعَدَ ابْنُ وَهَبٍ اَخْبَرَنِى اُسَامَةَ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنِى عَطَاءِ بْنُ اَبِى رَبَاحٍ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ قَعَدَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ لِلنَّاسِ فَجَاءُ رَجُلُ فَقَالَ : يَارَسُوْلَ

اللّٰهِ اِنِّىْ حَلَقْتُ قَبْلَ اَنْ اَذْبَحَ قَالَ لاَحَرَجَ ثُمَّ جَاءَهُ اٰخَرُ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ نَحَرْتُ قَبْلَ اَنْ اَرْمِىْ قَالَ لاَحَرَجَ فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْئٍ قُدِّمَ قَبْلَ شَيْئٍ اِلاَّ قَالَ لاَحَرَجَ-"

৩০৫২ হারূন ইব্‌ন সাঈদ মিস্‌রী (র)...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুরবানীর দিন লোকদের উদ্দেশ্যে মিনায় বসলেন। অতএব এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি কুরবানী করার পূর্বে মাথা মুণ্ডন করেছি। তিনি বললেন : এতে কোন দোষ নেই। অপর এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি পাথর নিক্ষেপ করার পূর্বে কুরবানী করেছি। তিনি বললেন : কোন দোষ নেই। সেদিন কোন অনুষ্ঠান কোন অনুষ্ঠানের আগে বা পরে করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন : কোন দোষ নেই।

٧٥. بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ اَيَّامَ التَّشْرِيْقِ

অনুচ্ছেদ : তাশরীকের দিবস সমূহে জামরায় কংকর নিক্ষেপ করা

٣٠٥٣ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى الْمِصْرِىّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ضُحًى وَاَمَّا بَعْدُ ذَالِكَ فَبَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ-"

৩০৫৩ হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া মিস্‌রী (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জামরাতুল আকাবায় পূর্বাহ্নে পাথর নিক্ষেপ করতে দেখেছি। এর পরের পাথর নিক্ষেপ করেন অপরাহ্নে।

٣٠٥٤ حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَرْمِى الْجِمَارَ اِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَدْرَمَا اِذَا فَرَغَ مِنْ رَمْيِهِ صَلَّى الظُّهْرَ-"

৩০৫৪ জুবারা ইব্‌ন মুগাল্লিস (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অপরাহ্নে জামরায় কাঁকর নিক্ষেপ করতেন সূর্য এতটুকু ঢলার পর যে, পাথর নিক্ষেপের পর তাঁর নামায পড়ার সময় হয়ে যেত।

٧٦. بَابُ الْخُطْبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

অনুচ্ছেদ : কুরবানীর দিন ভাষণ প্রদান

٣٠٥٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِىّ ثَنَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ عَنْ شَبِيْبِ بْنِ غَرْقَدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنَ عَمْرِ وبْنِ الْاَحْوَصِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنُ عَمْرِ وبْنِ الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىّ ﷺ يَقُوْلُ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ : يَا اَيُّهَا النَّاسُ ! اَلاَ اَىُّ يَوْمٍ اَحْرَمُ ؟ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالُوْا : يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ : قَالَ فَاِنَّ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ وَاَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُم حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِىْ شَهْرِكُمْ هٰذَا فِىْ بَلَدِكُمْ هٰذَا اِلاَّ لاَيَجْنِى جَانٍ اِلاَّ عَلَى نَفْسِهِ وَلاَ يَجْنِىْ وَالِدُ عَلَى وَلَدِهِ - وَلاَ مَوْلُوْدُ عَلَى وَالِدِهِ اِلاَّ اِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ اَيِيْسَ اَنْ يُعْبَدَ فِىْ بَلَدِكُمْ هٰذَا اَبَدًا : وَلٰكِنْ سَيَكُوْنُ لَهُ طَاعَةُ فِىْ بَعْضِ مَا تَحْتَقِرُوْنَ مِنْ اَعْمَالِكَ فَيَرْضَى بِهَا اَلاَ وَكُلُّ دَمٍ مِنْ دَمَا الْجَاهِلِيَّةِ مَرْضُوْعٌ وَاَوَّلُ مَا اَضَعُ مِنْهَا دَمُ الْحَرْثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ (كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِىْ بَنِى لَيْثٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلِ) اَلاَ وَاِنَّ كُلَّ رِبًا مِنْ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعٌ لَكُمْ رُءُوسُ اَمْوَالِكُمْ : لاَ تَظْلِمُوْنَ وَلاَ تُظْلَمُوْنَ اَلاَ يَا اُمَّتَاهُ ! هَلْ بَلَّغْتُ ؟ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ! قَالُوْا : نَعَمْ : قَالَ : اَللّٰهُمَّ اَشْهَدْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ-

৩০৫৫ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শাইবা (র)...... সুলাইমান ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আহ্‌ওয়াস সূত্রে তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বিদায় হজ্জে বলতে শুনেছি : হে লোক সকল! কোন দিনটি সর্বাধিক সম্মানিত? তিনি তিনবার একথা বলেন। তাঁরা বললেন : হজ্জে আকবরের দিন।[১] তিনি বলেন, তোমাদের রক্ত (জীবন), তোমাদের সম্পদ, তোমাদের মান-সম্ভ্রম তোমাদের পরস্পরের জন্য (তাতে হস্তক্ষেপ করা) হারাম- যেভাবে তোমাদের এই দিনে, এই মাসে এবং এই শহরে হারাম। সাবধান! কেউ অপরাধ করলে সেজন্য তাকেই দায়ী করা হবে। পিতার অপরাধের জন্য পুত্রকে দায়ী করা যাবে না এবং পুত্রের অপরাধের জন্য পিতাকে দায়ী করা যাবে না। জেনে রাখ! তোমাদের এই শহরে শয়তান নিজের ইবাদত পাওয়া থেকে চিরকালের জন্য নিরাশ হয়ে গেছে। কিন্তু কতগুলো কাজ যা তোমরা তুচ্ছজ্ঞানে করতে গিয়ে শয়তানের আনুগত্য কর এবং তাতে সে খুশী হয়ে যায়। সাবধান! জাহিলী যুগের সকল রক্তের

---

১. 'হজ্জের বড় দিন' (ইয়াওমুল-হাজ্জিল আকবার)-এর ব্যাখ্যা মতভেদ আছে। কারো মতে এই বাক্যাংশ দ্বারা ৯ম হিজরীতে অনুষ্ঠিত হজ্জ এবং কারো মতে ১০ম হিজরীতে অনুষ্ঠিত হজ্জ বুঝানো হয়েছে। অপর একদল আলেমের মতে 'হজ্জ আকবার' বলে হজ্জকে উমরা থেকে পৃথক করা হয়েছে। কারণ ইসলাম-পূর্ব যুগে আরবরা হজ্জকে বড় হজ্জ এবং উমরাকে ছোট হজ্জ বলত। হজ্জের দিনটিই যে একটি মহান, মহিমান্বিত ও গৌরবময় দিন-উক্ত ব্যাখ্যাংশ দ্বারা বরং তাই বুঝানো হয়েছে- (অনুবাদক)।

(হত্যার) দাবী রহিত হল। এসব দাবীর মধ্যে আমি সর্বপ্রথমে হারিস ইব্ন আবদুল মুত্তালিবের রক্তের দাবী রহিত (সে লাইস গোত্রে প্রতিপালিত হওয়াকালীন হুযাইল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে)। সাবধান! জাহিলী যুগের সমস্ত সূদের দাবী রহিত হল। তবে তোমরা মূলধন ফেরত পাবে, তোমরা যুলুমও করবে না, যুলুমের শিকারও হবে না। শুন হে আমার উম্মাত! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি? একথা তিনি তিনবার জিজ্ঞেস করেন। তারা বলেন, হাঁ। তিনি বলেন : হে আল্লাহ! সাক্ষী থাক। এ কথাও তিনি তিনবার বলেন।

٣٠٥٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنُ نُمَيْرٍ : ثَنَا اَبِىْ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدُ السَّلَامِ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنُ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْخَيْفِ مِنْ مِنًى فَقَالَ نَضَّرَ اللّٰهُ امْرَاً سَمِعَ مَقَالَتِىْ فَبَلَّغَهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيْهٍ- وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ اِلٰى مَنْ هُوَ اَفْقَهُ مِنْهُ ثَلَاثٌ لَا يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُؤْمِنٍ : اِخْلَاصِ الْعَمَلِ لِلّٰهِ وَالنَّصِيْحَةُ لِوَلَاةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَلُزُوْمِ جَمَاعَتِهِمْ فَاِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيْطُ مِنْ وَرَائِهِمْ-"

৩০৫৬ মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমাইর (র)...... মুহাম্মাদ ইব্ন জুবায়র ইব্ন মুতঈম সূত্রে তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিনার মসজিদুল খায়ফ-এ দাঁড়ালেন এবং বললেন : আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তিকে সজীব রাখুন- যে আমার কথা শুনে, অতঃপর তা (অন্যদের নিকট) পৌঁছে দেয়। জ্ঞানের অনেক বাহক মূলত জ্ঞানী নয়। কোন কোন জ্ঞানের বাহক যার নিকট জ্ঞান বয়ে নিয়ে যায়- সে তার চেয়ে অধিক জ্ঞানী। তিনটি বিষয়ে মু'মিন ব্যক্তির অন্তর প্রতারণা করতে পারে না। (১) আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য আমলকে ইখলাসের সাথে (সন্তোষ লাভের) জন্য সম্পন্ন করা, (২) মুসলিম শাসকদের নসীহত করা এবং (৩) মুসলিম জামাআতের (সমাজের) সাথে অবিচ্ছিন্ন থাকার কারণ মুসলমানদের দোয়া তাদেরকে পেছন থেকে পরিবেষ্টন করে রাখে।

٣٠٥٧ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ تَوْبَةَ ثَنَا زَافِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِىْ سِنَانٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ عَلٰى نَاقَتِهِ الْمُخَضْرَمَةِ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ اَتَدْرُوْنَ اَىُّ يَوْمٍ هٰذَا وَاَىُّ شَهْرٍ هٰذَا وَاَىُّ بَلَدٍ هٰذَا ؟ قَالُوْا : هٰذَا بَلَدٌ حَرَامٌ وَشَهْرٌ حَرَامٌ وَيَوْمٌ حَرَامٌ قَالَ اَلَا وَاِنَّ اَمْوَالَكُمْ وَدِمَاءَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ شَهْرِكُمْ هٰذَا فِىْ بَلَدِكُمْ هٰذَا فِىْ يَوْمِكُمْ هٰذَا اَلَا وَاِنِّىْ فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَاُكَاثِرُ بِكُمُ الْاُمَمَ فَلَا تُسَوِّدُوْا وَجْهِىْ : اَلَا وَاِنِّىْ مُسْتَنْقِذٌ اُنَاسًا- وَمُسْتَنْقَذٌ مِنِّىْ اُنَاسٌ فَاَقُوْلُ يَا رَبِّ ! اُصَيْحَابِىْ ؟ فَيَقُوْلُ : اِنَّكَ لَا تَدْرِىْ مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ-

৩০৫৭ ইসমাঈল ইব্‌ন তাওবা (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরাফাতের ময়দানে তাঁর কানকাটা উটনীর উপরি আরোহণ করা অবস্থায় বলেন : তোমরা কি জান- আজ কোন দিন, এটা কোন মাস এবং এটা কোন শহর ? তাঁরা বলেন, এটা (মক্কা) সম্মানিত শহর, সম্মানিত মাস ও সম্মানিত দিন। তিনি (আরো) বলেন : সাবধান! তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের রক্ত তোমাদের পরস্পরের প্রতি তেমনি হারাম যেমনি- তোমাদের এই মাসের সম্মান রয়েছে তোমাদের এই শহরে তোমাদের এই দিনে। শুনে রাখ! আমি তোমাদের আগেই হাওয কাওসারে উপস্থিত থাকব। অন্যান্য উম্মাতের তুলনায় তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে আমি গৌরব করব। তোমরা যেন আমার চেহারা কালিমালিপ্ত না কর। সাবধান! কিছু লোককে আমি মুক্ত করতে পারব, আর কিছু লোককে আমার নিকট থেকে ছিনিয়ে নেয়া হবে। তখন আমি বলব, হে আল্লাহ্! এরা তো আমার সাহাবী! তখন তিনি বলবেন : তোমার পরে এরা কি নতুন কাজ করেছে, তা তুমি জান না।

٣٠٥٨ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَزِ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَقَفَ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِى الْحَجَّةِ الَّتِىْ حَجَّ فِيْهَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَىُّ يَوْمٍ هٰذَا ؟ قَالُوْا : يَوْمُ النَّحْرِ قَالَ فَاَىُّ بَلَدٍ هٰذَا :؟ قَالُوْا هٰذَا بَلَدُ اللّٰهِ الْحَرَامِ : قَالَ فَاَىُّ شَهْرٍ هٰذَا : قَالُوْا شَهْرُ اللّٰهِ الْحَرَامِ قَالَ : هٰذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ : وَدِمَاؤُكُمْ وَاَمْوَالُكُمْ وَاَعْرَاضُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ هٰذَا الْبَلَدِ فِىْ هٰذَا الشَّهْرِ فِىْ هٰذَا الْيَوْمِ ثُمَّ قَالَ هَلْ بَلَغْتُ ؟ قَالُوْا : نَعَمْ فَطَفِقَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ ثُمَّ وَدَّعَ النَّاسُ : فَقَالُوْا : هٰذِهِ حَجَّةُ الْوَدَاعِ-

৩০৫৮ হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র)...... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে বছর হজ্জ করেন, সেই বছর কুরবানীর দিন জামরাসমূহের মধ্যস্থলে দাঁড়ালেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন : আজ কোন দিন? সাহাবীগণ বললেন, কুরবানীর দিন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : এটি কোন শহর? তাঁরা বললেন, এটা আল্লাহ্‌র সম্মানিত শহর। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : এটি কোন মাস ? তাঁরা বললেন, আল্লাহ্‌র সম্মানিত মাস। তিনি বললেন : এটি হজ্জে আকবরের দিন। তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের মান-সম্ভ্রম (প্রভৃতির উপর হস্তক্ষেপ) তোমাদের জন্য হারাম- যেমন এই শহরের হুরমাত (সম্মান) এই মাসে এবং এই দিনে। এরপর তিনি বললেন : আমি কি পৌঁছে দিয়েছি ? তাঁরা বললেন, হাঁ। তখন তিনি বলতে শুরু করলেন : হে আল্লাহ্! সাক্ষী থাকুন। অতঃপর তিনি লোকদের বিদায় দেন। তখন তারা বলেন, এটা বিদায় হজ্জ।

৭৭. بَابُ زِيَارَةِ الْبَيْتِ

অনুচ্ছেদ : বায়তুল্লাহ যিয়ারতের বর্ণনা

٣٠٥٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ خَلَفٍ اَبُوْ بِشْرٍ ثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ طَارِقٍ عَنْ طَاوُسٍ وَاَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَخَّرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ اِلَى الَّيْلِ-

৩০৫৯ আবু বাক্‌র ইব্‌ন খালাফ, আবূ বিশ্‌র (র)...... আয়েশা ও ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ রাত পর্যন্ত তাওয়াফে যিয়ারতে বিলম্ব করেছেন।[১]

٣٠٦٠ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنْبَاَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنُ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمْ يَرْمُلْ فِى السَّبْعِ الَّذِىْ اَفَاضَ فِيْهِ" قَالَ عَطَاءُ وَلاَ رَمَلَ فِيْهِ-"

৩০৬০ হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাওয়াফে যিয়ারতের সাত চক্করে রমল (বাহু দুলিয়ে বীরত্বপূর্ণ পদক্ষেপ) করেননি। আতা বলেন, তাওয়াফে যিয়ারতে রমল করতে হয় না।

৭৮. بَابُ الشُّرْبِ مِنْ زَمْزَمَ

অনুচ্ছেদ : যমযমের পানি পান করা

٣٠٦١ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ عُثْمَانِ بْنُ الْاَسْوَدُ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمٰنُ ابْنُ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَالِسًا فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ مِنْ اَيْنَ جِئْتَ ؟ قَالَ مِنْ زَمْزَمَ قَالَ فَشَرِبْتَ مِنْهَا كَمَا يَنْبَغِى؟ قَالَ وَكَيْفَ ؟

قَالَ : اِذَا شَرِبْتَ مِنْهَا فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ وَتَنَفَّسْ ثَلاَثًا وَتَضَلَّعْ

---

১. হাজ্জীগণকে তিনবার বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে হয়। প্রথমে মক্কায় পৌছেই- এটা তাওয়াফে কুদূম (আগমনি তাওয়াফ), তা সুন্নাত। দ্বিতীয়বার মিনা থেকে ফিরে এসে- এটা তাওয়াফে যিয়ারত বা তাওয়াফে ইফাদা, এটা ফরয। তৃতীয় বার হজ্জ শেষে নিজ নিজ দেশে প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে এটা তাওয়াফে বিদা (বিদায়ী তাওয়াফ)। মক্কার বাইরের লোকদের জন্য তা ওয়াজিব। মক্কা ও আশেপাশের লোকদের জন্য তা অপরিহার্য নয়।

مِنْهَا فَاذَا فَرَغْتَ فَاحْمَدِ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ فَانَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ انَّ أيَةَ مَابَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِيْنَ انَّهُمْ لَا يَتَضَلَّعُوْنَ مِنْ زَمْزَمٍ-

৩০৬১ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)...... মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বক্‌র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-র নিকট বসা ছিলাম। এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এলো। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কোথা থেকে এসেছ? সে বলল, যমযমের নিকট থেকে। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি তা থেকে প্রয়োজন মত পান করেছ? সে বলল, কিরূপে ? তিনি বললেন, তুমি যখন তা থেকে পান করবে, তখন কিব্‌লামুখী হবে, আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করবে, তিনবার নিঃশ্বাস নিবে এবং তৃপ্তি সহকারে পান করবে। পানি পান শেষে তুমি মহামহিম আল্লাহ্‌র প্রশংসা করবে। কারণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমাদের ও মুনাফিকদের মধ্যে নিদর্শন এই যে, তারা তৃপ্তিসহকারে যমযমের পানি পান করে না।

٣٠٦٢ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ انَّهُ سَمِعَ اَبَا الزُّبَيْرِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ-"

৩০৬২ হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র)...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যমযমের পানি যে উপকারের আশায় পান করা হবে, তা অর্জিত হবে।

٧٩. بَابُ دُخُوْلِ الْكَعْبَةِ

অনুচ্ছেদ : পবিত্র কা'বা গৃহে প্রবেশ করা

٣٠٦٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ الْمَكَّةَ الْكَعْبَةِ وَمَعَهُ بِلَالُ وَعُثْمَانُ بْنُ شَيْبَةَ فَاَغْلَقُوْهَا عَلَيْهِمْ مِنْ دَاخِلٍ فَلَمَّا خَرَجُوْا سَاَلْتُ بِلَالاً اَيْنَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرَنِيْ اَنَّهُ صَلَّى عَلَى وَجْهِهِ حِيْنَ دَخَلَ بَيْنَ الْعَمُوْدَيْنِ عَنْ يَمِيْنِهِ-" ثُمَّ لُمْتُ نَفْسِيْ اَنْ لَا اَكُوْنَ سَاَلْتُهُ : كَمْ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ؟

৩০৬৩ আবদুর রহমান ইব্‌ন ইব্‌রাহীম দিমাশ্‌কী (র)...... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন কা'বা গৃহে প্রবেশ করেন। তাঁর সাথে ছিলেন বিলাল ও উসমান ইব্‌ন শাইবা (রা)। তাঁরা ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তাঁরা বেরিয়ে এলে আমি বিলালকে জিজ্ঞাসা

করলাম- রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন স্থানে সালাত আদায় করেছেন ? তিনি আমাকে অবহিত করেন যে, তিনি ভেতরে প্রবেশ করে ডান দিকের দুই স্তম্ভের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করেছেন। অতঃপর আমি নিজেকে তিরস্কার করলাম যে, আমি কেন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম না যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কত রাক'আত সালাত আদায় করেছেন।

٣٠٦٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ عِنْدِي وَهُوَ قَرِيرُ الْعَيْنِ، طَيِّبُ النَّفْسِ ثُمَّ رَجَعَ اِلَيَّ وَهُوَ حَزِينٌ فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! خَرَجْتَ مِنْ عِنْدِي وَاَنْتَ قَرِيرُ الْعَيْنِ، وَرَجَعْتَ وَاَنْتَ حَزِيْنٌ ؟ فَقَالَ اِنِّي دَخَلْتُ الْكَعْبَةَ وَوَدِدْتُ اَنِّي لَمْ اَكُنْ فَعَلْتُ اِنِّي اَخَافُ اَنْ اَكُوْنَ اَتْعَبْتُ اُمَّتِي مِنْ بَعْدِي-"

৩০৬৪ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমার নিকট থেকে আনন্দিত ও উৎফুল্ল চিত্তে বেরিয়ে গেলেন, কিন্তু বিষণ্ন অবস্থায় ফিরে এলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি আমার নিকট থেকে চক্ষু শীতল অবস্থায় বেরিয়ে গেলেন, অথচ দুশ্চিন্তাযুক্ত অবস্থায় ফিরে এলেন ? তখন তিনি বললেন : আমি কা'বা গৃহে প্রবেশ করার পর ভাবলাম, আমি যদি এ কাজ না করতাম! আমার আশংকা হচ্ছে- আমার পরে আমার উম্মাতের কষ্ট হবে!

٨. بَابُ الْبَيْتُوْتَةِ بِمَكَّةَ لَيَالِيْ مِنًى

অনুচ্ছেদ : মিনার রাতগুলোতে মক্কায় অবস্থান

٣٠٦٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ اَيَّامِ مِنًى مِنْ اَجَلِ سِقَايَتِهِ فَاَذِنَ لَهُ-"

৩০৬৫ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)...... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা) মিনার দিনগুলোর-রাত, মক্কায় কাটানোর জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন। কারণ হাজ্জীদের পানি পান করানোর দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল। তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন।

٣٠٦٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمْ يُرَخِّصِ النَّبِيُّ ﷺ لاَحَدٍ يَبِيْتُ بِمَكَّةَ اِلاَّ لِلْعَبَّاسِ مِنْ اَجْلِ السِّقَايَةِ-"

৩০৬৬ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আব্বাস (রা) ব্যতীত আর কাউকে মিনার রাতগুলোতে মক্কায় অবস্থানের অনুমতি দেননি। কারণ তাঁর উপর পানি সরবরাহের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল।

٨١. بَابُ نُزُوْلِ الْمُحَصَّبِ

অনুচ্ছেদ : মুহাস্‌সাবে অবতরণ করা

٣٠٦٧ **حَدَّثَنَا** هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ : ثَنَا ابْنُ اَبِىْ زَائِدَةٍ وَعَبْدَةُ وَوَكِيْعٌ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا حَفْص بْنُ غِيَاثٍ- كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : اِنَّ نُزُوْلَ الْاَبْطَحِ لَيْس بِسُنَّةٍ اِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيَكُوْنُ اَسْمَح لِخُرُوْجِهِ-"

৩০৬৭ হান্নাদ ইব্‌ন সারী, আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ ও আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবতাহ্ নামক স্থানে অবতরণ করা সুন্নাত নয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেখানে এজন্য অবতরণ করেন যাতে (মদীনার উদ্দেশ্যে) তাঁর রওয়ানা করা সহজ হয়।

٣٠٦٨ **حَدَّثَنَا** اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاوِيَةَ بْنُ هِشَامٍ عَنْ عَمَّارٍ بْنُ زُرَيْقٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَدْلَجَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةَ النَّفْرِ مِنَ الْبَطْحَاءِ اَدْلاَجًا-"

৩০৬৮ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শাইবা (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ রাতের বেলা বাতহা থেকে মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা হন।

٣٠٦٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَانَا عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ : وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يَنْزِلُوْنَ بِالْاَبْطَحِ-"

৩০৬৯ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ, আবূ বাক্‌র, উমার ও উসমান (রা) বাতহা নামক স্থানে অবতরণ করতেন।

٨٢. بَابُ طَوَافِ الْوَدَاعِ

অনুচ্ছেদ : বিদায়ী তাওয়াফ

٣٠٧٠ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُوْنَ كُلَّ وَجْهٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَنْفِرَنَّ اَحَدٌ حَتّٰى يَكُوْنَ اٰخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ-"

৩০৭০ হিশাম ইব্ন আম্মার (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা বিক্ষিপ্তভাবে সব দিকে যাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : শেষবারের মত বায়তুল্লাহ তাওয়াফ না করা পর্যন্ত কেউ যেন প্রস্থান না করে।

٣٠٧١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَنْفِرَ الرَّجُلُ حَتّٰى يَكُوْنَ اٰخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ-

৩০৭১ আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র)...... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শেষ বারের মত বায়তুল্লাহ তাওয়াফ না করা পর্যন্ত কোন ব্যক্তিকে প্রস্থান করতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন।

٨٣. بَابُ الْحَائِضِ تَنْفِرُ قَبْلَ اَنْ تُوَدِّعَ

অনুচ্ছেদ : ঋতুমতী স্ত্রীলোক বিদায়ী তাওয়াফ না করে প্রস্থান করতে পারে

٣٠٧٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ وَعُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ بَعْدَ مَا اَفَاضَتْ : قَالَتْ عَائِشَةُ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَحَا بِسَتُنَا هِيَ ؟ فَقُلْتُ : اَنَّهَا قَدْ اَفَاضَتْ ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ ذَالِكَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلْتَنْفِرْ-"

৩০৭২ আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শাইবা ও মুহাম্মাদ ইব্ন রুমহ (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, তাওয়াফে ইফাদা করার পর সাফিয়্যা বিন্তে হুয়ায়্যি (রা) ঋতুমতী হলেন। আয়েশা (রা) বলেন : আমি তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন : সে কি আমাদের আটকে রাখবে? আমি বললাম : তিনি তাওয়াফে ইফাদা করেছেন, অতঃপর ঋতুমতী হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাহলে রওয়ানা হতে পার।

৩০৭৩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِى شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ : قَلاَ اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ ذَكَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَفِيَّةَ فَقُلْنَا قَدْ حَاضَتْ فَقَالَ عَقْرَى اِحْلَقِيْ! مَا اَرَاهَا اِلاَّ حَابِسَتَنَا فَقُلْتُ : يَارَسُوْلُ اللّٰهِ ! اَنَّهَا قَدْ طَافَتْ يَوْمُ النَّحْرِ قَالَ فَلاَ اِذَنْ مُرُوْهَا فَلْتَنْفِرْ-"

৩০৭৩ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শাইবা ও আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাফিয়্যা (রা) সম্পর্কে জানতে চাইলেন, আমরা বললাম : সে ঋতুমতী হয়েছে। তিনি বললেন : বন্ধ্যা, ন্যাড়া- সে তো আমাদের আটকে ফেলেছে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি কুরবানীর দিন তাওয়াফ করেছেন। তিনি বললেন : তাহলে অসুবিধা নেই তাকে রওয়ানা হতে বল।

٨٤. بَابُ حَجَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হজ্জ

৩০৭৪ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ثَنَا جَعْفَرُ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا اِلَيْهِ سَاَلَ عَنِ الْقَوْمِ حَتّٰى اِنْتَهٰى اِلَىَّ فَقُلْتُ : اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنُ الْحُسَيْنِ فَاَهْوٰى بِيَدِهِ اِلَى رَاْسِىْ فَحَلَّ زِرِّى الْاَعْلٰى ثُمَّ حَلَّ زِرِّىَّ الْاَسْفَلَ : ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ وَاَنَا يَوْمَئِذٍ غُلاَمٌ شَابٌ : فَقَالَ مَرْحَبًابِكَ سَلْ عَمَّا شِئْتَ : فَسَاَلْتُهُ وَهُوَ اَعْمٰى : فَجَاءَ وَقْتُ الصَّلٰوةِ فَقَامَ فِى نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفًا بِهَا كُلَّمَا وَضَعَتْهَا عَلٰى مَنْكِبَيْهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا اِلَيْهِ مِنْ صِغْرِهَا وَرِدَاؤُهُ اِلَى جَانِبِهِ عَلَى الشَّجْبِ فَصَلِّى بِنَا فَقُلْتُ اَخْبِرْنَا عَنْ حَجَّةِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ بِيَدِهِ فَعَقَدَ تِسْعًا وَقَالَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَكَثَ تِسْعَ سِنِيْنَ لَمْ يَحُجَّ فَاَذَّنَ فِى النَّاسِ فِى الْعَاشِرَةِ : اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَاجٌّ فَقَدِمَ الْمَدِيْنَةَ بَشَرٌ كَثِيْرٌ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ اَنَّ يَاْتَمَّ بِرَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَيَعْتَمَلَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ فَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ فَاَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَوَلَدَتْ اَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدُبْنُ اَبِى بَكْرٍ : فَاَرْسَلَتْ اِلَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ اَصْنَعُ: قَالَ اغْتَسِلِىْ وَاسْتَثْفِرِىْ ثَوْبٍ وَاَحْرِمِىِّ فَصَلَّى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَكِبَ

الْقَصْوَاءَ حَتّٰى اِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ قَالَ جَابِرٌ " نَظَرْتُ اِلَى مَدِّ
بَصَرِىْ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ بَيْنَ رَاكِبٍ وَمَاشٍ وَعَنْ يَمِيْنِهِ مِثْلُ ذَالِكَ وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلُ
ذَالِكَ وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلُ ذَالِكَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ اَظْهُرِنَا وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْاٰنَ
وَهُوَ يَعْرِفُ تَاْوِيْلَهُ مَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَىْءٍ عَمِلْنَابِهِ : فَاَهَلَّ بِالتَّوْحِيْدِ لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ
لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ
وَاَهَلَّ النَّاسِ بِهٰذَا الَّذِىْ يُهِلُّوْنَ بِهِ فَلَمْ يَرُدُّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْهُ
وَلَزِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَكْبِيْتَهُ قَالَ جَابِرٍ لَسْنَا نَنْوِىْ اِلاَّ الْحَجَّ لَسْنَا تَعْرِفُ
الْعُمْرَةَ : حَتّٰى اِذَا اَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلاَثًا وَمَشَى اَرْبَعًا ثُمَّ
قَامَ اِلَى مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى فَجَعَلَ الْمَقَامُ
بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَكَانَ اَبِى يَقُوْلُ (وَلاَ اَعْلَمُهُ اِلاَّ ذَكَرَهُ عَنِ النَّبِىُّ ﷺ) اَنَّهُ كَانَ
يَقْرَاءُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ قُلْ يَاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ثُمَّ رَجَعَ اِلَى الْبَيْتِ
فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ اِلَى الصَّفَا حَتّٰى اِذَا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَاَ اِنَّ
الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ بِهِ" فَبَدَاَ بِالصَّفَا فَرَقِىَ عَلَيْهِ
حَتّٰى رَأَى الْبَيْتَ فَكَبَّرَ اللّٰهُ هَلَّلَهُ وَحَمِدَهُ وَقَالَ " لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ
لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ لاَ شَرِيْكَ لَهُ اَنْجَزَ وَعْدَهُ-
وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَالِكَ وَقَالَ مِثْلَ هٰذَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ
ثُمَّ نَزَلَ اِلَى الْمَرْوَةِ فَمَشٰى حَتّٰى اِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ رَمَلَ فِىْ بَطْنِ الْوَدِىْ حَتّٰى اِذَا
صَعِدَتَا (يَعْنِىْ قَدَمَاهُ) هَشَى حَتّٰى اَتَى الْمَرْوَةَ- تَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى
الصَّا فَلَمَّا كَانَ اٰخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَةَ قَالَ لَوْ اَنِّىْ اسْتَقْبَلَتْ مِنْ اَمْرِىْ مَا
اسْتَدْبَرْتُ لَمْ اَسُقِ الْهَدْىَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْىَ
فَلْيَحِلْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةَ فَحَلَّ النَّاسِ كُلُّهُمْ وَقَصَرُوْا اِلاَّ النَّبِىُّ ﷺ وَمَنْ كَانَ
مَعَهُ الْهَدْىُ فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ بْنِ جُعْشُمٍ فَقَالَ يَارَسُوْلُ اللّٰهِ اَلِعَامِنَا هٰذَا اَمْ

اَلْاَبَدِ قَالَ فَشَبَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَصَابِعَهُ فِى الْاُخْرٰى وَقَالَ دَخَلَتُ الْعُمْرَةَ فِى الْحَجِّ هَا كَذَا مَرَّتَيْنِ لاَبَدِ لاَبَدِ قَالَ وَقَدِمَ عَلِىٌّ بِبُدْنِ النَّبِىِّ ﷺ فَوَجَدَ فَاطِمَةَ مِمَّنْ حَلَّ وَلَبِسَتْ ثِيَامًا صَبِيْغًا وَاكْتَحَلَّتْ فَاَنْكَرَ ذَالِكَ عَلَيْهَا عَلَى فَقَالَتْ اَمَرَنِى اَبِى هٰذَا فَكَانَ عَلِىٌّ يَقُوْلُ بِالْعِرَاقِ فَذَهَبْتُ اِلَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةَ فِى الَّذِىْ صَنَعَتْهُ مُسْتَفْتِيًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الَّذِىْ ذَكَرَتْ عَنْهُ وَاَنْكَرْتُ ذَالِكَ عَلَيْهَا فَقَالَ صَدَقَتْ صَدَقَتْ مَاذَا قُلْتُ حِيْنَ فَرَضْتَ الْحَجَّ ؟ قَالَ قُلْتُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُهِلُّ بِمَا اَهَلَّ بِهِ رَسُوْلُكَ ﷺ قَالَ فَاِنِّىْ مَعِىَ الْهَدْىَ فَلاَ تَحِلُّ قَالَ فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْىِ الَّذِىْ جَاءَبِهِ عَلَىٌّ مِنَ الْيَمَنِ وَالَّذِىْ اَتَى بِهِ النَّبِىُّ ﷺ مِنَ الْمَدِيْنَةِ مِائَةً ثُمَّ حَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوْا اِلاَّ النَّبِىُّ ﷺ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَتَرَجَّهُوْا اِلٰى مِنَى اَهَلُّوْا بِالْحَجِّ فَرَكِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى بِمِنًى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ ثُمَّ مَكَثَ قَلِيْلاً حَتّٰى طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَاَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعْرٍ فَضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ : فَسَارَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَشُكُّ قُرَيْشٌ اِلاَّ اَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ اَوِ الْمُزْدَلِفَةِ : كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَاَجَازَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا حَتّٰى اِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ اَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ فَرَكِبَ حَتّٰى اَتَى بَطْنَ الْوَادِىِّ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ اِنَّ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِىْ شَهْرِكُمْ هٰذَا فِىْ بَلَدِكُمْ هٰذَا : اَلاَ وَاِنَّ كُلَّ شَىْءٍ مِنْ اَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعٍ تَحْتَ قَدَمَىَّ هَاتَيْنِ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعَةٍ وَاَوَّلُ دَمٍ اَضَعُهُ دَمُ رَبِيْعَةَ بْنِ الْحٰرِثِ (كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِىْ بَنِىْ سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلُ) وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعٍ وَاَوَّلُ رِبًا اَضَعُهُ رِبَانَا رِبَا الْعَبَّاسِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَاِنَّهُ مَوْضُوْعٌ كُلُّهُ فَاتَّقُوا اللّٰهَ فِى النِّسَاءِ فَاِنَّكُمْ اَخَذْتُمُوْهُنَّ بِاَمَانَةِ اللّٰهِ وَاسْتَحْلَلْتُ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللّٰهِ وَاِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ اَنْ لاَ يُوْطِيْنَ فُرُشَكُمْ اَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ فَاِنَّ فَعَلْنَ ذَالِكَ فَاضْرِبُوْهُنَّ

ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَالَمْ تَضِلُّوْا اِنِ اعْتَصَمْتُ بِهِ كِتَابُ اللّٰهِ وَاَنْتُمْ مَسْئُلُوْنَ عَنِّيْ فَمَا اَنْتُمْ قَائِلُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اَنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ وَاَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ فَقَالَ بِاِصْبَعِهِ السَّبَابَةِ اِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكِبُهَا اِلَى النَّاسِ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ اَللّٰهُم اشْهَدْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ اَذَّنَ بِلاَلُ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلّٰى الظُّهْرِ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلّٰى الْعَصْرِ وَلَمْ يُصَلِّيْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ رَكِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اَتَى الْمَوْقِفُ : فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ اِلَى الصَّخَرَاتِ ، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتّٰى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيْلاً حَتّٰى غَابَ الْقُرْصُ وَاَرْدَفَ اُسَامَةَ بْنُ زَيْدٍ خَلْفَهُ فَدَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ شَنَقَ الْقَصْوَاءَ بِالزِّمَامِ حَتّٰى اِنَّ رَاْسَهَا لَيُصِيْبُ مَوْرِكَ رِحْلَهُ وَيَقُوْلُ بِيَدِهِ الْيُمْنٰى اَيُّهَا النَّاسُ السَّكِيْنَةَ السَّكِيْنَةَ كُلَّمَا اَتَى حَبْلاً مِنَ الْحِبَالِ اَرْخَى لَهَا قَلِيْلاً حَتّٰى تَصْعَدَ ثُمَّ اَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلّٰى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِاَذَانٍ وَاحِدٍ وَاَقَامَتَيْنِ وَلَمْ يَصِلُّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلّٰى الْفَجْرَ حِيْنَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِاَذَانٍ وَاِقَامَةٍ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءِ حَتّٰى اَتَى الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فَرَقِيْ عَلَيْهِ فَحَمِدَ اللّٰهُ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ : فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتّٰى اَسْفَرَ جِدًّا ثُمَّ دُفِعَ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعُ الشَّمْسُ وَاَرْدَفَ الْفَضْلَ ابْنَ الْعَبَّاسُ وَكَانَ رَجُلاً حَسَنَ الشَّعْرَ جِدًّا : اَبْيَضَ وَسِيْمًا فَلَمَّا دَفَعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ الظُّعُنُ بَجْرِيْنَ فَطَفِقَ يَنْظُرُ اِلَيْهِنَّ فَوَضَعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَدَهُ مِنَ الشَّقِّ الْاٰخَرِ فَصَرَفَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ مِنَ الشَّقِّ الْاٰخَرِ يَنْظُرُ حَتّٰى اَتَى مُحَسِّرًا حَرَّكَ قَلِيْلاً ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيْقِ الْوُسْطٰى الَّتِىْ تُخْرِجُكَ اِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرٰى حَتّٰى اَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِىْ عِنْدَ الشَّجَرَةِ قَوْمِىْ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلُّ حِصَاةٍ مِنْهَا مِثْلُ حَصَى الْخَذْفِ وَرَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِىْ ثُمَّ انْصَرَفَ اِلَى الْمَنْحَرٍ فَنَحَرَ ثَلاَثًا

وَسِتِّيْنَ بَدَنَةً بِيَدِهِ : وَاَعْطٰى عَلِيًّا : فَنَحَرَ مَاغَبَرَ وَاَشْرَكَهُ فِى هَدْيِهِ ثُمَّ اَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِى قِدْرٍ فَطُبِخَتْ فَاَكَلاَ مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا ثُمَّ اَفَاضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْبَيْتِ فَصَلّٰى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ فَاَتٰى بَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُمْ يَسْقُوْنَ عَلٰى زَمْزَمَ فَقَالَ : اَنْزِعُوْا : بَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ! لَوْلاَ اَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلٰى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ فَنَاوَلُوْهُ دَلْوًا فَشَرِبَ مِنْهُ-"

৩০৭৪ হিশাম ইব্ন আম্মার...... জাফর (সাদিক) ইব্ন মুহাম্মাদ (বাকের) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)-র নিকট উপস্থিত হলাম। আমরা তাঁর নিকট পৌছলে তিনি সাক্ষাতপ্রার্থীদের পরিচয় জানতে চান। আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে আমি বলি যে, আমি আলী ইব্ন হুসাইনের পুত্র মুহাম্মাদ। অতএব তিনি (স্নেহভরে) আমার দিকে হাত বাড়ালেন এবং তা আমার মাথার উপর রাখলেন। তিনি প্রথমে আমার পরিচ্ছদের উপর দিকের বোতাম, পরে নিচের বোতাম খুললেন, অতঃপর তাঁর হাত আমার বুকের উপর রাখলেন। আমি তখন উঠতি বয়সের যুবক ছিলাম। তিনি বললেন : তোমাকে মোবারকবাদ জানাই। তুমি যা জানতে চাও জিজ্ঞাসা কর। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ সময় তিনি (বার্ধক্য জনিত কারণে) দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। ইতিমধ্যে সালাতের ওয়াক্ত হলো। তিনি নিজেকে একটি চাদরে আবৃত করে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি যখনই চাদরের প্রান্ত নিজ কাঁধের উপর রাখতেন, তা (আকারে) ছোট হওয়ার কারণে নিচে পড়ে যেত। তাঁর আরেকটি বড় চাদর তাঁর পাশেই আলনায় রাখা ছিল। তিনি আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। তখন আমি বললাম, আপনি আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর (বিদায়) হজ্জ সম্পর্কে অবহিত করুন। জাবির (রা) স্বহস্তে নয় সংখ্যার প্রতি ইংগিত করে বললেন: রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নয় বছর (মদীনায়) অবস্থান করেন এবং (এ সময়কালের মধ্যে) হজ্জ করেননি। অতঃপর ১০শ বর্ষে লোকদের মধ্যে ঘোষণা করলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (এ বছর) হজ্জে যাবেন। সুতরাং মদীনায় অসংখ্য লোকের সমাগম হলো। তাদের প্রত্যেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর অনুসরণ করতে এবং তাঁর অনুরূপ আমল করতে আগ্রহী। অতএব তিনি রওয়ানা হলেন এবং আমরাও তাঁর সাথে রওয়ানা হলাম। আমরা যখন যুল-হুলাইফা নামক স্থানে পৌছলাম আসমা বিনতে উমাইস (রা) মুহাম্মাদ ইব্ন আবূ বাকরকে প্রসব করলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট লোক পাঠিয়ে জানতে চাইলেন এখন আমি কি করব? তিনি বললেন : তুমি গোসল কর, এক খণ্ড কাপড় দিয়ে পানি বেঁধে যাও এবং ইহ্রামের পোশাক পরিধান কর।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদে (ইহ্রামের দুই রাক'আত) সালাত আদায় করবেন। অতঃপর 'কাসওয়া' নামক উষ্ট্রীতে আরোহণ করলেন। অবশেষে 'বাইদা' নামক স্থানে তাঁর উষ্ট্রী যখন তাঁকে নিয়ে দাঁড়ালো তখন আমি (জাবির) সামনের দিকে যতদূর দৃষ্টি যায় তাকিয়ে দেখলাম লোকে লোকারণ্য, কতেকে সাওয়ারীতে এবং কতেকে পদব্রজে অগ্রসর হচ্ছে। ডান দিকে, বাঁ দিকে এবং পেছনেও একই দৃশ্য। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের মাঝখানে ছিলেন এবং তাঁর উপর কুরআন নাযিল হচ্ছিল। একমাত্র তিনিই এর আসল তাৎপর্য জানেন এবং তিনি যা করতেন আমরাও তাই করতাম। তিনি আল্লাহ্র তাওহীদ সম্বলিত তালবিয়া পাঠ করলেন :

"আমি তোমার দরবারে হাযির আছি হে আল্লাহ, আমি তোমার দরবারে হাযির, আমি তোমার দরবারে হাযির। তোমার কোন শরীক নাই, আমি তোমার দরবারে উপস্থিত। নিশ্চিত সমস্ত প্রশংসা, সমস্ত নি'আমত তোমারই এবং রাজত্বও তোমার কোন শরীক নাই।"

লোকেরাও উপরোক্ত তালবিয়া পাঠ করল- যা (আজকাল) পাঠ করা হয়। লোকেরা তাঁর তালবিয়ার সাথে কিছু শব্দ বাড়িয়ে বলে, কিন্তু, তাদের বাধা দেননি। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উপরোক্ত তালবিয়াই পাঠ করেন।

জাবির (রা) বলেন, আমরা হজ্জ ছাড়া অন্য কিছুর নিয়্যত করিনি, আমরা উমরার কথা জানতাম না। অবশেষে আমরা যখন তাঁর সাথে বায়তুল্লাহ শরীফে পৌছলাম তিনি রুকন (হাজারে আসওয়াদ) চুম্বন করলেন, অতঃপর সাতবার এবং চারবার স্বাভাবিক গতিতে। এরপর তিনি মাকামে ইব্রাহীমে পৌছে তিলাওয়াত করলেন : "তোমরা ইব্রাহীমের দাঁড়াবার স্থানকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর" (সূরা বাকারা : ১২৫)।

তিনি মাকামে ইবরাহীমকে তাঁর ও বায়তুল্লাহ্র মাঝখানে রেখে (দুই রাক'আত নামায পড়লেন)। (জা'ফর বলেন) আমি যতদূর জানি, তিনি (জাবির) বরং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি দুই রাক'আত নামাযে সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখ্লাস পাঠ করেছেন।

অতঃপর তিনি বায়তুল্লায় ফিরে এলেন এবং হাজারে আসওয়াদেও চুমা খেলেন। এরপর তিনি দরজা দিয়ে সাফা পাহাড়ের দিকে বের হলেন এবং সাফার নিকটবর্তী হয়ে তিলাওয়াত করলেন। "নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয় আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের অন্যতম"- (সূরা বাকারা ঃ ১৫৮) এবং (আরও বললেন) আল্লাহ তা'আলা যা দিয়ে আরম্ভ করেছেন আমরাও তা দিয়ে আরম্ভ করব। তখন তিনি সাফা পাহাড় থেকে শুরু করলেন এবং তার এতটা উপরে আরোহণ করলেন যে, বায়তুল্লাহ শরীফ দেখতে পেলেন। তিনি (কিব্লামুখী হয়ে) আল্লাহ্র এক ও মহত্ত ঘোষণা করেন এবং এই দু'আ পড়েন।

"আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নাই, তিনি এক তাঁর কোন শরীক নাই, তাঁর জন্য রাজত্ব এবং তাঁর জন্য সমস্ত প্রশংসা, তিনি প্রতিটি জিনিসের উপর শক্তিমান। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তিনি এক, তিনি নিজের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন, নিজের বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই সমস্ত সম্মিলিত শক্তিকে পরাভূত করেছেন।"

তিনি এ দু'আ তিনবার পড়লেন এবং মাঝখানে অনুরূপ আরো কিছু দু'আ পড়লেন। অতঃপর তিনি নেমে মারওয়া পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হলেন, যাবত না তাঁর পা মোবারক উপত্যকার সমতল ভূমিতে গিয়ে ঠেকল। তিনি দৌড়ে চললেন, যাবত না উপত্যকা অতিক্রম করলেন। মারওয়া পাহাড়ে উঠার সময় হেঁটে উঠলেন, অতঃপর এখানেও তাই করলেন, যা তিনি সাফা পাহাড়ে করেছিলেন। শেষে তাওয়াফে যখন তিনি মারওয়া পাহাড়ে পৌছলেন, (লোকদের সম্বোধন করে) বললেন : যদি আমি আগেই বুঝতে পারতাম যে, আমার কি করা উচিৎ তাহলে আমি সাথে করে কুরবানীর পশু আনতাম না এবং (হজ্জের) ইহ্রামকে উমরায় পরিবর্তন করতাম। অতএব তোমাদের মধ্যে যার সাথে কুরবানীর পশু নাই, সে যেন ইহ্রাম খুলে ফেলে

এবং একে উমরায় পরিণত করে। তখন নবী ﷺ এবং যাদের সাথে কুরবানীর পশু ছিল তারা ব্যতীত সকলেই ইহ্‌রাম খুলে ফেললে এবং চুল ছোট করল। এ সময় সুরাকা ইব্‌ন মালিক, ইব্‌ন জু'শুম (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এই ব্যবস্থা কি আমাদের এ বছরের জন্য, না সর্বকালের জন্য? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজ হাতের আংগুলগুলো পরস্পরের ফাঁকে ঢুকিয়ে দুইবার বললেন : উমরা হজ্জের মধ্যে প্রবেশ করলো না, বরং সর্বকালের জন্য।

এ সময় আলী (রা) নবী ﷺ জন্য কুরবানীর পশু নিয়ে এলেন এবং যারা ইহ্‌রাম খুলে ফেলেছে- ফাতিমা (রা)-কে তাদের অন্তর্ভুক্ত দেখতে পেলেন। তিনি রংগীন কাপড় পরিধান করছিলেন এবং চোখে সুরমা লাগিয়ে ছিলেন। আলী (রা) তা অপছন্দ করলেন। ফাতিমা (রা) বললেন, আমার পিতা আমাকে এরূপ করার নির্দেশ দিয়েছেন। (রাবী বলেন) এরপর আলী (রা) ইরাকে অবস্থানকালে বলতেন; তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলাম ফাতিমার উপর অসন্তুষ্ট অবস্থায় যে, সে যা করেছে সে সম্পর্কে মাসআলা জানার জন্য। আমি তাঁকে বললাম যে, আমি তার এই কাজ অপছন্দ করেছি। তখন তিনি বললেন : ফাতিমা ঠিকই করেছে ঠিকই বলেছে। তুমি হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধার সময় কি বলেছিলে? আলী (রা) বলেন, আমি বলেছিলাম হে আল্লাহ! আমি ইহ্‌রাম বাঁধলাম, যে নিয়্যতে ইহ্‌রাম বেঁধেছেন আপনার রাসূল। তিনি বললেন : আমার সাথে কুরবানীর পশু আছে, অতএব তুমি (আলী) ইহ্‌রাম খুল না।

জাবির (রা) বলেন, আলী (রা) ইয়ামান থেকে যে পশুপাল নিয়ে আসেন এবং নবী ﷺ নিজের সাথে করে যে পশুগুলো নিয়ে গিয়েছিলেন- এর সর্বমোট সংখ্যা দাঁড়ায় একশত। অতএব নবী ﷺ এবং যাদের সাথে কুরবানীর পশু ছিল তারা ব্যতীত আর সকলেই ইহ্‌রাম খুলে ফেলেন এবং চুল ছোট করে ফেলে। অতঃপর যখন তারবিয়ার দিন (৮ যিলহজ্জ) হলো তখন লোকেরা পুনরায় ইহ্‌রাম বাঁধল এবং মিনার দিকে রওয়ানা হল। আর নবী ﷺ সাওয়ার হয়ে গেলেন এবং তথায় যুহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজরের সালাত আদায় করলেন। আর তিনি সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত তথায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন এবং তাঁর জন্য নামিরা নামক স্থানে গিয়ে একটি তাঁবু খাটানোর নির্দেশ দিলেন। অতঃপর নিজেও রওয়ানা হয়ে গেলেন।

কুরাইশগণ নিশ্চিত ছিল যে, নবী ﷺ মাশআরুল-হারাম অথবা মুযদালাফা নামক স্থানে অবস্থান করলেন, যেমন কুরাইশগণ জাহিলী যুগে এখানে অবস্থান করত মানহানী হওয়ার আশংকায় তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সামনে অগ্রসর হতে থাকলেন- যাবত না আরাফাতে পৌঁছলেন। তিনি দেখতে পেলেন, নামিরায় তাঁর জন্য তাঁবু খাটানো হয়েছে। তিনি এখানে অবতরণ করলেন। অবশেষে সূর্য (পশ্চিমাকাশে) ঢলে পড়লে তিনি তাঁর কাসওয়া নামক উষ্ট্রী সাজানোর নির্দেশ দিলে তাই করা হল। অতঃপর তিনি উপত্যকার মাঝখানে আসেন এবং লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। তিনি বলেন :

"তোমাদের জীবন ও সম্পদ তোমাদের পরস্পরের জন্য হারাম-যেভাবে এই দিন এই মাস এবং এই শহর হারাম।"

"সাবধান! জাহিলী যুগের সকল জিনিস (অপ-সংস্কৃতি) আমার পদতলে সম্পূর্ণ রহিত করা হল।"

"জাহিলী যুগের রক্তের দাবীও (হত্যার প্রতিশোধ) রহিত হল। আমাদের (বংশের) রক্তের দাবীর মধ্যে সর্বপ্রথম আমি রবী'আ ইব্ন হারিসের রক্তের দাবী রহিত করলাম।" সে বনূ সা'দ-এ শিশু অবস্থায় লালিত-পালিত হওয়াকালীন হুযাইল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে।

"জাহিলী যুগের সুদও রহিত করা হল। আমাদের বংশের প্রাপ্য সুদের মধ্যে সর্বপ্রথম আমি আবদুল মুত্তালিব-পুত্র আব্বাস (রা)-র প্রাপ্য সমুদয় সুদ রহিত করলাম।"

"তোমরা স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় করবে। তোমরা তাদেরকে আল্লাহ্র জামানতে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহ্র কালামের মাধ্যমে তাদের লজ্জাস্থান নিজেদের জন্য হালাল করেছ। তাদের উপর তোমাদের অধিকার এই যে, তারা যেন তোমাদের অন্দর মহলে এমন কোন লোককে যেতে না দেয় যাকে তোমরা অপছন্দ কর। যদি তারা অনুরূপ কাজ করে তবে তাদেরকে হাল্কাভাবে মারপিট করবে। আর তোমাদের উপর তাদের অধিকার এই যে, তোমরা ন্যায়সংগতভাবে তাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবে।"

"আমি তোমাদের মাঝে এমন এক জিনিস রেখে যাচ্ছি- যা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। তা হচ্ছে আল্লাহ্র কিতাব।"

"তোমাদেরকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে- তখন তোমরা কি বলবে? উপস্থিত জনতা বলল, আমরা সাক্ষ্য দেব আপনি (আল্লাহ্র বাণী) পৌঁছে দিয়েছেন, আপনার কর্তব্য পালন করেছেন এবং সদোপদেশ দিয়েছেন। অতঃপর তিনি নিজের তর্জনী (শাহাদত আংগুল) আকাশের দিকে উত্তোলন করে এবং জনতার প্রতি ইংগিত করে বললেন : হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন, হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন (তিনবার)।

অতঃপর বিলাল (রা) আযান দিলেন, অতঃপর ইকামত দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুহরের সালাত আদায় করলেন। বিলাল (রা) পুনরায় ইকামত দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসরের সালাত আদায় করলেন। তিনি এই দুই সালাতের মাঝখানে অন্য কোন সালাত আদায় করেননি।

অতপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাসওয়ার উপর সওয়ার হয়ে আল-মাওকিফ (অবস্থান-স্থল)-এ এলেন, নিজের কাসওয়া নামক উষ্ট্রীর পেট পাথরের স্তুপের দিকে করে দিলেন এবং পায়ে হাঁটার পথ নিজের সামনে রেখে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ালেন। সূর্যাস্ত পর্যন্ত তিনি এভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। পীত আভা কিছুটা দূরীভূত হল, এমন কি সূর্য-গোলক সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেল। তিনি উসামা (রা)-কে তাঁর বাহনে পেছন দিকে বসালেন এবং কাসওয়ার নাসারন্ধ্রের দড়ি সজোরে টান দিলেন- ফলে এর মাথা জিন স্পর্শ করল (এবং তা অগ্রযাত্রা শুরু করল)। তিনি ডান হাতের ইশারায় বললেন : "হে জনমণ্ডলী! শান্তভাবে, শান্তভাবে (ধীরেসুস্থে মধ্যম গতিতে) অগ্রসর হও।" যখনই তিনি বালুর স্তুপের নিকট পৌঁছতেন কাসওয়ার নাসারন্ধ্রের রশি কিছুটা ঢিল দিতেন, যাতে তা উপর দিকে উঠতে পারে।

এভাবে তিনি মুযদালিফায় পৌঁছলেন এবং এখানে একই আযানে ও দুই ইকামতে মাগরিব ও এশার সালাত আদায় করলেন। এই দুই সালাতের মাঝখানে অন্য কোন সালাত আদায় করলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শুয়ে ঘুমালেন যাবত না ফজরের ওয়াক্ত হল। অতঃপর উষা পরিষ্কার হয়ে গেলে তিনি আযান

ও ইকামতসহ ফজরের সালাত আদায় করলেন। অতঃপর কাসওয়ার পিঠে আরোহণ করে 'মাশআরুল-হারাম' নামক স্থানে এলেন। এখানে তিনি (কিব্‌লামুখী হয়ে) আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন, তাঁর মহত্ত বর্ণনা করলেন, কলেমা তাওহীদ পড়লেন এবং তাঁর একত্ব ঘোষণা করলেন। আকাশ যথেষ্ট পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত তিনি দাঁড়িয়ে এরূপ করতে থাকলেন।

সূর্য উদয়ের পূর্বে তিনি আবার রওয়ানা হলেন এবং ফাদ্‌ল ইব্‌ন আব্বাসকে সাওয়ারীতে তাঁর পেছনে বসালেন। সে ছিল সুদর্শন যুবক এবং তার মাথার চুল ছিল অত্যন্ত সুন্দর। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন অগ্রসর হলেন- তখন (পাশাপাশি) একদল মহিলাও যাচ্ছিল। ফাদ্‌ল তাদের দিকে তাকাতে লাগল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজের হাত ফাদ্‌লের চেহারার উপর রাখলেন এবং সে তার মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে দেখতে লাগল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পুনরায় অন্য দিক থেকে। ফাদ্‌ল-এর মুখমণ্ডলে হাত রাখলেন। সে আবার অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে দেখতে লাগল। এভাবে তিনি 'বাতনে মুহাস্‌সার' নামক স্থানে পৌঁছলেন এবং সাওয়ারীর গতি কিছুটা দ্রুত করলেন। তিনি মধ্যপথ দিয়ে অগ্রসর হলেন- যা জামরাতুল কুবরায় গিয়ে পৌঁছেছে। তিনি বৃক্ষের নিকটের জামরায় এলেন এবং নিচের খালি জায়গায় দাঁড়িয়ে এখানে সাতটি কাঁকর নিক্ষেপ করলেন এবং প্রত্যেকবার 'আল্লাহু আকবার' বললেন। অতঃপর সেখান থেকে কুরবানীর স্থানে এলেন এবং নিজ হাতে তেষট্টিটি পশু যবেহ করলেন। অতঃপর যা অবশিষ্ট থাকল তা আলী (রা)-কে যবেহ্ করতে বললেন এবং তিনি তা কুরবানী করলেন। তিনি নিজ পশুতে আলীকেও শরীক করলেন। অতঃপর তিনি প্রতিটি পশুর কিছু অংশ নিয়ে একত্রে রান্না করার নির্দেশ দিলেন। অতএব তাই করা হল। তাঁরা উভয়ে এই গোশ্‌ত থেকে খেলেন এবং ঝোল পান করলেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাওয়ার হয়ে বায়তুল্লার দিকে রওয়ানা হলেন এবং মক্কায় পৌঁছে যুহরের সালাত আদায় করলেন। অতঃপর তিনি (নিজ গোত্র) বনূ আবদুল মুত্তালিব-এ এলেন। তারা লোকদের যমযমের পানি পান করাচ্ছিল। তিনি বললেন : হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধরগণ! পানি তোল। আমি যদি আশংকা না করতাম যে, পানি পান করানোর ব্যাপারে লোকেরা তোমাদের পরাভূত করে দেবে- তবে আমি নিজেও তোমাদের সাথে পানি তুলতাম। তখন তারা তাঁকে এক বালতি পানি দিল এবং তিনি তা থেকে কিছু পান করলেন।

٣٠٧٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنِىْ يَحْيَى ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِلْحَجِّ عَلَى اَنْوَاعٍ ثَلَاثَةٍ فَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ مَعًا وَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِحَجٍّ مُفْرَدٍ : وَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ فَمَنْ كَانَ اَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ مَعًا : لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَىْءٍ مِمَّا حَرُمَ مِنْهُ حَتّٰى يَقْضِىَ مَنَاسِكَ الْحَجِّ : وَمَنْ اَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَىْءٍ مِمَّا حَرُمَ مِنْهُ حَتّٰى يَقْضِىَ مَنَاسِكَ الْحَجِّ : وَمَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَلَّ مَا حَرُمَ عَنْهُ حَتّٰى يَسْتَقْبِلَ حَجًّا-"

৩০৭৫ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শাইবা (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে তিন পর্যায়ে বিভক্ত হয়ে হজ্জের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। আমাদের কতেকে হজ্জ ও উমরার একসাথে ইহ্‌রাম বাঁধে, কতেকে শুধু হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধ ছিল তাদের জন্যও হজ্জের অনুষ্ঠানাদি শেষ না করা পর্যন্ত (ইহ্‌রামের কারণে) কোন নিষিদ্ধ জিনিস হালাল হয়নি। আর যারা ব্যক্তি শুধু উমরার ইহ্‌রাম বাঁধছিল, তাদের জন্য বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মাঝখানে সাঈ করার পর যা কিছু হারাম ছিল তা হালাল হয়ে গেল- হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধার পূর্ব পর্যন্ত।

٣٠٧٦ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنُ عَبَّادِ الْمُهَلَّبِىُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَجَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثَ حَجَّاتٍ حَجَّتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يُّهَاجِرُ وَحَجَّةً بَعْدَمَا هَاجِرُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ وَقَرَنَ مَعَ حَجَّتِهِ عُمْرَةً ، وَاجْتَمَعَ مَاجَاءَبِهِ النَّبِىُّ ﷺ وَمَاجَاءَ بِهِ عَلِىٌّ مَائَةَ بَدَنَةٍ مِنْهَا جَمَلُ لِاَبِىْ جَهْلٍ : فِى اَنْفِهِ بُوَةُ مِنْ فِضَّةٍ : فَنَحَرَ النَّبِىُّ ﷺ بِيَدِهِ ثَلَاثًا وَسِتِّيْنَ وَنَحَرَ عَلِىٌّ مَاغَيَرَ" قِيْلَ لَهُ مَنْ ذَكَرَهُ وَقَالَ جَعْفَرُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ وَابْنُ اَبِىْ لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ-"

৩০৭৬ কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মাদ, ইব্‌ন আব্বাস মুহাল্লাবী (র)...... সুফিয়ান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনবার হজ্জ করেছেন : হিজরতের পূর্বে দুইবার এবং মদীনায় হিজরতের পর এক বার (যা বিদায় হজ্জ নামে প্রসিদ্ধ)। শেষোক্তটি তিনি কিরান হজ্জ করেন অর্থাৎ একত্রে হজ্জ ও উমরার ইহ্‌রাম বাঁধেন। এই হজ্জে নবী ﷺ যে সংখ্যক কুরবানীর পশু এনেছিলেন এবং আলী (রা) যে সংখ্যক পশু এনেছিলেন তার মোট সংখ্যা ছিল একশত। এর মধ্যে একটি উট ছিল আবূ জাহলের, এর নাসারন্ধ্রে রূপার লাগাম ছিল। নবী ﷺ সহস্তে ৬৩টি এবং আলী (রা) অবশিষ্টগুলি কুরবানী করেন।

সুফিয়ানকে জিজ্ঞাসা করা হল- এ হাদীস তাঁর নিকট কে বর্ণনা করেছেন? তিনি বলেন, জাফর সাদিক, তিনি তাঁর পিতার সূত্রে, তিনি জাবির (রা)-র সূত্রে। অন্য দিকে ইব্‌ন আবূ লাইলা, তিনি আল-হাকামের সূত্রে, তিনি মিকসামের সূত্রে, তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে।

৮৫. بَابُ الْمُحْصَرِ

অনুচ্ছেদ : হজ্জে যাওয়ার পথে বাঁধাগ্রস্ত হলে

٣٠٧٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَابْنُ عَلَيْهِ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ اَبِىْ عُثْمَانَ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى ابْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ حَدَّثَنِىْ عِكْرِمَةَ حَدَّثَنِىْ

الْحَجَّاجُ بْنُ عَمْرٍو الْاَنْصَارِيُّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ كُسِرَ اَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ اُخْرٰى فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَاَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالاَ صَدَقَ-"

৩০৭৭ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শাইবা (র)......হাজ্জাজ ইব্‌ন আমর-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যার হাড় ভেংগে গেল অথবা লেংড়া হয়ে গেল (ইহ্‌রাম বাঁধার পর)- সে ইহ্‌রামমুক্ত হয়ে গেল। সে পুণর্বার হজ্জ করবে। (ইকরিমা বলেন), আমি এ হাদীস ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও আবূ হুরায়রা (রা)-র নিকট বর্ণনা করলে তাঁরা উভয়ে বলেন, তিনি (হাজ্জাজ) সত্য বলেছেন।

৩০৭৮ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَاَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ رَافِعٍ مَوْلَى اُمِّ سَلَمَةَ قَالَ سَاَلْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ عَمْرٍو عَنْ حَبْسِ الْمُحْرِمِ ؟ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كُسِرَ اَوْ مَرِضَ اَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ" قَالَ عِكْرِمَةُ فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَاَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالاَ صَدَقَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فَوَجَدْتُهُ فِيْ جُزْءِ هِشَامٍ صَاحِبُ الدَّسْتَوَائِيْ فَاَتَيْتُ بِهِ مَعْمَرًا فَقَرَاَ عَلَيَّ اَوْ قَرَاْتُ عَلَيْهِ-"

৩০৭৮ সালামা ইব্‌ন শাবীব (র)...... উম্মে সালামা (রা)-র মুক্তদাস আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাফি (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাজ্জাজ ইব্‌ন আম্‌র (রা)-র নিকট ইহ্‌রামধারী ব্যক্তির বাধাগ্রস্ত হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তির হাড় ভেংগে গেলে, পংগু হয়ে গেলে, রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে অথবা বাধাগ্রস্ত হলে সে হালাল হয়ে যাবে। তাকে পরবর্তী বছর হজ্জ করতে হবে।

ইকরিমা বলেন, আমি এ হাদীস ইব্‌ন আব্বাস (রা) আবূ হুরায়রা (রা)-র নিকট বর্ণনা করলে তাঁরা উভয়ে বলেন, তিনি সত্য বলেছেন। আবদুর রায্‌যাক (র) বলেন, আমি এ হাদীস হিশাম দাস-তাওয়াঈর কিতাবে লিখিত পেয়েছি। আমি তা নিয়ে মা'মার-এর নিকট এলে তিনি আমার সামনে তা পাঠ করেন, অথবা আমি তার সামনে তা পাঠ করি।

٨٦. بَابُ فِدْيَةِ الْمُحْصَرِ

অনুচ্ছেদ : বাঁধাগ্রস্ত হলে তার ফিদ্‌য়া

৩০৭৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالاَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنِ الْاَصْبَهَانِيْ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ مَعْقِلٍ قَالَ قَعَدْتُ

اِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فِى الْمَسْجِدِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ « فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ » قَالَ كَعْبٌ فِىَّ اُنْزِلَتْ كَانَ بِى اَذًى مِنْ رَأْسِى فَحُمِلْتُ اِلَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِى فَقَالَ مَا كُنْتُ اَرَى الْجُهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا اَرَى اَتَجِدُ شَاةً قُلْتُ لاَ قَالَ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ « فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ » قَالَ : فَالْقَوْمُ ثَلاَثَةُ اَيَّامٍ وَالصَّدَقَةُ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِيْنَ لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ نِصْفُ صَاعَ مِنْ طَعَامٍ : وَالنُّسُكُ شَاةٌ-"

৩০৭৯ মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার ও মুহাম্মাদ ইব্ন ওয়ালীদ...... আবদুল্লাহ ইব্ন মা'কিল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মসজিদে কা'ব ইব্ন উজরা (রা)-র নিকট বসা ছিলাম। আমি তাঁর নিকট নিম্নোক্ত আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি : "তবে রোযা, অথবা সদাকা অথবা কুরবানীর মাধ্যমে ফিদ্য়া দিবে"- (সূরা বাকারা : ১৯৬)।

কা'ব (রা) বলেন, আমার সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আমার মাথায় অসুখ ছিল। অতএব আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট নিয়ে যাওয়া হল, আর উকুন আমার মুখমণ্ডলে ছড়িয়েছিল। তখন তিনি বললেন : আমি তোমার যে কষ্ট হতে দেখছি- তেমনটি আর কখনও দেখিনি। তুমি কি একটি বক্রী সংগ্রহ করতে পারবে? আমি বললাম, না। রাবী বলেন : তখন এ আয়াত নাযিল হল : "তবে রোযা অথবা সাদাকা অথবা কুরবানীর মাধ্যমে ফিদ্যা দিবে।" রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তিন দিন রোযা রাখতে হবে, আর সাদাকার ক্ষেত্রে ছয়জন মিস্কীনকে খাদ্যদ্রব্য দিতে হবে- মাথাপিছু অর্ধ সা' (এক সের সাড়ে বার ছটাক) এবং কুরবানীর ক্ষেত্রে একটি বকরী।

٣٠٨٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ اَمَرَنِىْ النَّبِىُّ ﷺ حِيْنَ اٰذَانِى الْقَمْلُ اَنْ اَحْلِقَ رَأْسِىْ : وَاَصُوْمَ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ اَوْ اُطْعِمَ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ وَقَدْ عَلِمَ اَنْ لَيْسَ عِنْدِىْ مَا اَنْسُكُ-"

৩০৮০ আবদুর রহমান ইব্ন ইব্রাহীম (র)...... কা'ব ইব্ন উযরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উকুন আমাকে কষ্ট দিলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে মাথা কামানোর নির্দেশ দেন এবং তিন দিন রোযা রাখতে অথবা ছয়জন মিস্কীনকে আহার করাতে বলেন। তিনি জানতেন যে, আমার নিকট কুরবানী করার মত কিছু ছিল না

٨٧. بَابُ الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ

অনুচ্ছেদ : মুহরিম ব্যক্তির শিংগা লাগানো

٣٠٨١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَانَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَزِيْدُ ابْنُ اَبِى زِيَادٍ عَنْ مُقْسِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ.

৩০৮১ মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন সাব্বাহ (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সিয়াম রত অবস্থায় ইহ্রামে থাকাকালে শিংগা লাগিয়েছেন।

٣٠٨٢ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ اَبُوْ بِشْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِى الضَّيْفِ عَنِ ابْنِ خَثِيْمٌ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَنْ رَهْصَةٍ اَخَذَتْهُ-

৩০৮২ বক্‌র ইব্ন খালাফ আবূ বিশ্‌র (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। একটি কঠিন ব্যাথার কারণে নবী ﷺ ইহ্রাম অবস্থায় শিংগা লাগিয়েছেন।

٨٨. بَابُ مَا يُدَّهَنُ بِهِ الْمُحْرِمُ

অনুচ্ছেদ : ইহ্রামধারী ব্যক্তি কি ধরনের তেল মাখতে পারে

٣٠٨٣ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ فَرْقَدِ السَّبَخِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَدَّهِنُ رَاْسَهُ بِالزَّيْتِ وَهُوَ مُحْرِمٌ : غَيْرَ الْمُقَتَّتِ :

৩০৮৩ আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র)...... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইহ্রাম অবস্থায় ঘ্রাণহীন যায়তূনের তেল মাথায় মাখতেন।

٨٩. بَابُ الْمُحْرِمِ يَمُوْتُ

অনুচ্ছেদ : ইহ্রাম অবস্থায় মারা গেলে

٣٠٨٤ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنُ جُبَيْرٍ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً اَوْ قَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ

النَّبِيُّ ﷺ اَغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلاَ تُخَمِّرُوْا وَجْهَهُ وَلاَ رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا"-

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : مِثْلَهُ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ : اَعْقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَقَالَ لاَ تُقَرِّبُوْهُ طِيْبًا فَاِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا-

৩০৮৪ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তিকে তার সাওয়ারী নিচে ফেলে দিল তার ঘাড় ভেংগে যায়। সে ইহ্‌রাম অবস্থায় ছিল। তখন নবী ﷺ বলেন : তাকে কুলপাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল দাও, তার পরনের বস্ত্রদ্বয় দিয়ে কাফন দাও এবং মুখমণ্ডল ও মাথা ঢেকো না। কারণ তাকে কিয়ামতের দিন তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠানো হবে।

আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। তবে তিনি বলেন, তার সাওয়ারী তার ঘাড় মটকে দেয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরও বলেন : তাকে সুগন্ধি মাখি না। কারণ তাকে কিয়ামতের দিন তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠানো হবে।

٩٠. بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ يُصِيْبُهُ الْمُحْرِمُ

অনুচ্ছেদ : মুহরিম ব্যক্তি শিকার করলে তার কাফ্‌ফারা

٣٠٨٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَبْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَبِي عَمَّارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي الضَّبُعِ يُصِيْبُهُ الْمُحْرِمُ كَبْشًا وَجَعَلَهُ مِنَ الْقَيْدِ :

৩০৮৫ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)......জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুহরিম ব্যক্তি কর্তৃক হায়েনা শিকারের কাফ্‌ফারা একটি ভেড়া নির্ধারণ করেছেন এবং হায়েনাও শিকারের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

٣٠٨٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسَى الْقَطَّانُ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ مَوْهَبٍ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ اَبِي الْمُهَزِّمِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِي بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيْبُهُ الْمُحْرِمُ ثَمَنُهُ-

৩০৮৬ মুহাম্মাদ ইব্‌ন মূসা (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : মুহরিম ব্যক্তি উট পাখির ডিম আত্মসাৎ করলে তাকে তার মূল্য আদায় করতে হবে (কাফ্ফারা স্বরূপ)।

٩١. بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ

অনুচ্ছেদ : মুহরিম ব্যক্তি যে সব প্রাণী হত্যা করতে পারে

٣٠٨٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدُ قَالُوْا ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرَ ثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِى الْحِلِّ وَالْحَرَمِ اَلْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الْاَبْقَعُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرَ وَالْحِدَاَةُ "

৩০৮৭ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শাইবা, মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার, মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত নবী ﷺ বলেন : পাঁচটি অনিষ্ট কর প্রাণী আছে যা হেরেমের বাইরে ও ভেতরে হত্যা করা বৈধ : সাপ বুকে বা পিঠে সাদা চিহ্নযুক্ত কাক, ইঁদুর, হিংস্র কুকুর ও চিল।

٣٠٨٨ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَّابِ لَا جُنَاحَ عَلِىُّ مَنْ قَتَلَهُنَّ اَوْ قَالَ فِىْ قَتْلِهِنَّ وَهُوَ حَرَامٌ الْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحُدَيَّاةُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعُقُوْرُ-"

৩০৮৮ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)...... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : এমন পাঁচটি প্রাণী যা কোন ব্যক্তি ইহ্‌রাম অবস্থায় হত্যা করলে তার কোন দোষ হবে না : বিছা, কাক, চিল, ইঁদুর ও পাগলা কুকুর।

٣٠٨٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ نُعْمٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ وَالسَّبْعُ الْعَادِى وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرَ وَالْفَارَةُ الْفُوَيْسِقَةُ" فَقِيْلَ لَهُ لَمْ قِيْلَ لَهَا الْفُوَيْسِقَةُ ؟ قَالَ لِاَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اسْتَيْقَظَ لَهَا وَقَدْ اَخَذَتِ الْفَتِيْلَةَ لِتُحْرِقَ بِهَا الْبَيْتَ-

৩০৮৯ আবূ কুরাইব (র)...... আবূ সাঈদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মুহরিম ব্যক্তি নিম্নোক্ত প্রাণীগুলো হত্যা করতে পারে : সাপ, বিছা, আক্রমণকারী হিংস্র প্রাণী, পাগলা কুকুর এবং ক্ষতিকর ইঁদুর। আবূ সাঈদ (রা)-র নিকট জিজ্ঞাসা করা হল, ইঁদুরকে ক্ষতিকর বলা হল কেন ? তিনি বলেন, কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার জন্য জেগেছিলেন এবং সে ঘরে আগুন ধরানোর জন্য জ্বলন্ত সলিতা নিয়েছিল।

٩٢. بَابُ مَايَنْهٰى عَنْهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ

অনুচ্ছেদ : মুহরিম ব্যক্তির জন্য যে ধরনের শিকার নিষিদ্ধ

٣٠٩٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ اَبِىْ عَمَّارٍ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ سَعْدٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَنْبَانَا صَعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ قَالَ مَرَّبِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا بِالْاَبْوَاءِ اَوْ بِوَدَّانَ فَاَهْدَيْتُ لَهُ حِمَارٍ وَحْشٍ فَرَدَّهُ عَلَيَّ فَلَمَّا رَاَىٰ فِىْ وَجْهِى الْكَرَاهِيَّةَ قَالَ اِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدَّ عَلَيْكَ وَلٰكِنَّا حُرُمٌ-

৩০৯০ আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শাইবা, হিশাম ইব্ন আম্মার (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'ব ইব্ন জাস্সামা (রা) আমাদের অবহিত করে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি তখন আবওয়া অথবা ওয়াদ্দান এলাকায় ছিলাম। আমি তাঁকে বন্য গাধার গোশ্ত পেশ করলাম। তিনি তা আমাকে ফেরত দিলেন। তিনি আমার চেহারায় অনুতাপের লক্ষণ দেখে বললেন : আমরা অন্য কোন কারণে তা ফেরত দেইনি বরং আমরা ইহ্রাম অবস্থায় আছি।

٣٠٩١ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ الْحٰرِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ اَتَى النَّبِيُّ ﷺ بِلَحْمِ صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ : فَلَمْ يَاْكُلْهُ-

৩০৯১ উসমান ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর সামনে শিকারকৃত প্রাণীর গোশ্ত পেশ করা হল। তিনি ইহ্রাম অবস্থায় ছিলেন। তাই তিনি তা আহার করেননি।

٩٣. بَابُ الرُّخْصَةِ فِيْ ذٰلِكَ اِذَا لَمْ يُصَدْلَهُ

অনুচ্ছেদ : মুহরিম ব্যক্তির উদ্দেশ্যে শিকার না করা হলে সে তার গোশ্‌ত খেতে পারে

৩০৯২ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ السَّمِيِّ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيُّ ﷺ اَعْطَاهُ حِمَارَ وَحْشٍ وَاَمَرَهُ اَنْ يُفَرِّقَهُ فِى الرِّفَاقِ وَهُمْ مُحْرِمُوْنَ–

৩০৯২ হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র)...... তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাঁকে একটি (শিকারকৃত) বন্য গাধা প্রদান করে তা তাঁর সংগীদের মধ্যে বন্টন করার নির্দেশ দেন। তখন তাঁরা মুহরিম অবস্থায় ছিলেন।

৩০৯৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى ابْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَنَ الْحُدَيْبَةَ فَاَحْرَمَ اَصْحَابِهِ وَلَمْ اُحْرِمْ فَرَاَيْتُ حِمَارًا فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ وَاصْطَدْتُهُ فَذَكَرْتُ شَاْنِهِ. لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَذَكَرْتُ اَنِّيْ لَمْ اَكُنْ اَحْرَمْتُ وَاَنِّيْ اَنَّمَا اصْطَدْتُهُ لَكَ فَاَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ اَصْحَابَهُ اَنَّ يَاْكُلُوْهُ : وَلَمْ يَاْكُلْ مِنْهُ حِيْنَ اَخْبَرْتُهُ اَنِّيْ اصْطَدْتُهُ لَهُ :

৩০৯৩ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ কাতাদা (র) সূত্রে তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুদাইবিয়ার বছর আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে রওয়ানা হলাম। তাঁর সাহাবীগণ ইহ্‌রাম বাঁধলেন, কিন্তু আমি বাঁধিনি। আমি একটি গাধা দেখতে পেয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম এবং তা শিকার করলাম। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট তার অবস্থা বর্ণনা করলাম এবং আরও উল্লেখ করলাম যে, আমি তখনও ইহ্‌রাম বাঁধিনি, এবং তা আপনার জন্য শিকার করেছি। নবী ﷺ তাঁর সাহাবীদের এই গোশ্‌ত খাওয়ার নির্দেশ দিলেন, কিন্তু নিজে তা খেলেন না, যখন আমি বললাম যে, আমি তাঁর জন্য এটা শিকার করেছি।

٩٤. بَابُ تَقْلِيْدِ الْبُدْنِ

অনুচ্ছেদ : কুরবানীর পশুর গলায় মালা পরানো

৩০৯৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ اَنْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ

اللّٰهِ ﷺ يُهْدِى مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَافْتَعِلُ قَلاَئِدَ هَدْيِهِ ثُمَّ لاَ يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ-

৩০৯৪ মুহাম্মাদ ইব্ন রুম্হ (র)...... নবী ﷺ-এর সহধর্মীনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনা থেকে কুরবানীর পশু পাঠাতেন (মক্কায়)। আমি তাঁর কুরবানীর পশুর জন্য মালা বানিয়ে দিতাম। অতঃপর তিনি এমন কোন জিনিস বর্জন করতেন না, যা মুহ্রিম ব্যক্তি বর্জন করে থাকে।

٣٠٩٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ : ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كُنْتُ اَفْتِلُ الْقَلاَئِدَ لِهَدْىِ النَّبِيِّ ﷺ فَيُقَلِّدُ هَدْيَهُ ثُمَّ يَبْعَثُ بِهِ ثُمَّ يُقِيْمُ لاَ يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ-"

৩০৯৫ আবূ বাক্‌র ইব্ন আবূ শাইবা (র)...... নবী ﷺ -এর সহধর্মীনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ-এর কুরবানীর পশুর মালা তৈরী করে দিতাম এবং তিনি তা পশুর গলায় পরিয়ে দিতেন। এরপর তা পাঠিয়ে এবং তিনি (সেখানে) অবস্থান করতেন। আর তিনি এমন কোন বস্তু বর্জন করতেন না। যা মুহরিম ব্যক্তি বর্জন করে।

٩٥. بَابُ تَقْلِيْدِ الْغَنَمِ

অনুচ্ছেদ : বক্‌রীর গলায় মালা পরানো

٣٠٩٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَهْدٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَرَّةً، غَنَمًا اِلَى الْبَيْتِ فَقَلَّدَهَا-

৩০৯৬ আবূ বাক্‌র ইব্ন আবূ শাইবা, আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুরবানীর উদ্দেশ্যে বায়তুল্লায় বক্‌রী পাঠান এবং তার গলায় মালা পরান।

٩٦. بَابُ اَشْعَارِ الْبُدْنِ

অনুচ্ছেদ : উটের কুঁজ ফেড়ে দেয়ার বর্ণনা

٣٠٩٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ حَسَّانَ الْاَعْرَجِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَشْعَرَ الْهَدْىَ فِى السَّهَامِ الْاَيْمَنِ وَاَمَاطَ عَنْهُ الدَّمَ -

وَقَالَ عَلِىُّ فِىْ حَدِيْثِهِ : بِذِى الْحُلَيْفَةِ وَقَلَّدَ نَعْلَيْنِ-

৩০৯৭ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শাইবা, আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ কুরবানীর উটের কুঁজ ডান পাশ দিয়ে ফেড়ে দেন এবং তা থেকে রক্ত পরিষ্কার করেন। আলী তাঁর বর্ণনায় বলেন, এটা যুল-হুলাইফা নামক স্থানে। আর তিনি এক জোড়া জুতার মালা পরিয়ে দেন।

৩০৯৮ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ اَفْلَحَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَلَّدَ وَاَشْعَرَ وَاَرْسَلَ بِهَا وَلَمْ يَجْتَنِبْ مَا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ-"

৩০৯৮ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শাইবা (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ কুরবানীর পশুর গলায় মালা পরান, কুঁজ ফেড়ে দেন এবং তা (মক্কায়) পাঠিয়ে দেন। আর তিনি এমন কোন কিছু পরিহার করেননি যা মুহরিম ব্যক্তিরা পরিহার করে থাকে।

৯৭. بَابُ مَنْ جَلَّلَ الْبُدْنَةَ

অনুচ্ছেদ : কুরবানীর পশুকে কাপড়ের ঝুল পরানো

৩০৯৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَانَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ اَبِى يَعْلَى عَنْ عَلِىِّ ابْنُ اَبِى طَالِبٍ قَالَ اَمَرَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اَقُوْمَ عَلَى بُدْنِهِ وَاَنْ اَقْسِمَ جِلاَلَهَا وَجُلُوْدَهَا وَاَنْ لاَ اَعْطَى الْجَازِرَ وَمِنْهَا شَيْئًا : وَقَالَ نَحْنُ نُعْطِيْهِ-"

৩০৯৯ মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাব্বাহ্ (র)...... আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে নির্দেশ দেন যে, আমি যেন তাঁর কুরবানীর পশু দেখাশুনা করি, ঝুল ও চামড়া (দরিদ্রদের মধ্যে) বন্টন করে দেই এবং কসাইকে যেন তা থেকে (পরিশ্রমি বাবদ) কিছু না দেই। তিনি বলেন : তাকে আমি নিজের পক্ষ থেকে দেব।

৮৯. بَابُ الْهَدْى مِنَ الاَنَاثِ وَالذُّكُوْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ নর ও মাদী উভয় ধরনের পশু কুরবানী দেয়া

৩১০০ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ : ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ اَبِى لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُقْسِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَهْدَى فِى بُدْنِهِ جَمَلاً لاَبِى جَهْلٍ بُرَتُهُ مِنْ فِضَّةٍ-"

৩১০০ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শাইবা, আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ কুরবানীর জন্য যে পশু পাঠান তার মধ্যে আবূ জাহ্‌লের একটি উটও ছিল, এবং এর নাসারন্ধ্রের দড়ি ছিল রূপার তৈরী।

٣١٠١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى اَنْبَانَا مُوْسٰى ابْنُ عُبَيْدَةَ عَنْ اِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ فِىْ بُدْنِهِ جَمَلُ-"

৩১০১ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শাইবা (র)...... ইয়াস ইব্‌ন সালামা (র) সূত্রে তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ -এর কুরবানীর পশুর মধ্যে একটি উটও ছিল।

٩٩. بَابُ الْهَدْىِ يُسَاقُ مِنْ دُوْنِ الْمِيْقَاتِ

অনুচ্ছেদ : মীকাত অতিক্রম করেও কুরবানীর পশু নেয়া যায়

٣١٠٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنُ نُمَيْرٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ عَنْ سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اشْتَرٰى هَدْيَهُ مِنْ قُدَيْدٍ-"

৩১০২ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমাইর (র)...... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ কুদাইদ নামক স্থান থেকে তাঁর কুরবানীর পশু ক্রয় করেন।

١٠٠. بَابُ رُكُوْبِ الْبُدْنِ

অনুচ্ছেদ : কুরবানীর পশুর পিঠে আরোহণ করা

٣١٠٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَاٰى رَجُلاً يَسُوْقُ بَدَنَةً : فَقَالَ اَرْكَبْهَا قَالَ اَنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ اَرْكَبْهَا وَيْحَكَ-"

৩১০৩ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শাইবা (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে নিজের কুরবানীর পশু হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে দেখে বললেন : এর পিঠে চড়ে যাও। সে বলল, এটা কুরবানীর পশু। তিনি বলেন : তুমি তার পিঠে চড়ে যাও, তোমার জন্য আফসোস।

٣١٠٤ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ صَاحِبُ الدَّسْتَوَابِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مُرَّ عَلَيْهِ بِبَدَنَةٍ فَقَالَ اَرْكَبَهَا قَالَ اَنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ اَرْكَبَهَا-"

قَالَ فَرَاَيْتَهُ رَاكِبُهَا مَعَ النَّبِىَّ ﷺ فِىْ عُنُقِهَا نَعْلُ

৩১০৪ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-এর সামনে দিয়ে একটি উট নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তখন তিনি বললেন : এর পিঠে চড়ে চাও। লোকটি বললো : এটা কুরবানীর উট। তিনি বললেন : তুমি এর পিঠে চড়। আমাস (রা) বলেন, আমি তাকে নবী ﷺ -এর সাথে উঠের পিঠে চড়ে যেতে দেখেছি। এর গলায় একটি জুতা লটকানো ছিল।

١٠١. بَابُ فِى الْهَدْيِ اِذَا عَطِبَ

অনুচ্ছেদ : কুরবানীর পশু পথিমধ্যে অচল হয়ে পড়লে

٣١٠٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيِّ ثَنَا سَعِيْدُ بْنِ اَبِى عُرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ ذُوَيْبًا الْخُزَاعِيَّ حَدَثَ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُدْنِ : ثُمَّ يَقُوْلُ اِذَا عَطِبَ مِنْهَا شَىْءٌ فَخَشِيْتَ عَلَيْهِ مَوْتًا فَانْحَرْهَا ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِى دَمِهَا ثُمَّ اضْرِبَ صَفْحَتَهَا وَقَالَ تَطْعَمْ مِنْهَا اَنْتَ وَلاَ اَحَدٍ مِنْ اَهْلِ رِفْقَتِكَ-"

৩১০৫ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। যুআইব খুযাঈ (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ তাঁকে কুরবানীর পশু নিয়ে (মক্কায়) পাঠাতেন অতঃপর বলতেন : এগুলোর মধ্যে কোন পশু অচল হয়ে পড়লে এবং তুমি তার মৃত্যুর আশংকা করলে তা যবেহ্ করবে, অতঃপর তাঁর রক্তের মধ্যে তার গলায় জুতা ফেলে রাখবে, অতঃপর তার পিছন ভাগে আঘাত করবে, কিন্তু তার গোশ্‌ত তুমিও এবং তোমার সংগীদের মধ্যেও কেউ খাবে না।

٣١٠٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالُوْا ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامِ ابْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ نَاجِيَةَ الْخُزَاعِيْ قَالَ عَمْرُفِى حَدِيْثِهِ وَكَانَ صَاحِبُ بْنُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ! كَيْفَ اَصْنَعَ بِمَا عَطِبُ مِنَ الْبَدَنِ قَالَ اَنْحَرهُ وَاَغْمَسَ نَعْلَهُ فِى دَمِهِ ثُمَّ اضْرِبُ صَفْحَتَهُ وَخَلَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ فَلْيَاْكُلُوْهُ."

৩১০৬ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শাইবা, আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ও উমর ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র)...... নাজিয়া খুসাঈ (আম্‌রের বর্ণনা মতে তিনি ছিলেন নবী ﷺ কুরবানীর উটের রক্ষণাবেক্ষণকারী) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম- ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কোন উট অচল হয়ে পড়লে আমি কি করব ? তিনি বললেন : একে যবেহ করবে এবং তার গলার জুতা তার রক্তের মধ্যে ফেলে দিবে অতঃপর তার পিছন ভাগে আঘাত করবে এবং লোকদের জন্য তা ফেলে রাখবে, তারা তা থেকে খাবে।

١٠٢. بَابُ اَجْرِبُيُوْتِ مَكَّةَ

অনুচ্ছেদ : মক্কা শরীফের বাড়ী-ঘর ভাড়া দেওয়া

٣١٠٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ عَمْرِ بْنُ سَعِيْدِ بْنُ اَبِى حُسَيْنٍ عَنْ عُثْمَانُ بْنُ اَبِى سُلَيْمَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ فَضْلَةَ قَالَ تُوَفِّى

رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَّعُمَرَ وَمَا تُدْعِى رِبَاعُ مَكَّةَ اِلاَّ السَّوَائِبَ مَنِ احْتَاجَ سَكَنَ وَمَنِ اسْتَغْنَى اَسْكَنَ-"

৩১০৭ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আলকামা ইব্‌ন নাদলা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ, আবূ বাক্‌র, উমার, ইন্তিকাল করলেন এবং ঐ সময় পর্যন্ত মক্কার বাড়ীঘর 'সাওয়াইব' নামে পরিচিত ছিল। কোন ব্যক্তির প্রয়োজন হলে সে তাতে বসবাস করতো। আর নিজের প্রয়োজন না হলে সে তা অন্যকে বসবাসের জন্য দিত।

١٠٣. بَابُ فَضْلِ مَكَّةَ

অনুচ্ছেদ ঃ পবিত্র মক্কার ফযীলাত

٣١٠٨ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيِّ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ اَخْبَرَنِى عَقِيْلٌ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ اَنَّهُ قَالَ اَنَّ اَبَا سَلَمَةَ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ عَوْفٍ اَخْبَرَهُ : اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنُ عَدِيِّ ابْنِ الْحَمْرَاءِ قَالَ لَهُ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ عَلَىٰٓ نَاقَتِهٖ وَاقِفُ بِالْجَزْوَرَةِ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ اِنَّكَ لَخَيْرُ اَرْضِ اللّٰهِ وَاَحَبُّ اَرْضِ اللّٰهِ اِلَىَّ : وَاللّٰهِ ! لَوْلاَ اِنِّى اُخْرِجْتُ مِنْكَ مَا خَرَجْتُ-"

৩১০৮ ঈসা ইব্‌ন হাম্মাদ মিস্‌রী (র)...... আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (র) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আদী ইব্‌ন হামরা'আ (রা) তাকে বলেন, আমি দেখেছি যে- রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর উটনীর পিঠে আরোহিত অবস্থায় জায্ওরা নামক স্থানে বলেন : আল্লাহ্‌র কসম! তুমি (মক্কা) আল্লাহ্‌র গোটা যমীনের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং দুনিয়ার সমস্ত যমীনের মধ্যে তুমি আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। আল্লাহ্‌র কসম! তোমার থেকে আমাকে বের করে দেওয়া না হলে আমি বের হতাম না।

٣١٠٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنُ نُمَيْرٍ ثَنَا يُوْنُسَ بْنُ بُكَيْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ ثَنَا اَبَانُ بْنُ صَارِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنُ مُسْلِمٍ بْنُ يَنَاقٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ عَامَ الْفَتْحِ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ : فَهِىَ حَرَامُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلاَ يُنْفَرُ صَيْدُهَا : فَهِىَ حَرَامٌ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَعْضَدُ شَجَرُهَا وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا : وَلاَ يَاخُذُ لُقْطَتُهَا اِلاَّ مُنْشِدُ-"

فَقَالَ الْعَبَّاسُ : اِلاَّ الْاِذْخَرُ فَاِنَّهُ لِلْبُيُوْتِ وَالْقُبُوْرِ فَقَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ الْاِذْخِرِ

৩১০৯ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমাইর (র)...... সাফিয়্যা বিনতে শাইবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কা বিজয়ের বছর নবী ﷺ-কে তাঁর ভাষণে বলতে শুনেছি : হে জনগণ! আল্লাহ তা'আলা আসমান ও যমীন সৃষ্টির দিন থেকে মক্কাকে হারাম (সম্মানিত) করেছেন। অতএব তা কিয়ামত পর্যন্ত হারাম থাকবে। তার বৃক্ষরাজি কাটা যাবে না, এখানকার শিকারের পিছু ধাওয়া করা যাবে না, এখানে পড়ে থাকা কোন জিনিস তুলে নেয়া যাবে না- কেবল সেই ব্যক্তি তুলতে পারবে- যে তার ঘোষণা দেবে। আব্বাস (রা) বলেন : কিন্তু ইযখির ঘাস (বৈধ করা হোক)। কারণ তা ঘরবাড়ী তৈরী ও কবরের জন্য (প্রয়োজন হয়)। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : ইয্‌খির ঘাস ব্যতীত।

٣١١٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَابْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ يَزِيْدُ بْنُ اَبِى زِيَادٍ اَنْبَانَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَابِطٍ عَنْ عَيَاشٍ بْنُ اَبِى رَبِيْعَةَ الْمَخْزُوْمِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَزَالُ هٰذِهِ الاُمَّةُ بِخَيْرٍ مَاعَظَّمُوْا هٰذِهِ الْحُرْمَةَ حَقَّ تَعْظِيْمِهَا فَاِذَا ضَيَّعُوْا ذٰلِكَ : هَلَكُوْا-"

৩১১০ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আইয়্যাশ ইব্‌ন আবু রাবীআ মাখযূমী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : এই উম্মাত যতদিন এই হেরেমের যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করবে, তত দিন তারা কল্যাণের মধ্যে থাকবে। কিন্তু যখন তারা তা বিনষ্ট করবে, তখন ধ্বংস হবে।

١٠٤. بَابُ فَضْلِ الْمَدِيْنَةِ

অনুচ্ছেদ : মদীনা শরীফের ফযীলাত

٣١١١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ اُسَامَةَ : عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ جُبَيْرِ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصٍ بْنُ عَاصِمٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الاِيْمَانَ لِيَارِزُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ كَمَا تَارِزُ الْحَيَّةُ اِلَى جُحْرِهَا-"

৩১১১ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ঈমান মদীনার দিকে গুটিয়ে আসবে- যেমন সাপ তার গর্তের দিকে গুটিয়ে আসে।

٣١١٢ حَدَّثَنَا بَكْرِ بْنُ خَلَفٍ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ثَنَا اَبِى عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يَّمُوْتَ بِالْمَدِيْنَةِ فَلْيَفْعَلْ فَاِنِّى اَشْهَدُ لِمَنْ مَاتَ بِهَا-"

৩১১২ বাক্‌র ইব্‌ন খালাফ (র)...... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কেউ যদি মদীনায় মৃত্যুবরণ করতে পারে- সে যেন তাই করে। কারণ যে ব্যক্তি এখানে মারা যাবে, আমি তার পক্ষে সাক্ষী হব।

৩১১৩ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَرْوَانُ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيِّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزُ ابْنُ اَبِي حَازِمٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلُكَ وَنَبِيُّكَ وَاِنَّكَ حَرَّمْتَ مَكَّةَ عَلَى لِسَانِ اِبْرَاهِيْمَ اَللّٰهُمَّ وَاَنَا عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَاِنِّيْ اُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لاَ بَيْتَيْهَا-"

قَالَ اَبُوْ مَرْوَانَ : لاَ بَيْتَهَا حَرَّتَى الْمَدِيْنَةَ-"

৩১১৩ আবূ মারওয়ান মুহাম্মাদ ইব্ন উসমান উসমানী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ হে আল্লাহ্! ইব্রাহীম (আ) তোমার বন্ধু ও নবী। তুমি মক্কাকে ইব্রাহীম (আ)-এর যবানীতে হেরেম ঘোষণা করেছ। হে আল্লাহ! আমিও তোমার বান্দা ও নবী। অতএব আমি মদীনাকে, তার দুই কৃষ্ণ পাথরময় যমীনের মধ্যস্থল, হেরেম ঘোষণা করছি। আবূ মারওয়ান বলেন, 'লা-বাতাইহা' শব্দের অর্থ মদীনার দুই প্রান্তের প্রস্তরময় ভূমি।

৩১১৪ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدُ ابْنُ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَرَادَ اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ بِسُوْءٍ اَذَابَهُ اللّٰهُ كَمَا يَذُوْبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ-"

৩১১৪ আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি মদীনার অধিবাসীদের ক্ষতি করার ইচ্ছা করবে তাকে আল্লাহ তা'আলা এমন ভাবে গলিয়ে দিবেন, যেভাবে লবণ পানিতে গলে যায়।

৩১১৫ حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مِكْنَفٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اُحُدًا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ وَهُوَ عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ النَّارِ-"

৩১১৫ আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : উহুদ একটি পাহাড়, সে আমাদের ভালোবাসে, আমরাও তাকে ভালোবাসি। তা জান্নাতের টিলাসমূহের একটির উপর অবস্থিত। আর আইর পাহাড় দোযখের টিলাসমূহের একটির উপর অবস্থিত।

١٠٥. بَابُ مَالِ الْكَعْبَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ পবিত্র কা'বা গৃহের সম্পদ

৩১১৬ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ وَاصِلِ الْاَحْدَبُ عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ بَعَثَ رَجُلٌ مَعِيَ بِدَارِهِمْ هَدِيَّةً اَيْنَا الْبَيْتَ قَالَ قَدْ خَلْتُ الْبَيْتِ وَشَيْبَةُ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ فَنَاوَلْتُهُ اِيَّاهَا فَقَالَ لَهُ : اَلَكَ هٰذِهِ ؟ قُلْتُ

: لاَ وَلَوْ كَانَتْ لِى لَمْ اٰتِكَ بِهَا : قَالَ اَمَالَئِنَّ قُلْتُ ذَالِكَ لَقَدْ جَلَسَ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ مَجْلِسَكَ الَّذِىْ جَلَسْتَ فِيْهِ فَقَالَ لاَ اَخْرُجُ حَتّٰى اَقْسِمَ مَالَ الْكَعْبَةِ بَيْنَ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ قُلْتُ مَا اَنْتَ فَاعِلٌ قَالَ لاَفْعَلَنَّ : قَالَ : وَلِمَ ذٰلِكَ ؟ قُلْتُ لاَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَدْ رَاٰى مَكَانَهُ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَهُمَا اَحْوَجُ مِنْكَ اِلَى الْمَالِ فَلَمْ يُحَرِّكَاهُ فَقَامَ كَمَا هُوَ فَخَرَجَ .

৩১১৬ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আমার মাধ্যমে বায়তুল্লায় হাদিয়া স্বরূপ কতগুলি দিরহাম পাঠায়। আমি বায়তুল্লার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে শাইবাকে একটি কুরসীর উপর উপবিষ্ট পেলাম। আমি দিরহামগুলো তার নিকট দিলাম। সে তাকে জিজ্ঞাসা করল, এগুলো কি তোমার দিরহাম? আমি বললাম, না। এগুলো আমার হলে তা নিয়ে তোমার দিরহাম? আমি বললাম, না। এগুলো আমার হলে তা নিয়ে তোমার নিকট আসতাম না। সে বলল, যদি তুমি একথা বল তবে শুনো- তুমি যে স্থানে বসে আছ- উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা) এখানে বসলেন, অতপর বললেন ঃ আমি কা'বার সম্পদ দরিদ্র মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন না করা পর্যন্ত বের হব না। আমি বললাম, আপনি তা করবেন না। তিনি বললেন, আমি অবশ্যই তা করব। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি একথা কেন বললে ? আমি বললাম, কারণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই সম্পদের স্থান দেখেছেন এবং আবূ বাক্‌র (রা)-ও। তাদের উভয়ের তোমার চেয়ে মালের অধিক প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাঁরা এই সম্পদ স্থানচ্যুত করেননি। একথা শুনে উমার (রা) উঠে দাঁড়ালেন এবং বের হয়ে চলে গেলেন।

١٠٦. بَابُ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ بِمَكَّةَ

অনুচ্ছেদ ঃ পবিত্র মক্কার রমযানের সিয়াম পালন করা

٣١١٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِى عُمَرَ الْعَدَنِىُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ زَيْدٍ الْعَمِّىُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَدْرَكَ رَمَضَانَ بِمَكَّةَ فَصَامَ وَقَامَ مِنْهُ مَا تَيَسَّرَلَهُ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ مِائَةَ اَلْفِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِيْمَا سِوَاهَا وَكَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ وَكُلُّ لَيْلَةٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ وَكُلِّ يَوْمٍ حُمْلاَنَ فَرَسٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَفِىْ كُلِّ يَوْمٍ حَسَنَةً وَفِىْ كُلِّ لَيْلَةٍ حَسَنَةً

৩১১৭ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ উমার আদানী (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি মক্কায় রমযান পেল এবং সিয়াম পালন করলো এবং যথাসাধ্য ইবাদত করলো- আল্লাহ তা'আলা তাকে একলক্ষ রমযান মাসের সওয়ার দান করবেন- অন্য স্থানের তুলনায় এবং প্রতিটি দিনের পরিবর্তে একটি গোলাম এবং প্রতিটি রাতের পরিবর্তে একটি গোলাম আযাদ করার সাওয়াব (তার আমলনামায়) লিখে দিবেন, প্রতিটি দিনের পরিবর্তে আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধের জন্য একটি ঘোড়া দানের সমপরিমাণ সাওয়াব, প্রতিদিনের জন্য একটি নেকী (পুণ্য) এবং প্রতিটি দিনের জন্য একটি পুণ্য দান করবেন।

١٠٧. بَابُ الطَّوَافِ فِيْ مَطَرٍ

অনুচ্ছেদ : বৃষ্টির মধ্যে (বায়তুল্লাহ) তাওয়াফ করা

٣١١٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِى عُمَرَ الْعَدَنِيُّ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَجْلاَنَ قَالَ طُفْنَا مَعَ اَبِىْ عِقَالٍ فِىْ مَطَرٍ فَلَمَّا قَضَيْنَا طَوَافَنَا اَتَيْنَا خَلْفَ الْمَقَامِ فَقَالَ طُفْتُ مَعَ اَنَسِ بْنُ مَالِكٍ فِىْ مَطَرٍ فَلَمَّا قَضَيْنَا الطَّوَّافَ اَتَيْتَ الْمُقَامَ فَصَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ لَنَا اَنَسٍ اَتَنِفُوْ الْعَمَلَ فَقَدْ غُفِرَ لَكُمْ هٰكَذَا قَالَ اَنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَطُفْنَا مَعَهُ فِىْ مَطَرٍ–

৩১১৮ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ উমার আদানী (র)...... সূত্রে দাউদ ইব্‌ন আজলান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা আবূ ইকালের সাথে বৃষ্টির মধ্যে (বায়তুল্লাহ) তাওয়াফ করলাম। আমরা তাওয়াফ শেষে মাকামে ইব্‌রাহীমের পেছনে এলাম। তখন আবূ ইকাল বললেন, আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-র সাথে বৃষ্টির মধ্যে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেছি। আমরা তাওয়াফ শেষে মাকামে (ইব্‌রাহীমে) এসে দুই রাক'আত সালাত আদায় করি। অতঃপর আনাস (রা) আমাদের বলেন, এখন নতুনভাবে নিজেদের আমলের হিসাব রাখ। তোমাদের পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের এরূপ বলেছেন এবং আমরা তাঁর সাথে বৃষ্টির মধ্যে তাওয়াফ করেছি।

١٠٨. بَابُ الْحَجِّ مَاشِيًا

অনুচ্ছেদ : পদব্রজে হজ্জ করা

٣١١٩ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ حَفْصٍ الْاَيْلَى ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ عَنْ حَفْصٍ الْاَيْلَى ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ جَبِيْبٍ الزَّيَّاتٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ اَعْيَنَ عَنْ اَبِىْ الطُّفَيْلِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ حَجَّ النَّبِيُّ ﷺ وَاَصْحَابُهُ مُشَاةً مِنَ الْمَدِيْنَةِ اِلَى مَكَّةَ وَقَالَ ارْبِطُوْا اَوْ سَاطِكُمْ بِاُزُرِكُمْ وَمَشَى خِلْطَ الْهَرْوَلَةَ–

৩১১৯ ইসমাঈল ইব্‌ন হাফ্‌স আইলী (র)......আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ মদীনা থেকে মক্কায় পদব্রজে গিয়ে হজ্জ করেন এবং তিনি বলেন : "নিজেদের কোমরে পরিধেয় বস্ত্র বেঁধে নাও।" তিনি কিছুটা দ্রুত গতিতে পথ অতিক্রম করেন।[১]

১. এ হাদীসটি রাবী এককভাবে বর্ণনা করেছেন বিধায়, মুহাদ্দিসগণ একে মুনকার ও যয়ীফ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। কেননা, সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণ মদীনা থেকে মক্কায় পদব্রজে গমন করেননি।
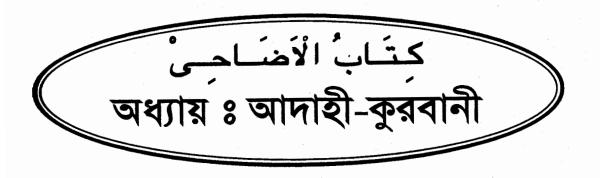
كِتَابُ الْأَضَاحِىْ
অধ্যায় ঃ আদাহী-কুরবানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٢٦. كِتَابُ الْاَضَاحِيْ

অধ্যায় ঃ আদাহী-কুরবানী

١. بَابُ أَضَاحِيِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কুরবানী

٣١٢٠. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنِي اَبِيْ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُضَحِّيْ بِكَبْشَيْنِ اَمْلَحَيْنِ اَقْرَنَيْنِ وَيُسَمِّيْ وَيُكَبِّرُ وَلَقَدْ رَاَيْتُهُ يَذْبَحُ بِيَدِهِ ، وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا-:

৩১২০ নাস্‌র ইব্‌ন আলী আল-জাহ্‌যামী (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ধূসর বর্ণের দুই শিং বিশিষ্ট দু'টি মেষ কুরবানী করতেন। তিনি যবাহ্ করার প্রাক্কালে বিসমিল্লাহ ও তাক্‌বীর বলতেন। আমি তাঁকে স্বহস্তে তা কুরবানী করতে দেখেছি নিজের পা তার পাজরের উপরে রেখে।

٣١٢١ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ ، عَنْ اَبِيْ عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ ، عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : ضَحَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ عِيْدٍ بِكَبْشَيْنِ ، فَقَالَ حِيْنَ وَجَّهَهُمَا اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ

لِلَّذِيْنَ فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ حَنِيْفًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَلَاتِى وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ. اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَاُمَّتِهِ-"

৩১২১ হিশাম ইব্ন আম্মার (র)...... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদের দিন দু'টি মেষ যবাহ্ করেন। পশু দুইটিকে কিব্লামুখী করে বলেন ঃ

"ইন্নী ওয়াজ্জাহ্তু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাতারাস-সামাওয়াতি ওয়াল-আরদা হানীফাও ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকীন। ইন্না সালাতী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহ্ইয়ায়া ও মামাতী লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। লা শারীকা লাহূ ওয়া বিযালিকা উমিরুত ওয়া আনা আওওয়ালুল মুসলিমীন। আল্লাহুম্মা মিনকা ওয়া লাকা আন মুহাম্মাদিন ওয়া উম্মাতিহি।"

"আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে মুখ ফিরাচ্ছি যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই (সূরা আন'আম ঃ ৭৯)। বল, আমার নামায, আমার ইবাদত (কুরবানী), আমার জীবন, আমার মৃত্যু রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্র জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই এবং এ জন্য তাই আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে আমিই প্রথম (সূরা আন'আম ঃ ১৬২-৩)। হে আল্লাহ! আপনার নিকট থেকেই প্রাপ্ত এবং আপনার জন্যই, অতএব তা মুহাম্মাদ ও তাঁর উম্মাতের পক্ষ কবূল করুন

٣١٢٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَاَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىْ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ عَقِيْلٍ، عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ. عَنْ عَائِشَةَ. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ، اِذَا اَرَادَ اَنْ يُضَحِّىَ اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيْمَيْنِ سَمِيْنَيْنِ اَقْرَنَيْنِ اَمْلَحَيْنِ مَوْجُوْءَيْنِ. فَذَبَحَ اَحَدَهُمَا عَنْ اُمَّتِهِ لِمَنْ شَهِدَ لِلّٰهِ بِالتَّوْحِيْدِ وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ وَذَبَحَ الْاٰخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَنْ اٰلِ مُحَمَّدٍ ﷺ

৩১২২ মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া...... আয়েশা ও আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানীর ইচ্ছা করলে দু'টি মোটাতাজা, মাংসল, শিংযুক্ত, ধূসর বর্ণের ও খাসীকৃত মেষ ক্রয় করতেন। অতঃপর এর একটি আপন উম্মাতের যারা আল্লাহ্র তাওহীদের সাক্ষী দেয় এবং তাঁর নবুওয়াত প্রচারের সাক্ষী দেয়, তাদের পক্ষ থেকে এবং অপরটি মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর পরিবার বর্গের পক্ষ থেকে কুরবানী করতেন।

٢. بَابُ الْاَضَاحِيْ وَاجِبَةٌ هِيَ اَمْ لاَ !

অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানী ওয়াজিব কিনা?

৩১২৩ حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنِ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ ابْنُ الْحُبَابِ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا-

৩১২৩ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শাইবা (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তির সামর্থ থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করে না--সে যেন আমাদের ঈদের মাঠের কাছেও না আসে।

৩১২৪ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ عَيَّاشٍ ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سَاَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الضَّحَايَا اَوَاجِبَةٌ هِيَ ؟ قَالَ ضَحَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُوْنَ مِنْ بَعْدِهِ وَجَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ-

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ عَيَّاشٍ ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ اَرْطَاةَ ثَنَا جَبَلَةُ ابْنُ سُحَيْمٍ قَالَ سَاَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً-

৩১২৪ হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র)...... মুহাম্মাদ ইব্‌ন সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন উমার (রা)-র নিকট কুরবানী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম যে-তা ওয়াজিব কিনা? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানী করেছেন এবং তাঁর পরে মুসলমানরাও কুরবানী করেছে এবং এই সুন্নাত অব্যাহতভাবে প্রবর্তিত হয়েছে।

হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র)...... জাবালা ইব্‌ন সুহাইম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন উমার (রা)-র নিকট জিজ্ঞাসা করলাম অতঃপর উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৩১২৫ حَدَّثَنَا اَبُوبَكْرِ بْنَ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاذُ ابْنُ مُعَاذٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ اَنْبَانَا اَبُو رَمْلَةَ عَنْ مُخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ ، قَالَ كُنَّا وُقُوفًا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ بِعَرَفَةَ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ ! اِنَّ عَلَى كُلِّ اَهْلِ بَيْتٍ فِى كُلِّ عَامٍ ، اُضْحِيَّةً وَعَتِيْرَةً اَتَدْرُوْنَ مَا الْعَتِيْرَةُ ؟ هِىَ الَّتِى يُسَمِّيْهَا النَّاسُ الرَّجَبِيَّةَ-

৩১২৫ আবূ বাকর ইব্ন আবূ শাইবা (র)...... মিখনাফ ইব্ন সুলাইম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আরাফাতের ময়দানে নবী ﷺ -এর নিকট অবস্থানরত ছিলাম। তখন তিনি বলেন, হে জনগণ! প্রতিটি পরিবারের পক্ষ থেকে প্রতি বছর একটি কুরবানী ও একটি আতীরা রয়েছে। তোমরা কি জান আতীরা কি? তা হল-- যাকে তোমরা রাজাবিয়া বল।

٣. بَابُ ثَوَابِ الْأُضْحِيَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানী সাওয়াব

٣١٢٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنِيْ اَبُو الْمُثَنّٰى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَاعَمِلَ ابْنُ اٰدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلاً اَحَبَّ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ وَاِنَّهُ لَيَاْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُوْنِهَا وَاَظْلاَفِهَا وَاَشْعَارِهَا وَاِنَّ الدَّمَ يَقَعُ مِنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ اَنْ يَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ فَطِيْبُوْابِهَا نَفْسًا-"

৩১২৬ আবদুর রহমান ইব্ন ইব্রাহীম দিমাশ্কী (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, কুরবানীর দিন আদম সন্তান এমন কোন কাজ করতে পারে না--যা মহামহিম আল্লাহর নিকট রক্ত প্রবাহিত করার (কুরবানী) তুলনায় অধিক পসন্দনীয় হতে পারে। কুরবানীর পশুগুলো কিয়ামতের দিন এদের শিং. খুর ও পশমসহ উপস্থিত হবে। কুরবানীর পশুর রক্ত মাটিতে পড়ার পূর্বেই মহান আল্লাহর নিকট সম্মানের স্থানে পৌঁছে যায়। অতএব তোমরা আনন্দ সহকারে কুরবানী কর।

٣١٢٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلاَنِيُّ ثَنَا اٰدَمُ بْنُ اَبِيْ اِيَاسٍ ثَنَا سَلاَّمُ بْنُ مِسْكِيْنٍ . ثَنَا عَائِذُ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْ دَاوُدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ قَالَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! مَاهٰذِهِ الْاَضَاحِيُّ ؟ قَالَ سُنَّةُ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ قَالُوْا فَمَا لَنَا فِيْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اقَالَ بِكُلِّ شَعَرَةٍ حَسَنَةٌ قَالُوْا : فَالصُّوْفُ ؟ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! قَالَ بِكُلِّ شَعَرَةٍ مِنَ الصُّوْفِ حَسَنَةٌ-

৩১২৭ মুহাম্মাদ ইব্ন খালাফ আসকালীন (র)....... যায়িদ ইব্ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবীগণ বলেন-ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই কুরবানী কি? তিনি বলেন, তোমাদের পিতা ইব্রাহীম (আ)-এর সুন্নাত তারা পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রাসূল! এতে আমাদের জন্য কি (সাওয়াব) রয়েছে? তিনি বলেন ঃ প্রতিটি পশমের বিনিময়ে একটি করে নেকী রয়েছে। তাঁরা বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! লোমশপশুদের পরিবর্তে কি হবে (এদের পশম তো অনেক বেশী)? তিনি বলেন ঃ লোমশপশুর প্রতিটি পশমের বিনিময়ে ও একটি করে নেকী রয়েছে।

٤. بَابُ مَا يَسْتَحِبُّ مِنَ الْاَضَاحِيِّ

অনুচ্ছেদ ঃ যে ধরনের পশু কুরবানী করা উত্তম

৩১২৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ ضَحّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِكَبْشٍ اَقْرَنَ فَحِيْلٍ يَاْكُلُ فِىْ سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِىْ سَوَادٍ-"

৩১২৮ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমায়র (র)...... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ শিং বিশিষ্ট, হৃষ্টপুষ্ট একটি মেষ কুরবানী করেন, যার মুখমণ্ডল, চোখ ও পা কালো বর্ণের ছিল।

৩১২৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ اَبِىْ سَعِيْدٍ الزُّرَقِىِّ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلَى شِرَاءِ الضَّحَايَا-

قَالَ يُوْنُسُ فَاَشَارَ اَبُوْ سَعِيْدٍ اِلَى كَبْشٍ اَدْغَمَ لَيْسَ بِالْمُرْتَفِعِ وَلاَ الْمُتَّضِعِ فِىْ جِسْمِهِ فَقَالَ لِىْ : اشْتَرِلِىْ هٰذَا كَاَنَّهُ شَبِيْهٌ بِكَبْشِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -"

৩১২৯ আবদুর রহমান ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)...... ইউনুস ইব্‌ন মাইসারা ইব্‌ন হালবাস (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী আবূ সাঈদ যুরাকী (রা)-র সাথে কুরবানীর পশু ক্রয় করতে গেলাম। ইউনুস আরো বলেন, আবূ সাঈদ (রা) একটি সামান্য কালো বর্ণের মেষের দিকে ইশারা করেন, যার আকৃতি খুব উঁচুও ছিল না, বেটেও ছিল না। তিনি আমাকে বলেন, এই মেষটি আমার জন্য ক্রয় কর, কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মেষের সাথে এর একটা সাদৃশ্য আছে।

৩১৩০ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا اَبُوْعَائِذٍ اَنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمَ ابْنَ عَامِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِىِّ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ خَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ وَخَيْرُ الضَّحَايَا الْكَبْشُ الْاَقْرَنُ-

৩১৩০ আব্বাস ইব্‌ন উসমান দিমাশ্‌কী (র)...... আবূ উমামা বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, উত্তম কাফন এক জোড়া কাপড় (লুঙ্গি ও চাদর) এবং উত্তম কুরবানী হল শিং বিশিষ্ট মেষ।

٥. بَابُ عَنْ كَمْ تُجْزِي الْبَدَنَةُ

অনুচ্ছেদ ঃ উট ও গরুতে কতজন শরীক হওয়া যায়

٣١٣١ حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ اَنْبَانَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى اَنْبَانَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ عِلْبَاءَ بْنِ اَسْمَرَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى سَفَرٍ فَحَضَرَ الْاَضْحٰى؟ فَاشْتَرَكْنَا فِى الْجَزُوْرِ عَنْ عَشَرَةٍ، وَالْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ–

৩১৩১ হাদিয়্যা ইব্ন আবদুল ওয়াহ্হাব (র)....... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে ছিলাম। ইতিমধ্যে কুরবানীর ঈদ উপস্থিত হল। আমরা একটি উট দশজনে এবং একটি গরু সাতজনে শরীক হয়ে কুরবানী করি।

٣١٣٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَحَرْنَا بِالْحُدَيْبِيَةِ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ–

৩১৩২ মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)....... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হুদাইবিয়া নামক স্থানে নবী ﷺ -এর সাথে একটি উট সাতজনের পক্ষ থেকে এবং একটি গরু ও সাতজনের পক্ষ থেকে কুরবানী করেছি।[১]

٣١٣٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ، قَالَ ذَبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَمَّنِ اعْتَمَرَ مِنْ نِسَائِهِ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً بَيْنَهُنَّ–

৩১৩৩ আবদুর রহমান ইব্ন ইব্রাহীম (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যেসব স্ত্রী উমরা (অর্থাৎ তামাত্তো হজ্জ) করেন তিনি তাদের সকলের পক্ষ থেকে একটি গাভী কুরবানী করেন।

٣١٣٤ حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ اَبِىْ حَاضِرٍ الْاَزْدِىِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَلَّتِ الْاِبِلُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَرَهُمْ اَنْ يَنْحَرُوْا الْبَقَرَ–

১. ইসহাক ইব্ন রাহওয়ায়হ্-এর মতে একটি উটে দশজন পর্যন্ত শরীক হতে পারে। কিন্তু আর সকল মাযহাবের আলেমদের মতে এক্ষেত্রেও সাতজন পর্যন্ত শরীক হতে পারবে। তাদের মতে ইব্ন আব্বাস (রা)-এর হাদীস জাবির (রা)-এর হাদীসের মাধ্যমে রহিত হয়ে গেছে।

৩১৩৭ আবূ কুরাইব (র)...... রাফি ইব্ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে তিহামার যুল-হুলাইফায় ছিলাম। আমরা (যুদ্ধের মাধ্যমে) উট ও মেষ বকরী লাভ করি। লোকেরা তা বন্টনে তাড়াহুড়া করছিল। এর গোশ্ত বন্টনের পূর্বেই আমরা চুলায় হাঁড়ি তুলে দিয়েছিলাম। ইতাবসরে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট এলেন এবং গোশ্তের হাঁড়িগুলো সম্পর্কে নির্দেশ দেন এবং তদনুযায়ী তা উল্টে ফেলে দেয়া হয় (কারণ বন্টনের পূর্বে গনীমাতের সম্পদ ব্যবহার অবৈধ) অতঃপর একটি উট দশটি মেষের সমান মনে করা হল।

٧. بَابُ مَا تُجْزِئُ مِنَ الْاَضَاحِى

অনুচ্ছেদ ঃ যে ধরনের পশু কুরবানী করা উচিৎ

٣١٣٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَعْطَاهُ غَنَمًا فَقَسَمَهَا عَلَى اَصْحَابِهِ ضَحَايَا فَبَقِيَ عَتُودٌ فَذَكَرَهُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، فَقَالَ ضَحِّ بِهِ اَنْتَ .

৩১৩৮ মুহাম্মাদ ইব্ন রুম্হ (রা)...... উক্বা ইব্ন আমির জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বক্রী দিলেন এবং তিনি তা কুরবানীর জন্য সংগীদের মধ্যে বন্টন করে দেন। এক বছর বয়সের একটি ছাগল (বন্টনের পর) অবশিষ্ট থাকল। তিনি তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন, এটা তুমি কুরবানী কর।

٣١٣٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيِّ ثَنَا اَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ اَبِى يَحْيَى مَوْلَى الْاَسْلَمِيِّيْنَ عَنْ اُمِّهِ ، قَالَتْ حَدَّثَتْنِى اُمُّ بَلَالٍ بِنْتُ هِلَالٍ عَنْ اَبِيْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَجُوْزُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّانِ اُضْحِيَّةً-"

৩১৩৯ আবদুর রহমান ইব্ন ইব্রাহীম (র)...... উম্মে বিলাল বিনতে হিলাল থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: ছয় মাস বয়সের ভেড়া দিয়ে কুরবানী করা জায়েয।

٣١٤٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَانَا الثَّوْرِىُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ كُنَّا مَعَ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُقَالُ لَهُ مُجَاشِعُ، مِنْ بَنِى سُلَيْمٍ فَعَزَّتِ الْغَنَمُ فَامَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اِنَّ الْجَذَعَ يُوْفِى مِمَّا تُوْفِيَ مِنْهُ الثَّنِيَّةُ-

৩১৪০ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... আসিম ইব্‌ন কুলাইব (র) সূত্রে তাঁর পিতার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা সুলাইম গোত্রের মুজাশী নামক রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এক সাহাবীর সাথে ছিলাম। মেষ বকরীর স্বল্পতা দেখা দিল। তিনি একজন ঘোষককে নির্দেশ দিলেন এবং তদনুযায়ী সে ঘোষণা করল রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন: এক বছরের বক্‌রীর দ্বারা যে কাজ হয় (কুরবানীর ক্ষেত্রে) ছয় মাসের মেষের দ্বারাও তা হতে পারে।

٣١٤١ حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ حَبَّانَ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ أَنْبَانَا زُهَيْرُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَذْبَحُوا اِلاَّ مُسِنَّةً اِلاَّ اَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوْا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ-

৩১৪১ হারূন ইব্‌ন হিব্বান (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তোমরা (কুরবানীতে) মুসিন্নাত ছাড়া যবাহ কর না। কিন্তু তা সংগ্রহ করা যদি তোমাদের জন্য কষ্ট সাধ্য হয় তবে ছয় মাস বয়সের মেষ-ভেড়া যবাহ কর।

٨. بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُضَحَّى بِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ যে ধরনের পশু কুরবানী করা মাকরূহ

٣١٤٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا اَبُوبَكْرِ ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ عَنْ شُرَيْحِ ابْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُضَحَّى بِمُقَابَلَةٍ اَوْمُدَابَرَةٍ اَوْشَرْقَاءَ اَوْخَرْقَاءَ اَوْجَدْعَاءَ-

৩১৪২ মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাব্বাহ্ (র)......আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কানের অগ্রভাগ অথবা পশ্চাদ ভাগ (মূলের দিক) কর্তিত অথবা ফাটা অথবা ছিদ্রযুক্ত অথবা অংগ কর্তিত পশু কুরবানী করতে নিষেধ করছেন।

٣١٤٣ حَدَّثَنَا اَبُوبَكْرِ بْنِ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِىٍّ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْاُذُنَ-

৩১৪৩ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শাইবা (র)...... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে (কুরবানীর পশুর) চোখ ও কান উত্তমরূপে পরীক্ষা করে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

٣١٤٤ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَاَبُوْدَاوُدَ وَابْنُ اَبِي عَدِيٍّ وَاَبُو الْوَلِيْدِ، قَالُوْ ثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَبْنَ فَيْرُوْزَ قَالَ قُلْتُ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ حَدَّثَنِي بِمَاكَرِهَ أَوْ نَهٰى عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْاَضَاحِيِّ فَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰكَذَا بِيَدِهِ وَيَدِي اَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ اَرْبَعٌ لَا تَجْزِئُ فِي الْاَضَاحِيِّ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيْضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيْرَةُ الَّتِي لَاتُنْقِيْ. قَالَ فَانِّي اَكْرَهُ اَنْ يَكُوْنَ نَقْصٌ فِي الْاُذُنِ قَالَ فَمَا كَرِهْتَ مِنْهُ ، فَدَعْهُ وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى اَحَدٍ-

৩১৪৪ মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)...... উবাইদ ইব্ন ফাইরূয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারা ইব্ন আযিব (রা)-কে বললাম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে ধরনের পশু কুরবানী করতে অপছন্দ অথবা নিষেধ করেছেন সে সম্পর্কে আমাদের বলুন। তখন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর হাতের ইশারায় বলেন: এরূপ আর আমার হাত তাঁর হাতের চেয়ে ক্ষুদ্র: চার প্রকারের পশু দিয়ে কুরবানী করলে তা যথেষ্ট হবে না। অন্ধ পশু যার অন্ধত্ব সুস্পষ্ট, রুগ্ন পশু যার রোগ সুস্পষ্ট, পঙ্গু পশু যার পঙ্গুত্ব সুস্পষ্ট এবং কৃশকায় দুর্বল পশু যার হাড়ের মজ্জা শুকিয়ে গেছে। উবাইদ (র) বলেন, আমি ত্রুটি যুক্ত কান বিশিষ্ট পশু কুরবানী করা অপছন্দ করি। বারা (রা) বলেন, যে ধরনের পশু তুমি নিজে অপছন্দ কর তা পরিহার কর এবং অন্যদের জন্য তা হারাম কর না।

٣١٤٥ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ قَتَادَةَ اَنَّهُ ذَكَرَ اَنَّهُ سَمِعَ جُرَىَّ بْنَ كُلَيْبٍ يُحَدِّثُ اَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ يُضَحِّيَ بِاَعْضَبِ الْقَرْنِ وَالْاُذُنِ-"

৩১৪৫ হুমাইদ ইব্ন মাস'আদা (র).....আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শিং ভাংগা ও কানকাটা পশু দিয়ে কুরবানী করতে নিষেধ করেছেন।

٩. بَابُ مَنِ اشْتَرَى اُضْحِيَّةً صَحِيْحَةً أَصَابَهَا عِنْدَهُ شَيْئٌ

অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি কুরবানীর জন্য উত্তম পশু ক্রয় করল, অতঃপর এর খুত হলো

٣١٤٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ اَبُوْ بَكْرٍ قَالَا ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَرَظَةَ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ اَبِي

سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ ابْتَعْنَا كَبْشًا نُضَحِّيْ بِهِ . فَاصَابَ الذِّئْبُ مِنَ الْيَتِهِ اَوْ اُذُنِهِ فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَنَا اَنْ نُضَحِّيَ بِهِ-

৩১৪৬ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কুরবানীর উদ্দেশ্যে একটি মেষ খরিদ করলাম। অতঃপর নেকড়ে বাঘ তার নিতম্ব অথবা কান কেটে নিয়ে গেল। আমরা নবী ﷺ-এর নিকট এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি আমাদেরকে তা কুরবানী করার নির্দেশ দেন।

١٠. بَابُ مَنْ ضَحَّى بِشَاةٍ عَنْ أَهْلِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি গোটা পরিবারে পক্ষ থেকে একটি বকরী কুরবানী করে

٣١٤٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا ابْنُ اَبِيْ فُدَيْكٍ حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَيَّادٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ سَأَلْتُ اَبَا اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيَّ كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا فِيْكُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ؟ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِيْ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يُضَحِّيْ بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ اَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُوْنَ وَيُطْعِمُوْنَ. ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَ كَمَا تَرَى-

৩১৪৭ আবদুর রহমান ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)...... আতা ইব্‌ন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ আইউব আনসারী (রা)-র নিকট জিজ্ঞাসা করি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে আপনাদের কুরবানী কিরূপ ছিল? তিনি বললেন, নবী ﷺ-এর যুগে কোন ব্যক্তি নিজের ও স্বীয় পরিবারের পক্ষে থেকে একটি বক্‌রী কুরবানী করত। তা থেকে তারাও আহার করত এবং (অন্যদেরও) আহার করাত। পরবর্তী পর্যায়ে লোকেরা কুরবানীকে অহমিকতা প্রকাশের বিষয়ে পরিণত করে এবং এখন যা অবস্থা দাড়িয়েছে তা তো দেখতেই পাচ্ছে।

٣١٤٨ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَنْبَانَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيْعًا عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ بَيَانٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ اَبِيْ سَرِيْحَةَ ، قَالَ حَمَلَنِيْ اَهْلِيْ عَلَى الْجَفَاءِ، بَعْدَمَا عَلِمْتُ مِنَ السُّنَّةِ كَانَ اَهْلُ الْبَيْتِ يُضَحُّوْنَ بِالشَّاةِ وَالشَّاتَيْنِ وَالْاٰنَ يُبَخِّلُنَا جِيْرَانُنَا-

৩১৪৮ ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র)...... আবূ সারীহা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এতদিন যে সুন্নাতের উপর আমল করে আসছিলাম, আম্মার পরিবারের লোকেরা আমাকে তার

বিপরীত কাজ করতে বাধ্য করল। অবস্থা এই ছিল যে, কোন পরিবারের পক্ষ থেকে একটি বা দু'টি বক্‌রী কুরবানী করা হত। এখন আমরা তদ্রূপ করলে আমাদের প্রতিবেশীর আমাদের কৃপণ বলে।

١١. بَابُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَأْخُذْ فِي الْعَشْرِ مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি কুরবানী করতে চায় সে যেন যিলহজ্জ মাসের এক তারিখ থেকে দশ তারিখ পর্যন্ত নিজের নখ ও চুল না কাটে

٣١٤٩ **حَدَّثَنَا** هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْحَمَّالُ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ بَشَرِهِ شَيْئًا-

৩১৪৯ হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ হাম্মাল (রা)...... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, যখন (যিলহজ্জ মাসের) প্রথম দশক শুরু হয় এবং তোমাদের কেউ কুরবানী করার ইচ্ছা রাখে সে যেন তার চুল ও শরীরের কোন অংশ স্পর্শ না করে (না কাটে)।

٣١٥٠ **حَدَّثَنَا** حَاتِمُ بْنُ بَكْرٍ الضَّبِّيُّ أَبُوْ عَمْرٍو ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ سَعِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ ثَنَا أَبُوْ قُتَيْبَةَ وَيَحْيَى بْنُ كَثِيْرٍ قَالُوْا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ هِلاَلَ ذِي الْحِجَّةِ فَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَقْرَبَنَّ لَهُ شَعْرًا وَلاَ أَظْفَرًا-

৩১৫০ হাতিম ইব্‌ন বাক্‌র দাব্বী (র)...... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি যিলহজ্জ মাসের নতুন চাঁদ দেখে এবং কুরবানীর ইচ্ছা রাখে সে যেন নিজ চুল ও নখ না কাটে।

١٢. بَابُ النَّهْيِ عَنْ ذَبْحِ الْأُضْحِيَّةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের সালাতের পূর্বে কুরবানী করা নিষিদ্ধ

٣١٥١ **حَدَّثَنَا** عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوْبَ ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِيْنَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلاً ذَبَحَ يَوْمَ النَّحْرِ يَعْنِي قَبْلَ الصَّلاَةِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعِيْدَ-

৩১৫১ উসমান ইব্ন আবূ শাইবা...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি কুরবানীর দিন ঈদের সালাতের পূর্বে কুরবানী করল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে পুনর্বার কুরবানী করার নির্দেশ দিলেন।

٣١٥٢ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ جُنْدُبِ الْبَجَلِىِّ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ شَهِدْتُ الْاَضْحٰى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ ذَبَحَ اُنَاسٌ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَذَبَحَ اُنَاس قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ ذَبَحَ مِنْكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ اَضْحِيَّتَهُ وَمَنْ لَا ، فَلْيَذْبَحْ عَلَيْهِ اسْمِ اللّٰهِ -"

৩১৫২ হিশাম ইব্ন আম্মার (র)...... জুনদুব বাজালী (রা) থেকে বর্ণিত। আসওয়াদ ইব্ন কায়েস তাঁকে বলতে শুনেছেন, আমি ঈদুল আযহায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে উপস্থিত ছিলাম। কতিপয় লোক ঈদের সালাতের পূর্বেই কুরবানী করল। তখন নবী ﷺ বলেন: তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ঈদের সালাতের পূর্বে কুরবানী করেছে সে যেন পূনর্বার কুরবানী করে। আর যে ব্যক্তি এখন ও কুরবানী করেনি সে যেন আল্লাহ্র নাম নিয়ে যবাহ্ করে।

٣١٥٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عِبَادُ بْنُ تَمِيْمُ ، عَنْ عُوَيْمَرِ بْنِ اَشْقَرَ اَنَّهُ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اَعِدْ اُضْحِيَتَكَ-

৩১৫৩ আবূ বাক্‌র ইব্ন আবূ শাইবা (র)...... উয়ায়মির ইব্ন আশকার (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ঈদের সালাতের পূর্বে যবাহ্ করেন। তিনি তা নবী ﷺ-এর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বলেন, তুমি পুনরায় কুরবানী কর।

٣١٥٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ خَالِدٍ الْحَذَاءِ ، عَنْ اَبِىْ قَلَابَةَ، عَنْ اَبِىْ زَيْدٍ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَقَالَ غَيْرٍ عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ عُمَرِو بْنُ يَجْدَانٍ عَنْ اَبِىْ زَيْدٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَثْنٰى اَبُوْ مُوْسٰى ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدُ بْنُ عَبْدُ الْوَارِث ثَنَا اَبِىْ عَنْ خَالِدِ الْحَذَاءِ عَنْ اَبِىْ قَلَابَةُ عَنْ عُمَرَ وبْنُ يُجْدَانَ عَنْ اَبِىْ زَيْدٍ الْاَنْصَارِىِّ ، قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِدَارٍ مِنْ دُوْرِ الْاَنْصَارِ فَوَجَدَ رِيحَ قُتَارٍ

فَقَالَ مَنْ هٰذَا الَّذِىْ ذَبَحَ فَخَرَجَ اِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَّا فَقَالَ اَنَا يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ اِذْ بَعْثَ قَبْلَ اَنْ اُصَلِّىَ لاَطْعِمَ اَهْلِىْ وَجِيْرَانِىْ فَاَمَرَهُ اَنْ يُعِيْدُ فَقَالَ لاَ وَاللّٰهُ الَّذِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ مَا عِنْدِىْ اِلاَّ جَذَعٌ اَوْ حَبَلٌ مِنَ الضَّأْنِ قَالَ اَذْبَحْهَا ، وَلَنْ تَجْزِىْ جَذَعَةٌ عَنْ اَحَدٍ بَعْدَكَ-

৩১৫৪ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ যায়িদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন আনসার ব্যক্তির ঘরের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি ভুনা গোশ্‌তের ঘ্রাণ পেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: এ কোন ব্যক্তি কুরবানী করেছে? আমাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বেরিয়ে এসে বলল, আমি -হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আমার পরিবার ও প্রতিবেশীদের গোশ্‌ত খাওয়ানের জন্য ঈদের সালাত আদায় করার পূর্বেই কুরবানী করেছি। তিনি তাকে পুনবার কুরবানী করার নির্দেশ দেন। সে বলল, না আল্লাহর শপথ যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই। আমার নিকট ছয় মাস বয়সের একটি ভেড়ার বাচ্চা ছাড়া আর কিছুই নেই। তিনি বলেন, সেটাই যবাহ কর কিন্তু তোমার পরে আর কারো জন্য ছয় মাসের বাচ্চা যথেষ্ট হবে না।

١٣. بَابُ مَنْ ذَبَحَ اُضْحِيَتَهُ بِيَدِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ স্বহস্তে কুরবানীর পশু যবাহ করা উত্তম

٣١٥٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةُ يُحَدِّثُ عَنْ اَنَسِ بْنُ مَالِكٍ ، قَالَ لَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَذْبَحُ اُضْحِيَّتَهُ بِيَدِهِ ، وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلٰى صِفَاحِهَا-

৩১৫৫ মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে স্বহস্তে কুরবানী করতে দেখেছি। পশুর পাঁজরের উপর পা দিয়ে চেপে ধরে।

٣١٥٦ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنُ ابْنُ سَعْدُ بْنُ عَمَّارِبْنُ سَعْدٍ ، مُؤَذِّنُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَبَحَ اُضْحِيَّتَهُ عِنْدَ طَرَفِ الزُّقَاقِ طَرِيْقِ بَنِىْ زُرَيْقٍ بِيَدِهِ بِشَفْرَةٍ-

৩১৫৬ হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র)....... রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুআয্‌যিন আম্মার ইব্‌ন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যুরাইক গোত্রের রাস্তার পাশে একটি চাকু দিয়ে নিজের কুরবানীর পশু গলার কাছ দিয়ে স্বহস্তে যবাহ করেছেন।

١٤. بَابُ جُلُوْدِ الْاَضَاحِيْ

অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানীর চামড়ার প্রসংগে

٣١٥٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبَرْسَانِيّ اَنْبَانَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِي الْحَسَنِ ابْنُ مُسْلِمٍ ، اَنَّ مُجَاهِدِ اَخْبَرَهُ ، اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَبِى لَيْلَى اَخْبَرَهُ ، اَنَّ عَلِىُّ بْنُ اَبِى طَالِبٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَهُ اَنْ يُقْسِمَ بَدَنَهُ كُلُّهَا لَحُوْمِهَا وَجُلُوْدَهَا وَجِلاَلَهَا لِلْمَسَاكِيْنَ–

৩১৫৭ মুহাম্মাদ ইব্ন মু'আম্মার (র)...... আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে তাঁর (কুরবানীর) উটের গোশ্ত, চামড়া ও ঝুল (ঝালড়) সবকিছু দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করে দেয়ার নির্দেশ দেন।

١٥. بَابُ الْاَكَلِ مِنْ لُحُوْمِ الضَّحَايَا

অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানীর গোশ্ত থেকে আহার করা

٣١٥٨ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدُاللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ مِنْ كُلِّ جَزُوْرٍ بِبَضْعَةٍ فَجُتِلَتْ فِى قِدْرٍ فَاَكَلُوْا مِنَ اللَّحْمِ ، وَحَسَوْا مِنَ الْمَرَقِ

৩১৫৮ হিশাম ইব্ন আম্মার (র)...... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সবগুলো (কুরবানীর) উটের কিছু অংশ একত্র করে তা একটি হাঁড়িতে পাকানোর নির্দেশ দেন। লোকেরা এই গোশ্ত ও ঝোল থেকে। আহার করল।

١٦. بَابُ اِدِّخَارِ لُحُوْمِ الْاَضَاحِيْ

অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানীর গোশ্ত সঞ্চয় করে রাখা

٣١٥٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعُ عَنْ سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ اِنَّمَا نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ لُحُوْمُ الْاَضَاحِيِّ الْجَهْدِ النَّاسِ ثُمَّ رَخَّصَ فِيْهَا–

৩১৫৯ আবূ বাক্‌র ইব্ন আবূ শাইবা (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুর্ভিক্ষজনিত কারণে লোকদেরকে কুরবানীর গোশ্ত জমা করে রাখতে নিষেধ করেছিলেন এবং পরে আবার অনুমতি দেন।

٣١٦٠. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ خَالِدِ الْحِذَاءِ عَنْ اَبِى الْمَلِيْحِ عَنْ نُبَيْشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْاَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ فَكُلُوْا وَادَّخِرُوْا–

৩১৬০ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শাইবা (র)...... নুবাইশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন: আমি তোমাদেরকে কুরবানীর গোশ্‌ত তিন দিনের অধিক খেতে নিষেধ করেছিলাম। তবে এখন তোমরা তা খাও এবং জমা করে রাখ।

١٧. بَابُ الذَّبْحِ بِالْمُصَلّٰى

অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের মাঠে কুরবানী করা

٣١٦١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ الْحَنَفِيّ ثَنَا اُسَامَةَ بْنُ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَذْبَحُ بِالْمُصَلّٰى"–

৩১৬১ মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... ইব্‌ন (রা) উমার থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ঈদের মাঠে কুরবানীর পশু যবেহ করতেন।

كِتَابُ الذَّبَائِحِ

অধ্যায় ঃ যবাহ্ করার বর্ণনা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٢٧. كِتَابُ الذَّبَائِحِ

অধ্যায় ঃ যবাহ্ করার বর্ণনা

١. بَابُ الْعَقِيْقَةِ

অনুচ্ছেদ : আকীকা

٣١٦٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ، وَهِشَامُ ابْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ اُمِّ كُرْزٍ، قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُتَكَافِئَتَانِ ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ–

৩১৬২ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শাইবা (র)......উম্মে কুরয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি : পুত্র সন্তানের পক্ষ থেকে দু'টি বক্‌রী এবং কন্যা সন্তানের পক্ষ থেকে একটি বক্‌রী (আকীকার জন্য যবাহ্ করা) যথেষ্ট।[১]

---

১. শিশুর জন্মের সপ্তম দিনে তার নাম রাখতে হয়, মাথার চুল কামাতে হয় এবং আকীকা করতে হয়। চুলের ওজনের সমপরিমাণ সোনা বা রূপা দান-খয়রাত করা মুস্তাহাব। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর মতে আকীকা করা মুস্তাহাব এবং ইমাম মালিক, শাফিঈ ও আহ্‌মাদের প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী আকীকা করা সুন্নাত। আর অপর মত অনুযায়ী তা ওয়াজিব। কোন কোন হাদীসে পুত্র সন্তানের পক্ষ থেকে দু'টি এবং কন্যা সন্তানের পক্ষ থেকে একটি কোন হাদীসে উভয়ের পক্ষ থেকে একটি করে বক্‌রী যবাহ্ করার কথা উল্লেখ আছে। ইমাম মালিক (র) এই শেষোক্ত মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। অবশ্য এটা কোন বাধ্যতামূলক ব্যাপার নয়। ছেলে বা মেয়ের পক্ষ থেকে এক বা একাধিক বকরী দিয়ে একবার বা একাধিকবার আকীকা করা যেতে পারে।

٣١٦٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنُ مَاهَكَ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَعُقَّ عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَيْنِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً–

৩১৬৩ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শাইবা (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে পুত্র সন্তানের পক্ষ থেকে দু'টি বক্‌রী এবং কন্যা সন্তানের পক্ষ থেকে একটি বকরী আকীকা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

٣١٦٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ نُمَيْرٍ ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنُ عَامِرٍ ، اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اَنَّ مَعَ الْغُلاَمَ عَقِيْقَةً ، فَاَهْرِيْقُوْا عَنْهُ دَمًا، وَاَمِيْطُوْا عَنْهُ الْاَذٰى–

৩১৬৪ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন বাবূ শাইবা (র)...... সালমান ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছেন : শিশুর পক্ষ থেকে আকীকা করা উচিত। অতএব তোমরা তার পক্ষ থেকে রক্ত প্রবাহিত কর (পশু যবাহ কর) এবং তার থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূরীভূত কর।

٣١٦٥ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا شُعَيْبُ ابْنُ اِسْحَاقَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِى عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ كُلُّ غُلاَمٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَاْسُهُ وَيُسَمّٰى–

৩১৬৫ হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র)...... সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : প্রতিটি শিশু তার আকীকার সাথে দায়বদ্ধ থাকে। তার জন্মের সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে পশু যবাহ্ করা হবে। তার মাথা কামানো হবে এবং নাম রাখা হবে।

٣١٦٦ حَدَّثَنَا الْيَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنُ كَاسِبٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِىْ عُمَرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ اَيُّوْبُ بْنُ مُوْسٰى اَنَّهُ حَدَّثَهُ اَنْ يَزِيْدُ بْنُ عَبْدُ الْمُزَنِىِّ ، حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُعَقُّ عَنِ الْغُلاَمَ وَلاَ يُمَسُّ رَاْسُهُ بِدَمٍ–

৩১৬৬ ইয়াকূব ইব্‌ন হুমাইদ, ইব্‌ন কাসির (র)...... ইয়াযীদ ইব্‌ন আব্‌দ মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ শিশুর পক্ষ থেকে রক্ত প্রবাহিত করা হবে (আকীকা করা হবে) এবং তার মাথা পশুর রক্তে রঞ্জিত করা যাবে না।

٢. بَابُ الْفَرْعَةِ وَالْعَتِيْرَةِ

অনুচ্ছেদ : ফারাআ ও আতীরা

٣١٦٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ بَكْرُبْنُ خَلْفٍ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدِ الْحذَاءِ عَنْ اَبِى الْمَلِيْحِ عَنْ عَا ئِشَةَ قَالَ نَادَى رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا كُنَّا نَعْتَرُ عَتِيْرَةً فِى الْجَاهِلِيَّةِ فِىْ رَجَبٍ فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ اذْبَحُوْا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِىْ اَىِّ شَهْرٍ كَانَ وَبَرُّوْا اللّٰهُ وَاَطْعِمُوْا قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا كُنَّا نَفْرَعُ فَرَعًا فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا تَأْمُرُنَا بِهِ ؟ قَالَ فِى كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ تَغْذُوْهُ مَا شِيَتُكَ حَتّٰى اِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ، فَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ (اَرَاهُ قَالَ) عَلَى ابْنِ السَّبِيْلِ فَاِنَّ ذٰلِكَ هُوَ خَيْرٌ–

৩১৬৭ আবূ বিশ্‌র (র) ... নুবাইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে ডেকে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা জাহিলী যুগে রজব মাসে আতীরা করতাম। এখন আপনি আমাদের কি হুকুম করেন? তিনি বলেন : তোমরা যে কোন মাসে মহামহিম আল্লাহ্‌র জন্য পশু যবাহ কর, আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে নেক কাজ কর এবং (দরিদ্রদের) আহার করাও। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা জাহিলী যুগে ফারা'আ করতাম। এখন এ সম্পর্কে আপনি আমাদের কি বলেন? তিনি বললেন : প্রতিটি চরে বেড়ানো পশুতে ফারা'আ রয়েছে- যাকে তোমার পশু আহার করে এবং যখন ভারবোঝা বহনের উপযুক্ত হবে। তখন তা যবেহ করে তার গোশ্‌ত পথিকদের মধ্যে দান-খয়রাত করলে তা তোমার জন্য কল্যাণকর।

٣١٦٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ فَرَعَةَ وَلاَ عَتِيْرَةَ–

قَالَ هِشَامٍ فِىْ حَدِيْثِهِ وَالْفَرَعَةَ اَوَّلَ النَّتَاجِ وَالْعَتِيْرَةَ الشَّاةِ يَذْبَحُهَا اَهْلُ الْبَيْتِ فِىْ رَجَبٍ–

৩১৬৮ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শাইবা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী বলেন : এখন আর ফারাআ নেই আতীরাও নেই। হিশাম তাঁর বর্ণনায় বলেন, ফারা'আ হল- উট বা ছাগল-ভেড়ার প্রথম বাচ্চা। আর আতীরা হচ্ছে- কোন পরিবারের লোকেরা রজব মাসে যে বকরী যবাহ করে তা।

٣١٦٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ عُمَرَ الْعَدَنِيّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَ فَرَعَةَ وَلاَ عَتِيْرَةً–

قَالَ ابْنُ مَاجَةَ هَذَا مِنْ فَرَائِدِ الْعَدَنِىْ–

৩১৬৯ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ উমার আদানী (র) ......ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : এখন আর ফারাআ-ও নাই, আতীরাও নেই। ইব্‌ন মাজা (র) বলেন, এটা কেবলমাত্র আদানী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস।

٣. بَابُ إِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحِ

অনুচ্ছেদ ঃ যবাহ্ করার সময় উত্তমরূপে যবাহ্ কর

٣١٧٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ثَنَا خَالِدُ الْحِذَاءِ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ ، عَنْ اَبِى الْاَشْعَثِ ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ ، اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الْاِحْسَانَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ فَاِذَا قَتَلْتُمْ فَاَحْسِنُوْا الْقِتْلَةَ وَاِذَا ذَبَحْتُمْ فَاَحْسِنُوْا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ اَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ–

৩১৭০ মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না (রা)......শাদ্দাদ ইব্‌ন আওস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : মহান আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের জন্য দয়া ও অনুগ্রহ নির্ধারণ করেছেন। অতএব যখন তোমরা হত্যা (যুদ্ধ) কর তা উত্তমভাবে কর, যখন যবাহ্ কর তাও উত্তমভাবে কর। তোমাদের প্রত্যেকে যেন নিজের ছুরি ধারালো করে নেয় এবং নিজের যবাহ্‌কৃত পশুকে আরাম দেয়।

٣١٧١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عُقْبَةَ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُوْسٰى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِىِّ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ مَرَّ النَّبِىُّ ﷺ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَجُرُّ شَاةً بِاُذُنِهَا فَقَالَ دَعْ اُذُنَهَا ، وَخُذْ بِسَالِفَتِهَا–

৩১৭১ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শাইবা (র) ...... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। লোকটি তখন একটি বক্‌রীর কান ধরে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। তিনি বল্লেন : তুমি এর কান ছেড়ে দাও এবং ঘাড় ধর।

٣١٧٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ اَخِىْ حُسَيْنٍ الْجُعْفِيِّ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ حَدَّثَنِىْ قُرَّةَ بْنُ حَيْوَئِيْلَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ بْنُ عَبْدِ

اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ اَبِيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِحَدِّ الشِّفَارِ، وَاَنْ تُوَارٰى عَنِ الْبَهَائِمِ وَقَالَ اِذَا ذَبَحَ اَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ-

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ ثَنَا اَبُو الْاَسْوَدُ ثَنَا بْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ حَبِيْبُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مِثْلَهُ-

৩১৭২ মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুর রহমান (র) ... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ছুরি ধারালো করতে এবং তা পশুর দৃষ্টির অগোচরে রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন : তোমাদের কেউ যবাহ করার সময় যেন দ্রুত যবাহ করে।

জা'ফর ইব্ন মুসাফির (র)...... সালিম সূত্রে তাঁর পিতার থেকে নবী ﷺ-এর উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٤. بَابُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الذَّبْحِ

অনুচ্ছেদ : যবাহ করার সময় বিস্‌মিল্লাহ্ বলা

৩১৭৩ حَدَّثَنَا عُمَرُو بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ثَنَا وَكِيْعُ عَنْ اِسْرَائِيْلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «اِنَّ الشَّيَاطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلَى اَوْلِيَئِهِمْ» قَالَ كَانُوْا لَيَقُوْلُوْنَ مَاذُكِرَ عَلَيْهِ اسْمُ اللّٰهِ فَلاَ تَاْكُلُوْا وَمَا لَمْ يُذْكَرُ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَكُلُوْهُ فَقَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ «وَلاَ تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرُ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ»

৩১৭৩ আম্র ইব্ন আবদুল্লাহ (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি "শয়তানেরা নিজেদের বন্ধুদের প্ররোচনা দেয়" (সূরা আন'আম : ২১) শীর্ষক আয়াত উল্লেখপূর্বক বলেন, শয়তানেরা বলে যে, যা আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে যবাহ করা হয়েছে তা ভক্ষণ কর না এবং যা আল্লাহ্‌র নাম না নিয়ে যবাহ করা হয়েছে তা খাও। অতএব মহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেন : "যাতে আল্লাহ্‌র নাম লওয়া হয়নি তার কিছুই আহার করো না"- (সূরা আন'আম : ১২১)।

৩১৭৪ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ بْنِ عُرْوَةَ وَعَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنَّ قَوْمًا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اِنَّ قَوْمًا يَاْتُوْنَا بِلَحْمٍ، لاَ نَدْرِىْ ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اَمْ لاَ؟ قَالَ سَمُّوْا اَنْتُمْ وَكُلُوْا وَكَانُوْا حَدِيْثَ عَهْدٍ بِالْكُفْرِ-

৩১৭৪ আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শাইবা (র) ...... উম্মুল মু'মিনীর আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। একদল লোক বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এক কাওমের লোক আমাদের নিকট গোশ্ত নিয়ে আসে। জানি না, (যবাহ্ করার সময়) তার উপর আল্লাহ্র নাম লওয়া হয়েছে কি না? তিনি বললেন : তোমরা আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ কর এবং খাও। এটা ছিল তাদের কুফর পরিত্যাগের নিকটবর্তী কাল।

٥. بَابُ مَايُذَكِّى بِهِ

অনুচ্ছেদ : যে অস্ত্র দিয়ে যবাহ্ করা যায়

٣١٧٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ اَبُوالْاَحْوَصِ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ صَيْفِى قَالَ ذَبَحْتُ اَرْنَبَيْنِ بِمَرْوَةٍ فَاَتَيْتُ بِهِمَا النَّبِيَّ ﷺ فَاَمَرَنِى بِاَكْلِهِمَا-

৩১৭৫ আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শাইবা (র)...... মুহাম্মাদ ইব্ন সাইফী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ধারালো সাদা পাথর দিয়ে দু'টি খরগোশ যবাহ্ করে তা নিয়ে নবী ﷺ -এর নিকট এলাম। তিনি আমাকে তা আহারের নির্দেশ দিলেন।

٣١٧٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشَرٍ بَكْرِ بْنُ خَلَفٍ ثَنَا غُنْدَرٍ ثَنَا شَعْبَةُ سَمِعْتُ حَاضِرِ بْنِ مُهَاجِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ، عَنْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، اَنَّ ذِئْبًا نَيَّبُ فِى شَاةٍ ، فَذَبَحُوْهَا بِمَرْوَةٍ فَرَخَّصَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى اَكْلِهَا-

৩১৭৬ আবূ বিশ্র বাক্র ইব্ন খালাফ (র)......যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। একটি নেকড়ে বাঘ একটি বক্রীকে কামড় দেয় লোকেরা তা ধারালো সাদা পাথর দিয়ে যবাহ্ করে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের তা খাওয়ার অনুমতি দেন।

٣١٧٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ مَهْدِيِّ ثَنَا سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مَرِيِّ بْنِ قَطَرِيِّ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! اِنَّا نَصِيْدُ الصَّيْدَ فَلَا نَجِدُ سِكِّيْنًا اِلَّا الظِّرَارَ وَشِقَّةَ الْعَصَا قَالَ اَمْرِرِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ وَاذْكُرَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ -"

৩১৭৭ মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)...... আদী ইব্ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম- ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমরা শিকার ধরে থাকি এবং কখনও আমাদের সাথে ধারালো পাথর বা ধারালো লাঠি ব্যতীত ছুরি থাকে না। তিনি বললেন : যা দিয়ে পার রক্ত প্রবাহিত কর এবং যবাহ্ করার সময় আল্লাহ্র নাম লও।

٣١٧٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ثَنَا عُمَرَ بْنِ عُبَيْدُ الطَّنَافِسِيُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ، عَنْ عَبَايَةَ رِفَاعَةَ ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نَكُوْنُ فِي الْمَغَازِي فَلاَ يَكُوْنُ مَعَنَا مُدًى فَقَالَ مَا اَنْهَرَ الدَّمِ ، وَذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَكُلْ غَيْرَ السِّنِّ وَالظُّفْرِ فَاِنَّ السِّنَّ عَظْمٌ، وَاظُفْرِ مُدَى الْحَبَشَةِ–"

৩১৭৮ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমাইর (র)...... রাফি ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা কোন এক সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে থাকাকালীন আমাদের সাথে ছুরি থাকে না। তিনি বললেন : যা দিয়ে রক্ত প্রবাহিত করা যায় তো দিয়ে যবাহ কর এবং তার উপর আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ কর, অতঃপর খাও। কিন্তু দাঁত ও নখ ব্যতীত (তা দিয়ে যবাহ করা জায়েয নয়)। কারণ দাঁত হল হাড় এবং নখ হল হাবশাবাসীদের ছুরি।

٦. بَابُ السَّلْخِ

অনুচ্ছেদ : চামড়া তোলার বর্ণনা

٣١٧٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ثَنَا هِلاَلُ بْنُ مَيْمُوْنَ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ (قَالَ عَطَاءُ لاَ اَعْلَمُهُ اِلاَّ عَنْ اَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِغُلاَمٍ يَسْلَخُ شَاةً فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَهُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ، فَدَعَسَبِهَا حَتّٰى تَوَارَتِ اِلَى الْاِبِطِ وَقَالَ يَاغُلاَمُ ! هٰكَذَا فَاسْلَخْ ثُمَّ مَضٰى وَصَلّٰى لِلنَّاسِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ–

৩১৭৯ আবূ কুরাইব (র)...... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক যুবকের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে তখন একটি বক্‌রীর খাল তুলছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন : তুমি সরে দাঁড়াও, আমি তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ চামড়া ও গোশ্‌তের মাঝখান দিয়ে হাত ঢুকালেন, এমন কি বগল পর্যন্ত তাঁর হাত অন্তর্হিত হয়ে গেল। অতঃপর তিনি বললেন : হে বৎস! এভাবে চামড়া ছাড়াও। অতঃপর তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন এবং লোকদের সালাত আদায় করালেন কিন্তু উযূ করেননি।

٧. بَابُ النَّهِيِّ عَنْ ذَبْحِ ذَوَاتِ الدَّرِّ

অনুচ্ছেদ : দুগ্ধবতী পশু যবাহ করা নিষেধ

٣١٨٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ ثَنَا خَلَفُ ابْنُ خَلِيْفَةَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَنْبَاَ تَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ جَمِيْعًا عَنْ يَزِيْدَبْنُ كَيْسَانَ ،

عَنْ اَبِى حَازِمٍ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَتَى رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ فَاَخَذَ الشَّفْرَةَ لِيَذْبَحَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِيَّاكَ وَالْحَلُوْبَ-"

৩১৮০ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক আনসার ব্যক্তির নিকট এলেন। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য পশু যবাহ করতে ছুরি নিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বললেন : সাবধান! দুগ্ধবতী পশু যব্াহ করবে না।

٣١٨١ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ الْمُحَارِبِىِّ عَنْ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ، قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ قُحَافَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهُ وَلِعُمَرَ انْطَلْقَابِنَا اِلَى الْوَاقِفِىِّ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فِى الْعُمَرِ حَتَّى اَتَيْنَا الْحَائِطَ فَقَالَ مَرْحَبًا وَاَهْلاً ثُمَّ اَخَذَ الشَّفْرَةَ ثُمَّ جَالَ فِى الْغَنَمِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِيَّاكَ وَالْحَلُوْبَ اَوْ قَالَ ذَاتَ الدَّرِّ-"

৩১৮১ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র).....আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ কুহাফা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে ও উমার (রা)-কে বললেন : তোমরা উভয়ে আমাদের সাথে ওয়াকিফীর নিকট চল। রাবী বলেন, আমরা চাঁদনি রাতে রওনা হলাম এবং অবশেষে (ওয়াকিফীর) বাগানে পৌঁছলাম। ওয়াকিফী বললেন, মারহাবা এবং সাদর সম্ভাষণ। অতঃপর তিনি একটি ছুরিসহ শেষ পালের মধ্যে চক্কর দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন : সাবধান! দুগ্ধবতী পশু যবাহ কর না।

٨. بَابُ ذَبِيْحَةِ الْمَرْأَةِ

অনুচ্ছেদ : স্ত্রীলোকের যবাহকৃত পশুর বিধান

٣١٨٢ حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، اَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يَرَبِهِ بَاْسًا-"

৩১৮২ হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র)...... কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈকা স্ত্রীলোক ধারালো পাথরের সাহায্যে একটি বকরী যবাহ করল। তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জানানো হলে তিনি তা দূষণীয় মনে করেননি।

٩. بَابُ ذَكَاةِ النَّادِ مِنَ الْبَهَائِمِ

অনুচ্ছেদ : পলায়নপর পশু যবাহ করার বর্ণনা

٣١٨٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ عَنْ عُبَايَةَ بْنُ رِفَاعَةَ ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنُ خُدَيْجٍ ، قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىُّ ﷺ

فِىْ سَفَرٍ فَنَدَّ بَعِيْرٍ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ لَهَا اَوَابِدَ (اَحْسَبُهُ قَالَ) كَاَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوْا بِهِ هٰكَذَا-

৩১৮৩ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমাইর (র)...... রাফি ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা কোন এক সফরে নবী ﷺ-এর সাথে ছিলাম। একটি উট পলায়নে তৎপর হল। এক ব্যক্তি তাকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করল। নবী ﷺ বললেন : এই চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যেও কোনটি জংলী পশুর ন্যায় বন্য হয়ে যায়। অতএব তোমরা তাকে কাবু করতে না পারলে তাকে এভাবেই করবে।

٣١٨٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ اَبِى الْعُشَرَاءِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! مَا تَكُوْنُ الذَّكَاةُ اِلاَّ فِى الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ قَالَ لَوْ طَعَنْتَ فِىْ فَخِذِهَا لَاَجْزَاكَ-

৩১৮৪ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শাইবা (র)...... আবুল উশারা (রা)-এর পিতা সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কণ্ঠনালী ও বুকের উপরিভাগের মাঝখান ছাড়া কি যবাহ হয় না? তিনি বললেন: তুমি যদি তার উরুতে বর্শা ঢুকিয়ে দিতে পার তবে তা তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।[১]

١٠. بَابُ النَّهْىِ عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ وَعَنِ الْمُثْلَةِ

অনুচ্ছেদ : কোন প্রাণীকে চাঁদমারির লক্ষ্যবস্তু বানানো ও অংগ-প্রত্যংগ কর্তন করা নিষেধ

٣١٨٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ سَعِيْدٍ ، قَالاَ ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُوْسَى ابْنُ مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يُمَثَّلَ بِالْبَهَائِمِ-

৩১৮৫ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শাইবা (র)...... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পশুর অংগ-প্রত্যংগ কর্তন করতে নিষেধ করেছেন।

٣١٨٦ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ هِشَامُ بْنُ زَيْدِ بْنِ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ-

৩১৮৬ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পশুকে চাঁদমারির লক্ষ্যবস্তু বানাতে নিষেধ করেছেন।

---

১. এখানে নিরুপায় অবস্থায় যবাহ করার কথা বলা হয়েছে। যেমন কোন পশু দেয়ালছাপা পড়েছে, অথবা কোন বন্য পশু ছুটে পালাচ্ছে- এরূপ অবস্থায় দেহের যে স্থানে সম্ভব আঘাত করে যবাহ করা জায়িয। অন্যথায় কণ্ঠনালীতেই যবাহ করা হবে।

٣١٨٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَتَّخِذُوْا شَيْئًا فِيْهِ الرُّوْحُ غَرَضًا–

৩১৮৭ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ... কোন প্রাণীকে চাঁদমারির লক্ষ্যবস্তু বানাবে না।

٣١٨٨ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ اَنْبَانَا ابْنُ جُرَيْجٍ ثَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِ صَبْرًا–

৩১৮৮ হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র)...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন; রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন প্রাণীকে চাঁদমারির লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।

١١. بَابُ النَّهْيِ عَنْ لُحُوْمِ الْجَلاَّلَةِ

অনুচ্ছেদ : বিষ্ঠা খাওয়ায় অভ্যস্ত পশু-পাখী খাওয়া নিষেধ

٣١٨٩ حَدَّثَنَا سُوَيْدِ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا ابْنُ اَبِى زَائِدَةٍ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَمَرَ ، قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لُحُوْمِ الْجَلاَّلَةِ وَاَلْبَانِهَا–

৩১৮৯ সুওয়াইদ ইব্‌ন সাঈদ (র).....ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিষ্ঠা ভক্ষণ অভ্যস্ত পশুর গোশ্‌ত খেতে ও তার দুধ পান করতে নিষেধ করেছেন।

١٢. بَابُ لُحُوْمِ الْخَيْلِ

অনুচ্ছেদ : ঘোড়ার গোশ্‌ত

٣١٩٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ اَسْمَاءِ بِنْتِ اَبِى بَكْرٍ ، قَالَتْ نَحَرْنَا فَرَسًا فَاَكَلْنَا مِنْ لُحْمِهِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

৩১৯০ আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শাইবা (র)..... আসমা বিনতে আবূ বাক্র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে একটি ঘোড়া যবাহ করে তার গোশ্ত খেয়েছি।

٣١٩١ حَدَّثَنَا بَكْرِ بْنُ خَلَفٍ اَبُوْ بِشْرٍ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ اَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَحُمُرَ الْوَحْشِ-

৩১৯১ বাক্র ইব্ন খালাফ (র)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বারের যুদ্ধকালীন সময়ে আমরা ঘোড়া ও বন্য গাধার গোশ্ত খেয়েছি।[১]

١٣. بَابُ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْوَحْشِيَّةِ

অনুচ্ছেদ : বন্য গাধার গোশ্ত

٣١٩٢ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَلِيِّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ سَاَلْتُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ اَوْفٰى عَنْ لُحُوْمُ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ ، فَقَالَ اَصَابَتْنَا مَجَاعَةُ ، يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ اَصَابَ الْقَوْمِ حُمُرٍ اَخَارِجًا مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَنَحَرْنَاهَا وَاِنَّ قُدُوْرَنَا لَتَغْلِّى، اِذْ نَادِىُ مُنَادِىْ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ اَكْفَئُوا الْقُدُوْرَ وَلاَ تَطْعِمُوْا مِنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ شَيْئًا فَاَكْفَانَاهَا- فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ أَوْفَى حَرَّمَهَا تَحْرِيْمًا قَالَ تَحَدَّثْنَا اِنَّمَا حَرَّمَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْبَتَّةَ مِنْ اَجَلِ اَنَّهَا تَاْكُلِ الْعَذِرَةَ-

৩১৯২ সুওয়াইদ ইব্ন সাঈদ (র)..... আবূ ইসহাক শাইবানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ আওফা (রা)-র নিকট গৃহপালিত গাধার গোশ্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, খায়বারের যুদ্ধকালীন আমরা দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হই। আমরা নবী ﷺ -এর সাথে ছিলাম। লোকেরা মদীনার বাইরে কিছু গাধা পেল। আমরা তা যবাহ করলাম। আমাদের হাঁড়িতে গোশ্ত টগবগ করছিল। ইতিমধ্যে নবী ﷺ -এর আহবানকারী ঘোষণা করল যে, হাঁড়ীগুলো উল্টে ফেলে দাও এবং গাধার গোশ্ত থেকে কিছুই খেও না। অতএব আমরা হাঁড়িগুলো উল্টে ফেলে দিলাম। আমি আবদুল্লাহ ইব্ন

---

১. ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র)-এর মতে ঘোড়ার গোশ্ত আহার করা জায়িয। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) ও হানাফী আলেমগণের মতে ঘোড়ার গোশ্ত মাকরূহ তাহরিমী।

আবূ আওফা (রা)-কে জিজ্ঞাস করলাম, তিনি কি তা চূড়ান্তভাবে হারাম করেছেন? রাবী বলেন, আপনি আমাদের জানিয়ে দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ তা কি বিষ্ঠা খাওয়ার কারণে হারাম করেছেন ?

٣١٩٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِى الْحَسَنُ بْنُ جَابِرٍ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ الْكِنْدِىِّ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَرَّمَ اَشْيَاءَ حَتّٰى ذَكَرَ الْحُمُرَ الْاِنْسِيَّةَ–

৩১৯৩ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শাইবা (র)...... মিকদাম ইব্‌ন মা'দীকারাব কিন্দী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কতগুলো জিনিস হারাম ঘোষণা করেন, তার মধ্যে গৃহপালিত গাধার কথাও উল্লেখ করেন।

٣١٩٤ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِىِّ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنُ عَازِبٍ ، قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تُلْقِىَ لُحُوْمَ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ نِيْئَةً وَنَضِيْجَةً ، ثُمَّ لَمْ يَاْمُرْنَا بِهِ بَعْدُ–

৩১৯৪ সুওয়াইদ ইব্‌ন সাঈদ (র)..... বারাআ ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে গৃহপালিত গাধার কাঁচা গোশ্‌ত ও রান্না করা গোশ্‌ত সব ফেলে দেয়ার নির্দেশ দেন। পরবর্তী কালে তিনি আর তা (খাওয়ার) হুকুম দেননি।

٣١٩٥ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنُ كَاسِبٍ ثَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ عُبَيْدٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنُ الْاَكْوَعِ، قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ غَزْوَةَ خَيْبَرَ فَاَمْسَى النَّاسُ قَدْ اَوْقَدُوا النِّيْرَانَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ عَلَامَ تُوْقِدُوْنَ ؟ قَالُوْا عَلِىُّ لُحُوْمُ الْحُمُرِ الْاَنْسِيَةُ فَقَالَ اَهْرِيْقُوْا مَا فِيْهَا وَاكْسِرُوْهَا فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ اَوْ نَهْرِيْقُ مَا فِيْهَا وَتَغْسِلُهَا ؟ فَقَالَ النَّبِىِّ ﷺ اَوْ ذَاكَ–

৩১৯৫ ইয়াকূব ইব্‌ন হুমাইদ ইব্‌ন কাসির (র)...... সালামা ইব্‌ন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে খায়বারের যুদ্ধ করেছি। সন্ধ্যা হলে লোকেরা চুলায় আগুন ধরালো। তখন নবী ﷺ জিজ্ঞাস করলেন : তোমরা কী রান্না করছ ? তারা বল্লেন, গৃহপালিত গাধার গোশ্‌ত। তিনি বললেন : হাঁড়ীতে যা কিছু আছে তা ফেলে দাও এবং হাঁড়িগুলো ভেংগে ফেল। দলের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলল, হাঁড়ির মধ্যে যা আছে আমরা কি তা ফেলে দিয়ে হাঁড়ী ধুয়ে নিতে পারি? তখন নবী ﷺ বললেন : আচ্ছা তাই কর।

٣١٩٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ مُنَادِى النَّبِىِّ ﷺ نَادٰى اَنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ فَاِنَّهَا رِجْسٌ-

৩১৯৬ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ -এর আহবানকারী ঘোষণা করলেন- নিশ্চিত আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমাদেরকে গৃহপালিত গাধার গোশ্‌ত খেতে নিষেধ করেছেন। কারণ তা নাপাক।

١٤. بَابُ لُحُوْمِ الْبِغَالِ

অনুচ্ছেদ : খচ্চরের গোশ্‌ত

٣١٩٧ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ثَنَا الثَّوْرِىْ وَمُعْمَرٍ جَمِيْعًا عَنْ عَبْدُ الْكَرِيْمِ الْجَزْرِىِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِبْنَ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا نَاكُلُ لُحُوْمُ الْخَيْلِ قُلْتُ فَالْبِغَالِ قَالَا، لَا.

৩১৯৭ আমর ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র)...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ঘোড়ার গোশ্‌ত আহার করতাম। (রাবী আতা বলেন) আমি বললাম, খচ্চরের গোশ্‌ত? তিনি বললেন, না।

٣١٩٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفّٰى ثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِىْ ثَوْرُ بْنُ يَزِيْدُ، عَنْ صَالِحِ بْنُ يَحْيٰى بْنُ الْمِقْدَامِ ابْنُ مَعْدِيْكَرِبَ عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَنْ خَالِدِ ابْنُ الْوَلِيْدُ، قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ لُحُوْمِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيْرِ-

৩১৯৮ মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসাফ্‌ফা (র)...... খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোড়ার গোশ্‌ত, খচ্চরের গোশ্‌ত ও গাধার গোশ্‌ত খেতে নিষেধ করেছেন।

١٥. بَابُ ذَكَاةِ الْجَنِيْنِ ذَكَاةُ اُمِّهِ

অনুচ্ছেদ : পেটের বাচ্চার জন্য তার মায়ের যবাহ-ই যথেষ্ট

٣١٩٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، وَاَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْرَمُ .

وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ اَبِى الْوَدَّاكِ ، عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ ، قَالَ سَاَلْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْجُنَيْنِ فَقَالَ كُلُوْهُ اِنْ شِئْتُمْ فَاِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ اُمِّهِ-

قَالَ اَبُوْ عَبْدُاللّٰهِ سَمِعْتُ الْكُوْسَعَ اِسْحَاقَ ابْنَ مَنْصُوْرٍ يَقُوْلُ فِىْ قَوْلِهِمْ فِى الذَّكَاةِ لاَ يُقْضَوْبِهَا مَذِمَّةٍ قَالَ مَذِمَّةٌ بِكَسْرِ الذَّالِ مِنَ الذِّمَامِ وَبِفَتْحِ الذَّالِ مِنَ الذَّمِ-"

৩১৯৯ আবূ কুরাইব (র)...... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট গর্ভবতী পশুর পেটের বাচ্চা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : তোমরা ইচ্ছা করলে তা খেতে পার। কেননা তার মায়ের যবাহ তার যবাহ্-এর জন্য যথেষ্ট।[১]

---

১. গর্ভবতী পশু যবাহ করা হাদীসে নিষেধ আছে। কিন্তু অজান্তে অথবা অসতর্কতা বশত তা যবাহ করা হলে এবং তার পেট থেকে পূর্ণাংগ বাচ্চা বের হলে- এই বাচ্চার গোশ্‌ত খাওয়ায় কোন দোষ নেই। বাচ্চা জীবন্ত বের হলে সকল বিশেষজ্ঞের মতেই তা যবাহ করতে হবে। একক্ষেত্রে তার মায়ের যবাহ তার জন্য যথেষ্ট হবে না। বাচ্চা পূর্ণাংগ না হলে তা ফেলে দেবে। ইমাম মালিকেরও এই মত। কিন্তু ইমাম আযম আবূ হানীফা ও যুফারের মতে, পেট থেকে বাচ্চা মৃত বের হলে তা খাওয়া যাবে না। ইমাম আহ্‌মাদ ও শাফিঈর মতে অপূর্ণাংগ বাচ্চা হলেও তার গোশ্‌ত খাওয়া যাবে।
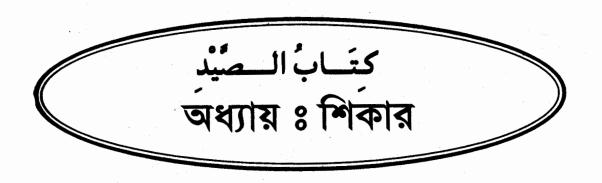
كِتَابُ الصَّيْدِ
অধ্যায় ঃ শিকার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٢٨. كِتَابُ الصَّيْدِ

অধ্যায় ঃ শিকার

١. بَابُ قَتْلِ الْكِلاَبِ إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْزَرْعٍ

অনুচ্ছেদ : শিকারী কুকুর ও ক্ষেত পাহারার কুকুর ব্যতীত অন্যান্য কুকুর হত্যা করা

٣٢٠٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا شَبَابَةُ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى التَّيَاحِ، قَالَ سَمِعْتُ مَطْرِفًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ مُغَفَّلٍ، اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ ثُمَّ قَالَ مَالَهُمْ وَلِلْكِلاَبِ ؟ ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ فِىْ كَلْبِ الصَّيْدِ-"

৩২০০ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শাইবা (র)...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কুকুর হত্যা করার নির্দেশ দেন। তিনি এরপর বলেন : লোকদের কুকুরের কি প্রয়োজন ? অতঃপর তিনি তাদের শিকারী কুকুর রাখার অনুমতি দেন।

٣٢٠١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ عُمَرَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ، قَالاَ ثَنَا شُعْبَةَ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ مَطْرَفًا عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ مُغَفَّلٍ، اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ قَقْلُ الْكَلاَبِ ثُمَّ قَالَ مَالَهُمْ وَلِلْكِلاَبِ ؟ ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ فِىْ كَلْبِ الزَّرْعِ وَكَلْبِ الْعِيْنِ-

قَالَ بِنْدَارُ. الْعِيْنُ حِيْطَانُ الْمَدِيْنَه-

৩২০১ মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)...... আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কুকুর হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন। অতঃপর বলেন : লোকদের কুকুরের কি প্রয়োজন ? এরপর তিনি তাদের কৃষিক্ষেত ও বাগান পাহারায় নিয়োজিত কুকুর পোষার অনুমতি দেন। বিনদার (র) বলেন, আল-ঈন (العين) হলো মদীনার বাগানসমূহ।

٣٢٠٢ حَدَّثَنَا سُوَيْدُبْنُ سَعِيْدٍ اَنْبَاَنَامَالِكُ ابْنُ اَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ. اَمَرَرَسُوْلُ اللّٰهُ ﷺ وبِقَتْلِ الْكِلاَبِ-

৩২০২ সুওয়াইদ ইব্ন সাঈদ (র)......ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুকুর হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন।

٣٢٠٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ طَاهِرٍ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَافِعًا صَوْتَهُ ، يَاْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ وَكَانَتِ الْكِلاَبُ تُقْتَلُ اِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ اَوْ مَاشِيَةٍ-

৩২০৩ আবূ তাহির (র)...... সালিম সূত্রে তাঁর পিতার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে উচ্চ কণ্ঠে কুকুর হত্যার নির্দেশ দিতে শুনেছি। কুকুর হত্যা করা হত (তাঁর যুগে), কিন্তু শিকারী কুকুর অথবা পশুপাল পাহারায় নিয়োজিত কুকুর ব্যতীত।

٢. بَابُ النَّهْىِ عَنْ اِقْتِنَاءِ الْكَلْبِ إلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ أوْحَرْثٍ أوْمَاشِيَةٍ

অনুচ্ছেদ : শিকারী কুকুর এবং কৃষিক্ষেত ও পশুপাল পাহারায় নিয়োজিত কুকুর ব্যতীত অন্যান্য কুকুর পোষা নিষিদ্ধ

٣٢٠٤ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيْدُ ابْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْاَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِى بْنُ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا فَاِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطُ اِلاَّ كَلْبُ حَرْثٍ اَوْمَا شِيَةً-

৩২০৪ হিশাম ইব্ন আম্মার (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কৃষিক্ষেত অথবা পশুপাল পাহারায় রত কুকুর ব্যতীত অন্যান্য কুকুর পোষে সে তার সৎকর্ম থেকে প্রত্যহ একটি কীরাত পরিমাণ হ্রাস করে।

٣٢٠٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِى شِهَابٍ حَدَّثَنِى يُوْنُسَ ابْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ

اللّٰهِ ﷺ لَوْلاَ اَنَّ الْكِلاَبَ اُمَّةٌ مِنَ الْاُمَمِ ، لاَمَرْتُ بِقَتْلِهَا فَاقْتُلُوْا مِنْهَا الْاَسْوَدَ الْبَهِيْمَ وَمَا مِنْ قَوْمٍ اتَّخَذُوْا كَلْبًا اِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ اَوْ كَلْبُ صَيْدٍ اَوْ كَلْبَ حَرْثٍ اِلاَّ نَقَصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ ، كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطَانِ –

৩২০৫ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শাইবা (র)...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কুকুর যদি আল্লাহ্‌র সৃষ্ট প্রজাতিগুলোর মধ্যে একটি প্রজাতি না হত তবে আমি তা নির্মূল করার নির্দেশ দিতাম। অতঃএব তোমরা এর মধ্যে কালো কুকুর হত্যা কর। যে সম্প্রদায় পশুপাল পাহারায় নিয়োজিত কুকুর, শিকারী কুকুর ও কৃষি খামার পাহারায় রত কুকুর ব্যতীত অন্য কুকুর পোষে- তাদের সৎকর্মের সাওয়াব থেকে প্রতিদিন দুই কীরাত করে হ্রাস পায়।

٣٢٠٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا خَالِدُ ابْنُ مَخْلَدٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنِ السَّائِبِ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ سُفْيَانُ ابْنُ اَبِىْ زُهَيْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ ؟ قَالَ اِىْ وَرَبِّ هٰذَا الْمَسْجِدِ !

৩২০৬ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শাইবা (র)...... সুফইয়ান ইব্‌ন আবূ যুহাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি কুকুর পোষে এবং তা তার কৃষিক্ষেত বা মেষপাল পাহারায় প্রয়োজন হয় না- তার আমল থেকে প্রতিদিন এক কীরাত পরিমাণ হ্রাস পায়। সুফ্‌ইয়ান (রা)-কে জিজ্ঞাস করা হল, আপনি কি সরাসরি নবী ﷺ থেকে শুনেছেন? তিনি বলেন, হাঁ-এই মসজিদের প্রতিপালকের শপথ।

٣. بَابُ صَيْدِ الْكَلْبِ

অনুচ্ছেদ : কুকুর কর্তৃক ধৃত শিকার

٣٢٠٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى ثَنَا الضَّحَّاكَ ابْنُ مَخْلَدٍ ثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ حَدَّثَنِىْ رَبِيْعَةَ ابْنُ يَزِيْدُ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِىُّ عَنْ اَبِىْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِىْ ، قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! اَنَا بِاَرْضِ اَهْلِ كِتَابِ ، تَاْكُلْ فِىْ اٰنِيَتِهِمْ وَبِاَرْضِ صَيْدٍ اَصِيْدُ بِقَوْسِىْ وَاَصِيْدُ بِكَلْبِىَ الْمُعَلَّمُ وَاُصِيْدُ بِكَلْبِى الَّذِىْ لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّا مَاذَكَرْتَ اَنَّكُمْ فِىْ اَرْضِ اَهْلِ كِتَابٍ ، فَلاَ تَاْكُلُوْا فِىْ اٰنِيَتِهِمْ اِلاَّ اَنْ لاَتَجِدُوْا مِنْهَا بُدًّا فَاِنْ لَمْ تَجِدُوْامِنْهَا بُدًّا فَاغْسِلُوْهَا وَكُلُوْا فِيْهَا وَاَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ اَمْرِ الصَّيْدِ ، فَمَا اَصَبْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرُ

اسْمَ اللّٰهِ وَكُلْ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرْ اسْمَ اللّٰهِ وَكُلْ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِىْ لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ ، فَادْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ-

৩২০৭ মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না (র)...... আবূ সা'লাবা খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম-ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আহ্‌লে কিতাব (ইহূদী-খ্রিস্টান)-দের এলাকায় বসবাস করি। আমরা তাদের পাত্রে আহার করে থাকি। এখানে প্রচুর শিকার পাওয়া যায়। আমি তা আমার ধনুক ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর দিয়ে শিকার করে থাকি এবং প্রশিক্ষণহীন কুকুরের সাহায্যেও শিক্ষার করে থাকি। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি যে বলেছ, তোমরা আহ্‌লে কিতাবদের এলাকায় বসবাস করছ, তাদের পাত্রে আহার করবে না। যদি একান্ত বাধ্য হও (অন্য পাত্র না পাত) তবে স্বতন্ত্র কথা। যদি তোমরা এ ছাড়া কোন পত্র না পাও তবে তা ধৌত করার পর এতে আহার করবে। আর শিকার সম্পর্কে তুমি যা উল্লেখ করেছ, সে ক্ষেত্রে তুমি তোমার ধনুকের সাহায্যে যা শিকার কর তার উপর আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করবে এবং খাবে। আর তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের সাহায্যে যে শিকার ধর তাতে আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করবে এবং খাবে। আর তুমি প্রশিক্ষণ বর্জিত কুকুরের সাহায্যে যে শিকার ধর তা যবাহ করতে পারলে খাবে।

٣٢٠٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ثَنَا بَيَانُ بْنُ بِشْرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ اَنَا قَوْمٌ لِصَيْدٍ بِهٰذِهِ الْكِلاَبِ قَالَ اِذَا اَرْسَلْتَ كِلاَبَكَ الْمُعَلِّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا ، فَكُلْ مَا اَمْسَكْنَ عَلَيْكَ اِنْ قَتَلْنَ اِلاَّ اَنْ يَاْكُلَ الْكَلْبُ فَاِنْ اَكَلَ الْكَلْبُ فَلاَ تَاْكُلْ فَاِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يَكُوْنَ اِنَّمَا اَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَاِنْ خَالَطَهَا كِلاَبٌ اُخَرُ، فَلاَ تَاْكُلْ-

قَالَ ابْنُ مَاجَةَ سَمِعْتُهُ يَعْنِىْ عَلِيَّ بْنَ الْمُنْذِرِ يَقُوْلُ حَجَجْتُ ثَمَانِيَةً وَخَمْسِيْنَ حِجَّةً اَكْثَرُهَا رَاجِلٌ-"

৩২০৮ আলী ইব্‌ন মুনযির (র) .. আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট জিজ্ঞাস করে বললাম, আমরা এমন সম্প্রদায় যারা এই কুকুরের সাহায্যে শিকার ধরে থাকি। তিনি বলেন, তুমি যখন তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে (শিকারের উদ্দেশ্যে, প্রেরণ করবে তখন সে তোমার জন্য যা শিকার করে তা খাবে তা সে হত্যা করে ফেললেও। কিন্তু (তা থেকে) কুকুর ভক্ষণ করলে তা স্বতন্ত্র কথা। যদি কুকুর (তা থেকে) খেয়ে থাকে তবে তুমি তা ভক্ষণ করবে না। কারণ আমার আশংকা হচ্ছে, সে তা নিজের জন্য শিকার করেছে। আর তার সাথে অন্য কুকুর থাকলে তুমি তা খাবে না।

ইব্‌ন মাজা (র) বলেন, আমি আলী মুনযিরকে বলতে শুনেছি, আমি আটান্নবার হজ্জ করেছি-এর অধিকাংশ পদব্রজে।

٤. بَابُ صَيْدِ كَلْبِ الْمَجُوسِ وَالْكَلْبِ الأَسْوَدِ الْبَهِيمِ

অনুচ্ছেদ : অগ্নি উপাসকদের কুকুর ও কালো কুকুরের শিকার

٣٢٠٩ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ اَرْطَاةَ عَنِ الْقَاسِمِ ابْنُ اَبِى بَزَّةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، قَالَ نُهِينَا عَنْ صَيْدٍ كَلْبِهِمْ وَطَائِرِهِمْ يَعْنِى الْمَجُوْسَ-

৩২০৯ আম্‌র ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র)...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমাদেরকে অগ্নি উপাসকদের কুকুর ও পাখির ধৃত শিকার খেতে নিষেধ করা হয়েছে।

٣٢١٠ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنُ الْمُغِيْرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِى ذَرٍّ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْكَلْبِ الْاَسْوَدِ الْبَهِيمِ فَقَالَ شَيْطَانٌ -"

৩২১০ আমর ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র)...... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট কালো কুকুর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলেন, তা শয়তান।

٥. بَابُ صَيْدِ الْقَوْسِ

অনুচ্ছেদ : ধনুকের শিকার

٣٢١١ حَدَّثَنَا اَبُوْ عُمَيْرٍ عِيْسَى بْنُ مُحَمَّدِ النَّحَّاسِ ، وَعِيْسَى بْنِ يُوْنُسَ الرَّمْلِيُّ ، قَالاَ ثَنَا ضَمْرَةَ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنْ سَعِيْدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ اَبِى ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيْ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ كُلُّ مَارَدَتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ-"

৩২১১ আবূ উমাইর, ঈসা ইব্‌ন মুহাম্মদ নাহ্‌হাস ও ঈসা ইব্‌ন ইউনুস রমলী (র)...... আবূ সা'লাবা খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : তোমার ধনুকের সাহায্যে ধৃত শিকার খাও।

٣٢١٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ثَنَا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَدِيِّ ابْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّا قَوْمٌ نَرْمِى قَالَ اِذَا رَمَيْتَ وَخَزَقْتَ ، فَكُلْ مَا خَزَقْتَ–

৩২১২ আলী ইব্ন মুনযির (র)...... আদী ইব্ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম-ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তীরন্দাজ লোক। তিনি বললেন : তুমি যখন তীর নিক্ষেপ কর এবং তা বিদ্ধ হয় তা খাও, যা তুমি বিদ্ধ করেছ।

٦. بَابُ الصَّيْدِ يَغِيْبُ لَيْلَةً

অনুচ্ছেদ : এক রাত অতিবাহিত হওয়ার পর শিকারকৃত প্রাণী পাওয়া গেলে

٣٢١٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَدِيِّ ابْنِ حَاتِمٍ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَرْمِى الصَّيْدَ فَيَغِيْبُ عَنِّى لَيْلَةً ؟ قَالَ اِذَا وَجَدْتَ فِيْهِ سَهْمَكَ ، وَلَمْ تَجِدْ فِيْهِ غَيْرَهُ، فَكُلْهُ–

৩২১৩ মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আদী ইব্ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি শিকারের প্রতি তীর নিক্ষেপ করি, অতঃপর তা একরাত পর্যন্ত নিখোঁজ থাকে। তিনি বল্লেন : তুমি যখন শিকারের সাথে তোমার তীর পাবে এবং অন্য কিছু পাবে না তখন তা খাবে।

٧. بَابُ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ

অনুচ্ছেদ : পালক ও সূক্ষ্মাগ্রবিহীন তীরের শিকার

٣٢١٤ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ثَنَا وَكِيْعٌ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذَرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالاَ ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ اَبِى زَائِدَةٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الصَّيْدِ بِالْمِعْرَاضِ قَالَ مَا اَصَبْتَ بِحَدِّهِ ، فَكُلْ وَمَا اَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيْذٌ–

৩২১৪ আম্র ইব্ন আবদুল্লাহ (র)...... আদী ইব্ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট পালক ও সূক্ষ্মাগ্রবিহীন তীরের শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন: তীরের অগ্রভাগের আঘাতে যে শিকার পাও তা খাও, আর তীরের পার্শ্বদেশের আঘাতে যে শিকার পাও তা মৃত (খাওয়া যাবে না)।

৩২১৫ حَدَّثَنَا عُمَرُو بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ، عَنْ هَمَّامٍ ابْنُ الْحرِثِ النَّخْعِى، عَنْ عَدِيِّ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمِعْرَاضِ ؟ فَقَالَ لاَ تَأْكُلُ اِلاَّ اَنْ يَخْزِقٍ-

৩২১৫ আমর ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র)...... আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট তীর বা লাঠির পার্শদেশের আঘাতে ধৃত শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : তার শিকার খেও না, কিন্তু যদি তা শিকারের দেহ ভেদ করে (তবে খাবে)।

৮. بَابُ مَاقَطَعَ مِنَ الْبَهِيْمَةِ وَهِىَ حَيَّةٌ

অনুচ্ছেদ : জীবিত প্রাণীর দেহের অংশবিশেষ কর্তন করলে তা মৃত হিসাবে গণ্য

৩২১৬ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنُ كَاسِبٍ ثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيْسٰى عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيْمَةِ وَهِىَ حَيَّةٌ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَهُوَ مَيْتَةٌ-

৩২১৬ ইয়াকূব ইব্‌ন হুমাইদ ইব্‌ন কাসির (র)......ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন: জীবিত প্রাণীর দেহের যে অংশ কেটে বিচ্ছিন্ন করা হবে, তা মৃত হিসাবে গণ্য।

৩২১৭ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ عَيَّاشٍ ثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ الْهُذَلِّىُّ عَنْ شَهْرِ بْنُ حَوْشَبٍ عَنْ تَمِيْمِ الدَّارِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَكُوْنُ فِىْ اٰخِرَ الزَّمَانِ قَوْمٌ يُجُبُّوْنَ اَسْنِمَةَ الْاِبِلِ، وَيَقْطَعُوْنَ اَذْنَابَ الْغَنَمِ اِلاَّ فَمَا قَطَعَ مِنْ حَيٍّ، فَهُوَ مَيِّتٌ-

৩১১৭ হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র)...... তামীম দারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শেষ যুগে এমন একদল লোকের আবির্ভাব হবে, যারা উটের কুঁজ এবং মেষের লেজের (প্রান্ত ভাগের চর্বিযুক্ত মোটা) অংশ কেটে বিচ্ছিন্ন করবে (খাওয়ার উদ্দেশ্যে)। সাবধান! জীবন্ত প্রাণীর যে অংশ কেটে বিচ্ছিন্ন করা হবে, তা মৃত হিসাবে গণ্য (তা খাওয়া নিষিদ্ধ)।

৯. بَابُ صَيْدِ الْحِيْتَانِ وَالْجَرَادِ

অনুচ্ছেদ : মাছ ও টিডিড শিকার

৩২১৮ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُصْعَبٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنُ ابْنُ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ الْحُوْتُ وَالْجَرَادُ-

৩২১৮ আবূ মুস'আব (র)...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমাদের জন্য দুইটি মৃত জীব হালাল করা হয়েছে- মাছ ও টিড্ডি (এক প্রকারের বড় জাতের ফড়িং)।

٣٢١٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَنَصْرُ ابْنُ عَلِيٍّ قَالاَ ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيٰى بْنُ عَمَّارَةٍ ثَنَا اَبُوْ الْعَوَّامِ عَنْ اَبِى عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْجَرَادِ ؟ فَقَالَ اَكْثَرُ جُنُوْدُ اللّٰهِ لاَ اٰكُلُهُ وَلاَ اُحَرِّمُهُ-

৩২১৯ আবূ বিশ্‌র বকর ইব্‌ন খালাফ ও নাসর ইব্‌ন আলী (র)...... সালমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট টিড্ডি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বলেন : আল্লাহ তা'আলার বিরাট বাহিনী। আমি তা খাইও না এবং হারামও করি না।

٣٢٢٠ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ ثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ (سَعْدٍ) الْبَقَّالِ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كُنَّ اَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ يَتَهَادَيْنَ الْجَرَادَ عَلَى الْاَطْبَاقِ -

৩২২০ আহ্‌মাদ ইব্‌ন মানী (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর স্ত্রীগণ থরেথরে সাজিয়ে টিড্ডি উপঢৌকন পাঠাতেন।

٣٢٢١ حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْحَمَّالُ ثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنُ عَلاَثَةَ عَنْ مُوْسٰى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ ، عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ وَاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا دَعَا عَلَى الْجَرَادِ ، قَالَ اللّٰهُمَّ اَهْلِكْ كِبَارَهُ وَاَقْبِلْ صِغَارَهُ وَاَفْسِدْ بَيْضَهُ وَاقْطَعْ دَابِرَهُ وَخُذْ بِاَفْوَاهِهَا عَنْ مَعَايِشِنَا وَاَرْزَاقِنَا اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ" فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلُ اللّٰهِ ! كَيْفَ تَدْعُوْ عَلَى جُنْدٍ مِنْ اَجْنَادِ اللّٰهِ بِقَطْعِ دَابِرِهِ ؟ قَالَ اِنَّ الْجَرَادَ كَثْرَةُ الْحُوْتِ فِى الْبَحْرِ-

قَالَ هَاشِمُ : قَالَ زِيَادُ : فَحَدَّثَنِى مَنْ رَاَى الْحُوْتَ يَنْثُرُهُ-

৩২২১ হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ হাম্মাল (র)...... জাবির ও আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ যখন টিড্ডির ব্যাপারে বদদোয়া করতেন, তখন বলতেন : "হে আল্লাহ! বড় টিড্ডিগুলো ধ্বংস কর, ছোটগুলো হত্যা কর, এর ডিমগুলো নষ্ট কর, তার মূলোৎপাটন কর এবং তার মুখ বন্ধ করে দাও আমাদের কৃষিজ উৎপাদন থেকে (যাতে সে তা নষ্ট করতে না পারে) এবং আমাদের জীবিকা থেকে। আপনিই তো

দোয়া শ্রবণকারী।" তখন এক ব্যক্তি বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্র একদল সৈনিকের মুলোৎপাটনের জন্য আপনি কিরূপে বদদোয়া করলেন? তিনি বললেন : সমুদ্রে মাছের হাঁচি থেকে টিডিড নির্গত হয়।

হাশিম (র) বলেন, যিয়াদ (র) বলেছেন, এমন এক ব্যক্তি আমাদের এ বলেছেন, যিনি মাছকে হাঁচি দিয়ে টিডিড নির্গত করতে দেখেছেন।

٣٢٢٢ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِى الْمُهَزِّمِ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ حَجَّةٍ اَوْ عُمْرَةٍ فَاسْتَقْبَلْنَا رِجْلُ مِنْ جِرَادٍ، اَوْ ضَرْبُ مِنْ جَرَادٍ فَجَعَلْنَا نَضْرِبُهُنَّ بِاَسْوَاطِنَا وَنِعَالِنَا فَقَالَ النَّبِىِّ ﷺ كُلُوْهُ فَانَّهُ صَيْدُ الْبَحْرِ-

৩২২২ আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সাথে হজ্জ অথবা উমরার উদ্দেশ্যে বের হলাম। আমাদের সামনে একদল টিডিড অথবা এক প্রকারের টিডিড উপস্থিত হল। আমরা আমাদের চাবুক ও জুতা দিয়ে তা মারতে লাগলাম। তখন নবী ﷺ বললেন : তা খাও, কারণ তা সামুদ্রিক বা জলজ শিকার।

١٠. بَابُ مَا يُنْهٰى عَنْ قَتْلِهٖ

অনুচ্ছেদ : যে প্রাণী হত্যা করা নিষিদ্ধ

٣٢٢٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنُ ابْنُ عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالاَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرِ الْعَقَدِىُّ ثَنَا اِبْرَاهِيْمَ بْنُ الْفَضْلُ، عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ الصُّرَدِ وَالضِّفْدَعِ وَالنَّمْلَةِ وَالْهُدْهُدِ-

৩২২৩ মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার ও আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল ওহ্হাব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ চড়ুই পাখি, বেঙ, পিঁপড়া ও হুদহুদ পাখি হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।

٣٢٢٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَانَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ نَهٰى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ قَتْلِ اَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ النَّمْلَةِ وَالنَّحْلِ وَالْهُدْهُدُ وَالصُّرَدِ-

৩২২৪ মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ চার ধরনের প্রাণী হত্যা করতে নিষিদ্ধ করেছেন : পিঁপড়া, মৌমাছি, হুদহুদ পাখি ও চড়ুই পাখি।

٣٢٢٥ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنُ السَّرْحِ وَاَحْمَدُ ابْنُ عِيْسٰى الْمَصْرِيَّانِ ، قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَاَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَنَّ نَبِيًّا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ قَرَصَتْهُ نَمْلَةٌ فَاَمَرُ بِقَرِيَّةِ النَّمْلُ فَاَحْرَقَتْ فَاَوْحَى اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِلَيْهِ فِى اَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ، اَهْلَكْتَ اُمَّةً مِنَ الْاُمَمِ تُسَبِّحُ؟-

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ عَنْ يُوْنُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِاِسْنَادِهِ ، نَحْوَهُ وَقَالَ قَرَصَتْ-

৩২২৫ আহ্মাদ ইব্ন আম্র, ইব্ন সুরহ ও আহমাদ ইব্ন ঈসা মিস্রী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবীগণের মধ্যে কোন এক নবীকে একিট পিপিলিকা দংশন করলো। তিনি পিপিলিকাদের জনপদ সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন এবং তদনুযায়ী তা জ্বালিয়ে দেয়া হল। এজন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি ওহী প্রেরণ করেন : একটি পিপিলিকায় তোমাকে দংশন করেছে, আর তুমি তাদের গোটা জাতিকে ধ্বংস করলে- যারা আল্লাহ্র গুণগান করত!

মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... ইব্ন শিহাব থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١١. بَابُ النَّهِىْ عَنِ الْخَذْفِ

অনুচ্ছেদ : কাঁকর নিক্ষেপ নিষিদ্ধ

٣٢٢٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ عَلَيَّةَ عَنْ اَيُّوْبَ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، اَنَّ قَرِيْبًا لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنُ مُغَفَّلٍ خَذَفَ فَنَهَاهُ وَقَالَ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ اِنَّهَا لاَ تَصِيْدُ صَيْدًا وَلاَ تَنْكَاعَدُوًّا وَلٰكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَا الْعَيْنِ قَالَ ، فَعَادَ فَقَالَ اُحَدِّثُكَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنْهُ ثُمَّ عُدْتَ ؟ لاَ اُكَلِّمُكَ اَبَدًا-

৩২২৬ আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শাইবা (র)...... সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রা)-র এক নিকটাত্মীয় কাঁকর নিক্ষেপ করলে তিনি তাকে নিষেধ করলেন এবং বললেন, নবী ﷺ কাঁকর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন: "তার সাহায্যে শিকারও ধরা যায় না,

শত্রুকেও আঘাত হানা যায় না, কিন্তু তা দাঁত ভাংগে ও চোখ নষ্ট করে।" রাবী বলেন, সে পুনরায় কাঁকর নিক্ষেপ করলে তিনি বললেন, আমি তোমাকে হাদীস শুনাচ্ছি যে, নবী ﷺ তা নিষিদ্ধ করেছেন, আর তুমি আবারও তাই করলে? আমি আর কখনও তোমার সাথে কথা বলব না।

৩২২৭ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةُ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنُ صِهْبَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، قَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنِ الْخَذَفِ ، وَقَالَ اَنَّهَا لاَ تَقْتُلُ الصَّيْدَ وَلاَ تَنْكِى الْعَدُوَّ وَلٰكِنَّهَا تُفْقَا الْعَيْنَ وَتَكْسِرُ السِّنَّ-

৩২২৭ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শাইবা (র)...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ কাঁকর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন : তা শিকার ও হত্যা করতে পারে না, শত্রুকেও আঘাত করতে পারে না, কিন্তু তা চোখ নষ্ট করে এবং দাঁত ভেঙে দেয়।

١٢. بَابُ قَتْلِ الْوَزْغِ

অনুচ্ছেদ : গিরগিটি হত্যা

৩২২৮ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ اُمِّ شَرِيْكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمَرَهَا بِقَتْلِ الْاَوْزَاغِ-

৩২২৮ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শাইবা (র)...... উম্মে শারীক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাঁকে গিরগিটি হত্যার নির্দেশ দেন।

৩২২৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِىْ الشَّوَارِبِ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَتَلَ وَزَغًا فِىْ اَوَّلِ ضَرْبَةٍ ، فَلَهُ كَذَا حَسَنَةٌ وَمَنْ قَتَلَهَا فِى الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا (اَدْنٰى مِنَ الْاُوْلٰى) وَمَنْ قَتَلَهَا فِىْ الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ ، فَلَهُ كَذَا حَسَنَةٌ (اَدْنٰى مِنَ الَّذِىْ ذَكَرَهُ فِىْ الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ)

৩২২৯ মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন আবূ শাওয়ারিব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : যে ব্যক্তি প্রথম আঘাতে গিরগিটি হত্যা করতে পারবে, তার জন্য এত এত পরিমাণ পূণ্য রয়েছে। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় আঘাতে তা হত্যা করতে পারবে তার জন্য এই এই পরিমাণ পূণ্য রয়েছে, (কিন্তু প্রথম আগাতের তুলনায় কম)। আর যে ব্যক্তি তৃতীয় আঘাতে তা হত্যা করতে পারবে, তার জন্য এই এই পরিমাণ পূণ্য রয়েছে, (কিন্তু দ্বিতীয় আঘাতের তুলনায় কম)।

٣٢٣٠ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنُ السَّرْحِ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى يُوْنُس عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِلْوَزَغِ الْفُوَيْسِقَةُ-

৩২৩০ আহ্মাদ ইব্ন আম্র ইব্ন সারহ (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গিরগিটি সম্পর্কে বলেন, ক্ষতিকর প্রাণী।

٣٢٣١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا يُوْنُسُ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جُرَيْرِ بْنُ حَازِمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَائِبَةَ مَوْلاَةِ الْفَاكِهِ بْنُ الْمُغِيْرَةِ ، اَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَرَاَتْ فِى بَيْتِهَا رُمْحًا مَوْضُوْعًا فَقَالَتْ يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اِمَا تَصْنَعِيْنَ بِهٰذَا ؟ قَالَتْ نَقْتُلُ بِهِ هٰذِهِ الْاَوْزَاغِ فَاِنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ اَخْبَرَنَا اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ لَمَّا اُلْقِىَ فِى النَّارِ لَمْ تَكُنْ فِى الْاَرْضِ دَابَّةٌ اِلاَّ اَطْفَاتِ النَّارِ غَيْرِ الْوَزَغُ فَاِنَّهَا كَانَتْ تَنْفُخُ عَلَيْهِ فَاَمَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِقَتْلِهِ-

৩২৩১ আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শাইবা (র)...... ফাকিহ ইব্ন মুগীরার মুক্তদাসী সাইবা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি আয়েশা (রা)-র নিকট প্রবেশ করে তাঁর ঘরে একটি রক্ষিত বর্শা দেখতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞাস করেন, হে উম্মুল মু'মিনীন! আপনার এটা দিয়ে কি করেন ? তিনি বললেন : আমরা এই বর্শা দিয়ে এসব গিরগিটি হত্যা করি। কারণ আল্লাহ্র নবী ﷺ আমাদের অবহিত করেছেন যে, ইব্রাহীম (আ)-কে যখন অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হলো, তখন পৃথিবীর বুকে এমন কোন প্রাণী ছিল না, যা আগুন নিভাতে চেষ্টা করেনি, গিরগিটি ব্যতীত। সে বরং আগুন ফুঁদিচ্ছিল। তাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা হত্যার নির্দেশ দেন।

١٣. بَابُ اَكْلِ كُلِّ ذِيْنَابٍ مِنَ السِّبَاعِ

অনুচ্ছেদ : দাঁতযুক্ত হিংস্র প্রাণী ভক্ষণ করা

٣٢٣٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَانَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ

اَخْبَرَنِى اَبُوْ اِدْرِيْس عَنْ اَبِى ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنْ اَكْلِ كُلِّ ذِىْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ-

قَالَ الزُّهْرِىِّ وَلَمْ اَسْمَعْ بِهٰذَا حَتّٰى دَخَلْتُ الشَّامَ-

৩২৩২ মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাব্বাহ (র)...... আবূ সা'লাবা খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ দাঁতযুক্ত যে কোন হিংস্র জন্তু খেতে নিষেধ করেছেন। যুহ্‌রী (র) বলেন, আমি সিরিয়ায় পৌছার পূর্ব পর্যন্ত এ হাদীস শুনতে পাইনি।

٣٢٣٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ ابْنُ هِشَامٍ وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ وَاِسْحَاقُ ابْنُ مَنْصُوْرٍ، قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىِّ ، قَالاَ ثَنَا مَالِكُ ابْنُ اَنَسٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنُ اَبِىْ حَكِيْمٍ ، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنُ سُفْيَانَ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَكْلِ كُلِّ ذِىْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ-

৩২৩৩ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শাইবা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : দাঁতযুক্ত যে কোন হিংস্র জন্তু খাওয়া হারাম।

٣٢٣٤ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ سَعِيْدٍ ، عَنْ عَلِىُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنُ مِهْرَانٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ نَهٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ، عَنْ اَكْلِ كُلِّ ذِىْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ، وَعَنْ كُلُّ ذِىْ مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ-

৩২৩৪ বাক্‌র ইব্‌ন খালাফ (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বারের যুদ্ধের দিন দাঁতযুক্ত যে কোন হিংস্রজন্তু এবং নখরযুক্ত যে কোন শিকারী পাখি খেতে নিষেধ করেছেন।

١٤. بَابُ الذِّئْبِ وَالثَّعْلَبِ

অনুচ্ছেদ : নেকড়ে বাঘ ও খেঁকশিয়াল সম্পর্কে

٣٢٣٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ يَحْيٰى بْنُ وَاضِحٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ خُزَيْمَةَ بْنُ جُزْءٍ ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ! جِئْتُكَ لاَسْاَلُكَ عَنْ

اَحْنَاشِ الْاَرْضِ ، مَا تَقُوْلُ فِى الثَّعْلَبِ ؟ قَالَ وَمَنْ يَاْكُلُ الثَّعْلَبَ ؟ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! مَا تَقُوْلُ فِى الذِّئْبِ ؟ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَمَّا تَقُوْلُ فِى الذِّئْبِ ! قَالَ وَيَاْكُلُ الذِّئْبِ اَحَدُ فِيْهِ خَيْرٌ ؟

৩২৩৫ আবূ বাকর ইব্ন আবূ শাইবা (র)...... খুযাইমা ইব্ন জায্ই (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি বললাম- ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আপনার নিকট যমীনের কীট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য এসেছি। আপনি খেঁকশিয়াল সম্পর্কে কি বলেন ? তিনি পাল্টা প্রশ্ন করেন : কে খেঁকশিয়াল খায়? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি নেকড়ে বাঘ সম্পর্কে কি বলেন ? তিনি বললেন : যার মধ্যে কোন ভালো গুণ আছে, এরূপ কোন ব্যক্তি কি তা খেতে পারে?

١٥. بَابُ الضَّبُعِ

অনুচ্ছেদ : হায়েনা সম্পর্কে

٣٢٣٦ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رِجَاءِ الْمَكِّيِّ وَ عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنُ اُمَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنُ عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ اَبِىْ عَمَّارٍ (وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمٰنُ) قَالَ سَاَلْتُ جَابِرِبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الضَّبُعِ ، اَصَيْدُ هُوَ ؟ قَالَ : نَعَمْ قُلْتُ اُكُلُهَا ؟ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ اَشَىْءٌ سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ؟ قَالَ نَعَمْ-

৩২৩৬ হিশাম ইব্ন আম্মার ও মুহাম্মদ ইব্ন সাব্বাহ (র)...... আবদুর রহমান ইব্ন আবূ আম্মার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)-র নিকট হায়েনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম আমি কি তা শিকার করবো? তিনি বল্লেন, হাঁ। আমি বললাম, আমি কি তা খেতে পারি? তিনি বল্লেন, হাঁ। আমি বললাম, আপনি কি তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট শুনেছেন? তিনি বলেন, হাঁ।

٣٢٣٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيٰى ابْنُ وَاضِحُ ، عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ ابْنُ اَبِى الْمُخَارِقُ ، عَنْ حَبَّانُ بْنُ جُزْءٍ ، عَنْ خَزِيْمَةَ ابْنِ جَزْءٍ ، قَالَ قُلْتُ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِمَّا تَقُوْلُ فِى الضَّبُعِ ؟ قَالَ وَمَنْ يَاْكُلُ الضَّبُعَ ؟

৩২৩৭ আবূ বাকর ইব্ন আবূ শাইবা (র)...... খুযাইমা ইব্ন জায্ই (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম- ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হায়েনা সম্পর্কে আপনি কি বলেন? তিনি বললেন : কে হায়েনা খায়?

١٦. بَابُ الضَّبِّ

অনুচ্ছেদ : গুঁইসাপ

٣٢٣٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ يَزِيْدُ الْاَنْصَارِيِّ ، قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ . فَاَصَابَ النَّاسُ ضِبَابًا فَاَشْتَوَوْهَا فَاَكَلُوْا مِنْهَا فَاَصَبْتُ مِنْهَا ضَبًّا فَشَوَيْتُهُ ثُمَّ اَتَيْتُ بِهِ النَّبِىُّ ﷺ فَاَخَذَ جَرِيْدَةً فَجَعَلَ يَعْدُبِهَا اَصَابِعَهُ فَقَالَ اِنَّ اُمَّةً بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ مُسِخَتْ دَوَابَّ فِى الْاَرْضِ وَاِنِّىْ لاَ اَدْرِىْ لَعَلَّهَا هِىَ فَقُلْتُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ اَشْتَوَوْهَا فَاَكَلُوْهَا فَلَمْ يَاْكُلْ وَلَمْ يَنْهَ-

৩২৩৮ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শাইবা (র)...... সাবিত ইব্‌ন ইয়াযীদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সাথে ছিলাম। লোকেরা গুঁইসাপ ধরে তা ভাজি করে আহার করল। আমিও একটি গুঁইসাপ ধরে তা ভাজি করে নবী ﷺ-এর নিকট নিয়ে আসলাম। তিনি একটি লাকড়ি তুলে নিয়ে তা দিয়ে তার আংগুল গণনা করতে লাগলেন। অতঃপর তিনি বললেন : বনী ইসরাঈলের একটি দলের চেহারা বিকৃত হয়ে তারা যমীনের জন্তুতে পরিণত হয়। আমি জানি না, হয়ত এটাই সেই প্রাণী। আমি বললাম, লোকেরা তা ভুনা করে খেয়েছে। কিন্তু তিনি তা আহারও করেননি এবং আহার করতে নিষেধও করেননি।

٣٢٣٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ الْهَرَوِىُّ اِبْرَاهِيْمَ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ حَاتِمٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلَ ابْنُ عَلَيْهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنَ اَبِىْ عُرُوْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمْ يُحَرِّمُ الضَّبَّ وَلٰكِنْ قَذِرَهُ وَاِنَّهُ لِطَعَامِ عَاقَةَ الرِّعَاءِ وَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ وَلَوْ كَانَ عِنْدِىْ لاَكَلْتَهُ-

حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَلِيِّ ثَنَا سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ عُرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ عُمَرَ بْنَالْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ-

৩২৩৯ আবূ ইসহাক হারাবী ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন হাকিম (র) ... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ গুঁইসাপ হারাম করেননি, কিন্তু তা তিনি অপছন্দ করেছেন। এটা পশুপালের

রাখালদের খাদ্য। আল্লাহ তা'আলা এই প্রাণীর দ্বারা অনেককে উপকৃত করেন। তা আমার নিকট থাকলে অবশ্যই আমি তা আহার করতাম।

আবূ সালামা ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খালাফ (র)...... উমার ইব্ন খাত্তাব (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٣٢٤٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ دَاوُدُ بْنُ اَبِيْ هِنْدٍ، عَنْ اَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَادِيَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الصُّفَّةِ ، حِيْنَ انْصَرَفَ مِنَ الصَّلاَةِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَرْضَنَا اَرْضٌ مُضَبَّةٌ فَمَا تَرَى فِي الضُّبَّابِ قَالَ بَلَغَنِيْ اَنَّهُ اُمَّةٌ مُسِخَتْ فَلَمْ يَاْمُرْبِهِ ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ-

৩২৪০ আবূ কুরাইব (র)...... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সালাত আদায় শেষে ফিরছিলেন তখন আহলে সুফ্‌ফা থেকে এক ব্যক্তি তাঁকে ডেকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের এলাকায় প্রচুর গুঁইসাপ পাওয়া যায়। গুঁইসাপ সম্পর্কে আপনার কি অভিমত? তিনি বললেন : আমি জানতে পেরেছি যে, একটি সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণরূপে সৃষ্টিগত পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছে। অতএব তিনি তা খাওয়ার নির্দেশও দেননি এবং তা থেকে নিষেধও করেননি।

٣٢٤١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ الزُّبَيْرِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُبِيَ بِضَبٍّ مَشْوِيٍّ فَقُرِّبَ اِلَيْهِ ، فَاَهْوَى بِيَدِهِ لِيَاْكُلَ مِنْهُ فَقَالَ لَهُ مِنْ حَضَرَهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ فَرَفَعَ يَدَهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ خَالِدُ : يَا رَسُوْلُ اَحْرَامُ الضَّبِّ ؟ قَالَ لاَ وَلٰكِنْ لَمْ يَكُنْ بِاَرْضِى فَاَجِدُنِى اَعَافُهُ قَالَ فَاَهْوَى خَالِدٍ اِلَى الضَّبِّ ، فَاَكَلَ مِنْهُ ، وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْظُرُ اِلَيْهِ-

৩২৪১ মুহাম্মাদ ইব্ন মুসাফফা হিমসী (র)...... খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জন্য ভুনা গুঁইসাপ নিয়ে এসে, তা তাঁর সামনে পরিবেশন করা হলে তিনি তা খাওয়ার জন্য হাত বাড়ালেন। তাঁর নিকটে উপস্থিত এক ব্যক্তি বললো ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এটা গুঁইসাপের গোশ্‌ত। তিনি এ থেকে নিজের হাত তুলে নিলেন। খালিদ (রা) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! গুঁইসাপ কি হারাম? তিনি বললেন : না, কিন্তু তা আমার এলাকার প্রাণী নয়। তাই এটাতে আমার রুচি হয় না। খালিদ (রা) হাত বাড়িয়ে তা নিলেন এবং আহার করলেন, আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকিয়ে তা দেখলেন।

৩২৪২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى ثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ اُحَرِّمُ يَعْنِى الضَّبَّ-

৩২৪২ মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসাফ্‌ফা (র)...... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেন : আমি গুঁইসাপ হারাম বলি না।

١٧. بَابُ الأَرْنَبِ

অনুচ্ছেদ : খরগোশ প্রসংগে

৩২৪৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيَ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ مَرَرْنَا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَاَنْفَجْنَا اَرْنَبًا فَسَعَوْا عَلَيْهَا فَلَغِبُوْا فَسَعِيْتُ حَتّٰى اَدْرَكْتُهَا فَاَتَيْتُ بِهَا اَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا فَبَعَثَ بِعَجْزِهَا وَوَرِكِهَا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَبِلَهَا-"

৩২৪৩ মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা 'মাররায-যাহ্‌রান' অতিক্রমকালে একটি খরগোশকে উত্তেজিত করে বের করলাম। লোকরা তার পিছু ধাওয়া করে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। অতঃপর আমি তার পিছু ধাওয়া করে তা ধরে ফেললাম এবং তা নিয়ে আবূ তালহা (রা)-র নিকট এলাম। তিনি তা যবাহ করলেন, অতপর তার নিতম্ব ও উরু নবী ﷺ -এর নিকট পাঠালেন। তিনি তা গ্রহণ করলেন।

৩২৪৪ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ ابْنُ هَارُوْنَ اَنْبَانَا دَاوُدُبْنُ اَبِى هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ صَفْوَانٍ ، اَنَّهُ مَرَّ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ بِاَرْنَبَيْنِ مُعَلِّقُهُمَا فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى اَصَبْتُ هٰذَيْنِ الاَرْنَبَيْنِ ، فَلَمْ اَجِدُ حَدِيْدَةً اُذَكِّيْهِمَا بِهَا فَذَكَّيْتُهُمَا بِمَرْوَةٍ اَفَاكُلُ ؟ قَالَ كُلُّ-

৩২৪৪ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শাইবা (র)......মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাফওয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি দুইটি খরগোশ ঝুলিয়ে নিয়ে নবী ﷺ-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! আমি এই খরগোশ দুইটি ধরে ফেলেছি, কিন্তু এমন কোন লোহা (নির্মিত অস্ত্র) পেলাম না, যা দিয়ে সে দু'টি যবাহ করতে পারতাম। তাই আমি একটি ধারালো সাদা পাথর দিয়ে সে দু'টি যবাহ করেছি। আমি কি খেতে পারি? তিনি বললেন : খাও।

٣٢٤٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَى ابْنُ وَاضِحٍ عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ اِسْحَاقَ عَنِ الْكَرِيْمِ ابْنُ اَبِى الْمُخَارِقِ ، عَنْ حِبَّانُ بْنُ جُزْءٍ ، عَنْ اَخِيْهِ خُزَيْمَةَ بْنِ جُزْءٍ ، قَالَ قُلْتُ : يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ جِئْتُكَ لاَسْاَلُكَ عَنْ اَحْنَاشِ الْاَرْضِ مَا تَقُوْلُ فِى الضَّبِّ ؟ قَالَ لاَ اٰكُلُهُ ، وَلاَ اُحَرِّمُهُ قَالَ قُلْتُ فَانِّى اٰكُلُ مِمَّا لَمْ تُحَرِّمْ وَلِمَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! قَالَ فَقَدَتْ اُمَّةٌ مِنَ الْاُمَمِ وَرَاَيْتُ خَلْقًا رَابَنِى قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِمَّا تَقُوْلُ فِى الْاَرْنَبِ ؟ قَالَ لاَ اٰكُلُهُ وَلاَ اُحَرِّمُهُ قُلْتُ فَانِّى اٰكُلُ مِمَّا لَمْ تُحَرِّمْ وَلِمَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ نُبِّئْتُ اَنَّهَا تَدْمِى-

৩২৪৫ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শাইবা (র)...... খুযাইমা ইব্‌ন জায্‌ই (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি মাটির অভ্যন্তরে বসবাসকারী প্রাণী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য আপনার নিকট এসেছি। গুইসাপ সম্পর্কে আপনি কি বলেন ? তিনি বললেন : আমি নিজে তা খাই না এবং হারামও করি না। রাবী বলেন, আমি বললাম- ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যে জিনিস আপনি হারাম করেন না, তা কি আমি খেতে পারি ? আর আপনিই বা তা কেন খান না? তিনি বললেন : কোন এক সম্প্রদায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের গঠন এরূপ দেখেছি বলে আমার সন্দেহ হচ্ছে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! খরগোশ সম্পর্কে আপনি কি বলেন? তিনি বললেন : আমি তা খাইও না এবং হারামও করি না। আমি বললাম : যে জিনিস আপনি হারাম করেন না, তা কি আমি খেতে পারি? আর আপনি তা কেন খান না? ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন : আমাকে অবহিত করা হয়েছে যে, সে ঋতুমতী হয়।

١٨. بَابُ الطَّافِىْ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ

অনুচ্ছেদ : সমুদ্র গর্ভে মরে ভেসে উঠা মাছ সম্পর্কে

٣٢٤٦ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مَالِكُ ابْنُ اَنَسٍ حَدَّثَنِىْ صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ سَعِيْدُ بْنُ سَلَمَةَ ، مِنْ الِ بْنُ الْاَزْرَقِ ، اِنَّ الْمُغِيْرَةَ بْنُ اَبِى بُرْدَةَ ، وَهُوَ مِنْ بَنِى عَبْدِ الدَّارِ ، حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْبَحْرُ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ اَلْحِلُّ مَيْتَتُهُ-

قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ : بَلَغَنِىْ عَنْ اَبِى عُبَيْدَةَ الْجَوَادِ اَنَّهُ قَالَ : هٰذَا نِصْفُ الْعِلْمِ- لاَنَّ الدُّنْيَا بَرٌّ وَبَحْرٌ فَقَدْ اَفْتَاكُ فِى الْبَحْرِ وَبَقِىَ الْبَرُّ-

৩২৪৬ হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : "সমুদ্রের পানি পাক এবং তার মৃতজীব হালাল।"

আবূ আবদুল্লাহ (র) বলেন, আমি আবূ উবায়দা জাওয়াদের সূত্রে জানতে পেরেছি যে, তিনি বলেন, এটা জ্ঞানের অর্ধেক। কারণ দুনিয়াটা (দুই ভাগে বিভক্ত) : স্থলভাগ ও জলভাগ। অতএব তোমাকে জলভাগ সম্পর্কে ফাত্ওয়া দেয়া হয়েছে, আর অবশিষ্ট থাকল স্থলভাগ।

٣٢٤٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدَةَ ثَنَا يَحْيٰى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ اُمَيَّةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اُلْقِىَ الْبَحْرِ اَوْجَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوْهُ وَمَا مَاتَ فِيْهِ فَطَفَا ، فَلاَ تَاْكُلُوْهُ-

৩২৪৭ আহ্‌মাদ ইব্‌ন আব্‌দাহ (র)...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : সমুদ্র যা উদগিরণ করে অথবা তা থেকে যা নিক্ষেপ করে তা খাও। আর যা সমুদ্রে মারা যায়, অতঃপর পানি উপর ভেয়ে উঠে- তা খেও না।

١٩. بَابُ الْغُرَابِ

অনুচ্ছেদ : কাক সম্পর্কে

٣٢٤٨ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الاَزْهَرِ النَّيْسَابُوْرِىُّ ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ ثَنَا شَرِيْكُ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ مَنْ يَاْكُلُ الْغُرَابِ ؟ وَقَدْ سَمَّاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاسِقًا وَاللّٰهِ ! مَا هُوَ مِنَ الطَّيِّبَاتِ-

৩২৪৮ আহ্‌মাদ ইব্‌ন আযহার নিসাপুরী (র)...... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কে কাক খায়? অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার নাম রেখেছেন 'ফাসিক' (নিকৃষ্ট প্রাণী)। আল্লাহ্‌র কসম! তা পবিত্র প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত নয়।

٣٢٤٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا الاَنْصَارِىُّ ثَنَا لاَمَسْعُوْرَدِىْ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ ابْنُ مُحَمَّدُ بْنُ اَبِى بَكْرِ الصِّدِّيْقِ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْحَيَّةُ فَاسِقَةُ ، وَالْعَقْرَبُ فَاسِقَةُ ، وَالْفَارَةُ فَاسِقَةُ ، وَالْغُرَابِ فَاسِقُ-

فَقِيْلَ لِلْقَاسِمِ اَيُوْكَلُ الْغُرَابِ ؟ قَالَ مَنْ يَأْكُلُهُ ؟ بَعْدَ قَوْلِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاسِقًا-

৩২৪৯ মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : সাপ ক্ষতিকর প্রাণী, বিচ্ছু ক্ষতিকর প্রাণী, ইঁদুর ক্ষতিকর প্রাণী এবং কাক ক্ষতিকর প্রাণী।

কাসিমের নিকট জিজ্ঞাসা করা হল, কাক খাওয়া যায় কি ? তিনি পাল্টা প্রশ্ন করেন, কাক কে খায়, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর এই কথার পর যে, 'তা ফাসিক'?

٢٠. بَابُ الْهِرَّةِ

অনুচ্ছেদ : বিড়াল সম্পর্কে

٣٢٥٠ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ اَنْبَانَا عَبْدُ الرَّزَّاقُ اَنْبَانَا عُمَرَ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَكْلِ الْهِرَّةِ وَثَمَنِهَا-

৩২৫০ হুসাইন ইব্‌ন মাহ্‌দী (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিড়াল ও তার মূল্য ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছেন।

كِتَابُ الْاَطْعِمَةِ
অধ্যায় ঃ আহার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٢٩. كِتَابُ الْاَطْعِمَةِ
অধ্যায় ঃ আহার

١. بَابُ اِطْعَامِ الطَّعَامِ
অনুচ্ছেদ ঃ অন্যকে খানা খাওয়ানো

৩২৫১ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ابْنِ اَوْفِى حَدَّثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلَامٍ قَالَ : لَمَّا قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ ، انْجَفَلَ النَّاسُ قِبَلَهُ وَقِيْلَ : قَدْ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَدْ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ثَلَاثًا فَجِئْتُ فِى النَّاسِ لِأَنْظُرَ فَلَمَّا تَبَيَّنْتُ وَجْهَهُ، عَرَفْتُ اَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ فَكَانَ اَوَّلُ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ تَكَلَّمَ بِهِ اَنْ قَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ ! اَفْشُوا السَّلَامَ وَاَطْعِمُوْا الطَّعَامَ ، وَصِلُوا الْاَرْحَامَ وَصَلُّوْا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ

৩২৫১ আবু বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শাইবা (র)...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন (মক্কা থেকে) মদীনায় এলেন, তখন লোকেরা তাঁর নিকট দ্রুত যেতে লাগল এবং বলা হলোঃ, আল্লাহ্‌র রাসূল এসেছেন, আল্লাহ্‌র রাসূল এসেছেন, আল্লাহ্‌র রাসূল এসেছেন (তিনবার)। আমিও লোকদের সাথে দেখতে গেলাম। আমি তাঁর মুখমন্ডল উত্তমরূপে দেখার পর বুঝতে পারলাম যে, এই চেহারা মিথ্যাবাদীর নয়। আমি সর্বপ্রথম তাঁর মুখে যে কথা শুনেছি, তা এই যে, তিনি বললেনঃ হে লোক সকল! সালামের ব্যাপক প্রচলন কর, অন্য খাদ্য খাওয়াও, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখ এবং লোকেরা যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন রাতের বেলা সালাত আদায় কর তবে শান্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

৩২৫২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سُلَيْمَانُ ابْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَنْ نَافِعٍ ، اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ : اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اَفْشُوا السَّلاَمَ ، وَاَطْعِمُوا الطَّعَامَ ، وَكُوْنُوْا اِخْوَانًا كَمَا اَمَرَكُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ !

৩২৫২ মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আযদী (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ সালামের ব্যাপক প্রসার কর, অন্যকে খাদ্য খাওয়াও এবং ভাইভাই হয়ে যাও যেমন মহান আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন।

৩২৫৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَانَا اللَّيْثُ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدِ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو : اَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! اَيُّ الْاِسْلاَمِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ !

৩২৫৩ মুহাম্মদ ইব্ন রুম্হ (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট জিজ্ঞাসা করল ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কোন ইসলাম উত্তম? তিনি বললেনঃ তুমি অন্যকে খানা খাওয়াবে এবং তোমার পরিচিত ও অরিচিত সকলকে সালাম দিবে।

٢. بَابُ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِى الْاِثْنَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ একজনের খাবার দুইজনের জন্য যথেষ্ট

৩২৫৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّقِّيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ زِيَادٍ الْأَسَدِيُّ اَنْبَانَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَنْبَأَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِى الْاِثْنَيْنِ وَطَعَامُ الْاِثْنَيْنِ يَكْفِى الْاَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِى الثَّمَانِيَةَ.

৩২৫৪ মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ রাক্কী (র)...... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ একজনের খাবার দুইজনের জন্য যথেষ্ট। আর দুইজনে খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট এবং চারজনের খাবার আটজনের জন্য যথেষ্ট।

٣٢٥٥ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلاَّلُ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ ثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ، قَهْرَمَانُ آلِ الزُّبَيْرِ قَالَ : سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ طَعَامَ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاِثْنَيْنِ وَاِنَّ طَعَامَ الاِثْنَيْنِ يَكْفِي الثَّلاَثَةَ وَالأَرْبَعَةَ وَاِنَّ طَعَامَ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الْخَمْسَةَ وَالسِّتَّةَ-

৩২৫৫ হাসান ইব্ন আলী খাল্লাল (র)....... উমার ইব্ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ একজনের খাদ্য দুইজনের জন্য যথেষ্ট হতে পারে, দুইজনের খাবার তিনজনের বা চারজনের জন্য যথেষ্ট হতে পারে এবং চারজনের খাবার পাঁচজন অথবা ছয়জনের জন্য যথেষ্ট হতে পারে।

٣. بَابُ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِيْ مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِيْ سَبْعَةِ اَمْعَاءٍ

অনুচ্ছেদ ঃ মু'মিন ব্যক্তি এক উদরে খায় এবং কাফের ব্যক্তি সাত উদরে খায়

٣٢٥٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالاَ :ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِيْ مَعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرِ يَأْكُلُ فِيْ سَبْعَةِ اَمْعَاءٍ.

৩২৫৬ আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মু'মিন ব্যক্তি এক উদরে খায়, আর কাফির ব্যক্তি সাত উদরে খায়।

٣٢٥٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِيْ سَبْعَةِ اَمْعَاءٍ ، وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِيْ مَعًى وَاحِدٍ.

৩২৫৭ আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র)...... ইব্ন উমার (রা) সূত্রে নবী ﷺ বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কাফির ব্যক্তি সাত উদরে আহার করে এবং মু'মিন ব্যক্তি এক উদরে আহার করে।

৩২৫٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ جَدِّهِ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِىْ مِعًى وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِىْ سَبْعَةِ اَمْعَاءٍ-

৩২৫৮ আবূ কুরাইব (র)......আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মু'মিন ব্যক্তি এক উদরে ভক্ষণ করে এবং কাফির ব্যক্তি সাত উদরে ভক্ষণ করে।

٤. بَابُ النَّهْىِ اَنْ يُّعَابَ الطَّعَامُ

অনুচ্ছেদ ঃ খাদ্যের দোষারূপ করা নিষিদ্ধ

৩২৫৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ مَاعَابَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَعَامًا قَطُّ اِنْ رَضِيَهُ اَكَلَهُ وَاِلاَّ تَرَكَهُ-

حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ اَبِىْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ، مِثْلَهُ-

قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ : نُخَالِفُ فِيْهِ يَقُوْلُوْنَ : عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ-

৩২৫৯ মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কখনও খাদ্যের ত্রুটি ধরতেন না, পছন্দ হলে খেতেন, অন্যথায় রেখে দিতেন।

আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শাইবা (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ অনুরূপ বনর্ণনা করেন।

٥. بَابُ الْوُضُوْءِ عِنْدَ الطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ খাওয়ার আগে ওযূ করা

৩২৬০ حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا كَثِيْرُ بْنُ سُلَيْمٍ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يُكْثِرَ اللّٰهُ خَيْرَ بَيْتِهِ فَلْيَتَوَضَّاْ اِذَا حَضَرَ غَذَاؤُهُ وَاِذَا رُفِعَ-

৩২৬০ জুবারা ইবনুল মুগাল্লিস (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি চায় যে, তার ঘরে প্রাচুর্য আসুক সে যেন সকালের খাবারের সময় ওযূ করে এবং খাবার শেষ করেও ওযূ করে।

৩২৬১ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ ثَنَا صَاعِدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْجَزَرِيُّ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ الْمَكِّيُّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ فَأُتِيَ بِطَعَامٍ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ اٰتِيْكَ بِوَضُوْءٍ ؟ قَالَ أُرِيْدُ الصَّلاَةَ-

৩২৬১ জাফর ইব্‌ন মুসাফির (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত যে তিনি পায়খানা থেকে বেরিয়ে আসলে তাঁর জন্য খাবার নিয়ে আসা হল। এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কি আপনার জন্য ওযূর পানি নিয়ে আসব না? তিনি বললেনঃ আমি কি সালাত আদায় করতে চাচ্ছি?

٦. بَابُ الْاَكْلِ مُتَّكِئًا

অনুচ্ছেদ ঃ হেলান দিয়ে খাদ্যগ্রহণ

৩২৬২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ ، عَنْ اَبِي جُحَيْفَةَ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ اٰكُلُ مُتَّكِئًا-

৩২৬২ মুহাম্মদ ইব্‌ন সাব্বাহ (র)...... আবূ জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ আমি কখনও হেলান দিয়ে আহার করি না।

৩২৬৩ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ كَثِيْرِ بْنِ دِيْنَارٍ الْحِمْصِيِّ ثَنَا اَبِيْ اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ عِرْقٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ بُسْرٍ قَالَ اَهْدَيْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ شَاةً فَجَثَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى رُكْبَتَيْهِ يَأْكُلُ فَقَالَ اَعْرَابِيٌّ مَا هٰذِهِ الْجِلْسَةِ ؟ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ جَعَلَنِيْ عَبْدًا كَرِيْمًا وَلَمْ يَجْعَلْنِيْ جَبَّارًا عَنِيْدًا ،

৩২৬৩ আম্‌র ইব্‌ন কাসীর ইব্‌ন দীনার হিমসী (র)...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন বুশ্‌র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে একটি বক্‌রী হাদিয়া দিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উভয় হাঁটু উচুঁ করে বসে খাচ্ছিলেন। এক বেদুঈন বলল, এটা কি ধরনের বসা? তিনি বললেনঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে অনুগ্রহপরায়ণ বান্দা বানিয়েছেন, হিংসুক ও অহংকারী করেননি।

٧. بَابُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ খাদ্য গ্রহণের সময় 'বিস্‌মিল্লাহ্' বলা

৩২৬৪ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيْ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنُ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ

قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْكُلُ طَعَامًا فِىْ سِتَّةِ نَفَرٍ مِنْ اَصْحَابِهِ فَجَاءَ اَعْرَابِىٌّ فَأَكَلَهُ بِلُقْمَتَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّا اَنَّهُ لَوْكَانَ قَالَ : بِسْمِ اللّٰهِ لَكَفَاكُمْ فَإِذَا اَكَلَ اَحَدُكُمْ طَعَامًا ، فَلْيَقُلْ : بِسْمِ اللّٰهِ فَإِنْ نَسِىَ اَنْ يَقُوْلَ : بِسْمِ اللّٰهِ فِىْ اَوَّلِهِ وَاٰخِرِهِ–

৩২৬৪ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শাইবা (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ছয়জন সাহাবীকে নিয়ে আহার করছিলেন। এমন সময় এক বেদুঈন এসে সমস্ত খাবার দুই গ্রাসে শেষ করে ফেলল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ সে যদি বিস্‌মিল্লাহ্ বলে আহার করতো; তবে এই খাদ্য তোমাদের সকলের জন্য যথেষ্ট হত। অতএব তোমাদের কেউ যখন আহার গ্রহণ করে, তখন সে যেন 'বিসমিল্লাহ' বলে। সে যদি খাবারের প্রথমে 'বিসমিল্লাহ' বলতে ভুলে যায় তবে সে যেন বলে 'বিসমিল্লাহ ফী– আওয়ালিহি ওয়া আখিরিহী'।

٣٢٦٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُمْرَوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ ، قَالَ قَالَ لِىْ النَّبِىُّ ﷺ وَاَنَا اٰكُلُ وَسَمِّ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ–

৩২৬৫ মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাব্বাহ (র)...... উমার ইব্‌ন আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে বললেনঃ তখন আমি খাচ্ছিলামঃ মহান আল্লাহ্‌র নাম নেও।

٨. بَابُ الاَكْلِ بِالْيَمِيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ডান হাত দিয়ে খাওয়া

٣٢٦٦ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْهِقْلُ بْنُ زِيَادٍ ثَنَا بْنُ حَسَانٍ عَنْ يَحْيٰى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ ، عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ، اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لِيَأْكُلْ اَحَدُكُمْ بِيَمِيْنِهِ وَلْيَشْرَبْ بِيَمِيْنِهِ ، وَلْيَأْخُذْ بِيَمِيْنِهِ وَلْيُعْطِ بِيَمِيْنِهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ وَيُعْطِى بِشِمَالِهِ وَيَأْخُذُ بِشِمَالِهِ–

৩২৬৬ হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকে যেন ডান হাতে খায়, ডান হাতে পান করে, ডান হাত দিয়ে গ্রহণ করে এবং ডান দিয়ে দান করে। কারণ শয়তান বাঁ হাতে খায়, বাঁ হাতে পান করে। বাঁ হাতে দেয় এবং বাঁ হাতে গ্রহণ করে।

٣٢٦٧ حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ بْنِ اَبِى سَلَمَةَ ، قَالَ كُنْتُ غُلاَمًا فِىْ حِجْرِ النَّبِىِّ ﷺ وَكَانَتْ يَدِىْ تَطِيْشُ فِى الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِىْ يَاغُلاَمُ سَمِّ اللّٰهَ وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ-

৩২৬৭ আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শাইবা ও মুহাম্মদ ইব্ন সাব্বাহ (র)...... উমার ইব্ন আবূ সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ﷺ-এর তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হচ্ছিলাম। খাবার গ্রহণের সময় আমার হাত পাত্রের এদিক সেদিক যেত। তিনি আমাকে বললেনঃ এই ছেলে! আল্লাহ্র নাম স্মরণ কর, ডান হাত দিয়ে আহার কর এবং তোমার নিকটের খাদ্য থেকে খাও।

٣٢٦٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَأْكُلُوْا بِالشِّمَالِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ-

৩২৬৮ মুহাম্মাদ ইব্ন রুম্হ (র)...... জাবির (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ তোমরা বাম হাত দিয়ে আহার করবে না, কারণ শয়তান বাম হাত দিয়ে আহার গ্রহণ করে।

بَابُ لَعْقِ الْأَصَابِعِ

অনুচ্ছেদ ঃ আংগুলসমূহ চেটে খাওয়া

٣٢٦٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِى عُمَرَ الْعَدَنِىُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا اَكَلَ اَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ ، حَتّٰى يَلْعَقَهَا اَوْ يُلْعِقَهَا-

قَالَ سُفْيَانُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ قَيْسٍ يَسْأَلُ عَمْرَوبْنَ دِيْنَارٍ اَرَأَيْتَ حَدِيْثَ عَطَاءٍ لاَ يَمْسَحُ اَحَدُكُمْ يَدَهُ حَتّٰى يَلْعَقَهَا اَوْ يُلْعِقَهَا عَمَّنْ هُوَ ؟ قَالَ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : فَإِنَّهُ حَدَّثَنَاهُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَبْلَ اَنْ يَقْدَمَ جَابِرٌ عَلَيْنَا وَاِنَّمَا لَقِىَ عَطَاءٌ جَابِرًا فِىْ سَنَةٍ جَاوَرَ فِيْهَا بِمَكَّةَ

৩২৬৯ মুহাম্মাদ ইব্ন আবূ উমার আদানী (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেনঃ তোমাদের কেউ যখন খাবার খায়, তখন সে যেন নিজে চাটা অথবা অন্যকে দিয়ে চাটানোর পূর্বে না মোছে। সুফ্ইয়ান (র) বলেন, আমি উমার ইব্ন কায়েসকে আম্র ইব্ন দীনারের নিকট জিজ্ঞাসা করতে

শুনেছি, আপনার মতে আতার হাদীস "তোমাদের কেউ যেন হাত চেটে খাওয়ার অথবা চেটে খাওয়ানোর পূর্বে তা মুছে" কোন্ সাহাবীর নিকট থেকে বর্ণিত? তিনি বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে। উমার ইব্ন কায়েস (র) বলেন, আতা (র) আমাদের নিকট এ হাদীস জাবির (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আমর ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে মুখস্থ করেছি জাবির (রা) আমাদের নিকট আসার পূর্বে। আতা তো জাবির (রা)-র সাথে সেই বছর সাক্ষাত করেন, যখন তিনি মক্কায় যান।

٣٢٧٠ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ اَنْبَأَنَا اَبُوْ دَاؤُدُ الْحَفْرِىُّ عَنْ سُفْيَانُ ، عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَمْسَحُ اَحَدُكُمْ يَدَهُ حَتّٰى يَلْعَقَهَا فَاِنَّهُ لاَ يَدْرِى فِىْ اَىِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةَ-

৩২৭০ মূসা ইব্ন আবদুর রহ্মান (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যেন হাত চেটে খাওয়ার পূর্বে না মুছে। কারণ তার জানা নাই যে, তার খাদ্যের কোন অংশে বরকত নিহিত আছে।

١٠. بَابُ تَنْقِيَةِ الصَّحْفَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ পাত্র পরিষ্কার করা

٣٢٧١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنُ اَنْبَأَنَا اَبُو الْيَمَانِ الْبَرَاءِ قَالَ : حَدَّثَنِى جَدَّتِى اُمُّ عَاصِمٍ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيْنَا نُبَيْشَةَ ، مَوْلَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ يَأْكُلُ فِىْ قَصْعَةٍ فَقَالَ : قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ اَكَلَ فِىْ قَصْعَةٍ ، فَلَحِسَهَا، اَسْتَغْفَرَتْ لَهُ الْقَصْعَةِ-

৩২৭১ আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শাইবা (র)..... উম্মে আসিম (র) থেকে বর্ণিত তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আযাদকৃত দাস নুবাইশা (রা) আমাদের কাছে আসেন। তখন আমরা একটি বড় পাত্রে আহার করছিলাম। তিনি আমাদের বললেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি পাত্রে আহার করার পর তা চেটে খেয়ে পরিষ্কার করে, তার জন্য পাত্র মাগফিরাত চায়।

٣٢٧٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ بَكْرِ بْنُ خَلَفٍ وَنَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ قَالاَ ثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ رَاشِدٍ اَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَتْنِى جَدَّتِىْ عَنْ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ يُقَالَ لَهُ نُبَيْشَةُ الْخَيْرِ ، قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا نُبَيْشَةَ وَنَحْنُ نَأْكُلُ فِىْ قَصْعَةٍ لَنَا فَقَالَ : ثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَكَلَ فِىْ قَصْعَةٍ ثُمَّ لَحِسَهَا ، اسْتَغْفَرَتْ لَهُ الْقَصْعَةُ-

৩২৭২ আবূ বিশ্‌র বক্‌র ইব্‌ন খালাফ (র)...... মুয়াল্লা ইব্‌ন রাশিদ আবুল ইয়ামান (র) থেকে বর্ণিত, (তিনি বলেন) আমার দাদী হুযাইল গোত্রের নুবাশিতুল খায়র নামক জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন, নুবাইশা আমাদের নিকট এলেন্ আমরা তখন আমাদের একটি পাত্রে আহার করছিলাম, তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন পাত্রে আহার করার পর তা চেটে খেয়ে পরিষ্কার করে তার জন্য ঐ পাত্র ক্ষমা প্রার্থনা করে।

١١. بَابُ الْاَكْلِ مِمَّا يَلِيْكَ

অনুচ্ছেদ ঃ নিকটের খাদ্য গ্রহণ

٣٢٧٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلاَنِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ يَحْيَى ابْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنُ الزُّبَيْرِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وَضَعَتِ الْمَائِدَةُ فَلْيَأْكُلْ مِمَّا يَلِيْهِ ، وَلاَ يَتَنَاوَلُ مِنْ بَيْنَ يَدَىْ جَلِيْسِهِ-

৩২৭৩ মুহাম্মাদ ইব্‌ন খালাফ আসকালানী (র)...... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যখন দস্তরখান বিছানা হবে, তখন নিকটের খাবার থেকে আহার করবে এবং নিজের সংগীর নিকটের গুলো নিবে না।

٣٢٧٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا الْعَلاَءِ ابْنِ الْفَضْلِ بْنُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِى السُّوَيَّةُ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنُ عِكْرَاشٍ عَنْ اَبِيْهِ عِكْرَاشِ بْنُ ذُوَيْبٍ ، قَالَ اَتَى النَّبِىُّ ﷺ بِجَفْنَةٍ كَثِيْرَةِ الثَّرِيْدُ وَالْوَدَك فَأَقْبَلْنَا نَأْكُلُ مِنْهَا فَخَبَطْتُ يَدِى فِىْ نَوَاحِيْهَا فَقَالَ يَا عِكْرَاش ! كُلْ مِنْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ ، فَاِنَّهُ طَعَامُ وَاحِدُ ثُمَّ اُتِيْنَا بِطَبَقٍ فِيْهِ اَلْوَانُ مِنَ الرُّطَبِ فَجَالَتْ يَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الطَّبَقِ وَقَالَ يَاعِكْرَاشٍ ! كُلْ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ فَاِنَّهُ غَيْرَ لَوْنٍ وَاحِدٍ-

৩২৭৪ মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... ইকরাশ ইব্‌ন যু'আইব (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর নিকট একটি বড় পাত্র নিয়ে আসা হল যার মধ্যে প্রচুর সারীদ (গোশ্‌তের ঝোলে ভিজানো রুটি) ও চর্বি ছিল। আমরা সামনে অগ্রসর হয়ে তা খেতে লাগলাম। আমার হাত পাত্রের চারদিকে সঞ্চালিত হচ্ছিল। তখন তিনি বললেন ঃ হে ইকরাশ! এক জায়গা থেকে খাও। কারণ গোটা পাত্রে একই খাদ্য রয়েছে। অতঃপর আমাদের জন্য বড় একটি পাত্র আনা হলো যার মধ্যে বিভিন্ন রকমের তাজা খেজুর ছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাত পাত্রের সর্বত্র বিচরণ করতে লাগল এবং তিনি বললেন ঃ হে ইকরাশ! পাত্রের যেখান থেকে ইচ্ছা খাও। কারণ তাতে বিভিন্ন রকমের খাবার রয়েছে।

١٢. بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْاَكْلِ مِنْ ذِرْوَةِ الثَّرِيْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ সারদী-এর উপরাংশ থেকে খাওয়া নিষিদ্ধ

٣٢٧٥ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ دِيْنَارِ الْحِمْصِيُّ ثَنَا اَبِيْ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عِرْقٍ الْيَحْصَبِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُسْرٍ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أُتِيَ بِقَصْعَةٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُوْا مِنْ جَوَانِبِهَا وَدَعُوْا ذِرْوَتَهَا ، يُبَارَكْ فِيْهَا–

৩২৭৫ আম্‌র ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন কাসীর ইব্‌ন দীনার হিমসী (র)...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন বুস্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট একটি পাত্র আনা হল। তখন রাসূলুল্লাহ বললেন ঃ এর চারপাশে থেকে খাও এবং উপরাংশ রেখে দাও, তাহলে এতে বরকত লাভ করা যাবে।

٣٢٧٦ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا اَبُوْ حَفْصٍ عُمَرَ بْنُ الدَّرَفْسِ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِيْ قَسِيْمَةَ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ اللَّيْثِيْ قَالَ : اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِرَأْسِ الثَّرِيْدِ ، فَقَالَ كُلُوْا بِسْمِ اللّٰهِ مِنْ حَوَالَيْهَا ، وَاعْفُوْا رَأْسَهَا فَاِنَّ الْبَرَكَةَ تَأْتِيْهَا مِنْ فَوْقِهَا–

৩২৭৬ হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র)...... ওয়াসিলা ইব্‌ন আস্‌কা লায়সী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সারীদের উপরাংশ স্পর্শ করে বলেনঃ আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে তার চারপাশ থেকে খাও এবং তার উপরাংশ অবশিষ্ট রাখ। কারণ এর উপর দিকে থেকেই বরকত আসে।

٣٢٧٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ثَنَا عَطَاءِ بْنُ السَّائِبُ عَنْ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذا وَضَعَ الطَّعَامِ ، فَخُذُوْا مِنْ حَافِتِهٖ وَذَرُوْا وَسَطَهُ فَاِنَّ الْبَرَكَةَ تَنَزَّلُ فِيْ وَسَطِهٖ–

৩২৭৭ আলী ইব্‌ন মুনযির (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যখন খাদ্যদ্রব্য রাখা হয়, তখন তার চারপাশ থেকে খাও এবং মধ্যভাগ রেখে দাও। কারণ এর মধ্যস্থলে বরকত নাযিল হয়।

١٢. بَابُ اللُّقْمَةِ اِذَا سَقَطَتْ

অনুচ্ছেদ ঃ খাবারের লোক্মা নিচে পড়ে গেলে

৩২৭৮ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ يُوْنُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ بَيْنَمَا هُوَ يَتَغَدَّى اِذَا سَقَطَتْ مِنْهُ لُقْمَةٌ فَتَنَاوَلَهَا فَأَمَاطَ مَا كَانَ فِيْهَا مِنْ اَذًى فَأَكَلَهَا فَتَغَامَزَبِهِ الدِّهَا قِيْنَ فَقِيْلَ اَصْلَحَ اللّٰهُ الْأَمِيْرَ اِنَّ هٰؤُلَاءِ الدِّهَا قِيْنَ يَتَغَامَزُوْنَ مِنْ اَخْذِكَ اللُّقْمَةَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ هٰذَا الطَّعَامُ قَالَ : اِنِّى لَمْ اَكُنْ لِأَدْعَ مَاسَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِهٰذِهِ الْأَعَاجِمِ اِنَّا كُنَّا نَأْمُرُ اَحَدَنَا ، اِذَا سَقَطَتْ لُقْمَتُهُ اَنْ يَأْخُذَهَا فَيُمِيْطُ مَا كَانَ فِيْهَا مِنْ اَذًى وَيَأْكُلُهَا وَلَا يَدَعُهَا لِشَّيْطَانِ–

৩২৭৮ সুওয়াইদ ইব্ন সাঈদ (র)...... মালিক ইব্ন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তিনি সকালের খাবার খাচ্ছিলেন। হঠাৎ তা থেকে একটি লোকমা নিচে পড়ে গেল। তিনি তা তুলে নিলেন এবং ময়লা দূরীভূত করে খেলেন। এতে অনারব কৃষকরা চোখ টিপাটিপি করতে লাগল। বলা হল, আল্লাহ নেতাকে কল্যাণের সাথে রাখুন। এসব কৃষক পতিত খাবার তুলে নেয়ার কারণে আপনার প্রতি চোখ টিপাটিপি করছে। তিনি বললেন ঃ এসব অনারবের কারণে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট থেকে শ্রুত কথা পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত নই। আমাদের মধ্যে কারো খাবার লোক্মা পড়ে গেলে তাকে নির্দেশ দেয়া হত সে যেন তা তুলে নেয় এবং ময়লা দূর করে তা খায় এবং শয়তানের জন্য তা ফেলে না রাখে।

৩২৭৯ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ فُضَيْلٍ ثَنَا الْأَعْمَشِ عَنْ اَبِى سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وَقَعَتِ اللُّقْمَةَ مِنْ يَدَ اَحَدُكُمْ ، فَلْيَمْسَحْ مَا عَلَيْهَا مِنَ الْأَذَى وَلْيَأْكُلُهَا–

৩২৭৯ আলী ইব্ন মুনযির (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমাদের কারো হাত থেকে খাবারের লোক্মা পড়ে গেলে সে যেন তা তুলে নিয়ে এতে যে ময়লা লেগেছে তা দূর করে খেয়ে নেয়।

١٤. بَابُ فَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلَى الطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ অন্যান্য খাদ্যের উপর সারীদের মর্তবা

٣٢٨٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ اَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيْرٍ ، وَلَمْ يَكْمِلْ مِنَ النِّسَاءِ الأَمَرْيَمُ بِنْتِ عِمْرَانِ ، وَاسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَانَّ فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ-

৩২৮০ মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... আবূ মূসা আশ'আরী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ পুরুষদের মধ্যে অনেকেই পূর্ণতায় পৌছেছেন। কিন্তু মহিলাদের মধ্যে কেবল ইমরান কন্যা মরিয়ম এবং ফিরআওনের স্ত্রী আসিয়া এই পূর্ণতায় পৌছতে পেরেছিলেন। আর নারী সমাজের উপর আয়েশার মর্যাদা তদ্রুপ–যেমন অন্যান্য খাদ্যের উপর সারীদের (ঝোলে ভিজানো রুটির) মর্যাদা।

٣٢٨١ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَنْبَأَنَا مُسْلِمِ بْنُ خَالٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسِ بْنُ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ-

৩২৮১ হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ নারী সমাজের উপর আয়েশার মর্যাদা এমন, যেমন অন্যান্য সকল প্রকারের খাদ্যের উপর সারীদের মর্যাদা।

١٥. بَابُ مَسْحِ الْيَدِ بَعْدَ الطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ আহারের পর হাত পরিষ্কার করা

٣٢٨٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمِصْرِىُّ اَبُو الْحَارِث الْمُرَادِىُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ اَبِي يَحْيَى ، عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْحَارِث ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، قَالَ كُنَّا زَمَانِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ، وَقَلِيْلُ مَا نَجِدُ الطَّعَامِ فَاِذَا نَحْنُ وَجَدْنَا ، لَمْ يَكُنْ لَنَا مَنَادِيْلَ الاَّ اَكُفنَا وَسَوَاعِدِنَا وَاَقْدَامَنَا ثُمَّ نُصَلِّي وَلاَ نَتَوَضَّا-

قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ غَرِيْبُ لَيْس الاَّ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ-

৩২৮২ মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালামা মিস্‌রী (র)...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে খাবার খুব কমই পেতাম। তোমরা যখন তা পেতাম তখন আমাদের কাছে তোয়ালে থাকত না (তবে থাকতো) আমাদের হাতের তালু বাহু ও পায়ের পাতা। অতঃপর আমরা সালাত আদায় করিতাম এবং ওযূ করতাম না।

١٦. بَابُ مَا يُقَالُ اِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ আহার শেষে যে দু'আ পড়তে হয়

٣٢٨٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ خَالِدِ الْأَحْمَرِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ رِيَاحِ ابْنُ عُبَيْدَةَ عَنْ مَوْلَى لِأَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ : كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَكَلَ طَعَامًا قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ-

৩২৮৩ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শাইবা (র)......আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ খাবার শেষ করে বলতেনঃ "আল হামদু লিল্লাহিল্লাযী আত'আমানা ওয়া সাকানা ওয়া জা'আলানা মুসলিমীন" "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি আমাদের আহার করিয়েছেন, পান করিয়েছেন এবং মুসলমান বানিয়েছেন।"

٣٢٨٤ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيْدُ عَنْ خَالِدِ بْنُ مَعْدَانٍ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ ، اِذَا رَفَعَ طَعَامَهُ اَوْمَا بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا ، غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا-

৩২৮৪ আবদুর রহ্‌মান ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)...... আবূ উসামা বাহিলী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি খাবার অথবা তাঁর সামনের খাবার যখন তুলে রাখা হত, তখন বলতেন : "আল-হামদু লিল্লাহি হামদান কাসীরান তায়্যিবান মুবারাকান গাইরা মাকফিয়্যিন ওয়ালা মুওয়াদ্দাইন ওয়ালা মুসতাগনান আনহু রব্বানা।"— "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য অসংখ্য প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা পবিত্র ও প্রাচুর্যময় সত্তার জন্য তিনি সবার জন্য যথেষ্ট, তিনি কখনও পৃথক হন না, তাঁর অমুখাপেক্ষী হওয়া যায় না–হে আমাদের রব।"

٣٢٨٥ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ مَرْحُوْمٍ عَبْدُ الرَّحِيْمِ عَنْ سَهْلِ ابْنُ مُعَاذِبْنُ اَنَسٍ الْجُهْنِيِّ ، عَنْ

اَبِيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَكَلَ طَعَامًا فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنِىْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّىْ وَلاَ قُوَّةً غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ–

৩২৮৫ হারসালা ইব্‌ন ইয়াহইয়া (র)...... মু'আয ইব্‌ন আনাস জুহানা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি আহার করে সে যেন বলে : "আল হামদু লিল্লাহিল্লাযী আত'আমানী হাযা ওয়া রাযাকানীহি মিন গাইরি হাওলিন মিন্নী ওয়ালা কুওয়্যাতিন" "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি আমাকে আমার শক্তি ও জোর ব্যতীত আহার করিয়েছেন ও রিযিক দান করেছেন।" তাহলে তার পূর্বেকার গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।

١٧. بَابُ الْاِجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ একত্রে আহার করা

৩২৮৬ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَدَاوُدُ ابْنُ رَشِيْدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالُوْا ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا وَحْشِيُّ بْنُ حَرْبٍ بْنُ وَحْشِيُّ بْنُ حَرْبٍ عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهِ وَحْشِىَ اَنَّهُمْ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ فَلَعَلَّكُمْ تَاْكُلُوْنَ مُتَفَرِّقِيْنَ قَالُوْا : نَعَمْ قَالَ فَاجْتَمِعُوْا عَلَى طَعَامِكُمْ ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ يُبَارَكَ لَكُمْ فِيْهِ–

৩২৮৬ হিশাম ইব্‌ন আম্মার দাউদ ইব্‌ন রুশাইদ ও মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ...... ওয়াহ্‌শী (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আহার করি, কিন্তু পরিতৃপ্ত হতে পারি না। তিনি বললেন ঃ তোমরা হয়ত পৃথক পৃথকভাবে আহার কর। তাঁরা বললেন, হাঁ। তিনি বললেনঃ তোমরা একত্রে বসে আহার কর এবং আহার কালে আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ কর, তাহলে তোমাদের খাদ্যে তোমাদের জন্য বরকত দেওয়া হবে।

৩২৮৭ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيُّ الْخَلاَلِ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسٰى ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ ثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ ، قَهْرَمَانُ اٰلَ اَهْلُ الزُّبَيْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ اَبِى يَقُوْلُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُوْا جَمِيْعًا وَلاَ تَفَرَّقُوْا فَاِنَّ الْبَرَكَةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ–

৩২৮৭ হাসান ইব্‌ন আলী খাল্লাল (র)...... উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা একত্রে আহার কর এবং বিচ্ছিন্নভাবে আহার কর না। কারণ বরকত জামাতের সাথে রয়েছে।

١٨. بَابُ النَّفْخِ فِى الطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ খাদ্য দ্রব্যে ফুঁক দেয়া

৩২৮৮ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا عَبْدُالرَّحِيْمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُحَارِبِيُّ ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَبْدُالْكَرِيْمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْفُخُ فِىْ طَعَامٍ وَلاَ شَرَابٍ وَلاَ يَتَنَفَّسُ فِى الْإِنَاءِ-

৩২৮৮ আবূ কুরাইব (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খাদ্যে ও পানীয় দ্রব্যে ফুঁ দিতেন না এবং তিনি পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলতেন না।

١٩. بَابُ اِذَا اَتَاهُ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَلْيُنَاوِلْهُ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ খাদিম খাদ্য নিয়ে এলে তা থেকে তাকে কিছু দেওয়া

৩২৮৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا اَبِىْ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ اَبِيْهِ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جَاءَ اَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ ، فَلْيُجْلِسْهُ فَلْيَأْكُلْ مَعَهُ فَاِنْ اَبَى فَلْيُنَاوِلْهُ مِنْهُ-

৩২৮৯ মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়ের (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কারো খাদেম যখন তার জন্য খাবার নিয়ে আসে, তখন তাকে নিজের সাথে বসাবে এবং নিজের সাথে খাওয়াবে। সে যদি তাকে নিজের সাথে বসাতে না চায় তবে খাবার থেকে সামান্য পরিমাণ তাকে দেবে।

৩২৯০ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِىُّ اَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ جَعْفَرُبْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدُ الرَّحْمٰنُ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَحَدَكُمْ قَرَبَ اِلَيْهِ مَمْلُوْكَهُ طَعَامًا قَدْ كَفَاهُ عَنَاءَهُ وَحَرَّهُ ، فَلْيَدْعُهُ فَلْيَأْكُلْ مَعَهُ فَاِنْ لَمْ يَفْعَلْ ، فَلْيَأْخُذْ لُقْمَةً فَلْيَجْعَلْهَا فِىْ يَدِهِ-

৩২৯০ ঈসা ইব্ন হাম্মাদ মিস্‌রী (র)....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যখন তোমাদের কারো ক্রীতদাস তার সামনে আহার পরিবেশন করে, যা পাকানোর কষ্ট ও গরম সে সহ্য করেছে তখন সে যেন তাকে ডেকে নিজের সাথে বসিয়ে খাওয়ায়। আর সে যদি তা না করে তাহলে একটি গ্রাস তুলে যেন তার হাতে দেয়।

৩২৯১ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ثَنَا اِبْرَاهِيْمَ الْهَجْرِىُّ عَنْ اَبِى الْأَحْوَصُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جَاءَ خَادِمُ اَحَدُكُمْ بِطَعَامِهِ ، فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ ، اَوْلِيُنَاوِلْهُ مِنْهُ فَاِنَّهُ هُوَ الَّذِىْ وَلِىَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ–

৩২৯১ আলী ইব্‌ন মুনযির (র)...... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কারো খাদেম যখন তার নিকট খাদ্য নিয়ে আসে, তখন তাকে যেন নিজের সাথে বসায় অথবা খাদ্য থেকে তাকেও খেতে দেয়। কেননা সে তো ঐ ব্যক্তি যে পাকাতে গিয়ে গরম ও ধোঁয়া সহ্য করেছে।

٢٠. بَابُ الْاَكْلِ عَلَى الْخِوَانِ وَالسُّفْرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ খাঞ্চা ও দস্তরখানে আহার করা

৩২৯২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَّا مَعَاذُ ابْنُ هِشَامٍ ثَنَا اَبِىْ عَنْ يُوْنُس بْنُ اَبِىْ الْفُرَاتِ الإِسْكَافِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ : مَا اَكَلَ النَّبِىُّ ﷺ عَلَى خِوَانٍ وَلَا فِىْ سُكُرَّجَةٍ قَالَ فَعَلَامَ كَانُوْا يَأْكُلُوْنَ ؟ قَالَ : عَلَى السُّفَرِ–

৩২৯২ মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ কখনও কোন জিনিসের উপর খাদ্য রেখে তা আহার করেননি। রাবী বলেন, তাহলে তাঁরা কিসের উপর রেখে খেতেন? তিনি আনাস বলেন, দস্তরখানের উপর।

৩২৯৩ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ الْجُبَيْرِىِّ . ثَنَا اَبُوْمَجْرٍ . ثَنَاسَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ. ثَنَاقَتَادَةُ عَنْ اَنَسٍ؛ قَالَ : مَارَأَيْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَكَلَ عَلَى خِوَانٍ، حَتّٰى مَاتَ–

৩২৯৩ উবাইদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ যুবাইরী (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কখনও খাঞ্চা ভরে খেতে দেখিনি তাঁর ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত।

٢١. بَابُ النَّهْيِ اَنْ يُّقَامَ عَنِ الطَّعَامِ حَتَّى يُرْفَعَ وَاَنْ يَكُفَّ يَدَهُ حَتَّى يَفْرُغَ الْقَوْمَ

অনুচ্ছেদ ঃ খাবার তুলে না নেয়া পর্যন্ত উঠা এবং সকলের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত হাত ধোয়া নিষেধ

৩২٩٤ **حَدَّثَنَا** عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَحْمَدَ بْنُ بَشِيْرِ بْنُ ذَكْوَانَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ ابْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُنِيْرِ بْنُ الزُّبَيْرِ ، عَنْ مَكْحُوْلٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ يُقَامُ عَنِ الطَّعَامِ حَتَّى يُرْفَعَ-

৩২৯৪ আবদুল্লাহ ইব্‌ন আহ্‌মাদ ইব্‌ন বাশীর ইব্‌ন যাকওয়ান দিমাশ্‌কী (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ খাদ্যসামগ্রী তুলে নেয়ার পূর্বে, উঠে যেতে (অর্থাৎ সকলের আহার শেষ না হওয়া পর্যন্ত উঠে যে)ত নিষেধ করেছেন।

٣٢٩٥ **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلاَنِىُّ ثَنَا عُبَيْدِ اللّٰهِ اَنْبَأَنَا عَبْدُ الْأَعْلٰى ، عَنْ يَحْيٰى ابْنُ اَبِى كَثِيْرٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنُ الزُّبَيْرِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وَضِعْتُ الْمَائِدَةُ فَلاَ يَقُوْمُكَ رَجُلُ حَتّى تُرْفَعَ الْمَائِدَةُ وَلاَ يَرْفَعُ يَدَهُ ، وَاِنْ شَبِعَ حَتّٰى يَفْرَغُ الْقَوْمِ وَلْيَعْذِرُ فَاِنَّ الرَّجُلُ يُخْجِلُ جَلِيْسَهُ فَيَقْبِضُ يَدَهُ وَعَسٰى اَنْ يَكُوْنُ لَهُ فِى الطَّعَامِ حَاجَةً-

৩২৯৫ মুহাম্মাদ ইব্‌ন খালাফ আসকালানী (র)...... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ দস্তরখান বিছানো হলে তা পুনরায় তুলে না নেয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তি যেন না উঠে যায় এবং সে আহারে পরিতৃপ্ত হলেও হাত গুটিয়ে নেবে না, যতক্ষণ অন্য সকলের আহার শেষ না হয়। (একান্তই যদি উঠার প্রয়োজন হয়) তবে সে যেন ওজর পেশ করে। কারণ সে হাত গুটিয়ে নিলে তার সাথের লোক লজ্জিত হবে, অথচ তখনও হয়ত তার আরও খাদ্যের প্রয়োজন আছে।

٢٢. بَابُ مَنْ بَاتَ وَفِىْ يَدِهٖ رِيْحُ غَمَرٍ

অনুচ্ছেদ ঃ আহারের উচ্ছিষ্ট হাত থেকে পরিষ্কার না করে রাত কাটানো

٣٢٩٦ **حَدَّثَنَا** جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسَ ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ وَسِيْمُ الْجَمَّالِ ثَنَى الْحَسَنُ ابْنُ الْحَسَنِ عَنْ اُمِّهٖ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِىٍّ ، عَنْ اُمِّهٖ فَاطِمَةَ ابْنَةَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ لاَ يَلُوْمَنَّ امْرَؤٌ اِلاَّ نَفْسَهُ يَبِيْتُ وَفِىْ يَدِهٖ رِيْحُ غَمَرٍ-

৩২৯৬ জুবারা ইব্‌ন মুগাল্লিস (র)...... রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কন্যা ফাতিমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সাবধানঃ যে ব্যক্তি আহারের তেলচিটে হাতে নিয়ে (হাত পরিষ্কার না করে) রাত কাটায়, সে যেন নিজেকেই ভর্ৎসনা করে।

٣٢٩٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ اَبِى الشَّوَّارِبِ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزُ بْنُ الْمُخْتَارِ ثَنَا سُهَيْلٍ بْنُ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا نَامَ اَحَدُكُمْ وَفِى يَدِهِ رِيْحُ غَمَرٍ، فَلَمْ يَغْسِلْ يَدَهُ، فَأَصَابَهُ شَىْءٌ فَلاَ يَلُوْمَنَّ اِلاَّ نَفْسَهُ-

৩২৯৭ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল মালিক ইব্‌ন আবু শাওয়ারিব (র).....আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি হাতে তেলচিটে নিয়ে ঘুমালো, আর সে তার হাতে ধুয়ে পরিষ্কার করল না, এমতাবস্থায় সে কোন অনিষ্টের সম্মুখীন হলো, এজন্য সে যেন নিজেকেই তিরস্কার করে।

٢٣. بَابُ عَرْضِ الطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ আহার পরিবেশন করা

٣٢٩٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانٌ عَنِ ابْنِ اَبِىْ حُسَيْنٍ ، عَنْ شَهْرِ ابْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ اَسْمَاءِ بِنْتِ يَزِيْدٌ ، قَالَتْ اَتَى النَّبِىُّ ﷺ بِطَعَامٍ فَعَرَضَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا لاَ نَشْتَهِيَّهُ فَقَالَ لاَ تَجْمَعْنَ جُوْعًا وَكَذِبًا

৩২৯৮ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শাইবা এবং আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)...... আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ﷺ-এর জন্য খাদ্যদ্রব্য আনা হলো। তা আমাদের সামনে পরিবেশন করা হলে আমরা বললাম, আমাদের ক্ষুধা নেই। এখন তিনি বললেন ঃ মিথ্যা ও ক্ষুধা একত্র করো না। (পেটে ক্ষুধা রেখে খেতে অস্বীকার করো না)।

٣٢٩٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٌ ، قَالاَ فَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اَبِىْ حَلاَلُ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ سَوَادَةً ، عَنْ اَنَسِ بْنُ مَالِك رَجُلٌ مِنْ بَنِى عَبْدُ الْاَشْهَلِ قَالَ : اَتَيْتُ النَّبِىُّ ﷺ وَهُوَ يَتَغَدَّى فَقَالَ اُدْنُ لِكُلْ فَقُلْتُ : اِنِّىْ صَائِمٌ فَيَالَهْفَ نَفْسِىْ هَلاَّ كُنْتُ طَعِمْتُ مِنْ طَعَامِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ !

৩২৯৯ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শাইবা (র)...... আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ আবদুল আশহাল গোত্রের আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তিনি সকালের আহার করছিলেন। তিনি বললেন ঃ আস এবং খাও। আমি বললাম, আমি তো সাওম পালনকারী। হায় আমার জন্য আফসোস আমি যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খাবারে অংশগ্রহণ করতাম।

٢٤. بَابُ الْاَكْلِ فِى الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদের আহার করা

٣٣٠٠ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنُ كَاسِبٍ ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنِى سُلَيْمَانُ بْنُ زِيَادٍ الْحَضْرَمِىُّ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءِ الزُّبَيْدِىِّ يَقُوْلُ : كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمَسْجِدِ الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ-

৩৩০০ ইয়াকুব ইব্‌ন হুমাইদ ইব্‌ন কাসিব ও হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া....... আবদুল্লাহ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন জায্‌ই যুবায়দী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে মসজিদে রুটি ও গোশ্‌ত খেতাম।

٢٥. بَابُ الْاَكْلِ قَائِمًا

অনুচ্ছেদ ঃ দাঁড়ানো অবস্থায় আহার করা

٣٣٠١ حَدَّثَنَا اَبُوْ السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَأْكُلُ وَنَحْنُ نَمْشِى وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ-

৩৩০১ আবূ সাইব সালাম ইব্‌ন জুনাদা (র)...... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে হাঁটা অবস্থায় আহার করেছি এবং দাঁড়ানো অবস্থায় পান করেছি।[১]

٢٦. بَابُ الدُّبَّاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ লাউ সম্পর্কে

٣٣٠٢ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ اَنْبَأَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُحِبُّ الْقَرْعَ-

১. দাড়িয়ে পানাহার করা সম্পর্কে আলেমদের মধ্যে মতভেদ আছে। হানাফী-মযহাব মতে, দাঁড়িয়ে পানাহার করা মাকরূহ।

৩৩০২ আহ্‌মাদ ইব্‌ন মানী (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ লাউয়ের তরকারী পছন্দ করতেন।

٣٣٠٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى ثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ بَعَثَتْ مَعِى اُمُّ سُلَيْمٍ ، بِمِكْتَلٍ فِيْهِ رُطَبٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ اَجِدْهُ وَخَرَجَ قَرِيْبًا اِلَى مَوْلًى لَهُ دَعَاهُ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يَأْكُلُ قَالَ ، فَدَعَانِىْ لاٰكُلَ مَعَهُ قَالَ ، وَصَنَعَ ثَرِيْدَةً بِلَحْمٍ وَقَرْعٍ قَالَ ، فَاِذَا هُوَ يُعْجِبُهُ الْقَرْعُ قَالَ ، فَجَعَلْتُ اَجْمَعُهُ فَأُدْنِيْهِ مِنْهُ فَلَمَّا طَعِمْنَا مِنْهُ رَجَعَ اِلَى مَنْزِلِهِ وَوَضَعْتُ الْمِكْتَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ وَيُقْسِمُ حَتّٰى فَرَغَ مِنْ اٰخِرِهِ-

৩৩০৩ মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আমার মা) উম্মে সুলাইম (রা) আমাকে এক টুকরী সহ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট পাঠালেন এতে ছিল তাজা খেজুর, আমি তাকে পেলাম না। তিনি তাঁর নিকটস্থ এক আযাদকৃত গোলামের ডাড়িতে যান, সে তাঁকে দাওয়াত করেছিল এবং তাঁর জন্য খাবার তৈরী করেছিল। আমি তাঁর নিকট এলাম, তখন তিনি আহার করছিলেন। রাবী বলেন, তিনি আমাকে ডাকলেন তাঁর সাথে আহার করার জন্য। রাবী বলেন, সে তাঁর জন্য গোশ্‌ত ও লাউ দিয়ে সারীদ তৈরী করেছিল। আমি লক্ষ্য করলাম,তিনি লাউ খুব পছন্দ করেন। তাই আমি লাউয়ের টুকরাগুলো একত্র করে তাঁর সামনে দিতে থাকলাম। আমরা আহার শেষ করলে তিনি নিজের বাড়ীতে ফিরে এলেন এবং আমি তাঁর সামনে টুকরীটি রাখলাম। তিনি তা খেতে লাগলেন এবং অন্যদেরও বন্টন করে দিতে থাকলেন, এভাবে দিতে দিতে শেষ করে অবসর হলেন।

٣٣٠٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِىْ خَالِدٍ ، عَنْ حَكِيْمِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ اَبِيْهِ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِىْ بَيْتِهِ ، وَعِنْدَهُ هٰذِهِ الدُّبَّاءُ فَقُلْتُ اَىُّ شَيْئٍ هٰذَا ؟ قَالَ هٰذَا الْقَرْعُ هُوَ الدُّبَّاءُ نُكْثِرُ بِهِ طَعَامَنَا-

৩৩০৪ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শাইবা (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ﷺ -এর বাড়ীতে তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তাঁর সামনে লাউ ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কি? তিনি বললেনঃ এটা তরকারী লাউয়ের আমরা তা প্রচুর খাই।

٢٧. بَابُ اللَّحْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ গোশ্‌ত সম্পর্কে

٣٣٠٥ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدُ الْخَلاَّلُ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا يَحْيٰى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِىْ سُلَيْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ الْجَزَرِيِّ حَدَّثَنِىْ مَسْلَمَةُ بْنُ عَطَاءِ الْجَزَرِىُّ حَدَّثَنِىْ

مَسْلَمَةُ بْنُ عَطَاءِ الْجَزَرِيِّ حَدَّثَنِي مَسْلَمَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْجُهَنِيِّ عَنْ عَمِّهِ اَبِى مَشْجَعَةَ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَيِّدُ طَعَامِ اَهْلِ الدُّنْيَا وَاَهْلِ الْجَنَّةِ اللَّحْمُ-

৩৩০৫ আব্বাস ইব্‌ন ওয়ালীদ (র).....আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ দুনিয়াবাসী ও জান্নাতীদের খাদ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ খাদ্য হলো গোশ্‌ত।

٣٣٠٦ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنِ الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا يَحْيٰى بْنُ صَالِحٍ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَطَاءِ الْجَزَرِىُّ ثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْجُهَنِىُّ عَنْ عَمِّهِ اَبِى مَشْجَعَةَ ، عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ ، قَالَ مَا دُعِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى لَحْمٍ قَطُّ اِلاَّ اَجَابَ وَلاَ اُهْدِىَ لَهُ لَحْمٌ قَطُّ اِلاَّ قَبِلَهُ.

৩৩০৬ আব্বাস ইব্‌ন ওয়ালীদ দিমাশ্‌কী (র)...... আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে যখনই গোশ্‌ত খাওয়ার জন্য আহবান করা হয়েছে তখনই তিনি তাতে সাড়া দিয়েছেন আর যখনই তাকে গোশ্‌ত হাদিয়া দেয়া হয়েছে তিনি তা কবুল করেছেন।

٢٨. بَابُ اَطَايِبِ اللَّحْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ কোন অংশের গোশ্‌ত অপেক্ষাকৃত উত্তম

٣٣٠٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيِّ وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، قَالاَ : ثَنَا اَبُوْ حَيَّانُ التَّيْمِىُّ عَنْ اَبِى زُرْعَةَ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ، قَالَ : اُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ، ذَاتَ يَوْمٍ ، بِلَحْمٍ فَرُفِعَ اِلَيْهِ الذِّرَاعُ ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا-

৩৩০৭ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শাইবা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট গোশ্‌ত আনা হল। তাঁকে রানের গোশ্‌ত দেয়া হল, এবং এটাই তিনি পছন্দ করতেন। তিনি তা চুষে খেলেন।

٣٣٠٨ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ اَبُوْ بِشْرٍ ثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مِسْعَرٍ حَدَّثَنِىْ شَيْخٌ مِنْ فَهْمٍ قَالَ ، وَاَظُنُّهُ يُسَمّٰى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ

جَعْفَرٍ يُحَدِّثُ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَقَدْ نَحَرَلَهُمْ جَزُوْرًا اَوْ بَعِيْرًا ، اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ، قَالَ : وَالْقَوْمُ يُلْقُوْنَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اللَّحْمِ ، يَقُوْلُ اَطْيَبُ اللَّحْمِ لَحْمُ الظَّهْرِ–

৩৩০৮ বাক্‌র ইব্‌ন খালাফ আবূ বিশ্‌র (র)...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাফর (র) ইব্‌ন যুবাইর (রা)-র সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি তাদের জন্য একটি উট যবাহ করেছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, যখন লোকেরা তার জন্য গোশ্‌ত ঢালছিল ঃ গোশ্‌তের মধ্যে অপেক্ষাকৃত উত্তম হচ্ছে পিঠের গোশ্‌ত।

٢٩. بَابُ الشِّوَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ভুনা গোশ্‌ত সম্পর্কে

٣٣٠٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا اَعْلَمُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى شَاةً سَمِيْطًا حَتّٰى لَحِقَ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ–

৩৩০৯ মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মহামহিম আল্লাহ্‌র সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত কখনও আস্ত ভুনা বক্‌রী দেখেছেন বলে আমি জানি না।

٣٣١٠ حَدَّثَنَا جَبَّارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا كَثِيْرُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : مَا رُفِعَ مِنْ بَيْنَ يَدَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَضْلَ شِوَاءٍ قَطُّ وَلَا حُمِلَتْ مَعَهُ طُنْفُسَةٌ"–

৩৩১০ জুবারা ইব্‌ন মুগাল্লিস (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে থেকে কখনও খাওয়ার পর অবশিষ্ট ভুনা গোশ্‌ত তুলে রাখা হয়নি (কারণ এই গোশতের পরিমাণ কম হত এবং অভ্যাগত অধিক থাকে বিধায় তা অবশিষ্ট থাকত না) এবং তাঁর সথে কখনো মোটা বিছানা বহন করা হত না।

٣٣١١ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا يَحْيٰى ابْنُ بُكَيْرٍ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ اَخْبَرَنِيْ سُلَيْمَانَ ابْنُ زِيَادِ الْحَضْرَمِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنُ الجَزْءِ الزُّبَيْدِيُّ قَالَ

اَكَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ طَعَامًا فِى الْمَسْجِدِ لَحْمًا قَدْ شُوِىَ فَمَسَحْنَا اَيْدِيْنَا بِالْحَصْبَاءِ ثُمَّ قُمْنَا نُصَلِّى وَلَمْ نَتَوَضَّأ–

৩৩১১ হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আবদুল্লাহ ইব্ন হারিশ ইব্ন জায্ই যুবাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মুসজিদে ভুনা গোশ্ত খেয়েছি। অতঃপর কাঁকরে হাত মুছে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করেছি, কিন্তু (গোশ্ত খাওয়ার কারণে পুনরায়) ওযূ করিনি।

٣٠. بَابُ الْقَدِيْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ গোশ্তের শুটকি সম্পর্কে

٣٣١٢ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَسَدٍ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِى خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنُ اَبِى حَازِمٍ ، عَنْ اَبِى مَسْعُوْدٍ قَالَ : اَتَى النَّبِىُّ ﷺ رَجُلُ فَكَلَّمَهُ فَجَعَلَ تَرْعَدُ فَرَائِصَهُ فَقَالَ لَهُ هَوِّنْ عَلَيْكَ فَاِنِّى لَسْتَ بِمَلْكٍ اِنَّمَا اَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ تَأْكُلُ الْقَدِيْدَ–

قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ اِسْمَاعِيْلُ ، وَحْدَهُ ، وَصَلَهُ–

৩৩১২ ইসমাঈল ইব্ন আসাদ (র)....... আবূ মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এলো। তিনি লোকটির সাথে কথা বললেন। তাঁর কাধের গোশ্ত (ভয়ে) কাঁপছিল। তিনি তাকে বললেনঃ তুমি শান্ত হও, কারণ আমি কোন বাদশাহ নই বরং আমি এক মহিলার পুত্র, যিনি শুক্না গোশ্ত খেতেন।

٣٣١٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدُ الرَّحْمٰنُ بْنُ يُوْسُفَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدُ الرَّحْمٰنُ بْنُ عَابِسٍ اَخْبَرَنِى اَبِى عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَقَدْ كُنَّا نَرْفَعُ الْكُرَاعَ فَيَأْكُلُهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ خَمْسِ عَشَرَةَ مِنَ الْأَضَاحِيِّ.

৩৩১৩ মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ছাগলের পায়া তুলে রাখতাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তা কুরবানীর পনর দিন পরও খেতেন।

٣١. بَابُ الْكَبِدِ وَالطِّحَالِ

অনুচ্ছেদ ঃ কলিজা ও প্লীহা সম্পর্কে

٣٣١٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُصْعَبٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اُحِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَاَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوْتُ وَالْجَرَادُ وَاَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ-

৩৩১৪ আবূ মুস'আব (র)...... আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমাদের জন্য দুই প্রকারের মৃতজীব ও দুই ধরনের রক্ত হালাল করা হয়েছে। মৃত জীব দু'টি হচ্ছে মাছ ও টিডিড এবং দুই প্রকারের রক্ত হচ্ছে কলিজা ও প্লীহা।

٣٢. بَابُ الْمِلْحِ

অনুচ্ছেদ ঃ লবণ সম্পর্কে

٣٣١٥ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مَرْوَانُ ابْنُ مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ثَنَا عِيْسَى بْنُ اَبِىْ عِيْسَى عَنْ رَجُلٍ (اُرَاهُ مُوْسَى) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَيِّدُ اِدَامِكُمُ الْمِلْحُ-

৩৩১৫ হিশাম ইব্ন আম্মার (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের তরকারীর শ্রেষ্ঠ উপকরণ হচ্ছে লবণ।

٣٣. بَابُ الائْتِدَامِ بِالْخَلِّ

অনুচ্ছেদ ঃ সির্কা দিয়ে রুটি খাওয়া

٣٣١٦ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِى الْحَوَارِيِّ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا سُلَيْمَانَ بْنَ بِلَالٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ-

৩৩১৬ আহ্মাদ ইব্ন আবূ হাওয়ারা (র) ...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সির্কা উত্তম তরকারী।

٣٣١٧ حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيْعِ عَنْ مَحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ-

৩৩১৭ জুবারা ইব্ন মুগাল্লিস (র)...... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সির্কা উত্তম তরকারী।

٣٣١٨ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا عَنْبَسَةُ ابْنُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ زَاذَانُ اَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ : حَدَّثَتْنِي اُمُّ سَعْدٍ قَالَتْ : دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى عَائِشَةَ ، وَاَنَا عِنْدَهَا فَقَالَ هَلْ مِنْ غَدَامٍ ؟ قَالَتْ عِنْدَنَا خُبْزٌ وَتَمْرٌ وَخَلٌّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ اَللّٰهُمَّ ! بَارِكْ فِي الْخَلِّ فَإِنَّهُ كَانَ اِدَامَ الْاَنْبِيَاءِ قَبْلِي وَلَمْ يَفْتَقِرْ بَيْتٌ فِيْهِ خَلٌّ–

৩৩১৮ আব্বাস ইব্ন উস্মান দিমাশ্কী (র)...... উম্মে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ (একদা) রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়েশা (রা)-র নিকট আসেন আমি তখন তাঁর কাছে ছিলাম। তিনি বললেনঃ সকালের নাস্তা আছে কি? তিনি বললেন, আমাদের নিকট রুটি, খেজুর ও সির্কা আছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সির্কা উত্তম তরকারী। হে আল্লাহ্! সির্কায় বরকত দাও। কারণ তা আমার পূর্বেকার নবীগণের তরকারী ছিল। যে ঘরে সির্কা আছে তার কখনও তরকারীর অভাব হয়নি।

٣٤. بَابُ الزَّيْتِ

অনুচ্ছেদ ঃ যাইতূন তৈল সম্পর্কে

٣٣١٩ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَأَنَا مَعْمَرٍ عَنْ زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِئْتَدِمُوْا بِالزَّيْتِ وَادَّهِنُوْا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ–

৩৩১৯ হুসাইন ইব্ন মাহ্দী (র)...... উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যাইতূন তেল দিয়ে রুটি খাও এবং তা দেহে মাখ, কারণ তা রবকতপূর্ণ গাছ থেকে হয়।

٣٣٢٠ حَدَّثَنَا عقبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسٰى ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُوْا الزَّيْتِ وَادَّهِنُوْا بِهِ فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ–

৩৩২০ উক্বা ইব্ন মুক্রাম (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যাইতূন তেল খাও এবং তা দেহে মাখ, কারণ তা বরকত পূর্ণ।

٣٥. بَابُ اللَّبَنِ

অনুচ্ছেদ ঃ দুধ

٣٣٢١ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ جَعْفَرَ بْنَ بُرْدُ الرَّاسِبِيِّ حَدَّثَتْنِى مُوْلاَتِى ْ اُمُّ سَالِمِ الرَّاسِبِيَّةُ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اُتِىَ بِلَبَنٍ قَالَ بَرَكَةٌ اَوْ بَرَكَتَانِ-

৩৩২১ আবূ কুরাইব (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট যখন দুধ আনা হত। তিনি বলতেন ঃ এক অথবা দুই বরকত।

٣٣٢٢ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عِيَاشٍ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَتَبَةَ عَنِ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَطْعَمَهُ اللّٰهُ طَعَامًا فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ ! بَارِكْ لَنَا فِيْهِ ، وَارْزُقْنَا خَيْرًا مِنْهُ وَمَنْ سَقَاهُ اَللّٰهُ لَبَنًا فَلْيَقُلِ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ فَاِنِّىْ لاَ اَعْلَمُ مَايُجْزِئُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ اِلاَّ اللَّبَنِ-

৩৩২২ হিশাম ইব্ন আম্মার (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা যখন কাউকে আহার করান, তখন সে যেন বলে "আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফীহি ওয়ারযুকনা খাইরাম-মিনহু"- হে আল্লাহ! আমাদেরকে এ খাদ্যে বরকত এবং এর চেয়েও উত্তম রিযিক দান করুন। আল্লাহ্ যাকে দুধ পান করান সে যেন বলে; "আল্লাহুম্মা! বারিক লানা ফীহি ওয়া যিদনা মিনহু"- হে আল্লাহ! এই দুধে আমাদের বরকত দান করুন এবং এর চেয়েও বাড়িয়ে দিন। কারণ আমি জানি না যে. এমন কোন জিনিস আছে কিনা যা যুগপৎভাবে আহার ও পানীয় উভয়ের জন্য যথেষ্ট।

٣٦. بَابُ الْحَلْوَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ মিষ্টি দ্রব্য সম্পর্কে

٣٣٢٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ، قَالُوْا : ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ ، قَالَ ثَنَا هِشَامُ ابْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ.

৩৩২৩ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শাইবা, আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ ও আবদুর রহমান ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিষ্টি ও মধু পছন্দ করতেন।

٣٧. بَابُ الْقِثَّاءِ وَالرُّطَبِ يُجْمِعَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ শসা ও খেজুর একত্রে মিশিয়ে খাওয়া

٣٣٢٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ثَنَا يُوْنُسَ بْنُ بُكَيْرٍ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَتْ اُمِّى تُعَالِجُنِي لِلسُّمْنَةِ تُرِيْدُ اَنْ تُدْخِلَنِى عَلَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَمَا اسْتِقَامُ لَهَا ذٰلِكَ حَتّٰى اَكَلْتُ الْقِثَّاءُ بِالرَّطْبِ فَسَمِنْتُ كَأَحْسَنَ سِمْنَةٍ-

৩৩২৪ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইন নুমায়ের (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মা আমার দৈহিক পরিপুষ্টির জন্য চিকিৎসা করাতেন। কারণ। তিনি আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সংসারে পাঠাতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু তা কোন কাজে আসল না। অবশেষে আমি শসা তাজা খেজুরের সাথে খেলাম এবং উত্তমরূপে দৈহিক পরিপুষ্টি লাভ করলাম।

٣٣٢٥ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدُ بْنُ كَاسِبٍ وَاِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسَى قَالاَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمَ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : رَاَيْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْكُلُ الْقِثَّاءِ بِالرُّطَبِ .

৩৩২৫ ইয়াকূব ইব্‌ন হুমাইদ ইব্‌ন কাসিব ও ইসমাঈল ইব্‌ন মূসা (র)...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন জা'ফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে শসা তাজা খেজুরের সাথে খেতে দেখেছি।

٣٣٢٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحُ وَعَمْرُو ابْنُ رَافِعٍ ، قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ الْوَلِيْدُ ابْنُ اَبِى هِلاَلَ الْمَدَنِيِّ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنُ سَعْدٍ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْكُلُ الرُّطَبُ بِالْبَطِيْخِ-

৩৩২৬ মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাব্বাহ ও আমর ইব্‌ন রাফি' (র)...... সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাজা খেজুর তরমুজের সাথে আহার করতেন।

٣٨. بَابُ التَّمْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ খেজুর সম্পর্কে

٣٣٢٧ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِى الْحَوَارِى الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا سُلَيْمَانُ الْنُ بِلاَلٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْتٌ لاَ تَمْرَ فِيْهِ جِيَاعٌ اَهْلُهُ

৩৩২৭ আহ্মাদ ইব্ন আবুল হাওয়ারা দিমাশ্কী (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ঘরে খেজুর নেই, সে ঘরে বসবাসকারী ক্ষুধার্ত।

٣٣٢٨ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِى الْحَوَارِىْ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ ثَنَا هِشَامُ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ جَدَّتِهِ سَلْمِى اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ بَيْتٌ لاَ تَمْرَ فِيْهِ كَالْبَيْتِ لاَ طَعَامُ فِيْهِ-

৩৩২৮ আবদুর রহমান ইব্ন ইব্রাহীম দিমাশ্কী (র)...... উবাইদুল্লাহ ইব্ন আবূ রাফি-এর দাদী সালমা (রা)-থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ যে ঘরে খেজুর নেই, সেই ঘর খাদ্যশূন্য ঘরের ন্যায়।

٣٩. بَابُ اِذَا أُتِىَ بِأَوَّلِ الثَّمَرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ যখন (মওসুমের) প্রথম ফল আসে

٣٣٢٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَيَعْقُوْبُ ابْنُ حُمَيْدُ بْنُ كَاسِبٍ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزُ ابْنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنِى سُهَيْلِ بْنُ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا أُتِىَ بِأَوَّلَ الثَّمَرَةِ قَالَ اَللّٰهُمَّ ! بَارِكْ لَنَا فِىْ مَدِيْنَتِنَا وَفِىْ ثِمَارِنَا وَفِىْ مُدِّنَا وَفِىْ صَاعِنَا بَرَكَةً مَعَ بَرَكَةً ثُمَّ يُنَاوِلُهُ اَصْغَرُ مَنْ بِحَضْرَتِهِ مِنَ الْوِلْدَانِ-

৩৩২৯ মুহাম্মাদ ইব্ন সাব্বাহ (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট যখন মওসূমের প্রথম ফল উপস্থিত করা হতো তখন তিনি বলতেন ঃ "আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফী সাঈনা বারাকাতান মা'আ বারাকাতি," -হে আল্লাহ! আমাদের বরকত দান করুন আমাদের শহরে, আমাদের ফলে, আমাদের মুদ্দ-এ ও আমাদের সা'-এ বরকতের উপর বরকত। অতঃপর তিনি তাঁর নিকট উপস্থিত সর্বকনিষ্ঠ শিশুকে তা খেতে দিতেন।

٤٠. بَابُ اَكْلِ الْبَلَحِ بِالتَّمْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ভিজা ও শুষ্ক খেজুর একত্রে মিশিয়ে খাওয়া

٣٣٣٠. حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ بَكْرِ بْنُ خَلَفٍ ثَنَا يَحْيٰى بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ الْمَدَنِىُّ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُوْا الْبَلَحَ بِالتَّمْرِ كُلُوا الْخَلَقَ بِالْجَدِيْدُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَغْضَبُ وَيَقُوْلُ بَقِىَ ابْنُ آدَمَ حَتّٰى اَكَلَ الْخَلْقُ بِالْجَدِيْدِ-

৩৩৩০ আবূ বিশ্‌র বাকর ইব্‌ন খালাফ (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তাজা খেজুর শুক্‌না খেজুরের সাথে খাও, পুরাতন খেজুর নতুন খেজুরের সাথে খাও। কারণ শয়তান রাগান্বিত হয় এবং বলে, আদম সন্তান জীবিত রইল, এমনকি পুরাতন ফল নতুন ফলের সাথে আহার করল।

٤١. بَابُ النَّهْىِ عَنْ قِرَانِ التَّمْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ কয়েকটি খেজুর একত্রে মুখে দেওয়া নিষেধ

٣٣٣١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنُ بْنُ مَهْدِىٍّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَبَلَةَ ابْنِ سُحَيْمٍ سَمِعْتُ ابْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ يَقْرِنَّ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَ تَيْنَ حَتّٰى يَسْتَأْذِنُ اَصْحَابِهِ-

৩৩৩১ মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন ঃ কোন ব্যক্তি যেন নিজ সাথীর অনুমতি না নিয়ে একত্রে দুইটি খেজুর যেন মুখে না দেয়।

٣٣٣٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْخَزَّازِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ مَوْلٰى اَبِىْ بَكْرٍ وَكَانَ سَعْدٍ يَخْدُمُ النَّبِىَّ ﷺ وَكَانَ يُعْجِبُهُ حَدِيْثُهُ اَنَّ النَّبِىُّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْإِقْرَانِ يَعْنِىْ فِى التَّمْرِ-

৩৩৩২ মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... আবূ বাক্‌র (রা)-র আযাদ কৃতদাস সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। সা'দ (রা) নবী ﷺ -এর খিদ্‌মত করতেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কথাবার্তায় সন্তুষ্টি হতেন, নবী ﷺ কয়েকটি খেজুর এক সাথে মুখে দিতে নিষেধ করেছেন।

٤٢. بَابُ تَفْتِيْشِ التَّمْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ভালো খেজুর বেছে বেছে খাওয়া

٣٣٣٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ بَكْرِ بْنُ خَلْفٍ ثَنَا اَبُوْ قُتَيْبَةَ عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ اِسْحَاقَ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنُ مَالِكٍ قَالَ : رَاَيْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُتِىَ بِتَمْرٍ عَتِيْقٍ فَجَعَلَ يُفَتِّشُهُ-

৩৩৩৩ আবূ বিশ্‌র বাক্‌র ইব্‌ন খালাফ (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখেছি যে, তাঁর সামনে পুরাতন খেজুর পেশ করা হলে, তিনি ভালো খেজুর খোঁজ করতেন।

٤٣. بَابُ التَّمْرِ بِالزُّبْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ মাখন দিয়ে খেজুর খাওয়া

٣٣٣٤ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا صَدَقَةَ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنِىْ اِبْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنِىْ سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ عَنِ ابْنَىْ بُسْرِ السُّلَمِيَّيْنِ قَالاَ : دَخَلَ عَلَيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَوَضَعْنَا تَحْتَهُ قَطِيْفَةً لَنَا صَبَبْنَا هَالَهُ صَبًّا فَجَلَسَ عَلَيْهَا فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ الْوَحْىِ فِىْ بَيْتِنَا وَقَدِمْنَا لَهُ زُبْدًا وَتَمْرًا وَكَانَ يَحِبُّ الزَّبَدُ ﷺ -

৩৩৩৪ হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র)...... সুলাইম গোত্রের বুস্‌র-এর দুই পুত্রের সূত্রে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, (একদা) রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট এলন আমরা তাঁর বসার জন্য নরম করে দিলাম তখন তিনি তার উপর বসলেন এ সময় আমাদের ঘরে মহামহিম আল্লাহ তাঁর উপর ওহী নাযিল করলেন। আমরা তাঁর সামনে মাখন ও খেজুর পেশ করলাম এবং তিনি মাখন পছন্দ করতেন।

٤٤. بَابُ الْحَوَارَى

অনুচ্ছেদ ঃ ময়দা সম্পর্কে

٣٣٣٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ اَبِىْ حَازِمٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ حَازِمٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ سَأَلْتُ سُهَلَ بْنُ سَعْدٍ هَلْ رَاَيْتُ النَّقِىَّ قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّقِىَّ حَتَّى قَبَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ فَهَلْ كَانَ لَهُمْ مَنَاخِلَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ؟ قَالَ : مَا رَأَيْتُ مَنْخَلاً حَتَّى قَبَضَ رَسُوْلُ

اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ فَكَيْفَ كُنْتُمْ تَأْكُلُوْنَ الشَّعِيْرِ غَيْرَ مَنْخُوْلٍ ؟ قَالَ نَعَمْ كُنَّا نَنْفُخُهُ فَيَطِيْرُ مِنْهُ مَاطَارَ ، وَصَابَقِى ثَرَّيْنَاهُ–

৩৩৩৫ মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাব্বাহ ও সুওয়াইদ ইব্‌ন সাঈদ (র)...... আবদুল আযীয ইব্‌ন আবূ হাযিম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা)-র নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি ময়দা দেখেছেন? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত ময়দা দেখিনি। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলামঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে লোকদের কি চালুনি ছিল? তিনি বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত চালুনি দেখিনি। আমি বললাম ঃ তাহরে আপনারা চালুনি ছাড়া কিভাবে যব খেতেন? তিনি বললেন, হাঁ (আমরা গুড়া করে) তাতে ফুঁ দিতাম এবং যা উড়ে যাওয়ার তা উড়ে যেত, এবং যা অবশিষ্ট থাকিত তা পানিতে ভিজাতাম।

٣٣٣٦ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدُ بْنُ كَاسِبٍ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِىْ عَمْرُوبْنُ الْحَرْثِ أَخْبَرَنِى بَكْرِ بْنُ سُوَادَةَ أَنْ حَنَش بْنُ عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنَهُ عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ أَنَّهَا غَرَبَتْ دَقِيْقًا فَصَنَعْتُهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ رَغِيْفًا فَقَالَ مَا هٰذَا ؟ قَالَتْ طَعَامٍ نَصْنَعُهُ بِأَرْضِنَا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَصْنَعَ مِنْهُ لَكَ رَغِيْفًا فَقَالَ رُدِّيْهِ فِيْهِ، ثُمَّ أَعْجَنِيْهِ–

৩৩৩৬ ইয়াকুব ইব্‌ন হুমাইদ ইব্‌ন কাসিব (র)...... উম্মে আইমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কি? তিনি বললেন, এটা আমাদের এলাকার খাবার। আমি বললেন ঃ এর মধ্যে ভুষি ঢেলে দাও, এরপর ছেলে নাও।

٣٣٣٧ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدُ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ أَبُوْ الْجَمَاهِرِ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ بَشِيْرٍ ثَنَا قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنُ مَالِكٍ قَالَ مَا رَأَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَغِيْفًا مُحَوَّرًا بِوَاحِدٍ مِنْ عَيْنَيْهِ حَتَّى لَحِقَ بِاللّٰهِ–

৩৩৩৭ আব্বাস ইব্‌ন ওয়ালীদ দিমাশ্‌কী (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনও ময়দার রুটি দেখেননি, এমনকি এই অবস্থায় তিনি মহান আল্লাহ্‌র সাথে মিলিত হন।

٤٥. بَابُ الرُّقَاقِ

অনুচ্ছেদ ঃ পাতলা রুটি (চাপাতি) সম্পর্কে

٣٣٣٨ حَدَّثَنَا أَبُوْ عُمَيْرٍ عِيْسَى بْنُ مُحَمَّدٍ النَّحَّاسُ الرَّمْلِيُّ ثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ ابْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيْهِ ، قَالَ زَارَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ قَوْمَهُ يَعْنِى قَرْيَةَ أَظُنُّهُ قَالَ

اَبِيْنَا فَأْتُوْهُ بِرُقَاقٍ مِنْ رِقَاقِ الْأَوَّلِ فَبَكِيْ وَقَالَ مَارَأَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا بِعَيْنِهِ قَطُّ-

৩৩৩৮ আবূ উমাইর ঈসা ইব্ন মুহাম্মাদ নাহ্হাস রামলী (র)...... ইব্ন আতা (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (আতা) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) তাঁর কাওমের কাছে যান, অর্থাৎ এলাকায় (আমি মনে করি তিনি বলেছেন, ইউনা।) অতি পাতলা রুটি পরিবেশন করে তখন তিনি কেঁদে ছিলেন এবং বললেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনও এ ধরনের রুটি দেখেননি।

٣٣٣٩ حَدَّثَنَا اِسْحَاقَ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَاَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدِ الدَّارِمِيُّ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدُ بْنُ عَبْدُ الْوَارِثِ ثَنَا هَمَامُ ثَنَا قَتَادَةُ ، قَالَ كُنَّا نَأْتِي اَنَسَ بْنُ مَالِكٍ قَالَ اِسْحَاقَ : وَخَبَّازُهُ قَائِمٌ وَقَالَ الدَّارِمِيُّ وَخِوَانُهُ مَوْضُوْعٌ فَقَالَ يَوْمًا كُلُوْا فَمَا اَعْلَمُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَأَى رَغِيْفًا مُرَقَّقًا بِعَيْنِهِ حَتّٰى لَحِقَ بِاللّٰهِ وَلاَ شَاةً سَمِيْطًا قَطُّ-

৩৩৩৯ ইসহাক ইব্ন মানসূর ও আহমাদ ইব্ন সাঈদ দারিমী (র)...... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা আনাস ইব্ন মালিক (রা)-র নিকট যেতাম। ইসহাক (র) বলেন ঃ তাঁর রুটি প্রস্তুতকারী দাঁড়ানো থাকত। আর দারিমীর বলেছেনঃ তাঁর খাঞ্চা বিছানো থাকত। একদিন তিনি বলেনঃ তোমরা আহার কর। আমি জানি না, রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ্র সাথে মিলিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত স্বচক্ষে পাতলা রুটি এবং আস্ত ভুনা বক্রী দেখেছেন কিনা!

٤٦. بَابُ الْفَالُوْذَجِ

অনুচ্ছেদ ঃ ফালূদা

٣٣٤٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ السُّلَمِيُّ اَبُوْ الْحَرْثِ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ عَيَّاشٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ عُثْمَانُ ابْنُ يَحْيٰى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَوَّلُ مَا سَمِعْنَا بِالْفَالُوْذَجِ اِنَّ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ : اِنَّ اُمَّتَكَ تُفْتَحُ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ فَيُفَاضُ عَلَيْهِمْ مِنَ الدُّنْيَا حَتّٰى اِنَّهُمْ لَيَأْكُلُوْنَ الْفَالُوْذَجَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَا الْفَالُوْذَةُ؟ قَالَ يَخْلَطُوْنَ السَّمَنُ وَالْعَسَلُ جَمِيْعًا فَشَهَقَ النَّبِيُّ ﷺ لِذٰلِكَ شَهْقَةً-

৩৩৪০ আবদুর ওহহাব ইব্‌ন দাইহাক সুলামী আল-হারিস (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সর্বপ্রথম আমরা তখন ফালুদার নাম শুনতে পাই, যখন জিব্‌রীল (আ) নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন ঃ আপনার উম্মাত অনেক দেশের উপর বিজয়ী হবে এবং অঢেল সম্পদ তাদের হস্তগত হবে। এমনকি তারা ফালূদা খাবে। নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করেনঃ ফালূদা কি? তিনি বলেনঃ তারা ঘী ও মধু একত্রে মিলাবে। একথা শুনে নবী ﷺ কান্নার মত আওয়াজ করলেন।

٤٧. بَابُ الْخُبْزِ الْمُلَبَّقِ بِالسَّمَنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ঘীর সাথে ভুষিযুক্ত রুটি

٣٣٤١ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ عَبْدُ الْوَهَّابِ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى السِّنَانِيُّ ثَنَا الْحُسَيْنُ ابْنُ وَاقِدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَدِدْتُ لَوْ اَنَّ عِنْدَنَا خُبْزَةً بَيْضَاءَ مِنْ بُرَّةٍ سَمْرَاءَ مُلَبَّقَةٍ بِسَمَنٍ نَأْكُلُهَا قَالَ ، فَسَمِعَ بِذٰلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِيِّ فَاتَّخَذَهُ فَجَاءَ بِهِ اِلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ اَيِّ شَيْءٍ كَانَ هٰذَا السَّمَنُ؟ قَالَ فِيْ عُكَّةِ ضَبٍّ قَالَ ، فَأَبَى اَنْ يَأْكُلَهُ-

৩৩৪১ হুদবা ইব্‌ন আবদুল ওহাব (র)...... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন বললেন ঃ আহা আমার নিকট যদি সাদা মিহি আটার রুটি থাকত ঘী মিশ্রিত, আমরা তা আহার করতাম। রাবী বলেন ঃ একথা শুনে এক আনসার এ ধরনের রুটি তৈরী করে তাঁর নিকট নিয়ে এলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ এই ঘী কিসের মধ্যে ছিল? তিনি বললেন ঃ গুঁইসাপের চামড়ার তৈরী পাত্রের মধ্যে ছিল। রাবী বলেনঃ তখন তিনি তা আহার করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন।

٣٣٤٢ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيْلُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَنَعَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ خُبْزَةً ، وَضَعَتْ فِيْهَا شَيْئًا مِنْ سَمَنٍ ثُمَّ قَالَتِ : اذْهَبْ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَادْعُهُ قَالَ ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ اُمِّيْ تَدْعُوكَ قَالَ فَقَامَ ، وَقَالَ لِمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنَ النَّاسِ قُوْمُوْا قَالَ فَسَبَقْتُهُمْ اِلَيْهَا فَأَخْبَرْتُهَا فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ هَاتِيْ مَا صَنَعْتِ فَقَالَتْ : اِنَّمَا صَنَعْتُهُ لَكَ وَحْدَكَ فَقَالَ هَاتِيْهِ فَقَالَ اِنَّمَا صَنَعْتُهُ لَكَ وَحْدَكَ فَقَالَ هَاتِيْهِ فَقَالَ يَاأَنَسُ ! اَدْخِلْ عَلَيَّ عَشَرَةً عَشَرَةً قَالَ ، فَمَا زِلْتُ اُدْخِلُ عَلَيْهِ عَشَرَةً فَأَكَلُوْا حَتّٰى شَبِعُوْا وَكَانُوْا ثَمَانِيْنَ-

৩৩৪২ আহ্মাদ ইব্ন আবদা (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আমার মা) উম্মে সুলাইম (রা) নবী ﷺ -এর জন্য রুটি তৈরী করলেন এবং তাতে কিছু ঘী ঢেলে দিলেন। অতঃপর তিনি (আমাকে) বললেন, তুমি নবী ﷺ-এর নিকট যাও এবং তাঁকে দাওয়াত দাও। রাবী বলেনঃ আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, আমার মা আপনাকে দাওয়াত দিয়েছেন। রাবী বলেন, তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং সাথের লোকদের বললেন ঃ তোমরাও উঠো। রাবী বলেন, আমি তাঁদের পূর্বে বাড়ী পৌছে মাকে এ খবর জানালাম। ইতিমধ্যে নবী ﷺ এসে বললেনঃ তুমি যা তৈরী করেছ, তা নিয়ে এসো। মা বললেন, আমি মাত্র আপনার একার পরিমাণ খাবার তৈরী করেছি। তিনি বললেনঃ তাই দাও। তখন তিনি বললেন ঃ হে আনাস! দশজন দশজন করে আমার কাছে পাঠাও। তিনি বলেন, আমি দশজন দশজন করে তাঁর নিকট পাঠাতে থাকি। তারা সব্বাই আহার করলেন, এমনকি সবাই পরিতৃপ্ত হলেন; আর তাঁরা ছিলেন আশিজন।

٤٨. بَابُ خُبْزِ الْبُرِّ

অনুচ্ছেদ ঃ গমের রুটি সম্পর্কে

٣٣٤٣ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدُ بْنُ كَاسِبٍ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُمَاوِيَةَ عَنْ يَزِيدْ ابْنُ كَيْسَانِ عَنْ اَبِى حَازِمٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ : وَلاَبِذِى يُنَفْسِى بِيَدِهِ ! مَا شَبِعَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَةَ اَيَّامُ تِبَاعًا مِنْ خُبْزُ الْحِنْطَةِ ، حَتّٰى تُوَفَّاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ-

৩৩৪৩ ইয়াকূব ইব্ন হুমাইদ ইব্ন কাসিব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ সেই মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমর প্রাণ! আল্লাহ্র নবী ﷺ কখনও পরপর তিন দিন গমের রুটি পেট ভরে খেতে পারেননি-এ অবস্থায় তিনি ইন্তিকাল করেন।

٣٣٤٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَامُعَاوِيَةَ ابْنُ عُمَرَ ثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا شَبِعَ اٰلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مُنْذُ قَدِمُوْ الْمَدِيْنَةَ ، ثَلاَثَ لَيَالٍ تِبَاعًا مِنْ خُبْزِ بُرَّ حَتّٰى تُوُفِّىَ ﷺ -

৩৩৪৪ মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ মদীনায় আসার পর থেকে তাঁর ইন্তিকাল পর্যন্ত মুহাম্মাদ ﷺ -এর পরিবার কখনও একাধারে তিনদিন পেটভরে আটার রুটি খেতে পারেননি।

٤٩. بَابُ خُبْزِ الشَّعِيْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ যবের রুটি সম্পর্কে

٣٣٤٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَقَدْ تُوُفِّى النَّبِىُّ ﷺ وَمَا فِىْ بَيْتِى مِنْ شَىْءٍ يَأْكُلُهُ ذُوْكَبَدٍ اِلاَّ شَطْرُ شَعِيْرٍ فِىْ رَفٍّ لِى فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتّٰى طَالَ عَلَىَّ فَكِلْتُهُ فَفَنِىَ-

৩৩৪৫ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শাইবা-(র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন ইন্তিকাল করেন, তখন আমার ঘরে কোন জীবের খাওয়ার মত কিছুই ছিল না, সামান্য যবের আটা ব্যতীত, যা আমার আলমিরায় ছিল। আমি তা থেকে খাবারের ব্যবস্থা করতে থাকলাম। এ ভাবে অনেক দিন চলে গেল। অবশেষে একদিন আমি তা ওজন করলাম। ফলে তা শেষ হয়ে গেল।

٣٣٤٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ سَمِعْتُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنَ يَزِيْدَ يُحَدِّثُ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا شَبِعَ اٰلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيْرِ حَتّٰى قُبِضَ-

৩৩৪৬ মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মদ ﷺ -এর ইন্তিকাল পর্যন্ত তাঁর পরিবারের সদস্যগণ কখনও যবের রুটি পেট ভরে খেতে পারেননি।

٣٣٤٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِىُّ ثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ هِلاَلِ ابْنِ خَبَّابٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَبِيْتُ اللَّيَالِى الْمُتَتَابِعَةَ طَاوِيًا وَاَهْلُهُ لاَيَجِدُوْنَ الْعَشَاءَ وَكَانَ عَامَّةُ خُبْزِهِمْ خُبْزُ الشَّعِيْرِ-

৩৩৪৭ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মু'আবিয়া জুমাহী (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ একাধারে কয়েক রাত অভুক্ত অবস্থায় কাটাতেন এবং তাঁর পরিবারের লোকদেরও রাতের আহার মিলত না এবং অধিকাংশ সময় তাঁদের রুটি হত যবের তৈরী।

٣٣٤٨ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنُ سَعِيْدِ ابْنُ كَثِيْرِ بْنُ دِيْنَارِ الْحِمْصِىُّ وَكَانَ يُعَدُّ مِنَ الْاَبْدَالِ ثَنَا بَقِيَّةُ ثَنَا يُوْسُفَ بْنُ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ نُوْحِ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَنَسِ بْنُ مَالِكٍ قَالَ لَبِسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصُّوْفَ وَاحْتَذَى الْمَخْصُوْفَ-

وَقَالَ : اَكَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَشِعًا وَلَبِسَ خَشِنًا-

৩৩৪৮ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন উসমান ইব্ন সাঈদ ইব্ন কাসীর ইব্ন দীনার হিম্‌সী (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ পশমী বস্ত্র ও সাধারণ জুতা পরিধান করতেন। তিনি আরও বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বাদহীন খাবার খেতেন এবং মোটা বস্ত্র পরিধান করতেন। হাসানকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'স্বাদহীন'-এর অর্থ কি? তিনি বললেনঃ মোটা যবের রুটি। তিনি তা এক ঢোক পানি ব্যতীত গলাধকরণ করতে পারতেন না।

٥. بَابُ الْاِقْتِصَادِ فِى الْاَكْلِ وَكَرَاهَةِ الشِّبْعِ

অনুচ্ছেদ ঃ কম খাওয়া এবং পেট ভরে না খাওয়া

٣٣٤٩ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحِمْصِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَتْنِي أُمِّيْ عَنْ أُمِّهَا ، اَنَّهَا سَمِعَتِ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِ يْكَرِبَ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مَلأَ ادَمِىٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ حَسْبُ الْاٰدَمِىِّ لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَاِنْ غَلَبَتِ الْاٰدَمِىَّ نَفْسُهُ ، فَثُلُثٌ لِلطَّعَامِ ، وَثُلُثٌ لِلشَّرَابِ ، وَثُلُثٌ لِلنَّفَسِ-

৩৩৪৯ হিশাম ইব্ন আবদুল মালিক হিমসী (র)...... মিকদাম ইব্ন মা'দী কারাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছিঃ যতটুকু খাদ্য গ্রহণ করলে পেট ভরে, ততটুকু খাদ্য কোন ব্যক্তির তোলা দূষনীয় নয়। যতটুকু আহার করলে মেরুদন্ড সোজা রাখা যায়, ততটুকু খাদ্যই কোন ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট। এরপরও কোন ব্যক্তির উপর তার নফস (প্রবৃত্তি) জয়যুক্ত হয় তবে সে তার পেটের এক তৃতীয়াংশ আহারের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানির জন্য এবং এক-তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য রাখবে।

٣٣٥٠ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ عَبْدُ اللّٰهِ اَبُوْ يَحْيٰى عَنْ يَحْيٰى الْبُكَاءِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ تَجَشَّأَ رَجُلٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ كُفَّ جُشَاءَكَ عَنَّا فَاِنَّ اَطْوَلَكُمْ جُوْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْثَرُكُمْ شِبَعًا فِىْ دَارِ الدُّنْيَا-

৩৩৫০ আম্‌র ইব্ন রাফি (র)...... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর সামনে ঢেকুর দিল। অতঃপর তিনি বললেন, তোমাদের ঢেকুর প্রতিরোধ কর; কারণ যারা পার্থিব জীবনে ভুড়িভোজ করবে, তারাই কিয়ামতের দিন অধিক ক্ষুধার্ত হবে।

٣٣٥١ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْعَسْكَرِيّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالاَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيُّ عَنْ مُوْسَى الْجُهَنِيِّ عَنْ زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَطِيَّةَ بْنُ عَامِرِ الْجُهَنِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ سَلْمَانَ ، وَاُكْرِهُ عَلَى طَعَامٍ يَأْكُلُهُ فَقَالَ : حَتَّى اِنِّىْ سَمِعْتُ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَنَّ اَكْثَرَا النَّاسِ شَبَعًا فِى الدُّنْيَا اَطْوَلُهُمْ جُوْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ–

৩৩৫১ দাউদ ইব্‌ন সুলাইমান আসকারী ও মুহাম্মদ ইব্‌ন সাব্বাহ (র)...... আতিয়্যা ইব্‌ন আমির জুহানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সালমান (রা)-র নিকট শুনেছি যে, তাঁকে আহার করতে পীড়াপীড়ি করা হলে তিনি বলতেন, আমার জন্য যথেষ্ট, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছিঃ দুনিয়াতে যেসব লোক পেট পুরে খায়, তারাই কিয়ামতের দিন অধিক ক্ষুধার্ত থাকবে।

٥١. بَابُ مِنَ الْاَسْرَافِ اَنْ تَاْكُلَ كُلَّ مَا اشْتَهَيْتَ

অনুচ্ছেদ ঃ তোমার যা খেতে ইচ্ছা হয়, তাই খাওয়া অপচয়

٣٣٥٢ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَامٍ وَسُوَيْدُ ابْنُ سَعِيْدٍ وَيَحْيٰى بْنُ عُثْمَانَ بْنُ سَعِيْدِ ابْنُ كَثِيْرِ بْنُ دِيْنَارِ الْحِمْصِيُّ قَالُوْا : ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدُ ثَنَا يُوْسُفَ بْنُ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ نُوْحِ بْنُ ذَكْوَانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنَ السَّرَفِ اَنْ تَاْكُلَ كُلَّ مَا اَشْتَهَيْتَ–

৩৩৫২ হিশাম ইব্‌ন আম্মার সুওয়ায়েদ ইব্‌ন সাঈদ, ইয়াহইয়া ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন কাসীর ইব্‌ন দীনার হিমসী (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যখনই যা তোমার খেতে ইচ্ছা হয়, তখনই তাই খাওয়াই অপচয়।

٥٢. بَابُ النَّهْىِ عَنْ اِلْقَاءِ الطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ খাদ্যদ্রব্য ফেলে দেয়া নিষেধ

٣٣٥٣ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمَ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ الْفِرْيَانِيُّ ثَنَا وَسَّاجُ بْنُ عُقْبَةَ بْنُ وَسَّاجٍ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمُوقَرِيِّ ثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ دَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ الْبَيْتِ فَرَاَى كِسْرَةً مُلْقَاةً فَاَخَذَهَا فَمَسَّحَهَا ثُمَّ اَكَلَهَا، وَقَالَ يَا عَائِشَةَ ! اَكْرَمِيُّ كَرِيْمًا فَاِنَّهَا مَا نَفَرَتْ عَنْ قَوْمٍ قَطُّ، فَعَادَتْ اِلَيْهِمْ–

৩৩৫৩ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসূফ ফিরয়াবী-(র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ ঘরে প্রবেশ করে এক টুক্‌রা রুটি পড়ে থাকতে দেখেন। তখন তিনি তা তুলে নিয়ে ধুলাবালি মুছে ফেলে খেয়ে ফেলেন এবং বলেনঃ হে আয়েশা! সম্মান কর সম্মানিতের (আল্লাহর প্রদত্ত রিযিকের)। কারণ, কোন জাতির নিকট থেকে আল্লাহ্ প্রদত্ত রিযিক উঠে গেলে, তা পুনরায় তাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করে না।

٥٣. بَابُ التَّعَوُّذِ مِنَ الْجُوْعِ

অনুচ্ছেদ ঃ ক্ষুধা থেকে আশ্রয় চাওয়া

٣٣٥٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا اِسْحَاقَ بْنُ مَنْصُوْرٌ ثَنَا هُرَيْمٍ عَنْ كَيْثٍ عَنْ كَعْبٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ ! اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُوْعِ ، فَاِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيْعُ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخِيَانَةَ فَاِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةَ-

৩৩৫৪ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শাইবা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল-জূ' ফাইন্নাহু বি'সাদ-দাজীউ', ওয়া আউযুবিকা মিনাল খিয়ানাতে ফাইন্নাহা বি'সাতিল-বিতানাহ" হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ক্ষুধা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। কারণ তা নিকৃষ্ট সাথী এবং আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি প্রতারণা থেকে। কারণ তা গোপন চারিত্রিক দোষ।

٥٤. بَابُ تَرْكِ الْعَشَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ রাতের আহার পরিত্যাগ

٣٣٥٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ اللّٰهِ الرَّقِىُّ ثَنَا اِبْرَاهِيْمَ بْنُ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ بَابَاهُ الْمَخْزُوْمِىِّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَيْمُوْنٍ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَدْعُوْا الْعِشَاءِ وَلَوْ بِكَفٍّ مِنْ تَمَرٍ فَاِنَّ تَرْكَهُ يُهْرِمُ-

৩৩৫৫ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ রাক্কী (র)...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ রাতের আহার পরিত্যাগ করবে না, যদিও তা, এক মুঠ খেজুরও হয়। (সামান্য আহারই হোক না কেন)। কারণ, রাতের আহার পরিত্যাগ মানুষকে বৃদ্ধ করে দেয়।

٥٥. بَابُ الضِّيَافَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ যিয়াফত সম্পর্কে

٣٣٥٦ حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا كَثِيْرِ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْخَيْرُ اَسْرَعُ اِلَى الْبَيْتِ الَّذِى يُغْشَى مِنَ الشَّفْرَةِ اِلَى سَنَامِ الْبَعِيْرِ-

৩৩৫৬ জুবারা ইব্‌ন মুগাল্লিস (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ঘরে মেহমান ভিড় করে সেই ঘরে উটের কুঁজের দিকে দ্রুত ধাবমান ছুরির চেয়েও দ্রুত গতিতে কল্যাণ আসে।

٣٣٥٧ حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ نَهْشَلٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْخَيْرُ اَسْرَعُ اِلَى الْبَيْتِ الَّذِىْ يُؤْكَلُ فِيْهِ مِنَ الشَّفْرَةِ اِلَى سَنَامِ الْبَعِيْرِ–

৩৩৫৭ জুবারা ইব্‌ন মুগাল্লিস (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ঘরে (মেহমানদের) আহার করানো হয়, সেই ঘরে উটের কুঁজের দিকে দ্রুত ধাবমান ছুরির চেয়েও দ্রুত গতিতে কল্যাণ আসে।

٣٣٥٨ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَيْمُوْنِ الرَّقِّىُّ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَلِىِّ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنَ السُّنَّةِ اَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ مَعَ ضَيْفِهِ اِلَى بَابِ الدَّارِ–

৩৩৫৮ আলী ইব্‌ন মাইমূন রাক্কী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ বিদায়ের সময় সুন্নাত হলো মেহমানের সাথে ঘরের দরজা পর্যন্ত যাওয়া।

٥٦. بَابُ اِذَا رَاَى الضَّيْفُ مُنْكَرًا رَجَعَ

অনুচ্ছেদ ঃ দাওয়াতের স্থানে খারাপ কিছু দেখলে মেহমান সেখানে থেকে ফিরে আসবে

٣٣٥٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِىِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ : صَنَعْتُ طَعَامًا فَدَعَوْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَ فَرَاَى فِى الْبَيْتِ تَصَاوِيْرُ فَرَجَعَ–

৩৩৫৯ আবূ কুরাইব (র)...... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন; আমি খাবার তৈরী করলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দাওয়াত দিলাম। তিনি এসে ঘরের ভেতর ছবি দেখতে পেলেন। এতে তিনি ফিরে গেলেন।

٣٣٦٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْجَزَرِىُّ ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ جُمْهَانَ ثَنَا

سَفِيْنَةَ اَبُوْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ اَنَّ رَجُلاً اَضَافَ عَلِيُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَتْ فَاطِمَةُ : لَوْدَعَانَا النَّبِىُّ ﷺ فَأَكَلَ مَعَنَا فَدَعَوْهُ فَجَاءَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلٰى عَضَادَتِى الْبَابِ فَرَأَى قِرَامًا فِىْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ فَرَجَعَ فَقَالَتَا فَاطِمَةُ لِعَلِيٍّ الْحَقْ فَقُلْ لَهُ : مَارَجَعَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنَّهُ لَيْسَ لِىْ اَنْ اَدْخُلَ بَيْتًا مُزَوَّقًا-

৩৩৬০ আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ জাযারী....... সাফীনা আবু আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-এর মেহমান হন, এবং তিনি তাঁর জন্য খাবার তৈরী করেন। তখন ফাতিমা (রা) বলেনঃ আমরা যদি নবী ﷺ-কে দাওয়াত করতাম, তবে তিনিও আমাদের সহিত আহার করতেন। তখন তাঁরা তাঁকেও দাওয়াত করলেন এবং তিনি আসলেন। তিনি ঘরের দরজায় চৌকাঠে হাত রেখে ঘরের এক কোনে পাতলা নকশাযুক্ত কাপড় দেখতে পেলেন; তাই তিনি ফিরে গেলেন। ফাতিমা (রা) আলী (রা) কে বললেনঃ আপনি তাঁর সাথে সাক্ষাত করুন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করুনঃ- হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কোন জিনিস্ আপনাকে ফিরিয়ে দিল? তিনি বললেনঃ এ রকম সুসজ্জিত ঘরে প্রবেশ করা আমার জন্য শোভা পায় না।

٥٧. بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ السَّمْنِ وَاللَّحْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ গোশ্‌ত ও ঘী একত্রে মিশ্রিত করা

٣٣٦١ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا يَحْيٰى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَرْجِىُّ ثَنَا يُوْنُسُ ابْنُ اَبِىْ يَعْقُوْبُ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ عَلَيْهِ عُمَرَ وَهُوَ عَلِيّ مَائِدَتَهُ فَأَوْسَعَ لَهُ عَنْ صَدْرِ الْمُجَلِّسُ فَقَالَ : بِسْمِ اللّٰهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ فَلَقِمَ لُقْمَةً ثُمَّ ثَنّٰى بِأُخْرٰى ثُمَّ قَالَ : اِنِّىْ لَأَجِدُ طَعْمَ دَسَمٍ مَا هُوَ بِدَسَمِ اللَّحْمِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنِّيْ خَرَجْتُ اِلَى السُّوْقِ اَطْلُبُ السَّمِيْنَ لَأَشْتَرِيَهُ فَوَجَدْتُهُ غَالِيًا فَاَشْتَرَيْتُ بِدِرْهَمٍ مِنَ الْمَهْزُوْلِ وَحَمَلْتُ عَلَيْهِ بِدِرْهَمٍ سَمْنًا فَأَرَدْتُ اَنْ يَتَرَدَّدَ عِيَالِىْ عَظْمًا عَظْمًا فَقَالَ عُمَرُ : مَا اجْتَمَعَا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَطُّ اِلاَّ اَكَلَ اَحَدُهُمَا وَتَصَدَّقَ بِالْاٰخَرِ-

قَالَ عَبْدِ اللّٰهِ خُذْ يَا اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَلَنْ يَجْتَمِعَا عِنْدِىْ اِلاَّ فَعَلْتُ ذٰلِكَ قَالَ : مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ-

৩৩৬১ আবূ কুরাইব (র)...... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন, এ সময় তিনি খাবারের দস্তরখানে ছিলেন। তিনি তাঁকে আহারের মজলিসে মধ্যখানে জায়গা করে দিলেন। তিনি 'বিসমিল্লাহ্' বলে খাবারে হাত দিলেন এবং এক গ্রাস তুলে নিলেন। অতঃপর তিনি দ্বিতীয় গ্রাস তুললেন, আর বললেনঃ আমি তৈলাক্ত জিনিসের স্বাদ পাচ্ছি এবং তা গোশ্‌তের চর্বি নয় আবদুল্লাহ (রা) বলেনঃ হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি মোটা পশুর গোশত ক্রয়ের উদ্দেশ্যে বাজারে গিয়েছিলাম, কিন্তু তার দাম অধিক দেখতে পেলাম। তখন আমি এক দিরহামের শীর্ণকায় পশুর গোশ্‌ত ক্রয় করলাম এবং এক দিরহামের ঘী ক্রয় করে তা ঐ গোশ্‌তের মধ্যে ঢেলে দিলাম। আমি চাচ্ছিলাম যে, পরিবারের সকলের ভাগে অন্তত একটি করে হাড় পড়ুক। তখন উমার (রা) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট ঘী ও গোশ্‌ত একত্রে উপস্থিত করা হলে, তিনি একটি খেয়েছেন এবং অপরটি দান খয়রাত করেছেন। আবদুল্লাহ (রা) বলেনঃ আমীরুল মু'মিনীন! আহার গ্রহণ করুন। পুনরায় কখনও ঘী ও গোশ্‌ত একত্র হলে আমিও তাই করব। উমার (রা) বলেনঃ আমি কখনও এরূপ করব না, (অর্থাৎ খাব না)।

৫৮. بَابُ مَنْ طَبَخَ فَلْيُكْثِرْ مَاءَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ রান্নার সময় ঝোল বেশী রাখবে

٣٣٦٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْخَزَّازُ عَنْ اَبِيْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا عَمِلْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا ، وَاغْتَرِفْ لِجِيْرَانِكَ مِنْهَا۔

৩৩৬২ মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... আবূ যার (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন তুমি তরকারী রান্না করবে, এখন তাতে ঝোল বেশী দেবে এবং তোমার প্রতিবেশীদের পর্যন্ত তা পৌছাবে।

৫৯. بَابُ اَكْلِ الثُّوْمِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ

অনুচ্ছেদ ঃ রসুন, পিয়াজ ও এক প্রকারের দুর্গন্ধযুক্ত তরকারী খাওয়া

٣٣٦٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ عَرُوْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِي الْجَعْدِ الْغَطَفَانِيِّ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ ، اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ خَطِيْبًا فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : يَا اَيُّهَا النَّاسُ ! اِنَّكُمْ تَأْكُلُوْنَ شَجَرَتَيْنِ لَا اَرَاهُمَا اِلَّا خَبِيْثَتَيْنِ هٰذَا الثُّوْمِ وَهٰذَا الْبَصَلُ وَلَقَدْ كُنْتُ أَرَى الرَّجُلَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُوْجَدُ

رِيْحُهُ مِنْهُ فَيُؤْخَذُ بِيَدِهِ حَتّٰى يَخْرُجُ بِهِ اِلَى الْبَقِيْعُ فَمَنْ كَانَ اٰكِلَهُمَا لاَبُدَّ، فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا-

৩৩৬৩ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শাইবা (র)...... মা'দান ইব্‌ন আবূ তালহা ইয়া'মুরী (র) থেকে বর্ণিত। উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা) জুমু'আর দিন খুত্‌বা দিতে দাঁড়ালেন। তিনি আল্লাহর যথোপযুক্ত হামদ সানা-সিফাত বর্ণনা করেন। এরপর বললেন ঃ হে লোক সকল! তোমরা দুই প্রকারের গাছ খাও, আমি তাকে খারাপ মনে করি, আর তা হলো-রসুন এবং তা হলো-পিয়াজ। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে দেখেছি যে, এক ব্যক্তির মুখ থেকে তার দুর্গন্ধ নির্গত হলে, তার হাত ধরে বাকী নামক স্থানের দিকে বের করে দেওয়া হয়। এখন তোমাদের কেউ যদি তা খেতেই চায়, তবে জরুরী হলো, সে যেন তা রান্না করে এর দুর্গন্ধ দূর করে দেয়।

٣٣٦٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اُمِّ اَيُّوْبَ قَالَتْ : صَنَعْتُ لِلنَّبِىِّ ﷺ طَعَامًا فِيْهِ مِنْ بَعْضِ الْبُقُوْلِ فَلَمْ يَأْكُلْ ، وَقَالَ اِنِّىْ اَكْرَهُ اَنْ اُوْذِىْ صَاحِبِىْ-

৩৩৬৪ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শাইবা (র)...... উম্মে আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি নবী ﷺ-এর জন্য খাবার প্রস্তুত করলাম এবং তাতে কিছু শাকসব্জিও ছিল। তিনি তা খেলেন না এবং বললেনঃ আমি আমার সাথী (জিব্‌রীল) কে কষ্ট দিতে অপছন্দ করি।

٣٣٦٥ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَنْبَأَنَا اَبُوْ شُرَيْحٍ عَنْ عَبْدُ الرَّحْمٰنُ بْنُ نِمْرَانَ الْحَجْرِىِّ ، عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ اَنَّ نَفَرًا اَتَوْا النَّبِىَّ ﷺ فَوَجَدَ مِنْهُمْ رِيْحَ الْكُرَاثِ فَقَالَ اَلَمْ اَكُنْ نَهَيْتُكُمْ عَنْ اَكْلِ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذّٰى مِمَّا يَتَأَذّٰى مِنْهُ الْاِنْسَانُ-

৩৩৬৫ হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)......জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। একজন লোক নবী ﷺ -এর নিকট এলো তিনি তাদের থেকে দুর্গন্ধ পেলেন। তখন তিনি বললেনঃ আমি কি তোমদের এই বৃক্ষ খেতে নিষেধ করিনি? মানুষ যেসব জিনিস কষ্ট পায়, ফিরিশতারাও সেসব জিনিসে কষ্ট পায়।

٣٣٦٦ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ اِبْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عُثْمَانُ اِبْنُ نُعَيْمٍ عَنِ الْمُغِيْرَةُ بْنُ نَهِيْكٍ ، عَنْ دُخَيْنِ الْحَجْرِىِّ اَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرِ الْجُهَنِىِّ يَقُوْلُ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لأَصْحَابِهِ لاَ تَأْكُلُوْ الْبَصَلَ ثُمَّ قَالَ كَلِمَةً خَفِيَّةً (اَلنِّئَ)

৩৩৬৬ হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... উক্‌বা ইব্‌ন আমির জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ তাঁর সাহাবীগণকে বলেনঃ তোমরা পিয়াজ খেও না। এরপর তিনি চুপে-চুপে বলেনঃ কাঁচা পিয়াজ।

٦٠. بَابُ اَكْلِ الْجُبْنِ وَالسَّمَنِ

অনুচ্ছেদ ঃ পনীর ও ঘী খাওয়া

৩৩৬৭ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسٰى السُّدِّىُّ ثَنَا سَيْفُ بْنُ هَارُوْنَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ السَّمَنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ! قَالَ اَلْحَلاَلُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ فِىْ كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ فِىْ كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ-

৩৩৬৭ ইসমাঈল ইব্‌ন মূসা সুদ্দী (র)...... সালমান ফারসী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ঘী, পনীর, ও বন্য গাধা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বললেন ঃ যে সব জিনিস আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে হারাম করেছেন তা হারাম। আর যেসব জিনিস সম্পর্কে তিনি নীরব থেকেছেন তা তিনি ক্ষমা করেছেন।

٦١. بَابُ اَكْلِ الثِّمَارِ

অনুচ্ছেদ ঃ ফল খাওয়া সম্পর্কে

৩৩৬৮ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنُ كَثِيْرُ بْنُ دِيْنَارٍ الْحِمْصِىُّ ثَنَا اَبِىْ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عِرْقٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيْرٍ قَالَ اُهْدِىَ لِلنَّبِيِّ ﷺ عِنَبٌ مِنَ الطَّائِفِ فَدَعَانِىْ فَقَالَ خُذْ هٰذَا الْعُنْقُوْدَ فَاَبْلِغْهُ اُمَّكَ فَاَكَلْتُهُ قَبْلَ اَنْ اُبَلِّغَهُ اِيَّاهَا. فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ لَيَالٍ قَالَ لِىْ مَا فَعَلَ الْعُنْقُوْدُ؟ هَلْ اَبْلَغْتَهُ اُمَّكَ قُلْتُ لاَ قَالَ فَسَمَّانِىْ غُدَرَ-

৩৩৬৮ আমর ইব্‌ন উস্‌মান ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন কাসীর ইব্‌ন দীনার হিমসী (র)...... নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী ﷺ -এর জন্য তায়েফ থেকে আংগুর হাদীয়া স্বরূপে দেওয়া হলো। তিনি আমাকে ডেকে বললেনঃ এই আংগুরের গুচ্ছো তুমি নেও এবং তোমার মাকে পৌঁছিয়ে দাও। কিন্তু আমার মাকে পৌঁছানোর পূর্বে আমি তা খেয়ে ফেললাম। কয়েক রাত অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ আংগুরের গুচ্ছের কি হল? তুমি কি তোমার মাকে তা পৌঁছেছিলে? আমি বললাম, না। তাই তিনি (রসিকতা করে) আমার নাম রাখলেন 'গুদার' (দাগাবাজ)।

٣٣٦٩ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّلْحِيُّ ثَنَا نُقَيْبُ بْنُ حَاجِبٍ ، عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الزُّبَيْرِيِّ ، عَنْ طَلْحَةَ : قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، وَبِيَدِهِ سَفَرْجَلَةٌ فَقَالَ اَدُوْنَكَهَا، يَا طَلْحَةَ ! فَإِنَّهَا تُجِمُّ الْفُؤَادَ–

৩৩৬৯ ইসমাঈল ইব্‌ন মুহাম্মাদ তালহী (র)...... তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলাম, তখন তাঁর হাতে ছিল এক জাতীয় অম্ল ফল। তিনি বললেন, হে তালহা এগুলো নেও। এগুলো অন্তরকে শান্তি দেয়।

٦٢. بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْاَكْلِ مُنْبَطِحًا

অনুচ্ছেদ ঃ উপুড় হয়ে খাওয়া নিষেধ

٣٣٧٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا كَثِيْرُ ابْنُ هِشَامٍ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُنْبَطِحٌ عَلَى وَجْهِهِ–

৩৩৭০ মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... সালিম থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন ব্যক্তিকে উপুড় হয়ে খেতে নিষেধ করেছেন।

كِتَابُ الْاَشْرِبَةِ

অধ্যায় ঃ পানিয় ও পানপাত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٣٠. كِتَابُ الْاَشْرِبَةِ

অধ্যায় ঃ পানিয় ও পানপাত্র

١. بَابُ الْخَمْرُ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ

অনুচ্ছেদ ঃ শরাব সমস্ত পাপ কাজের দরজাস্বরূপ

٣٣٧١ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ ثَنَا ابْنُ عَدِيٍّ وَحَدَّثَنَا ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنُ سَعِيْدٍ الْجَوْهَرِيِّ : ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ : جَمِيْعًا عَنْ رَاشِدٍ اَبِىْ مُحَمَّدٍ الْحَمَانِيُّ عَنْ شَهْرِ بْنُ حَوْشَبٍ عَنْ اُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ : اَوْصَانِىْ خَلِيْلِىْ ﷺ لاَ تَشْرَبُ الْخَمْرُ ، فَاِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ-"

৩৩৭১ হুসাইন ইব্‌ন হাসান মারওয়াযী (র)...... আবূ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বন্ধু মুহাম্মদ ﷺ আমাকে উপদেশ দিয়েছেন ঃ শারাব পান কর না, কারণ তা সমস্ত পাপাচারের দরজাস্বরূপ।

٣٣٧٢ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسِ بْنُ عُثْمَانُ الدَّمشْقِىُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا مُنِيْرُ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ عِبَادَةُ بْنُ نُسِى يَقُوْلُ سَمِعْتُ خَبَّابٍ بْنُ الْاَرَتِّ عَنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِيَّاكَ وَالْخَمْرَ فَاِنَّ خَطِيْتَهَا تَفْرَعُ الْخَطَايَا كَمَا اَنْ شَجَرَتُهَا تَفْرَعُ الشَّجَرِ-"

৩৩৭২ আব্বাস ইব্‌ন উসমান দিমাশ্‌কী (র)......খাব্বাব ইব্‌ন আরাত্ত (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ সাবধান! শরাব পরিহার কর। কারণ শরাবের পাপ অন্যান্য সমস্ত পাপাচারকে আওতাভুক্ত করে নেয়, যেমন তার গাছ (আংগুর গাছ) অন্যান্য গাছের উপর ছড়িয়ে যায়।

٢. بَابُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِى الْاٰخِرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে শরাব পান করে, সে আখিরাতে তা পান করবে না

٣٣٧٣ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ شَرِبَ الْخَمْرُ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلاَّ اَنْ يَّتُوْبَ–"

৩৩৭৩ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)...... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে শরাব পান করবে আখিরাতে সে তা পান করবে না, তবে যদি তাওবা করে।

٣٣٧٤ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا يَحْيٰى بْنُ وَاقِدٍ اَنَّ خَالِدَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنَ حُسَيْنٍ حَدَّثَهُ قَالَ : حَدَّ ثَنِىْ اَبُوْهُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِى الدُّنْيَا : لَمْ يَشْرَبْهَا فِى الْاٰخِرَةِ–"

৩৩৭৪ হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে শরাব পান করবে সে আখিরাতে তা পান করতে পারবে না।

٣. بَابُ مُدْمِنِ الْخَمْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ শরাবখোর সম্পর্কে

٣٣٧٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالاَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنُ الْاَصْبَهَانِىُّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُدْمِنُ الْخَمْرُ كَعَابِدُ وَثَنٍ–"

৩৩৭৫ আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শাইবা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ শরাবখোর ব্যক্তি (পাপের ক্ষেত্রে) মূর্তিপূজকের ন্যায়।

٣٣٧٦ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُتْبَةَ حَدَّثَنِى يُوْنُسَ بْنُ مَيْسَرَةَ بْنُ حَلْبَسٍ عَنْ اَبِىْ اِدْرِيْسَ عَنْ اَبِى اللّٰهِ الدَّرْدَآءِ : عَنِ النَّبِىِّ قَالَ : لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ–"

৩৩৭৬ হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র)...... আবূ-দারদা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ শরাব পানে অভ্যস্ত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পরিবে না।

٤. بَابُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ

অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি শরাব পান করে, তার সালাত কবূল করা হবে না

৩৩৭৭ **حَدَّثَنَا** عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ : عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرٍو قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَسَكَرَ : لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةُ اَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا : فَاِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ فَاِنْ تَابَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكَرَ : لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلاَةٌ بَعِيْنٍ صَبَاحًا فَاِن مَاتَ دَخَلَ النَّارَ فَاِنْ تَابَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكَرَ : لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلاَةٌ بَعِيْنٍ صَبَاحًا : فَاِن مَاتَ دَخَلَ النَّارَ فَاِنْ تَابَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ رَدْغَةِ الْخَبَالُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " قَالُوْا : يَارَسُوْلُ وَمَا رَدْغَةُ الْخَبَالِ ؟ قَلْ عُصَارَةُ اَهْلِ النَّارِ-"

৩৩৭৭ আবদুর রহমান ইব্‌ন ইব্‌রাহীম দিমাশ্‌কী (র)...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি শরাব পান করে এবং মাতাল হয় - চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার সালাত কবূল হবে না। যদি সে মারা যায়, তবে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আর যদি সে তাওবা করে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তার তাওবা কবূল করবেন। যদি সে পুনরায় শরাব পান করে এবং মাতাল হয় তবে তার চল্লিশ দিনের সালাত কবূল হবে না। যদি সে মারা যায় তবে সে জাহান্নামে যাবে। আর যদি সে তাওবা করে আল্লাহ্ তা কবূল করবে, কিন্তু যদি সে পুনর্বার শরাব পানে লিপ্ত হয় তবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাকে 'রাদ্‌গাতুল খাবাল' পান করাবেন, সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 'রাদ্‌গাতুল খাবাল' কি? তিনি বললেনঃ জাহান্নামীদের দেহ থেকে নির্গত পুঁজ ও রক্ত।

٥. بَابُ مَا يَكُوْنُ مِنْهُ الْخَمْرُ

অনুচ্ছেদ ঃ যা থেকে শরাব তৈরী হয়

৩৩৭৮ **حَدَّثَنَا** يَزِيْدُ بْنُ عَبْدُ اللّٰهِ الْيَمَامِيُّ ثَنَا عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ثَنَا اَبُوْ كَثِيْرٍ السُّحَيْمِيُّ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةَ وَالْعِنَبَةِ-"

৩৩৭৮ ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইয়ামামী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ শরাব এই দু'টি গাছ থেকে তৈরী হয়–খেজুর গাছ ও আংগুর গাছ।

٣٣٧٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيْدُ بْنُ أَبِي حَبِيْبُ أَنْ خَالِدِ بْنُ كَثِيْرِ الْهَمْدَانِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ السَّرِيَّ بْنَ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَهُ أَنَ الشَّعْبِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيْرٍ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْرًا وَمِنَ الشَّعِيْرِ خَمْرًا وَمِنَ الزَّبِيْبِ خَمْرًا وَمِنَ التَّمْرِ خَمْرًا وَمِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا-"

৩৩৭৯ মুহাম্মাদ ইব্‌ন রুম্‌হ (র)...... নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ গম থেকে শরাব হয়, বার্লি থেকে শরাব হয়, আংগুর থেকে শরাব হয়, খেজুর থেকে শরাব হয় এবং মধু থেকে শরাব উৎপাদিত হয়।

٦. بَابُ لُعِنَتِ الْخَمْرُ عَلَى عَشْرَةِ أَوْجُهٍ

অনুচ্ছেদ ঃ শরাবের উপর দশ প্রকারে লা'নত করা হয়েছে

٣٣٨٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالاَ : ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عُمَرَ بْنُ عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ عَبْدُ الرَّحْمٰنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْغَافِقِيِّ وَأَبِي طُعْمَةَ مَوْلاَهُمْ" أَنَّهُمَا سَمِعَا ابْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لُعِنَتُ الْخَمْرُ عَلَى عَشَرَةِ أَوْجُهٍ : بِعَيْنِهَا وَعَاصِرُهَا وَمُعْتَصِرِهَا وَبَائِعُهَا وَمُبْتَاعِهَا وَحَامِلُهَا وَالْمَحْمُوْلَةِ إِلَيْهِ وَاٰكِلِ ثَمَنِهَا وَشَارِبِهَا وَسَاقِيْهَا-"

৩৩৮০ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল (র)...... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ শরাবের উপর দশ প্রকারে লানত করা হয়েছেঃ স্বয়ং শরাব (অভিশপ্ত) তা উৎপাদনকারী, যে তা উৎপাদন করায়, তা বিক্রেতা, তা ক্রেতা, তা বহণকারী, তা যার জন্য বহন করা হয়, এর মূল্য ভক্ষণকারী, তা পানকারী ও তা পরিবেশনকারী (এরা সবাই অভিশপ্ত)।

٣٣٨١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ بْنُ يَزِيْدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ التُّسْتَرِيِّ ثَنَا : أَبُوْعَاصِمٍ عَنْ شَبِيْبٍ سَمِعْتُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (أَوْ حَدَّثَنِي أَنَسٍ) قَالَ : لَعَنَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً عَاصِرُهَا وَمُعْتَصَرِهَا وَالْمَعْصُوْرَةَ لَهُ وَحَامِلُهَا وَالْمَحْمُوْلَةِ لَهُ وَبَائِعُهَا وَالْمَبِيْعَةِ لَهُ وَسَاقِيْهَا وَالْمُسْتَقَاةَ لَهُ : حَتَّى عَدَّ عَشَرَةَ مِنْ هٰذَا الضَّرْبِ-"

৩৩৮১ মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম তুশতারী-(র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দশভাবে শরাবের লা'নত করেছেনঃ তা উৎপাদনকারী, যে তা উৎপাদন করায়, তা যার জন্য উৎপাদন করানো হয়, তা বহনকারী, যার জন্য তা বহন করা হয়, তার বিক্রেতা, তার ক্রেতা, তা পরিবেশনকারী এবং যার জন্য তা পরিবেশন করা হয়। এ ভাবে তিনি দশজনের উল্লেখ করেছেন।

৭. بَابُ التِّجَارَةِ فِى الْخَمْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ শরাবের ব্যবসা করা

٣٣٨٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالاَ : ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ثَنَا الْاَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ : عَنْ عَائِشَةَ : قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ الْاٰيَاتُ مِنَ الْاٰيَاتِ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِى الرِّبَا : خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِى الْخَمْرِ-"

৩৩৮২ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আলী-ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন সূদ সম্পর্কিত সূরা বাকারার শেষ আয়াতগুলো নাযিল হয়, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বাইরে বেরিয়ে আসেন এবং শরাবের ব্যবসাও (হারাম)ঘোষণা করেন।

٣٣٨٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ : عَنْ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : قَالَ بَلَغَ عُمَرَ اَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا : فَقَالَ قَاتَلَ اللّٰهُ سَمُرَةَ : اَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ : حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمُ فَجَمَلُوْهَا فَبَاعُوْهَا-"

৩৩৮৩ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) জানতে পারলেন যে, সামুরা (রা) শরাব বিক্রি করে। তখন তিনি বলেন, আল্লাহ্ সামুরাকে ধ্বংস করুন। সে কি জানে না যে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহূদীদের প্রতি লা'নত করুন, তাদের প্রতি চর্বি হারাম করা হয়েছিল, কিন্তু তারা তা গলিয়ে বিক্রি করে"।

৮. بَابُ الْخَمْرِ يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اِسْمِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ লোকেরা শরাবের বিভিন্ন নামে নামকরণ করবে

٣٣٨٤ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدُ بْنُ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُوْسِ ثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ خَالِدُ بْنُ مَعْدَانٍ عَنْ اَبِى اُمَامَةَ الْبَاهِلِىِّ قَالَ قَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَذْهَبُ اللَّيَالِى وَالاَيَّامِ : حَتّٰى يَشْرَبَ فِيْهَا طَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِى الْخَمْرَ يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اِسْمِهَا–"

৩৩৮৪ আব্বাস ইব্‌ন ওয়ালীদ দিমাশ্‌কী (র)...... আবূ উমামা বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ এমন কোন রাত এবং দিন অতিবাহিত হবে না, যখন আমার উম্মাতের কতিপয় লোক, শরাবের ভিন্ন নামকরণ করে, তা পান করবে না।

৩৩৮৫ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ اَبِى السَّرِىِّ ثَنَا عَبْدِ اللّٰهِ ثَنَا سَعْدُ بْنُ اَوْسٍ الْعَبْسِىُّ عَنْ بِلاَلُ بْنُ يَحْيٰى الْعَبْسِىِّ : عَنْ اَبِى بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيْزٍ، عَنْ ثَابِتَةٌ بْنُ السَّمْطِ عَنْ عِبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَشْرَبُ نَاسٍ مِنْ اُمَّتِىْ الْخَمْرُ بِاِسْمٍ يَسُمُّوْنَهَا اِيَّاهُ–"

৩৩৮৫ হুসাইন ইব্‌ন আবূ সারিয়্যি (র)...... উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের কতিপয় লোক শরাবের ভিন্নতর বিশেষ নাম রেখে তা পান করবে।

٩. بَابُ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিটি নেশা সৃষ্টিকারী জিনিস হারাম

৩৩৮৬ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِى عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ تَبْلُغُ بِهِ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ كُلُّ شَرَابٍ اَسْكَرَ : فَهُوَ حَرَامٌ–"

৩৩৮৬ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবু শায়বা (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ প্রতিটি পানীয়, যা নেশার উদ্রেক করে, তা হারাম।

৩৩৮৭ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ يَحْيٰى بْنُ الْحَارِثِ الذِّمَارِىُّ سَمِعْتُ سَالِمِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَسَلَّمَ كُلُّ مُكِرٍ حَرَامٌ–"

৩৩৮৭ হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র)...... সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ প্রতিটি নেশা উদ্রেককারী জিনিস হারাম।

৩৩৮৮ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدُ الْاَعْلَى ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ اَيُّوبَ بْنِ هَانِىْءٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ : اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ قَالَ ابْنُ مَاجَةَ هٰذَا حَدِيْثُ الْمِصْرِيِّيْنَ–"

৩৩৮৮ ইউনুস ইব্ন আবদুল আলা (র)...... ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ প্রতিটি নেশা উদ্রেককারী জিনিস হারাম।

৩৩৮৯ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَيْمُوْنِ الرَّقِّىُّ ثَنَا : خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ للّٰه ابْنُ الزِّبْرِ قَانَ عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ–"

৩৩৮৯ আলী ইব্ন মাইমূন রাক্কী (র)...... মু'আবিয়া (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছিঃ প্রতিটি নেশা উদ্রেককারী জিনিস, প্রত্যেক মু'মিন ব্যক্তির জন্য হারাম।

৩৩৯০ حَدَّثَنَا سَهْلٍ ، ثَنَا يَزِيْدُ ابْنُ هَارُوْنَ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرُو بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ : وَكُلُّ خَمْرٌ حَرَامٌ–

৩৩৯০ সাহ্ল (র)...... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ প্রতিটি নেশা উদ্রেককারী জিনিস শরাবের অন্তর্ভূক্ত এবং যে কোন শরাবই হারাম।

৩৩৯১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدُ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى مُوْسَى قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ–"

৩৩৯১ মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র).....আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ নেশা সৃষ্টিকারী প্রতিটি জিনিস হারাম।

١٠. بَابُ مَا اَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ

অনুচ্ছেদ ঃ যে জিনিসের অধিক পরিমাণ নেশা উদ্রেক করে, তার সামান্য পরিমাণও হারাম

৩৩৯২ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمَ بْنُ الْمُنْذِرِ الْخَزَمِيِّ : ثَنَا اَبُوْ يَحْيَى ثَنَا اَبُوْ يَحْيَى ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُوْرٍ عَنْ اَبِى حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ : وَمَا اَسْكَرُ كَثِيْرَةٍ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ–"

৩৩৯২ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুনযির হিযামী (র)...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ প্রতিটি নেশা সৃষ্টিকারী জিনিস হারাম। আর যে জিনিসের অধিক পরিমাণ নেশা সৃষ্টি করে, তার সামান্য পরিমাণও হারাম।

٣٣٩٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا اَنَسُ بْنُ عَيَاضٍ حَدَّثَنِى دَاوُدُ بْنُ بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ، مَا اَسْكَرَ كَثِيْرَهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ-"

৩৩৯৩ আবদুর রহমান ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যে জিনিসের অধিক পরিমাণ নেশা সৃষ্টি করে, তার সামান্য পরিমাণও হারাম।

٣٣٩٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا اَنَسُ بْنُ عَيَاضٍ حَدَّثَنِى دَاوُدُ بْنُ بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا اَسْكَرَ كَثِيْرُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ-"

৩৩৯৪ আবদুর রহমান ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)...... আমর ইব্‌ন শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যে জিনিসের অধিক পরিমাণ নেশা সৃষ্টি করে, তার সামান্য পরিমাণও হারাম।

١١. بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْخَلِيْطَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ দু'টি জিনিসের সংমিশ্রনে (উত্তেজক পানীয়) প্রস্তুত নিষেধ

٣٣٩٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ يَنْبَذَا التَّمْرِ الزَّبِيْبَ جَمِيْعًا - وَنَهٰى اَنْ يَنْبِذِ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيْعًا.

قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ : حَدَّثَنِىْ عَطَاءِ ابْنِ رَبَاحِ الْمَكِّيْ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىُّ ﷺ -"

৩৩৯৫ মুহাম্মাদ ইব্‌ন রুম্‌হ (র)......জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ খেজুর ও আংগুর একত্রে ভিজিয়ে নাবীয তৈরী করতে নিষেধ করেছেন এবং পাকা খেজুর ও কাঁচা খেজুর একত্রে মিশিয়ে নাবীয তৈরী করতেও নিষেধ করেছেন।

٣٣٩٦ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْيَمَانِىّ ثَنَا عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ اَبِىْ كَثِيْرِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَنْبِذُوْا التَّمْرُ وَالْبَسْرِ جَمِيْعًا وَانْبِذُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلٰى حِدَتِهِ-"

৩৩৯৬ ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইয়ামানী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা কাঁচা খেজুর ও শুকনা খেজুর একত্রে ভিজিয়ে নাবীয তৈরী করবে না, তবে প্রতিটি স্বতন্ত্রভাবে ভিজিয়ে নাবীয তৈরী করতে পার।

٣٣٩٧ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ سَلَّمَ ثَنَا الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى ابْنِ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ اَبِى قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ : اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الرُّطَبِ وَالزَّهْوِ وَلاَ بَيْنَ الزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ وَانْبِذُوْا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ-"

৩৩৯৭ হিশাম ইব্ন আম্মার (র)...... আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন ঃ তোমরা পাকা খেজুর ও কাঁচা খেজুর একত্রে মিশাবে না। এবং খেজুর ও আংগুর একত্রে মিশাবে না। তবে এর প্রতিটি স্বতন্ত্রভাবে ভিজিয়ে নাবীয তৈরী করতে পার।

١٢. بَابُ صِفَةِ النَّبِيْذِ وَشُرْبِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ নাবীয পাকানো ও তা পান করা

٣٣٩٨ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ اَبِى الشَّوَّارِبِ : ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ : قَالاَ : ثَنَا قَاسِمِ الْاَحْوَلُ : حَدَّثَتْنَا نَبَانَةَ بِنْتِ يَزِيْدَ الْعَبْشَمِيَّةُ عَنْ عَائِشَةَ : قَالَتْ : كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى سِقَاءٍ : فَنَاخُذُ قَبْضَةً مِنْ تَمَرٍ اَوْ قَبْضَةً مِنْ زَبِيْبٍ فَنَطْرَحُهَا فِيْهِ ثُمَّ نَصَبُ عَلَيْهِ الْمَاءِ وَنُنْبِذُهُ غَدْوَةً فَيَشْرِبُهُ عَشِيَّةً وَنَنْبِذُهُ عَشِيَّةً فَيَشْرَبُ غَدْوَةَ- وَقَالَ اَبُوْ مُعَاوِيَةَ : نَهَارًا فَيَشْرَبُهُ لَيْلاً اَوْ لَيْلاً فَيَشْرِبُهُ نَهَارًا-"

৩৩৯৮ উসমান ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য একটি পাত্রে নাবীয বানাতাম। আমরা এক মুঠ খেজুর অথবা এক মুঠ আংগুর তুলে নিয়ে তাতে ছেড়ে দিতাম। অতঃপর তাতে পানি ঢেলে দিতাম। আমরা ভোর বেলা তা ভিজাতাম এবং তিনি সন্ধ্যা বেলা তা পান করতেন, আবার কখনও সন্ধ্যা বেলা ভিজাতাম এবং তিনি সকাল বেলা তা পান করতেন। আবূ মু'আবিয়া (র) তাঁর বর্ণনায় বলেনঃ দিনে ভিজাতেন এবং তিনি রাতের বেলা তা পান করতেন, অথবা রাতের বেলা ভিজাতেন এবং তিনি দিনের বেলা তা পান করতেন।

٣٣٩٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنُ صَبِيْحٍ عَنْ اَبِى اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِى عُمَرَ الْبَصْرَانِيِّ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ يَنْبَذُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ ذَالِكَ وَالْغَدِ ، وَالْيَوْمِ الثَّالِث فَانْ بَقِى مِنْهُ شَىْءٍ اَهْرَاقَهُ اَوْ اَمَرَبِهِ فَاُهْرِيْقَ-

৩৩৯৯ আবূ কুরাইব (র) ......ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য নাবীয তৈরী করা হত এবং তিনি তা ঐ দিন অথবা পরদিন সকালে অথবা তৃতীয় দিন পর্যন্ত পান করতেন। পানের পর কিছু অবশিষ্ট থাকলে তিনি তা ঢেলে ফেলে দিতেন অথবা ঢেলে ফেলে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিতেন।

٣٤٠٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ اَبِى الشَّوَارِبِ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ : قَالَ كَانَ يَنْبَذُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ-

৩৪০০ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল মালিক ইব্‌ন আবূ শাওয়ারিব (র)...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য একটি পাথরের পাত্রে নাবীয তৈরী করা হত।

١٣. بَابُ النَّهْىِ عَنْ نَبِيْذِ الْاَوْعِيَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ শরাবের পাত্রে নবীয বানানো নিষেধ

٣٤٠١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ مُحَمَّدُ ابْنُ عُمَرَ وثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَنْبذُ فِى النَّقِيْرِ وَالْمُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمَةِ : وَقَالَ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ!

৩৪০১ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেনঃ কাঠের পাত্রে, তৈলাক্ত পাত্রে, কদুর খোলের পাত্রে ও মাটির সবুজ পাত্রে নাবীয তৈরী করতে। তিনি আরও বলেনঃ সমস্ত নেশা সৃষ্টিকর জিনিস হারাম।

٣٤٠٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُنْبَذَ فِى الْمُزَفَّتِ وَالْقَرَعِ-

৩৪০২ মুহাম্মাদ ইব্‌ন রুম্‌হ (র)...... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তৈলাক্ত পাত্রে ও কদুর খোলে নাবীয তৈরী করতে নিষেধ করেছেন।

٣٤٠٣ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ ثَنَا اَبِىْ عَنِ الْمُثَنّٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِى الْمَتَوَكِّلُ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ فِى الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيْرِ-

৩৪০৩ নাস্‌র ইব্‌ন আলী (র).....আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাটির সবুজ পাত্রে, কদুর খোলে ও কাঠের পাত্রে পান করতে নিষেধ করেছেন।

٣٤٠٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ وَالْعَبَّاسُ ابْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِيُّ ! قَالاَ : ثَنَا شَبَابَةُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْمَرَ قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ-"

৩৪০৪ আবূ বাক্‌র ও আব্বাস ইব্‌ন আবদুল আজীম আনবারী (র)...... আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়ামার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কদুর খোল ও মাটির সবুজ পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।[১]

١٤. بَابُ مَا رَخَّصَ فِيْهِ مِنْ ذَالِكَ

অনুচ্ছেদ ঃ উপরোক্ত পাত্রগুলোতে নাবীয তৈরীর অনুমতি

٣٤٠٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ بَيَانِ الْوَاسِطِيُّ : ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنُ مُخَيْمَرَةَ عَنِ ابْنِ بَرِيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْاَوْعِيَةِ فَانْتَبِذُوْا فِيْهِ وَاجْتَنِبُوْا كُلَّ مُسْكِرٍ-"

৩৪০৫ আবদুল হামীদ ইব্‌ন বায়ান ওয়াসেতী (র)...... ইব্‌ন বুরাইদা (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি তোমাদরেকে কতগুলো পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছিলাম এখন তোমরা তাতে নাবীয তৈরী করবে এবং সমস্ত নেশা উদ্রেককারী জিনিস পরিহার করবে।

٣٤٠٦ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى ثَنَا عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ : اَنْبَانَا ابْنُ وَهْبٍ اَنْبَانَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ هَانِيٍّ ، عَنْ مَسْرُوْقٍ بْنُ الْاَجْدَعِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ : اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنِّى كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ نَبِيْذِ الْاَوْعِيَةِ : اَلاَّ وَاِنَّ وَعَاءِ لاَيُحَرِّمُ شَيْئًا كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ-"

৩৪০৬ ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আলা (র)...... ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আমি কতগুলো পাত্রে তোমাদের নাবীয তৈরী করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন জেনে রাখ! পাত্র কোন জিনিস হারাম করে না। সকল নেশাকর দ্রব্য হারাম।

১ আরব সমাজের লোকেরা উপরোক্ত পাত্রগুলোতে মদ তৈরী করে তা সঞ্চয় করে রাখতো। ইসলামী যুগে মদ হারাম ঘোষিত হলে উপরোক্ত পাত্রসমূহ ও অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ করা হয়। লোকদের মন থেকে মদের আকর্ষণ দূরীভূত হলে এবং তার প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি হলে পুনরায় ঐ পাত্রগুলো অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহারের অনুমতি রয়েছে।

١٥. بَابُ نَبِيْذِ الْجَرِّ
অনুচ্ছেদ ঃ মাটির কলসে নাবীয বানানো

٣٤٠٧ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ الْمُعْتَمِرِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ حَدَّثَنِيْ رُمَيْثَةُ عَنْ عَائِشَةَ : اَنَّهَا قَالَتْ : اَتَعْجِزُ اِحْدَاكُنَّ اَنْ تَتَّخِذُ كُلَّ عَامٍ ، مِنْ جِلْدِ اَضْحِيَّتِهَا سِقَاءً ؟ ثُمَّ قَالَتْ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُنْبَذَ فِي الْجَرِّ وَفِيْ كَذَا وَفِيْ كَذَا اِلاَّ الْخَلَّ-"

৩৪০৭ সুওয়াইদ ইব্‌ন সাঈদ (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে কোন মহিলা কি প্রতি বছর তার কুরবানীর পশুর চামড়া দিয়ে একটি মশক বানাতে সক্ষম নয়? তিনি পুনরায় বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাটির কলসে এবং এরূপ এরূপ পাত্রে নাবীয তৈরী করতে নিষেধ করেছেন, অবশ্য সিরকা বানানো যেতে পারে।

٣٤٠٨ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُوْسٰى الْخَطْمِيُّ : ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ : ثَنَا الاَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيٰى بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ : قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَنْبَذُ فِي الْجِرَارِ-"

৩৪০৮ ইসহাক ইব্‌ন মূসা খাতমী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাটির কলসে নবীয বানাতে নিষেধ করেছেন।

٣٤٠٩ حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوْسٰى ثَنَا الْوَلِيْدُ عَنْ صَدَقَةٍ اَبِيْ مُعَاوِيَةَ : عَنْ زَيْدُ بْنَ وَاقِدٍ ، عَنْ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ : قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِنَبِيْذِ جَرٍّ يَنِشُّ فَقَالَ اِضْرِبْ بِهٰذَا الْحَائِطِ : فَاِنَّ هٰذَا شَرَابُ مَنْ لاَ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ-"

৩৪০৯ মুজাহিদ ইব্‌ন মূসা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর নিকট মাটির কলসে প্রস্তুত নাবীয নিয়ে আসা হলো যাতে মাদকতা এসে গিয়েছিল। তিনি বললেন ঃ এটা ঐ দেয়ালের উপর নিক্ষেপ কর। কারণ তা কেবল সেইসব লোক পান করতে পারে, যাদের আল্লাহ্ ও আখিরাতের দিনের প্রতি ঈমান নেই।

١٦. بَابُ تَخْمِيْرِ الإِنَاءِ
অনুচ্ছেদ ঃ পাত্র ঢেকে রাখা প্রসংগে

٣٤١٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ اَبِي لزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ غَطُّوْا الاِنَاءِ وَاَوْكُوْا

السّقَاء وَاَطْفئُوْ السِّرَاجِ وَاَغْلقوْا الْبَابَ فَانَّ الْشَيطَانِ لاَيَحلُّ سقَاءً وَلاَ يَفْتَحُ بَابًا وَلاَ يَكْشفُ انَاءً فَانْ لَّمْ يَجِدْ اَحَدُكُمْ الاَّ اَنْ يَعْرُضَ عَلى انَانه عُوْدًا وَيَذْكُرَ اسْمَ اللّه فَلْيَفْعَلْ : فَانَّ الْفُوَيْسقَةَ تُضْرِمُ عَلى اَهْلِ الْبَيْت بَيْتَهُمْ-

৩৪১০ মুহাম্মাদ ইব্‌ন রুম্‌হ (র)......জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ খাদ্য ও পানীয়ের পাত্র ঢেকে রাখ, মশকের মুখ বন্ধ করে দাও, প্রদীপ নিভিয়ে দাও এবং ঘরের দরজা বন্ধ কর (শোয়ার সময়)। কারণ শয়তান (মুখ বন্ধ) মশ্‌ক খুলতে পারে না, (বন্ধ) দরজাও খুলতে পারে না এবং (ঢেকে রাখা) পাত্র খুলতে পারে না। তোমাদের কোন ব্যক্তি যদি পাত্র ঢাকার মত কিছু না পায়, তবে সে যেন তার উপর একটি কাঠ আড়াআড়িভাবে রেখে দেয় এবং আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করে। কেননা ইঁদুর মানুষের ঘর জ্বালিয়ে দেয়।

٣٤١١ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّه عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ بِتَغْطِيَةِ الْاِنَاءِ : وَاِيْكَاءِ السِّقَاءِ وَاِكْفَاءِ الْاِنَاءِ-"

৩৪১১ আবদুল হামীদ ইব্‌ন বায়ান (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন ঃ পাত্র ঢেকে রাখতে, মশকের মুখ বন্ধ করতে এবং খালি পাত্র উপুড় করে রাখতে।

٣٤١٢ حَدَّثَنَا عِصْمَةُ بْنُ الْفَضْلِ ثَنَا حَرَامِيُّ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ اَبِىْ حَفْصَةَ ثَنَا حَرِيْشُ بْنُ خِرِّيْتٍ : اَنْبَانَا ابْنُ اَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ اَصْنَعُ لِرَسُوْلِ اللّهِ ﷺ ثَلاَثَةَ اٰنِيَةٍ مِنَ اللَّيْلِ مُخَمَّرَةً : اِنَاءً لِطُهُوْرِهٖ : وَاِنَاءً لِسِوَاكِهٖ : وَاِنَاءً لِشَرَابِهٖ-"

৩৪১২ ইসমাহ্‌ ইব্‌ন ফাদ্‌ল (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য রাতের বেলা তিনটি পাত্র রাখতাম, তিনটিই ঢেকে রাখতাম। একটি তাঁর পবিত্রতা অর্জনের জন্য, একটি তাঁর মিসওয়াকের জন্য এবং একটি তার পান করার জন্য।

١٧. بَابُ الشُّرْبِ فِىْ اٰنِيَةِ الْفِضَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ রূপার পাত্রে পান করা

٣٤١٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ : عَنْ نَافِعٍ عَنْ زَيْدُ ابْنَ عَبْدِ اللّهِ بْنُ عُمَرَ : عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ : عَنْ

أُمِّ سَلَمَةَ : أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الَّذِيْ يَشْرَبُ فِيْ إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِيْ بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ-"

৩৪১৩ মুহাম্মাদ ইব্‌ন রুম্‌হ (র)...... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রূপার পাত্রে পান করে, সে নিজের পেটে গড়্‌গড় করে জাহান্নামের আগুন ঢেলে দেয়।

٣٤١٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ أَبِي الشَّوَارِبِ : ثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ أَبِيْ بِشْرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ أَبِيْ لَيْلَى عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ فِيْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ : وَقَالَ : هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهِيَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ-"

৩৪১৪ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল মালিক ইব্‌ন আবূ শাওয়ারিব (র)...... হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সোনা ও রূপার পাত্রে পান করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেনঃ তা তাদের (কাফিরদের) জন্য দুনিয়াতে এবং তোমাদের জন্য আখিরাতে।

٣٤١٥ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنِ أَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا غُنْدَرُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ امْرَأَةِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ فِيْ إِنَاءِ فِضَّةٍ فَكَأَنَّمَا يَجَرْجِرُ فِيْ بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ.

৩৪১৫ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)......আয়েশা (রা) সুত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি রূপার পাত্রে পান করে, সে যেন নিজের পেটে গড়্‌গড় করে জাহান্নামের আগুন ঢেলে দেয়।

١٨. بَابُ الشُّرْبِ بِثَلَاثَةِ أَنْفَاسٍ

অনুচ্ছেদ ঃ তিন শ্বাসে পানীয় দ্রব্য পান করা

٣٤١٦ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنِ أَبِيْ شَيْبَةَ : ثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ : ثَنَا عُرْوَةُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ ثُمَامَةَ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَنَسٍ : أَنَّهُ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ : ثَلَاثًا : وَزَعَمَ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي النَّاءِ ثَلَاثًا-"

৩৪১৬ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তিন শ্বাসে পানি পান করতেন। আনাস (রা)-এও ধারণা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন শ্বাসে পানি পান করতেন।

٣٤١٧ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالاَ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ثَنَا رِشْدِ بْنُ ابْنُ كُرَيْبٍ ، عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيُّ ﷺ شَرِبَ فَتَنَفَّسَ فِيْهِ مَرَّتَيْنِ-"

৩৪১৭ হিশাম ইব্‌ন আম্মার ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাব্বাহ (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ পানি পান করলেন এবং পানের সময় দুইবার শ্বাস নিলেন।

١٩. بَابُ اخْتِنَاثِ الْاَسْقِيَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ মশ্‌কের মুখ উল্টিয়ে পানি পান করা

٣٤١٨ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنُ عُتْبَةَ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ : قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ اخْتِنَاثِ الْاَسْقِيَةِ : اَنْ يُشْرَبَ مِنْ اَفْوَاهِهَا-"

৩৪১৮ আহ্‌মাদ ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন সারহ (র)...... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মশকের মুখ উল্টিয়ে, তাতে মুখ লাগিয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন।

٣٤١٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ ثَنَا زَمْعَةَ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ وَهْرَامٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ عَنِ اخْتِنَاثِ الْاَسْقِيَةِ وَاِنَّ رَجُلاً بَعْدَمَا نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذَالِكَ : قَامَ مِنَ اللَّيْلِ اِلٰى سِقَاءٍ فَاَخْتَنَثَهُ فَخَرَجَتْ عَلَيْهِ مِنْهُ حَيَّةٌ-"

৩৪১৯ মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ মশকের মুখ উল্টিয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এই নিষেধাজ্ঞার পর এক ব্যক্তি রাতের বেলা উঠে মুখ উল্টে পানি পান করতে যাচ্ছিল। এমন সময় তা থেকে একটি সাপ বেরিয়ে আসে।

٢٠. بَابُ الشُّرْبِ مِنْ فِى السِّقَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ মশ্‌কের মুখ দিয়ে পানি পান করা

٣٤٢٠ حَدَّثَنَا بِشْرُبْنُ هِلاَلٍ الصَّوَّافُ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِى السِّقَاءِ-"

৩৪২০ বিশ্‌র ইব্‌ন হিলাল সাওয়াফ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মশ্‌কের মুখে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতে নিষধ করেছেন।

٣٤٢١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ خَلَفٍ اَبُوْ بِشْرٍ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثَنَا خَالِدُ الْحِذَاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ يُشْرَبَ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ-"

৩৪২১ আবু বাক্‌র ইব্‌ন খালাফ আবূ বিশ্‌র (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মশ্‌কের মুখ দিয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।

٢١. بَابُ الشُّرْبِ قَائِمًا

অনুচ্ছেদ ঃ দাঁড়ানো অবস্থায় পানি পান করা

٣٤٢٢ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : سَقَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِعِكْرِمَةَ فَحَلَفَ بِاللّٰهِ مَا فَعَلَ قَائِمًا-"

৩৪২২ সুওয়াইদ ইব্‌ন সাঈদ (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে যমযমের পানি পরিবেশন করলাম। তিনি দাঁড়ানো অবস্থায় পান করলেন। (রাবী শা'বী বলেন)ঃ আমি এ হাদীস ইকরিমার নিকট বর্ণনা করলে তিনি আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তা করেননি।

٣٤٢٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَاَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ عَمْرَةَ ، عَنْ جَدَّةٍ لَهٗ (يُقَالُ لَهَا كَبْشَةُ الْاَنْصَارِيَّةُ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ : فَشَرِبَ مِنْهَا وَهُوَ قَائِمٌ فَقَطَعَتْ فَمَ الْقِرْبَةِ تَبْتَغِيْ بَرَكَةَ مَوْضِعِ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -"

৩৪২৩ মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাব্বাহ (র)...... কাব্‌শা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নিকট এলেন। নিকটই পানির মশ্‌ক ঝুলানো ছিল। তিনি দাঁড়ানো অবস্থায় তা থেকে পান করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুখ লাগানো স্থানের বরকত লাভের জন্য কাবশা (রা) মশকের মুখ কেটে সংরক্ষণ করেন।

٣٤٢٤ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ سَعْدَةَ ثَنَا بِشْرُبْنُ الْمُفَضَّلِ ثَنَا سَعِيْدُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا-"

৩৪২৪ হুমাইদ ইব্‌ন মাসআদা (র)......আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ানো অবস্থায় পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।

٢٢. بَابُ اِذَا شَرِبِ أَعْطَى الْاَيْمَنَ فَالْاَيْمَنَ

অনুচ্ছেদ ঃ পানের সময় পর্যায়ক্রমে ডান দিকের ব্যক্তিকে দেবে

٣٤٢٥ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَتَى بِلَبَنٍ قَدْ شَيْبَ بِمَاءٍ وَعَنْ يَمِيْنِهِ اِعْرَابِيٌّ : وَعَنْ يَسَارِهِ اَبُوْ بَكْرٍ فَشَرِبَ ثُمَّ اَعْطَى الْاَعْرَابِيَّ : وَقَالَ وَالْاَيْمَنُ فَالْاَيْمَنُ"

৩৪২৫ হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য পানি মিশ্রিত দুধ আনা হল। তাঁর ডানপাশে ছিল এক বেদুঈন এবং বাম পাশে ছিলেন আবূ বক্‌র (রা) তিনি পান করার পর বেদুঈনকে দেন এবং বলেন ঃ পর্যায়ক্রমে ডানদিকে থেকে।

٣٤٢٦ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : قَالَ اُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِلَبَنٍ وَعَنْ يَمِيْنِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَنْ يَسَارِهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدُ : فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِابْنِ عَبَّاسٍ اَتَاْذَنُ لِيْ اَنْ اَسْقِيْ خَالِدًا : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا اَحَبُّ اَوْ اُوْثِرُ بِسُوْرِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى نَفْسِيْ اَحَدًا فَاَخَذَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَشَرِبَ وَشَرِبَ خَالِدٌ-"

৩৪২৬ হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য দুধ দেয়া হল। তাঁর ডান দিকে ছিলেন ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও বাম দিকে ছিলেন খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বললেন, তুমি কী আমাকে আগে খালিদকে দেয়ার অনুমতি দেবে? ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উচ্ছিষ্টের ক্ষেত্রে আমার উপর অপর কাউকে অগ্রাধিকার দেওয়া আমি পছন্দ করি না। অতএব ইব্‌ন আব্বাস (রা) দুধের পাত্র নিয়ে পান করেন এবং খালিদ (রা)-ও পান করেন।

٢٣. بَابُ التَّنَفُّسِ فِى الْاَنَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ পানির পাত্রে শ্বাস ফেলা নিষেধ

٣٤٢٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَرِثِ بْنِ اَبِيْ ذُبَابٍ عَنْ عَمِّهِ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ : قَالَ قَالَ رَسُوْلُ

اللّٰهِ ﷺ : اِذَا شَرِبَ اَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسُ فِى الْاَنَاءِ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَعُوْدَ فَلْيَنَحِّ الْاَنَاءَ ثُمَّ يَعُدْ اَنْ كَانَ يُرِيْدُ-"

৩৪২৭ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন পানীয় দ্রব্য পান করে তখন সে যেন পাত্রের মধ্যে শ্বাস না ফেলে। শ্বাস নেয়ার প্রয়োজন হলে মুখ থেকে পাত্র সরিয়ে নেবে, অতঃপর আরও পান করতে চাইলে পাত্র থেকে পান করবে।

٣٤٢٨ حَدَّثَنَا بَكْرِ بْنُ خَلَفٍ اَبُوْ بِشْرٍ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ التَّنَفُّسِ فِى الْاَنَاءِ-"

৩৪২৮ বাক্‌র ইব্‌ন খালাফ আবূ বিশ্‌র (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পানপাত্রে শ্বাস ফেলতে নিষেধ করেছেন।

٢٤. بَابُ النَّفْخِ فِى الشَّرَابِ

অনুচ্ছেদ ঃ পানীয় দ্রব্যে ফুঁ দেয়া নিষেধ

٣٤٢٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ خَلاَّدِ الْبَاهِلِيّ : ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَنْفُخَ فِى الْاَنَاءِ-"

৩৪২৯ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন খাল্লাদ বাহিলী (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পানপাত্রে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন।

٣٤٣٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمٰنُ الْمُحَارِبِيّ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ عَبْدُ الْكَرِيْمِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْفُخُ فِى الشَّرَابِ-"

৩৪৩০ আবূ কুরাইব (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনও পানীয় দ্রব্যে ফুঁ দিতেন না।

٢٥. بَابُ الشُّرْبِ بِالْاَكُفِّ وَالْكَرْعِ

অনুচ্ছেদ ঃ আজলা ভরে পানি পান করা এবং পানিতে মুখ লাগিয়ে পান করা

٣٤٣١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ : ثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ مُسْلِمِ بْنُ عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ زِيَادِبْنِ عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ عَاصِمٍ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ : عَنْ اَبِيْهِ عَنْ

جَدِّهِ : قَالَ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَشْرَبَ عَلٰى بُطُوْنِنَا وَهُوَ الْكَرْعُ وَنَهَانَا اَنْ تَغْتَرِفَ بِالْيَدِ الْوَاحِدَةِ : وَقَالَ لاَ يَلَغْ اَحَدُكُمْ كَمَا يَلَغُ الْكَلْبُ : وَقَالَ يَشْرَبُ بِالْيَدِ الْوَحْدَةِ كَمَا يَشْرَبُ الْقَوْمُ الَّذِيْنَ سَخَطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ : وَقَالَ يَشْرَبُ بِاللَّيْلِ فِىْ اِنَاءٍ حَتّٰى يَحَرِّكَهُ اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ اِنَاءٍ مُخَمَّرًا : وَمَنْ شَرِبَ بِيَدِهِ وَهُوَ يَقْدِرِ عَلٰى اِنَاءٍ : يُرِيْدُ التَّوَاضعِ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِعَدَدِ اَصَابِعِهِ حَسَاتٍ وَهُوَ اِنَاءُ عَيْسٰى بْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : اِذَا طَرَحَ الْقَدَحَ فَقَالَ : اُفٍّ هٰذَا مَعَ الدُّنْيَا-"

৩৪৩১ মুহাম্মাদ ইব্ন মুসাফ্‌ফা হিম্‌সী (র)...... আসিম ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন যায়িদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (দাদা আবদুল্লাহ্) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে উপুড় হয়ে অর্থাৎ পাত্রের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদেরকে এক হাতের আজল ভরে পানি পান করতেও নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন কুকুরের অনুরূপ পানিতে মুখ দিয়ে পান না করে, এক হাতেও যেন পানি পান না করে যেমন একদল লোক পান করে থাকে যাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা অসন্তুষ্ট। রাতের বেলা পানপাত্র আন্দোলিত না করে যেন পানি পান না করে। তবে পাত্র আবৃত অবস্থায় থাকলে স্বতন্ত্র কথা। যে ব্যক্তি পাত্র থেকে পান করার সামর্থ থাকা সত্ত্বেও হাত দিয়ে পানি পান করে এবং এর দ্বারা বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ তার উদ্দেশ্যে তবে আল্লাহ তা'আলা তার আংগুলের সম পরিমাণ পুণ্য তার আমল নামায় লিখে দিবেন, কারণ হাত হচ্ছে ঈসা ইব্ন মারিয়ম (আ)-এর পানপাত্র যখন তিনি পানপাত্র ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলেছিলেন, আফসোস এটাও পার্থিব উপকরণ।

٣٤٣٢ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا فُلَيْحُ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَرْثِ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ : قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ : وَهُوَ يَحُوْلُ الْمَآءَ فِىْ حَائِطِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٍ بَاتَ فِىْ شَنٍّ : فَاسْقِنَا وَاِلاَّ كَرِعْنَا قَالَ : عِنْدِىْ مَاءٌ بَاتَ فِىْ شَنٍّ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْنَا مَعَهُ اِلَى الْعُرَيْشِ فَحَسَبَ لَهُ شَاةٍ عَلٰى مَاءٍ بَاتَ فِىْ شَنٍّ : فَشَرِبَ ثُمَّ فَعَلَ مِثْلُ ذَالِكَ بِصَاحِبِهِ الَّذِىْ مَعَهُ-"

৩৪৩২ আহ্‌মাদ ইব্ন মানসূর আবূ বাক্‌র (র)...... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জনৈক আনসার ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হলেন। তখন তিনি নিজের বাগানে পানি দিচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেনঃ তোমার নিকট যদি মশ্‌কের বাসি পানি থাকে, তবে আমাদের পান করাও, অন্যথায় আমরা মুখ লাগিয়ে পান করে নেব। তিনি বলেন, আমার নিকট মশ্‌কের বাসী পানি আছে। অতঃপর তিনি কুঁড়ে ঘরের দিকে গেলেন এবং আমরাও তাঁর সাথে গেলাম। ঐ সাহাবী তাঁর জন্য একটি বক্‌রী দোহন করে তার দুধ মশ্‌কের পানিতে ঢাললেন। তিনি তা পান করলেন। অতঃপর তাঁর সাথে যারা ছিল তাদের সাথেও এরূপ করা হল।

৩৪৩৩ حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدُ الْاَعْلَى ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ لَيْسٍ عَنْ سَعِيْدُ ابْنُ حَامِرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَرَرْنَا عَلَى بَرِكَةٍ فَ جَعَلْنَا نَكْرَعُ فِيْهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَكْرَعُوْا وَلَكِنِ اغْسِلُوْا اَيْدِيْكُمْ ثُمَّ اَشْرَبُوْا فِيْهَا فَانَّهُ لَيْسَ اِنَاءٌ اَطْيَبُ مِنَ الْيَدِ۔"

৩৪৩৩ ওয়াসিল ইব্ন আবদুল আলা (র)...... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একটি পানির চৌবাচ্চা অতিক্রমকালে তা থেকে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতে লাগলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমরা মুখ লাগিয়ে পানি পান কর না, বরং হাত ধৌত করে নাও অতঃপর তাতে পান কর। কারণ হাতের তুলনায় অধিক পবিত্র কোন পাত্র হতে পারে না।

٢٦. بَابُ سَاقِي الْقَوْمِ اٰخِرُهُمْ شُرْبًا

অনুচ্ছেদ ঃ পরিবেশনকারী সবশেষে পান করবে

৩৪৩৪ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَسُوَيْدٍ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيْ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ رَبَاحٍ عَنْ اَبِى قَتَادَةَ : قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَاقِيِّ الْقَوْمِ اٰخَرَهُمْ شُرْبًا۔"

৩৪৩৪ আহ্মাদ ইব্ন আবদাহ্ ও শু'আইব ইব্ন সাঈদ (র)......আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ লোকদের পানীয় পরিবেশনকারী সবশেষে পান করবে।

٢٧. بَابُ الشُّرْبِ فِى الزُّجَاجِ

অনুচ্ছেদ ঃ গ্লাসে পান করা

৩৪৩৫ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْجُبَابٍ ثَنَا مِنْدَلُ بْنُ عَلِيِّ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ : عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَدَحُ قَوَارِيْرُ يَشْرَبُ فِيْهِ۔"

৩৪৩৫ আহ্মাদ ইব্ন সিনান...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর একটি কাঁচের গ্লাস ছিল। তিনি তাতে পানীয় পান করতেন।
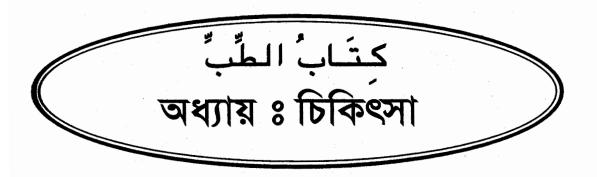
كِتَابُ الطِّبِّ
অধ্যায় ঃ চিকিৎসা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٣١. كِتَابُ الطِّبِّ

অধ্যায় ঃ চিকিৎসা

١. بَابُ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ دَآءً اِلاَّ اَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

অনুচ্ছেদ ঃ সব রোগেরই আল্লাহ শিফা দিয়েছেন

٣٤٣٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ عَنْ اُسَامَةَ ابْنِ شَرِيْكٍ قَالَ شَهِدْتُ الْاَعْرَابِ يَسْاَلُوْنَ النَّبِيِّ ﷺ اَعَلَيْنَا حَرَجٌ فِىْ كَذَا ؟ اَعَلَيْنَا حَرَجٌ فِىْ كَذَا ؟ فَقَالَ لَهُمْ عِبَادَ اللّٰهِ وَضَعَ اللّٰهُ الْحَرَجِ اِلاَّ مَنِ اقْتَرَضَ مِنْ عِرْضِ اَخِيْهِ شَيْئًا فَذَالِكَ الَّذِىْ حَرِجَ فَقَالُوْا يَارَسُوْلُ اللّٰهِ هَلْ عَلَيْنَا جُنَاحٌ اَنْ لاَّ نَتَدَاوَى؟ قَالَ تَدَاوَوْا : عِبَادُ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَضَعْ دَاءً اِلاَّ وَضَعَ مَعَهُ شِفَآءٌ اِلاَّ الْهَرَمَ : قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا خَيْرَ مَا اَعْطَى الْعَبْدُ ؟ قَالَ خُلُقٌ حَسَنٌ-

৩৪৩৬ আবূ বাকর ইবন আবূ শায়বা হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র)...... উসামাহ ইব্‌ন শারীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বেদুঈনদের প্রশ্ন করতে শুনেছি যে, অমুক কাজে কি আমাদের গুনাহ হবে? অমুক কাজে কি আমাদের গুনাহ হবে? তিনি বললেন আল্লাহর বান্ধারা! কোন কিছুতেই আল্লাহ গুনাহ রাখেন কি, আপন ভাইদের কোনরূপ মানহানি করবে তাতেই শুধু গুনাহ হবে। তারা বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! চিকিৎসা গ্রহণ না করাতে কি আমাদের গুনাহ হবে ? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ বান্ধারা! ঔষধ গ্রহণ করো কেননা মহান বার্ধক্য ছাড়া এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেননি যার সাথে শিফা পাঠাননি। তারা বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! বান্দাকে প্রদত্ত সর্বোত্তম বিষয় কী? তিনি বললেন ঃ উত্তম চরিত্র।

৩৪৩৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَانَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِي خِزَامَةَ عَنْ اَبِي خِزَامَةَ : قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرَأَيْتَ اَدْوِيَةً نَتَدَاوَى بِهَا وَرُقًى نَسْتَرْقِي بِهَا وَتُقًى نَتَّقِيهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ شَيْئًا ؟ قَالَ هِيَ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ -"

৩৪৩৭ মুহাম্মাদ ইব্ন সাব্বাহ (র)...... আবূ খিযামাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করা হলো, যে সকল ঔষধ দ্বারা আমরা চিকিৎসা গ্রহণ করি এবং যে সকল তাবিজ মাদুলি দ্বারা আমরা ঝাঁড় ফুক করি এবং যে সকল সতর্কতামূলক ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করি, সে সম্পর্কে আপনার মত কী? সে গুলো কি আল্লাহর তাক্দীরকে কিছুমাত্র রদ করতে পারে ? তিনি বললেন ঃ সেগুলোও তাক্দীরের অন্তর্ভূক্ত।

৩৪৩৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِيِّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُطَاءِ بْنُ السَّائِبُ عَنْ اَبِي عَبْدُ الرَّحْمٰنُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ : عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ دَاءً اِلاَّ اَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً -"

৩৪৩৮ মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)...... সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ এমন কোন রোগ দেননি, যার শিফা তিনি পাঠাননি।

৩৪৩৯ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَابْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدِ الْجَوْهَرِيِّ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدُ عَنْ عُمَرَ بْنُ سَعِيْدُ بْنُ اَبِي حُسَيْنٍ : ثَنَا عُطَاءٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ دَاءً اِلاَّ اَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً -"

৩৪৩৯ আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়রা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ এমন কোন রোগ দেননি, যার শিফা তিনি পাঠাননি।

٢- بَابُ الْمَرِيْضُ يَشْتَهِي الشَّيْءَ

অনুচ্ছেদ ঃ রুগীর কিছু (খে'তে) ইচ্ছা হলে

৩৪৪০ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِي الْخَلاَّلُ : ثَنَا صَفْوَانُ ابْنُ هُبَيْرَةَ : ثَنَا اَبُوْ مَكِيْنٍ : عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَه خُبْزُ بُرٍّ فَلْيَبْعَثْ اِلٰى اَخِيْهِ" ثُمَّ اَخِيْهِ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اشْتَهٰى مَرِيْضُ اَحَدِكُمْ شَيْئًا فَلْيُطْعِمْهُ-"

৩৪৪০ হাসান ইব্ন আলী খাল্লাল (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একজন (অসুস্থ) লোককে দেখতে গেলেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমার কী (খেতে) ইচ্ছা করছে ? তখন সে বললো ঃ আমার গমের রুটি খেতে ইচ্ছা করছে, তখন নবী ﷺ বললেন ঃ যার কাছে গমের রুটি আছে সে যেন তার ভাইয়ের কাছে তা পাঠিয়ে দেয়। অতঃপর নবী ﷺ বললেন ঃ তোমাদের কোন রুগী যখন কিছু খেতে ইচ্ছা করবে তখন সে যেন তাকে তা খেতে দেয়।

٣٤٤١ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ : ثَنَا اَبُوْ يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ يَزِيْدُ الرَّقَاشِيِّ : " عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : قَالَ دَخَلَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى مَرِيْضٍ يَعُوْدُوْا : قَالَ اَتَشْتَهِى شَيْئًا ؟ قَالَ اشْتَهِى كَعْكًا : قَالَ نَعَمْ فَطَلَبُوْا لَهُ-"

৩৪৪১ সুফিয়ান ইব্ন ওয়াকী (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ একজন অসুস্থ ব্যক্তির সেবার জন্য তার কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন ঃ তুমি কি কিছু (খেতে) চাও ? সে বললো ঃ আমি কেক খেতে চাই, তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। তখন তারা তার জন্য তা চেয়ে নেয়।

٣. بَابُ الْحَمِيَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ বেছে -গুছে চলা

٣٤٤٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا يُوْنُسُ ابْنُ مُحَمَّدُ ثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَيُّوْبَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ اَبِى صَعْصَعَةَ : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ وَاَبُوْ دَاوُدُ قَالاَ : ثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَيُّوْبَ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ بْنِ اَبِى يَعْقُوْبَ بْنِ اَبِى يَعْقُوْبُ عَنْ اُمِّ الْمُنْذِرِ بِنْتِ قَيْسٍ الْاَنْصَارِيَّةِ : قَالَتْ : دَخَلَ عَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَهُ عَلِىُّ بْنُ اَبِى طَالِبٍ، وَعَلِىُّ نَاقَةٌ مِنْ مَرَضٍ وَلَنَا دَوَالِى مُعَلَّقَةٌ : وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَاْكُلُ مِنْهَا : فَتَنَاوَلُ عَلَى لِيَاْكُلَ : فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَهْ يَاعَلِىُّ بِاَنَّكَ نَاقِهُ قَالَتْ فَصَنَعْتُ لِلنَّبِىُّ سِلْقًا وَشَعِيْرًا : فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ ! يَا عَلِىُّ ! مِنْ هٰذَا : فَاَصِبْ فَاِنَّهُ اَنْفَعُ لَكَ-"

৩৪৪২ আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ও মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার...... উম্মে মুনযির বিনতে কায়েস আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে এলেন। আর তাঁর সাথে ছিলেন আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)। আলী (রা) সদ্য রোগ মুক্তির কারণে দুর্বল ছিলেন। আমাদের এখানে কয়েক থোঁকা খেজুর লটকানো ছিলো। নবী ﷺ তা থেকে খাচ্ছিলেন। আলীও খাওয়ার জন্য নিলেন।

তখন নবী ﷺ বললেন ঃ হে আলী, রাখো। তুমি তো রোগে দুর্বল। তিনি (উম্মুল মুনযীর) বলেনঃ তখন আমি নবী ﷺ -এর জন্য যব ও বীট মিশ্রিত খাবার প্রস্তুত করলাম, তখন নবী ﷺ আলী কে বললেন ঃ এটা থেকে খাও। কেননা এটা তোমার জন্য অধিক উপকারী।

٣٤٤٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيلَ : ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ الْحُمَيْدِ بْنِ صَيْفِي مِنْ وَلَدِ صُهَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ صُهَيْبٍ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبَيْنَ يَدَيْهِ خُبْزٌ وَتَمْرٌ : فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اُدْنُ فَكُلْ- فَاَخَذْتُ اٰكُلُ مِنَ التَّمْرِ : فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَاْكُلُ تَمْرًا وَبِكَ رَمَدٌ ؟ قَالَ : فَقُلْتُ : اِنِّي اَمْضُغُ مِنْ نَاحِيَةٍ اُخْرٰى فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ -"

৩৪৪৩ আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদুল ওয়াহ্‌হাব (র)...... সুহায়ের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তাঁর সামনে রুটিও খেজুর ছিলো। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ কাছে এসে যাও। তখন আমি খেজুর থেকে খেতে লাগলাম। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ তুমি খেজুর খাচ্ছো তোমার তো চোখ উঠেছে। রাবী বলেনঃ তখন আমি বললাম, আমি অন্য দিক থেকে চিবুচ্ছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন মুচকি হাসলেন।

٤. بَابُ لاَ تُكْرِهُوْا الْمَرِيْضَ عَلَى الطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ অসুস্থকে জোর করে খাওয়ানো

٣٤٤٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا بَكْرُ بْنُ يُوْنُسَ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ : قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُكْرِهُوْا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ : فَاِنَّ اللّٰهَ يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيْهِمْ-

৩৪৪৪ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র)...... উকবাহ ইব্‌ন আমির জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের অসুস্থ ব্যক্তিকে পানাহারের ব্যাপারে জোর-দস্তি করবে না। কেননা আল্লাহ তাদেরকে পানাহার করান।

٥. بَابُ التَّلْبِيْنَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ তালবীনা (দুধ, মধু ও আটা তৈরী খাবার) খাওয়া

٣٤٤٥ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ الْجَوْهَرِيُّ : ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ بَرَكَةٍ عَنْ اُمِّهِ : عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا

اَخَذَ اَهْلَهُ الْوَعْكُ اَمَرَ بِالْحِسَاءِ قَالَتْ : وَكَانَ يَقُوْلُ : اِنَّهُ لَيَرْتُوْ فُؤَادَ الْحَزِيْنِ وَيَسْرُوْ عَنْ فُؤَادِ السَّقِيْمِ : كَمَا تَسْرُوْا اَحَدًا كُنَّ الْوَسَخَ عَنْ وَجْهِهَا بِالْمَاءِ-"

৩৪৪৫ ইব্‌রাহীম ইবন সাঈদ জাওহারী (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পরিবার পরিজন জ্বরাক্রান্ত হলে, তিনি হাসা তৈরী করার নির্দেশ দিতেন। তিনি (আয়েশা) বলেন, তিনি বলতেনঃ দুঃখগ্রস্ত হৃদয়ে তা প্রফুল্লতা আনে। এবং অসুস্থের মন থেকে নির্জীবতা এমনভাবে ধুয়ে মুছে ফেলে, যেমন তোমার কেউ পানি দিয়ে তার মুখ থেকে ময়লা ধুয়ে ফেলে।

٣٤٤٦ حَدَّثَنَا عَلِيِّ بْنِ اَبِى الْخَصِيْبِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اَيْمَنَ بْنُ نَابِلٍ عَنِ امْرَاَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهَا ثُمَّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالْبَغِيْضِ النَّافِعِ التَّلْبِيْنَةِ يَعْنِىْ الْحَسَاءَ : قَالَتْ : وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ! اِذَا اشْتَكٰى اَحَدٌ مِنْ اَهْلِهِ لَمْ تَزِلِ الْبَرْمَةُ عَلَى النَّارِ حَتّٰى يَنْتَهِىَ اَحَدُ طَرَفَيْهِ يَعْنِىْ يَبْرِءُ اَوْ يَمُوْتُ-"

৩৪৪৬ আলী ইব্‌ন আবূ খাসীব (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেঃ নবী ﷺ বলেছেনঃ অপ্রিয় অথচ উপকারী বস্তুটি তোমরা অবশ্যই গ্রহণ করবে, আর তা হলো- তালবীনা অর্থাৎ হাসা। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পরিবার পরিজনের কেউ যখন অসুস্থ হতেন, তখন (হাসা এর) ডেগ চুলার উপর থাকতো, দু'দিকের এক দিকে, অর্থাৎ বাঁচা- মরা পর্যন্ত।

٦. بَابُ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ কালজিরা সম্পর্ক

٣٤٤٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَرِثِ الْمِصْرِيَّانِ : قَالاَ ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِى اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَسَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ اَخْبَرَهُمَا اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ فِى الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ اِلاَّ السَّامَ-"

وَالسَّامُ الْمَوْتُ : وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ الشُّوْنِيْزُ-"

৩৪৪৭ মুহাম্মাদ ইব্‌ন মিস্‌রী ও মুহাম্মাদ ইবন হারিদ মিস্‌রী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছেন যে, কালজিরাতে মৃত্যু ব্যতীত সব রোগের শিফা রয়েছে। 'সাম' অর্থাৎ মৃত্যু। হাব্‌বাতুস সাওদা- কালজিরা।

٣٤٤٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ يَحْيٰى ابْنُ خَلَفٍ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ : قَالَ سَمِعْتُ سَالِمٍ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عَلَيْكُمْ بِهٰذِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ : فَاِنَّ فِيْهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ اِلاَّ السَّامِ-"

৩৪৪৮ আবূ সালামা ইয়াহইয়া ইব্‌ন খালাফ (র)...... সালিম ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ﷺ বলেছেনঃ এই কালোদানা (কালিজিরা) অবশ্যই তোমরা ব্যবহার করবে; কেননা তাতে মৃত্যু ছাড়া আর সব রোগের শিফা রয়েছে।

٣٤٤٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ اَنْبَانَا اِسْرَائِيْلَ عَنْ مَنْصُوْرٍ : عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : خَرَجْنَا وَمَعَنَا غَالِبَ بْنُ اَبْجَرَ : فَمَرَّضَ فِي الطَّرِيْقِ فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ وَهُوَ مَرِيْضٌ : فَعَادَهُ ابْنُ اَبِيْ عَتِيْقٍ وَقَالَ لَنَا عَلَيْكُمْ بِهٰذِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ فَخُذُوْا مِنْهَا خَمْسًا اَوْ سَبْعًا : فَاسْحَقُوْهَا ثُمَّ اَقْطِرُوْهَا فِي اَنْفِهِ بِقَطَرَاتٍ زَيْتٍ فِي هٰذَ الْجَانِبِ وَفِيْ هٰذَا الْجَانِبُ فَاِنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُمْ اَنَّهَا سَمِعْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ هٰذِهِ الْحَبَّةُ السَّوْدَاءِ شِفَآءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ : اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ السَّامِ قُلْتُ وَمَا السَّامِ ؟ قَالَ " الْمَوْتُ-"

৩৪৪৯ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... খালিদ ইব্‌ন সা'দ (র) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ আমরা বের হলাম এবং আমাদের সাথে ছিলেন গালিব ইব্‌ন আবজার। তিনি পথিমধ্যে অসুস্থ হলেন। আমরা তাঁর অসুস্থ অবস্থায় মদীনায় উপনীত হলাম। তখন ইব্‌ন আবূ আতীক (র) তাঁকে দেখতে এলেন এবং আমাদের বললেন ঃ এই কালোদানাগুলো তোমরা ব্যবহার করবে, তা থেকে পাঁচ কি সাতটি দানা নাও এবং সেগুলো পিষে তেলে মিশিয়ে নাকের এপাশে ওপাশে অর্থাৎ উভয় ছিদ্র পথে ফোটা ফোটা দাও। কেননা আয়েশা (রা) তাঁদের হাদীস শুনিয়েছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন: এই কালো দানা হলো সব রোগের জন্য শিফা; তবে যদি তা 'সাম' না হয়, আমি জিজ্ঞাসা করলাম 'সাম' কী? তিনি বললেন: মৃত্যু।

٧. بَابُ الْعَسَلِ

অনুচ্ছেদ ঃ মধু

٣٤٥٠ حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خِدَاشٍ : ثَنَا سَعِيْدِ زَكَرِيَّاءَ الْقَرْشِيُّ : ثَنَا الزُّبَيْرِ بْنُ سَعِيْدِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ سَالِمٍ : عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ : قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَعِقَ الْعَسَلَ ثَلاَثَ غَدْوَاتٍ كُلَّ شَهْرٍ لَمْ يُصِبْهُ عَظِيْمٌ مِنَ الْبَلاَءِ-"

৩৪৫০ মাহমুদ ইব্‌ন খিদাশ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিনদিন সকালে মধু চেটে খায় তাকে বড় ধরনের কোন মুসীবত (রোগ) আক্রান্ত করবে না।

٣٤٥١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ بَكْرِ بْنُ خَلَفٍ ثَنَا عُمَرُ بْنُ سَهْلٍ ثَنَا اَبُوْ حَمْزَةَ الْعَطَّارِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ : قَالَ اُهْدِىَ لِلنَّبِيِّ ﷺ عَسَلٌ فَقَسَمَ بَيْنَنَا لُعْقَةً لُعْقَةً فَاَخَذْتُ لُعْقَتِى ثُمَّ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَزْدَادُ اُخْرٰى ؟ قَالَ نَعَمْ-"

৩৪৫১ আবূ বিশর বাকর ইব্‌ন খালাফ (র)...... জারিব ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ কে মধু হাদিয়া দেওয়া হলো, তখন তিনি আমাদের মাঝে চেটে খাওয়ার পরিমাণ করে বন্টন করলেন, আমি আমার চাটুনির অংশটুকু নিলাম এবং বললাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে আরো একটু দিন, তিনি বললেন ঃ আচ্ছা।

٣٤٥٢ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ سَلَمَةَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ عَنْ اَبِى الْاَحْرَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالشِّفَاءِ يْنِ الْعَسَلِ وَالْقُرْاٰنِ :

৩৪৫২ আলী ইব্‌ন সালামাহ (র)...... আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা দুই আরোগ্য দানকারী মধু ও কুরআনকে অবশ্যই গ্রহণ করবে।

٨. بَابُ الْكَمْاَةِ وَالْعَجْوَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ কাম'আত (ব্যাঙের ছাতা বা মাসরুম) ও আজওয়া খেজুর

٣٤٥٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنُ نُفَيْرٍ ثَنَا اَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ : ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ جَعْفَرِ بْنُ اَيَّاسٍ عَنْ شَهْرِ بْنُ حَوْشَبٍ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ وَجَابِرٍ قَالَا : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْكَمْاَةُ مِنَ الْمَنِّ : وَمَا ؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ : وَالْعَجْوَةِ مِنَ الْجَنَّةِ وَهِىَ شِفَاءٌ مِنَ الْجِنَّةِ-"

حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ وَمُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الرِّقِّيَانُ : قَالَا ثَنَا سَعِيْدُ ابْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ هِشَامٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرٍ ابْنُ اِيَاسٍ عَنْ اَبِى نَضْرَةَ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ-"

৩৪৫৩ মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র)...... আবূ সাঈদ ও জাবির (রা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কাম'আত হলো মান্না (বনূ ইসরাঈলের জন্য প্রেরিত আসমানী খাবার) এর শ্রেণীভুক্ত এবং তার রস চোখের জন্য শিফা। আর আজওয়া খেজুর হলো জান্নাতের সাথে সম্পর্কিত। তাহলো উন্মাদ রোগের শিফা।

আলী ইব্ন মায়মুন ও মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ রাক্কীয়ান (র).....আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٣٤٥٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَانَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكُ ابْنُ عُمَيْرٍ سَمِعَ عُمَرُوبْنُ حُرَيْثٍ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ سَعِيْدُ بْنُ زَيْدِ بْنُ عَمْرِو بْنُ نُفَيْلٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ الْكَمْاَةَ مِنَ الْمَنِّ الَّذِىْ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ : وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ الْعَيْنِ-"

৩৪৫৪ মুহাম্মাদ ইব্ন সাববাহ (র)...... সাঈদ ইব্ন যায়িদ ইব্ন আমর ইব্ন নুফায়ল (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, কাম'আত হলো সেই 'মান্না' এর শ্রেণীভুক্ত, যা আল্লাহ বনূ ইসরাঈলের প্রতি নাযিল করেছিলেন। এর রস চোখের জন্য শিফা।

٣٤٥٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا اَبُوْ عَبْدُ الصَّمَدِ ، ثَنَا مَطَرُ الْوَرَّاقُ عَنْ شَهْرِ بْنُ حَوْشَبٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ عِنْدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرْنَا الْكَمْاَةَ فَقَالُوْا : هُوَ جُدَرِىُّ الْاَرْضِ فَنُمِىَ الْحَدِيْثُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ الْكَمْاَةُ مِنَ الْمَنِّ وَالْعَجْوَةِ مِنَ الْجَنَّةِ وَهِىَ شِفَاءٌ مِنَ السَّمِّ-"

৩৪৫৫ মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্‌শার (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খিদমতে আলোচনা করছিলাম। এবং কাম'আত প্রসংগে বললাম। তারা বললো: এটা হচ্ছে ভূমির আবর্জনা। অতঃপর কথাটা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গোচরীভূত হলো। তখন তিনি বললেন: কাম'আত হচ্ছে মান্না এর অন্তর্ভূক্ত এবং আজওয়া হচ্ছে জান্নাতী খাবারের অন্তর্ভূক্ত। আর তা হলো বিষের প্রতিষেধক।

٣٤٥٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنُ بْنُ مَهْدِىِّ ثَنَا الْمُشْمَعِلُّ ابْنُ اَيْسٍ الْمَزَنِىُّ : حَدَّثَنِىْ عَمْرِو بْنُ سُكَيْمٍ : قَالَ سَمِعْتُ رَافِعِ بْنُ عَمْرِو وَالْمُزَنِّىْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْعَجْوَةُ وَالصَّخْرَةُ مِنَ الْجَنَّةِ-"

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَفِظْتُ الصَّخْرَةُ مِنَ الْجَنَّةِ مِنْ فِيْهِ-"

৩৪৫৬ মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... রাফি ইব্‌ন আমর মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, আজওয়া ও সাখরাহ খেজুর জান্নাতী খাবারের অন্তর্ভুক্ত।

٩. بَابُ السَّنَا وَالسَّنُّوْتِ

অনুচ্ছেদ ঃ সানা ও সানূত

٣٤٥٧ حَدَّثَنَا اِبْرهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدُ ابْنُ يُوْسُفَ بْنُ سَرْحَ الْفِرْيَابِيُّ : ثَنَا عَمْرُو ابْنُ بَكْرِ السَّكْسَكِيُّ : ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِيْ عَبْلَةَ قَالَ : سَمِعْتُ اَبَا اَبِيْ بْنُ اُمُّ حَرَامٍ وَكَانَ قَدْ صَلَّى مَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْقِبْلَتَيْنِ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : وَعَلَيْكُمْ بِالسَّنَى وَالسَّنُّوْتِ : فَاِنَّ فِيْهِمَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ اِلاَّ السَّامَ : قِيْلَ يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ! وَمَا السَّامُ : قَالَ الْمَوْتِ–"

قَالَ عُمَرُو قَالَ ابْنُ اَبِيْ عَبْلَةَ اَلسَّنُّوْتُ الشَّبِتُّ وَقَالَ اٰخَرُوْنَ بَلْ هُوَ الْعَسَلُ الَّذِيْ يَكُوْنُ فِيْ زِقَاقِ السَّمَنُ : وَهُوَ قَوْلُ الشَّاعِرِ–"

هُمُ السُّمْنُ بِالسَّنُّوْتِ لاَ اِنْسَ فِيْهِمْ .وَهُمْ يَمْنَعُوْنَ جَارَهُمْ اَنْ يُفَرَّدَا –"

৩৪৫৭ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসুফ ইব্‌ন সারহ ফিরয়াবী (র)..... আবু উবাই ইব্‌ন উম্মে হারাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে উভয় কিব্‌লায় সালাত আদায় করেন, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, "তোমরা সানা ও সানূত অবশ্যই ব্যবহার করবে। কেননা তাতে সাম ছাড়া প্রতিটি রোগের শিফা রয়েছে, জিজ্ঞাসা করা হলো : ইয়া রাসূলাল্লাহ! 'সাম' কী? তিনি বললেন: মৃত্যু। রাবী আমর বলেন: ইব্‌ন আবূ আবলাহ বলেন, সানূত অর্থ এক ধরনের উদ্ভিদ, পক্ষান্তরে অন্যরা বলেছেন চামড়ার পাত্রে রক্ষিত মধু।

١٠. بَابُ الصَّلاَةُ شِفَاءٌ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাত একটি শিফা

٣٤٥٨ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ : ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ مِسْكِيْنٍ ثَنَا ذَوَادُ ابْنُ عُلْبَةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ هَجَّرَ النَّبِيُّ ﷺ فَهَجَّرْتُ فَصَلَّيْتُ ثُمَّ جَلَسْتُ فَالْتَفَتَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اشْكَمَتْ وَرْدُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ يَارَسُوْلُ اللّٰهِ ! قَالَ قُمْ فَصَلِّ : فَاِنَّ فِي الصَّلاَةِ شِفَاءً ـ

حَدَّثَنَا اَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ : ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصرَ : ثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ : ثَنَا ذُوَادُ بْنُ عُلْبَةَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَقَالَ فِيهِ اشكَمَتْ دَرْدُ يَعْنِي تَشْتَكِى بَطْنَكَ بِالْفَارِسِيَّةِ-" قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَ بِهِ رَجُلٌ لاَهْلِه فَاسْتَعدُّوْا عَلَيْهِ-"

৩৪৫৮ জাফর ইব্‌ন মুসাফির (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী ﷺ হিজরত করলে আমিও হিজরত করলাম। আমি সালাত আদায় করে তাঁর পাশে বসে পড়লাম। নবী ﷺ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন: তোমার পেটে কি ব্যথা আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন: উঠ এবং সালাত আদায় কর। কেননা সালাতে শিফা রয়েছে।

আবূল হাসান কাত্তান (র)-এর সূত্রে দাউদ ইব্‌ন উলবাহ অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন: (রাসূলুল্লাহ বললেন) দারদ-ফারসী যার অর্থ তোমার পেটে কি ব্যথা হচ্ছে?

١١. بَابُ النَّهْىِ عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيْثِ

অনুচ্ছেদ ঃ জীবন বিনাশী ঔষধ ব্যবহার নিষিদ্ধ

٣٤٥٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَتَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ اَبِى اِسْحَاقَ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيْثِ يَعْنِى السَّمَّ."

৩৪৫৯ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ জীবন বিনাশী ঔষধ অর্থাৎ বিষ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

٣٤٦٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ : عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ شَرِبَ سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِى نَارِ جَهَنَّمَ : خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا اَبَدًا-"

৩৪৬০ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়ব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বিষপান করে নিজেকে হত্যা করবে, সে জাহান্নামের আগুনের অনন্ত কালের বাসিন্দা হয়ে বিষপান করতে থাকবে।

١٢. بَابُ دَوَاءِ الْمَشْىِ

অনুচ্ছেদ ঃ জুলাব ব্যবহার সম্পর্কে

٣٤٦١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ : ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ ابْنِ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : عَنْ مَوْلًى لِمَعْمَرِ التَّيْمِىِّ : عَنْ مَعْمَرِ جَعْفَرٍ . عَنْ

التَّيْمِيِّ عَنْ اَسْمَاءِ بِنْتِ عُمَيْسٍ : قَالَتْ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَا ذَا كُنْتِ تَسْتَمْشِيْنَ قُلْتُ بِالشَّمِ قَالَ حَارٌّ جَارٌّ ؛ ثُمَّ اسْتَبْشَيْتُ بِالسَّنَى فَقَالَ : لَوْ كَانَ شَيْءٌ يَشْفِي مِنَ الْمَوْتِ : كَانَ السَّنَى وَالسَّنَى شِفَاءٌ مِنَ الْمَوْتِ-"

৩৪৬১ আবূ বাকর ইব্‌ন শায়বা (র)..... আসমা বিনতে উমায়স (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কিসের জুলাব নিয়ে থাকো? আমি বললাম শুভরূপ দিয়ে। তিনি বললেন ঃ সে তো ভীষণ গরম জিনিস। অতঃপর আমি সানা দ্বারা জুলাব নিলাম. তখন তিনি বললেন ঃ কোন ঔষধ যদি মৃত্যু থেকে শিফা দিতো, তাহলে সেটা হতো সানা, আর সানা হলো মৃত্যু থেকে শিফাদানকারী।

١٣. بَابُ دَوَاءِ الْعُذْرَةِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْغَمْزِ

অনুচ্ছেদ ঃ গলার অসুখের ঔষধ এবং দাবানো সম্পর্কে নিষেধ

٣٤٦٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِيْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ : قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ : قَالَتْ : دَخَلْتُ : بِابْنٍ لِيْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ اَعْلَقْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ فَقَالَ عَلاَمَ تَدْغَرْنَ اَوْلاَدَكُنَّ بِهٰذَ الْعِلاَقِ ؟ عَلَيْكُمْ بِهٰذَا الْعُوْدِ الْهِنْدِي : فَاِنَّ فِيْهِ سَبْعَةَ اَشْفِيَةٍ يُسْعَطُ بِهِ مِنَ الْعُذْرَةِ وَيُلَدُّ بِهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ-"

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيِّ : ثَنَا عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ وَهْبٍ : اَنْبَانَا يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ : عَنْ اُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ : عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ- قَالَ يُوْنُسُ اَعْلَقْتُ يَعْنِيْ غَمَزْتُ !

৩৪৬২ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাববাহ(র)..... উম্মে ফায়দ বিনতে মিহসান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার একপুত্র কে নিয়ে নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম, এবং গলার অসুখের কারণে আমি তার গলা দাবাচ্ছিলাম, তখন তিনি বললেন: কেন তোমরা তোমাদের ছেলেদের (গলা) এভাবে দাবাও? এই আগর কাঠ তোমাদের ব্যবহার করা উচিৎ। কেননা তাতে সাত ধরনের শিফা রয়েছে। গলার ব্যথায় নাকের ছিদ্র পথে তা প্রবশ করানো হবে এবং ফুসফুস ঝিল্লির প্রদাহে তা মুখে ঢেলে দিতে হবে।

আহমাদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সারহ মিসরী (র)...... উম্মে কায়স বিনতে মিহসান (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٤. بَابُ دَوَاءِ عِرْقِ النِّسَا

অনুচ্ছেদ ঃ গেঁটে বাতের চিকিৎসা

٣٤٦٣ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ رَاشِدُ بْنُ سَعِيْدِ بْنُ الرَّمْلِيُّ : قَالاَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ ثَنَا اَنَسُ بْنُ سِيْرِيْنَ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ شِفَاءُ عِرْقِ النَّسَا اَلْيَهٍ شَاةٍ اَعْرَابِيَّةٍ تُذَابُ ثُمَّ تُجَزَّأُ ثَلاَثَةَ اَجْزَاءٍ ثُمَّ يَشْرَبُ عَلَى الرِّيْقِ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ جُزْءٌ-"

৩৪৬৩ হিশাম ইব্‌ন আম্মার ও রাশিদ ইব্‌ন সাঈদ রামলী (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, গেঁটে বাতের চিকিৎসা হলো; দুম্বার নিতম্ব গলিয়ে তিন ভাগ করে নিবে পরে প্রতিদিন বাসি মুখে এক ভাগ পান করবে।

١٥. بَابُ دَوَاءِ الْجَرَاحَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ক্ষত চিকিৎসা

٣٤٦٤ حَدَّثَنَا بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بِنَا الصَّبَّاحِ قَالاَ : ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِىْ : قَالَ جُرِحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ اُحُدٍ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ وَهُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ : فَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَغْسِلُ الدَّمَ وَعَنْهُ وَعَلِىٌّ يَسْكُبُ عَلَيْهِ الْمَآءَ بِالْمِجَزِّ فَلاَ رَأَتْ فَاطِمَةُ اَنَّ الْمَاءَ لاَيَزِيْدُ الدَّمِ اِلاَّ كَثْرَةً اَخَذَتْ قِطْعَتَ حَصِيْرٍ فَاَحْرَقَتْهَا حَتّٰى اِذَا صَارَ رَمَادًا اَلْزَمَتْهُ الْجُرْحِ فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ-"

৩৪৬৪ হিশাম ইব্‌ন আম্মার ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাববাহ (রা)..... সাহল ইব্‌ন সা'দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওহুদের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আহত হলেন এবং তাঁর সামনের দাঁত ভেঙ্গে গেল এবং শিরস্ত্রাণ তাঁর মাথায় ঢুকে গেলো। তখন ফাতিমা তাঁর (চেহারা মুবারক থেকে) রক্ত ধুয়ে দিচ্ছিলেন, আর আলী (রা) ঢাল দ্বারা তাঁর উপর পানি ঢালছিলেন। ফাতিমা (রা) যখন দেখালেন যে, পানিতে রক্ত বেড়েই চলেছে, তখন তিনি এক খন্ড চাটাই নিলেন, সেটাকে পোড়ালেন, যখন তা ছাই হলো, তখন সেটাকে তিনি ক্ষত স্থানে লাগিয়ে দিলেন। ফলে রক্ত বন্ধ হলো।

٣٤٦٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ عَنْ عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : اِنِّىْ لاَعْرِفُ يَوْمَ اُحُدٍ مَنْ جَرَحَ وَجْهَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمَنْ كَانَ يُرْقِى الْكَلْمَ مِنْ وَجْهِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَيُدَاوِيْهِ–"

وَمَنْ يَحْمِلُ الْمَاءَ فِى الْمِجَنِّ وَبِمَا دُوْوِيَ بِهِ الْكَلْمُ حَتّٰى رَقَأَ : قَالَ اَمَّا مَنْ كَانَ يَحْمِلُ الْمَاءَ فِى الْمِجَنِّ فَعَلِيٌّ وَاَمَّا مَنْ كَانَ يُدَاوِىْ الْكَلْمُ فَاطِمَةُ اَحْرَقَتْ لَهُ حِيْنَ لَمْ يَرْقَأْ قِطْعَةَ حَصِيْرٍ خَلَقٍ فَوَضَعَتْ رَمَادَهُ عَلَيْهِ فَرَقَا الْكَلْمُ–"

৩৪৬৫ আবদুর রহমান ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)..... সাহল ইব্‌ন সা'দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ উহুদের দিন যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুখমন্ডল জখম করেছিলো আর যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুখ মন্ডলের জখম থেকে রক্ত পড়া বন্ধ করেছিলেন এবং তাঁর চিকিৎসা করেছিলেন, আর যিনি ঢালে করে পানি এনছিলেন তাদের সবাইকে আমি ভাল করে চিনি। এমন কি কী দিয়ে জখমের চিকিৎসা করা হয়েছিলো যার ফলে রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছিলো তাও জানি। যিনি ঢালে করে পানি বহন করেছিলেন, তিনি হলেন, আলী (রা) আর যিনি জখমের চিকিৎসা করেছিলেন তিনি হলেন ফাতিমা (রা)। যখন রক্ত বন্ধ হচ্ছিল না তখন তিনি তাঁর জন্য এক খন্ড পুরানো চাটাই পোড়ালেন এবং তার ছাই যখমের উপর রাখলেন ফলে যখমের রক্তপড়া বন্ধ হয়ে গেলো।

١٦. بَابُ مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ

অনুচ্ছেদ ঃ চিকিৎসা জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও চিকিৎসা করা

٣٤٦٦ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَرَاشِدُ بْنُ سَعِيْدِ الرَّمْلِىُّ : قَالاَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عُمَرَو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ قَبْلَ ذَالِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ–"

৩৪৬৬ হিশাম ইব্‌ন আম্মার ও রাশিদ ইব্‌ন সাঈদ রামালী (র)...... শু'আয়েব (রা) -এর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে (অন্যের) চিকিৎসা করে, অথচ তার চিকিৎসা জ্ঞান আছে বলে ইতিপূর্বে জানা যায়নি, তাহলে সেই দায়ী হবে।

١٧. بَابُ دَوَاءِ ذَاتِ الْجَنْبِ

অনুচ্ছেদ ঃ ফুসফুস ঝিল্লির প্রদাহের চিকিৎসা

٣٤٦٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِسْحَاقَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَيْمُوْنٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ نَعَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَرْسًا وَقُسْطًا وَزَيْتًا يُلَدُّ بِهِ.

৩৪৬৭ আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদুল ওয়াহহাব (র)..... যায়িদ ইব্‌ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফুসফুস ঝিল্লির প্রদাহে ব্যবস্থা পত্র দিয়েছেন এই, ওয়ারদ পাতা (এক ধরনের পাতা যা থেকে জাফরান তৈরী হয়) চন্দন কাঠও যায়তুল তেল মিশিয়ে প্রলেপ দেয়া।

٣٤٦٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ طَاهِرٍ اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو وبْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِىُّ: ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ وَهْبٍ اَنْبَانَا يُوْنُسَ وابْنُ سَمْعَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ عُتْبَةَ عَنْ اُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ . عَلَيْكُمْ بِالْعُوْدِ الْهِنْدِىْ يَعْنِىْ بِهِ الْكُسْتَ فَاِنَّ فِيْهِ سَبْعَةَ اَشْفِيَةَ : مِنْهَا ذَاتِ الْجَنْبِ" قَالَ ابْنُ سَمْعَانَ فِى الْحَدِيْثِ :-فَاِنَّ فِيْهِ شِفَاءً مِنْ سَبْعَةٍ اَدْوَاءٍ مِنْهَا ذَاتِ الْجَنْبِ :

৩৪৬৮ আবূ তাহির আহমাদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সারহ মিসরী (র)..... উম্মে কয়েস বিনতে মিহসান (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা অবশ্যই হিন্দী চন্দন কাঠ ব্যবহার করবে। কেননা তাতে সাতটি রোগের শিফা রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো ফুসফুস ঝিল্লির প্রদাহ।

ইব্‌ন সাম'আন (র) বর্ণনা বলেছেন ঃ নিশ্চয় সাতটি রোগের শিফা আছে যার একটি হলো ফুসফুস ঝিল্লির প্রদাহ।

١٨. بَابُ الْحُمّٰى

অনুচ্ছেদ ঃ জ্বর প্রসংগে

٣٤٦٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مُوْسٰى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ ذُكِرَتِ الْحُمّٰى عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَبَّهَا رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ تَسُبَّهَا : فَاِنَّهَا تَنْفِى الذُّنُوْبَ ، كَمَا تَنْفِى النَّارُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ-"

৩৪৬৯ আবূ বাকর ইবন আবূ শায়বা (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে জ্বরের আলোচনা উঠলো, জনৈক থেকে জ্বর সম্পর্কে কটূক্তি করলো। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ জ্বর সম্পর্কে কটূক্তি করো না, কেননা তাপ পাপসমূহ বিদূরীত করে, যেমন আগুন লোহার মরচে দূর করে।

٣٤٧٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ يَزِيْدَ: عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِى صَالِحٍ الْاَشْعَرِيِّ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ عَادَ مَرِيْضٍ : وَمَعَهُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ مَنْ وَعْكٍ كَانَ بِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ اَبْشِرْ : فَاِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ هِيَ نَارِىْ اُسَلِّطُهَا عَلَى عَبْدِىَ الْمُؤْمِنِ فِى الدُّنْيَا لِتَكُوْنَ خَطَّهُ مِنَ النَّارِ فِى الْاٰخِرَةِ-"

৩৪৭০ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি আবূ হুরায়রাকে সাথে নিয়ে জ্বরাক্রান্ত এক রোগীকে দেখতে গেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন: সুসংবাদ গ্রহণ কর কেননা আল্লাহ বলেন: এটা আমার আগুন যা আমি দুনিয়াতে আমার মু'মিন বান্দার উপর চাপিয়ে দেই, যাতে আখিরাতে তার প্রাপ্য আগুনের বিনিময়ে হয়ে যায়।

١٩. بَابُ الْحُمّٰى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابْرِدُوْهَا بِالْمَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ জ্বর জাহান্নামের তাপ, সুতরাং তা পানি দিয়ে শীতল কর

٣٤٧١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِى شَيْبَةَ ثنا عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْحُمّٰى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابْرِدُوْهَا بِالْمَاۤءِ-"

৩৪৭১ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন: জ্বর জাহান্নামের তাপ বিশেষ, সুতরাং পানি দিয়ে তা শীতল করো।

٣٤٧٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ شِدَّةَ الْحُمّٰى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابْرِدُوْهَا بِالْمَاءِ-"

৩৪৭২ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)..... ইব্‌ন উমার (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ জ্বরের তীব্রতা জাহান্নামের তাপ বিশেষ, সুতরাং পানি দিয়ে তা ঠাণ্ডা কর।

৩৪৭৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنُ نُمَيْرٍ ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبَايَةَ ابْنِ رِفَاعَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ : قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ الْحُمّٰى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابْرُدُوْهَا بِالْمَآءِ فَدَخَلَ عَلٰى ابْنٍ لِعَمَّارٍ فَقَالَ : اَكْشِفِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ اِلٰهَ النَّاسِ-"

৩৪৭৩ মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র)...... রাফি ইব্ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি: জ্বর হলো জাহান্নামের তাপ বিশেষ। সুতরাং পানি দিয়ে তা ঠান্ডা কর। পরে তিনি আম্মারের এক পুত্রকে দেখার জন্য উপস্থিত হলেন এবং দো'আ করলেন; "হে মানুষের রব! হে মানবের ইলাহ। আপনি ক্ষতি বিদূরিত করুন"।

৩৪৭৪ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّهَا كَانَتْ تُؤْتٰى بِالْمَرْأَةِ الْمَوْعُوْكَةِ فَتَدْعُوْا بِالْمَآءِ فَتَصُبُّهُ فِىْ جَيْبِهَا : وَتَقُوْلُ : اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَبْرِدُوْهَا بِالْمَآءِ : وَقَالَ اَنَّهَا مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ-"

৩৪৭৪ আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়রা (র)..... আসমা বিনতে আবূ বাকর (রা) থেকে বর্ণিত যে, জ্বরাক্রান্ত মহিলাকে তার কাছে আনা হতো, তখন তিনি পানি আনিয়ে তার বুকে ঢালতেন, তারা বলতেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ এটাকে পানি দেয়ে শীতল কর। তিনি আরো বলেছেন ঃ এটা হলো জাহান্নামের তাপ বিশেষ।

৩৪৭৫ حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ يَحْيٰى ابْنُ خَلَفٍ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْحُمّٰى كِيْرٌ مِنْ كِيْرِ جَهَنَّمَ فَنَحُّوْهَا عَنْكُمْ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ-"

৩৪৭৫ আবূ সালামা ইয়াহইয়া ইব্ন খালাফ (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ জ্বর হলো জাহান্নামের হাপর বিশেষ, সুতরাং শীতল পানি দ্বারা সেটাকে তোমরা তোমাদের থেকে দূরে রাখো।

٢٠. بَابُ الْحِجَامَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ রক্তমোক্ষন

৩৪৭৬ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ : ثَنَا اَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ

اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَنْ كَانَ فِىْ شَىْءٍ مِمَّا تَدَاوَوْنَ بِهٖ خَيْرَ فَالْحِجَامَةُ-"

৩৪৭৬ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) সুত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: যে সকল উপায়ে তোমরা চিকিৎসা কর। তার কোনটাতে কল্যাণ থেকে থাকলে তাহলো রক্ত মোক্ষন।

৩৪৭৭ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ الْجُهْضَمِىُّ ثَنَا زِيَادُ ابْنُ الرَّبِيْعِ ثَنَا عَبَادُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَامَرَرْتُ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِىْ بِمَلاً مِنَ الْمَلاَئِكَةِ اِلاَّ كُلُّهُمْ يَقُوْلُ لِىْ عَلَيْكَ يَامُحَمَّدُ بِالْحِجَامَةُ-"

৩৪৭৭ নাসর ইব্‌ন আলী জাহযামী (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: মিরাজের রাতে আমি ফিরিশতাদের যে দলটির পাশ দিয়েই অতিক্রম করেছি, তাদের সবাই আমাকে বলেছেন: হে মুহাম্মাদ! অবশ্যই আপনি রক্তমোক্ষণ চিকিৎসা গ্রহণ করবেন।

৩৪৭৮ حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ بَكْرِ بْنُ خَلَفٍ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى ثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نِعْمَ الْعَبْدُ الْحَجَّامُ يَذْهَبُ بِالدَّمِ وَيُخَفِّفُ الصُّلْبِ وَيَجْلُوا الْبَصَرَ-"

৩৪৭৮ আবূ বিশর বাক্‌র ইব্‌ন খালাফ (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ উত্তম বান্দা হলো রক্তমোক্ষনকারী, সে রক্ত বের করে আনে পিঠকে হাল্‌কা করে এবং দৃষ্টিকে প্রখর করে।

৩৪৭৯ حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا كَثِيْرُ بْنُ سُلَيْمٍ سَمِعْتُ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامَرَرْتُ لَيْلَةَ اَسْرِىَ بِىْ بِمَلاَءٍ اِلاَّ قَالُوْا يَا مُحَمَّدُ مُرْ اُمَّتَكَ بِالْحِجَامَةِ-"

৩৪৭৯ জুবারাহ ইব্‌ন মুগাল্লিস (র).....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মিরাজের রাতে আমি ফিরিশ্‌তাদের যে দলের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছি, তারাই আমাকে বলেছে হে মুহাম্মাদ! আপনি আপনার উম্মাতকে রক্ত মোক্ষনের নির্দেশ দিন।

৩৪৮০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِىِّ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ اُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِىُّ ﷺ اسْتَاْذَنَتْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْحِجَامَةِ" فَاَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ اَبَا طَيْبَةَ اَنْ يَحْجُمَهَا-"

وَقَالَ : حَسِبْتُ اَنَّهُ كَانَ اَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ : اَوْ غُلاَمًا لَّمْ يَحْتَلِمْ"

৩৪৮০ মুহাম্মাদ ইব্‌ন রুমহ মিসরী (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -এর সহধর্মীনি উম্মে সালামাহ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে রক্ত মোক্ষনের অনুমতি প্রার্থনা করলেন, তখন নবী ﷺ আবূ তায়বাকে তার রক্তমোক্ষন করার নির্দেশ দিলেন। রাবী বলেন: আমার মনে হয়, আবূ তায়বা তার দুধ ভাই ছিলেন, কিংবা অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক ছিলেন।

٢١. بَابُ مَوْضِعِ الْحِجَامَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ রক্তমোক্ষন স্থান

٣٤٨١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ حَدَّثَنِيْ عَلْقَمَةُ بْنُ اَبِيْ عَلْقَمَةَ قَالَ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ الاَعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ بُحَيْنَةَ يَقُوْلُ : احْتَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِلَحْىِ جَمَلٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ : وَسَطَ رَأْسِهِ-"

৩৪৮১ আবূ বাকর ইব্‌ন আবু শায়বা (র)..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন বুহায়না (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'লাহী জামান' অঞ্চলে ইহ্‌রাম অবস্থায় মাথায় মাঝখানে রক্ত মোক্ষন করিয়াছেন।

٣٤٨٢ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعْدِ الْاِسْكَافِ عَنِ الْاَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَزَلَ الْجِبْرِيْلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِحِجَامَةِ الْاَخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ-"

৩৪৮২ সুয়াইদ ইব্‌ন সাঈদ (র)..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন জিব্‌রাঈল (আ) ঘাড়ের দুই রগ এবং কাঁধে রক্তমোক্ষন করানো (পরামর্শ নিয়ে) নবী ﷺ -এর খিদমতে নাযিল হলেন।

٣٤٨٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ اَبِي الْخَصِيْبِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ جُرَيْرِ بْنُ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ فِي الْاَخْدَعَيْنِ وَعَلَى الْكَاهِلِ-"

৩৪৮৩ আলী ইব্‌ন আবূ কাসীব (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, যে নবী ﷺ ঘাড়ের দুই রগে এবং কাঁধে রক্তমোক্ষন করিয়েছেন।

٣٤٨٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ كَبْشَةَ الْاَنْمَارِيِّ اَنَّهُ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَحْتَجِمُ عَلَى هَامَتِهِ وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ وَيَقُوْلُ مَنْ اَهْرَاقَ مِنْهُ هٰذِهِ الدِّمَاءَ : فَلاَ يَضُرُّهُ اَنْ لاَ يَتَدَاوٰى بِشَيْءٍ لِشَيْءٍ-"

৩৪৮৪ মুহাম্মাদ ইবন মুসাফ্ফা হিমসী (র)..... আবূ কাবাশাহ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মাথার মাঝখানে এবং দুই কাঁধের মাজে রক্তমোক্ষন করাতেন এবং বলতেন যে, তার শরীরের এ অংশ থেকে রক্তমোক্ষন করাবে, তার কোন রোগের কোন চিকিৎসা না করার ক্ষতি হবে না।

٣٤٨٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيْفٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى سُفْيَانُ : عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيِّ ﷺ سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ عَلَى جِذْعٍ فَانْفَكَّتْ قَدَمُهُ"-

قَالَ وَكِيْعٌ : يَعْنِى اَنَّ النَّبِيِّ ﷺ احْتَجَمَ عَلَيْهَا مِنْ وَثْءٍ :-"

৩৪৮৫ মুহাম্মাদ ইব্ন তারীফ (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ তাঁর ঘোড়া থেকে একটি খেঁজুর কান্ডের উপর পড়ে গেলেন, ফলে তাঁর পা মচকে গেলো। রাবী ওয়াকী (র) বলেন অর্থাৎ ব্যাথার কারণে মচকানো জায়গায় তিনি রক্তমোক্ষন করালেন।

٢٢. بَابُ فِى اَىِّ الْاَيَّامِ يَحْتَجِمُ

অনুচ্ছেদ ঃ কোন কোন দিন রক্ত মোক্ষন করা যাবে

٣٤٨٦ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنُ مَيْسَرَةَ عَنِ النَّحَّاسِ بْنِ قَهْمٍ : عَنْ اَنَسِ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَرَادَ الْحِجَامَةَ فَلْيَتَحَرَّ سَبْعَةَ عَشَرَ اَوْ اِحْدَى وَعِشْرِيْنَ وَلاَ يَتَبَيَّغْ بِاَحَدِكُمُ الدَّمُ فَيَقْتُلُهُ"-

৩৪৮৬ সুওয়াইদ ইব্ন সাঈদ (র)......আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে রক্তমোক্ষন করাতে চায়, সে যেন সতের উনিশ বা একুশ তারিখকে বেছে নেয়। তোমাদের কারো রক্তচাপ যেন না তাকে (অর্থাৎ তখন যেন রক্তমোক্ষণ না করানো হয়) তাহলে তা তার জীবন নাশ করতে পারে।

٣٤٨٧ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ اَبِى جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : قَالَ يَانَافِعُ! قَدْ تَبَيَّغَ بِىْ الدَّمُ فَالْتَمِسْ فِىْ حِجَامًا : وَاجْعَلْهُ رَفِيْقًا اِنِ اسْتَطَعْتُ وَلاَ تَجْعَلْهُ شَيْخًا كَبِيْرًا وَلاَ صَبِيًا صَغِيْرًا : فَاِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْحِجَامَةَ عَلَى الرِّيْقِ اَمْثَلُ : وَفِيْهِ شِفَاءٌ وَبَرَكَةٌ وَتَزِيْدُ فِى الْعَقْلِ وَفِى الْحِفْظِ : فَاحْتَجِمُوْا عَلَى بَرَكَةِ اللّٰهِ يَوْمَ الْخَمِيْسِ وَاجْتَنِبُوْا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الْاَرْبِعَاءِ وَالْجُمُعَةِ وَالسَّبْتِ وَيَوْمْ

الْاَحَدِ تَحَرِّيًا وَاجْتَمَحُوْا يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالثُّلَاثَاءِ ! فَانَّهُ اَلْيَوْمُ الَّذِىْ عَافِى اللّٰهُ فِيْهِ اَيُّوْبَ مِنَ الْبَلَاءِ وَضَرَبَه بِالْبَلَاءِ يَوْمَ الْاَرْبَعَاءِ فَانَّه لَا يَبْدُوْ جُذَامٌ وَلَا بَرَصٌ : اِلَّا يَوْمَ الْاَرْبَعَاءِ اَوْلَيْلَةَ الْاَرْبِعَاءِ-"

৩৪৮৭ সুওয়াইদ ইব্‌ন সাঈদ (র)..... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বললেন: হে নাফি! আমার রক্তে উচ্ছাস দেখা দিয়ে দিয়েছে (রক্ত চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে) সুতরাং আমার জন্য একজন রক্তমোক্ষনকারী খুঁজে আন, পারো যদি এমন কাউকে আনবে, যে আমার জন্য সদাশয় হবে। বয়স্ক বা অল্প বয়স্ক এনো না। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি: বাসিমুখে রক্তমোক্ষণ করানো উত্তম, কেননা তাতে শিফাও বরকত রয়েছে এবং তা জ্ঞান ও স্মৃতি বৃদ্ধি করে। সুতরাং আল্লাহর বরকত লাভের আশায় তোমরা বৃহস্পতিবার রক্তমোক্ষন করাও এবং এ ব্যাপারে বুধ, শুক্র, শনি ও রবিবার বেছে নেওয়া থেকে বিরত থাক। সোম ও মঙ্গলবারে রক্তমোনণ করাও, কেননা তা সেই দিন, যেদিন আল্লাহ আইউব (আ)-কে শিফা দান করেন। আর বুধবার তাঁকে রোগাক্রান্ত করেন। আর কুষ্ঠ ও শ্বেত রোগ বুধবারের দিনে কিংবা রাতেই শুরু হয়।

٣٤٨٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِىُّ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ثَنَا عَبْدُاللّٰهِ بْنُ عِصْمَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ نَافِعٍ : قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ يَانَافِعُ تَبَيَّغَ فِى الدَّمُ فَأْتِنِىْ بِحَجَّامٍ وَاجْعَلَهُ شَابًا وَلَاتَجْعَلْهُ شَيْخًا وَلَا صَبِيًّا-"

قَالَ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْحَجَامَةُ عَلَى الرِّيْقِ اَمْثَلُ وَهِىَ تَزِيْدُ فِى الْعَقْلِ وَتَزِيْدُفِىْ الْحِفْظِ تَزِيْدُ الْحَافِظِ حِفْظًا : فَمَنْ كَانَ مُحْتَجِمًا : فَيَوْمَ الْخَمِيْسِ عَلَى اسْمِ اللّٰهِ وَاجْتَنِبُوْا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْاَحَدِ وَاحْتَجِمُوْا يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالثُّلَاثَاءِ وَاجْتَنِبُوْا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الْاَرْبِعَاءِ : فَانَّهُ الْيَوْمُ الَّذِىْ اُصِيْبُ فِيْهِ اَيُّوْبَ بِالْبَلَاءِ وَمَا يَبْدُوْ جُذَامٌ وَلَا بَرَصُ اِلَّا فِىْ يَوْمِ الْاَرْبِعَاءِ اَوْلَيْلَةَ الْاَرْبِعَاءِ-"

৩৪৮৮ মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসাফ্‌ফা হিমসী (র)..... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বললেন হে নাফি'। আমার রক্ত চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে, সুতরাং আমার জন্য একজন রক্তমোক্ষনকারী আন। যুবক দেখে আনবে, আর সে যেন বৃদ্ধ কিংবা অল্প বয়স্কা না হয়। রাবী বলেন, ইব্‌ন উমার (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি: বাসি মুখে রক্তমোক্ষন করা উত্তম, আর তা জ্ঞান বৃদ্ধি করে, স্মৃতি বৃদ্ধি করে এবং

হাফিযের হিফ্য শক্তি বৃদ্ধি করে। সুতরাং যে রক্তমোক্ষন করাবে সে আল্লাহর নামে বৃহস্পতিবারে তা করাবে। শুক্র, শনিও রোববারে তোমরা রক্তমোক্ষন পরিহার করাবে। বুধবারে তা পরিহার করবে। কেননা সে এমন দিন যে দিনি আইউব (আ)-কে রোগাক্রান্ত করা হয়। আর কুষ্ঠরোগ কিংবা শ্বেত রোগ কেবল বুধবার দিনে বা রাতে শুরু হয়।

٢٣. بَابُ الْكَيِّ

অনুচ্ছেদ ঃ লৌহ দ্বারা দগ্ধকরণ

٣٤٨٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَقَّارِ بْنِ مُغِيْرَةٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنِ اكْتَوَى اَوِ اسْتَرْقَى : فَقَدْ بَرِئَ مِنَ التَّوَكُّلِ-"

৩৪৮৯ আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)....... মুগীরা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ যে তপ্ত লোহার দাগ গ্রহণ করে কিংবা ঝাঁড় ফুকগ্রহণ করে, সে তাওয়াক্কুল থেকে দূরে সরে পড়ে।

٣٤٩٠ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا هَشِيْمٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ وَيُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ : قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْكَيِّ فَاكْتَوَيْتُ فَمَا اَفْلَحْتُ وَلَا اَنْجَحْتُ-"

৩৪৯০ আম্র ইব্ন রাফি'(র)...... ইমরান ইব্ন হোসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তপ্ত লোহার দাগ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু আমি তা গ্রহণ করেছিলাম; এত আমার কোন উপকার তা হলো না এবং আমি সুস্থ হলাম না।

٣٤٩١ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ ثَنَا سَالِمُ الْاَفْطَسُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : الشِّفَاءُ فِى ثَلَاثٍ شَرْبَةِ عَسَلٍ وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ " وَكَيَّةٍ بِنَارٍ وَاَنْهٰى اُمَّتِى عَنِ الْكَيِّ " رَفَعَهُ-

৩৪৯১ আহমাদ ইব্ন মানী (র)..... আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, শিফা তিন জিনিসে নিহিত: মধুপানে, রক্তমোক্ষনে এবং আগুনের দাগ গ্রহণে। তবে আমার উম্মাতকে আমি দাগ গ্রহণ থেকে বারণ করছি। ইব্ন আব্বাস (রা) নবী ﷺ থেকে তা বর্ণনা করেছেন।

٢٤. بَابُ مَنْ اَكْتَوٰى

অনুচ্ছেদ ঃ দাগ গ্রহণ করা

٣٤٩٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرُ ثَنَا شُعْبَةُ : وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدِ الدَّارِمِىّ : ثَنَا النَّضْرُ ابْنُ شُمَيْلٍ ثَنَا شُعْبَةُ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَعْدُ بْنُ زُرَارَةَ الْاَنْصَارِىّ (سَمَّهُ عَمِّى يَحْيٰى وَمَا اَدْرَكْتُ رَجُلاً مِنَّا بِهِ شَبِيْهًا) يُحَدِّثُ النَّاسَ اَنَّ سَعْدَ بْنَ زُرَارَةَ : وَهُوَ جَدُّ مُحَمَّدٍ مِنْ قِبَلِ اُمِّهُ : اَنَّهُ اَخَذَهُ وَجْعٌ فِىْ حَلْقِهِ : يُقَالَهُ الذُّبْحَةُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لأُبْلِغَنَّ اَوْلاَبْلِيْنَ فِىْ اَبِىْ اُمَامَةَ عُذْرًا فَكَوَاهُ بِيَدِهِ فَمَاتَ : فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَيْتَةَ سُوْءٍ لِلْيَهُوْدِ يَقُوْلُوْنَ اَفَلاَ دَفَعَ عَنْ صَاحِبِهُ ! وَمَا اَمْلِكُ لَهُ وَلاَ لِنَفْسِىْ شَيْئًا–"

৩৪৯২ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার ও আহমাদ ইব্‌ন সাঈদ দারেমী (র)..... সা'দ ইব্‌ন জুরারা আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার তার গলায় বিশেষ ধরনের ব্যথা শুরু হলো, যাকে জুরহা বলা হয়। তখন নবী ﷺ বললেন: আবূ উসামার চিকিৎসার ব্যাপারে আমি যথা সাধ্য চেষ্টা কবর। অতঃপর নিজহাতে তিনি তাকে তপ্ত লোহার দাগ দিলেন। পরে সে মারা গেল। তখন নবী ﷺ বললেন: ইয়াহুদীদের জন্য এটা খারাপ মৃত্যু। তারা বলবে কই, আপন সাথীর মৃত্যু ঠেকাতে পারলো না? অথচ আমি তার এবং আমার এ ব্যাপারে কোন ক্ষমতা রাখি না।

٣٤٩٣ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا عُبَيْدُ الطَّنَافِسِىّ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانُ عَنْ جَابِرٍ : قَالَ مَرِضَ اُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ مَرَضًا فَارْسَلَ اِلَيْهِ النَّبِىّ ﷺ اَكْحَلِهِ–"

৩৪৯৩ আম্‌র ইব্‌ন রাফি (র)....... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) বেশ অসুস্থ হলেন, তখন নবী ﷺ তার কাছে চিকিৎসক পাঠালেন, সে তার (হাতের) রগের উপর তপ্ত লোহার দাগ দিল।

٣٤٩٤ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ اَبِى الْخَصِيْبِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَوٰى سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فِىْ اَكْحَلِهِ مَرَّتَيْنِ–"

৩৪৯৪ আলী ইব্‌ন আবূ খাসীব (র)....জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সা'দ ইব্‌ন মু'আযকে তার (হাতের) রগের উপর দু'বার তপ্ত লোহার দাগ দিয়ে ছিলেন।

٢٥. بَابُ الْكُحْلِ بِالإِثْمِدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইসমাদ পাহাড়ের সুরমা

٣٤٩٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ يَحْيٰى ابْنُ خَلَفٍ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ حَدَّثَنِىْ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ : قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالْاَثْمِدِ فَاِنَّهُ يَجْلُوا الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ-"

৩৪৯৫ আবূ সালামাহ ইয়াহইয়া ইব্‌ন খালাফ (র)...... আবদুল্লাহ (ইব্‌ন উমার) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তোমরা অবশ্য ইসমাদ সুরমা ব্যবহার করবে। কেননা তা দৃষ্টিকে প্রখর করে এবং চুল গজাতে সাহায্য করে।

٣٤٩٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ ! قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ عَلَيْكُمْ بِالْاَثْمِدِ عِنْدَ النَّوْمِ فَاِنَّهُ يَجْلُوا الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ-"

৩৪৯৬ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমরা ঘুমানোর সময় অবশ্যই ইসমাদ সুরমা ব্যবহার করবে। কেননা তা দৃষ্টিকে প্রখর করে এবং চুল গজাতে সাহায্য করে।

٣٤٩٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيٰى بْنُ اٰدَمَ عَنْ سُفْيَانَ : عَنْ اَبِىْ خُثَيْمٍ : عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ اَكْحَالِكُمُ الْاَثْمِدِ يَجْلُوْا الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ-"

৩৪৯৭ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের জন্য উত্তম সুরমা হচ্ছে ইসমাদ, তা দৃষ্টিকে প্রখর করে এবং চুল গজাতে সাহায্য করে।

٢٦. بَابُ مَنِ اكْتَحَلَ وِتْرًا

অনুচ্ছেদ ঃ বিজোড় সংখ্যায় সুরমা ব্যবহার

٣٤٩٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ عُمَرَ : ثَنَا عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ ثَوْرِ بْنُ يَزِيْدٍ عَنْ حُصَيْنٍ الْحُمَيْرِيِّ عَنْ اَبِىْ سَعْدِ الْخَيْرِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوْتِرُ : مَنْ فَعَلَ فَقَدْ اَحْسَنَ وَمُنْ لاَ فَلاَحَرَجَ-"

৩৪৯৮ আবদুর রহমান ইব্‌ন উমার (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে সুরমা লাগাবে, সে যেন বিজোড় সংখ্যায় লাগায়। এটা যে করলো, সে ভালো কাজ করলো আর যে করলো না, তার কোন দোষ হবে না।

٣٤٩٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنُ عَنْ عَبَادُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ لِلنَّبِىِّ ﷺ مُكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا ثَلاَثًا فِىْ كُلِّ عَيْنٍ-"

৩৪৯৯ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী ﷺ -এর একটি সুরমা দানি ছিলো, তা থেকে তিনি প্রতি চোখে তিনবার সুরমা লাগাতেন।

٢٧. بَابُ النَّهْىِ اَنْ يَتَدَاوَى بِالْخَمْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ মদকে ঔষধ রূপে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ

٣٥٠٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ اَنْبَانَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنُ وَائِلُ الْحَضْرَمِىِّ : قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ بِاَرْضِنَا اَعْنَابًا نَعْتَصِرُهَا فَنَشْرَبُ مِنْهَا ؟ قَالَ لاَ فَرَاجَعْتُهُ قُلْتُ : اِنَّا نَسْتَشْفِىْ بِهِ لِلْمَرِيْضِ : قَالَ اِنَّ ذَالِكَ لَيْسَ بِشِفَاءٍ : وَلٰكِنَّهُ دَاءٌ-"

৩৫০০ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... আলকামা ইব্‌ন ওয়াইল হাযরামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের এলাকায় আঙ্গুর হয়, যা আমরা নিংড়াই, আমরা কি তা থেকে পান করব ? তিনি বললেন: না, (তা করোনা।) আমি পুনরায় বললাম: আমরা রোগীর শিফার জন্য তা গ্রহণ করি। তিনি বললেন: তা শিফা নয়, বরং রোগ।

٢٨. بَابُ الْاِسْتِشْفَاءِ بِالْقُرْاٰنِ

অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন দ্বারা শিফা গ্রহণ

٣٥٠١ **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْكِنْدِيُّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ ثَنَا سَعَادُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ! خَيْرُ الدَّوَاءِ الْقُرْاٰنُ-"

৩৫০১ মুহাম্মাদ ইব্‌ন উবায়হ ইব্‌ন আবদুর রহমান কিন্দী (র)..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: উত্তম দাওয়া হলো কুরআন।

٢٩. بَابُ الْحِنَّاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ মেহেদী

٣٥٠٢ **حَدَّثَنَا** اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَّابِ ثَنَا فَائِدٌ مَوْلٰى عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ رَافِعٍ حَدَّثَنِيْ مَوْلٰى عُبَيْدِ اللّٰهِ حَدَّثَتْنِيْ سَلْمٰى اُمُّ رَافِعٍ مَوْلاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ : كَانَ لاَ يُصِيْبُ النَّبِيَّ ﷺ قَوْحَةٌ وَلاَ شَوْكَةٌ اِلاَّ وَضَعَ عَلَيْهِ الْحِنَّاءَ-"

৩৫০২ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)....... রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আযাদকৃত দাসী সালমা উম্মে রাফে' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর যখনই কোন জখম হতো বা কাঁটা বিঁধতো, তিনি তখনই তাতে মেহেদী লাগাতেন।

٣٠. بَابُ اَبْوَالِ الْاِبِلِ

অনুচ্ছেদ ঃ উটের পেশাব

٣٥٠٣ **حَدَّثَنَا** نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ثَنَا حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ اِنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةٍ قَدِمُوْا عَلٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاجْتَرَوُا الْمَدِيْنَةَ فَقَالَ ﷺ لَوْ خَرَجْتُمْ اِلٰى ذَرْدٍ لَنَا فَشَرِبْتُمْ مِنْ اَلْبَانِهَا وَاَبْوَالِهَا : فَفَعَلُوْا-"

৩৫০৩ নাসর ইব্‌ন আলী জাহযামী (র)....... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, উরায়নাহ গোত্রের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আসে এবং মদীনার আবহাওয়া তাদের প্রতিকূল হয়। তখন নবী ﷺ বললেন: যদি তোমরা আমাদের এক পাল উটের কাছে চলে যেতে এবং সে গুলোর দুধ ও পেশাব পান করতে (তাহলে ভাল হতে) তখন তারা তাই করলো।

٣١. بَابُ يَقَعُ الذُّبَابُ فِى الْإِنَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ পাত্রে মাছি পড়লে

٣٥٠٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَعِيْدٍ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ، فِىْ اَحَدِ جَنَاحِىِ الذُّبَابِ سُمٌّ وَفِى الْاُخْرِ شِفَاءٌ : فَاِذَا وَقَعَ فِى الطَّعَامِ فَامْقُلُوْهُ فِيْهِ : فَانَّهُ يُقَدِّمُ السُّمَّ وَيُؤَخِّرُ الشِّفَاءُ -"

৩৫০৪ আবূ বাকর ইব্‌ন শায়বা (র)..... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মাছির দু'টি ডানার একটিতে বিষ আর অন্যটিতে শিফা আছে। তাই খাবারে যখন মাছি পড়ে তখন সেটাকে তাতে ডুবিয়ে দেও। কেননা তা বিষাক্ত ডানা আগে এবং শিফার ডানা পরে লাগায়।

٣٥٠٥ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدُ بْنُ حُنَيْنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : اِذَا وَقَعَ الذُّبَابِ فِىْ شَرَابِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ فِيْهِ : ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ : فَاِنَّ فِىْ اَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِى الْاُخْرَةِ شِفَاءً-"

৩৫০৫ সুওয়াইদ ইব্‌ন সাঈদ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: তোমাদের পানীতে মাছি পড়লে সেটাকে তাতে ডুবিয়ে দিবে, তারপর ফেলে দিবে। কেননা তার একটি ডানায় রোগ এবং অন্যটিতে শিফা রয়েছে।

٣٢. بَابُ الْعَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ বদনযর

٣٥٠٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنُ نُمَيْرٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ بْنِ هِشَامٍ ثَنَا عَمَّارِ بْنُ زُرَيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنُ عِيْسٰى عَنْ اُمَيَّةَ بْنِ هِنْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ "اَلْعَيْنُ حَقٌّ-"

৩৫০৬ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ নুমায়র (র)..... আমির ইব্‌ন রাবী'আহ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ বদনযর হক বা বাস্তব সত্য।

৩৫০৭ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ مُضَارِبِ بْنِ حَزْنٍ : عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ "الْعَيْنُ حَقٌّ-"

৩৫০৭ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ বদনযর হক বা বাস্তব সত্য।

৩৫০৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا اَبُوْ هِشَامِ الْمَخْزُوْمِىِّ ثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ اَبِى وَاقِدٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بْنَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِسْتَعِيْذُوْا بِاللّٰهِ-"

৩৫০৮ মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তোমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও কেননা বদনযর হক বা বাস্তব।

৩৫০৯ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِى اُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنُ حُنَيْفٍ قَالَ مَرَّ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ بِسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَهُوَ يَغْتَسِلُ : فَقَالَ لَمْ أَرَكَالْيَوْمِ : وَلاَ جِلْدَ مُخَبَّاةٍ فَمَا لَبِثَ اَنْ لُبِطَ بِهٖ فَأُتِىَ بِهِ النَّبِىِّ ﷺ فَقِيْلَ لَهُ اَدْرِكْ سَهْلاَ صَرِيْعًا : قَالَ مَنْ تَتَّهِمُوْنَ بِهٖ. قَالُوْا عَامِرَ بْنَ رَبِيْعَةَ : قَالَ عَلاَمَ يَقْتُلُ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ ؟ اِذَا رَاى اَحَدُكُمْ مِنْ اَخِيْهِ مَا يُعْجِبُهُ : فَلْيَدْعُ لَهُ بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَاَمَرَ عَامِرًا اَنْ يَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَرُكْبَتَيْهِ وَدَاخِلَةَ اِزَارِهٖ وَاَمَرَهُ اَنْ يَصُبَّ عَلَيْهِ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ وَاَمَرَهُ اَنَّ يَكْفَأَ الْاِنَاءِ مِنْ خَلْفِهِ-

৩৫০৯ হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র)..... আবূ উসামা ইব্‌ন সাহল ইব্‌ন হুনায়েফ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমির ইব্‌ন রাবী'আহ (র) একদা সাহল ইব্‌ন হুনায়ফের (রা) পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন ঃ এ সময় তিনি গোসল করছিলেন। আমির বললেন ঃ আমি কোন (পুরুষের এমন) সুন্দর ত্বক, এমনকি কোন কুমারী এমন সুন্দর ত্বক দেখিনি, যেমন আজ দেখলাম। অতঃপর মুহূর্তে না যেতেই সহল বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন। তখন তাকে নবী ﷺ -এর কাছে আনা হলো এবং তাঁকে বলা হলো ঃ মরণোন্মুখ সাহলকে রক্ষা করুন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমরা এ ব্যাপারে কাকে সন্দেহ করো? তারা বললো ঃ আমির ইব্‌ন রাবী'আকে। তিনি বললেন ঃ তোমাদের কেউ তার ভাইকে (বদন যর লাগিয়ে) কেন হত্যা করতে চায়? তোমাদের কেউ

যদি তার ভাইয়ের প্রশংসনীয় কিছু দেখে, তাহলে তার উচিত বরকতের জন্য দু'আ করা। অতঃপর তিনি পানি আনার জন্য বললেন এবং আমিরকে অযূ করতে নির্দেশ দিলেন। তখন তিনি চেহারা, কনুই পর্যন্ত দু'হাত এবং দু'টাখ্নু ধুলেন এবং লজ্জাস্থানও ধুলেন। অতঃপর তাকে সাহলের উপর তা ঢেলে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। সুফিয়ান বলেন, মা'মার যুহরীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ আমিরকে নির্দেশ দিলেন, সাহলের পিছন দিক থেকে বর্তনটি উপুড় করে ঢেলে দিবে।

٣٣. بَابُ مَنِ اسْتَرْقَى مِنَ الْعَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ বদনযর সংক্রান্ত ঝাড়ফুঁক

٣٥١٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ عُرْوَةَ : عَنْ عَامِرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنُ رِفَاعَةَ الزُّرَقِىُّ : قَالَ قَالَتْ : اَسْمَاءِ يَارَسُوْلُ اللّٰهِ ! اِنَّ بَنِى جَعْفَرٍ تَعِيْبُهُمُ الْعَيْنُ فَاسْتَرْقَى لَهُمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ : فَلَوْلاَ كَانَ شَىْءٍ سَابِقُ الْقَدْرِ سَبَقَتْهُ الْعَيْنَ-"

৩৫১০ আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (রা)..... উবাইদ ইব্ন রিফা যুরাকী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আসমা (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! জা'ফরের সন্তানদের বদনযর লেগেছে আপনি তাদের ঝাড়ফুঁক করে দিন। তিনি বললেন ঃ আচ্ছা। (পরে বললেন ঃ) কোন কিছ যদি তাকদীরকে অতিক্রম করতে পারতো, তাকে অতিক্রম করতে পারতো বদ-নযর।

٣٥١١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبَّادٍ عَنِ الْجُرَيْرِىْ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَيْنِ الْجَانِّ : ثُمَّ اَعْيُنِ الاِنْسِ فَلَمَّا نَزَلَ الْمُعَوِّذَتَانِ اَخَذَهُمَا وَتَرَكَ مَا سَوَى ذَالِكَ-"

৩৫১১ আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)....... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে জ্বিনের বদ-নযর ওপরে মানুষের বদ-নযর থেকে (আল্লাহর) আশ্রয় চাইতেন। অতঃপর যখন مُعَوَّذَانِ সূরাদ্বয় (সূরা ফালাক ও নাস) নাযিল হলো, তখন তিনি এ দু'টো গ্রহণ করলেন এবং অন্য সব ছেড়ে দিলেন।

٣٥١٢ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ اَبِى الْحَصِيْبِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانُ وَمَسْعَرٍ عَنْ مَعْبَدِ ابْنِ خَالِدُ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ : ثَنَا اِسْحَاقُ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ عَائِشَةَ : اَنَّ النَّبِىِّ ﷺ اَمَرَهَا اَنْ يَسْتَرْقِى مِنَ الْعَيْنِ-"

৩৫১২ আলী ইব্‌ন আবূ খাসীব (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁকে বদ-নযর থেকে ঝাড়ফুঁক করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

٣٤. بَابُ مَا رُخِّصَ فِيْهِ مِنَ الرُّقَى

অনুচ্ছেদ ঃ যে সব ঝাড়ফুঁক সম্পর্কে অনুমতি রয়েছে

٣٥١٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ نُمَيْرٍ ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِىْ جَعْفَرٍ الرَّازِىِّ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَرُقْيَةَ اِلاَّ مِنْ عَيْنٍ اَوْحُمَةٍ ،

৩৫১৩ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমায়র (র)...... বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ বদ নযর এবং বিষাক্ত প্রাণীর দংশন ছাড়া অন্য কিছুতে ঝাড়ফুঁক দিবে না।

٣٥١٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارَةٍ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ اَنَّ خَالِدَةً بِنْتِ اَنَسَ اُمِّ بَنِىْ حَزْمَ السَّاعِدِيَّةِ جَاءَتْ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَفَرَضَتْ عَلَيْهِ وَالرُّقَى فَاَمَرَهَا بِهَا-"

৩৫১৪ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (রা)..... খালিদাহ বিনতে আনাম উম্মে বনূ হাযম সাঈদিয়াহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ-এর নিকট আসেন এবং ঝাড়ফুঁক করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তখন তিনি তাকে তার অনুমতি দেন।

٣٥١٥ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ اَبِى الْخَصِيْبُ فَنَا يَحْيٰى بْنُ عِيْسٰى عَنِ الاَعْمَشِ : عَنْ اَبِىْ سُفْيَانُ : عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كَانَ اَهْلُ بَيْتِ مِنَ الْاَنْصَارِ : يُقَالُ لَهُمْ اٰلُ عَمْرُو ابْنُ حَزْمٍ يَرْقُوْنَ مِنَ الْحُمَةِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ نَهٰى عَنِ الرُّقٰى : فَاَتَوْهُ فَقَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ قَدْ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقٰى : وَاِنَّا تُرْقِى مِنَ الْحُمَةَ : فَقَالَ لَهُمْ اَعْرِضُوْا عَلَىَّ فَعَرَضُوْهَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهَذِهِ هَذِهِ مَرَاقِيْقُ-"

৩৫১৫ আলী ইব্‌ন আবূ খাসীব (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমর ইব্‌ন হাযম নামে পরিচিতি, এক আনসারী পরিবার বিষাক্ত প্রাণীর দংশনে ঝাড়ফুঁক করতো। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ ঝাড়ফুঁক থেকে নিষেধ করতেন। তখন তারা তাঁর নিকট আসে এবং বলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো ঝাড়ফুঁক করতে নিষেধ করেছেন, অথচ আমরা তো বিষাক্ত প্রাণীর দংশনে ঝাড়ফুঁক করি। তখন তিনি তাদের বললেন ঃ সেগুলো আমার সামনে পেশ করো। তারা তা তাঁর নিকট পেশ করলো। তিনি বললেন ঃ এগুলোতে কোন ক্ষতি নেই, এগুলো নির্ভরযোগ্য।

٣٥١٦ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ : ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحرث عَنْ اَنَسٍ : اَنَّ النَّبِيِّ ﷺ رَخَّصَ فِى الرُّقْيَةِ مِنَ الْحُمَةِ وَالْعَيْنِ وَالنَّمْلَةِ-"

৩৫১৬ আবদাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র)....... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বিষাক্ত প্রাণীর দংশন, বদ-নযর ও পিঁপড়ার কামড়ে ঝাড়ফুঁক করার অনুমতি দিয়েছেন।

٣٥. بَابُ رُقْيَةِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ

অনুচ্ছেদ ঃ সাপ ও বিচ্ছুর দংশনে ঝাড়ফুঁক

٣٥١٧ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَهَنَّادُبْنُ السَّرِيِّ : قَالاَ ثَنَا اَبُوْالْاَحْوَصِ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتْ : رَخَّصَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الرُّقْيَةِ مِنَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ-"

৩৫১৭ উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ও হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাপ ও বিচ্ছুর দংশনে ঝাড়ফুঁক করার অনুমতি দিয়েছেন।

٣٥١٨ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ بَهْرَامَ ثَنَا عُبَيْدِ اللّٰهِ الْاَشْجَعِىُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلٍ بْنُ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَدَغَتْ عَقْرَبٌ رَجُلاً فَلَمْ يَنَمْ لَيْلَتَهُ فَقِيْلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اِنَّ فُلاَنًا لَدَغَتْهُ عَقْرَبُ فَلَمْ يَلَمْ لَيْلَتَهُ فَقَالَ اَمَا اِنَّهُ لَوْ قَالَ حِيْنَ اَمْسَى : اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَاتِ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ مَا ضَرَّهُ لَدْغُ عَقْرَبٍ حَتَّى يُصْبِحَ-"

৩৫১৮ ইসমাঈল ইব্‌ন বাহরাম (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একটি বিচ্ছু জনৈক ব্যক্তিকে দংশন করলে সে রাতে সে ঘুমাতে পারলো না। তখন নবী ﷺ -কে বলা হলো যে অমুক ব্যক্তিকে বিচ্ছু দংশন করার কারণে সে রাতে ঘুমাতে পারেনি। তখন তিনি বললেন ঃ সন্ধ্যার সময় যদি সে এদু'আ পড়তো ঃ « اعوذ بكلمات الله التامات من شرما خلق » তাহলে সকাল পর্যন্ত বিচ্ছুর দংশনে তার কোন ক্ষতি হতো না।

٣٥١٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيْمٍ حَدَّثَنِى اَبُوْ بَكْرِ ابْنُ حَزْمٍ : عَنْ عَمْرِو بْنُ حَزْمٍ قَالاعَرَضْتُ النَّهْشَةَ مِنَ الْحَيَّةِ عَلَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَامَرَبِهَا-"

৩৫১৯ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (রা)...... আমর ইব্‌ন হাযম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে আমি সর্প দংশনের ঝাড়ফুঁকের দু'আ পেশ করলাম, তখন তিনি আমাকে এ কাজের অনুমতি দিলেন।

٣٦. بَابُ مَا عُوِّذَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَمَا عُوِّذَ بِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর ঝাড়ফুঁকের বিবরণ

٣٥٢٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا جَرِيْرُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتَى الْمَرِيْضُ فَدَعَالَهُ : قَالَ اَذْهِبِ الْبَأْسُ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِىْ لاَ شِفَاءُ اِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَآءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا-"

৩৫২০ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোন রোগীর কাছে আসতেন তখন তিনি এই বলে তার জন্য দু'আ করতেন ঃ

اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافى لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما-

"ক্ষতি বিদূরিত করুন আর শিফা দান করুন, কেননা আপনিই শিক্ষা দানকারী, আপনার শিফা ছাড়া আর কোন শিফা নেই। এমন শিফা করুন যা কোন রোগকে বাদ দেয় না।"

٣٥٢١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهٖ : عَنْ عُمْرَةَ : عَنْ عَآئِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ مِمَّا يَقُوْلُ لِلْمَرِيْضِ بِبُزَاقَهٗ بِاِصْبَعِهٖ بِسْمِ اللّٰهِ تُرْبَةُ اَرْضِنَا بِرِيْقَةٍ بَعْضُنَا لِيُشْفٰى سَقِيْمُنَا بِاِذْنِ رَبِّنَا -"

৩৫২১ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ আঙ্গুলে থু থু লাগিয়ে রোগীর জন্য এই দু'আ বলতেন ঃ

بسم الله تربة ارضنا بريقة بعضنا ليشفى سقيمنا باذن ربنا-

"আমাদের এ যমীনের মাটি আমাদের কারো থুথুর সাথে আল্লাহর নামে মিশিয়ে দিলাম, যেন এতে আমাদের--রবের নির্দেশে রোগীর শিফা লাভ হয়।"

٣٥٢٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا يَحْيٰى ابْنُ اَبِىْ بُكَيْرٍ ثَنَا زُهَيْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيْدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ كَعْبٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ

عُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَاصِ الثَّقْفِيِّ اَنَّهُ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبِى وَجْعٌ قَدْ كَادَ يُبْطِلُنِىْ فَقَالَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ اجْعَلْ يَدَكَ الْيُمْنى عَلَيْهِ وَقُلْ بِسْمِ اللّٰهِ اَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِه مِنْ شَرِّمَا اَجِدُ وَاُحَاذِرُ : سَبْعَ مَرَّاتٍ : فَقُلْتُ ذَالِكَ : فَشَفَانِىَ اللّٰهُ-"

৩৫২২ আবূ বাকর (র)...... উসমান ইব্‌ন আবুল আ'স্ সাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর নিকট হাযির হই এ সময় আমার এমন ব্যথা দিল যা আমাকে প্রায় অকেজো করে ফেলো। তখন নবী ﷺ আমাকে বললেন ঃ তুমি তোমার ডান হাত ব্যাথার স্থানে রেখে সাতবার বলো ঃ

بسم الله اعوذ بعزة الله وقدرته من شر وما اجد واحازر

আমি তাই বললাম আল্লাহ আমাকে শিফা দান করলেন।

৩৫২৩ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ الصَّوَّافُ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثُ عَنْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ صُهَيْبٍ عَنْ اَبِى نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ اَنَّ جِبْرَائِيل اَتَى النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ! اشْتَكَيْتَ ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلُّ نَفْسٍ اَوْعَيْنٍ اَوْ حَاسِدِ اللّٰهِ يَشْفِيْكَ بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ-"

৩৫২৩ বিশ্‌র ইব্‌ন হিলাল (র)...... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, (একদা) জিব্‌রাঈল (আ) নবী ﷺ -এর নিকট এসে বললেন ঃ হে মুহাম্মাদ! আপনি কি ব্যথা অনুভব করছেন? তিনি বললেন হ্যাঁ! জিব্‌রাঈল (আ) বললেন ঃ

بسم الله ارقيك من كل شيئ يوذيك من شر كل نفس اوعين اوحاسد الله يشفيك بسم الله ارقيك

"আল্লাহর নামে সবকিছু থেকে আপনাকে আমি ঝাড়ফুঁক করছি, প্রতিটি নফসের এবং প্রতিটি চোখের এবং প্রতিটি হিংসুকের অনিষ্টতা থেকে। আল্লাহ আপনাকে শিফা দান করবেন। আল্লাহর নামে আপনাকে আমি ঝাড়ফুঁক করছি"।

৩৫২৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَحَفْصٌ بْنُ عُمَرَ : قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ زِيَادُ بْنُ ثُوَيْبٍ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ النَّبِىُّ ﷺ يَعُوْدُنِى فَقَالَ لِىْ اَلاَّ اَرْقِيْكَ بِرُقِيَّةٍ جَاءَنِىْ بِهَا جِبْرَائِيْلُ؟

قُلْتُ بِاَبِىْ وَاُمِّىْ بَلَى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ : بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ وَاللّٰهُ يَشْفِيْكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ فِيْكَ مَنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِى الْعُقَدِ : وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ"

৩৫২৪ মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার ও হাফস ইব্‌ন উমার (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে দেখতে এসে বললেন ঃ জিব্‌রাঈল (আ) যে ঝাড়ফুঁক নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন, সে ঝাড়ফুঁক কি আমি তোমাকে করবো না? আমি বললাম ঃ আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত। হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন তিনি তিনবার বললেন ঃ

بسم الله ارقيك والله يشفيك من كل داء فيك من شر النفاثات فى العقد ومن شر حاسد اذا حسد–

"আল্লাহর নামে তোমাকে আমি ঝাড়ফুঁক করছি। আল্লাহ তোমাকে শিফা দান করবেন তোমার বিদ্যমান যাবতীয় রোগ থেকে এবং গিঠসমূহে ফুৎকারকারিণীদের অনিষ্টতা থেকে এবং হিংসুকের হিংসা থেকে যখন সে হিংসা করে।"

٣٥٢٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنَ هِشَامٍ الْبَغْدَادِيِّ : ثَنَا وَكِيْعٌ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِىُّ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِنْهَالٍ"

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيِّ ﷺ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ يَقُوْلُ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ–"

قَالَ وَكَانَ اَبُوْنَا اِبْرَاهِيْمَ يُعَوِّذُ بِهَا اِسْمَاعِيْلَ وَاِسْحَاقَ اَوْ قَالَ ! اِسْمَاعِيْلَ

৩৫২৫ মুহাম্মাদ সুলায়মান ইব্‌ন হিশাম বাগদাদী ও আবূ বাকর ইব্‌ন খাল্লাদ বাহেলী (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ হাসান ও হুসাইন (রা)-এর ঝাড়ফুঁক দিতেন, বলতেন ঃ

اعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة–

তিনি বলতেন ঃ আমাদের পিতা ইব্‌রাহীম (আ) ইসমাঈল ও ইসহাক (আ)-কে এই দু'আ দিয়ে ঝাড়ফুঁক করতেন। অথবা বলেছেন ঃ ইসমাঈল ও ইয়াকূব।

٣٧. بَابُ مَايُعَوَّذُ بِهِ مِنَ الْحُمّٰى

অনুচ্ছেদ ঃ যে দু'আ দ্বারা জ্বরের ঝাড়ফুঁক করা হয়

٣٥٢٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ الْاَشْهَلِيُّ عَنْ دَاوُدُ بْنُ حُصَيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِنَ الْحُمّٰى وَمِنَ الْاَوْجَاعِ كُلِّهَا اَنْ يَّقُوْلُوْا بِسْمِ اللّٰهِ الْكَبِيْرُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمُ مِنْ شَرِّ عِرْقٍ نَعَّارٍ وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ-

قَالَ اَبُوْ عَامِرٍ : اَنَا اُخَالِفُ النَّاسَ فِيْ هٰذَا : اَقُوْلُ : يُعَارٍ :

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيِّ ثَنَا ابْنُ اَبِيْ فُدَيْكٍ اَخْبَرَنِيْ اِبْرَاهِيْمَ بْنُ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِيْ حَبِيْبَةَ الْاَشْهَلِيُّ عَنْ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ : وَقَالَ : مِنْ شَرِّ عِرْقٍ يُعَارٍ-

৩৫২৬ মুহাম্মাদ ইবন বাশ্‌শার (রা).....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ সাহাবাদেরকে যাবতীয় জ্বর ও ব্যথার জন্য এ দু'আ পড়ার তালীম দিলেন ঃ

بسم الله الكبير اعوذ بالله العظيم من شر عرق ونعار ومن شر حر النار-

"সকলের বড় আল্লাহর নামে, মহান আল্লাহর আশ্রয় নিচ্ছি, রক্তচাপে ফুলে উঠা রগের অনিষ্টতা থেকে এবং অগ্নিতাপের অনিষ্টতা থেকে"।

রাবী আবূ আমির বলেন ঃ সবার বিপরীত আমি 'يعار' শব্দটি বলে থাকি।

আবদুর রহমান ইব্ন ইব্রাহীম দিমাশ্কী (রা)...... ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাতে তিনি, من شر عرق يعار বলেছেন।

٣٥٢٧ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ابْنُ سَعِيْدٍ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ دِيْنَارِ الْحِمْصِيِّ : ثَنَا اَبِيْ عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عُمَيْرٍ اَنَّهُ سَمِعَ جُنَادَةَ بْنَ اَبِيْ اُمَيَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عُبَادَةَ ابْنَ الصَّامِتِ يَقُوْلُ اَتٰى جِبْرَائِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلنَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يُوْعَكُ فَقَالَ بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ : مِنْ حَسَدِ حَاسِدٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنِ اللّٰهِ يَشْفِيْكَ-

৩৫২৭ আমর ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন কাসীর ইব্‌ন দীনার হিম্‌সী (রা)...... উবাদাহ ইব্‌ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, জিব্‌রাঈল (আ) নবী ﷺ-এর নিকট সে সময় হাযির হলেন, যখন তিনি জ্বরাক্রান্ত ছিলেন, তখন তিনি (জিব্‌রাঈল) বললেন ঃ

بسم الله ارقيك من كل شيئ يؤذيك من حسد حاسد ومن كل عين الله يشفيك–

"আল্লাহর নামে আপনাকে আমি ঝাড়ফুঁক করছি সেই সব কিছু থেকে যা আপনাকে কষ্ট দেয়, হিংসুকের হিংসা থেকে এবং সকল বদ নযর থেকে, আল্লাহ আপনাকে শিফা দান করবেন"।

٣٨. بَابُ النَّفْثِ فِى الرُّقْيَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ কিছু পড়ে দম করা।

٣٥٢٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِى شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مَيْمُوْنُ الرَّقِىُّ وَسَهْلُ بْنُ اَبِى سَهْلٍ قَالُوْا ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَنْفِثُ فِى الرُّقْيَّةِ–

৩৫২৮ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা আলী ইব্‌ন মায়মুন সাহল ইব্‌ন আবূ সাহল (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ কিছু পড়ে দম করতেন।

٣٥٢٩ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ اَبِى سَهْلٍ قَالَ ثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيْسٰى وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ يَحْيٰى ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالاَ ثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَآئِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا اشْتَكٰى : يَقْرَأُ عَلٰى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ اَقْرَأُ عَلَيْهِ وَاَمْسَحُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا–

৩৫২৯ সাহল ইব্‌ন সাহল (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন কোন অসুস্থ অনুভব করতেন, তখন মুয়াববিযাত (সূরা ফালাক ও নাস) পড়ে নিজের উপর দম করতেন। (আয়েশা (রা) বলেন) যখন তাঁর ব্যাথা বেড়ে যায়, তখন আমি তা তাঁর উপর পাঠ করি এবং তাঁর হাতে (তাঁর শরীর) মুছে দেই, তাঁর হাতের বরকতের কথা ভেবে।

٣٩. بَابُ تَعْلِيْقُ التَّمَائِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ তাবীজ ঝুলানো

٣٥٣٠ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِىُّ ثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بِشْرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو ابْنِ مُرَّةَ عَنْ يَحْيٰى بْنُ الْجَزَّارِ عَنِ ابْنِ اُخْتِ زَيْنَبِ

امْـرَأَةِ عَبْـدِ اللّٰهِ عَنْ زَيْنَبَ قَـالَتْ كَـانَتْ عَجُـوْزٌ تَدْخُلُ عَلَيْنَا تَرْقِى مِنَ الْحُـمْـرَةِ وَكَانَ لَنَا سَرِيْرٌ طَوِيْلُ الْقَوَائِمِ وَكَانَ عَبْـدُ اللّٰهِ اِذَا دَخَلَ تَنَـحْنَحَ وَصَـوَّتَ فَـدَخَلَ يَوْمًا فَلَمَّا سَمِعْتُ صَوْتَهُ احْتَجَبْتُ مِنْهُ فَجَاءَ فَجَلَسَ اِلٰى جَانِبِى فَمَسَّنِىْ فَوَجَدَ مَسَّ خَيْطٍ : فَقَالَ مَا هٰذَا ؟ فَقُلْتُ رُقًى لِىْ فِيْهِ مِنَ الْحُمْرَةِ فَجَذَبَهُ وَقَطَعَهُ فَرَمٰى بِهٖ وَقَالَ لَقَدْ اَصْبَحَ اٰلُ عَبْدِ اللّٰهِ الاَغْنِيَاءَ عَنِ الشِّرْكِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اِنَّ الرُّقٰى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ-"

قُلْتُ : فَاِنِّى خَرَجْتُ يَوْمًا فَاَبْصَرَنِىْ فُلَانٌ فَدَمَعَتْ عَيْنِى الَّتِىْ تَلِيْهِ فَاِذَا رَقَيْتُهَا سَكَنَتْ دَمْعَتُهَا : وَاِذَا تَرَكْتُهَا دَمَعَتْ : قَالَ ذَاكَ الشَّيْطَانُ ! اِذَا اَطَعْتِهِ تَرَكَكِ وَاِذَا عَصَيْتِهِ طَعَنَ بِاِصْبَعِهٖ فِىْ عَيْنِكِ : وَلٰكِنْ لَوْ فَعَلْتِ كَمَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَانَ خَيْرًا لَكِ وَاَجْدَرَ اَنْ تَشْفِيْنَ : تَنْضَحِيْنَ فِىْ عَيْنِكِ الْمَاءَ وَتَقُوْلِيْنَ : اَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ اَشْفِ اَنْتَ الشَّافِىْ لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا-"

৩৫৩০ আইয়ূব ইব্‌ন মুহাম্মাদ রাক্কী (র)...... যায়নব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক বৃদ্ধা আমাদের এখানে আসতো সে চর্ম প্রদাহ রোগের তাবিজ দিত, আমাদের একটি বড় পায়ার খাট ছিল। আবদুল্লাহ প্রবেশ করার সময় কাশির আওয়াজ দিতেন। একদিন তিনি আমার কাছে আসলেন। সে তার আওয়াজ পেয়ে একটু জড় সড় হলো। তিনি এসে আমার পাশে বসলেন এবং আমাকে স্পর্শ করলেন, এবং তিনি একটি সুতার স্পর্শ পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কি? আমি বললাম, এটা চর্ম প্রদাহ রোগের তাবিজ। তিনি সেটাকে টেনে ছিড়ে ফেললেন এবং ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললেন: আবদুল্লাহর পরিবার শিরক থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছে। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি: "মন্ত্র, তাবিজ ও মহব্বতের তাবিজ সব শিরকের অন্তর্ভূক্ত।" আমি বললাম : একদিন আমি বাইরে বের হলাম, তখন অমুক লোক আমাকে দেখে ফেললো। তখন আমার চোখ থেকে পানি পড়া শুরু হলো, এরপর যখন মন্ত্র পড়ে ফুঁ দেই পানি পড়া বন্ধ হয়। কিন্তু মন্ত্র পড়া ছেড়ে দিলেই আবার পানি পড়া শুরু হয়। তিনি বললেন: এটা শয়তানের কাজ। তুমি যখন শয়তানের মর্জিমত কাজ করে তখন সে তোমাকে রেহাই দেয়, আর যখন তার মর্জির খেলাফ করে তখন সে তোমার চোখে তার আঙুলের গুতো দেয়। তার চেয়ে তুমি যদি তাই করতে, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছিলেন, তাহলে সেটা তোমার জন্য উত্তম হতো এবং শিফা লাভের ক্ষেত্রে ও অধিক সহায়ক হতো। তুমি তোমার চোখে পানি ছিটিয়ে এ দু'আ পড়বে,

اذهب البأس رب الناس اشف انت الشافى لاشفاء الاّشفاءك شفاء لايغار سقما-

"হে মানবের রব! কষ্ট দূর কর। শিফা দান করা। তুমিই শিফা দানকারী তোমার শিফা দান ছাড়া শিফা লাভ করা সম্ভব নয়, এমন শিফা যা কোন রোগ বাদ দেয় না"।

٣٥٣١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ اَبِى الْخَصِيْبِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مُبَارَكٍ عَنِ الْحَسَنِ : عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَاٰى رَجُلاً فِى يَدِهٖ خَلْقَةٌ مِنْ صُفْرٍ : فَقَالَ مَا هٰذِهِ الْحَلْقَةُ ؟ قَالَ هٰذِهٖ مِنَ الْوَاهِنَةِ : قَالَ اَنْزِعْهَا فَاِنَّهَا لاَتَزِيْدُكَ اِلاَّ وَهْنًا-"

৩৫৩১ আলী ইব্‌ন আবূ খাসীব (র)...... ইমরান ইব্‌ন হুমায়ুন (রা)থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ জনৈক লোকের হাতে পিতলের কড়া দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: এটা কি? লোকটি বললো: এটা তাবিজ। তিনি বললেন: খুলে ফেলো; এটা তো তোমাকে দুর্বল করে ফেলবে।

٤٠. بَابُ النُّشْرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ আছর-এর চিকিৎসা

٣٥٣٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْاَحْوَصِ عَنْ اُمِّ جُنْدُبٍ" قَالَتْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِىِّ يَوْمًا النَّحْرِ : ثُمَّ انْصَرَفَ : وَتَبِعَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ وَمَعَهَا صَبِىٌّ لَهَا بِهٖ بَلاَءٌ لاَ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ائْتُوْنِى لِشَىْءٍ مِنْ مَآءٍ فَاُتِ بِمَآءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَضْمَضَ فَاهُ ثُمَّ اَعْطَاهَا فَقَالَ : اسْقِيْهِ مِنْهُ وَصَبِّىْ عَلَيْهِ مِنْهُ وَاسْتَشْفِى اللّٰهُ لَهُ قَالَتْ : فَلَقِيْتُ الْمَرْأَةَ فَقُلْتُ : لَوْ وَهَبْتِ لِىْ مِنْهُ ! فَقَالَتْ : اِنَّمَا هُوَ لِهٰذَا الْمُبْتَلِى : قَالَتْ : فَلَقِيْتُ الْمَرْأَةَ مِنَ الْحَوْلِ فَسَاَلْتُهَا عَنِ الْغُلاَمِ فَقَالَتْ : بَرَأَ وَعَقَلَ عَقْلاً لَيْسَ كَعُقُوْلِ النَّاسِ-"

৩৫৩২ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়রা (র)...... উম্মে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে দেখেছি, তিনি কুরবানীর দিন বাতনে ওয়াদীর দিক থেকে আকাবার কংকর নিক্ষেপ করলেন, তারপর ফিরে এলেন। তখন বনু খাস'আম গোত্রের এক মহিলা তাঁর পিছনে আসতে লাগলো এবং তার কোলে ছিলো তার এক শিশু। তার অসুখ ছিল যে সে কথা বলতে পারতো না। মহিলা বললো: ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ আমার পুত্র আমার পরিবারের পরবর্তী বংশধর। কিন্তু তার উপর কিছু আসর দেখা যায় যার ফলে সে কথা বলে না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ আমার কাছে কিছু পানি নিয়ে এসো। পানি আনা হলে তিনি তিনি দু'হাত ধুলেন এবং মুখে কুলি করলেন। অতঃপর পানিটা মহিলাকে দিয়ে বললেন: এথেকে তাকে পান করাও এবং তার উপর ঢেলে দাও আল্লাহর কাছে তার জন্য শিফা চাও। তিনি (উম্মে জুনদুব)

বলেন: আমি মহিলার সাথে দেখা করে বললাম, আমাকে যদি এ পানির কিছু দিতে। সে বললো: এটাতো এই বিপদ গ্রস্তটার জন্য নিয়েছি। তিনি বলেন: বছর শেষে সে মহিলার সাথে আমার দেখা হলে আমি তাকে শিশুটা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। সে বললো: সে সুস্থ হয়েছে এবং মেধাবী হয়েছে এবং তা সাধারণ মানুষের মেধার মত নয়।

٤١. بَابُ الْاِسْتِشْفَاءِ بِالْقُرْاٰنِ

অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন দ্বারা শিফা চাওয়া

٣٥٣٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْكِنْدِيِّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَابِتٍ حَدَّثَنَا مُعَاذ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ عَنِ الْحَرِث عَنْ عَلِيٍّ : قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ الدَّوَآءِ الْقُرْاٰنِ-"

৩৫৩৩ মুহাম্মাদ ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন উতবা ইব্‌ন আবদুর রহমান কিন্দী (র)...... আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: উত্তম চিকিৎসা হলো কুরআন।

٤٢. بَابَ قَتْلِ ذِىْ الطُّفْيَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ দু'মুখো সাপ মেরে ফেলা

٣٥٣٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ ابْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ : قَالَتِ امْرَأَ النَّبِيِّ ﷺ يَقْتُلِ ذِى الطُّفْيَتَيْنِ فَانَّهُ يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرِ وَيُصِيْبُ الْحَبَلَ يَعْنِى حَيَّةً خَبِيْشَةً-"

৩৫৩৪ আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী ﷺ দু'মুখো সাপ মেরে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন, কেননা তা দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে দেয় এবং গর্ভপাত ঘটায়। অর্থাৎ খবীস সাপ।

٣٥٣٥ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ثَنَا عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُس عَنْ شِهَابٍ : عَنْ سَالِمٍ : عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اقْتُلُوا الْحَيَّات وَاقْتُلُوْ ذَاالطُّفْيَتَيْنِ وَالْاَبْتَرَ : فَانَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ وَيُسْقِطَانِ الْحَبَلَ-"

৩৫৩৫ আহমাদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সারহ (র)...... সালিম (রা) তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তোমরা সাপ মেরে ফেলবে, বিশেষ করে দু'মুখো সাপ এবং লেজবিহীন সাপ। কেননা, তা দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে দেয় এবং গর্ভপাত ঘটায়।

٤٣. بَابُ مَنْ كَانَ يُعْجِبُهُ الْفَالُ وَيَكْرَهُ الطِّيَرَةَ

অনুচ্ছেদ ঃ শুভ পসন্দ করা এবং অশুভ অপসন্দ করা

٣٥٣٦ **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنُ نُمَيْرٍ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدُ ابْنُ عُمَرٍو عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيِّ ﷺ يُعْجِبُهُ الْفَالُ الْحَسَنُ وَيَكْرَهُ الطِّيَرَةَ-"

৩৫৩৬ মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, শুভ নবী ﷺ -কে সন্তুষ্ট করতো এবং অশুভ গ্রহণ করা তিনি অপসন্দ করতেন।

٣٥٣٧ **حَدَّثَنَا** اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنْبَانَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ : قَالَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ لاَ عَدْوَى، وَلاَ طِيَرَةٍ وَاُحِبُّ الْفَالَ الصَّالِحُ-"

৩৫৩৭ আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী ﷺ বলেছেন: ব্যাধির সংক্রমণ কিছু নেই, অশুভ বলেও কিছু নেই, হ্যাঁ শুভ গ্রহণ করা আমি পসন্দ করি।

٣٥٣٨ **حَدَّثَنَا** اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانٌ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ عِيْسَى بْنِ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الطِّيْرَةَ شِرْكٌ : وَمَا مِنَّا اِلاَّ وَلَكِنَّ اللّٰهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ-"

৩৫৩৮ আবূ বাকর ইব্ন শায়বা (র)...... আবদুল্লাহ (ইব্ন মাসঊদ) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ অশুভ গ্রহণ শিরক বিশেষ। আমাদের সবারই এটা হয়, তবে তাওয়াক্কুলের কারণে আল্লাহ তা দূর করে দেন।

٣٥٣٩ **حَدَّثَنَا** اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا ثَنَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَعَدْوَى وَلاَ طِيْرَةَ وَلاَ هَامَةَ وَلاَ صَفَرَ-"

৩৫৩৯ আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সংক্রমণ বলে কিছু নেই, অশুভ বলে কিছু নেই পেঁচাতে উড়ে যাওয়া কিংবা আওয়াজ দেয়া বলে কিছু নেই। তদ্রূপ সফর মাসেও কোন অশুভ নেই।

٣٥٤٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ ابْنِ اَبِى جَنَابٍ عَنْ اَبِيْهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَعَدْوَى وَلاَ طِيْرَةَ وَلاَهَامَةٍ فَقَامَ اِلَيْهِ رَجُلٌ

فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ! اَلْبَعِيْرِ يَكُوْنُ بِهِ الْجَرْبُ فَتَجْرَبُ بِهِ الْاِبِل : قَالَ ذَالِكَ الْقَدْرِ فَمَنْ اَجْوَبَ الْاَوَّلَ؟ "

৩৫৪০ আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা(র)......ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সংক্রমণ বলে কিছু নেই অশুভ বলে কিছু নেই। তখন একজন দাঁড়িয়ে বললো ইয়া রাসূলাল্লাহ! উটের খুজলি হয়, পরে অন্যান্য উট তার সংস্পর্শে খুজলিতে আক্রান্ত হয়। বললেন ঃ এ হলো তাক্দীর এবং বল প্রথমটিকে কে করেছে?

٣٥٤١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يُوْرِدُ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ-"

৩৫৪১ আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র).......আবূ হুরায়রা (রা) থেকি বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অসুস্থ (উট) কে সুস্থ উটের কাছে নেয়া উচিত নয়।

٤٤. بَابُ الْجُذَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ কুষ্ঠরোগ প্রসংগে

٣٥٤٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ وَمُجَاهِدٍ ابْنِ مُوْسٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ خَلَفَ الْعَسْقَلاَنِىْ قَالُوْا ثَنَا يُوْنُسَ بْنَ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةُ عَنْ حَبِيْبِ بْنُ الشَّهِيْدِ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ! اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ مَجْذُوْمٍ فَاَرْخَلَهَا مَعَهُ فِى الْقَصْعَةِ : ثُمَّ قَالَ : كُلُّ ثِقَةً بِاللّٰهِ وَتَوَكُّلاً عَلَى اللّٰهِ-"

৩৫৪২ আবূ বাকর, মুজাহিদ ইব্ন মূসাও মুহাম্মাদ ইব্ন খালাফ আসকালানী (র)...... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুষ্ঠরোগগ্রস্ত এক লোকের হাত ধরলেন এবং নিজের সাথে খাবার বর্তনে তার হাত প্রবেশ করালেন। অতঃপর বললেন: আল্লাহর উপর ভরসা রেখে খাও এবং আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করো।

٣٥٤٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ هِنْدِ جَمِيْعًا عَنْ مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ اُمِّهٖ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : لاَ تُدِيْمُوا النَّظَرَ اِلَى الْمَجْذُوْمِيْنَ-"

৩৫৪৩ আবদুর রহমান ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)....ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ কুষ্ঠরোগীদের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকো না।

٣٥٤٤ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اٰلِ الشَّرِيْدِ يُقَالُ لَهُ عَمْرُو عَنْ اَبِيْهِ : قَالَ كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيْفٍ رَجُلٌ مَجْذُوْمٍ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ النَّبِيِّ ﷺ ارْجِعْ فَقَدْ بَايَعْنَاكَ-

৩৫৪৪ আ্‌মর ইব্‌ন রাফি (র)...... শারীদ গোত্রের আম্‌র তার পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি দলে জনৈক কুষ্ঠরোগী ছিল। নবী ﷺ লোক পাঠিয়ে তাকে বললেন: তুমি ফিরে যাও, আমি তোমার বাই'আত করে নিয়েছি।

٤٥. بَابُ السِّحْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ যাদু

٣٥٤٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَحَرَ النَّبِيِّ ﷺ يَهُوْدِىٌّ مِنْ يَهُوْدُ بَنِى زُرَيْقٍ يُقَالُ لَهُ لُبَيْدُ ابْنُ الْاَعْصَمُ حَتّٰى كَانَ النَّبِيِّ ﷺ يُخَيِّلُ اِلَيْهِ اَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءٍ وَلاَ يَفْعَلُهُ قَالَتْ حَتّٰى ذَا اَكَانَ ذَاتَ يَوْمٍ اَوْ كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ دَعَا ثُمَّ دَعَا ثُمَّ قَالَ يَاعَائِشَةَ اَشْعَرْتِ لَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَفْتَانِىْ فِيْمَا اَسْتَفْيَتُهُ فِيْهِ ؟

جَاءَنِي رَجُلاَنِ فَجَلَسَ اَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِيْ وَالْاٰخِرَ عِنْدَ رِجْلِيْ فَقَالَ الَّذِىْ عِنْدَ اَلَّذِىْ عِنْدَ رِجْلِىْ اَوِ الَّذِىْ عِنْدَ رِجْلِي الَّذِىْ عِنْدَ رَأْسِىْ مَا وَجَعَ الرَّجُلِ فَقَالَ مَطْبُوْبٍ قَالَ مَنْ طَبَّهُ ؟ قَالَ لَبِيْدُ بْنُ الْاَعْصَمِ : قَالَ فِىْ اَيِّ شَىْءٍ ؟ قَالَ : فِىْ مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ : وَجُفِّ طَلْعَةِ ذَكَرٍ قَالَ : وَاَيْنَ هُوَ ؟ قَالَ : فِىْ بِئْرِ ذِىْ اَرْوَانَ "قَالَتْ : فَاَتَاهَا النَّبِيِّ ﷺ فِى النَّاسِ مِنْ اَصْحَابِهِ : ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ ، وَاللّٰهِ ! يَا عَائِشَةَ ! لَكَانَ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ : وَلَكَانَّ نَخْلَهَا رُؤُوْسُ الشَّيَاطِيْنُ قَالَتْ : قُلْتُ يَارَسُوْلُ اللّٰهِ ! اَفَلاَ اَحْرَقْتَهُ ؟ قَالَ : لاَ : اَمَّا اَنَا فَقَدْ عَافَانِىْ اللّٰهُ وَكَرِهْتُ اَنْ اُثِيْرُ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ شَرًّا فَاَمَرَبِهَا فَدُفِنَتْ-

৩৫৪৫ আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন বনী যুরায়ক গোত্রের লাবীদ ইব্ন আ'সাম নামের জনৈক ইয়াহূদী নবী ﷺ কে যাদু করেছিল। এমনকি নবী ﷺ -এর মনে হতো যে, এ কাজটা তিনি করেছেন অথচ তিনি তা করেন নি। আয়েশা (রা) বলেন: অবশেষে একদিনে কিংবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) এ করাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ডাকলেন এরপর আবার ডাকলেন, এরপর পুনরায় ডাকলেন, অতঃপর বললেন: হে আয়েশা। তুমি কি জানতে পেরেছো যে, বিষয়ে আমি আল্লাহর কাছে জানতে চেয়েছিলাম, তিনি সে বিষয়ে আমাকে কী জানিয়ে দিয়েছেন? আমার কাছে দু'জন লোক (ফিরিশতা) আসেন, একজন আমার মাথার কাছে এবং অন্যজন আমার পায়ের কাছে বসেন। মাথার কাছে যিনি ছিলেন, তিনি পায়ের কাছের জনকে বললেন: কিংবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) পায়ের কাছে যিনি ছিলেন, তিনি মাথার কাছের জনকে জিজ্ঞেস করলেন? লোকটির কি কষ্ট? অপরজন বললেন, ইনি যাদুগ্রস্ত। তিনি বললেন, কে তাকে যাদু করেছে? অপরজন বললেন: লাবীদ ইব্ন আ'সাম। তিনি বললেন, কিসের যাদু করেছে? অপর জন বললো: চিরুনী এবং চিরনীর সাথে লেপ্টে আসা চুল এবং খেজুর গাছের খোল। তিনি বললেন: সেটা এখন কোথায় আছে? অপরজন বললেন: 'যী আরওয়ান' কূপে আছে। আয়েশা বলেন: তখন নবী ﷺ তাঁর সাহাবীদের এক জামাতসহ সেখানে গেলেন (এবং সেগুলো কূপ থেকে বের করা হলো) অতঃপর তিনি ফিরে এসে বললেন: আল্লাহর কসম, হে আয়েশা। কূপের পানি ঠিক যেন মেহদী রংয়ের ছিলো। আর সেখানের খেজুর গাছগুলো ঠিক যেন শয়তানের মাথা। আয়েশা (রা) বলেন: আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি সেগুলোকে কেন জ্বালিয়ে ফেললেন না? (যাতে ইয়াহূদীদের আচরণ প্রকাশ পেত) তিনি বললেন: না, আমাকে তো আল্লাহ শিফা দান করেছেন সেই দুষ্কৃতিটা মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে আমার অপসন্দ হলো, অতঃপর সেগুলো সম্পর্কে তিনি নির্দেশ দিলেন, আর তা দাফন করে দেয়া হলো।

٣٥٤٦ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ ابْنُ كَثِيْرِ بْنُ دِيْنَارٍ الْحِمْصِيُّ ثَنَا بَقِيَّةُ ثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ الْعَنْسِيُّ عَنْ يَزِيْدُ بْنُ أَبِي حَبِيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدُ الْمِصْرِيَّيْنِ قَالاَ : ثَنَا نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ! لاَ يَزَالُ يُصِيْبُكَ كُلُّ عَامٍ وَجَعٌ مِنَ الشَّاةِ الْمَسْمُوْمَةِ الَّتِي أَكَلْتَ : قَالَ مَا أَصَابَتِي شَيْءٌ مِنْهَا إِلاَّ وَهُوَ مَكْتُوْبٌ عَلَى وَأَدَمُ فِي طِيْنَتِهِ-"

৩৫৪৬ ইয়াহইয়া ইব্ন উসমান ইব্ন সারীদ ইব্ন কাসীর ইব্ন দীনার হিম্সী (র)...... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উম্মে সালামা (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে বিষমিশ্রিত বকরীর গোশ্ত আপনি খেয়ে ছিলেন, তার ফলে, প্রতি বছরই তো আপনি ব্যথা অনুভব করেন। তিনি বললেন ঃ সেই বিষের কারণে আমার যতটুকু ক্ষতি হয়েছে, তা আদম মাটির খামীরে থাকা অবস্থায়ই আমার তাক্দীরে লেখা ছিল।

٤٦. بَابُ الْفَزَعِ وَالْأَرَقِ وَمَا يُتَعَوَّذُ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ভীতিও নিদ্রাহীনতা থেকে নিষ্কৃতি লাভের দু'আ

٣٥٤٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا وَهْبُ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ يَعْقُوْبَ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ الْاَشَجِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيْمٍ أَنَّ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَوْ اَنَّ اَحَدُكُمْ اِذَا نَزَلَ مَنْزُلاً قَالَ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ لَمْ يَضُرُّهُ فِى ذَالِكَ الْمَنْزِلِ شَيْئٌ حَتّٰى يَرْتَحِلَ مِنْهُ-"

৩৫৪৭ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... খাত্তলা বিনতে হাকীম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি কোন স্থালে অবতরণ করে এ দু'আ পড়ে واعوذ بكلمات الله التا مات من شر ماخلق তাহলে সে স্থান থেকে রওয়ানা হওয়ার আগ পর্যন্ত কোন কিছু তার ক্ষতি করতে পারবে না।

٣٥٤٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنِىْ عُيَيْنَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنُ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ عُثْمَانُ ابْنُ اَبِى الْعَاصِ قَالَ لَمَّا اسْتَعْمَلَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الطَّائِفَ جَعِلِ يُعْرِضُ لِىْ شَيْئٌ فِىْ صَلَاتِىْ حَتّٰى مَا اَدْرِىْ مَا أُصَلِّىْ فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ رَحَلْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ فَقَالَ ابْنُ اَبِى الْعَاصِ ؟ قُلْتُ نَعَمْ ! يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ !قَالَ مَاجَاءَبِكَ ؟ فِىْ صَلَوَاتِىْ حَتّٰى مَاأَدْرِىْ مَا أُصَلِّىْ : قَالَ ذَاكَ الشَّيْطَانُ اُدْنَاهُ " فَدَنَوْتُ مِنْهُ : فَجَلَسْتُ عَلٰى صُدُوْرِ قَدْمَىَّ قَالَ فَضَرَبَ صَدْرِىْ ! بِيَدِهِ : وَتَفَلَ فِىْ فَمِىْ وَقَالَ اُخْرُجْ عَدُوَّ اللّٰهِ ! فَفَعَلَ ذَالِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ " الْحَقُّ بِعَمَلِكَ " قَالَ فَقَالَ عُثْمَانُ فَلَعَمْرِىْ مَا اَحِبْهُ خَالَطَنِىْ بَعْدُ-

৩৫৪৮ মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... উসমান ইব্‌ন আবুল আ'স (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আমাকে তায়েফের প্রশাসক নিযুক্ত করলেন, তখন সালাতে আমার এমন অবস্থা সৃষ্টি হতে লাগলো যে, কত রাকা'আত পড়েছি তা মনে থাকতো না। এঅবস্থা দেখে আমি সফর করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হাযির হলাম, তখন তিনি বললেন: ইব্‌ন আবুল আ'স না কি? আমি বললাম: হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কেন এসেছো? আমি বললাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ! সালাতে আমার

এমন অবস্থা দৃষ্টি হয় যে, কত রাক'আত পড়েছি তা বলতে পারি না। তিনি বললেন: তা শয়তানের কাজ। কাছে এসো, আমি কাছে এসে দো যানু হয়ে বসলাম। রাবী বলেন: তখন তিনি নিজ হাতে আমার বুকে মৃদু আঘাত করলেন এবং মুখে থুথু দিয়ে বললেন: হে আল্লাহর শত্রু! বেরিয়ে যা। এটা তিনি তিন বার করলেন, পরে বললেন : যাও নিজের কাজে যোগ দাও। উসমান (রা) বলেন : আল্লাহর কসম! এর পর শয়তান আমার অন্তরে আর কোন ওয়াস ওয়াসা পয়দা করতে পারেনি।

৩৫৪৯ حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ حَيَّانٍ ثَنَا ابْرَاهِيمَ بْنُ مُوسٰى أَنْبَأَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا اَبُوْ جَنَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِى لَيْلٰى عَنْ أَبِيْهِ أَبِى لَيْلٰى ، قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ ، فَقَالَ اِنَّ لِىْ اَخًا وَجِعًا فَقَالَ مَا وَجَعُ اَخِيْكَ ؟ قَالَ بِهٖ لَمَمٌ قَالَ اذْهَبْ فَأْتِنِى بِهٖ قَالَ فَذَهَبَ فَجَاءَ بِهٖ ، فَاَجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَسَمِعْتُهُ عَوَّذَهُ بِفَتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَأَرْبَعِ آيَاتٍ مِنْ اَوَّلِ الْبَقَرَةِ ، وَآيَتَيْنِ مَا وَسَطِهَا وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ، وَآيَةُ الْكُرْسِيِّ ، وَثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ خَاتِمَتِهَا وَآيَةٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ (اَحْسِبُهُ قَالَ :شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لَاۤ إِلٰهَ إِلَّاهُوَ) وَآيَةٌ مِنَ الْاَعْرَفِ : اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ الْاٰيَةِ وَآيَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ، وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَابُرْهَانَ لَهُ بِهٖ ، وَآيَةٌ مِنَ الْجِنِّ : وَاَنَّهُ تَعَالٰى جَدُّ رَبِّنَا مَااتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا وَعَشَرَآيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الصَّافَّاتِ، ثَلَاثٍ مِنْ اٰخِرِ الْحَشْرِ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ فَقَامَ الْأَعْرَابِىُّ قَدْ بَرَأَ لَيْسَ بِهٖ بَأْسٌ–"

৩৫৪৯ হারূন ইব্‌ন হাইয়ান (র) ...... আবূ লায়লা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর নিকট বসাছিলাম, এমন সময় এক বেদুঈন তাঁর কাছে এসে বললো: আমার এক ভাই অসুস্থ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার ভাইয়ের কি অসুখ? সে বলরো: জ্বিনের আছর। তিনি বললেন: তুমি যাও এবং তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আবু লায়লা বলেন: সে গিয়ে তার ভাইকে নিয়ে আসলো। তিনি তাকে নিজের সামনে বসালেন, আমি শুনতে পেলাম তিনি সূরা ফাতিহা, সূরা বাকারার প্রথম চার আয়াত, শেষে দুই আয়াত অর্থাৎ والهكم الهواحد আয়াতটি এবং আয়াতুল কুরসী এবং বাকারার শেষতিন আয়াত, এবং আলে ইমরানের একটি আয়াত, আমার মনে হয় তিনি شهد اللّٰه انه لااله الا هو পড়েছিলেন এবং আল-আরাফের এক আয়াত ان ربكم اللّٰه এবং المؤمنون এর এক আয়াত ومن يدع مع اللّٰه الها اخرلابرهان له এবং সূরা জিন এর এক আয়াত وانه تعالى جدربنا এবং সুরা ضفات এর শুরু থেকে দশ আয়াত এবং সূরা হাশরের শেষতিন আয়াত এবং قل هواللّٰه احد এবং সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে তাকে দম করলো। তখন বেদুঈন এমন সুস্থ হয়ে দাঁড়ালো যে তাঁর কোন রোগ-ই- নেই।

كِتَابُ اللِّبَاسِ
অধ্যায় ঃ লেবাস-পোষাক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٣٢. كِتَابُ اللِّبَاسِ

অধ্যায় ঃ লেবাস-পোষাক

١. بَابُ لِبَاسِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর লেবাস

٣٥٥٠. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ خَمِيْصَةَ لَهَا أَعْلاَمُ فَقَالَ شَغَلَنِىْ اَعْلاَمُ هٰذِهِ اذْهَبُوْا بِهَا اِلٰى جَهْمٍ وَائْتُوْنِىْ بِاَنْبِجَانِيَّتِهِ-

৩৫৫০ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)....... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি নক্‌শাদার চাদর গায়ে দিয়ে সালাত আদায় করলেন, তারপর বললেন: এই চাদরের নক্‌শা আমাকে অন্য মনস্ক করেছে, এটা আবু জাহমের কাছে নিয়ে যাও এবং আমার জন্য একটা মোটা ধরনের নকশাবিহীন চাদর নিয়ে এসো।

٣٥٥١. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ اَخْبَرَنِىْ سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةَ عَنْ حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ فَاَخْرَجَتْ لِىْ اِزَارًا غَلِيْظًا مِنَ الَّتِىْ تَصْنَعُ بِالْيَمَنِ وَكِسَاءً مِنْ هٰذِهِ الْاَكْسِيَةِ الَّتِىْ تُدْعٰى الْمُلَبَّدَةَ وَأَقْسَمَتْ لِىْ لَقُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْهِمَا-

৩৫৫১ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ বুরদাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট হাযির হলাম, তখন তিনি আমাকে দেখাবার জন্য ইয়ামেনে তৈরী একটি

মোটা লুংগী এবং 'মুলাববাদাহ' নামের এক ধরনের সাধারণ মোটা চাদর বের করলেন। এবং কসম খেয়ে আমাকে বললেন: এ কাপড় দু'টিতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাত হয়েছে।

٣٥٥٢ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْأَحْوَصِ ابْنِ حَكِيْمٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى فِيْ شَمْلَةٍ قَدْ عَقَدَ عَلَيْهَا.

৩৫৫২ আহমাদ ইব্‌ন সাবিত জাহদারী (র)...... উবাদাহ ইব্‌ন সামিত (রা)থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন একটি চাদরে সালাত আদায় করেছেন যা তিনি গিট দিয়ে বেধে রেখে ছিলেন।

٣٥٥٣ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ثَنَا مَالِكٌ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَيْهِ رِدَاءٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيْظُ الْحَاشِيَةِ۔

৩৫৫৩ ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আলা (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর সাথে ছিলাম। তাঁর গায়ে তখন মোটা পায়ের একটা নাজরানী চাদর ছিল।

٣٥٥٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوْسِ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ عَلِيِّ ابْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسُبُّ أَحَدًا ، وَلَا يُطْوٰى لَهٗ ثَوْبٌ۔

৩৫৫৪ আবদুল কুদ্দুস ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে কাউকে কটু কথা বলতে শুনিনি। এবং তার কাপড় ভাঁজ করে দিতে দেখিনি।

٣٥٥٥ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُالْعَزِيْزُ بْنُ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّعْدِيِّ اِنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِبُرْدَةٍ قَالَ : الشَّمْلَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ نَسَجْتُ هٰذِهٖ بِيَدِيْ لَا كْسُوْكَهَا - فَاَخَذَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُحْتَاجًا اِلَيْهَا فَخَرَجَ عَلَيْنَا فِيْهَا ، وَاِنَّهَا لَاِزَارُهٗ فَجَاءَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ (رَجُلٌ سَمَّاهُ يَوْمَئِذٍ) فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! مَا اَحْسَنَ هٰذِهِ الْبُرْدَةَ اَكْسُنِيْهَا قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا دَخَلَ طَوَاهَا وَاَرْسَلَ بِهَا اِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ : وَاللّٰهِ مَا أَحْسَنْتَ كُسِيَهَا النَّبِيُّ ﷺ مُحْتَاجًا اِلَيْهَا ، ثُمَّ سَأَلْتَهٗ اِيَّاهَا ؟ وَقَدْ عَلِمْتَ اَنَّهٗ لَا يَرُدُّ سَائِلًا فَقَالَ اِنِّيْ ، وَاللّٰهِ !

مَا سَأَلْتُهُ إِيَّاهَا لِأَلْبَسَهَا ، وَلَكِنْ سَأَلْتُهُ إِيَّاهَا لِتَكُوْنُ كَفَنِي ، فَقَالَ سَهْلُ فَكَانَتْ كَفَنَهُ يَوْمَ مَاتَ-

৩৫৫৫ হিশাম ইব্ন আম্মার...... সাহাল ইব্ন সা'দ সাঈদী (র) থেকে বর্ণিত যে জনৈকা মহিলা রাসূলাল্লাহ ﷺ-এর নিকট এক খানা চাদর নিয়ে আসে। সে বললো: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনাকে পরতে দেওয়ার জন্য আমি নিজ হাতে এটা বুনেছি। চাদরের দরকার মনে করে রাসূলুল্লাহ ﷺ তা নিলেন, পরে সেটাকে লুংগীর মত পরে আমাদের মাঝে আসলেন। তখন অমুকের দেখে অমুক (রাবী তখন লোকটির নাম বলেছিলেন) এসে বললো: ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই চাদরটা কি চমৎকার! এটা আমাকে পরিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আচ্ছা। তিনি ভিতরে গিয়ে চাদরটা ভাজ করে তার কাছে পাঠিয়ে দিলেন, লোকেরা তাকে বললো: আল্লাহর কসম, কাজটা ভাল করনি। নবী ﷺ প্রয়োজনের তাগিদেই তা পরে দিলেন, আর সেটা তাঁর কাছ থেকে তুমি চেয়ে নিলে? অথচ তুমি জান যে তিনি কোন প্রার্থীকেই ফিরিয়ে দেন না। তখন সে বললো : আল্লাহর কসম! নিশ্চয় আমি এটা পরার জন্য তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নেইনি। বরং আমি তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছি, যাতে তা আমার কাফন হতে পারে, সাহল (রা) বলেন : লোকটা যেদিন মারা গেল, সেদিন সেটাই হয়ে ছিলো তার কাফন।

٣٥٥٦ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ ابْنِ كَثِيْرِبْنِ دِيْنَارِ الْحِمْصِيِّ ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ ، عَنْ نُوْحِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ لَبِسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصُّوْفَ وَاحْتَذَى الْمَخْصُوْفَ وَلَبِسَ ثَوْبًا خَشِنًا خَشِنًا-

৩৫৫৬ ইয়াহইয়া ইব্ন উসমান ইব্ন সাঈদ ইব্ন কাসীর ইব্ন দীনার হিম্সী (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ পশমী কাপড় পরে দেন, ছেড়া জুতা পরেছেন এবং মোটা কাপড় ও পরেছেন।

٢. بَابُ مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ إِذَا لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيْدًا

অনুচ্ছেদ ঃ নতুন কাপড় পরার দু'আ

٣٥٥٧ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ ثَنَا أَصْبَغُ بْنُ زَيْدٍ ثَنَاأَبُوْالْعَلَاءِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ لَبِسَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ ثَوْبًا جَدِيْدًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي مَاأُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي ، وَاتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيْدًا ، فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي كَسَا فِي مَا

أُوَارِى بِهِ عَوْرَتِى وَاَتَجَمَّلُ بِهِ فِى جَلْوَتِى ثُمَّ عَمَدَ إِلَى الثَّوْبِ الَّذِى اَخْلَقَ أَوْ أَلْقِى ، فَتَصَدَّقَ بِهِ ، كَانَ فِى كَنَفِ اللّٰهِ وَفِى حَفِظَ اللّٰهُ وَفِى سِتْرِ اللّٰهِ حَيًّا وَمَيِّتًا قَالَهَا ثَلَاثًا-

৩৫৫৭ আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ উমামাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমার ইব্ন খাত্তাব (রা) নতুন কাপড় পরলেন, অতঃপর বলেন: الحمد لله الذى كسانى ما اوارى به عورتى واتجمل به فى حياتى সেই আল্লাহর প্রশংসা, যিনি আমাকে এমন বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন যা দিয়ে আমি আমার লজ্জাস্থান ঢাকতে পারি এবং যা দিয়ে আমি আমাকে সুসজ্জিত করতে পারি। অতঃপর তিনি বললেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, যে নতুন কাপড় পরে এই দু'আ পড়বে যে, الحمد الله الذى كسانى ما اوارى به عورتى واتجمل به فى جلونى আর পুরানো হয় গেলে তা রেখে সাদাকা করে দিবে, সে জীবদ্দশায় এবং মৃত অবস্থায় আল্লাহর ছত্রচ্ছায়ায় ও আল্লাহর হিফাযতে থাকবে। একথাটি তিনি তিনবার বললেন।

٣٥٥٨ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِىِّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَأَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَأَى عَلَى عُمَرَ قَمِيْصًا أَبْيَضُ فَقَالَ ثَوْبُكَ هٰذَا غَسِيْلٌ أَمْ جَدِيْدٌ ؟ قَالَ لَا بَلْ غَسِيْلٌ قَالَ لْبَسْ جَدِيْدًا ، وَعِشْ حَمِيْدًا ، وَمُتْ حَمِيْدًا-

৩৫৫৮ হোদায়ন ইব্ন মাহদী (র)...... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ উমারের গায়ে একটা সাদা জামা দেখতে পেয়ে বললেন: তোমার এ কাপড় ধোয়া না নতুন ? তিনি বললেন: না বরং ধোয়া। তখন তিনি বলেন: নতুন কাপড় পর, প্রশংসিত জীবন যাপন কর এবং শহীদ হয়ে মৃত্যুবরণ কর।

٣. بَابُ مَانُهِىَ عَنْهُ مِنَ اللِّبَاسِ

অনুচ্ছেদ ঃ যে সব পোষাক পরা নিষেধ

٣٥٥٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدُ اللَّيْثِىِّ عَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِى أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهى عَنْ لِبْسَتَيْنِ ، فَاَمَّا لِلْبِسْتَانِ فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَالْاِعْتِبَاءِ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَىْءٌ-

৩৫৫৯ আবূ বাকর (র)......আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ দুধরনের পোষাক পরতে নিষেধ করেছেন। একটি হলো এক বস্ত্র এমনভাবে শরীরে পেচানো যে, সতর খুলে যায়, দ্বিতীয়টি হলো শরীরে এমনভাবে কাপড় পেচানো যে কোন অংগ স্বাভাবিকভাবে সঞ্চালন করা যায় না।

٣٥٦٠. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُوأُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنُ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ لِبَسْتَيْنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالْاِحْتِبَاءُ فِى ثَوْبٍ وَّاحِدٍ وَأَنْتَ يُفْضِى فَرْجَكَ إِلَى السَّمَاءِ

৩৫৬০ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'ধরনের পোষাক পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। প্রতমত: এমনভাবে শরীরে লেপ্টে থাকা যে স্বাভাবিক অংগ সঞ্চালন সম্ভব হয় না । দ্বিতীয়ত: এমনভাবে পরা যে, লজ্জাস্থান প্রকাশ পায়।

٣٥٦١ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُوْ أُمَامَةَ عَنْ سَعْدِ ابْنِ سَعِيْدٍ : عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : نَهْى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ : اشْتِمَالِ الْصَمَّاءِ وَالْإِحْتِبَاءَ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَأَنْتَ مُفْضٍ فَرْجَكَ إِلَى السَّمَاءِ–

৪৫৬১ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা(রা).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'ধরনের পোষাক পরতে নিষেধ করেছেন। প্রথমত: اشتمال الصماء অর্থাৎ শরীরের সাথে কাপড় এমন ভাবে লেপ্টে পরা, যাতে শরীরের ভাজ দেখা যায়। দ্বিতীয়ত: احتباء অর্থাৎ এমনভাবে পড়া যাতে সতর খোলা থাকে।

٤. بَابُ لُبْسِ الصُّوْفِ

অনুচ্ছেদ ঃ পশমী পোষাক পরিধান করা

٣٥٦٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِى بُرْدَةَ ، عَنْ اَبِيْهِ ، قَالَ قَالَ لِى : يَا بُنَى لَوْشَهِدْ تَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَصَابَتَيْنِ السَّمَاءِ لَحَسِبْتَ أَنَّ رِيْحَنَا رِيْحَ الضَّأْنِ–

৩৫৬২ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ বুরদাহ (রা)-এর পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি আমাকে বললেন: হে প্রিয় বৎস! রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমানায় যখন বৃষ্টি হতো, তখন যদি তুমি আমাদের দেখতে, তাহলে ভাবতে আমাদের শরীরের গন্ধগুলি দুম্বার গন্ধের মত।

٤٥٦٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ ثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ ثَنَا الْأَحْوَصِ ابْنِ حَكِيْمٍ عَنْ خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ رُوْمِيَّةٌ مِنْ صُوْفٍ ضَيِّقَةِ الْأُكْمَتَيْنِ فَصَلَّى بِنَا فِيْهَا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ غَيْرُهَا -

৩৫৬৩ মুহাম্মাদ ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন কারামাহ (র)...... উবাদাহ ইব্‌ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে বেরিয়ে এলেন তখন তার গায়ে ছিল পশমের তৈরি সংকীর্ণ আস্তীন বিশিষ্ট রোমী জুব্বা। সেটা পরে তিনি আমাদের সালাত আদায় করলেন। সেটা ছাড়া আর কিছু তাঁর গায়ে ছিলে না।

٣٥٦٤ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِيِّ وَأَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، قَالاَ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٌ بْنُ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ السُّمْطِ حَدَّثَنِيْ الْوَضِيْنُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ مَحْفُوْظٍ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ سُلْمَانَ الْفَارَسِيِّ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَقَلَبُ جُبَّةً صُوْفٍ كَانَتْ عَلَيْهِ فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ-

৩৫৬৪ আব্বাস ইব্‌ন ওয়ালীদ দিমাশকী ও আহমাদ ইব্‌ন আযহার (র)...... সালমান ফারসী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ অযূ করলেন, তিনি জুব্বা পরা ছিলেন তা উল্টিয়ে তা দিয়ে মুখ মুছলেন।

٣٥٦٥ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا مُوْسَى بْنُ الْفَضْلِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامِ ابْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنُ مَالِكٍ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسِمُ غَنَمًا فِيْ اَذَانِهَا وَرَأَيْهُ مُتَّزِرًا بِكِسَاءٍ-

৩৫৬৫ সুওয়াইদ ইব্‌ন সাঈদ (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বকরীর কানে দাগ লাগাতে দেখেছি এবং তাকে একটি চাদর লুংগীর ন্যায় পরিধান রত দেখেছি।

٥. بَابُ الْبَيَاضِ مِنَ الثِّيَابِ

অনুচ্ছেদ ঃ সাদা পোষাক পরিধান করা

٣٥٦٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءِ الْمَكِّيُّ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ ثِيَابِكُمُ الْبَيْضِ فَالْبَسُوْهَا وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ-

৩৫৬৬ মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাব্বাহ (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের জন্য উত্তম পোষাক হলো সাদা পোষাক। সুতরাং সাদা কাপড় পর এবং তাতে তোমাদের মৃতদের কাফন দাও।

٣٥٦٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ سَمُرَةَ ابْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَلْبَسُوْا ثِيَابَ الْبَيَاضِ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ-"

৩৫৬৭ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)....... সামুরাহ ইব্‌ন জুনদাব (রা) থেকি বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সাদা পোষাক পরিধান করবে কেননা তা অধিক পবিত্র ও উত্তম।

٣٥٦٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانِ الْأَزْرَقِ ثَنَا عَبْدِ الْمَجِيْدُ بْنُ أَبِي دَاوُدُ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ صَفْوَنَ بْنُ عَمْرٍو عَنْ شُرَيْحِ بْنُ عُبَيْدِ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اَحْسَنَ مَازُرْتُمُ اللّٰهَ بِهِ فِيْ قُبُوْرِكُمْ وَمَسَاجِدِكُمْ الْبَيَاضِ-"

৩৫৬৮ মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাসসান আয্‌রাক (রা)...... আবুদ্দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের কবরে এবং তোমাদের মসজিদে আল্লাহর সাথে সাদা পোষাক সাক্ষাৎ করাই উত্তম।

٦. بَابُ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ অহংকার বশত: কাপড় ঝুলিয়ে দেওয়া

٣٥٦٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ مُحَمَّدٌ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ جَمِيْعًا عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ لَايَنْظُرُ اللّٰهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

৩৫৬৯ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)....... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি অহংকারবশত: কাপড় (টাখ্‌নুর নিচে) ঝুলিয়ে পরবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না।

৩৫৭٠. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ لَمْ يَنْظُرُ اللّٰهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَلَقِيْتُ ابْنُ عُمَرَ بِالْبَلَاطِ فَذَكَرْتَ لَهُ حَدِيْثُ أَبِى سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ ، وَاَشَارَ إِلَى أُذُنَيْهِ سَمِعَتْهُ أُذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِىْ-

৩৫৭০ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অহংকারবশত: লুংগী ঝুলিয়ে পরে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দিকে তাকাবেন না।

রাবী বলেন : আমি বালাত নামক স্থানে ইব্‌ন উমারের সাক্ষাত পেয়ে, নবী ﷺ থেকে আবূ সাঈদ (রা) বর্ণিত হাদীসটি তাঁর নিকট উল্লেখ করলাম, তখন তিনি তাঁর দুই কানের দিকে ইশারা করে বললেন: আমার কর্ণদ্বারা তা শ্রবণ করেছে এবং হৃদয় সংরক্ষণ করেছে।

৩৫৭١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : مَرَّ يَأْبِىْ هُرَيْرَةَ فَتًى مِنْ قُرَيْشٍ يَجُرُّ سَبَلَهُ فَقَالَ يَا بْنَ أَخِى اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ لَمْ يَنْظُرُ اللّٰهُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

৩৫৭১ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আবূ হুরায়রা (রা)-এর পাশ দিয়া এক কোরাইশ যুবক কাপড় ঝুলিয়ে যাচ্ছিলো। তখন তিনি বললেন, হে ভাতিজা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, যে অহংকারবশত: কাপড় ঝুলিয়ে পরে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না।

٧. بَابَ مَوْضِعِ الْإِزَارِ أَيْنَ هُوَ

অনুচ্ছেদ ঃ লুংগীর ঝুলের নিম্ন সীমা

৩৫৭٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُو الْحَوْصِ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ مُسْلِمِ ابْنِ نُذَيْرٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِأَسْفَلِ عَضَلَةِ سَاقِيَّ اَوْسَاقِهِ فَقَالَ هٰذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ فَإِنْ أُبَيْتَ فَاَسْفَلَ ، فَإِنَّ أُبَيْتَ فَاَسْفَلَ ، فَإِنَّ أُبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِى الْكَعْبَيْنِ"-

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنِي أَبُوْ إِسْحَاقَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ-"

৩৫৭২ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার গোছার কিংবা (রাবীর সন্দেহ) তাঁর গোছার পেশীর নিম্নংশ ধরে বললেন: এটা হলো লুংগীর সীমা। এটা তোমার অপছন্দ হলে, আরো নিচে নামতে পারো ; কিন্তু তাও যদি অপছন্দ হয় তবে (বলি শোনো) দু'টাখ্‌নুর হাড় ঢেকে লুংগী পরিধান করার কোন অবকাশ নেই।

আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)...... হুযায়ফা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৩৫৭৩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِيْ سَعِيْدٍ : هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا فِي الْاِزَارِ قَالَ : نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ لَاجُنَاحَ عَلَيْهِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ وَمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فِي النَّارِ يَقُوْلُ ثَلَاثًا لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا-

৩৫৭৩ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)...... আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ সাঈদ (রা) থেকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে লুংগী সম্পর্কে কিছু শুনেছেন? তিনি বললেন: হ্যাঁ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে মু'মিন ব্যক্তির লুংগীর সীমা হলো নলার অর্ধেক পর্যন্ত। সেখান থেকে টাখ্‌নুর মাঝের স্থান টুকুতে গোনাহ নেই, তবে টাখ্‌নুর নিচের ঢাকা অংশটুকু জাহান্নামে যাবে। এটা তিনি তিন বার বলেছেন। ঐ ব্যক্তির দিকে আল্লাহ ফিরে তাকাবেন না। যে অহংকার বশত: লুংগী ঝুলিয়ে পরে।

৩৫৭৪ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَنْبَأَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيْصَةَ ، عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاسُفْيَانَ بْنَ سَهْلٍ ! لَا تُسْبِلْ فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْبِلِيْنَ-"

৩৫৭৪ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... মুগীরা ইব্‌ন শোবা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হে সুফিয়ান ইব্‌ন সাহল! কাপড় ঝুলিয়ে পরো না: কেননা, আল্লাহ কাপড় ঝুলিয়ে পরিধান কারীদের পসন্দ করেন না।

٨. بَابُ لُبْسِ الْقَمِيْصِ

অনুচ্ছেদ ঃ জামা পরিধান করা

٣٥٧٥ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ثَنَا اَبُوْ تَمِيْلَةَ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ ابْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : لَمْ يَكُنْ ثَوْبٌ أَحَبَّ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْقَمِيْصِ–

৩৫৭৫ ইয়াকূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম দাওয়াকী (র)...... উম্মে সালামাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে জামার চেয়ে প্রিয় কোন পোষাক ছিল না।

٩. بَابُ طُوْلِ الْقَمِيْصِ كَمْ هُوَ ؟

অনুচ্ছেদ ঃ জামার দৈর্ঘ্যতা প্রসংগে

٣٥٧٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلَى عَنِ ابْنِ أَبِى رَوَّادٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الأَسْبَالُ فِى الْاِزَارِ وَالْقَمِيْصِ وَالْعِمَامَةِ مَنْ جَرَّ شَيْئًا خُيَلَاءِ لَمْ يَنْظرِ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ مَاأَغْرَبَهُ–

৩৫৭৬ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)........সালেমের পিতা সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, লুংগী, জামা, ও পাগড়ী ঝুলিয়ে পরা যেতে পারে। যে ব্যক্তি অহংকার বশত; কোন কিছু ঝুলিয়ে পরে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাঁর দিকে ফিরেও তাকাবেন না,

বারী আবূ বাকর (রা) বলেন হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে গরীব।

١٠. بَابُ كُمُّ الْقَمِيْصِ كَمْ يَكُوْنُ ؟

অনুচ্ছেদ ঃ জামার আস্তিনের দৈর্ঘতা

٣٥٧٧ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ الْأَوْدِىُّ ثَنَا أَبُوْ غَسَّانٍ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٌ ثَنَا أَبِىْ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَلْبِسُ قَمِيْصًا قَصِيْرَ الْيَدَيْنِ وَالطُّوْلِ –"

৩৫৭৭ আহ্‌মাদ ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন হাকীম আওদী ও সুফিয়ান ইব্‌ন ওয়াকী (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ছোট আস্তীন ও স্বল্প দৈর্ঘ সম্পন্ন জামা পরতেন।

١١. بَابُ حَلِّ الْاَزْرَارِ
অনুচ্ছেদ ঃ জামার বোতাম খোলা রাখা

٣٥٧٨ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا ابْنُ دُكَيْنٍ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُشَيْرٍ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ عَنْ أَبِيْهِ ، قَالَ : أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَبَايَعْتُهُ وَإِنْ زِرُّ قَمِيْصِهِ لَمُطْلَقٌ قَالَ عُرْوَةُ فَمَا رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ وَلاَ ابْنَهُ فِيْ شِتَاءٍ وَلاَ صَيْفٍ إِلاَّ مُطْلَقَةً أَزْرَارُهُمَا-

৩৫৭৮ আবূ বাকর (র)...... মুয়াবিয়া ইব্‌ন কুররা তাঁর পিতা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর কাছে বায়'আত হলাম, তখন তাঁর জামার বোতামগুলো খোলা ছিল।

রাবী ওরওয়ার বলেন: তাই আমি শীতে ও গরমে সর্বদা মু'আবিয়া ও তাঁর পুত্রকে জামার বোতাম খোলা অবস্থায় দেখেছি।

١٢. بَابُ لُبْسِ السَّرَاوِيْلُ
অনুচ্ছেদ ঃ পায়জামা পরিধান করা

٣٥٧٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْبَشَّارِ ثَنَا يَحْيٰى وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالُوْ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ سُوَيْدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ : أَتَانَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَسَاوَمَنَا سَرَاوِيْلَ-

৩৫৭৯ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)...... সুওয়াইদ ইব্‌ন কায়স (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদের এখানে এসে পায়জামা দর করে খরিদ করে ছিলেন।

١٣. بَابُ ذَيْلِ الْمَرْاَةِ كَمْ يَكُوْنُ ؟
অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীলোকের পোষাকের আঁচলের দৈর্ঘ্য

٣٥٨٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : سُئِلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَمْ تَجُرُّ الْمَرْاَةُ مِنْ ذَيْلِهَا ؟ قَالَ شِبْرًا قُلْتُ : اِذًا يَنْكَشِفُ عَنْهَا- قَالَ ذِرَاعٌ لاَ تَزِيْدُ عَلَيْهِ-

৩৫৮০ আবূ বাকর (র).....উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হলো: নারী তার পোষাকের আঁচল কি পরিমাণ ঝুলিয়ে পরতে পারে ? তিনি বললেন: এক বিঘত পরিমাণ। আমি বললাম: তাহলে তো তার (পো) নিরাবরন থাকবে। তিনি বললেন: তাহালে এক হাত এর চাইতে অধিক নয়।

٣٥٨١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنُ ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانُ ، عَنْ زَيْدِ الْعَمِّيْ عَنْ اَبِى الصَّدِيْقِ النَّاجِى عَنِ ابْنِ عُمَرٍ أَنَّ اَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ رُخِّصَ لَهُنَّ فِى النَّيْلِ ذِرَاعًا فَكُنْ يَأْتِيْنَا فَنَذْرَعُ لَهُنَّ بِالْقَصَبِ ذِرَاهًا-"

৩৫৮১ আবূ বাকর (র)......ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ সহধর্মীনিদের এক হাত লম্বা আঁচলের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। পরে নারীরা আমাদের কাছে আসতো, আর আমরা তাদেরকে কাঠি দ্বারা এক হাত পরিমাণ মেপে দিতাম।

٣٥٨٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنُ ثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِى الْمُهْرِمُ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْفَاطِمَةُ أَوْلأُمِّ سَلَمَةَ ذَيْلُكَ ذِرَاعُ-"

৩৫৮২ আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা(র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ফাতিমা কিংবা উম্মে সালামা (রা)-কে বলেছেন, তোমার আঁচল এক হাত পরিমাণ হবে।

٣٥٨٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانٍ ثَنَا عَبْدِ الْوَارِثِ ثَنَا حَيْبُ الْمُعَلَّمُ عَنْ أَبِى الْمَهْزَمِ ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِى ذَيُوْلِ النِّسَاءِ شِبْرًا فَقَالَتْ عَائِشَةُ : إِذَا تَخْرُجُ سُوْقُهُنَّ قَالَ فَذِرَاعٌ :

৩৫৮৩ আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়রা (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ নারীদের আঁচল সম্পর্কে এক বিঘত পরিমাণের কথা বলেছিলেন। আয়েশা (রা) বললেন: তাহলে তো তাদের পায়ের নলা বেরিয়ে যাবে। তিনি বললেন: তবে এক হাত পরিমাণ।

١٤. بَابُ الْعِمَامَةِ السُّوْدَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ কাল রংয়ের পাগড়ী

٣٥٨٤ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَسَاوُرٍ عَنْ جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنُ حَرِيْثٍ عَنْ أَبِيْهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَخْطِبُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةُ سَوْدَاءُ-

৩৫৮৪ হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র)...... আম্‌র ইব্‌ন হুরায়েস তাঁর পিতা (রা) থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন, নবী ﷺ কে আমি কাল পাগড়ী ধারন করা অবস্থায় খুত্‌বা দিতে দেখেছি।

٣٥٨٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ-

৩৫৮৫ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ কাল পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করেন।

٣٥٨٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدَ اللّٰهِ اَنْبَأَنَا مُوْسٰى بْنُ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحَ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ-

৩৫৮৬ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন কাল পাগড়ী পরিহিত অবস্থ্যা (মক্কায়) প্রবেশ করেন।

١٥. بَابُ اِرْخَاءِ الْعِمَامَةِ بَيْنَ الْكِتَفَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ দুই কাঁধের মাঝে পাগড়ীর লেজ ঝুলানো

٣٥٨٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ مُسَاوِرٍ حَدَّثَنِىْ جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنُ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كَأَنِّىْ أَنْظُرُ إِلٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخٰى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ-

৩৫৮৭ আবূ বাকর ইব্‌ন শায়বা (র)...... আম্‌র ইব্‌ন হোরায়েস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ কে দেখছি যে, তাঁর মাথায় কাল পাগড়ী রয়েছে; আর তার দুই প্রান্ত স্কন্ধদ্বয়ের মাঝে ঝুলিয়ে দিয়েছেন।

١٦. بَابُ كَرَاهِيَةِ لُبْسِ الْحَرِيْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ রেশমী বস্ত্র পরিধানের নিষিদ্ধতা

٣٥٨٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِى الْأٰخِرَةِ-

৩৫৮৮ আবূ বাকর ইব্‌ন শায়বা (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দুনিয়াতে যে ব্যক্তিক রেশমী বস্ত্র পরিধান করে, আখিরাতে সে তা পরিধান করতে পারবে না।

٣٥٨٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ اَشْعَثَ بْنِ اَبِى الشَّعْثَاءِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الدِّيْبَاجِ وَالْحَرِيْرِ وَالْاِسْتَبْرَقِ-"

৩৫৮৯ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)......বারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দীবাজ, হারীর ও ইসতাবরাক জাতীয় রেশমী বস্ত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

٣٥٩٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى لَيْلَى عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالذَّهَبِ : وَقَالَ هُوَ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا وَلَنَا فِى الْاٰخِرَةِ-"

৩৫৯০ আবূ বাকর ইব্‌ন শায়বা (র)...... হুযায়ফা (রা)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রেশমী বস্ত্র ও স্বর্ণ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন: সেটা দুনিয়াতে তাদের জন্য আর আখিরাতে আমাদের জন্য।

٣٥٩١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ : ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ اَخْبَرَهُ : اَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ رَاٰى حُلَّةً سِيَرَاءَ مِنْ حَرِيْرٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ! لَوْ ابْتَعْتَ هٰذِهِ الْحُلَّةَ لِلْوَفْدِ : وَالْيَوْمِ الْجُمُعَةِ : فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا يَلْبَسُ هٰذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِى الْاٰخِرَةِ -"

৩৫৯১ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বাজারে এক সেট রেশমী পোষাক দেখে বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! প্রতিনিধি দলকে সাক্ষাত দান কালে এবং জুমু'আর দিনে ব্যবহারের জন্য এটা যদি আপনি কিনতেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এটা তারাই পরবে, যাদের আখিরাতে কোন অংশ নেই।

١٧. بَابُ مَنْ رُخِّصَ لَهُ فِى لُبْسِ الْحَرِيْرِ

অনুচ্ছেদ : যাদের যাদের রেশমী বস্ত্র পরার অনুমতি দেয়া হয়েছিল

٣٥٩٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ثَنَا سَعِيْدُ بْنَ اَبِى عُرْوَبَةَ عَنْ قَتَادَةَ اَنَّ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ نَبَّاَهُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَخَّصَ لِلزُّبَيْرِ

بْنُ الْعَوَّامِ وَلِعَبْدُ الرَّحْمٰنُ بْنُ عَوْفٍ فِيْ قَمِيْصَيْنَ مِنْ حَرِيْرٍ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِمَا حِكَّةٍ-"

৩৫৯২ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুবাইর ইব্‌ন আওয়াম ও আবদুর রহমান ইব্‌ন আওয়ামকে রেশমী জামা পরার অনুমতি দিয়েছিলেন; কেননা, তাদের খুজলির কষ্ট ছিলো।

١٨. بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ

অনুচ্ছেদ ঃ চিহ্ন রূপে (রেশমী) কাপড়ের টুকরা লাগানোর অনুমতি

٣٥٩٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ اِلاَّ مَا كَانَ هٰكَذَا : ثُمَّ اِشَارَ بِاَصْبَعِهِ : ثُمَّ الثَّانِيَةِ ثُمَّ الثَّالِثَةُ : ثُمَّ الرَّابِعَةُ فَقَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْهَانَا عَنْهُ-"

৩৫৯৩ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)- উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রেশমী ও রেশম মিশ্রিত বস্ত্র আংগুল এরপর দ্বিতীয়টি এরপর তৃতীয়টি এরপর চতুর্থটি দিয়ে ইশারা করলেন। এবং বললেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে (এর অধিক) থেকে নিষেধ করতেন।

٣٥٩٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ : ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مُغِيْرَةَ بْنُ زِيَادٍ عَنْ اَبِيْ عُمَرَ مَوْلَى اَسْمَاءَ : قَالَ رَاَيْتُ ابْنُ عُمَرَ اشْتَرَى عِمَامَةَ لَهَا عَلَمٌ فَدَعَا بِالْجَلَمِيْنَ فَقَصَّهُ فَدَخَلْتُ عَلَى اَسْمَاءِ فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لَهَا : فَقَالَتْ بُؤْسًا لِعَبْدِ اللّٰهِ ! يَا جَارِيَةُ : هَاتِيْ جُبَّةُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَ بِجُبَّةٍ مَكْفُوْفَةِ الْكُمَّيْنِ وَالْفُرَجَيْنِ بِالدِّيْبَاجِ-"

৩৫৯৪ আবূ বাকর ইব্‌ন ইবূ শায়বা (র)...... আসমা (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম আবূ উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন উমারকে দেখতে পেলাম, তিনি রেশমী বস্ত্রের প্রান্ত যুক্তি একটি পাগড়ী খরিদ করলেন, অতঃপর কাঁচি আনিয়ে তা কেটে ফেললেন, আমি আসমার কাছে গিয়ে বিষয়টি তাঁকে বললাম। তিনি বললেন: হে বান্দী ! আবদুল্লাহর জন্য আশ্চর্য! রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জুববাটা নিয়ে এসো। সে জুব্বাটি আনলো। দেখি; দুই আস্তিন কল্লি ও গলায় রেশমের ফিতা লাগানো আছে।

١٩. بَابُ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের জন্য রেশমী বস্ত্র ও স্বর্ণ পরিধান

٣٥٩٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ يَزِيْدُ بْنُ اَبِى حَبِيبَ عَنْ عَبْدُ الْعَزِيْزُ بْنُ اَبِى الصَّعْبَةِ عَنْ اَبِى الْاَفْلَحَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ زُرَيْرٍ الْغَافِقِيُّ سَمِعْتُه يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَلِيُّ بْنُ اَبِى طَالِبٍ يَقُوْلُ : اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَرِيْرًا بِشِمَالِه وَذَهَبًا بِيَمِيْنِه ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ فَقَالَ : اِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُوْرٍ اُمَّتِى حِلٌّ لِاُنَاثِهِمْ-"

৩৫৯৫ আবূ বাকর (র)...... আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বা হাতে রেশমী বস্ত্রএবং ডান হাতে স্বর্ণ নিলেন, অতঃপর সেগুলো সহ দু'হাত উর্ধে তুলে বললেন: আমার উম্মাতের পুরুষদের জন্য এ দু'টি হারাম এবং তাদের মহিলাদের জন্য হালাল।

٣٥٩٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ اَبِىْ فَاخِتَةَ حَدَّثَنِىْ هُرَيْرَةَ بْنِ يَرِيْمَ عَنْ عَلِيٍّ : اَنَّهُ اُهْدِى لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حُلَّةٌ مُكَفُوْفَةٌ بِحَرِيْرٍ اِمَّا سَدَاهَا وَاِمَّا لَحْمَتُهَا : فَاَرْسَلَ بِهِمَا اِلَىَّ : فَاَتَيْتَهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! مَا اَصْنَعُ بِهِمَا ؟ اَلْبَسُهَا ؟ قَالَ لاَ وَلَكِنْ اَجْعَلُهَا خُمُرًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ -"

৩৫৯৬ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)......আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে,রাসূলুল্লাহ ﷺ কে রেশমী প্রান্ত বিশিষ্ট একসেট পোষাক হাদিয়া দেওয়া হলো। হয় তার ডানা রেশমী সুতার ছিলো কিংবা পড়েন। তিনি, সেটা আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন, আমি তাঁর নিকট এসে বললাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা দিয়ে আমি কি করবো? আমি কি এটা পরবো? তিনি বললেন: না, তবে ফাতেমাদের উড়না বানিয়ে দাও। (নবী কন্যা- ফাতিমা, আলী জননী ফাতিমা, ও হামযা কন্যা ফাতিমা)।

٣٥٩٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الْاَفْرِيْقِيِّ عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَفِى اِحْدَى يَدَيْهِ ثَوْبٌ مِنْ حَرِيْرٍ : وَفِى الْاُخْرَى ذَهَبَ فَقَالَ : اِنَّ هَذَيْنِ مُحَرَّمٌ عَلَى ذُكُوْرِ اُمَّتِى حِلٌّ لِاُنَاثِهِمْ-"

৩৫৯৭ আবু বাকর (র)...... আবদুল্লাহ উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে বিড়িয়ে এলেন, তখন তার এক হাতে ছিল রেশমী বস্ত্র এবং অপর হাতে সোনা। তিনি বললেন: এ দু'টি আমার উম্মাতের পুরুষদের জন্য হারাম, তাদের মহিলাদের জন্য হালাল।

٣٥٩٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنَسٍ قَالَ : رَاَيْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَمِيْصَ حَرِيْرٍ سِيَرَاءَ-

৩৪৯৮ আবূ বাকর (র)......আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কন্য যায়নাবের পরিধানে কাপড়ের জামা দেখেছি।

٢٠. بَابُ لُبْسِ الْاَحْمَرِ لِلرِّجَالِ

অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষের লাল রংয়ের কাপড় ব্যবহার

٣٥٩٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْقَاضِيِّ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ : عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ مَا رَاَيْتُ اَجْمَلَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُتَرَجِّلاً فِيْ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ -"

৩৫৯৯ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... বারা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, লাল পোষাকে ও পরিপাটি চুলে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চাইতে অধিক সুন্দর আর কাউকে আমি দেখেনি।

٣٦٠٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ بَرَّادِبْنِ يُوْسُفَ بْنِ اَبِيْ بَرْدَةَ ابْنِ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحَبَّابِ ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ قَاضِيَ مَرْوَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ فَاَقْبَلَ حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ عَلَيْهِمَا قَمِيْصَا اَحْمَرَانِ يَعْثُرَانِ وَيَقُوْمَانِ : فَنَزَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَاَخَذَهُمَا فَوَضَعَهُمَا فِيْ حَجْرِهِ فَقَالَ صَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ رَاَيْتُ هٰذَيْنِ فَلَمْ اَصْبِرْ ثُمَّ اَخَذَ فِيْ خُطْبَتِهِ-"

৩৬০০ আবূ আমির আবদুল্লাহ ইব্‌ন বাররাদ ইব্‌ন ইউসুফ ইব্‌ন আবূ বারদাহ ইব্‌ন আবু মূসা আশ'আরী (র)...... আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন। আমি দেখতে পেলাম রাসূলুল্লাহ ﷺ খুত্‌বা দিচ্ছেন এমন সময় হাসান ও হোসায়ন (রা) দু'টি লাল জামা গায়ে তাড়াহুড়া করে এসে দাঁড়ালেন, তখন নবী ﷺ নেমে এসে তাদের উভয়কে ধরে তাঁর কোলে বসালেন এবং বললেন: আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন; اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ "তোমাদের সম্পদও সন্তান সন্ততি নিছক পরীক্ষা", এ দু'জনকে দেখে আমি ধৈর্য ধরতে পারলাম না। অতঃপর তিনি তাঁর খুৎবায় ফিরে গেলেন।

٢١. بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمُعَصْفَرِ لِلرِّجَالِ

অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষদের জন্য কুসুম রংয়ে রঞ্জিত বস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ

٣٦٠١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ يَزِيْدُ بْنُ اَبِى زِيَادُ عَنِ الْحَسَنُ بْنُ سُهَيْلٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُفَدَّمِ-"

قَالَ يَزِيْدُ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ : مَا الْمُفَدَّمِ ؟ قَالَ : الْمُشْبَعُ بِالْعُصْفُرِ-"

৩৬০১ আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (র)...... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'মুফাদ্দাম' পরতে নিষেধ করেছেন। রাবী ইয়াযীদ বলেন; হাসানকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম : 'মুফাদদাম' কি? তিনি বললেন, কুসুম রং-এ রঞ্জিত বস্ত্র।

٣٦٠٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٌ : عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ حُنَيْنٍ : قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًا : يَقُوْلُ : نَهَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلاَ اَقُوْلُ : نَهَاكُمْ عَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ-"

৩৬০২ আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... আবদুল্লাহ ইব্ন হুনাইন (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আলী (রা) কে বলতে শুনেছি রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে কুসুম রংয়ে রঞ্জিত কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন।

٣٦٠٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ ثَنَا عِيْسَى ابْنِ يُوْنُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ عَنْ عَمْرُو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ اَقْبَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ ثَنِيَّةِ اَذَاخِرَ فَالْتَفْتُ اِلَىَّ وَعَلَىَّ رَيْطَةِ مُضَرَّجَةٍ بِالْعُصْفُرِ فَقَالَ ! مَاهٰذِهِ ؟ فَعَرَفْتَ مَا كَرِهِ فَاَتَيْتُ اَهْلِىْ وَهُمْ يَسْجُرُوْنَ تَنُوْرُهُمْ فَقَذَفْتُهَا فِيْهِ ثُمَّ اَتَيْتُهُ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ يَاعَبْدَ اللّٰهِ ! مَا فَعَلْتَ الرَّيْطَةُ ؟ فَاَخْبَرْتُهُ : فَقَالَ : اَلاَ كَسَوْتَهَا بَعْضَ اَهْلِكَ ! فَاِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذٰلِكَ لِلنِّسَاءِ !

৩৬০৩ আবূ বাকর (র)...... আমর ইব্ন শু'আইব (র)-এর দাদা সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সানিয়া আযাখির নামক স্থান থেকে আসছিলেন। এ সময় তিনি আমার দিকে তাকালেন, আমার পরনে তখন কুসুম রংয়ে রঞ্জিত এই তহবন্দ ছিল। তিনি বললেন: এটা কি? আমি তাঁর অপসন্দ অনুভব করলাম। অতঃপর আমি আমার পরিবার পরিজনের কাছে এলাম, আর তখন তারা রং-এর চুলা ধরছিল। আমি তাঁর নিকট হাযির হলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: হে আবদুল্লাহ! তহবন্দটা কি

করেছ? তখন আমি ঘটনা টা তাঁকে জানালাম। তিনি বললেন ঃ তোমার পরিবারের কোন মেয়েকে কেন দিলে না। কেননা নারীদের এতে কোন অসুবিধা নেই।

٢٢. بَابُ الصُّفْرَةِ لِلرِّجَالِ

অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষদের হলুদ রংয়ের কাপড় পরিধান করা

৩৬০৪. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ اَبِى لَيْلَى عَنْ مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ شُرَحِيلُ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ اَتَانَا النَّبِىُّ ﷺ فَوَضَعْنَا لَهُ مَاءً يَتَبَرَّدُ بِهِ : فَاغْتَسِلَ ثُمَّ اَتَيْتَهُ بِمِلْحَفَةٍ صَفْرَاءَ فَرَاَيْتُ اَثَرَ الْوَرْسِ عَلَى عُكْنِهِ-"

৩৬০৪ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)...... কায়দ ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদের নিকট আসেন, তখন আমরা তাঁর জন্য পানি রাখি, যাতে তিনি (গোসল করে) ঠান্ডা হতে পারেন। তিনি গোসল করলেন, এরপর আমি তার জন্য হলুদ রংয়ের একটি চাদর নিয়ে এলাম, তাঁর পিঠে আমি হলুদ দাগ দেখতে পেয়েছিলাম।

٢٣. بَابُ الْبَسْ مَا شِئْتَ مَا اَخْطَاكَ سَرَفٌ اَوْ مَخِيلَةٌ

অনুচ্ছেদ ঃ অপচয় বা অহংকার পরিহার করে যা ইচ্ছা তাই পর

৩৬০৫. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنْبَانَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَمْرِو بْنُ شُعَيْبُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ : قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَتَصَدَّقُوْا وَالْبَسُوْا : مَالَمْ يُخَالِطْهُ اِسْرَافٌ اَوْ مَخِيلَةٌ-

৩৬০৫ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আমর ইব্‌ন শু'আয়ের (রা)-এর দাদা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ পানাহার কর, সাদাকাহ কর এবং পরিধান কর যতক্ষণ না তাতে অপচয় বা অহংকারের সংযোগ না ঘটে।

٢٤. بَابُ مَنْ لَبِسَ شُهْرَةً مِنَ الثِّيَابِ

অনুচ্ছেদ ঃ খ্যাতির উদ্দেশ্যে পোষাক পরিধান

৩৬০৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيَّانِ : قَالَا ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنْبَانَا شَرِيْكٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى زُرْعَةَ عَنْ مُهَاجِرٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ اَلْبَسَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبٌ مُذِلَّةً-

৩৬০৬ মুহাম্মাদ ইব্ন আবদা ওয়াসেতী ও মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল মালিক ওয়াসেতী (র)...... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি খ্যাতির উদ্দেশ্যে পোষাক পরবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে অসন্মানের পোষাক পরাবেন।

٣٦٠٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى الشَّوَارِبِ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عُثْمَانَ : بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِى الدُّنْيَا اَلْبَسَهُ اللّٰهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ اَلْهَبَ فِيْهِ نَارًا-"

৩৬০৭ মুহাম্মাদ ইব্ান আবদুল মালিক ইব্ন আবূ শাওয়ারিব (র)...... আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে খ্যাতির উদ্দেশ্যে পোষাক পরবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে অসন্মানের পোষাক পরাবেন, অতঃপর তাতে আগুন ধরিয়ে দিবেন।

٣٦٠٨ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيْدَ الْبَحْرَانِىْ ثَنَا وَكِيْعٌ بْنُ مُحْرِزٍ النَّاجِىْ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ جَهْمٍ عَنْ زِرِّبْنِ حُبَيْشٍ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ اَعْرَضَ اللّٰهُ عَنْهُ حَتّٰى يَضَعَهُ مَتٰى وَضَعَهُ-"

৩৬০৮ আব্বাস ইব্ন ইয়াযীদ বাহরানী (র)........ আবু যার (রা) সূত্র নবী ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, যে ব্যক্তি খ্যাতির উদ্দেশ্যে পোষাক পরে, সেটা খুলে না রাখা পর্যন্ত আল্লাহ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখেন।

٢٥. بَابُ لُبْسِ جُلُوْدِ الْمَيْتَةِ اِذَا دُبِغَتْ

অনুচ্ছেদ ঃ মৃত পশুর চামড়া শোধন করে ব্যবহার করা

٣٦٠٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا حُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنُ بْنِ وَعْلَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَيُّمَا اِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهَرَ-"

৩৬০৯ আবু বকর (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে কোন চামড়া শোধন করে নিলেই তা পবিত্র হয়ে যায়।

٣٦١٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىْ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ اَنَّ شَاةً لِمَوْلَاةٍ مَيْمُوْنَةٍ مَرَّبِهَا يَعْنِىْ النَّبِىَّ

ﷺ قَدْ أُعْطِيقُهَا مِنَ الصَّدَقَةِ مَيْتَةً فَقَالَ هَلاَّ أَخَذُوْا أَهَابِهَا فَدَبَغُوْهُ فَانْتَفَعُوْا بِهِ فَقَالُوْ ! يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! اِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ : اِنَّمَا حَرَّمَ أَكْلُهَا-"

৩৬১০ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... মামুনাহ (রা)থেকে বর্ণিত যে, তাঁর আযাদকৃত দাসীর একটি মৃত বক্‌রীর পাশ দিয়ে নবী ﷺ যাচ্ছিলেন, বক্‌রীটা তাকে সাদাকার মাল থেকে দেয়া হয়েছিলো। তিনি বললেন: এরা এর চামড়া কেন নিলো না, তারা এটা শোধন করে উপকৃত হতে পারতো? তারা (সংগীরা) বললো; ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটাতো মৃত। তিনি বললেন: মৃত তো খাওয়া হারাম।

٣٦١١ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنِ أَبِىْ شَيْبَةَ عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ كَانَ لِبَعْضِ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِيْنَ شَاةً فَمَاتَتْ فَمَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْهَا فَقَالَ مَا ضَرَّ أَهْلَ هٰذِهِ لَوِ انْتَفَعُوْا بِاِهَابِهَا ؟

৩৬১১ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... সালমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মুল মু'মিনীনদের কারো একটি বক্‌রী ছিল, সেটা মরে গেল, রাসূলুল্লাহ ﷺ সেটার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন: এই বক্‌রীর মালিকরা তার চামড়াটা কাজে লাগালে তাদের কি কোন ক্ষতি হতো?

٣٦١٢ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنِ أَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ مُخْلَدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ يَزِيْدُ بْنُ قُسَيْطٍ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يَسْتَمْتِعَ بِجُلُوْدِ الْمَيْتَةِ اِذَا دُبِغَتْ

৩৬১২ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা(র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃতপশুর চামড়া শোধন করে তা দিয়ে উপকৃত হতে নির্দেশ দিয়েছেন।

٢٦. بَابُ مَنْ قَالَ لاَ يَنْتَفِعُ مِنَ الْمَيْتَةِ بِاِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ

অনুচ্ছেদ ঃ মৃত পশুর চামড়া ও রগ পেশী দ্বারা উপকৃত না হতে বলা

٣٦١٣ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ : ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنِ أَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ كُلُّهُمْ عَنِ الْحَكَمِ : عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِىْ لَيْلَى : عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عُكَيْمٍ : قَالَ أَتَانَا كِتَابُ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ لاَ تَنْتَفِعُوْا مِنَ الْمَيْتَةِ بِاِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ-"

৩৬১৩ আবূ বাকর (র)...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন উকায়েম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমাদের নিকট নবী ﷺ থেকে এই মর্মে নির্দেশ এলো যে, মৃতপশুর চামড়া বা পেশী দ্বারা উপকৃত হয়ো না।

٢٧. بَابُ صِفَةِ النِّعَالِ

অনুচ্ছেদ ঃ 'না'লায়ন শরীফের' বিবরণ

٣٦١٤ حَدَّثَنَا عَلِيّ بْنِ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ : كَانَ لِنَعْلِ النَّبِيِّ ﷺ قِبَالاَنِ مَثْنِيٌّ شِرَاكُهُمَا-"

৩৬১৪ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)........ আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী ﷺ -এর 'না'লায়ন শরীফের' সামনের দিকে দু'টি ফিতা ছিল।

٣٦١٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنُ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ لِنَعْلِ النَّبِيِّ ﷺ قِبَالاَنِ-

৩৬১৫ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী ﷺ -এর না'লায়েন শরীফের দু'টি ফিতা ছিল।

٢٨. بَابُ لُبْسِ النِّعَالِ وَخَلْعِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ জুতা পরা ও খোলা প্রসংগে

٣٦١٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ : قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا انْتَعَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى وَاِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَا بِالْيُسْرَى-"

৩৬১৬ আবূ বাকর (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমদের কেউ যখন জুতা পরে তখন যেন ডান পা থেকে শুরু করে এবং যখন খোলে তখন বাম পা থেকে যেন করে।

٢٩. بَابُ الْمَشْيِ فِى النَّعَالِ الْوَاحِدِ

অনুচ্ছেদ ঃ একপায়ে জুতা পরে চলা

٣٦١٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ اَبِى سَعِيْدٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْشِى اَحَدُكُمْ فِى نَعْلٍ وَاحِدٍ وَلاَ خُفٍّ وَاحِدٍ لِيَدْخُلْهُمَا جَمِيْعًا اَوْ لِيَمْشِ فِيهِمَا جَمِيْعًا-"

৩৬১৭ আবূ বাকর (র)....... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন এক পায়ে জুতা পরে বা এক পায়ে মোজা পরে না চলে।

٣٠. بَابُ الْانْتِعَالِ قَائِمًا

অনুচ্ছেদ ঃ দাঁড়িয়ে জুতা পরা

٣٦١٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا -"

৩৬১৮ আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ লোকদের দাঁড়িয়ে জুতা পরতে নিষেধ করেছেন।

٣٦١٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى النَّبِيِّ ﷺ اَنْ يَنْتَعِلُ الرَّجُلُ قَائِمًا-"

৩৬১৯ আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র)...... ইব্ন উমার (রা) থেকে তিনি বলেন,নবী ﷺ লোকদের দাঁড়িয়ে জুতা পরতে নিষেধ করেছেন।

٣١. بَابُ الْخِفَافِ السُّوْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ কালো মোজা পরিধান করা

٣٦٢٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا دَلْهَمُ بْنُ صَالِحِ الْكِنْدِىْ عَنْ حُجَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْكِنْدِىْ عَنْ اَبِىْ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّجَاشِىِ اَهْدَىَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خُفَّيْنِ سَاذَجَيْنِ اَسْوَدَيْنِ فَلَبِسَهُمَا-"

৩৬২০ আবূ বকর (র)...... বোরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নাজ্জাশী রাসূলুল্লাহ ﷺ কে মিশমিশে কালো রংয়ের দু'টি মোজা হাদীয়া স্বরূপ দিয়ে ছিলেন। এবং তিনি তা পরিধান করেছিলেন।

٣٢. بَابُ الْخِضَابِ بِالْحِنَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ মেহদীর খেযাব প্রসংগে

٣٦٢١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ اَبَا سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنُ يَسَارٍ يُخْبِرَانِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَبْلُغَ بِهِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى لاَ يَصْبُغُوْنَ فَخَالِفُوْهُمْ-"

৩৬২১ আবূ বাকর (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ ইয়াহুদী ও নাসারারা খেযাব ব্যবহার করে না, সুতরাং তোমরা তাদের বিপরীত কর।

٣٦٢٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا عَبْدُاللّٰهِ ابْنِ اِدْرِيْسَ عَنِ الاَجْلَحِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ الدَّيْلَمِىِّ عَنْ اَبِى ذَرٍّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّآءَ وَالْكَتَمِ"-

৩৬২২ আবূ বাকর (র)...... আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে সব জিনিস দিয়ে তোমরা বার্ধক্য ঢাকতে পার, তার মাঝে মেহদীও নীল হলো সর্বোত্তম।

٣٦٢٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا سَلاَمُ بْنُ اَبِى مُطِيْعٍ عَنْ عُثْمَانُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى اُمِّ سَلَمَةَ قَالَ فَاَخْرَجَتْ اِلَىَّ شَعْرًا مِنْ شَعْرِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَخْضُوْبًا بِالْحِنَّآءِ وَالْكَتَمِ"-

৩৬২৩ আবূ বাকর (র)...... উসমান ইব্‌ন মাওহাব (র) তিনি বলেন, (একদা) আমি উম্মে সালামা (রা) এর কাছে গেলাম : রাবী বলেন : তখন তিনি আমার সামনে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চুলগুলির একটি চুল বের করলেন, যা মেহেদী ও নীল পাতা দ্বারা রঞ্জিত ছিল।

٣٣. بَابُ الْخِضَابِ بِالسَّوَادِ

অনুচ্ছেদ ঃ কালো খেজাব ব্যবহার করা

٣٦٢٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلَ بْنُ عَلِيَّةٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جِئَ بِاَبِى قُحَافَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَكَانَ رَاْسَهُ ثَغَامَةٌ : فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذْهَبُوْا بِهِ اِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَلْتُغَيِّرْهُ وَجَنِّبُوْهُ السَّوَادَ"-

৩৬২৪ আবূ বাকর ইবন আবূ শায়রা (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন আবূ কোহাফাকে নবী ﷺ -এর নিকট আনা হলো এবং তার মাথার চুল ছিল ধবধবে সাদা। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমরা তাকে তার কোন এক স্ত্রীর কাছে নিয়ে যাও, সে যেন তার (চুলের) পরিবর্তন করে দেয়, তবে এতে কালো রং পরিহার করবে।

٣٦٢٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ الصَّيْرَفِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ فِرَاسٍ ثَنَا عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ ابْنِ زَكَرِيَّا الرَّاسِيْ ثَنَا دَفَّاعُ بْنُ دَغْفَلٍ السَّدُوْسِيُّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ صُهَيْبِ الْخَيْرِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَحْسَنَ مَا اخْتَضَبْتُمْ بِهٖ لِهٰذَا السَّوَادُ : اَرْغَبُ لِنِسَائِكُمْ فِيْكُمْ وَاَهْيَبُ لَكُمْ فِىْ صُدُوْرِ عَدُوِّكُمْ-"

৩৬২৫ আবূ হুরায়রা ছায়রাফীও মুহাম্মাদ ইব্ন ফিরাস (র)...... সুহায়েব খায়ের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা যা দিয়ে খেযাব কর, তার মধ্যে এই কালো রংটাই সর্বোত্তম। কেননা এতে তোমাদের নারীরা তোমাদের প্রতি অধিক আকৃষ্ট হয় এবং তোমাদের শত্রুদের মনে তোমাদের প্রতি অধিক ভীতি সৃষ্টি হয়।

٣٤. بَابُ الْخِضَابِ بِالصُّفْرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ হলুদ রংয়ের খেযাব

٣٦٢٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ : ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ سَعِيْدٍ أَنْ عُبَيْدُ بْنُ جُرَيْجٍ سَاَلَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُكَ تَصْفِرُ لِحَيَّتِكَ بِالْوَرْسِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ اَمَّا تَصْفِيْرِىْ لَحْيَتِىْ فَاِنِّىْ رَاَيْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ-"

৩৬২৬ আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা ও উবায়েদ ইব্ন জোরায়জ (র)...... ইব্ন উমর (রা) কে এই মর্মে জিজ্ঞেস করলেন যে, আপনাকে তো জাফরান রং দিয়ে দাঁড়ি রঞ্জিত করতে দেখছি ? তখন ইব্ন উমার (রা) বললেন ঃ আমার দাঁড়ি হলুদ রং এ রঞ্জিত করার কারণে এই যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে তাঁর দাড়ি হলুদ রংয়ের রঞ্জিত দেখেছি।

٣٦٢٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا اِسْحَاقُ ابْنُ مَنْصُوْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ بْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى رَجُلٍ قَدْ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ فَقَالَ مَا اَحْسَنَ هٰذَا ثُمَّ مَرَّبِآخَرَ قَدْ خَضِبَ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ فَقَالَ هٰذَا اَحْسَنَ مِنْ هٰذَا ثُمَّ مَرَّ بِآخَرَ قَدْ خَضَبَ بِالصُّفْرَةِ فَقَالَ هٰذَا اَحْسَنَ مِنْ هٰذَا كُلِّهِ- قَالَ وَكَانَ طَاوُسٍ يُصَفِّرُ-"

৩৬২৭ আবূ বাকর (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ; (একদা) মেহ্দীর খেযাব গ্রহণকারী এক লোকের নিকট যাওয়ার সময় নবী ﷺ বললেন ঃ এটা কতই না উত্তম ! অতঃপর তিনি অন্য একজন মেহ্দী ও নীল পাতার খেতাব গ্রহণকারী লোকের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন ঃ এটা ওটার চেয়ে উত্তম। এরপর তিনি অন্য একজন হলুদ খেযাব গ্রহণকারীর নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন ঃ এটা ঐ সবের চেয়ে উত্তম।

রাবী বলেন, তাউস (র) হলুদ খেযাব ব্যবহার করতেন।

٣٥. بَابُ مَنْ تَرَكَ الْخِضَابَ

অনুচ্ছেদ ঃ খেযাব বর্জন করা

٣٦٢٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا اَبُوْ دَاوُدُ ثَنَا وُهَيْرٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ هٰذِهِ مِنْهُ بَيْضَاءِ يَعْنِى عَنْفَقَتَهُ.

৩৬২৮ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)........ আবূ জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এ অংশটা অর্থাৎ তাঁর থুতনির নিচে এবং উপরের কিছু চুল সাদা দেখেছি।

٣٦٢٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الْمُثَنَّى ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَرِثِ وَابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سُئِلَ اَنَسَ بْنُ مَالِكٍ اَخْضَبُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَنَّهُ لَمْ يَرَ مِنَ الشَّيْبِ اِلاَّ نَحْوَ سَبْعَةَ عَشَرَ اَوْ عَشْرِيْنَ شَعْرَةٍ فِىْ مُقَدَّمِ لِحْيَتِهِ-"

৩৬২৯ মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না (র)...... হুযায়দ (র) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আনাস ইব্ন মালিক (রা) কে জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি খেযাব গ্রহণ করেছেন ? তিনি বললেন ঃ তিনি তো তাঁর দাঁড়ীর সন্মুখভাগে সতের কিম্বা বিশটিতে শুধু দেখেছেন।

٣٦٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنُ الْوَلِيْدِ الْكِنْدِىُّ ثَنَا يَحْيَى بْنِ آدَمَ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ شَيْبُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَحْوَ عِشْرِيْنَ شَعْرَةً-"

৩৬৩০ মুহাম্মদ ইব্ন উমার ইব্ন ওয়ালীদ কিন্দী (র) ...... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বার্ধক্য বলতে ছিল বিশটার মত মুবারক চুল।

٣٦. بَابُ اِتِّخَاذِ الْجُمَّةِ وَالذَّوَائِبِ

অনুচ্ছেদ : বাবরী রাখা ও ঝুঁটি বাঁধা প্রসংগে

٣٦٣١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ اَبِى نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَقَالَ قَالَتْ اُمُّ هَانِىْءٍ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَكَّةَ وَلَهُ اَرْبَعَ غَدَاءِرَ تَعْنِى ضَفَائِرَ-

৩৬৩১ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)....... উম্মে হানী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় প্রবেশ করলেন, এসময় তাঁর মাথায় চারটি ঝুঁটি ছিলো।

٣٦٣٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنِ آدَمَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ اَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدُلُوْنَ اَشْعَارَهُمْ وَكَانَ الْمُشْرِكُوْنَ يُفَرِّقُوْنَ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحِبُّ مُوَافِقَةَ اَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ فَسَدَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَاصِيَتَهُ ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ-"

৩৬৩২ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : কিতাবীরা চুল (সিঁথি না করে) পিছনের দিকে ছেড়ে দিত, মুশরিকরা (মাথার মাঝখান দিয়ে) সিঁথি করতো, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিতাবীদের সাথে মিল রাখা পছন্দ করতেন। রাবী বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সামনের অংশের চুল পিছনে ছেড়ে দিতেন, পরে (মাথার মাঝখানে) সিঁথি করা শুরু করেছেন।

٣٦٣٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اِسْحٰقَ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنَ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ عَنْ يَحْيٰى بْنِ عِبَادٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَفْرَقُ خَلْفَ يَانُوْخِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ اَسْدِلُ نَاصِيَتَهُ-"

৩৬৩৩ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়রা (র) ...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পিছনের চুল সিঁথি করে দিতাম, পরে তাঁর সামনের চুল পিছনে ছেড়ে দিতাম।

٣٦٣٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنْبَانَا جَرِيْرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ ابْنِ اَنَسٍ قَالَ كَانَ شَعْرٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَعْرٌ رَجَلاً بَيْنَ اُذُنَيْهِ وَمَنْكِبَيْهِ-"

৩৬৩৪ আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়রা (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চুল ছিল অল্প কোঁকড়ানো, এবং (লম্বায়) দুইকান ও দুই কাঁধের মাঝ বরাবর।

٣٦٣٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا ابْنُ اَبِى فُدَيْكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَعْرٌ دُوْنَ الْجُمَّةِ وَفَوْقَ الْوَفْرَةِ-"

৩৬৩৫ আবদুর রহমান ইব্ন ইব্রাহীম (র) ...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চুল ছিল 'জুম্মা' এর কম এবং ওয়াফরা থেকে বেশী (অর্থাৎ কাঁধের উপর এবং কানের নিচে)

٣٧. بَابُ كَرَاهِيَةِ كَثْرَةِ الشَّعْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ লম্বা চুলের অপসন্দনীয়তা

٣٦٣٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ وَسُفْيَانُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ قَالَ رَآنِى النَّبِىِّ ﷺ وَلِى شَعْرٌ طَوِيْلُ : فَقَالَ : ذُبَابُ : فَانْطَلَقْتُ فَاَخَذْتُهُ فَرَاٰنِى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ : اِنِّى لَمْ اَعْنِكَ وَهٰذَا اَحْسَنُ-"

৩৬৩৬ আবূ বাকর ইবন আবূ শায়রা (র)...... ওয়াইল ইব্ন হুজর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ কে চুল লম্বা অবস্থায় দেখে বললেন ঃ অশুভ ! অশুভ ! তখন আমি চলে গেলাম এবং তা ছোট করে ফেললাম। পরে নবী ﷺ আমাকে দেখে বললেন ঃ আমি তো তোমাকে বুঝাইনি, তবে এটা উত্তম।

٣٨. بَابُ النَّهْىِ عَنِ الْقَزْعِ

অনুচ্ছেদ ঃ মাথার অর্ধ-ভাগ কামানো নিষেধ

٣٦٣٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِى شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ ابْنُ نَافِعٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْقَزْعِ قَالَ وَمَا الْقَزْعِ ؟ قَالَ : اَنْ يُحْلَقُ مِنْ رَاْسِ الصَّبِىُّ مَكَانٍ وَيُتْرَكُ مَكَانٍ-"

৩৬৩৭ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ কাযা থেকে নিষেধ করেছেন। রাবী জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'কাযা' কি ? ইব্‌ন উমার (রা) বললেন ঃ সেটা হলো বাচ্চার মাথার কিছু অংশ কামানো, আর কিছু অংশ রেখে দেওয়া।

٣٦٣٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا شَبَابَةُ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْقَزَعِ-

৩৬৩৮ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ...... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ কাযা থেকে নিষেধ করেছেন।

٣٩. بَابُ نَقْشِ الْخَاتِمُ

অনুচ্ছেদ ঃ আংটিতে খোদাই করা

٣٦٣٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَيُّوْبَ بْنُ مُوْسَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ ثُمَّ نَقَشَ فِيْهِ : « مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ » فَقَالَ لاَ يَنْقُشُ أَحَدٌ عَلَى زْقَشِ خَاتِمِى هٰذَا-

৩৬৩৯ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (রা)........ ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রূপার একট আংটি নিলেন, পরে তাতে 'محمد رسول الله' খোদাই করালেন। তারপর তিনি বললেন ঃ আমার এ আংটির নক্‌শার মত নক্‌শা যেন অন্য কেউ না করে।

٣٦٤٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسٍ ابْنُ مَالِكٍ قَالَ اَصْطَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَاتَمًا فَقَالَ اِنَّا قَدِ اصْطَنَعْنَا خَاتَمًا وَنَقَشْنَا فِيْهِ نَقْشًا فَالَ يَنْقُشُ عَلَيْهِ اَحَدٌ-

৩৬৪০ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)........ আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি আংটি তৈরী করালেন তারপর বললেন ঃ আমি একটি আংটি তৈরী করিয়েছি এবং তাতে কিছু নক্‌শা করিয়েছি। সুতরাং এর অনুরূপ নক্‌শা কেউ যেন না করে।

٣٦٤١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ لَهُ فَصٌّ حَبَشِيٌّ وَنَقْشُهُ : « مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ »-

৩৬৪১ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) ...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রূপার একটি আংটি গ্রহণ করেছিলেন। তাকে একটি হাব্‌শী দেশীয় পাথর ছিল, আর তাতে 'محمدر سول الله' নক্‌শা করা ছিল।

٤٠. بَابُ النَّهْيِ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ

অনুচ্ছেদ ঃ সোনার আংটি ব্যবহার করা নিষিদ্ধ

٣٦٤٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ مَوْلَى عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْخَتْمِ بِالذَّهَبِ -"

৩৬৪২ আবূ বাকর (র) ...... আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সোনার আংটি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

٣٦٤٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا عَلِيُّ ابْنُ مُسْهِرٍ عَنْ يَزِيْدُ بْنُ اَبِي زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سُهَيْلٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ-"

৩৬৪৩ আবূ বাকর (র) ...... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সোনার আংটি সম্পর্কে নিষেধ করেছেন।

٣٦٤٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِبَادبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ اَهْدَى النَّجَاشِيُّ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَلْقَةً فِيْهَا خَاتَمُ ذَهَبٍ : فِيْهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ فَاَخَذَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِعُوْدٍ وَاِنَّهُ لَمُعْرِضٌ عَنْهُ اَوْ بِبَعْضِ اَصَابِعِهِ ثُمَّ دَعَا بِابْنَةِ ابْنَتِهِ- اُمَامَةَ بِنْتِ اَبِي الْعَاصِ : فَقَالَ تَحَلَّى بِهَذَا يَا بُنَيَّةُ-"

৩৬৪৪ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ...... উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাজ্জাশী রাসূলুল্লাহ ﷺ কে একটি আংটি হাদীয়া স্বরূপ দিয়েছিলেন, তাতে সোনার পাতে একটি হাবশ দেশীর পাথর বসানো ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা অপছন্দ করে একটি কাঠি দিয়ে

কিংবা হাতের কোন আংগুলের সাহায্যে সেটা নিলেন, অতঃপর তিনি তাঁর কন্যার কন্যা (নাতিন) উমামাহ বিনতে আবুল আ'সকে ডেকে বললেন ঃ প্রিয়া বৎস! এটা তুমি ব্যবহার করো।

٤١. بَابُ مَنْ جَعَلَ فَصَّ خَاتِمَةِ مِمَّا يَلِيْ كَفَّهُ

অনুচ্ছেদ ঃ আংটির পাথর হাতের তালুর দিকে রাখা

٣٦٤٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَيُّوْبَ بْنُ مُوْسٰى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَجْعَلُ فَصَّ خَاتِمِهِ مِمَّا يَلِىْ كَفَّهُ-"

৩৬৪৫ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়রা (র)...... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁর আংটির পাথরটা হাতের তালুর দিকে রাখতেন।

٣٦٤٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِىْ اُوَيْسٍ حَدَّثَنِىْ سُلَيْمَانَ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يُوْنُس بْنُ يَزِيْدُ الْاَيْلِى عَنِ ابْنِ شِهَابٍ : عَنْ يُوْنُسَ بْنُ شِهَابٍ عَنْ اَنَسُ بْنُ مَالِكِ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِيْهِ فَصٌّ حَبَشِىٌّ : كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِىْ بَطْنِ كَفِّهِ-"

৩৬৪৬ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া (র) ...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রূপার একটি আংটি পরে ছিলেন, তাতে হাবশা দেশীয় পাথর ছিল, সেটা তিনি হাতের তালুর দিকে রাখতেন।

٤٢. بَابَ التَّخَتُّمُ بِالْيَمِيْنُ

অনুচ্ছেদ ঃ ডান হাতে আংটি পরা

٣٦٤٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ ابْنُ الْفَضْلُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ عُقَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ : اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِىْ يَمِيْنِهِ-"

৩৬৪৭ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাফর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁর ডান হাতে আংটি পরতেন।

٤٣. بَابُ الْخَتَمِ فِى الْاِبْهَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ বৃদ্ধাংগুলিতে আংটি পরা

٣٦٤٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِى شَيْبَةَ : ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ عَاصِمٍ : عَنْ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ : قَالَ نَهَا فِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اَتَخَتَّمَ فِى هٰذِهِ وَفِىْ هٰذِهِ يَعْنِى الْخِنْصَرَ وَالْاِبْهَامَ-"

৩৬৪৮ আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)....... আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এই আংগুলে এবং এই আংগুলে (অর্থাৎ বৃদ্ধাংগুলিতে এবং কনিষ্ঠাতে) আংটি পরতে নিষেধ করেছেন।

٤٤. بَابُ الصُّوَرِ فِىْ الْبَيْتِ

অনুচ্ছেদ ঃ ঘরে ছবি রাখা

٣٦٤٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ النَّهْدِى عَنْ بَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تَدْخُلُ مَلاَئِكَةَ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ صُوْرَةٌ-

৩৬৪৯ আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র).....আবূ তালহার (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ যে ঘরে কুকুর এবং ছবি থাকে সে ঘরে ফিরিশ্তা প্রবেশ করে না।

٣٦٥٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ ثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ اَبِى زُرْعَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اِنَّ الْمَلٰئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ صُوْرَةٌ-"

৩৬৫০ আবূ বকর (র)...... আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ঃ এমন ঘরে (রহমতের) ফিরিশ্তা প্রবেশে করেন না, যেখানে কুকুর এবং ছবি থাকে।

٣٦٥١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَاعَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِىْ سَاعَةٍ يَأْتِيْهِ فِيْهَا فَرَاثَ عَلَيْهِ : فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَاِذَا هُوَ بِجِبْرِيْلَ قَائِمٌ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ : مَا مَنَعَكَ اَنْ تَدْخُلُ ؟ قَالَ : اِنَّ فِى الْبَيْتِ كَلْبٌ وَ صُوْرَةٌ-"

৩৬৫১ আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জিব্রাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সংগে একটি বিশেষ সময়ে সাক্ষাতের ওয়াদা ছিল। কিন্তু তাতে বিলম্ব হলো। তখন নবী ﷺ বের হলেন এবং দেখলেন জিব্রাঈল দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি বললেন ঃ ভিতরে প্রবেশ করতে কি সে আপনাকে বাঁধা দিয়েছে ? তিনি বললেন ঃ এ ঘরে একটি কুকুর আছে, আর আমরা সে ঘরে প্রবেশ করি না যেখানে কুকুর এবং ছবি থাকে।

٢٦٥٢ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ ثَنَا عُفَيْرِ ابْنِ مَعْدَانَ ثَنَا سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ اَبِى اُمَامَةَ اَنَّ امْرَاَةً اَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَاَخْبَرَتْهُ اَنَّ زَوْجَهَا فِي بَعْضِ الْمَغَازِىْ فَاسْتَاْذَنَتْهُ اَنْ تُصَوِّرَ فِى بَيْتِهَا نَخْلَةً فَمَنَعَهَا اَوْ نَهَاهَا-

৩৬৫২ আব্বাস ইব্ন উসমান দিমাশ্কী (র) ...... আবূ উমামাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈকা মহিলা নবী ﷺ -এর নিকট এসে তাকে জানালো যে তার স্বামী কোন জিহাদে গিয়েছে। অতঃপর সে তাঁর নিকট তার ঘরে একটি খেজুর গাছের ছবি করার অনুমতি চাইলে, তিনি তাঁকে তা করতে মানা করলেন, অথবা নিষেধ করলেন।

٤٥. بَابُ الصُّوَرِ فِيْمَا يُوْطَاُ

অনুচ্ছেদ ঃ যে সব স্থান পদদলিত হয় তাতে ছবি করা

٣٦٥٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِى شَيْبَةَ : ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ : عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَتَرْتُ سَهْرَةً لِىْ : تَعْنِى الدَّاخِلِ بِسِتْرٍ فِيْهِ تَصَاوِيْرُ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ هَكَّهُ : فَجَعَلْتُ مِنْهُ مَنْبُوْذَتَيْنِ : فَرَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مُتَّكِئًا عَلَى اِحْدَاهُمَا"-

৩৬৫৩ আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়রা (র) ...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার ঘরের দরজায় একটা পর্দা ঝুঝালাম, যাতে ছবি ছিল। অতঃপর নবী ﷺ যখন আসলেন, তখন নবী ﷺ তা ফেড়ে ফেললেন। পরে আমি তা দিয়ে দু'টি তাকিয়ার গিলাফ বানালাম। নবী ﷺ কে তার একটি হেলান দিতে আমি দেখেছি।

٤٦. بَابُ الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ লাল জিনপোষ ব্যবহার

٣٦٥٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا اَبُوالْاَحْوَصِ عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ عَنْ هُبَيْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْمِيْثَرَةِ يَعْنِى الْحَمْرَآءَ-

৩৬৫৪ আবূ বাকর (র) ...... আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সোনার আংটি এবং জিনপোষ (অর্থাৎ লাল) রং ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

٤٧. بَابُ رُكُوْبِ النُّمُوْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ চিতা বাঘের চামড়ার উপর সাওয়ার হওয়া

٣٦٥٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ثَنَا يَحْيَى بْنِ اَيُّوْبَ حَدَّثَنِىْ عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسِ الْحُمَيْرِيِ عَنْ اَبِىْ حُصَيْنِ الْحَجْرِيِّ الْهَيْثَمِ عَنْ عَامِرِ الْحَجَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَارِيْحَانَةَ صَاحِبُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَنْهَى عَنْ رُكُوْبِ النُّمُوْرِ-"

৩৬৫৫ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়রা (র) ...... আমের হাজরী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সাহাবী আবূ রায়হানা (রা) কে বলতে শুনেছি ঃ নবী ﷺ চিতাবাঘের চামড়ার উপর সাওয়ার হতে নিষেধ করতেন।

٣٦٥٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اَبِى الْمُعْتَمِرِ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ رُكُوْبِ النُّمُوْرِ-".

৩৬৫৬ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)....... মু'আবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ চিতা বাঘের চামড়ার উপর সাওয়ার হিতে নিষেধ করতেন।
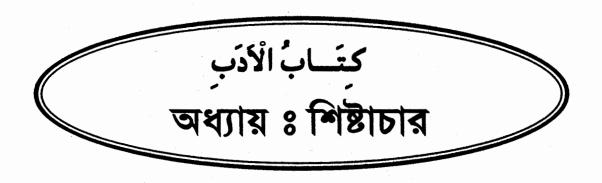
كِتَابُ الْأَدَبِ
অধ্যায় ঃ শিষ্টাচার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٣٣. كِتَابُ الْاَدَبِ
অধ্যায় ঃ শিষ্টাচার

١. بَابُ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ মাতাপিতার সাথে সদাচরণ

٣٦٥٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا شَرِيْكُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنُ عَلِىِّ عَنِ ابْنِ سَلَمَةَ السَّلَامِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُوْصِىْ امْرَءً بِأُمِّهِ اُوْصِىْ امْرَءً بِأُمِّهِ اُوْصِى امْرَءً بِأُمِّهِ (ثَلَاث) اُوْصِىْ امْرَءً بِاَبِيْهِ اُوْصِىْ امْرَءً بِمَوْلَاهُ : الَّذِىْ يَلِيْهِ : وَاِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ اِذَا يُؤْذِيْهِ–"

৩৬৫৭ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ...... আবূ সালমা সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ মানুষকে তার মায়ের সাথে সদাচরণের অসিয়্যত করছি, মানুষকে তার মায়ের সাথে সদাচরণের অসিয়্যত করছি। মানুষকে তার মায়ের সাথে সদাচরণের অসিয়্যত করছি। (এরূপ তিন বার বলেন।) মানুষকে তার বাপের সাথে সদাচরণের অসিয়্যত করছি। মানুষকে তার আয়ত্তাধীন গোলামের সাথে সদাচরণের অসিয়্যত করছি, যদিও সে কষ্টদায়ক আচরণ করে।

٣٦٥٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ ابْنُ مَيْمُوْنِ الْمَكِّىِّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالُوْا يَارَسُوْلُ اللّٰهِ مَنْ

اَبَرُّ ؟ قَالَ اُمَّكَ : قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ اُمَّكَ قَالَ : ثُمَّ مَنْ قَالَ اَبَاكَ قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ الْاَدْنٰى فَالْاَدْنٰى–

৩৬৫৮ আবূ বাক্‌র মুহাম্মদ ইব্‌ন মায়মুন মাক্কী (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ ! কার সাথে সদাচরণ করবো ? তিনি বললেন ঃ তোমার মায়ের সাথে সদাচরণ করবো ? তারা বললো ঃ অতঃপর কার সাথে ? তিনি বললেন ঃ তোমার মায়ের সাথে। তারা বললেন ঃ অতঃপর কার সাথে ? তিনি বললেন ঃ তোমার মায়ের সাথে, তার বললেন ঃ অতঃপর কার সাথে? তিনি বললেন, তোমার বাপের সাথে তারা বললেন ঃ অতঃপর কার সাথে ? তিনি বললেন ঃ অতঃপর পর্যায়েক্রমে নিকটবর্তীদের সাথে।

٣٦٥٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَجْزِىْ وَلَدٌ وَالِدًا اِلاَّ اَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوْكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ–

৩৬৫৯ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কোন সন্তান তার পিতার হক আদায় করতে পারবে না, তবে যদি সে তাকে কারো দাস রূপে দেখতে পায়, তখন সে তাকে খরিদ করে আযাদ করে দেয়।

٣٦٦٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَنِ الصَّمَدِ ابْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْقِنْطَارِ اثْنَا عَشَرَ اَلْفَ اَوْقِيَّةً : كُلُّ اُوْقِيَّةَ خَيْرٌ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ–: وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الرَّجُلَ لَتُرْدَفَعُ دَرَجَهُ فِى الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ اَنّٰى هٰذَا ؟ فَيُقَالُ : بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ–"

৩৬৬০ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়রা (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ কিন্‌তার হলো বার হাজার উকিয়ার সমান। আর একেক উকিয়া হলো আসমান যমিনের মাঝে যা কিছু আছে তার চাইতে উত্তম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ অবশ্যই মানুষের মর্যাদা জান্নাতে বুলন্দ করা হবে, তখন বলবে ঃ এটা কিভাবে হলো ? তখন তাকে জানানো হবে ঃ তোমার জন্য তোমার সন্তানের ইস্তিগফারের কারণে।

٣٦٦١ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ بَحِيْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ ابْنُ مَعْدِيْكَرِبَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ

يُوْصِيْكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ ثَلاَثًا اِنَّ اللّٰهَ يُوْصِيْكُمْ بِاَبَائِكُمْ اِنَّ اللّٰهَ يُوْصِيْكُمْ بِالْاَقْرَبِ فَالْاَقْرَبِ-"

৩৬৬১ হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র)...... মিকদাম ইব্‌ন মাদীকারব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়েদের সাথে (সদাচরণের) নির্দেশ দিচ্ছেন। (একথা তিনি তিনবার বললেন।) নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের বাপদের সাথে (সদাচরণের) নির্দেশ দিচ্ছেন, আল্লাহ তোমাদেরকে পর্যায়ক্রমে নিকটবর্তী।

٣٦٦٢ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى الْعَاتِكَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيْدَ : عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِى اُمَامَةَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى وَلَدِهِمَا ؟ قَالَ : هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ-"

৩৬৬২ হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র) ...... আবূ উমামাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! সন্তানের উপর মাতা পিতার হক কী ? তিনি বললেন ঃ তারা তোমার জান্নাত এবং তোমার জাহান্নাম।

٣٦٦٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ الْوَالِدُ اَوْسَطُ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَاضِعْ ذَلِكَ الْبَابُ اَوْ اَحْفَظْهُ :

৩৬৬৩ মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাব্বাহ (র) ...... আবূ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছেন ঃ বাপ হলো জান্নাতের প্রশস্ততম দরজা, তুমি সে দরজা নষ্টও করতে পার। অথবা হিফাযত করতে পার।

٢. بَابُ صِلْ مَنْ كَانَ اَبُوْكَ يَصِلُ

অনুচ্ছেদ ঃ তুমি সদাচরণ কর, যার সাথে তোমার পিতা সদাচারণ করতেন

٣٦٦٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُبَيْدٍ مَوْلَى بَنِي سَاعِدَةَ عَنْ اَبِيْهِ ابْنِ اِدْرِيْسَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اِدْرِيْسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ اُسَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُبَيْدٍ مَوْلَى بَنِي سَاعِدَةَ : عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى اُسَيْدٍ مَالِكِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ اِذَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فَقَالَ : يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ

اَبْقى مِنْ بِرِّ اَبَوَىْ شَىْءٍ اَمْرُهُمَا بِه مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِمَا؟ قَالَ : نَعَمِ الصَّلاَةُ عَلَيْهِمَا وَالْاِسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَاِيْفَاءٌ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِمَا وَاِكْرَامُ صَدِيْقِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِى لاَ تُوْصَلُ اِلاَّ بِهِمَا-"

৩৬৬৪ আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র) ...... মালিক ইব্ন রাবী'আ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একদা আমরা নবী ﷺ -এর কাছে ছিলাম, এ সময় বনী সালামা গোত্রর এক ব্যক্তি তার কাছে এসে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার পিতা-মাতার মৃত্যুর পর এমন কোন সদাচরণ কি অবশিষ্ট আছে, যা তাদের সাথে আমি করতে পারি ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, তাদের জন্য দু'আও ইস্তিগফার করা, তাদের মৃত্যুর পর তাদের কৃত প্রতিশ্রুতিগুলোপূর্ণ করা এবং তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সম্মান করা এবং সেই আত্মীয়তাগুলো রক্ষা করা, যেগুলো শুধু তাদের বন্ধনের কারণেই রক্ষা করা হয়ে থাকে।

٢. بَابُ بِرِّ الْوَالِدِ وَالْاِحْسَانِ اِلَى الْبَنَاتِ

অনুচ্ছেদ ঃ পিতার সদাচরণ ও ইহ্সান কন্যাদের প্রতি

٣٦٦٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَ نَاسٌ مِنَ الْاَعْرَابِ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالُوْا : اَتُقَبِّلُوْنَ صِبْيَانَكُمْ ؟ قَالُوْا : نَعَمْ : فَقَالُوْا : لَكِنَّا وَاللّٰهِ مَا نُقَبِّلُ : فَقَالَ النَّبِىِّ ﷺ وَاَمْلِكُ اَنْ كَانَ اللّٰهُ قَدْ نَزَعَ مِنْكُمُ الرَّحْمَةَ ؟

৩৬৬৫ আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়রা (র) ...... আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদল বেদুঈন নবী ﷺ-এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলেন আপনারা কি আপনাদের সন্তানদের চুমু দেন ? সাহাবারা বললেন ? হ্যাঁ। তারা বললো : আল্লাহর শপথ! আমরা তো চুমু দেই না। তখন নবী ﷺ বললেন : আমি কি করতে পারি, যদি আল্লাহ্ তোমাদের হৃদয় থেকে রহমত দূর করে দেন ?

٣٦٦٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا وَهَبَ ثَنَا عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ اَبِىْ رَاشِدٍ عَنْ يَعْلَى الْعَامِرِىِّ اَنَّهُ قَالَ : جَاءَ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنِ يَسْعَيَانِ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ ! فَضَمَّهُمَا اِلَيْهِ : وَقَالَ : اِنَّ الْوَلَدَ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ-"

৩৬৩৬ আবূ বাকর ইব্ন শায়রা (র) ...... ইয়া'লা আমেরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাসান ও হুসায়ন (রা) দৌঁড়ে নবী ﷺ -এর কাছে আসলেন। তখন তিনি তাদেরকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন : সন্তান মানুষের দুর্বলতার কারণ।

٣٦٦٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ مُوْسَى بْنِ عَلِيٍّ سَمِعْتُ اَبِى يَذْكُرُ عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَلاَ اَدُلُّكُمْ عَلَى اَفْضَلِ الصَّدَقَةِ ؟ ابْنَتُكَ مَرْدُوْدَةٌ اِلَيْكَ : لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ غَيْرُكَ-

৩৬৬৭ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়রা (র) ...... সুরাকাহ্ ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : আমি কি তোমাকে সর্বোত্তম সাদাকার পথ বলে দেব না ? তোমার কন্যা যে তোমার কাছে ফিরে এসেছে, আর তুমি ছাড়া তার অন্য কোন উপার্জনকারী নেই।

٣٦٦٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ اَخْبَرَنِى سَعْدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ صَعْصَعَةَ عَمِّ الْاَحْنَفِ : قَالَ : دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ امْرَاَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا فَاَعْطَتْهَا ثَلاَثَ تَمْرَاتٍ : فَاَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً صَدَعَتِ الْبَاقِيَةَ بَيْنَهُمَا قَالَتْ : فَاَتَى النَّبِيُّ ﷺ فَحَدَّثَتْهُ : فَقَالَ : مَا عَجَبُكِ لَقَدْ دَخَلَتْ بِهِ الْجَنَّةَ-

৩৬৬৮ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ...... আহনাফের চাচা সা'সা' (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আয়েশা (রা) এর কাছে এক মহিলা এলো, তার সাথে ছিল তার দু'টি কন্যা, তিনি তাকে তিনটি খেজুর দিলেন, মহিলা উভয় মেয়েকে একটি করে খেজুর দিল। অতঃপর তৃতীয়টাকে দু'টুকরো করে উভয়ের মাঝে বন্টন করে দিল। আয়েশা (রা) বলেন, এরপর নবী ﷺ আসলে আমি তাঁর নিকট ঘটনাটি বর্ণনা করলাম। তখন তিনি বললেন, তুমি অবাক হচ্ছো ? সে তো এর দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ করেছে।

٣٦٦٩ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيِّ : ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عُشَانَةَ الْمُعَافِرِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ كَانَ لَهُ ثَلاَثَ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ وَاَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ : كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

৩৬৬৯ হুসায়ন ইব্‌ন হাসান মারওয়াযী (র) ...... উক্‌বা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, কারো যদি তিনটি মেয়ে থাকে, আর সে তাদের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করে, সাধ্যমত তাদের পানাহার ও বস্ত্রের সংস্থান করে, এতে তারা তার জন্য কিয়ামাতের দিন জাহান্নাম থেকে অন্তরায় হবে।

٣٦٧٠ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ فِطْرٍ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ رَجُلٍ تُدْرِكُ لَهُ ابْنَتَانِ فَيُحْسِنُ اِلَيْهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ اَوْ صَحِبَهُمَا اِلاَّ اَدْخَلَتَاهُ الْجَنَّةَ-"

৩৬৭০ হুসায়ন ইব্ন (র) ...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে লোকের দু'টি মেয়ে থাকবে, আর সে তাদের সাথে উত্তম আচরণ করবে, যতদিন তারা তার সাথে বাস করে কিংবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) সে তাদের সাথে বাস করে, তাহলে মেয়ে দু'টি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবে।

٣٦٧١ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدُ الدِّمَشْقِيِّ ثَنَا عَلِيُّ ابْنُ عَيَّاشٍ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُمَارَةَ : اَخْبَرَنِىْ الْحَارِثُ بْنُ النُّعْمَانُ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَكْرِمُوْا اَوْلاَدُكُمْ وَاَحْسِنُوْا اَدَبَهُمْ-

৩৬৭১ আব্বাস ইব্ন ওয়ালীদ দিমাশ্কী (র) ...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : তোমরা তোমাদের সন্তানদের যত্ন নিবে এবং তাদের উত্তমরূপে আদব-শিষ্টাচার শিক্ষা দিবে।

٤. بَابُ حَقِّ الْجِوَارِ

অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিবেশীর হক

٣٦٧٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنُ دِيْنَارٍ سَمِعَ نَافِعَ بْنِ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ عَنْ اَبِىْ شُرَيْحٍ الْخُزَاعِىْ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ : فَلْيُحْسِنْ اِلَى جَارِهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ : فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَسْكُتْ-"

৩৬৭২ আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ হুরায়রা খোযায়ী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসের (কিয়ামত) প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করে আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন উত্তম কথাবলে অথবা নিরবতা অবলম্বন করে।

٣٦٧٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ وعَبْدَةُ ابْنُ هَارُوْنَ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَاَنَا اللَّيْثُ بْنُ مَعْدٍ جَمِيْعًا عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِى بَكْرِ ابْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَازَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِى بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ -

৩৬৭৩ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জিব্‌রাঈল (আ) আমাকে সদা-সর্বদা প্রতিবেশীর সাথে (সদাচরণের) উপদেশ দিয়েই যাচ্ছিলেন, এমন কি আমার ধারণা হলো যে, তিনি তাকে উত্তরাধিকারী হিসাবে ঘোষণা করবেন।

٣٦٧٤ حَدَّثَنَا عَلِيّ بْنِ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا يُوْنُسَ بْنُ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ مُجَاهِدُ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَازَالَ جِبْرَائِيْلُ يُوْصِيْنِى بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ -

৩৬৭৪ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জিব্‌রাঈল (আ) আমাকে সদা-সর্বদা প্রতিবেশীর সাথে (সদাচরণ) উপদেশ দিচ্ছিলেন। এমন কি আমার ধারণা হলো যে, হয়ত তাকে তিনি উত্তরাধিকারী হিসাবে ঘোষণা করবেন।

٥. بَابُ حَقِّ الضَّيْفِ

অনুচ্ছেদ ঃ মেহমানের হক

٣٦٧٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى سَعِيْدٍ عَنْ اَبِى شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمُ ضَيْفَهُ وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ : وَلاَ يَحِلُّ لَهُ اَنْ يَثْوِىَ عِنْدَ صَاحِبِهُ حَتّٰى يُخْرِجَهُ الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ اَيَّامٍ : وَمَا اَنْفَقَ عَلَيْهِ بَعْدُ ثَلَاثَةُ اَيَّامٍ فَهُوَ صَدَقَةٌ -

৩৬৭৫ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... আবূ শোরায় খোযাঈ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং শেষ দিবসের (কিয়ামতের) প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহ্‌মানকে সম্মান করে, আর মেহ্‌মানের হক হলো-একদিন একরাত। মেহ্‌মানের জন্য এত সময়

মেযবানের ঘরে থাকা বৈধ নয়, যাতে তার কষ্ট হয়। মেহ্মানদারি হলো তিনদিন, তিনদিনের পরে মেযবান তার জন্য যা খরচ করবে, তা হবে সাদাকা।

٣٦٧٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَانَا اللَّيْثُ اِبْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدُ بْنُ اَبِى حَبِيْبُ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّهُ قَالَ : قُلْنَا لِرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلاَ يَقْرُوْنَا : فَمَا تَرَى فِى ذَالِكَ ؟ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَامَرُوْا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِى لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوْا وَاَنْ لَمْ يَفْعَلُوْا فَخُذُوْا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِى يَنْبَغِى لَهُمْ-"

৩৬৭৬ মুহাম্মাদ ইব্ন রুমহ্ (র)...... উক্বাহ ইব্ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বললাম : আপনি আমাদেরকে বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে থাকেন, তখন আমরা এমন সব লোকের কাছে অবতরণ করি যারা আমাদের মেহমানদারী করে না। অতএব এ ব্যাপারে আপনার কি অভিমত ? রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বললেন : যদি তোমরা কোন বস্তিতে অবতরণ কর, আর তারা তোমাদের জন্য এমন কিছুর ব্যবস্থা করে যা মেহমানের উপযোগী, তাহলে তা গ্রহণ করবে। আর যদি তারা তা না করে, তাহলে তাদের কাছ থেকে মেহমানদারীর হক আদায় করে নাও, যা তাদের প্রদান করা উচিত ছিল।

٣٦٧٧ حَدَّثَنَا عَلِيّ بْنِ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْمِقْدَامِ اَبِى كَرِيْمَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةَ الضَّيْفِ وَاجِبَةٌ فَانْ اَصْبَحَ بِفَنَائِهِ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ فَانِ اقْتَضَى وَاِنْ شَاءَ تَرَكَ-"

৩৬৭৭ আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র)...... মিকদাম আবূ কারীমা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : রাতের মেহমানদারি বাধ্যতামূলক (অর্থাৎ রাতে কোন মেহমান আসলে তার মেহমানদারি করা আবশ্যক) মেহমান যদি তার বাড়ীতেই রাত কাটিয়ে ভোর করে, (আর মেহমান তার মেহমানদারী না করে), তাহলে উক্ত মেহমানদারি মেযবানের উপর মেহমানের পাওনা হলো। সে ইচ্ছা করলে তা উসূল করতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে ছেড়েও দিতে পারে।

٦. بَابُ حَقُّ الْيَتِيْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইয়াতীমের হক

٣٦٧٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدِ الْقَطَّانِ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى سَعِيْدٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيْفَيْنِ الْيَتِيْمِ وَالْمَرْأَةِ-"

৩৬৭৮ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) তেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হে আল্লাহ! আমি দুই প্রকার দুর্বল লোকের হক (নষ্ট করা) নিষিদ্ধ করেছি, তারা হলো ইয়াতীম এবং মহিলা।

٣٦٧٩ حَدَّثَنَا عَلِيّ بْنِ مُحَمَّدٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ زَيْدُ بْنُ اَبِى عَتَّابٍ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى اَيُّوْبَ عَنْ زَيْدُ بْنُ عَتَّابٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ ﷺ قَالَ خَيْرُ بَيْتٍ فِى الْمُسْلِمِيْنَ بَيْتُ فِيْهِ يَتِيْمُ يُحْسَنُ اِلَيْهِ وَشَرٌّ بَيْتٍ فِى الْمُسْلِمِيْنَ بَيْتٌ فِيْهِ يَتِيْمُ يُسَاءُ اِلَيْهِ -"

৩৬৭৯ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনি মুসলিমদের মাঝে সেই ঘরই সর্বোত্তম যে গরে ইয়াতীম থাকে এবং তার সাথে উত্তম আচরণ করা হয়। তদ্রুপ মুসলিমদের মাঝে সেই ঘরই নিকৃষ্টতম যে ঘরে ইয়াতীম থাকে এবং তার সাথে অসদাচরণ করা হয়।

٣٦٨٠ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْكَلْبِىّ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمُ الْاَنْصَارِيّ عَنْ عَطَاءِ بْنُ اَبِي رَبَاحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ عَالَ ثَلَاثَةُ مِنَ الْاَيْتَامِ : كَانَ كَمَنْ قَامَ لَيْلَهُ وَصَاخَ نَهَارَهٍ : وَغَدَا وَرَاحَ شَاهِرًا سَيْفَهُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ! وَكُنْتُ اَنَا وَهُوَ فِى الْجَنَّةِ اَخَوَيْنِ كَهَا تَيْنِ اُخْتَانِ ، وَالْصَقَ اِصْبَعِيْهِ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطٰى-"

৩৬৮০ হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র) ...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তিনজন ইয়াতীমের ভরণপোষণ করে, সে ঐ ব্যক্তি সমতুল্য গণ্য যে রাতে সালাতে দাঁড়িয়ে থাকে আর দিনে সিয়াম পালন করে, এবং সকাল সন্ধ্যা তলোওয়ার উচিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে। জান্নাতে আমিও সে ব্যক্তি দু'ভায়ের মত এমনভাবে থাকবো, অতঃপর তিনি তর্জনী ও মধ্যমাকে সংযুক্ত করে দেখালেন।

٧. بَابُ اِمَاطَةِ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ

অনুচ্ছেদ ঃ রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিষ দূর করা

٣٦٨١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِى شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ! ثَنَا وَكِيْعٌ : عَنْ اَبَانَ بْنِ صَمْعَةَ عَنْ اَبِى الْوَازِعِ الرَّاسَبِيّ عَنْ اَبِى بَرْزَةَ الْاَسْلَمِيّ قَالَ

قُلْتُ : يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ! دُلَّنِيْ عَلَى عَمَلٍ أَنْتَفِعُ بِهِ قَالَ ! اعْزِلِ الْاَذٰى عَنْ طَرِيْقِ الْمُسْلِمِيْنَ-"

৩৬৮১ আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ...... আবূ বারযাহ আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! এমন একটি আমল আমাকে শিখিয়ে দিন যার দ্বারা আমি উপকৃত হব। তিনি বললেন : মুসলিমদের রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস দূর করবে।

٣٦٨٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ عَلَى الطَّرِيْقِ غُصْنُ شَجَرَةٍ يُؤْذِى النَّاسَ فَاَمَاطَهَا رَجُلٌ فَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ-"

৩৬৮২ আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাস্তার উপর একটি গাছের ডাল পড়ে ছিল যা মানুষকে কষ্ট দিচ্ছিল, তখন তখন এক ব্যক্তি তা সরিয়ে দিল ফলে, তাকে জান্নাতে দাখিল করা হল।

٣٦٨٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنْبَانَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ عَنْ وَاصِلٍ مَوْلَى اَبِيْ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ : عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عُرِضَتْ عَلَيَّ اُمَّتِيْ بِاَعْمَالِهَا حَسَنِهَا وَ سَيِّئِهَا : فَرَاَيْتُ فِيْ مَحَاسِنِ اَعْمَالِهَا الْاَذٰى يُنَحّٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَرَاَيْتُ فِيْ سَيِّيْ اَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ-"

৩৬৮৩ আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ...... আবূ যার (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, উম্মাতের ভাল ও মন্দ আমল আমার সামনে পেশ করা হল, আমি তাদের আমলের মাঝে সর্বোত্তম আমল দেখলাম তা, যা রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরানো হয় এবং তাদের আমলের মাঝে নিকৃষ্ট আমল দেখলাম মসজিদে থুথু ফেলা, যা মুছে ফেলা হয় না।

٨. بَابُ فَضْلِ صَدَقَةِ الْمَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ পানি সাদাকাহ্ করার ফযীলত

٣٦٨٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ! اَيُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ ؟ قَالَ سَقْيُ الْمَاءِ-"

৩৬৮৪ আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) ...... সা'দ ইব্‌ন উবাদাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন সাদাকা সর্বোত্তম ? তিনি বললেন : পানি পান করানো।

٣٦٨٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ يَزِيْدُ الرَّقَاشِيْ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُفُّ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفُوْفًا وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ : اَهْلِ الْجَنَّةِ : فَيَمُرُّ الرَّجُلُ فَيَقُوْلُ : يَافُلاَنِ اَمَا تَذْكُرُ يَوْمَ اسْتَسْقَيْتَ فَسَقَيْتُكَ شَرْبَةً ؟ قَالَ فَيَشْفَعُ لَهُ نُمَيْرُ الرَّجُلُ فَيَقُوْلُ : اَمَّا تَذْكُرُ يَوْمَ نَاوَلْتُكَ طَهُوْرًا ؟ فَيَشْفَعُ لَهُ" قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ : وَيَقُوْلُ : يَافُلاَنٍ ! اَمَّا تَذْكُرُ يَوْمَ بَعَثْتَنِيْ فِيْ حَاجَةِ كَذَا وَكَذَا : فَذَهَبْتُ لَكَ؟ فَيَشْفَعُ لَهُ-"

৩৬৮৫ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমায়র ও আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র) ...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ﷺ বলেছেন : লোকেরা কিয়ামতের দিন সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে। রাবী ইব্‌ন নুমায়র (র) বলেন : জান্নাতিরা। তখন জাহান্নামীদের এক ব্যক্তি (জান্নাতী) এক লোকের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলবে : হে অমুক! তোমার কি সেদিনের কথা মনে পড়ে না, যে দিন তুমি পানি চেয়েছিলে, আর আমি তোমাকে এক ঢোক পানি পান করিয়েছিলাম ? তিনি (রাসূল) বলেন : লোকটি তখন তার জন্য সুপারিশ করবে। আর ব্যক্তি খাওয়ার সময় বলবে : তোমার কি সে দিনের কথা স্মরণ নেই, যেদিন তুমি অমুক অমুক প্রয়োজনে আমাকে পাঠিয়ে ছিলে, আর সুফারিশ করবে।

٣٦٨٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدُ الرَّحْمٰنُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشَمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُمٍ ، قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ، عَنْ ضَالَّةِ الْاِبِلِ : تَغْشَى حِيَاضِيْ قَدْ لُدْتُهَا لِاَبْلِيْ فَهَلْ لِيْ مِنْ اَجْرٍ اِنْ سَقَيْتُهَا ؟ قَالَ نَعَمْ فِيْ كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ حَرِّى اَجْرٌ-"

৩৬৮৬ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ...... সুরাকাহ ইব্‌ন জু'সুম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলাম করলাম ঐ পথ ভোলা উট সম্পর্কে যা আমার নিজের উটপালের জন্য তৈরী করা হাউজ থেকে পানি খেয়ে যায়, সেটাকে আমি যদি পানি পান করাই, তাহলে কি সাওয়াব পাবো ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, প্রতিটি কলজেধারী (প্রাণীর) ক্ষেত্রেই সাওয়াব রয়েছে।

٩. بَابُ الرِّفْقِ

অনুচ্ছেদ ঃ কোমল আচরণ

৩৬৮৭ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنِ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هِلَالِ الْعَبْسِيِّ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ : يُحْرَمُ الْخَيْرَ–"

৩৬৮৭ আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র) ...... জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ বাজালী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে কোমলতা গুণ থেকে বঞ্চিত, সে যাবতীয় কল্যাণ থেকে বঞ্চিত।

৩৬৮৮ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ حَفْصِ الْاَيْلِيّ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ رَفِيقٌ وَيُحِبُّ الرِّفْقَ : وَيُعْطِيْ عَلَيْهِ مَالاَ يُعْطِيْ عَلَى الْعُنْفِ–"

৩৬৮৮ ইসমাঈল ইব্ন হাফস আইলী (র)......আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : আল্লাহ কোমল তাই তিনি কোমলতা পছন্দ করেন এবং কোমল আচরণের উপর এত বিনিময় দান করেন, যা কঠোর আচরণের উপর দান করেন না।

৩৬৮৯ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالاَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْاَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَنَّ اللّٰهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْاَمْرِ كُلِّهٖ–"

৩৬৮৯ আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা ও হিশাম ইব্ন আম্মার ও আব্দুর রহমান ইব্ন ইব্রাহীম (র)...... আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : আল্লাহ কোমল, তিনি সকল ক্ষেত্রে কোমলতা পছন্দ করেন।

١٠. بَابُ الْاِحْسَانِ اِلَى الْمَمَالِيْكِ

অনুচ্ছেদ ঃ দাস-দাসী ও অধিনস্তদের প্রতি ইহ্সান

৩৬৯০ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا الْاَعْمَشِ عَنِ الْمَعْرُوْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ

اَيْدِيْكُمْ : فَاطْعِمُوْهُمْ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ وَالْبَسُوْهُمْ مِمَّا تَلْبِسُوْنَ وَلاَ تُكَلِّفُوْهُمْ وَلْيَغْلِبُهُمْ فَانْ كَلَّفْتُمُوْهُمْ فَاعِيْنُوْهُمْ-"

৩৬৯০ আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ...... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (এরা) তোমাদের ভাই, আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধিনস্ত করে দিয়েছেন, সুতরাং তোমরা যা খাবে তা তাদেরকে খাওয়াবে এবং তোমরা যা পরো তা থেকেই তাদের পরাবে। এমন কোন কাজ তাদের উপর চাপিও না, যা তাদের সাধ্যাতীত হয়, যদি তাদের প্রতি তা চাপাও, তবে তাদের সাহায্য করবে।

٣٦٩١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِى شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا اِسْحَاقَ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُغِيْرَةً بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ فَرْقَدِ السَّبَخِيِّ عَنْ مُرَّةَ الطَّيِّبِ عَنْ اَبِى بَكْرِ الصِّدِّيْقِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ قَالُوْا يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ! اَلَيْسَ اَخْبَرْتَنَا اَنَّ هٰذِهِ الْاُمَّةَ اَكْثَرُ الْاُمَمِ مَمْلُوْكِيْنَ وَيَتَامَى ؟ قَالَ نَعَمْ ! فَاَكْرِمُوْهُمْ كَكَرَامَةِ اَوْلاَدِكُمْ وَاَطْعِمُوْهُمْ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ قَالُوْا فَمَا يَنْفَعُنَا فِى الدُّنْيَا ؟ قَالَ : فَرَسٌ تَرْتَبِطُهُ تُقَاتِلُ عَلَيْهِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ! مَمْلُوْكُكَ يَكْفِيْكَ فَاذَا صَلّٰى فَهُوَ اَخُوْكَ-"

৩৬৯১ আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা ও আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র) ...... আবূ বাকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : চাকরের প্রতি অসদাচরণকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। সাহাবারা বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই উম্মতের গোলাম ইয়াতীমের সংখ্যা অধিক ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, সুতরাং তাদের অদ্রূপ যত্ন করো, যেরূপ আপন সন্তানদের করে থাকো এবং তোমরা যা আহার করো তা থেকেই তাদের আহার করাও। সাহাবারা বললেন : দুনিয়াতে কোন্ জিনিস আমাদের উপকার করবে ? তিনি বললেন : আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করার জন্য যে ঘোড়া বেঁধে রাখা হয়, যে গোলাম তোমার কাজ আঞ্জাম দেয়। আর সে যদি সালাত আদায় করে, তবে সে তোমার ভাই।

١١. بَابُ اِفْشَاءِ السَّلاَمِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালামের প্রসার ঘটান

٣٦٩٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِى نَفْسِىْ بِيَدِهِ لاَ

تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا : وَلاَ تُؤْمِنَا حَتّٰى تَحَابُّوْا اَوَلاَ اَدُلُّكُمْ عَلٰى شَيْءٍ اِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ ؟ اَفْشُوْ السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ-

৩৬৯২ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম! তোমরা জান্নাতে দাখিল হতে পারবে না, যতক্ষণ না মু'মিন হবে, আর তোমরা মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না পরস্পরকে ভালবাসবে। আমি কি তোমাদের এমন এক কাজ বাতলে দেব না, যা করলে তোমরা পরস্পরকে ভালবাসবে? তোমরা নিজেরদের মাঝে সালামের প্রসার ঘটাবে।

ৣ٣٦٩٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدُ بْنَ زِيَادٍ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ اَمَرَنَا نَبِيُّنَا ﷺ اَنْ نُفْشِيَ السَّلاَمَ-"

৩৬৯৩ আবূ বাকর ইব্‌ন আবু শায়বা (র)......আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন সালামের প্রসার ঘটাই।

٣٦٩٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ : عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو : قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اعْبُدُوا الرَّحْمٰنَ وَاَفْشُوا السَّلاَمَ-"

৩৬৯৪ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা রাহমানের (দয়ালু আল্লাহর) ইবাদত কর এবং সালামের প্রসার ঘটাও।

١٢. بَابُ رَدِّ السَّلاَمِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালামের জবাব দেওয়া

٣٦٩٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ سَعِيْدِ الْمُقْبِرِيِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ فِىْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلّٰى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ فَقَلَ وَعَلَيْكَ السَّلاَمَ !

৩৬৯৫ আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক লোক মসজিদে প্রবেশ করলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদের এক কোনে বসা ছিলেন, লোকটি সালাত আদায় করলো, পরে এসে সালাম করলো, তখন তিনি বললেন وَعَلَيْكَ السَّلاَم "তোমার প্রতি ও সালাম"

٣٦٩٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمُ بْنُ سُلَيْمَانٍ مِنْ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ اَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهَا اَنَّ جِبْرَائِيْلَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلاَمُ : قَالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ !

৩৬৯৬ আবূ বাক্‌র ইব্ন আবূ শায়বা (র).......... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন : জিব্‌রাঈল (আ) তোমাকে সালাম দিচ্ছেন। আয়েশা (রা) বললেন : وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ তাঁর প্রতি সালাম এবং আল্লাহর রহমত।"

١٣. بَابُ رَدِّ السَّلاَمِ عَلٰى اَهْلِ الذِّمَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ যিম্মীদের সালামের জবাব দেওয়া

٣٦٩٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ اَحَدٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ فَقُوْلُوْا وَعَلَيْكُمْ !

৩৬৯৭ আবূ বাক্‌র (র) ...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আহলে কিতাবদের কেউ যখন তোমাদের সালাম দেয় তখন তোমরা বলবে وَعَلَيْكُمْ (অর্থাৎ তোমাদের প্রতিও)।

٣٦٩٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ : عَنْ مُسْلِمٍ : عَنْ مَسْرُوْقٍ : عَنْ عَائِشَةَ : اَنَّهُ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ نَاسٌ مِنَ الْيَهُوْدِ فَقَالُوْا : اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ : يَا اَبَاالْقَاسِمِ فَقَالَ وَعَلَيْكُمْ.

৩৬৯৮ আবূ বাক্‌র (র) ...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর নিকট একদল ইয়াহূদী এসে বললো : السام عليك يا ابا القاسم হে আবুল কাসেম, তোমার মৃত্যু হোক। তিনি উত্তরে বললেন : وعليكم অর্থাৎ তোমাদের ।

৩৬৯৯ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْيَزَنِىِّ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجُهْنِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ رَاكِبٌ غَدًا اِلَى الْيَهُوْدِ فَلاَ تَبْدَءُوْ هُمْ بِالسَّلاَمِ فَاِذَا سَلَّمُوْا عَلَيْكُمْ فَقُوْلُوْا وَعَلَيْكُمْ-

৩৬৯৯ আবূ বাকর (র) ...... আবূ আবদুর রহামন জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আগামী কাল আমি ইয়াহূদীদের ওখানে যাচ্ছি। সুতরাং তোমরা আগে বেড়ে তাদের সালাম করবে না, তারা তোমাদেরকে সালাম করে তোমরা শুধু বলবে وعليكم।

١٤. بَابُ السَّلاَمِ عَلَى الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ অল্প বয়স্ক ও নারীদের প্রতি সালাম করা

৩৭০০ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا اَبُوْ خَالِدِ الْاَحْمَرِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ اَنَسٍ : قَالَ اَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ صِبْيَانُ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا -"

৩৭০০ আবূ বাক্‌র (র)........ আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের এখানে আসলেন, আমরা তখন বালক। তিনি আমদেরকে সালাম করলেন।

৩৭০১ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ حُسَيْنٍ سَمِعَهُ مِنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ يَقُوْلُ اَخْبَرَتْهُ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدُ قَالَتْ مَرَّ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا-"

৩৭০১ আবূ বাক্‌র (র) ...... আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদল মেয়ে লোকের সভায়, আমাদের পাশ দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ যাবার সময় আমাদেরকে সালাম করলেন।

١٥. بَابُ الْمُصَافَحَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ মুসাফাহা প্রসংগে

৩৭০২ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ حَنْظَلَةَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السَّدُوْسِىِّ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ : قُلْنَا يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ !

اَيَنْحَنِى بَعْضُنَا لِبَعْضٍ ؟ قَالَ لاَ قُلْنَا اَيُعَانِقُ بَعْضُنَا بَعْضًا ؟ قَالَ لاَ وَلٰكِنْ تَصَافَحُوْا-"

৩৭০২ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র) ...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি একে অপরের সামনে মাথা নীচু করবো ? তিনি বললেন : না, আমরা জিজ্ঞাসা করলাম : আমরা কি একে অপরকে আলিংগন করবো ? তিনি বললেন : না, তবে পরস্পর মুসাফাহা করবে।

٣٧٠٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدُ بْنَ زِيَادٍ عَنْ اَبِى اُمَامَةَ قَالَ اَمَرَنَا نَبِيُّنَا ﷺ اَنْ نَفْشِى السَّلاَمَ-"

৩৭০৩ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ...... বারা ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দু'জন মুসলমান মিলিত হয়ে মুসাফাহা করলে, বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগেই তাদের মাফ করে দেওয়া হয়।

١٦. بَابُ الرَّجُلِ يُقَبِّلُ يَدَ الرَّجُلِ

অনুচ্ছেদ ঃ এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির হাত চুম্বন করা

٣٧٠٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اَبِى زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَبِى لَيْلٰى عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَبَّلْنَا يَدَ النَّبِىِّ ﷺ -

৩৭০৪ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ...... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ -এর হাত মুবারক চুম্বন করেছি।

٣٧٠٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنِ اِدْرِيْسَ وَغُنْدَرُ وَاَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ صَفْوَانُ بْنُ عَسَّالٍ اَنَّ قَوْمًا مِنَ الْيَهُوْدِ قَبَّلُوْا يَدَا النَّبِىِّ ﷺ وَرِجْلَيْنِ-"

৩৭০৫ আবূ বাক্‌র (র)........ সাফওয়ান ইব্‌ন আসসাল (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদল ইয়াহুদী নবী ﷺ -এর মুবারক হাত ও পদদ্বয় চুম্বন করেছিল।

١٧. بَابُ الْاِسْتِئْذَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ অনুমতি প্রার্থনা

٣٧٠٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا يَزِيْدُ ابْنُ هَارُوْنَ اَنْبَأَنَا دَاوُدُ بْنُ اَبِى هِنْدٍ عَنْ اَبِى نُضْرَةَ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ اَبَا مُوْسَى اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ : فَانْصَرَفَ : فَأَرْسَلَ اِلَيْهِ عُمَرَ : مَارَدَّكَ ؟ قَالَ اسْتَأْذَنْتُ الْاِسْتِئْذَانَ الَّذِى اَمَرَنَا بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثًا فَاِنْ اُذِنَ لَنَا دَخَلْنَا وَاِنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَنَا : رَجَعْنَا : قَالَ : فَقَالَ : لَتَأْتِيَنِّى عَلَى هٰذَا بِبَيِّنَةٍ اَوْ لاَفْعَلَنَّ : فَاَتَى مَجْلِسَ قَوْمِهِ : فَنَاشَدَهُمْ ، فَشَهِدُوْا لَهُ : فَخَلَّى سَبِيْلَهُ-"

৩৭০৬ আবূ বাক্র (র) ...... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবূ মূসা (রা) তিনবার উমারের নিকট (সাক্ষাতের) অনুমতি চাইলেন, কিন্তু তাকে অনুমতি দেয়া হলো না, তাই তিনি ফিরে চললেন। তখন উমার (রা) তাঁর কাছে লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : ফিরে যাচ্ছো কেন ? রাবী বলেন : যে ভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে অনুমতি প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছেন, আমি সেভাবে তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করেছি। অতঃপর অনুমতি দেয়া হলে আমরা প্রবেশ করি, আর অনুমতি না দেয়া হলে ফিরে যাই। আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) বলেন : উমার (রা) তখন বললেন, এ হাদীসের সপক্ষে সাক্ষী পেশ করবে, নইলে তোমাকে সাজা দিব। তিনি তখন আপন লোকদের মজলিসে এসে তাঁদেরকে সাক্ষী দেয়ার অনুরোধ করলেন, তারা তাঁর পক্ষে সাক্ষী দিলে উমার (রা) তাকে ছেড়ে দিলেন।

٣٧٠٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ وَاصِلٍ بْنِ السَّائِبِ : عَنْ اَبِى سَوْرَةٍ عَنْ اَبِى اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ : قَالَ : قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! هٰذَا السَّلاَمُ : فَمَا الاِسْتِئْذَانِ ؟ قَالَ يَتَكَلَّمُ الرَّجُلُ تَسْبِيْحَةً وَتَكْبِيْرَةً وَتَحْمِيْدَةً وَيَتَنَحْنَحُ وَيُؤْذِنُ اَهْلَ الْبَيْتِ-"

৩৭০৭ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ...... আবূ আইউব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই সালামটা তো বুঝলাম, কিন্তু অনুমতি প্রার্থনাটা কি ? তিনি বললেন : আগন্তুক লোক তাসবীহ্, তাক্‌বীর তাহমীদের মাধ্যমে কিংবা গলাখাকারি দিয়ে ঘর ওয়ালাদের থেকে অনুমতি প্রার্থনা করবে।

٣٧٠٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنِ الْحٰرِثِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُجَىّ عَنْ عَلِيّ قَالَ : كَانَ لِىْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُدْخِلاَنِ مُدْخَلٌ بِاللَّيْلِ وَمُدْخَلٌ بِالنَّهَارِ : فَكُنْتُ اِذَا اَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّى يَتَنَحْنَحُ لِىْ–

৩৭০৮ আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র) ...... আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট হাযির হওয়ার সময় ছিল দুটো, একটা সময় ছিল রাতে এবং একটা সময় ছিল দিনে। যখন আসার উদ্দেশ্যে করে গলা খাকারি দিতেন।

٣٧٠٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اسْتَأْذَنْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : مَنْ هٰذَا ؟ فَقُلْتُ اَنَا فَقَالَ النَّبِيِّ ﷺ اَنَا اَنَا !"

৩৭০৯ আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)....... আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করলাম। তখন তিনি বললেন কে ? আমি বললাম : আমি, তখন নবী ﷺ বললেন : আমি ! আমি! (নাম বলতে পারো না)।

١٨. بَابُ الرَّجُلُ يَقُوْلُ لَهُ كَيْفَ اَصْبَحْتَ

অনুচ্ছেদ ঃ কোন লোকের কাউকে জিজ্ঞাসা করা, আপনি কিভাবে রাত প্রভাত করলেন ?

٣٧١٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ ثَنَا عِيْسَى ابْنُ يُوْنُسَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَابِطٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ اَصْبَحْتَ ؟ يَارَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ! قَالَ بِخَيْرٍ مِنْ رَجُلٍ لَّمْ يُصْبِحُ صَائِمًا وَلَمْ يَعُدْ سَقِيْمًا–"

৩৭১০ আবূ বাক্র (র) ...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কিভাবে রাত্রি প্রভাত করলেন ? তিনি বললেন ঃ ভালোভাবেই, তবে এমন লোক হিসাবে যে সিয়াম রত অবস্থায় প্রভাত করেনি এবং কোন রুগ্ন ব্যক্তিকেও দেখতে যাইনি।

٣٧١١ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ الْهَرَوِىُّ اِبْرَاهِيْمَ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ حَاتِمٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنُ اِسْحَاقَ بْنُ سَعْدِ ابْنِ اَبِىْ وَقَاصٍ حَدَّثَنِىْ جَدِّىْ : اَبُوْ اُمِّى مَالِكٍ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ اَبِىْ اُسَيْدِ السَّاعِدِيِّ : قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلْعَبَّاسِ بْنُ

عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَدَخَلَ عَلَيْهِمْ : فَقَالَ : اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ" قَالُوْا : وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ" قَالَ كَيْفَ اَصْبَحْتُمْ ؟ قَالُوْا بِخَيْرٍ نَحْمَدُ اللّٰهُ : فَكَيْفَ اَصْبَحْتَ ؟ بِاَبِيْنَا وَاُمِّنَا : يَارَسُوْلُ اللّٰهِ ! قَالَ اَصْبَحْتُ بِخَيْرٍ : اَحْمَدُ اللّٰهَ-"

৩৭১১ আবূ ইসহাক হারাবী, ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ...... আবূ উসাইদ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবদের ওখানে গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন : السلام عليكم। তারা উত্তরে বললেন : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন : তোমরা কিভাবে রাত প্রভাত করেছ ? তাঁরা বললেন : ভালোভাবেই আমরা আল্লাহর প্রশংসা করছি। ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত, আপনি কিভাবে রাত প্রভাত করেছেন ? তিনি বললেন : আমি ভালোভাবেই রাত প্রভাত করেছি, আমি আল্লাহর প্রশংসা করছি।

١٩. بَابُ اِذَا أَتَاكُمْ كَرِيْمُ قَوْمٍ فَاَكْرِمُوْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ যখন তোমাদের কাছে কোন কাওমের সম্মানিত ব্যক্তি আসেন তখন তোমরা তাঁর সম্মান করবে

٣٧١٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَأَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَا اَتَاكُمْ كَرِيْمُ قَوْمٍ فَاَكْرِمُوْهُ-"

৩৭১২ মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাব্বাহ (র) ...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কাছে কোন কাওমের সম্মানিত ব্যক্তি আসেন, তখন তোমরা তার সম্মান করবে।

٢٠. بَابُ تَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ

অনুচ্ছেদ ঃ হাঁচির জবাব দেওয়া

٣٧١٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ عَطَسَ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَشَمَّتَ اَحَدُهُمَا (اَوْسَمَّتَ) وَلَمْ يُشَمِّتِ الْاٰخَرَ : فَقِيْلَ : يَارَسُوْلُ اللّٰهِ ! عَطَسَ عِنْدَكَ رَجُلاَنِ : فَشَمَّتَّ اَحَدُهُمَا وَلَكَ تُشَمِّتِ الْاٰخَرَ ؟ فَقَالَ : اِنَّ هٰذَا حَمِدَ اللّٰهُ : وَاِنَّ هٰذَا لَمْ يَحْمَدِ اللّٰهَ-"

৩৭১৩ আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর সামনে দু'জন লোক হাঁচি দিল, তখন তিনি এক ব্যক্তির হাঁচির জবাব দিলেন, অপর ব্যক্তির হাঁচির জবাব দেননি। তখন তাঁকে বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দু'জন লোক আপনার সামনে হাঁচি দিল আপনি তাদের একজনের হাঁচির জবাব দিলেন, কিন্তু অপর জনের হাঁচির জবাব দিলেন না ? তিনি বললেন : এ লোক আল্লাহর প্রশংসা করেছে, আর ঐ লোক আল্লাহর প্রশংসা করেনি।

٣٧١٤ حَدَّثَنَا عَلِى بْنِ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عِكْرِمَةُ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ اَيَّاسِ بْنُ سَلَمَةَ بْنُ الاَكْوَعِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُشَمَّتُ الْعَاطِسِ ثَلاَثًا فَمَازَادَفَهُوَ مَزْكُوْمٌ!

৩৭১৪ আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র) ...... সালামা ইব্ন আক্ওয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হাঁচিদাতার হাঁচির উত্তর তিনবার দিতে হবে, এর অধিক হলে সে সর্দিগ্রস্ত হবে।

٣٧١٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلَى عَنْ عِيْسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلَى عَنْ عَلِىِّ : قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا عَطَسَ اَحَدُكُمْ : فَلْيَقُلْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ! وَ لْيَرُدَّ عَلَيْهِ مِنْ حَوْلَهُ : يَرْحَمُكَ اللّٰهُ وَلْيُرَدَّ عَلَيْهِمْ : يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ-"

৩৭১৫ আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র......আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন হাঁচি দেয়, তখন সে যেন বলে, 'আল-হামদুলিল্লাহ'। আর তার পাশে যে থাকবে, সে যেন বলে ويرحمك الله উত্তরে তার আবার বলা উচিত يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ

٢١. بَابُ اِكْرَامِ الرَّجُلِ جَلِيْسَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ নিজের সাথে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে সম্মান কর

٣٧١٦ حَدَّثَنَا عَلِىّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اَبِىْ يَحْيَى الطَّوِيْلُ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْكُوْفَةِ عَنْ زَيْدِ الْعَمِّىْ : عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِىّ ﷺ اِذَا لَقِىَ الرَّجُلُ فَكَلَّمَهُ لَمْ يَصْرِفْ وَجْهَهُ عَنْهُ حَتّٰى يَكُوْنُ هُوَ الَّذِىْ يَنْصَرِفُ وَاِذَا صَافَحَهُ لَمْ يَنْزِعُ يَدَهُ (مِنْ يَدِهِ) حَتّٰى يَكُوْنُ هُوَ الَّذِىْ يَنْزِعُهَا وَلَمْ يُرَمُتَقَدِّمًا بِرُكْبَتَيْهِ جَلِيْسًا لَهُ ، قَطُّ!

৩৭১৬ আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন কোন ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং কথা বলতেন, তখন সে মুখ না ফিরানো পর্যন্ত তিনি তাঁর মুখ ফিরাতেন না এবং যখন কারো সাথে মুসাফাহা করতেন, তখন সে তার হাত টেনে না নেওয়া পর্যন্ত, তিনি তার থেকে নিজের হাত টেনে নিতেন না। আর কোন সাক্ষাতকারীর সামনে তাঁকে কখনো পা ছড়িয়ে দিয়ে বসতে দেখা যায়নি।

٢٢. بَابُ مَنْ قَامَ عَنْ مَجْلِسٍ فَرَجَعَ فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ কেউ মজলিস থেকে উঠে আবার ফিরে আসলে, সে-ই উক্ত স্থানের অধিক হক্‌দার

٣٧١٧ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ عَنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ-"

৩৭১৭ আম্‌র ইব্ন রাফি (র)......আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন তার বসার স্থান থেকে উঠে গিয়ে আবার ফিরে আসে, তখন সে-ই উক্ত স্থানের অধিক হক্‌দার হবে।

٢٣. بَابُ الْمَعَاذِيْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ওযর পেশ করা

٣٧١٨ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ مِيْنَاءَ عَنْ جَوْذَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اعْتَذَرَ اِلَى اَخِيْهِ بِمَعْذِرَةٍ : فَلَمْ يُقْبَلْهَا كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ خَطِيْئَةِ صَاحِبِ مَكْسٍ"

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ (هُوَ ابْنُ مِيْنَاءَ) عَنْ جَوْذَانَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ"

৩৭১৮ আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র)...... জাওয়ান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আপন ভাইয়ের নিকট কোন ওযর পেশ করে, আর সে তা গ্রহণ না করে, তাহলে খাজনা উসূলকারীর অন্যায়ের যে পরিমাণ গুনাহ তার হবে।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল (র)........ জাওযান (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٤. بَابُ الْمِزَاحِ

অনুচ্ছেদ ঃ পরিহাস করা

٣٧١٩ - ثنا ابو بكر ثنا وكيع عن زمعة بن صالح عن الزهري عن وهب بن عبد بن زمعة عن ام سلمة وحدثنا علي بن محمد ثنا وكيع ثنا زمعة بن صالح عن الزهري عن عبد الله بن وهب بن زمعة عن ام سلمة قالت خرج ابو بكر في تجارة الى بصرى قبل موت النبي ﷺ بعام ومعه نعيمان وسويبط بن حرملة : وكانا شهدا بدرا : وكان نعيمان على الزاد ، وكان سويبط رجلا مزاحا : فقال لنعيمان اطعمني : قال حتى يجيء ابو بكر : قال : فلاغيظنك : قال : فمروا بقوم : فقال لهم سويبط : تشترون مني عبدا لي ؟ قالوا : نعم قال انه عبد له كلام وهو قائل لكم اني حر : فان كنتم اذا قال لكم هذه المقالة تركتموه : فلا تفسدوا علي عبدي :قالوا : لا : بل نشتريه منك فاشتروه منه بعشر قلائص ثم اتوه فوضعوا في عنقه عمامة او حبلا : فقال نعيمان : ان هذا يستهزئ بكم واني حر : لست بعبد : فقالوا قد اخبرنا خبرك : فانطلقوا به فجاء ابو بكر فاخبروه بذلك قال فاتبع القوم ورد عليهم القلائص :واخذ نعيمان : قال فلما قدموا على النبي ﷺ واخبروه : قال فضحك النبي ﷺ واصحابه منه حولا-

৩৭১৯ আবূ বাক্র ও আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র)...... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর ওফাতের এক বছর পূর্বে আবূ বাকর (রা) ব্যবসা উপলক্ষে বাস্রা গেলেন, তাঁর সাথে ছিলেন নু'আইমান এবং সুয়াইবিত ইব্ন হারমালাহ্ (রা)। তাঁরা উভয়ে বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়ে ছিলেন। নু'আইমান বদরের পাথেয় এর দায়িত্বে ছিলেন এবং সুয়াইবিত ছিলেন কৌতুক প্রিয় লোক। তিনি নু'আইমান (রা)-কে বলেন : আমাকে কিছু খাবার দিন। তিনি বললেন : আবূ বাকর (রা) এসে নিক, তারপর তিনি বললেন : আচ্ছা, আমি আপনাকে নাজেহাল করে ছাড়বো। রাবী বলেন : পরে তাঁরা এক বস্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন সুয়া'আবিত তাদের বললেন : তোমরা কি আমার কাছ থেকে আমার একটি গোলাম কিনবে ? তারা বললো : হ্যাঁ, তিনি বললেন : এ এমন একটা গোলাম, যার একটা আওড়ানো বুলি আছে। সে তোমাদেরকে বলবে আমি আযাদ, (দাস নই), তার এ কথায় তোমরা তাকে ছেড়ে দেয়ে আমাকে আমার এ গোলামের ব্যাপারে অসুবিধায় ফেলো না। তারা বললো : না। আমরা বরং তাকে তোমার কাছ থেকে খরিদ করবই।

অতঃপর তারা তাকে তার কাছ থেকে দশ উটের বিনিময়ে খরিদ করলো, পরে তার কাছে এলো, তারা তার গলায় পাগড়ী কিংবা রশি পেঁছিয়ে ধরলো। নু'আইমান (রা) তখন বললো : এ লোক তোমাদের সাথে পরিহাস করছে, সত্যি আমি আযাদ, দাস নই। তারা বললো : তোমার সব খবরই আমাদের বলা হয়েছে তখন তারা তাকে নিয়ে গেল। পরে আবূ বকর (রা) আসলে সাথীরা তাঁকে এ বিষয়টি অবহিত করলো। রাবী বলেন : অতঃপর তিনি লোকদের অনুসরণ করলেন এবং তাদের উট ফেরত দিয়ে নু'আইমান (রা)-কে ছাড়িয়ে আনলেন। রাবী বলেন : যখন তাঁরা নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীরা তাঁকে নিয়ে এক বছর যাবত হেসেছিলেন।

٣٧٢٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ : قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يُخَالِطُنَا حَتَّى يَقُولُ أَخٍلِي صَغِيرٍ : يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ ؟ " قَالَ وَكِيعٌ يَعْنِي طَيْرًا كَانَ يَلْعَبُ بِهِ-"

৩৭২০ আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র)....... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদের সাথে মেলামেশা করতেন, এমন কি তিনি আমার এক ছোট ভাইকে বলতেন : يـاابا عميـرمـا فعل المغيـر (হে আবূ উমায়র কি করছে নুগায়র ?) রাবী ওয়াকী বলেন : তিনি এতে সেই পাখিটি উদ্দেশ্যে করেছেন, যেটা আবূ উমায়ের খেলতো।

٢٥. بَابَ نَتْفِ الشَّيْبِ

অনুচ্ছেদঃ সাদা চুল উপড়ানো

٣٧٢١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ وَقَالَ : هُوَ نُورُ الْمُؤْمِنِ-"

৩৭২১ আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ...... শু'আয়েব (র) এর পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাদা চুল উপড়ে ফেলতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন এটা হচ্ছে মু'মিনের নূর।

٢٦. بَابُ الْجُلُوسِ بَيْنَ الظِّلِّ وَالشَّمْسِ

অনুচ্ছেদ ঃ ছায়া ও রোদের মাঝখানে বসা

٣٧٢٢ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ أَبِي الْمُنَيْبِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَقْعُدَ بَيْنَ الظِّلِّ وَالشَّمْسِ-"

৩৭২২ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন শায়বা (র) ...... ইব্‌ন বুরায়দাহ (রা)-র পিতা থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ছায়াও রোদের মাঝখানে বসতে নিষেধ করেছেন।

٢٧. بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْاِضْطِجَاعِ عَلَى الْوَجْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ উপুড় হয়ে শোয়া নিষিদ্ধ

٣٧٢٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ قَيْسِ ابْنِ طِخْفَةَ الْغِفَّارِىْ عَنْ اَبِيْهِ : قَالَ اَصَابَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَائِمًا فِىْ الْمَسْجِدِ عَلَى بَطْنِىْ فَوَكَضَنِى بِرِجْلِهِ وَقَالَ : مَالَمْ وَلِهٰذَا النَّوْمُ ! هٰذَاهُ نَوْمَةٌ يَكْرَهُهَا اللّٰهُ : اَوْ يَغْبِضُهَا اللّٰهُ-"

৩৭২৩ মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাববাহ (র) ...... তিখ্‌ফা গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে তার পা দিয়ে খোঁচা দিয়ে বললেন : তোমার এ ধরনের শোওয়া কিরূপ ! এধরনের শোওয়া তো আল্লাহ অপছন্দ করেন, কিংবা (রাবীর সন্দেহ) তা ঘৃণা করেন।

٣٧٢٤ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ ابْنِ كَاسِبٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُجْمِرِ عَنْ اَبِيْهِ : عَنِ ابْنِ طِخْفَةَ الْغِفَارِيِّ : عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ : قَالَ مَرَّبِىْ النَّبِيِّ ﷺ وَاَنَا مُضْطَجِعٌ عَلٰى بَطْنِىْ: فَرَكْضَنِىْ بِرِجْلِهِ وَقَالَ ، يَا جُنَيْدِبُ ! اِنَّمَا هٰذِهِ ضِجْعَةُ اَهْلِ النَّارِ-"

৩৭২৪ ইয়াকূব ইব্‌ন হুমায়দ ইব্‌ন কাসিব (র) ...... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমার পাশ দিয়ে গেলেন, তখন আমি উপুঁড় হেয় শায়িত ছিলাম, তিনি আমাকে তাঁর পা দ্বারা খোঁচা দিয়ে বললেন : হে জুনাদেব! এটা তো জাহান্নামের শোওয়া।

٣٧٢٥ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا سَلَمَةَ بْنِ رِجَاءٍ عَنِ الْوَلِيْدَ ابْنِ جَمِيْلُ الدَّمِشْقِيِّ اَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمُ ابْنُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ : قَالَ : مَرَّ النَّبِىُّ ﷺ عَلَى رَجُلٍ نَائِمٍ فِى الْمَسْجِدِ : مُنْبَطْبِحٍ عَلَى وَجْهِهِ فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ وَقَالَ : قُمْ وَاقْعُدْ : فَاِنَّهَا نَوْمَةٌ جَهَنَّمِيَّةٌ-"

৩৭২৫ ইয়াকূব ইব্‌ন হুমায়দ ইব্‌ন কাসিব (র) ...... আবূ উমামাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মসজিদে উপুঁড় হয়ে শায়িত জনৈক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি তাকে তার পা দ্বারা খোঁচা দিয়ে বললেন, : দাঁড়াও অথবা (রাবীর সন্দেহ) বসো, কেননা, এটা জাহান্নামীদের শোওয়া।

٢٨. بَابُ تَعَلُّمِ النُّجُوْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ জ্যোতিষ বিষয়ক জ্ঞান অর্জন

৩৭২৬ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا يَحْيَى ابْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَخْنَسِ عَنِ الْوَلِيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ يُوْسُفَ بْنُ مَاهَكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُوْمِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ : زَادَ مَازَادَ-"

৩৭২৬ আবূ বাকর (রা)........ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি জ্যোতিষ বিদ্যার কিছু শিখলো, সে যেন যাদুরই একটা শাখা শিখলো যত ইচ্ছে সে শিখুক।

٢٩. بَابُ النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الرِّيْحِ

অনুচ্ছেদ ঃ বাতাসকে গালি দেওয়া নিষিদ্ধ

৩৭২৭ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثنا يَحْيَى ابْنِ سَعِيْدٍ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ : عَنِ الزُّهْرِيِّ ثَنَا ثَابِتُ الزُّرَقِيِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَسُبُّوْا الرِّيْحَ : فَاِنَّهَا مِنْ رُوْحِ اللّٰهِ تَاْتِىْ بِالرَّحْمَةِ وَالْعَذَابِ : وَلَكِنَّ سَلُوا اللّٰهِ مِنْ خَيْرِهَا : وَتَعُوْذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهَا-"

৩৭২৭ আবূ বাক্‌র (রা)....... আবূ হুরায়রাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা বাতাসকে গালি দিও না ; কেনান, তা (বান্দাদের প্রতি) আল্লাহর রহমত, তা রহমত ও আযাব নিয়ে এসে থাকে। বরং তোমরা আল্লাহর কাছে তার ভালটুকু প্রার্থনা কর এবং তার মন্দটুকু থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর।

٣٠. بَابُ مَا يَسْتَحِبُّ مِنَ الْاَسْمَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ পসন্দনীয় নাম

৩৭২৮ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا خَالِدُ بْنُ مُخْلِدٍ ثَنَا الْعُمْرِى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اَحَبُّ الْاَسْمَاءِ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدُ اللّٰهِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ-"

৩৭২৮ আবূ বাক্‌র (রা) ...... ইব্‌ন উমার (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ; মহান আল্লাহর কাছে সব চাইতে পসন্দনীয় নাম হলো আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান ।

٣١. بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْاَسْمَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ অপসন্দনীয় নাম

٣٧٢٩ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَئِنْ عِشْتُ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ : لاَنْهَيَنَّ اَنْ يُسَمَّى رَبَاحٌ وَنَجِيْحٌ وَاَفْلَحُ وَنَافِعٌ وَيَسَارٌ-"

৩৭২৯ নাস্‌র ইব্‌ন আলী (রা)........ উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইনশা আল্লাহ্ আমি যদি বেঁচে থাকি, তাহলে রাবাহ, নাজীহ, আফলাহ, নাফি ও ইয়াসার নাম রাখতে নিষেধ করবো।

٣٧٣٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الرُّكَيْنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نُسَمِّى رَقِيْقَنَا اَرْبَعَةَ اَسْمَاءٍ : اَفْلَحُ وَنَافِعُ وَرَبَاحٍ وَيَسَارٍ-"

৩৭৩০ আবূ বাক্‌র (র)...... সামুরাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের দাসদেরকে চার নামে ডাকতে নিষেধ করেছেন : যথা- আফলাহ, নাফি, রাবাহ, ইয়াসার।

٣٧٣١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ثَنَا اَبُوْ عُقَيْلٍ ثَنَا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ لَقِيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ مَنْ اَنْتَ ؟ فَقُلْتُ مَسْرُوْقُ بْنُ الْاَجْدَعِ فَقَالَ عُمَرَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اَلاَجْدَعِ شَيْطَانٌ"

৩৭৩১ আবূ বাক্‌র (র)...... মাসরূক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উমার ইব্‌ন খাত্তাবের (রা) এর সাথে সাক্ষাত করলাম। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কে ? আমি বললাম : মাসরূক ইব্‌ন আজদা। তখন উমার (রা) বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : আজ্‌দা হচ্ছে শয়তান। (কোন মানুষের এ নাম রাখা উচিত নয়)

٣٢. بَابُ تَغْيِيْرِ الاَسْمَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ নাম পরিবর্তন করা

٣٧٣٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ مَيْمُوْنٍ قَالَ

سَمِعْتُ اَبَا رَافِعٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنْ زَيْنَبٍ كَانَ اَسْمُهَا بَرَّةَ فَقِيْلَ لَهَا تُزَكِّى نَفْسَهَا : فَسَمَّا هَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَيْنَب -"

৩৭৩২ আবূ বাক্‌র (র)...... আবূ হুরায়রাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, যায়নাবের নাম প্রথমে বাররাহ (পুণ্যবতী) ছিল। তখন তার সম্পর্কে বলা হলো : সে নিজেই নিজের পবিত্রতা প্রকাশ করছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার নাম রাখলেন : যায়নাব।

٣٧٣٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسٰى ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ ابْنَةَ لِعُمَرَ كَانَ يُقَالُ لَهَا عَاصِيَةَ سَمَّاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَمِيْلَةَ-"

৩৭৩৩ আবূ বাক্‌র (রা) ...... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমারের এক মেয়েকে عاصية 'অবাধ্য' বলে ডাকা হতো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার নাম রাখলেন 'জামীলাহ্'।

٣٧٣٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا يَحْيَى ابْنُ يَعْلٰى اَبُو الْمُحَيَّاةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ عُمَيْرٍ حَدَّثَنِى ابْنُ اَخِى عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ سَلَامٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ سَلَامٍ قَالَ : قَدِمْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَيْسَ اسْمِى عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ سَلَامٍ : فَسَمَّانِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ سَلَامٍ-

৩৭৩৪ আবূ বাক্‌র (র)......আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট হাযীর হলাম, তখন আমার নাম আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম ছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ নাম রাখেন আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম।

٣٣. بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ اِسْمِ النَّبِىِّ ﷺ وَكُنْيَتِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর নাম ও তাঁর কুনিয়াত একত্রিত করা

٣٧٣٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ : قَالَ اَبُوْ الْقَاسِمِ ﷺ تَسَمَّوْا بِاِسْمِى وَلَا تَكْتَنُوْا بِكُنْيَتِى-"

৩৭৩৫ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবুল কাসিম ﷺ বলেছেন : তোমরা আমার নামে নাম রেখো, কিন্তু আমার কুনিয়াতে কুনিয়াত রেখো না।

٣٧٣٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «تَسَمُّوْا بِاسْمِى وَلَا تَكَنُّوْا بِكُنْيَتِى-»

৩৭৩৬ আবূ বাক্‌র (র) ...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা আমার নামে নাম রাখতে পার, কিন্তু আমার উপনামে উপনাম রেখ না।

٣٧٣٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِى شَيْبَةَ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْبَقِيْعِ فَنَادَى رَجُلٌ : يَا اَبَا الْقَاسِمُ ! فَلْتَفَتَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : اِنِّى لَمْ اَعْنِكَ : فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَسَمُّوْا بِاسْمِى وَلَا تَكَنُّوْا بِكُنْيَتِى-"

৩৭৩৭ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)....... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বাকী, নামক স্থানে বললো : হে আবুল কাসিম। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দিকে ফিরে তাকালেন। তখন সে ব্যক্তি বললো : আমি তো আপনাকে ডাকিনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমার নামে নাম রাখতে পার, কিন্তু আমার উপনামে উপনাম রেখ না।

٣٤. بَابُ الرَّجُلِ يُكَنِّىْ قَبْلَ اَنْ يُوْلَدَ لَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ কারো সন্তান না হতেই তার কুনিয়াত রাখা

٣٧٣٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِى بُكَيْرٍ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ عُقَيْلٍ عَنْ حَمْزَةُ بْنُ صُهَيْبٍ اَنَّ عُمَرَ قَالَ لِصُهَيْبٍ : مَالَكَ تَكْتَنِىْ بِاَبِى يَحْيَى ؟ وَلَيْسَ لَكَ الْحَمْدُ : وَلَكُمْ وَلَدُ قَالَ كُنَّانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِاَبِىْ يَحْيَى-"

৩৭৩৮ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ...... হামযাহ্ ইব্‌ন সুহায়েব (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা উমার (রা) সুহায়বকে বললেন : কি ব্যাপার তুমি আবূ ইয়াহইয়া উপনাম কেন গ্রহণ করেছ ? অথচ তোমার তো কোন সন্তান নেই। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কুনিয়াত রেখেছেন আবূ ইয়াহ্ইয়া।

٣٧٣٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَنْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ مَوْلَى لِلزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِىِّ ﷺ كُلَّ اَزْوَاجِكَ كَنَّيْتَهُ غَيْرِى : قَالَتْ قَالَ فَاَنْتِ اُمُّ عَبْدِ اللّٰهِ-"

৩৭৩৯ আবূ বাকর (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ কে বললেন : আপনার সব স্ত্রীরই উপনাম আছে, কেবল আমি ব্যতীত। তিনি বললেন, আচ্ছা, তুমি হলে 'উম্মু আবদুল্লাহ'।

٣٧٤٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِى التَّيَاحِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَاْتِيْنَا فَيَقُوْلُ لاَخٍ لِىْ وَكَانَ صَغِيْرًا يَا اَبَا عُمَيْرٍ!"

৩৭৪০ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)........ আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদের এখানে আসতেন, এবং আমার এক ভাইকে যে ছোট ছিল, আবূ উমায়র বলতেন।

٣٥. بَابُ الاَلْقَابِ

অনুচ্ছেদ ঃ উপাধি প্রসংগে

٣٧٤١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ اَبِى جُبَيْرَةَ ابْنِ الضِّحَاكِ قَالَ فِيْنَا نَزَلَتْ : مَعْشَرَ الاَنْصَارِيِّ : وَلاَ تَنَابَزُوْا بِالْأَلْقَابِ" قَدِمَ عَلَيْنَا النَّبِىُّ ﷺ وَالرَّجُلُ مِنَّا لَهُ الاِسْمَانِ وَالثَّلاَثِ فَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ رُبَّمَا دَعَاهُمْ بِبَعْضِ تِلْكَ الاَسْمَاءِ فَيُقَالُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ يَغْضَبُ مِنْ هٰذَا فَنَزَلَتْ : وَلاَ تَنَابَزُوْا بِالاَلْقَابِ–"

৩৭৪১ আবূ বাক্‌র (র)......... আবূ জাহীরা ইব্‌ন যিহ্‌হাক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ولا تنابزوا بالالقاب (তোমরা একে অপরকে মন্দ উপাধিতে ডেকো না) আয়াতটি আমাদের আনসারদের ব্যাপারেই অবতীর্ণ হয়েছে। নবী ﷺ যখন আমাদের এখানে আসেন, তখন আমাদের মাঝে কারো কারো দুই তিন নাম ছিল, নবী ﷺ তাদের কাউকে সে সব নামের কোন একটি ধরে ডাকতেন। তখন তাকে বলা হতো : ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ নামে সে চটে যায়, তখন আয়াত ولا تنابزوا بالالقاب নাযিল হয়।

٣٦. بَابُ الْمَدْحِ

অনুচ্ছেদ ঃ প্রশংসা করা

٣٧٤٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِيِّ عَنْ سُفْيَانُ بْنُ حَبِيْبِ بْنِ اَبِى ثَابِتٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ مَعْمَرٍ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَحْثُوْا فِى وُجُوْهِ الْمَدَّاحِيْنَ التُّرَابَ–"

৩৭৪২ আবূ বাকর (র)..... মিকদাম ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন (সম্মুখে) প্রশংসাকারীদের মুখের উপর মাটি ছুড়ে মারি।

٣٧٤٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ مَعْبَدٍ الْجُهَنِّى عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اِيَّاكُمْ وَالتَّمَادُحَ فَانَّهُ الذَّبْحُ

৩৭৪৩ আবূ বাকর (রা)...... মু'আবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি তোমরা অপরের (সম্মুখে) প্রশংসা করা পরিহার করবে। কেননা, তা যবাই করার শামিল।

٣٧٤٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِى شَيْبَةَ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَبِى بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ مَدَحَ رَجُلٌ رَجُلاً عِنْدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَيْحَكَ ! قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ مِرَارًا ثُمَّ قَالَ اِنْ كَانَ اَحَدُكُمْ مَادِحًا اَخَاهُ فَلْيَقُلْ : اَحْسِبُهُ : وَلاَ اُزَكِّى عَلَى اللّٰهِ اَحَدًا-"

৩৭৪৪ আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র) ...... মু'আবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে একজন অন্য একজনের প্রশংসার করলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমার জন্য আফসোস ! তুমি তোমার সাথীর গলা কাটলে ! একথা কয়েকবার বললেন, অতঃপর তিনি বললেন : তোমাদের কেউ যদি তার ভাইয়ের প্রশংসা করতে চায়, তবে সে যেন বলে : আমার এরূপ ধারণা। আমি আল্লাহর কাছে কারো সাফাই গাইতে পারি না।

٣٧. بَابُ الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمِنٌ

অনুচ্ছেদ ঃ পরামর্শ প্রদানে আমানতদারী করা

٣٧٤٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنِ اَبِى بُكَيْرٍ عَنْ شَيْبَانٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ-"

৩৭৪৫ আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যার কাছে পরামর্শ চাওয়া হয় তাকে বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতে হবে।

٣٧٤٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا اَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شَرِيْكٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى عَمْرٍو الشَّيْبَانِى عَنْ اَبِى مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ "اَلْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ"-

৩৭৪৬ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যার কাছে পরামর্শ চাওয়া হয়, তাকে বিশ্বস্ততা রক্ষা করতে হবে।

٣٧٤٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِى زَائِدَةٍ وَعَلِىُّ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ اَبِى لَيْلَى عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اسْتَشَارَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ فَلْيُشِرْ عَلَيْهِ-"

৩৭৪৭ আবূ বাকর (র)......জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের কাছে পরামর্শ চায়, তখন সে যেন তাকে (সঠিক) পরমর্শ দেয়।

٣٨. بَابُ دُخُوْلِ الْحَمَّامِ

অনুচ্ছেদ ঃ হাম্মামখানায় প্রবেশ করা

٣٧٤٨ حَدَّثَنَا ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ع وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا خَالِى يَعْلَى وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ جَمِيْعًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ اَنْعُمِ الْاَفْرِيْقِىِّ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو : قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تُفْتَحُ لَكُمْ اَرْضُ الْاَعَاجِمِ وَسَتَجِدُوْنَ فِيْهَا بُيُوْتًا يُقَالُ لَهَا الْحَمَّامَاتُ فَلَايَدْخُلُهُ الرِّجَالُ اِلاَّ بِازَارٍ وَامْنَعُوْا النِّسَاءَ اَنْ يَدْخُلْنَهَا اِلاَّ مَرِيْضَةً اَوْ نُفَسَاءَ.

৩৭৪৮ আবূ বাক্‌র (র) ...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অনারব ভূমি তোমাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে ; সেখানে তোমরা 'হাম্মাম' নামের কিছু ঘর পাবে। পুরুষরা যেন ইযার পরিতীত সেখানে প্রবেশ না করে, আর নারীদেরকে সেখানে প্রবেশ করা থেকে নিষেধ করবে। তবে, অসুস্থ কিংবা 'প্রসূতি' হলে ভিন্ন কথা।

٣٧٤٩ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. ثَنَا وَكِيْعٌ ح حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ ابْنُ اَبِى شَيْبَةَ : ثَنَا عَفَّانُ قَالاَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ : اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ شَدَّادٍ عَنْ اَبِى عُذْرَةَ قَالَ :

وَكَانَ قَدْ اَدْرَكَ النَّبِىَّ ﷺ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهَى الرِّجَالَ وَا لنِّسَآءَ مِنَ الْحَمَّامَاتِ ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ اَنْ يَدْخُلُوْهَا فِى الْمَيَازِرِ : وَلَمْ يُرَخِّصْ لِلنِّسَاءِ.

৩৭৪৯ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ ও আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ পুরুষ ও মহিলাদেরকে হাম্মামখানায় প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন। পরে পুরুষদেরকে ইযার পরিধান করে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু মহিলাদের ক্ষেত্রে অনুমতি দেননি।

٣٧٥٠ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَاوَكِيْعٌ عَنْ سُفَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ اَبِى الْمَلِيْحِ الْهُذَلِىِّ اَنَّ نِسْوَةً مِنْ اَهْلِ حِمْصَ اسْتَاذَنَّ عَلَى عَائِشَةَ : فَقَالَتْ لَعَلَّكُمَّ مِنَ اللَّوَا تِىِّ يَدْخُلْنَ الْحَمَّامَاتِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِىْ غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا : فَقَدْ هَتَكَتْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ.

৩৭৫০ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)..... আবু মালীহ হুযালী (র) থেকে বর্ণিত যে, 'হিমস্' অঞ্চলের কিছু মহিলা আয়েশা (রা)-এর সাক্ষাত প্রার্থনা করলো। তখন তিনি বললেনে : সম্ভবত তোমরা সেই দলের, যারা হাম্মাম খানায় প্রবেশ করে। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি : যে মহিলা স্বামী গৃহ ছাড়া অন্যত্র তার বস্ত্র খুলে রাখলো, সে তো তার ও আল্লাহর মাঝের পর্দা ছিড়ে ফেললো।

٣٩. بَابُ الْاِطِّلَاءِ بِالنُّوْرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ চুনা ব্যবহার করা

٣٧٥١ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هَاشِمٍ الرُّمَّانِى عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِى ثَابِتٍ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا اطَّلَى بَدَأَ بِعَوْرَتِهِ فَطَلَاهَا بِالنُّوْرَةِ وَسَائِرَ جَسَدِهِ اَهْلُهُ-

৩৭৫১ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র) ...... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ যখন (লোম নাশক) চুনা ব্যবহার করতেন, তখন লজ্জাস্থানে নিজেই লাগাতেন, শরীরের অন্যান্য স্থানে স্ত্রীরা লাগিয়ে দিতেন।

٣٧٥٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ كَامِلٍ اَبِي الْعَلاَءِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِي ثَابِتٍ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اطَّلَى وَوَلِيَ عَانَتَهُ بِيَدِهِ.

৩৭৫২ আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র) ...... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ লোমনাশক ব্যবহার করেছেন এবং নাভির নিচে নিজ হাতেই লাগিয়েছেন।

٤٠. بَابُ الْقَصَصِ

অনুচ্ছেদ ঃ কিস্‌সা কাহিনী

٣٧٥٣ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْهِقْلُ بْنُ زِيَادٍ ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرٍ الْاَسْلَمِيِّ عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ : اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَقُصُّ عَلَى النَّاسِ اِلاَّ اَمِيْرٌ اَوْمَامُوْرٌ اَوْ مُرَاءٍ.

৩৭৫৩ হিশাম ইব্ন আম্মার (র) ...... শু'আয়েব এর পিতা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মানুষের সামনে কথাবার্তা বলে কেবল শাসক, অথবা তার পক্ষ হতে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি, কিংবা যে রিয়াকারী লোক।

٣٧٥٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : قَالَ لَمْ يَكُنِ الْقَصَصُ فِيْ زَمَنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلاَزَمَنِ اَبِي بَكْرٍ : وَلاَ زَمَنِ عُمَرَ.

৩৭৫৪ আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র)...... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যামানায় এবং আবূ বাকর ও উমারের যামানায় কিস্‌সা কাহিনী বর্ণনা করার রীতি ছিল না।

٤١. بَابُ الشِّعْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ কবিতা

٣٧٥٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا اَبُو اُسَامَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَسْوَدِ ابْنِ عَبْدِ يَغُوْثَ عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ «اِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِكْمَةً».

৩৭৫৫ আবূ বাক্‌র (র) ...... উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন কোন কবিতায় প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা আছে।

٣٧٥٦ حَدَّثَنَا اَبُوبَكْرٍ ثَنَا اَبُو اُسَامَةَ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكَمًا.»

৩৭৫৬ আবূ বাক্‌র (র) ...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলতেন : কোন কোন কবিতায় প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা থাকে।

٣٧٥٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيْدٍ.» اَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللّٰهَ بَاطِلٌ.

وَكَادَ اُمَيَّةُ بْنُ اَبِي الصَّلْتِ اَنْ يُسْلِمَ

৩৭৫৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন সাববাহ (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সব চাইতে সত্য কথা, যা কোন কবি বলেছে, তা হলো লবীদের কথা ঃ الا كل شئ ماخلا الله باطل জেনে রাখ, আল্লাহ ছাড়া সবই নশ্বর।

আর উমাইয়া ইব্‌ন আবূ সাল্‌ত তো মুসলমান হয়ে গিয়েছিল প্রায়।

٣٧٥٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْلَى عَنْ عَمْرِو ابْنِ الشَّرِيْدِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَنْشَدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مِائَةَ قَافِيَةٍ مِنْ شِعْرِ اُمَيَّةَ بْنِ اَبِي الصَّلْتِ يَقُوْلُ بَيْنَ كُلِّ قَافِيَةٍ «هِيْهِ» وَقَالَ «كَادَ اَنْ يُسْلِمَ.»

৩৭৫৮ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... শারীদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমাইয়া ইব্‌ন আবূ সালতের কবিতা থেকে একশটি পংক্তি আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আবৃত্তি করে শুনিয়েছি। প্রতিটি পংক্তির মাঝেই তিনি বলতেন : "আরো শুনাও"।

٤٢. بَابُ مَاكُرِهَ مِنَ الشِّعْرِ.

অনুচ্ছেদ ঃ অপসন্দনীয় কবিতা

٣٧٥٩ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرٍ ثَنَا حَفْصُ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُا الرَّجُلِ قَيْحًا حَتّٰى يَرِيَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَمْتَلِىُ شِعْرًا اِلاَّ اَنَّ حَفْصًا لَمْ يَقُلْ يَرِيَهُ!

৩৭৫৯ আবূ বাক্‌র (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: কারো উদর পচনসৃষ্টিকারী পুঁজে পূর্ণ হওয়া, কবিতায় পূর্ণ হওয়ার চেয়ে ঢের ভাল। হাফসা يَرِيَهُ শব্দটি বর্ণনা করেন নি।

٣٧٦٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِى قَتَادَةُ عَنْ يُوْنُسَ ابْنُ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ : اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ اَحَدِكُمْ قَيْحًا حَتّٰى يَرِيَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا.»

৩৭৬০ মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)........ সা'আদ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন: তোমাদের কারো উদর পচনসৃষ্টিকারী পুঁজে পূর্ণ হয়ে যাওয়া, কবিতায় পূর্ণ হওয়ার চেয়ে উত্তম।

٣٧٦١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ شَيْبَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ يُوْسُفَ ابْنِ مَاهَكَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَعْظَمَ النَّاسِ فِرْيَةً لَرَجُلُ هَاجَى رَجُلاً فَهَجَا الْقَبِيْلَةَ بِاَسْرِهَا- وَرَجُلُ انْتَفَى مِنْ اَبِيْهِ وَزَنّٰى اُمَّهُ»

৩৭৬১ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: মানুষের নামে অপবাদ রটানর দিক থেকে সব চাইতে ঘৃণ্য হলো সেই ব্যক্তি, যে কোন লোকের বিরুদ্ধে নিন্দা কবিতা বলতে গিয়ে গোটা গোত্রের নিন্দা শুরু করে। আর সেই লোক, যে নিজের বাপকে অস্বীকার করে অন্যকে বাপ বলে নিজের মাকে ব্যাভিচারিনী সাব্যস্ত করে।

٤٣. بَابُ اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ.

অনুচ্ছেদ ঃ নরদ খেলা প্রসংগে

٣٧٦٢ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ وَاَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِي هِنْدٍ عَنْ اَبِي مُوْسَى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ : فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ.»

৩৭৬২ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ...... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে নারদ (দাবাজাতীয়) খেলে, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করে।

٣٧٦٣ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيْرِ فَكَاَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيْرٍ وَدَمِهِ.»

৩৭৬৩ আবূ বাক্‌র (র) ...... বুরায়দা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি পাশা খেলে, সে যেন শূকরের গোশ্‌ত ও রক্তে হাত ডুবিয়ে দেয়।

٤٤. بَابُ اللَّعِبِ بِالْحَمَامِ .

অনুচ্ছেদ ঃ কবুতর খেলা

٣٧٦٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ ثَنَا شُرَيْكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَظَرَ اِلَى اِنْسَانٍ يَتْبَعُ طَائِرًا : فَقَالَ : «شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانًا.»

৩৭৬৪ আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন যুরারা (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা নবী ﷺ এমন এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে একটি পাখির পিছু নিয়েছে। অতঃপর তিনি বললেন : এক শয়তান আরেক শয়তানের পিছু নিয়েছে।

٣٧٦٥ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرٍ ثَنَا الْاَسْوَدُ ابْنُ عَامِرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِي سَلَمَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَتْبَعُ حَمَامَةً فَقَالَ : شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً.»

৩৭৬৫ আবূ বাক্‌র (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একজন লোককে একটি কবুতরীর পিছনে ছুটতে দেখে বললেন, এক শয়তান এক শয়তানীর পিছু নিয়েছে।

٣٧٦٦ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ اَبِى الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى رَجُلاً وَرَاءَ حَمَامَةٍ فَقَالَ : شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً.»

৩৭৬৬ হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র) ...... উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে একটি কবুতরের পিছনে যেত দেখলেন, তখন তিনি বললেন : এক শয়তান এক শয়তানীর পিছু নিয়েছে।

٣٧٦٧ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلاَنِىُّ ثَنَا رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ : ثَنَا اَبُوْ سَاعِدِىِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاً يَتْبَعُ حَمَامًا فَقَالَ «شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانًا.»

৩৭৬৭ আবূ নাসর, মুহাম্মাদ ইব্‌ন খালফ আসকালানী (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে একটি কবুতরের পিছনে যেতে দেখে বললেন : এক শয়তান এক শয়তানের পিছু নিয়েছে।

٤٥. بَابُ كَرَاهِيَةِ الْوَحْدَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ একাকীত্ব অপসন্দনীয়তা

٣٧٦٨ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْيَعْلَمُ اَحَدُكُمْ مَافِى الْوَحْدَةِ مَا سَارَ اَحَدٌ بِلَيْلٍ وَحْدَةً.»

৩৭৬৮ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ...... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যদি জানতো যে, একাকিত্বের বিপদ কত, তাহলে রাতে কেউ একা চলতো না।

٤٦. بَابُ اِطْفَاءِ النَّارِ عِنْدَ الْمَبِيْتِ

অনুচ্ছেদ ঃ শয়নকালে বাতি নিভিয়ে দেওয়া

٣٧٦٩ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرٍ ثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ «لاَتَتْرُكُوْا النَّارَ فِى بُيُوْتِكُمْ حِيْنَ تَنَامُوْنَ.»

৩৭৬৯ আবূ বাক্‌র (র)...... সালেমের পিতা (রা) থেকে বর্ণিত নবী ﷺ বলেছেন: যখন তোমরা ঘুমাবে তখন তোমাদের ঘরে আগুন জ্বালিয়ে রাখবে না।

٣٧٧٠ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوسَلَمَةَ ثَنَا اَبُواُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى قَالَ : احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِيْنَةِ عَلَى اَهْلِهِ فَحُدِّثَ النَّبِىُّ ﷺ بِشَأْنِهِمْ فَقَالَ اِنَّمَا هَذِهِ النَّارُعَدُوٌّ لَكُمْ : فَاِذَا نِمْتُمْ فَاطْفِئُوْهَا عَنْكُمْ.»

৩৭৭০ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ -কে জানানো হলে, তিনি বললেন: এ আগুন তো তোমাদের শত্রু। সুতরাং যখন তোমরা ঘুমাবে, তখন তোমরা তা নিভিয়ে দিবে।

٣٧٧١ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ اَبِىْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَهَانَا فَاَمَرَنَا اَنْ نُطْفِئَ سِرَجَنَا.»

৩৭৭১ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে (অনেক বিষয়ে) আদেশ দিয়েছেন, এবং নিষেধও করেছেন। তিনি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন (নিদ্রা যাওয়ার সময়) আমাদের বাতি নিভিয়ে ফেলি।

٤٧. بَابُ النَّهْىِ عَنِ النُّزُوْلِ عَلَى الطَّرِيْقِ

অনুচ্ছেদ ঃ রাস্তায় অবস্থান না করা

٣٧٧٢ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنْبَانَا هِشَامٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَنْزِلُوْا عَلَى جَوَادِّ الطَّرِيْقِ وَلاَتَقْضُوْا عَلَيْهَا الْحَاجَاتِ.»

৩৭৭২ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র).....জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা বড় রাস্তায় অবস্থান করবে না এবং এর উপর পেশাব পায়খানা করবে না।

٤٧. بَابُ رُكُوْبِ ثَلاَثَةٍ عَلَى دَابَّةٍ.

অনুচ্ছেদ ঃ এক বাহনে তিনজনের আরোহন

٣٧٧٣ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَاصِمٍ ثَنَا مُوَرِّقٌ الْعِجْلِىُّ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ جَعْفَرٍ : قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَاقَدِمَ مِنْ سَفَرٍ تُلُقِّىَ بِنَا قَالَ بِىْ وَبِالْحَسَنِ اَوْبِالْحُسَيْنِ قَالَ : فَحَمَلَ اَحَدَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْاٰخَرَ خَلْفَهُ. حَتّٰى قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ.»

৩৭৭৩ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোন সফর থেকে আসতেন আমরা তাঁকে ইসতিকবাল করার জন্য (মদীনার বাইরে) যতাম। রাবী বলেন: একবার আমি এবং হাসান কিংবা হুসায়ন গেলাম। তখন তিনি আমাদের একজনকে তার সামনে এবং অপর জনকে পিছনে বসালেন। এভাবে আমরা মদীনায় উপনীত হলাম।

٤٩. بَابُ تَتْرِيْبِ الْكِتَابِ

অনুচ্ছেদ ঃ চিঠিপত্রে মাটি লাগানো

٣٧٧٤ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنْبَانَا بَقِيَّةُ اَنْبَانَا اَبُو اَحْمَدَالدِّمَشْقِىُّ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَرِّبُوا صُحُفَكُمْ اَنْجَحُ لَهَا : اِنَّ التُّرَابَ مُبَارَكٌ.»

৩৭৭৪ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়রা (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তোমরা তোমাদের চিঠিতে মাটি মিশ্রিত করো, এটা সেগুলোর জন্য অধিক সফলতার কারণ। কেননা মাটি হলো বরকতময়।

٥٠. بَابُ لاَيَتَنَاجَى اثْنَانِ دُوْنَا الثَّالِث

অনুচ্ছেদ ঃ তৃতীয় ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে দু'জনে চুপে চুপে কিছু না বলা

٣٧٧٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا اَبُوْمُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَاكُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُوْنَ صَاحِبِهِمَا فَاِنَّ ذَالِكَ يَحْزُنُهُ.»

৩৭৭৫ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন নুমায়র (র)...... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা যখন তিনজন হবে, তখন দু'জনে তৃতীয় সাথীকে বাদ দিয়ে, চুপেচুপে কিছু বলবে না। কেননা, এটা তাকে চিন্তিত করবে।

٣٧٧٦ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَنُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُوْنَ الثَّالِثِ.»

৩৭৭৬ হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র)...... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তৃতীয় জনকে বাদ দিয়ে দু'জনে চুপে কিছু বলতে নিষেধ করেছেন।

٥١. بَابُ مَنْ كَانَ مَعَهُ سِهَامٌ فَلْيَاخُذْ بِنِصَالِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ তীরের ফলা হাতে রেখে চলা

٣٧٧٧ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ : قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ مَرَّ رَجُلٌ بِسِهَامٍ فِى الْمَسْجِدِ : فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «اَمْسِكْ بِنِصَالِهَا؟ قَالَ : نَعَمْ.»

৩৭৭৭ হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র)...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি মসজিদে তীর সহ আসলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তীরগুলোর 'ফলা' ধরো। সে বললো : জি, আচ্ছা।

٣٧٧٨ حَدَّثَنَا مَحْمُوْ بْنُ غَيْلاَنَ ثَنَا اَبُوْاُسَا مَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ جَدِّهِ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ اَبِى مُوْسَى : عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَامَرَّ اَحَدُكُمْ فِى مَسْجِدِنَا اَوْ فِى سُوْقِنَا وَمَعَهُ نَبِيْلٌ : فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَا لِهَا بِكَفِّهِ اَنْ تُصِيْبَ اَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ بِشَيْىءٍ اَوْفَلْيَقْبِضْ عَلَى نِصَالِهَا.»

৩৭৭৮ মাহমুদ ইব্‌ন গায়লান (র)...... আবু মূসা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন আমাদের মসজিদে কিংবা আমাদের বাজারে চলাচল করে এবং তার সাথে তীর থাকে, তখন সে যেন তার ফলার অংশটুকু হাতে ধরে রাখে, যাতে কোন মুসলমানের গায়ে না লাগে।

٥٢. بَابُ ثَوَابِ الْقُرْآنِ

অনুচ্ছেদ ঃ কুরআনের সাওয়াব

٣٧٧٩ **حَدَّثَنَا** هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ : رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَاهِرُبِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِي يَقْرَؤُهُ يَتَتَعْتَعُ فِيْهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ : لَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ.»

৩৭৭৯ হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র)...... আয়েশা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কুরআন পাঠে অভিজ্ঞ ব্যক্তি লিখন দায়িত্বে নিযুক্ত মর্যাদাবান ও নেক ফিরিশ্‌তাদের সংগে থাকবে। আর যে ব্যক্তি কষ্ট করে ঠেকে পড়ে তার পাওনা হলো দু'টি সাওয়াব।

٣٧٨٠ **حَدَّثَنَا** أَبُوْبَكْرٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسَى أَنْبَانَا شَيْبَانُ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ : قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ إِذَا دَخَلَ الْجَنَّةَ اقْرَأْ وَاصْعَدْ! فَيَقْرَأُ وَيَصْعَدُ بِكُلِّ آيَةٍ دَرَجَةً حَتَّى يَقْرَأَ آخِرَشَيْءٍ مَعَهُ.»

৩৭৮০ আবূ বাক্‌র (র)...... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সাহেবে কুরআন যখন জান্নাতে প্রবেশ করে, তখন তাকে বলা হবে পড়তে থাক এবং আরোহণ করতে থাক। তখন সে পড়তে থাকবে এবং প্রতিটি আয়াতের সাথে একটি স্তর অতিক্রম করবে। এভাবে সে তার সংরক্ষণের শেষ আয়াতটি পর্যন্ত পড়বে।

٣٧٨١ **حَدَّثَنَا** عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجِيْءُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ. فَيَقُوْلُ : أَنَا الَّذِي أَسْهَرْتُ لَيْلَكَ وَأَظْمَأْتُ نَهَارَكَ.»

৩৭৮১ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র).....বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কুরআন কিয়ামতের দিন ফেকাশে লোকের আকৃতিতে আসবে এবং বলবে : আমিই তোমার রাতকে বিনিদ্র করেছি এবং তোমার দিনকে পিপাসার্ত করেছি।

٣٧٨٢ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اِذَارَجَعَ اِلَى اَهْلِهِ اَنْ يَجِدَ فِيْهِ ثَلاَثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ : قَالَ : فَثَلاَثُ آيَاتٍ يَقْرَؤُهُنَّ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلاَتِهِ خَيْرٌلَهُ مِنْ ثَلاَثِ خَلِفَاتٍ سِمَانٍ عِظَامٍ.»

৩৭৮২ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন : তোমাদের কেউ কি এটা পছন্দ করে যে, সে তার ঘরে ফিরে এসে সেখানে তিনটি বড় নাদুস নুদুস গর্ভবতী উট্‌নী পাবে ? আমরা বললাম : হ্যাঁ। তিনি বললেন : তোমাদের কেউ তার সালাতে তিনটি আয়াত পড়লে তা বড় নাদুসনুদুস তিনটি গর্ভবতী উট্‌নীর চেয়ে উত্তম হবে।

٣٧٨٣ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْاَزْهَرِ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَانَا مَعْمَرُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الْقُرْآنِ مِثْلُ الْاِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ اِنْ تَعَاهَدَهَا صَاحِبُهَا بِعُقُلِهَا اَمْسَكَهَا عَلَيْهِ وَاِنْ اَطْلَقَ عُقُلَهَا ذَهَبَتْ.»

৩৭৮৩ আহমাদ ইব্‌ন আযহার (র)......ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কুরআনের উদাহরণ হলো বেঁধে রাখা উটের অনুরূপ উটের মালিক যদি তাকে রশি দিয়ে বেঁধে রাখে, তাহলে তাকে ধরে রাখতে পারবে, আর যদি রশির বাঁধ খুলের দেয়, তাহলে সে চলে যাবে।

٣٧٨٤ حَدَّثَنَا اَبُومَرْوَانَ مُحَمَّدُ ابْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِىُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ ابْنِ اَبِى حَازِمٍ عَنِ الْعَلاَءِبْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ : قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِى وَبَيْنَ عَبْدِى شَطْرَيْنِ فَنِصْفُهَا لِىْ وَنِصْفُهَا لِعَبْدِىْ وَلِعَبْدِىْ مَا سَاَلَ قَالَ : فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اقْرَأُوْا : يَقُوْلُ الْعَبْدُ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ : فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : حَمِدَنِىْ عَبْدِىْ وَلِعَبْدِىْ مَاسَاَلَ فَيَقُوْلُ : اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ : فَيَقُوْلُ : اَثْنَى عَلَىَّ عَبْدِىْ : وَلِعَبْدِىْ مَاسَاَلَ يَقُوْلُ : مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ : فَيَقُوْلُ اللّٰهُ : مَجَّدَنِىْ عَبْدِىْ فَهٰذَا لِىْ وَهٰذِهِ الْاٰيَةُ بَيْنِىْ وَبَيْنَ عَبْدِىْ نِصْفَيْنِ : يَقُوْلُ الْعَبْدُ : اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ

نَسْتَعِيْنُ : يَعْنِى فَهٰذِهِ بَيْنِى وَبَيْنَ عَبْدِى وَلِعَبْدِىْ مَاسَاَلَ وَآخِرُ السُّوْرَةِ لِعَبْدِى : يَقُوْلُ الْعَبْدُ : اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ : فَهٰذَا لِعَبْدِىْ وَلِعَبْدِىْ مَاسَاَلَ.»

৩৭৮৪ আবূ মারওয়ান মুহাম্মাদ ইব্‌ন উসমান আল-উসমানী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : সালাতকে আমি আমার ও বান্দার মাঝে দু'ভাগে ভাগ করে নিয়েছি। এর অর্ধেক আমার আর অর্ধেক আমার বান্দার আর আমার বান্দা যা প্রার্থনা করবে তাই পাবে। (রাবী) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যখন তোমরা পড়ো, বান্দা যখন বলে الحمد الله رب العلمين আল্লাহ তা'আলা তখন বলেন : আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। আর আমার বান্দা যা প্রার্থনা করেছে, তাই সে পাবে। সে যখন বলে : الرحمن الرحيم তখন তিনি বলেন : আমার বান্দাা আমার স্তুতি করেছে, আর আমার বান্দা যা প্রার্থনা করেছে, তা সে পাবে। সে যখন বলে : مالك يوم الدين তখন আল্লাহ বলেন : আমার বান্দা আমার গৌরব বর্ণনা করেছে। এতটুকু হলো আমার জন্য আর এই আয়াতটা আমার ও আমার বান্দার মাঝে অর্ধেক করে। অতঃপর বান্দা যখন বলে : اياك نعبد واياك نستعين এটা হলো আমার ও আমার বান্দার মাঝে, আমার বান্দা যা প্রার্থনা করবে, তাই সে পাবে। সূরার শেষ অংশটুকু হলো আমার বান্দার জন্য। বান্দা যখন বলে :

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

এ অংশটুকু হলো আমার বান্দার জন্য আর আমার বান্দা যা প্রার্থনা করবে, তাও সে পাবে।

٣٧٨٥ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا غُنْدَرُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ ابْنِ عَاصِمٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ : قَالَ لِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ اُعَلِّمُكَ اَعْظَمَ سُوْرَةٍ فِى الْقُرْآنِ قَبْلَ اَنْ اَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ؟ قَالَ فَذَهَبَ النَّبِىُّ ﷺ لِيَخْرُجَ : فَاَذْكَرْتُهُ فَقَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَهِىَ السَّبْعُ الْمَثَانِىْ وَالْقُرْآنُ الْعَظِيْمُ الَّذِىْ اُوْتِيْتُهُ.»

৩৭৮৫ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ সাঈদ ইব্‌ন মু'আল্লা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন: আমি কি তোমাকে মসজিদ থেকে বের হওয়ার আগে কুরআনের শ্রেষ্ঠতম সূরা শিক্ষা দিব না ? তিনি (আবূ সাঈদ) বললেন : অতঃপর নবী ﷺ বের হওয়ার জন্য (দরজার দিকে) গেলেন, তখন আমি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলাম। তখন তিনি বললেন : (সেটা হলো) "আল-হামদুলিল্লাহে রাব্বিল আলামীন" সূরা "এটাই হলো সাব্‌উল মাসানী ও মহান কুরআন", যা আমাকে দান করা হয়েছে।

٣٧٨٦ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبَّاسٍ الْجُشَمِيِّ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ سُوْرَةً فِى الْقُرْآنِ ثَلَاثُوْنَ آيَةً شَفَعَتْ لِصَاحِبِهَا حَتَّى غُفِرَلَهُ تَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ.»

৩৭৮৬ আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : কুরআনে ত্রিশ আয়াত বিশিষ্ট একটি সূরা আছে, যা তার তিলাওয়াতকারীর জন্য সুফারিশ করবে, এমন কি তাকে মাফ করে দেওয়া হবে, সূরাটি হলো : تبارك الذى بيده الملك সূরা মুল্ক।

٣٧٨٧ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ ثَنَا خَالِدُ ابْنُ مَخْلَدٍ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنِىْ سُهَيْلٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ.»

৩৭৮৭ আবূ বাকর (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "কুল হুয়াল্লাহু আহাদ" সূরাটি কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান।

٣٧٨٨ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ : ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ جَرِيْرِبْنِ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ : تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ.»

৩৭৮৮ হাসান ইব্ন আলী আল-খাল্লাল (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : قل هو الله احد সূরাটি কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান।

٣٧٨٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِى قَيْسٍ الْاَوْدِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ اَبِى مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيِّ : قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ. اَللّٰهُ اَحَدٌ : اَلْوَاحِدُ الصَّمَدُ : تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ.

৩৭৮৯ আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র)........ আবূ মাসউদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : الله احد الواحد الصمد সূরাটি কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান।

٥٣. بَابُ فَضْلِ الذِّكْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ যিকরের ফযীলত

৩৭৯০. حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ ابْنِ كَاسِبٍ ثَنَا الْمُغِيْرَةُ ابْنُ عَبْدِا لرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ : عَنْ زِيَادِ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ مَوْلَى ابْنِ عَيَّاشٍ : عَنْ اَبِىْ بَحْرِيَّةَ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ ! قَالَ : اَلاَ اُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ اَعْمَا لِكُمْ وَاَرْضَاهَا عِنْدَ مَلِيْكِكُمْ وَاَرَ فَعِهَا فِىْ دَرَجَا تِكُمْ وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ اِعْطَاءِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَمِنْ اَنْ تَلْقَوْاعَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوْا اَعْنَا قَهُمْ وَيَضْرِبُوْا اَعْنَا قَكُمْ؟ قَالُوْا : وَمَا ذَالِكَ ؟ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! قَالَ ذِكْرُ اللّٰهِ.» وَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ مَا عَمِلَ امْرُؤُبِعَمَلٍ اَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ. مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ.

৩৭৯০ ইয়াকূব ইব্‌ন হুমায়দ ইব্‌ন কাসিব (র)....আবুদ্দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : আমি কি তোমাদের সর্বোত্তম আমল সম্পর্কে বলে দেব না, যা তোমাদের আমলগুলোর মাঝে সর্বোত্তম এবং তোমাদের মালিকের কাছে অধিক সন্তোষজনক এবং তোমাদের মর্যাদাকে অধিক উন্নীতকারী এবং তোমাদের সোনারূপা দান করার চেয়ে উত্তম এবং দুশমনের মুখোমুখি হয়ে তোমরা তাদের গলা আর তারা তোমাদের গলা কাটার চেয়েও উত্তম ? তারা (সাহাবীরা) জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেটা কি ? তিনি বললেন : আল্লাহর যিকির।

মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) বলেন, কোন মানুষ 'যিকরুল্লার' চেয়ে উত্তম কোন আমল করে না, যা তাকে আল্লাহর আযাব থেকে নাজাত দেয়।

৩৭৯১ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ عَمَّارٍ ابْنِ رُزَيْقٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْاَ غَرِّ اَبِىْ مُسْلِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَاَبِىْ سَعِيْدٍ يَشْهَدَانِ بِهٖ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ فِيْهِ اِلاَّ حَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ تَغَشَّتْهُمُ الرَّحْمَةُ : وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ.

৩৭৯১ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ হুরায়রা ও আবূ সাঈদ (রা) এই মর্মে সাক্ষাৎ প্রদান করে বলেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : যে কোন জামাত, যে কোন মজলিসে বসে আল্লাহর যিকির করবে ফিরিশ্‌তারা তাদেরকে ঘিরে রাখবেন এবং রহমত তাদেরকে ছেয়ে রাখবে এবং তাদের প্রতি সাকীনাহ ও প্রশান্তি নাযিল হবে, আর আল্লাহ তাদের আলোচনা করবেন তাদের মাঝে যারা তাঁর কাছে আছেন, (অর্থাৎ ফিরিশতাকুল)

٣٧٩٢ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنِ الْاَوْزَاعِى عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اُمِّ الدَّرْدَآءِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُوْلُ اَنَا مَعَ عَبْدِىْ اِذَا هُوَ ذَكَرَنِىْ وَتَحَرَّكَتْ بِىْ شَفَتَاهُ.

৩৭৯২ আবূ বাকর (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : মহান আল্লাহ বলেন : আমি আমার বান্দার সাথে থাকি, যখন সে আমার যিকির করে এবং আমার যিকিরে তার দু'ঠোঁট নড়ে।

٣٧٩٣ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرٍ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ اَخْبَرَنِىْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ الْكِنْدِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ : اَنَّ اَعْرَابِيًّا قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ شَرَائِعَ الْاِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَىَّ فَاَنْبِئْنِىْ مِنْهَا بِشَىْءٍ اَتَشَبَّثُ بِهِ : قَالَ لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ.

৩৭৯৩ আবূ বাক্র (র)...... আবদুল্লাহ ইব্ন বুশ্র (রা) থেকে বর্ণিত, জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট বললো : ইসলামের বিধি বিধান আমার প্রতি অনেক হয়ে গেছে, আমাকে তা থেকে কোন একটি বলেদিন, যা আমি আঁকড়ে থাকবো। তিনি বললেন : তোমার জিহ্বা মহান আল্লাহর যিকিরে সর্বদা সজীব রাখবে।

٥٤. بَابُ فَضْلِ لَاۤاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ

অনুচ্ছেদ : "লা ইলাহা ইল্লাহ"-এর ফযীলত

٣٧٩٤ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرٍ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْاَغَرِّ اَبِىْ مُسْلِمٍ اَنَّهُ شَهِدَ عَلَى اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَاَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْعَبْدُ : لَاۤاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ: قَالَ صَدَقَ عَبْدِىْ لَاۤاِلٰهَ اِلاَّ اَنَا وَلَا اَكْبَرُ : وَاِذَا قَالَ الْعَبْدُ : لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ : قَالَ : صَدَقَ عَبْدِىْ : لَا اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا وَحْدِىْ : وَاِذَا قَالَ : لَا اِلٰهَ : قَالَ : صَدَقَ عَبْدِىْ لَاۤاِلٰهَ اِلاَّ اَنَا : وَلَا شَرِيْكَ لِىْ وَاِذَا قَالَ : لَاۤاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ : لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ : قَالَ صَدَقَ عَبْدِىْ. لَاۤاِلٰهَ اِلاَّ اَنَا لِىَ الْمُلْكُ وَلِىَ الْحَمْدُ : وَاِذَا قَالَ : لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ : قَالَ صَدَقَ عَبْدِىْ لَاۤاِلٰهَ اِلاَّ اَنَا وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلاَّ بِىْ . قَالَ اَبُوْ

اِسْحَاقَ ثُمَّ قَالَ فَقُلْتُ لاَبِىْ جَعْفَرٍ : مَا قَالَ فَقَالَ مَنْ رُزِقَهُنَّ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ.

৩৭৯৪ আবূ বাকর (র)...... আবূ হুরায়রা ও আবূ সাঈদ সাক্ষ্য দিয়ে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বান্দা যখন "লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আক্‌বার" বলে, তখন মহান আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা সত্য বলেছে। আমি ছাড়া আর কোন ইলাই নেই এবং আমিই বড়। আর বান্দা যখন বলে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু" তখন আল্লাহ বলেন : আমার বান্দা সত্য বলেছে, আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। যখন সে বলে : "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু লা শারীকালাহু" তখন তিনি বলেন : আমার বান্দা সত্য বলেছে, আমি ছাড়া কোন ইলাহা নেই, আর আমার কোন শরীক নেই। আর যখন বলে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু লাহুলমুলকু ওয়ালাহুল হামদু", তখন তিনি বলেন : আমার বান্দা সত্য বলেছে, আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, আমারই রাজত্ব এবং আমারই জন্য প্রশংসা। আর যখন সে বলে : "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালা হাওলা ওয়া-লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" তখন তিনি বলেন : আমার বান্দা সত্য বলেছে, আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই শক্তি ও ক্ষমতা শুধু আমারই। রাবী আবূ ইসহাক (র) বলেন, অতঃপর তিনি 'আগাররু শাইয়ান' একটি বাক্য বলেছিলেন, যা আমি বুঝতে পারিনি, রাবী বলেন : তখন আমি আবূ জাফরকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বললেন : মৃত্যুর সময় আল্লাহ যাকে এ কলিমা বলার তাওফিক দিবেন, আগুন তাকে সম্পর্শ করতে পারবে না।

٣٧٩٥ حَدَّثَنَا هَرُوْنُ بْنُ اِسْحَاقَ الْهَمْدَانِىُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِىْ خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ اُمِّهِ سُعْدَى الْمُرِيَّةِ قَالَتْ مَرَّ عُمَرُ بِطَلْحَةَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَالَكَ كَئِيْبًا ؟ اَسَاءَتْكَ امْرَاءَةُ ابْنِ عَمِّكَ ؟ قَالَ : لاَ : وَلٰكِنْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اِنِّى لاَعْلَمُ كَلِمَةً لاَيَقُوْلُهَا اَحَدٌ عِنْدَ مَوْتِهِ اِلاَّ كَانَتْ نُوْرًا لِصَحِيْفَتِهِ وَاِنَّ جَسَدَهُ وَرُوْحَهُ لَيَجِدَ اِنَّ لَهَا رَوْحًا عِنْدَ الْمَوْتِ : فَلَمْ اَسْئَالْهُ حَتّٰى تُوَفِّىَ قَالَ : اَنَا اَعْلَمُهَا هِىَ الَّتِىْ اَرَادَ عَمَّهُ عَلَيْهَا وَلَوْعَلِمَ اَنَّ شَيْئًا اَنْجَى لَهُ مِنْهَا لاَمَرَهُ.

৩৭৯৫ হারূন ইব্‌ন ইসহাক হামদানী (র)...... ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন তালহার মা সু'দা মুর্‌রিয়্যাহ (র) বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাতের পর উমার (রা) একবার তালহার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন উমার (রা) তাঁকে বললেন : কি হয়েছে, তুমি বিষন্ন কেন ? তোমার চাচাত ভাইয়ের খিলাফত কি তোমার অপছন্দ হচ্ছে ? তালহা বললেন : না। তবে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, এমন একটি কালেমা আমি জানি, যা যে কেউ মৃত্যুর সময় বললে তার আমলনামার জন্য সেটা নূর হবে। এবং নিঃসন্দেহে তার দেহ ও আত্মা মৃত্যুর সময় সেটার দ্বারা স্বস্তি লাভ করবে। সেটা আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে পারিনি, এরই মধ্যে

তাঁর ওফাত হয়ে গেছে। উমার (রা) বললেন : আমি সেটা জানি। এটা সেই কালেমা যা তিনি তাঁর চাচার কাছে (গ্রহণ করার) ইরাদা করছিলেন যদি তিনি জানতেন যে, সেই কালেমার চেয়েও অধিক নাজাত দানকারী কিছু আছে, তাহলে অবশ্যই চাচাকে তিনি সেটার কথা বলতেন ।

٣٧٩٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ يُوْنُسَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ هِصَّانَ بْنِ الكَاهِلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ نَفْسٍ تَمُوْتُ تَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْجِعُ ذَالِكَ اِلٰى قَلْبِ مُوْقِنٍ اِلاَّ غَفَرَ اللّٰهُ لَهَا.

৩৭৯৬ আবদুল হামীদ ইব্‌ন বায়ান ওয়াসিতী (র)...... মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে কোন ব্যক্তি একবার সাক্ষ্য দিয়ে মৃত্যুবরণ করলে যে আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল, আর উক্ত সাক্ষ্য বিশ্বাসী হৃদয়ের দিকে প্রত্যবর্তন করবে (অর্থাৎ খালিস দিলে এ সাক্ষ্য দিবে) আল্লাহ অবশ্যই তাকে মাগফিরাত দান করবেন।

٣٧٩٧ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِىُّ ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُوْرٍ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ اُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ لاَ يَسْبِقُهَا عَمَلٌ وَلاَ تَتْرُكُ ذَنْبًا.

৩৭৯৭ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুনযির হিযামী (র)...... উম্মে হানী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" কে কোন আমল অতিক্রম করতে পারে না। আর কোন গুনাহকে তা মোচন না করে ছাড়ে না।

٣٧٩٨ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرٍ ثَنَا زَيْدُ ابْنُ الْحُبَابِ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ اَخْبَرَنِىْ سُمَىٌّ مَوْلَى اَبِىْ بَكْرٍ : عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ : قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ فِىْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ : لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ. كَانَ لَهُ عَدْلُ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِىَ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكُنَّ لَهُ حِرْزٌ مِنَ الشَّيْطَانِ سَائِرَيَوْمِهِ اِلَى اللَّيْلِ : وَلَمْ يَاْتِ اَحَدٌ بِاَفْضَلَ مِمَّا اَتٰى بِهِ اِلاَّ مَنْ قَالَ اَكْثَرَ.

৩৭৯৮ আবূ বাক্‌র (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি দিনে একশ' বার لااله الا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيئ قدير. বলে (আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই জন্য

এবং প্রশংসা তাঁরই জন্য, তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।) তাহলে, দশটি গোলাম আযাদ করার সমতুল্য সাওয়াব তার জন্য লেখা হবে, একশটি নেক আমল তার জন্য লেখা হবে এবং তার (আমলনামা) থেকে একশটি বদ আমল মুছে দেওয়া হবে এবং এশব্দগুলি রাত পর্যন্ত সারাদিন তার জন্য শয়তান থেকে অন্তরায় হয়ে থাকবে এবং তাকে যা দান করা হলো, তার চেয়ে উত্তম কিছু নিয়ে কেউ হাযির হতে পারবে না। তবে যে এ কালেমা তার চেয়ে অধিক পড়বে।

٣٧٩٩ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ثَنَا عِيْسَى الْمُخْتَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِى لَيْلَى عَنْ عَصِتَةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ فِىْ دُبُرِ صَلاَةِ الْغَدَاةِ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ: كَانَ كَعِتَاقِ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ اِسْمَاعِيْلَ-:

৩৭৯৯ আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)......আবূ সাঈদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি ফজরের সালাতের পর لااله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيئ قدير. বলবে : ইসমাঈলের বংশধরদের কোন গোলাম আযাদ করার সমান সাওয়াব তার হবে।

৫৫. بَابُ فَضْلِ الْحَامِدِيْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ প্রশংসাকারীর ফযীলত

٣٨٠٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا مُوْسَى بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ بَشِيْرِ بْنِ الْفَاكِهِ، قَالَ سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ حِرَاشٍ بْنِ عَمِّ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَفْضَلُ الذِّكْرِ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ : وَاَفْضَلُ الدُّعَاءِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ-"

৩৮০০ আবদুর রহমান ইব্ন ইব্রাহীম দিমাশ্কী (র)...... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি : শ্রেষ্ঠ যিকির হলো "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" আর শ্রেষ্ঠ দু'আ হলো "আল-হামদু লিল্লাহ"।

٣٨٠١ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامُّ ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ بَشِيْرٍ مَوْلَى الْعُمَرِيِّيْنَ قَالَ سَمِعْتُ قُدَامَةَ بْنَ اِبْرَاهِيْمَ الْجُمَحِيَّ يُحَدِّثُ اَنَّهُ كَانَ يَخْتَلِفُ اِلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ غُلاَمٌ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُعَصْفَرَانِ : قَالَ فَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَدَّثَهُمْ اَنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ قَالَ يَارَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلاَلِ وَجْهِكَ » وَعَظِيْمِ سُلْطَانِكَ فَعَضَلَّتْ بِالْمَلَكَيْنِ فَلَمْ يَدْرِيَا كَيْفَ يَكْتُبَانِهَا فَصَعِدَا اِلَى السَّمَاءِ وَقَالاَ : يَا رَبَّنَا ! اِنَّ عَبْدَكَ قَدْ قَالَ مَقَالَةً لاَنَدْرِىْ كَيْفَ نَكْتُبُهَا قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا قَالَ عَبْدُهُ : مَاذَا قَالَ عَبْدِىْ قَالاَ يَا رَبِّ ! اِنَّهُ قَالَ يَارَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِىْ لِجَلاَلِ وَجْهِكَ وَعَظِيْمِ سُلْطَانِكَ : فَقَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمَا اكْتُبَاهَا كَمَا قَالَ عَبْدِى : حَتّٰى يَلْقَانِىْ فَاَجْزِيَهُ بِهَا-"

৩৮০১ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুনযির হিযামী (র)...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে ঘটনা শুনিয়েছেন যে, আল্লাহর কোন প্রশংসা যা আপনার মহিমা ও বিরাট প্রতিপত্তির উপযোগী (আমল লিপিবদ্ধকারী) ফিরিশতাদ্বয়কে তা হয়রান করে ফেললো। তাঁরা বুঝতে পারলো না, কিভাবে তা লিখবে, তাই তাঁরা আসমানে আরোহণ করে আরয করলো : হে আমাদের রব! আপনার বান্দা এমন কালেমা বলেছে, যা আমরা কিভাবে লিখবো তা বুঝতে পারছি না। মহান আল্লাহ জিজ্ঞাসা করলেন : অথচ তাঁর বান্দা যা বলেছে সে সম্পর্কে তিনিই অধিক অবগত, আমার বান্দা কী বলেছে ?ফিরিশতাদ্বয় বললেন : হে আমাদের রব! সে বলেছে : "يا رب لك الحمد كما ينبغى لك لجلال وجهك وعظيم سلطانك" তখনা আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বললেন : আমার বান্দা যেমন বলেছে তেমনই লিখে রাখো, এমন কি সে যখন আমার সংগে সাক্ষাৎ করবে, তখন আমি তাকে তার বিনিময় দান করবো।

٣٨٠٢ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ فَلَمَّا صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ ذَالَّذِىْ قَالَ هٰذَا ؟ قَالَ الرَّجُلُ : اَنَا : وَمَا اَرَدْتُ اِلاَّ الْخَيْرَ : فَقَالَ لَقَدْ فُتِحَتْ لَهَا اَبْوَابُ السَّمَاءِ فَمَا نَهْنَهَهَا شَيْءٌ دُوْنَ الْعَرْشِ-"

৩৮০২ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)........ ইব্‌ন ওয়াইল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : আমি (আরেকবার) নবী ﷺ -এর সংগে সালাত আদায় করলাম। তখন এক ব্যক্তি বললো : الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য অনন্ত, উৎকৃষ্ট ও বরকতপূর্ণ প্রশংসা)। নবী ﷺ সালাত শেষে বললেন : একথাটা যে বলেছে, সে কে ? লোকটি বললো : আমি তবে ভালো ছাড়া অন্য কোন নিয়ত করিনি। তখন তিনি বললেন : এই কথাগুলোর জন্য আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়েছে এবং আরশে উপনীত হওয়ার পথে কোন কিছুই তাকে বাঁধা দেয়নি।

٣٨٠٣ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ الْاَزْرَقُ اَبُوْمَرْوَانَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتَ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَاَى مَا يُحِبُّ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ وَاِذَا رَاَى مَا يَكْرَهُ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ-"

৩৮০৩ হিশাম ইব্‌ন খালিদ আযরাক আবূ মারওয়ান (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন পছন্দনীয় কিছু দেখতেন তখন বলতেন : الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات -সেই আল্লাহর প্রশংসা, যাঁর করুণায় নেক কাজসমূহ আঞ্জাম লাভ করে। আর যখন অপন্দনীয় কিছু দেখতেন, তখন বলতেন : الحمد لله على كل حال - সর্বাবস্তায় সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

٣٨٠٤ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مُوْسٰى بْنِ عُبَيْدَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ ، رَبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ حَالِ اَهْلِ النَّارِ-"

৩৮০৪ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)......... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলতেন : الحمد لله على كل حال رب اعوذبك من حال اهل النار - সর্বাবস্থায় সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, হে আমার প্রতিপালক! আপনার কাছে আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি জাহান্নামীদের অবস্থা থেকে।

٣٨٠٥ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىِّ الْخَلاَلُ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ شَبِيْبِ ابْنِ بِشْرٍو عَنْ اَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلٰى عَبْدٍ نِعْمَةً فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اِلاَّ كَانَ الَّذِىْ اَعْطَاهُ اَفْضَلَ مِمَّا اَخَذَ-"

৩৮০৫ হাসান ইব্‌ন আলী আল-খাল্লাল (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখনই আল্লাহ কোন বান্দাকে কোন নিয়ামত দান করেন এবং সে 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলে, তখন যা সে আল্লাহকে দিল (অর্থাৎ হামদ), আল্লাহর কাছ থেকে নিল (অর্থাৎ নিয়ামত), তার থেকে উত্তম।

٥٦. بَابُ فَضْلِ التَّسْبِيْحِ

অনুচ্ছেদ ঃ তাসবীহ্-এর ফযীলত

٣٨٠٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ : قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَلِمَتَانِ

خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِى الْمِيْزَانِ ! حَبِيْبَتَانِ اِلَى الرَّحْمٰنِ : سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ !

৩৮০৬ আবূ বিশ্‌র ও আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দু'টি কথা যা জিহ্বায় হাল্‌কা, মিযানে (আমল পরিমাপের পাল্লায়) ভারী, এবং রাহমানের (দয়াময় আল্লাহ্‌র) কাছে প্রিয়, তাহল سبحان الله وبحمده العظيم

٣٨٠٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ سِنَانٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِىْ سَوْدَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَغْرِسُ غَرْسًا : فَقَالَ ! يَا اَبَا هُرَيْرَةَ مَا الَّذِىْ تَغْرِسُ ؟ فَقُلْتُ غِرَاسًا لِىْ قَالَ اَلاَ اَدُلُّكَ عَلَى غِرَاسٍ خَيْرٍ لَكَ مِنْ هٰذَا ؟ قَالَ بَلَى : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! قَالَ قُلْ : سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ : يُغْرَسُ لَكَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ شَجَرَةٌ فِى الْجَنَّةِ-

৩৮০৭ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ তার পাশ দিয়ে গেলেন, তিনি তখন একটি চারা রোপন করছিলেন, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : আবূ হুরায়রা ! কি রোপন করেছো ? আমি বললাম, আমার নিজস্ব একটি চারা রোপন করছি। তিনি বললেন : আমি কি তোমাকে এমন এক চারার খোঁজ দিব না, যা তোমার জন্য এর চেয়েও উত্তম হবে? তিনি বললেন : অবশ্যই, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি বললেন : বলো سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر সমস্ত পবিত্রতা আল্লাহ্‌র, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র এবং আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। আর আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমার জন্য জান্নাতে প্রতিটি শব্দের বিনিময়ে একটি করে গাছ লাগানো হবে।

٣٨٠٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ثَنَا مِسْعَرٌ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ رِشْدِيْنَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : عَنْ جُوَيْرِيَةَ قَالَتْ مَرَّبِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ صَلَّى الْغَدَاةَ اَوْ بَعْدَ مَا صَلَّى الْغَدَاةَ وَهِىَ تَذْكُرُ اللّٰهَ فَرَجَعَ حِيْنَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ : اَوْ قَالَ انْتَصَفَ" وَهِىَ كَذَالِكَ : فَقَالَ لَقَدْ قُلْتُ : مُنْذُ قُمْتُ عَنْكِ : اَرْبَعَ كَلِمَاتٍ : ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَهِىَ اَكْثَرُ وَاَرْجَحُ اَوْ اَوْزَانُ مِمَّا قُلْتِ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ رِضَا نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ زِنَةَ عَرْشِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ"

৩৮০৮ আবূ বাকর ইব্ন .আবূ .শায়বা (র)....... জুওয়াইরিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ভোরের সালাত আদায় শেষে তার পাশ দিয়ে গেলেন তখন তিনি (জুওয়াইরিয়া) আল্লাহর যিকির করছিলেন। পরে দিন বেড়ে উঠার সময় (কিংবা রাবী বলেছেন, দিন অর্ধেক হওয়ার সময়) তিনি ফিরে আসলেন, জুওরাইরিয়া তখনো সে অবস্থায় ছিলেন, তখন তিনি বললেন : তোমার কাছ থেকে যাওয়ার পর, আমি চারটি কথা তিনবার বলেছি, আর তা তুমি এতক্ষণ যা বলেছ সে গুলোর চেয়ে হারে ওভাবে অধিক কথাগুলো سبحان الله عدد خلقه (আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি তাঁর সৃষ্টির সংখ্যা বরাবর) سبحان الله لضا نفسه (আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি তাঁর সৃষ্টি অনুযায়ী) سبحان الله زنه عرشه (আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণানা করি, তাঁর আরশের ভার পরিমাণ) سبحان الله مداد كلماته (আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি তাঁর কালেমা ও কথা সমূহ লেখার কালি পরিমাণ)।

٣٨٠٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَبِيْ مُوْسَى الطَّحَّانِ عَنْ عَوْنِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، عَنْ اَبِيْهِ اَوْ عَنْ اَخِيْهِ عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِمَّا تَذْكُرُوْنَ مِنْ جَلاَلِ اللّٰهِ التَّسْبِيْحَ وَالتَّحْلِيْلَ وَالتَّحْمِيْدَ يَنْعَطِفْنَ حَوْلَ الْعَرْشِ : لَهُنَّ دَوِىٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ تُذَكِّرُ بِصَاحِبِهَا : اَمَا يُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَكُوْنَ لَهُ (اَوْلاَ يَزَالُ لَهُ) مَنْ يُذَكِّرُ بِهِ ؟"

৩৮০৯ আবূ বিশর বাক্‌র ইব্‌ন খাল্‌ফ (র)...... নুমান ইব্‌ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তাস্‌বীহ্ তাহ্‌লীল ও তাহ্‌মীদের মাধ্যমে আল্লাহর যে মহিমা তোমরা আলোচনা কর, তা আরশের চারপাশে ঘুরতে থাকে, মৌমাছির গুঞ্জরনের মত সেগুলোর এক প্রকার গুঞ্জরণ আছে। সেগুলো নিজ নিজ প্রেরকের কথা আলোচনা করে। তোমাদের কেউ কি এটা পছন্দ করে না যে তার জন্য এমন কেউ থাকবে (আল্লাহর কাছে) তার আলোচনা করবে ?

٣٨١٠ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ : ثَنَا اَبُوْ يَحْيَى زَكَرِيَّا ابْنُ مَنْظُوْرٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ ابْنُ عُقْبَةَ بْنِ اَبِيْ مَالِكٍ عَنْ اُمِّ هَانِيءٍ قَالَتْ اَتَيْتُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ دُلَّنِيْ عَمَلِي عَمَلٍ : فَاِنِّي قَدْ كَبِرْتُ وَضَعُفْتُ وَبَدُنْتُ : فَقَالَ كَبِّرِى اللّٰهَ مِائَةَ مَرَّةٍ : وَاحْمَدِى اللّٰهَ مِائَةَ مَرَّةً- وَسَبِّحِي اللّٰهُ مِائَةَ مَرَّةٍ خَيْرٌ مِنْ مِائَةِ فَرَسٍ مُلْجَمٍ مُسْرَجٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَخَيْرٌ مِنْ مِائَةِ بَدَنَةٍ وَخَيْرٌ مِنْ مِائَةِ رَقَبَةٍ"

৩৮১০ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুনযির হিযামী (র)...... উম্মে হানী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ নিকট এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমাকে এমন একটা আমল বলে দিন, কেননা,

এখন আমার বয়স অধিক হয়েছে এবং আমি দুর্বল হয়ে পড়েছি। শরীরও ভারী হয়ে গেছে। তিনি বললেন : একশবার 'আল্লাহু আকবার', একশবার 'আল-হামদুল্লিাহ', একশবার 'সুবহানাল্লাহ' পড়, এটা জিন লাগাম সহ একশ' ঘোড়া আল্লাহর পথে (জিহাদে) দান করার চেয়ে উত্তম, এবং একশ' গোলাম আযাদ করার চেয়ে উত্তম।

٣٨١١ حَدَّثَنَا اَبُوْ عُمَرَ حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ! اَرْبَعٌ : اَفْضَلُ الْكَلاَمِ : لاَ يَضُرُّكَ بِاَيِّهِنَّ بَدَاْتَ : سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ-"

৩৮১১ আবূ উমার হাফস ইব্‌ন আম্‌র (র)...... সামুরাহ ইব্‌ন জুনদুব (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : শ্রেষ্ঠ কথা হচ্ছে চারটি এর যে কোনটি দিয়েই শুরু কর তাতে তোমার কোন ক্ষতি নেই, সেগুলো হচ্ছে। سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر

٣٨١٢ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْوَشَّاءُ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ سُمَيٍّ : عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ : قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ ! سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوْبُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ-"

৩৮১২ নাসর ইব্‌ন আবদুর রহামান ওয়াস্‌সা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি سبحان الله وبحمده একশ' বার বলবে, তার গুনাহরাশী মাফ করে দেওয়া হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার পরিমাণ হয়।

٣٨١٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْكَ بِسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ فَاِنَّهَا يَعْنِي يَحْطُطْنَ الْخَطَايَا كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا-"

৩৮১৩ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)...... আবুদ্দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন : তুমি سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر তাসবীহ্ বেশী বেশী করে পড়বে। কেননা তা গুনাহকে এমনভাবে ঝেড়ে ফেলে, যেমন গাছ তার পুরান পাতা ঝেড়ে ফেলে।

٥٧. بَابُ الْاِسْتِغْفَارِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইস্‌তিগফার প্রসংগে

৩৮১৪ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ وَالْمُحَارِبِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اِنْ كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمَجْلِسِ يَقُوْلُ رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَتُبْ عَلَىَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ مِائَةَ مَرَّةٍ-

৩৮১৪ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)..,,.... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মজলিসে শুনতাম যে, তিনি একশবার رب اغفرلى وتب على انك انت التواب الرحيم বলতেন।

৩৮১৫ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ لاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ-"

৩৮১৫ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয় আমি দিনে একশ'বার আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার করি এবং তাওবা করি।

৩৮১৬ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مُغِيْرَةَ بْنِ اَبِى الْحُرِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ بُرْدَةَ بْنِ اَبِىْ مُوْسٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ : قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ لَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ سَبْعِيْنَ مَرَّةً-"

৩৮১৬ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)...... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয় আমি দিনে সত্তরবার আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার করি এবং তাওবা করি।

৩৮১৭ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مُغِيْرَةَ بْنِ اَبِى الْحُرِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ : قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِى الْمُغِيْرَةِ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ فِىْ لِسَانِىْ ذَرَبٌ عَلٰى اَهْلِىْ وَكَانَ لاَ يَعْدُوْهُمْ اِلٰى

غَيْرِهِمْ فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : اَيْنَ اَنْتَ مِنَ الْاِسْتِغْفَارِ ؟ تَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ فِى الْيَوْمِ سَبْعِيْنَ مَرَّةً-"

৩৮১৭ আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র)...... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পরিবারের প্রতি আমার জিহ্বা অসংযত হতো, তবে সেটা তাদের অতিক্রম করে অন্যদের স্পর্শ করতো না। বিষয়টা আমি নবী ﷺ -এর নিকট উল্লেখ করালাম তিনি বললেন : তুমি তোমার ইস্তিগফার থেকে কোথায় ? দিনে সত্তর বার আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার করবে।

৩৮১৮ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ابْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ دِيْنَارِ الْحِمْصِيُّ ثَنَا اَبِيْ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عِرْقٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ بُسْرٍ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ طُوْبَى لِمَنْ وَجَدَ فِى صَحِيْفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيْرًا-"

৩৮১৮ আম্র ইব্ন উসমান ইব্ন সাঈদ ইব্ন কাসীর ইব্ন দীনার হিম্সী (র)...... আবদুল্লাহ ইব্ন বুশ্র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : সৌভাগ্য তার জন্য, যে তার নিজের আমলনামায় অধিক ইস্তিগফার পাবে।

৩৮১৯ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْحَكَمُ ابْنُ مُصْعَبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبَّاسٍ : قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَزِمَ الاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَمِنْ كُلِّ ضِيْقٍ مَخْرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ :-"

৩৮১৯ হিশাম ইব্ন আম্মার (র)...... আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি সব সময় ইস্তিগফার করবে, আল্লাহ তার প্রতিটি পেরেশানি থেকে মুক্তির পথ এবং প্রতিটি সংকট থেকে উদ্ধার লাভের পথ তৈরী করে দিবেন, এবং তাকে এমন জায়গা থেকে রিযক দান করবেন, যা সে ধারণাও করেনি।

৩৮২০ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ : يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ الَّذِيْنَ اِذَا اَحْسَنُوْا اسْتَبْشَرُوْا وَاِذَا اَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوْا-"

৩৮২০ আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)........ আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলতেন, হে আল্লাহ! আমাকে ঐ দলের অন্তর্ভুক্ত কর, যারা উত্তম কাজ করলে সন্তোষ লাভ করে, আর যখন তারা মন্দ কাজ করে, তখন তারা ইস্তিগফার করে।

٥٨. بَابُ فَضْلِ الْعَمَلِ

অনুচ্ছেদ ঃ আমলের ফযীলত

٣٨٢١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْمَعْرُوْرِ بْنِ سُوَيْدٍ : عَنْ اَبِى ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا وَاَزِيْدُ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ مِثْلُهَا اَوْ اَغْفِرُ وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّى شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّى ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَمَنْ اَتَانِى يَمْشِى اَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً وَمَنْ لَقِيَنِى بِقِرَابِ الْاَرْضِ خَطِيْئَةً ثُمَّ لاَ يُشْرِكُ بِى شَيْئًا لَقِيْتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً-"

৩৮২১ আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র)...... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন : যে ব্যক্তি একটি নেকী নিয়ে আসবে, তাঁর জন্য রয়েছে উক্ত নেকীর দশগুণ বিনিময়, এবং আমি অবশ্য বাড়াতেও পারি, আর যে ব্যক্তি কোন পাপ কাজ নিয়ে আসবে, তাহলে পাপের শাস্তি হবে পাপ অনুরূপ, অথবা আমি তা ক্ষমা করে দেব। যে ব্যক্তি আমার দিকে এক বিঘত নিকটবর্তী হয়, আমি তার দিকে একহাত নিকটবর্তী হই। আর যে ব্যক্তি এক হাত আমার নিকটবর্তী হয়, আমি প্রসারিত হস্তদ্বয় পরিমাণ তার নিকটবর্তী হই। যে ব্যক্তি আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই। যে ব্যক্তি পৃথিবী পূর্ণ পাপ নিয়ে আমার সংগে মিলিত হবে, কিন্তু সে কোন কিছুকে আমার সংগে শরীক করবে না, আমি সেই পরিমাণ মাগফিরাত নিয়ে তার সাথে মিলিত হব।

٣٨٢٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى بِى : وَاَنَا مَعَهُ حِيْنَ يَذْكُرُنِى فَاِنْ ذَكَرَنِى فِى نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِى نَفْسِى : وَاِنْ ذَكَرَنِى فِى مَلَاءٍ ذَكَرْتُهُ فِى مَلَاءٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَاِنِ اقْتَرَبَ اِلَىَّ شِبْرًا اقْتَرَبْتُ اِلَيْهِ ذِرَاعًا وَاِنْ اَتَانِى يَمْشِى اَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً-"

৩৮২২ আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা ও আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা বলেন : আমি আমার সম্পর্কে আমার বান্দার ধারণা মুতাবেক আচরণ করি। আর যখন সে আমার যিকির করে, তখন আমি তার সংগেই থাকি যদি সে মনে মনে আমার যিকির করে, তাহলে আমিও মনে মনে তাকে স্মরণ করি, যদি সে কোন মজলিসে আমার যিকির করে, তাহলে আমি তাদের চেয়ে উত্তম মজলিসে তার আলোচনা করি। যদি সে এক বিঘত আমার দিকে এগিয়ে আসে, আমি এক হাত তার দিকে এগিয়ে যাই। যদি সে হেঁটে আমার দিকে আসে, আমি দৌড়ে তার দিকে যাই।

٣٨٢٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ يُضَاعَفُ لَهُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ اِلاَّ الصَّوْمَ فَاِنَّهُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهِ-"

৩৮২৩ আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ইব্ন আদমের প্রতি আমলের নেকী তার দশগুণ থেকে সাতশগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তবে সিয়াম ব্যতীত, কেননা তা শুধু আমার ই জন্য এবং আমিই তার বিনিময় দেব।

٥٩. بَابُ مَاجَاءَفِىْ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ

অনুচ্ছেদ ঃ 'লা-হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহ' প্রসংগে

٣٨٢٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَانَا جَرِيْرٌ عَنْ عَاصِمِ الْاَحْوَلِ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى قَالَ سَمِعَنِىْ النَّبِىُّ ﷺ وَاَنَا اَقُوْلُ "لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ" قَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ اَلاَ اَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ ؟ قُلْتُ بَلَى : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! قَالَ قُلْ "لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ-"

৩৮২৪ মুহাম্মাদ ইব্ন সাব্বাহ (র)...... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী ﷺ আমাকে لا حول ولا قوة الا بالله বলতে শুনলেন এবং বললেন : হে আবদুল্লাহ ইব্ন কায়স! আমি কি তোমাকে এমন এক কালিমার শিক্ষা দিব না, যা জান্নাতের ভান্ডার বিশেষ। আমি বললাম : অবশ্যই ইয়া রাসূলাল্লাহ ! তিনি বললেন : বলো : "লা-হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ"।

٣٨٢٥ **حَدَّثَنَا** عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِي لَيْلٰى عَنْ اَبِي ذَرٍّ : قَالَ : قَالَ لِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ اَدُلُّكَ عَلٰى كَنْزٍ مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ ؟ قُلْتَ بَلٰى : يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ!

৩৮২৫ আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র)...... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন : আমি কি তোমাকে জান্নাতের গুপ্তধন সমূহের একটির সন্ধান দিব না ? আমি বললাম অবশ্যই, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! তিনি বললেন : (তা হলো :) "লা-হওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্ :"

٣٨٢٦ **حَدَّثَنَا** يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدٍ الْعَدَنِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ ثَنَا خَالِدُ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِي زَيْنَبَ مَوْلٰى حَازِمٍ ابْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ حَازِمِ بْنِ حَرْمَلَةَ قَالَ مَرَرْتُ بِالنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِيْ : يَا حَازِمُ ! اَكْثِرْ مِنْ قَوْلٍ : "لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ-"

৩৮২৬ ইয়াকূব ইব্ন হুমায়দ আল-আদানী (র)...... হাযিম ইব্ন হারমালা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি নবী ﷺ -এর কাছ দিয়ে গেলাম, তখন তিনি আমাকে বললেন : হে হাযিম! তুমি বেশী বেশী করে "লা-হওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" এই কালেমাটি পড়বে। কেননা, তা হলো জান্নাতের গুপ্তধন।
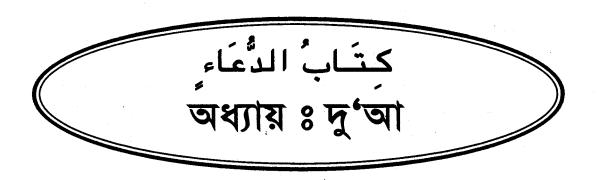
كِتَابُ الدُّعَاءِ
অধ্যায় ঃ দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٣٤. كِتَابُ الدُّعَاءِ

অধ্যায় ঃ দু'আ

١-بَابُ فَضْلِ الدُّعَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ দু'আর ফযীলাত

٣٨٢٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا اَبُو الْمَلِيْحِ الْمَدَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَدْعُ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ غَضِبَ عَلَيْهِ .

৩৮২৭ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করে না, আল্লহ তার উপর অসন্তুষ্ট হন।

٣٨٢٨ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ ذَرِّ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ سُبَيْعٍ الْكِنْدِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الدُّعَآءَ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَاَ «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ» .

৩৮২৮ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)......নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দু'আ হলো ইবাদত। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন : তোমাদের রব বলেছেন : اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব।

٣٨٢٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ ثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ اَبِى الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ شَيْءٌ اَكْرَمَ عَلَى اللّٰهِ سُبْحَانَهُ مِنَ الدُّعَاءِ .

৩৮২৯ মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, মহান আল্লাহর নিকট দু'আর চেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আর কিছু নেই।

٢. بَابُ دُعَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দু'আ

٣٨٣٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ سَنَةَ اِحْدَى وَثَلاَثِيْنَ وَمِائَتَيْنِ ثَنَا وَكِيْعٌ فِى سَنَةِ خَمْسٍ وَتِسْعِيْنَ وَمِائَةٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ فِى مَجْلِسِ الْاَعْمَشِ مُنْذُ خَمْسِيْنَ سَنَةً ثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ الْجَمَلِيُّ فِىْ زَمَنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُكَتِّبِ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ الْحَنَفِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِى دُعَائِهِ رَبِّ اَعِنِّى وَلاَ تُعِنْ عَلَىَّ وَانْصُرْنِىْ وَلاَ تَنْصُرْ عَلَىَّ وَامْكُرْ لِىْ وَلاَ تَمْكُرْ عَلَىَّ وَاهْدِنِىْ وَيَسِّرِ الْهُدَى لِىْ وَانْصُرْنِىْ عَلَى مَنْ بَغَى عَلَىَّ رَبِّ اجْعَلْنِىْ لَكَ شَكَّارًا لَكَ ذَكَّارًا لَكَ رَهَّابًا لَكَ مُطِيْعًا اِلَيْكَ مُخْبِتًا اِلَيْكَ اَوَّاهًا مُنِيْبًا رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِىْ وَاغْسِلْ حَوْبَتِىْ وَاَجِبْ دَعْوَتِىْ وَاهْدِ قَلْبِىْ وَسَدِّدْ لِسَانِىْ وَثَبِّتْ حُجَّتِىْ وَاسْلُلْ سَخِيْمَةَ قَلْبِىْ قَالَ اَبُو الْحَسَنِ الطَّنَافِسِيُّ قُلْتُ لِوَكِيْعٍ اَقُوْلُهُ فِىْ قُنُوْتِ الْوِتْرِ قَالَ نَعَمْ

৩৮৩০ আলী ইব্ন মুহাম্মদ (র).....ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ তাঁর দু'আয় বলতেন : رب اعنى ولا تعن على আমার রব! আমাকে সাহায্য করুন এবং আমার বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করবেন না। وانصرنى ولا تنصر على আর আমাকে সাহায্য করুন, আমার বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করবেন না। وامكرلى ولا تمكرلى আমার পক্ষে কৌশল প্রয়োগ করুন এবং আমার বিপক্ষে যেন আপনার কৌশল প্রয়োগ না হয়। واهدنى ويسر الهدى لى আমাকে হিদায়াত দান করুন এবং হিদায়াতকে আমার জন্য সহজ করে দিন। وانصرنى على من بغى على এবং যে আমার বিরুদ্ধে লেগেছে, তার বিপক্ষে আমাকে সাহায্য করুন رب اجعلنى لك شكاراً لك ذكاراً لك رهابا لك مطيعا اليك مخبتا اليك اواها منيبا –হে আমার রব! আমাকে সদা আপনার প্রতি

কৃতজ্ঞ, সদা আপনাকে স্মরণকারী, সদা আপনাকেই ভয়কারী, আপনারই অনুগত, আপনাতেই পরিতৃপ্ত, আপনাতেই একাগ্র ও আহাজারিকারী, رب تقبل توبتى واغسل حوبتى হে আমার রব! আমার তাওবা কবুল করুন এবং আমার পাপ মুছে দিন। واجب دعوتى এবং আমার ডাকে সাড়া দিন। واهد قلبى وسدد لسانى وثبت حجتى এবং আমার অন্তরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন এবং জিহ্বা বিচ্যুতি মুক্ত করুন এবং আমার যুক্তিকে অবিচল করুন واسلل سخيمة قلبى এবং আমার হৃদয়ের বিদ্বেষ দূর করে দিন।

রাবী আবুল হাসান তানফিসী (র) বলেন : আমি ওয়াকীকে জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কি আমি বিতরের কুনূতে পড়ব? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

৩৮৩১ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ عُبَيْدَةَ ثَنَا اَبِىْ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَتَتْ فَاطِمَةُ النَّبِىَّ ﷺ تَسْاَلُهُ خَادِمًا فَقَالَ لَهَا مَا عِنْدِىْ مَا اُعْطِيْكِ فَرَجَعَتْ فَاَتَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ الَّذِىْ سَاَلْتِ اَحَبُّ اِلَيْكِ اَوْ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ فَقَالَ لَهَا عَلِىٌّ قُوْلِىْ لاَ بَلْ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ فَقَالَتْ فَقَالَ قُوْلِىْ اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَىْءٍ مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَىْءٌ وَاَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَىْءٌ وَاَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَىْءٌ وَاَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَىْءٌ اَقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَاَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ .

৩৮৩১ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) (থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা ফাতিমা (রা) নবী ﷺ-এর নিকট একজন খাদিম চাওয়ার জন্য আসলেন তিনি বললেন : আমার কাছে এমন কিছু নেই, যা আমি তোমাকে দিতে পারি। এ কথায় তিনি ফিরে গেলেন পরে তিনি (রাসূল) তাঁর কাছে এসে বললেন : যা তুমি চেয়েছ, সেটাই কি তোমার কাছে অধিক প্রিয়, না যা তার চেয়ে উন্নত সেটা (অধিক প্রিয়)? আলী (রা) তখন তাকে বললেন : ফাতিমা! তুমি বলো, বরং সেটাই আমার কাছে অধিক প্রিয়, যা তার চেয়ে উত্তম। তখন ফাতিমা (রা) তাই বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : বলো, اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ইয়া আল্লাহ! সাত আসমান ও মহান আরশের রব! ربنا ورب كل شيئ منزل التوراة والانجيل والقران العظيم হে আমাদের রব! এবং রব প্রতিটি জিনিসের এবং তাওরাত, ইঞ্জীল ও মহান কুরআনের অবতারণকারী انت الاول فليس قبلك شيئ وانت الاخر فليس بعدك شيئ আপনিই প্রথম, সুতরাং আপনার পূর্বে কোন কিছু নেই, এবং আপনিই শেষ সুতরাং আপনার পরে কিছুই নেই। وانت الظاهر فليس فوقك شيئ এবং আপনিই প্রকাশ্য সুতরাং আপনি ব্যতীত আর কিছুই নেই। وانت الباطن فليس دونك شيئ এবং আপনিই অপ্রকাশ্য সুতরাং আপনি ছাড়া আর

কিছু নেই اقض عنا الدين واغننا من الفقر আপনি আমাদের ঋণ পরিশোধ করে দিন এবং আমাদেরকে দারিদ্র থেকে মুক্ত করুন।

٣٨٣٢ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِي الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَسْاَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى.

৩৮৩২ ইয়াকূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম দাওরাকী ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)........ আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলতেন : اللهم اسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে হিদায়াত, তাক্‌ওয়া, পবিত্রতা ও মুখাপেক্ষী প্রার্থনা করছি।

٣٨٣٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ انْفَعْنِيْ بِمَا عَلَّمْتَنِيْ وَعَلِّمْنِيْ مَايَنْفَعُنِيْ وَزِدْنِيْ عِلْمًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ.

৩৮৩৩ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ দু'আ করতেন: اللهم انفعنى بما علمتنى হে আল্লাহ! যে ইল্‌ম আমাকে দান করেছেন, তার দ্বারা আমাকে উপকৃত করুন। وعلمتنى ما ينفعنى এবং আমাকে সেই 'ইলম দান করুন, যা আমার উপকার করবে। وزدنى علما এবং আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন। والحمد لك على كل حال এবং সর্বাবস্থায় সমস্ত প্রশংসা আপনার واعوذ بالله من عذاب النار এবং আমি জাহান্নামের আযাব থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

٣٨٣٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا اَبِيْ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ يَزِيْدَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكْثِرُ اَنْ يَقُوْلَ اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِيْنِكَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تَخَافُ عَلَيْنَا وَقَدْ اٰمَنَّا بِكَ وَصَدَّقْنَاكَ بِمَا جِئْتَ بِهِ فَقَالَ اِنَّ الْقُلُوْبَ بَيْنَ اِصْبَعَيْنِ مِنْ اَصَابِعِ الرَّحْمٰنِ عَزَّ وَجَلَّ يُقَلِّبُهَا وَاَشَارَ الْاَعْمَشُ بِاِصْبَعَيْهِ.

৩৮৩৪ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমায়র (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দু'আ বেশী বেশী করতেন : اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِيْنِكَ (হে আল্লাহ! আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের উপর অবিচল রাখুন। জনৈক সাহাবী আরয করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ!

আপনি কি আমাদের ব্যাপারে আশংকা করেন, অথচ আমরা আপনার প্রতি ঈমান এনেছি এবং আপনার আনিত বিষয়কে আমরা সত্য বল স্বীকার করেছি। তখন তিনি বললেন : দেখ অন্তরসমূহ মহাশক্তিশালী রাহমানের দুই আংগুলের মাঝে (অর্থাৎ তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে), তিনি সেগুলোকে উলটপালট করেন। অতঃপর বর্ণনাকারী আমাশ (র) তাঁর আংগুলের সাহায্যে ইশারা করে দেখালেন।

٣٨٣٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ اَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ اَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلِّمْنِى دُعَاءً اَدْعُوْ بِهِ فِى صَلاَتِى قَالَ قُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى ظُلْمًا كَثِيْرًا وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ فَاغْفِرْ لِى مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِى اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ .

৩৮৩৫ মুহাম্মাদ ইব্ন রুমহ্ (র)........ আবূ বাকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বললেন : আমাকে এমন কোন দু'আ শিখিয়ে দিন, যার দ্বারা আমি আমার সালাতে দু'আ করবো, তিনি বললেন: তুমি বল : اَللّٰهُمَّ اِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ হে আল্লাহ! আমার নফসের উপর নি:সন্দেহে আমি অবিচার করেছি। আর আপনি ছাড়া কেউ পাপ সমূহ ক্ষমা করতে পারে না فَاغْفِرْلِى مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ সুতরাং আপনি আপনার পক্ষ থেকে আমাকে মাগফিরাত ও ক্ষমা দান করুন। وَارْحَمْنِى اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ আপনি আমার প্রতি রহম করুন, আপনি অধিক ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।

٣٨٣٦ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ اَبِى مَرْزُوْقٍ عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَنْ اَبِى اُمَامَةَ الْبَاهِلِىِّ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى عَصًا فَلَمَّا رَاَيْنَاهُ قُمْنَا فَقَالَ لاَ تَفْعَلُوْا كَمَا يَفْعَلُ اَهْلُ فَارِسٍ بِعُظَمَائِهَا قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ دَعَوْتَ اللّٰهَ لَنَا قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَارْضَ عَنَّا وَتَقَبَّلْ مِنَّا وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ وَاَصْلِحْ لَنَا شَاْنَنَا كُلَّهُ.

قَالَ فَكَاَنَّمَا اَحْبَبْنَا اَنْ يَزِيْدَنَا فَقَالَ اَوَلَيْسَ قَدْ جَمَعْتُ لَكُمُ الْاَمْرَ .

৩৮৩৬ আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র)...... আবূ উমামা আল-বাহেলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ লাঠিতে ভর দিয়ে আমাদের নিকট বেরিয়ে আসলেন। আমরা তাঁকে দেখে দাঁড়িয়ে গেলাম তখন তিনি বললেন : পারস্যবাসীরা তাদের নেতাদের সাথে যেরূপ করে, তোমরা আমার সংগে সেরূপ করো না। আমরা বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যদি আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট একটু দু'আ করতেন! তিনি বললেন : اللهم اغفرلنا وارحمنا وارض عنا হে আল্লাহ! আমাদের ক্ষমা করুন, আমাদের প্রতি রহম করুন এবং আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। وتقبل منا আমাদের কবূল করুন।

وادخلنا الجنة ونجنا من النار واصلح لنا شأننا كله এবং আমাদেরকে জান্নাতে দাখিল করুন এবং জাহান্নাম থেকে নাজাত দিন এবং আমাদের যাবতীয় বিষয় সংশোধন করে দিন"। রাবী (আবূ উমামা) বলেন : আমরা তো আরো অধিক আশা করছিলাম, তখন তিনি বললেন : আমি কি তোমদের সকল প্রয়োজন একত্র করে ছিলাম না ?

٣٨٣٧ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَخِيْهِ عَبَّادِ بْنِ أَبِي سَعِيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْأَرْبَعِ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لاَ يُسْمَعُ .

৩৮৩৭ ঈসা ইব্ন হাম্মাদ আল-মিস্‌রী (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ বলতেন : اللهم انى اعوذبك من الاربع من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لايسمع– হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে চারটি জিনিস থেকে পানাহ চাই : এমন ইল্‌ম যা উপকার করে না, এমন অন্তর যা ভীত নম্র হয় না, ত এমন নফস যা তৃপ্ত হয় না, এবং এমন দু'আ যা কবুল করা হয় না।

٣. بَابُ مَا تَعَوَّذَ مِنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ যা থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ পানাহ চেয়েছেন

٣٨٣٨ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ جَمِيْعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ بِهٰؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَشَرِّ الْفَقْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ

৩৮৩৮ আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা ও আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র)....... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ এসকল শব্দে দু'আ করতেন :

اللهم انى اعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن شرفتنة الغنى وشر فتنة الفقرو من شرفتنة المسيح الدجال-

হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট পানাহ চাই জাহান্নামের ফিতনা থেকে এবং জাহান্নামের আযাব থেকে এবং কবরের ফিতনা থেকে এবং কবরের আযাব থেকে এবং সচ্ছলতার নিকৃষ্ট ফিত্না থেকে এবং দারিদ্রের নিকৃষ্ট ফিত্না থেকে এবং দাজ্জালের নিকৃষ্ট ফিত্না থেকে

اللهم اغسل خطايا بماء الثلج والبرد ونقى قلبى من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وباعد بينى وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب-

(হে আল্লাহ! আপনি আমার পাপ সমূহ ধুয়ে দিন বরফ ও শীলা স্বচ্ছ পানি দিয়ে এবং পাপসমূহ থেকে আমার হৃদয়কে পরিস্কার করুন, যেমন সাদা কাপড় কে ময়লা থেকে পরিস্কার করেছেন এবং আমারও আমার পাপগুলোর মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করুন, যেমন দূরত্ব সৃষ্টি করেছেন মাশরিক ও মাগরিবের মাঝে اللهم انى اعوذبك من الكسل والهرم والمأ ثم والمغرم হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে পানাহ চাই অলসতা থেকে, বার্ধক্য থেকে, গুনাহ থেকে এবং ঋণভার থেকে।

٣٨٣٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ هِلَالٍ عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ دُعَاءٍ كَانَ يَدْعُوْ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ اَعْمَلْ .

৩৮৩৯ আবূ বাকর আবূ শায়বা (র)...... ফারওয়া ইব্ন নাওফল (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি আয়েশা (রা) কে জিজ্ঞাসা করলাম : রাসূলুল্লাহ ﷺ যে ভাবে দু'আ করতেন সে সম্পর্কে তখন তিনি বললেন : তিনি এভাবে দু'আ করতেন : اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا عَمِلْتُ شَرِّمَا لَمْ اَعْمَلُ হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে পানাহ চাই সে অনিষ্ট হতে যা আমি জেনেছি এবং সে অনিষ্ট হতে যা আমি করিছি।

٣٨٤٠ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِىُّ ثَنَا بَكْرُ بْنُ سُلَيْمٍ حَدَّثَنِىْ حُمَيْدٌ الْخَرَّاطُ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا هٰذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ .

৩৮৪০ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুনযির হিযামী (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দেওয়ার মত এই দু'আ শিক্ষা দিতেন :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে পানাহ চাই জাহান্নামের আযাব থেকে এবং আপনার কাছে পানাহ চাই কবরের আযাব থেকে এবং আপনার কাছে পানাহ চাই মাসীহ্ দাজ্জালের ফিত্‌না থেকে এবং আপনার কাছে পানাহ চাই জীবন ও মৃত্যুর ফিত্‌না থেকে।

٣٨٤١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنْ فِرَاشِهِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِىْ عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوْبَتَانِ وَهُوَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لَا اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ .

৩৮৪১ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে তাঁর বিছানায় অনুপস্থিত পেলাম, তখন আমি তাঁকে তালাশ করলাম। অতঃপর আমার হাত তাঁর দু'পায়ের পাতার নিচ অংশে লাগলো, এসময় তিনি সিজ্‌দারত ছিলেন এবং পায়ের পাতা দু'টো দাঁড়ানো ছিল। তখন তিনি বলছিলেন :

اَللّٰهم انى اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذبك منك لا احى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك–

হে আল্লাহ! আমি আপনার সন্তুষ্টির সাথে সাথে আপনার শাস্তি থেকে পানাহ চাই, আপনার প্রশংসা আমি পরিবেষ্টন করতে পারবো না, আপনি তেমনই যেমন আপনি নিজের প্রশংসা করেছেন।

٣٨٤٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَاَنْ تَظْلِمَ اَوْ تُظْلَمَ .

৩৮৪২ আবূ বাক্‌র (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তোমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাও দারিদ্র, অভাব ও অপদস্থতা থেকে এবং অত্যাচার করা ও অত্যাচারিত হওয়া থেকে।

৩৮৪৩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَلُوا اللّٰهَ عِلْمًا نَافِعًا وَتَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ .

৩৮৪৩ আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র)........ জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে উপকারী জ্ঞান প্রার্থনা কর এবং অপকারী জ্ঞান থেকে আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ চাও।

৩৮৪৪ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَرْذَلِ الْعُمُرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ قَالَ وَكِيعٌ يَعْنِي الرَّجُلَ يَمُوْتُ عَلَى فِتْنَةٍ لاَ يَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ مِنْهَا .

৩৮৪৪ আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র)......উমার (রা) থেকে বর্ণিত নবী ﷺ ভীরুতা, কার্পণ্যতা, বার্ধ্যক্য, কবরের আযাব ও সীনার ফিত্না (পথ ভ্রষ্টতা, হিংসা বিদ্বেষ ইত্যাদি) থেকে (আল্লাহর) পানাহ চাইতেন।

রাবী ওয়াকী (র) বলেন : সীনার ফিতনার অর্থ এমন ফিত্না ও গুমরাহীর উপর মৃত্যুবরণ করা, যা থেকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া হয়নি।

٤. بَابُ الْجَوَامِعِ مِنَ الدُّعَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ সংক্ষিপ্ত ও সর্বাংগীন দু'আ

৩৮৪৫ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَنْبَأَنَا أَبُوْ مَالِكٍ سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ وَقَدْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ أَقُوْلُ حِيْنَ أَسْأَلُ رَبِّيْ قَالَ قُلِ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَجَمَعَ أَصَابِعَهُ الْأَرْبَعَ إِلاَّ الْإِبْهَامَ فَإِنَّ هٰؤُلاَءِ يَجْمَعْنَ لَكَ دِيْنَكَ وَدُنْيَاكَ .

৩৮৪৫ আবূ বাকর (র)...... তারিক তাঁর পিতা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ থেকে শুনেছেন যে, জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে নিকট এসে বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ! কি বলে আমি আমার রবের কাছে প্রর্থনা করবো ? তিনি বলেন : বলবে : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি রহম করুন, আমাকে আরোগ্য দান করুন এবং আমকে রিযিক দান করুন। অতঃপর তিনি তাঁর বৃদ্ধাংগুলি ছাড়া বাকি চার আংগুল একত্রিত করে বললেন : এই (চারটি) প্রার্থনা তোমার দীনও দুনিয়াকে একত্রিত করবে।

٣٨٤٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ اَخْبَرَنِى جَبْرُ بْنُ حَبِيْبٍ عَنْ اُمِّ كُلْثُوْمٍ بِنْتِ اَبِى بَكْرٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَّمَهَا هٰذَا الدُّعَاءَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ اَعْلَمْ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ اَعْلَمْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَاَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَبِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ وَاَسْاَلُكَ اَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِىْ خَيْرًا .

৩৮৪৬ আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে এই দু'আ শিখিয়েছেন। اللهم انى اسألك من الخير كله عاجله واجله ما علمت منه ومالم اعلم হে আল্লাহ! আপনার কাছে আমি ইহকাল ও পরকালের জানা অজানা যাবতীয় কল্যাণ প্রার্থনা করছি। واعوذبك من الشركله عاجله وأجله ما علمت منه ومالم اعلم এবং আপনার কাছে আমি পানাহ চাই ইহকাল ও পরকালের জানা অজানা যাবতীয় অনিষ্টতা থেকে اللهم انى اسألك من خيرما سألك عبد ونبيك হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে সেই কল্যাণের প্রার্থনা করি, যা আপনার বান্দা ও নবী প্রার্থনা করেছেন واعوذبك من شرما عاذبه عبدك ونبيك এবং আমি আপনার নিকট পানাহ চাই সে সকল নিকৃষ্টতম বিষয় থেকে, যা থেকে আপনার বান্দা ও নবী আপনার কাছে পানাহ চেয়েছেন। اللهم انى اسألك الجنة وما قرب اليها من قول اوعمل হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে জান্নাত প্রার্থনা করি এবং এমন কথা ও কাজের তাওফীক প্রার্থনা করি, যা জান্নাতের নিকটবর্তী করে। واعوذبك من النار وما قرب اليها من قول وعمل এবং আপনার কাছে জাহান্নাম থেকে পানাহ চাই এবং এমন কথা ও কাজ থেকে পানাহ চাই, যা জাহান্নামের নিকটবর্তী করে। واسألك ان تجعل كل قضاء قضيته لى خيرا– এবং আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করি যে, আমার ব্যাপারে কৃত প্রতিটি ফয়সালাকে আমার জন্য কল্যাণকর করবে না।

٣٨٤٧ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسٰى الْقَطَّانُ ثَنَا جَرِيْرُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِرَجُلٍ مَا تَقُوْلُ فِى الصَّلَاةِ قَالَ اَتَشَهَّدُ ثُمَّ اَسْاَلُ اللّٰهَ الْجَنَّةَ وَاَعُوْذُ بِهِ مِنَ النَّارِ اَمَا وَاللّٰهِ مَا اُحْسِنُ دَنْدَنَتَكَ وَلَا دَنْدَنَةَ مُعَاذٍ قَالَ حَوْلَهَا نُدَنْدِنُ .

৩৮৪৭ ইউসুফ ইব্‌ন মূসা কাতান (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন, জনৈক লোককে রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন: সালাতে তুমি কি বল? সে বললো: তাশাহহুদ পড়ি, অতঃপর আল্লাহর কাছে জান্নাত প্রার্থনা করি এবং জাহান্নাম থেকে তাঁর কাছে পানাহ চাই। তবে আপনার ও মু'আযের দু'আ কত না উত্তম হবে। তিনি বললেন: আমরাও এধরনের দু'আই করে থাকি।

٥. بَابُ الدُّعَاءِ بِالْعَفْوِ وَالْعَافِيَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ক্ষমা ও নিরাপত্তার দু'আ

٣٨٤٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ اَخْبَرَنِىْ سَلَمَةُ ابْنُ وَرْدَانَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الدُّعَاءِ اَفْضَلُ قَالَ سَلْ رَبَّكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ ثُمَّ اَتَاهُ فِى الْيَوْمِ الثَّانِىْ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الدُّعَاءِ اَفْضَلُ قَالَ سَلْ رَبَّكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ثُمَّ اَتَاهُ فِى الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَقَالَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ اَىُّ الدُّعَاءِ اَفْضَلُ قَالَ سَلْ رَبَّكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَاِذَا اُعْطِيْتَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِى الْاٰخِرَةِ فَقَدْ اَفْلَحْتَ .

৩৮৪৮ আবদুর রহমান ইব্‌ন ইব্‌রাহীম দিমাশ্‌কী (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর নিকট এসে বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন দু'আ সর্বোত্তম? তিনি বললেন : তুমি তোমার রবের কাছে দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষমা ও নিরাপত্তার প্রার্থনা কর। অতঃপর দ্বিতীয় দিন লোকটি তাঁর কাছে এসে বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন দু'আ সর্বোত্তম ? তিনি বললেন : তুমি তোমার রবের কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা কর। অতঃপর সে ব্যক্তি তৃতীয় দিন তাঁর কাছে এসে বললো : হে আল্লাহর নবী! কোন দু'আ সর্বোত্তম ? তিনি বললেন : তুমি তোমার রবের কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা কর। যদি তোমাকে দুনিয়া ও আখিরাতের নিরাপত্তা দান করা হয়, তাহলে তুমি সফল হলে।

٣٨٤٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ شُعْبَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَ بْنَ عَامِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَوْسَطَ بْنِ اِسْمَاعِيْلَ الْبَجَلِىِّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا بَكْرٍ حِيْنَ قُبِضَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ مَقَامِىْ هٰذَا عَامَ الْاَوَّلِ (ثُمَّ بَكَى اَبُوْ بَكْرٍ) ثُمَّ قَالَ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَاِنَّهُ مَعَ

الْبِرِّ وَهُمَا فِى الْجَنَّةِ وَاِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ فَاِنَّهُ مَعَ الْفُجُوْرِ وَهُمَا فِى النَّارِ وَسَلُوا اللّٰهَ الْمُعَافَاةَ فَاِنَّهُ لَمْ يُؤْتَ اَحَدٌ بَعْدَ الْيَقِيْنِ خَيْرًا مِنَ الْمُعَافَاةِ وَلاَ تَحَاسَدُوْا وَلاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَقَاطَعُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا .

৩৮৪৯ আবূ বাকর ও আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)...... আওসাত ইব্‌ন ইসমাঈল বাজালী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলাল্লাহ ﷺ যখন ওফাত হলো, তখন তিনি আবূ বাকর (রা) কে বলতে শুনেন : বিগত বছর আমার এই স্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে ছিলেন, অতঃপর তিনি কেঁদে দিলেন এবং বললেন : সত্যবাদিতাকে তোমরা আঁকড়ে ধর। কেননা, তা পুণ্যের সাথী, আর এ দু'টির অবস্থান জান্নাতে, তদ্রূপ মিথ্যাকে তোমরা পরিহার কর, কেননা, তা পাপাচারের সংগী, আর এদু'টির অবস্থান হলো জাহান্নামে এবং আল্লাহর কাছে সুস্বাস্থ্য প্রার্থনা কর কেননা, ঈমানের পর কাউকে এমন কিছু দান করা হয়নি। যা সুস্থতা থেকে উত্তম হতে পারে, পরস্পর হিংসা বিদ্বেষ করো না এবং সম্পর্কোচ্ছেদ করো না, এবং একে অন্যের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না। হে আল্লাহর বান্দারা, তোমরা ভাই ভাই হয়ে যাও।

٣٨٥٠ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ مَا اَدْعُوْ قَالَ تَقُوْلِيْنَ « اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى ».

৩৮৫০ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! বলুন তো, যদি আমি লায়লাতুল কাদ্‌র পেয়ে যাই, তাহলে কি দু'আ করবো ? তিনি বললেন তুমি বলবে : اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنى ইয়া আল্লাহ! আপনি ক্ষমাশীল ক্ষমাকে ভালোবাসেন। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করুন।

٣٨٥١ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتَوَائِىِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ زِيَادٍ الْعَدَوِىِّ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ دَعْوَةٍ يَدْعُوْ بِهَا الْعَبْدُ اَفْضَلَ مِنْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ الْمُعَافَاةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

৩৮৫১ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বান্দা যত রকম দু'আ করে, اللهم انى اسألك المعافاة فى الدنيا والاخرة (ইয়া আল্লাহ আপনার কাছে আমি দুনিয়া ও আখিরাতের নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি) এর চেয়ে উত্তম নয়।

٦. بَابٌ اِذَا دَعَا اَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ দু'আর ক্ষেত্রে নিজেকে দিয়ে শুরু করা

৩৮৫২ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلاَّلُ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْحَمُنَا اللّٰهُ وَاَخَا عَادٍ .

৩৮৫২ হাসান ইব্‌ন আলী আল-খাল্লাল (র).....ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ আমাদের প্রতি এবং আদ জাতির ভাই (হূদ (আ))-এর প্রতি রহম করুন।

٧. بَابٌ يُسْتَجَابُ لِاَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ

অনুচ্ছেদ ঃ তাড়াহুড়া না করলে, দু'আ কবূল হয়

৩৮৫৩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يُسْتَجَابُ لِاَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ قِيْلَ وَكَيْفَ يَعْجَلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ يَقُوْلُ قَدْ دَعَوْتُ اللّٰهَ فَلَمْ يَسْتَجِبِ اللّٰهُ لِي .

৩৮৫৩ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের যে কারো দু'আ কবূল করা হবে যদি সে তাড়াহুড়া না করে। বলা হলো : ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাড়াহুড়া কি ভাবে করে? তিনি বললেন : কেউ এরূপ বলে যে, আমি আল্লাহকে ডাকলাম, কিন্তু তিনি আমার ডাকে সাড়া দিলেন না।

٨. بَابٌ لاَ يَقُوْلُ الرَّجُلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي اِنْ شِئْتَ

অনুচ্ছেদ ঃ "ইয়া আল্লাহ! যদি আপনি চান, তাহলে আমাকে ক্ষমা করুন", কারো এরূপ বলা উচিৎ নয়

৩৮৫৪ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمُ اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِي اِنْ شِئْتَ وَلْيَعْزِمْ فِي الْمَسْاَلَةِ فَاِنَّ اللّٰهَ لاَ مُكْرِهَ لَهُ .

৩৮৫৪ আবূ বাক্‌র (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন এরূপ না বলে যে, ইয়া আল্লাহ! যদি আপনি চান, তাহলে আমাকে ক্ষমা করুন। বরং নিশ্চতভাব নিয়ে প্রার্থনা করবে, কেননা, আল্লাহকে বাধ্যকারী কেউ নেই।

٩. بَابُ اِسْمِ اللّٰهِ الْاَعْظَمِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর 'ইস্‌মে আযম'

٣٨٥٥ **حَدَّثَنَا** اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا عِيْسٰى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ شَهْرِ ابْنِ حَوْشَبٍ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِسْمُ اللّٰهِ الْاَعْظَمُ فِى هَاتَيْنِ الْاٰيَتَيْنِ وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ وَفَاتِحَةِ سُوْرَةِ اٰلِ عِمْرَانَ .

৩৮৫৫ আবূ বাক্‌র (র).....আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহর ইসমে আযম এদু'টি আয়াতে আছে : والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم এবং সূরা আলে ইমরানের প্রথম আয়াত।

٣٨٥٦ **حَدَّثَنَا** عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا عَمْرُو بْنُ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ الْعَلَاءِ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ اِسْمُ اللّٰهِ الْاَعْظَمُ الَّذِىْ اِذَا دُعِىَ بِهٖ اَجَابَ فِىْ سُوَرٍ ثَلَاثٍ الْبَقَرَةِ وَاٰلِ عِمْرَانَ وَطٰهٰ .

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا عَمْرُو بْنُ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ ذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِعِيْسٰى بْنِ مُوْسٰى فَحَدَّثَنِىْ اَنَّهُ سَمِعَ غَيْلَانَ بْنَ اَنَسٍ يُحَدِّثُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ .

৩৮৫৬ আবদুর রহমান ইব্‌ন ইব্‌রাহীম দিমাশ্‌কী (র)...... কাসিম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর 'ইসমে আযম' যা দিয়ে দু'আ করলে তা কবুল করা হয়, তা তিনটি সূরায় রয়েছে : সূরা বাকারা, সূরা আলে ইমরান ও সূরা তো-হা।

আবদুর রহমান ইব্‌ন ইব্‌রাহীম দিমাশ্‌কী (র)...... আবূ উসামা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٨٥٧ **حَدَّثَنَا** عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ اَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعَ النَّبِىُّ ﷺ رَجُلًا يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ بِاَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقَدْ سَاَلَ اللّٰهَ بِاسْمِهِ الْاَعْظَمِ الَّذِىْ اِذَا سُئِلَ بِهٖ اَعْطٰى وَاِذَا دُعِىَ بِهٖ اَجَابَ .

৩৮৫৭ আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ...... বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন :

اللهم انى اسألك بانك انت الله الاحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد-

ইয়া আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আপনার নিকট এ জন্য প্রার্থনা করছি যে, আপনিই আল্লাহ একক, অমুখাপেক্ষী যাঁর কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারো সন্তান নন, এবং তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আল্লাহর কাছে সে তাঁর 'ইসমে আযমের' সাহায্যে প্রার্থনা করেছে, যার সাহায্যে প্রার্থনা করলে তিনি অবশ্যই দান করেন এবং যার মাধ্যমে ডাকলে অবশ্যই তিনি কবুল করেন।

٣٨٥٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا اَبُوْ خُزَيْمَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْاَلُكَ بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ الْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ذُو الْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ فَقَالَ لَقَدْ سَاَلَ اللّٰهَ بِاِسْمِهِ الْاَعْظَمِ الَّذِى اِذَا سُئِلَ بِهِ اَعْطٰى وَاِذَا دُعِىَ بِهِ اَجَابَ .

৩৮৫৮ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন : ইয়া আল্লাহ! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, কেননা আপনারই জন্য সমস্ত প্রশংসা আপনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই; আপনি একক আপনার কোন শরীক নেই, আপনিই মহানদাতা, আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা এবং মহিমা ও সম্মানের অধিকারী। তখন তিনি বললেন : আল্লাহর কাছে সে তাঁর ইসমে আযমের সাহায্যে প্রার্থনা করেছে, যার সাহায্যে প্রার্থনা করলে তিনি দান করেন এবং যার মাধ্যমে দু'আ করলে তিনি কবুল করেন।

٣٨٥٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ يُوْسُفَ الصَّيْدَلاَنِىُّ مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ الرَّقِّيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ الْفَزَارِيِّ عَنْ اَبِى شَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُكَيْمٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْاَلُكَ بِاسْمِكَ الطَّاهِرِ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ الْاَحَبِّ اِلَيْكَ الَّذِى اِذَا دُعِيْتَ بِهِ اَجَبْتَ وَاِذَا سُئِلْتَ بِهِ اَعْطَيْتَ وَاِذَا اسْتُرْحِمْتَ بِهِ رَحِمْتَ وَاِذَا اسْتُفْرِجْتَ بِهِ فَرَّجْتَ قَالَتْ وَقَالَ ذَاتَ يَوْمٍ يَا عَائِشَةُ هَلْ عَلِمْتِ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ دَلَّنِىْ عَلَى الْاِسْمِ الَّذِى اِذَا دُعِىَ بِهِ اَجَابَ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ فَعَلِّمْنِيْهِ قَالَ اِنَّهُ لاَ يَنْبَغِىْ لَكِ يَا عَائِشَةُ قَالَتْ

فَتَنَحَّيْتُ وَجَلَسْتُ سَاعَةً ثُمَّ قُمْتُ فَقَبَّلْتُ رَأْسَهُ ثُمَّ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِيْهِ قَالَ اِنَّهُ لاَ يَنْبَغِيْ لَكِ يَا عَائِشَةُ اَنْ اُعَلِّمَكِ اِنَّهُ لاَ يَنْبَغِيْ لَكِ اَنْ تَسْاَلِيْنَ بِهِ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا قَالَتْ فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قُلْتُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَدْعُوْكَ اللّٰهَ وَاَدْعُوْكَ الرَّحْمٰنَ وَاَدْعُوْكَ الْبَرَّ الرَّحِيْمَ وَاَدْعُوْكَ بِاَسْمَائِكَ الْحُسْنٰى كُلِّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ اَعْلَمْ اَنْ تَغْفِرَ لِيْ وَتَرْحَمَنِيْ قَالَتْ فَاسْتَضْحَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ اِنَّهُ لَفِي الْاَسْمَاءِ الَّتِيْ دَعَوْتِ بِهَا .

৩৮৫৯ আবূ ইউসুফ সায়দালানী মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ রাক্কী (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি : ইয়া আল্লাহ! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি আপনার সেই নামের ওসিলায়, যা পবিত্র উত্তম, বরকতপূর্ণ এবং আপনার অধিক প্রিয় যে নামে ডাকলে আপনি সাড়া দেন এবং যে নাম দিয়ে প্রার্থনা করলে আপনি দান করেন আর যখন সে নাম নিয়ে রহমত চাওয়া হয়, আপনি রহম করেন এবং যখন তা নিয়ে বিপদ মুক্তি চাওয়া হয়, আপনি বিপদ দূর করেন। আয়েশা (রা) বলেন : একদিন তিনি বললেন : হে আয়েশা! তুমি কি জান যে, আল্লাহ আমাকে সেই নামটি বলে দিয়েছেন, যে নামে ডাকলে তিনি সাড়া দেন ? আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার আব্বা আম্মা আপনার জন্য উৎসর্গিত, সেটা আমাকে শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন : হে আয়েশা (রা) এটা তোমাকে শিখানো ঠিক হবে না, কেননা সে নাম দ্বারা দুনিয়ার কিছু প্রার্থনা করা তোমার জন্য উচিত হবে না। আয়েশা (রা) বলেন : তখন আমি গিয়ে অযূ করলাম দু'রাকাত সালাত আদায় করে বললাম : ইয়া আল্লাহ! আমি আপনাকে আল্লাহ বলে ডাকছি আমি আপনাকে রাহমান বলে ডাকছি, আমি আপনাকে البر الرحيم বলে ডাকছি, আমি আপনাকে আপনার যাবতীয় উত্তম নামে ডাকছি, যা আমি জানি এবং যা জানি না আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার প্রতি রহম করুন। আয়েশা (রা) বলেন : তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হাঁসলেন এবং বললেন : যে সব নামে তুমি ডাকলে, সে নামটি এগুলোর মধ্যেই আছে।

١٠. بَابُ اَسْمَاءِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর নাম প্রসংগে

٣٨٦٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ اِسْمًا مِائَةً اِلاَّ وَاحِدًا مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ .

৩৮৬০ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয় আল্লাহর জন্য নিরানব্বইটি অর্থাৎ এক কম একশটি নাম আছে, যে ব্যক্তি এগুলোকে গুনেগুনে পড়বে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

٣٨٦١ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِيُّ ثَنَا اَبُو الْمُنْذِرِ زُهَيْرُ ابْنُ مُحَمَّدٍ التَّمِيْمِيُّ ثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجُ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ اِسْمًا مِائَةً اِلاَّ وَاحِدًا اِنَّهُ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهِيَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الْاَوَّلُ الْاٰخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْمَلِكُ الْحَقُّ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ الْعَلِيْمُ الْعَظِيْمُ الْبَارُّ الْمُتَعَالُ الْجَلِيْلُ الْجَمِيْلُ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ الْقَادِرُ الْقَاهِرُ الْعَلِيُّ الْحَكِيْمُ الْقَرِيْبُ الْمُجِيْبُ الْغَنِيُّ الْوَهَّابُ الْوَدُوْدُ الشَّكُوْرُ الْمَاجِدُ الْوَاجِدُ الْوَالِيُّ الرَّاشِدُ الْعَفُوُّ الْغَفُوْرُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ التَّوَّابُ الرَّبُّ الْمَجِيْدُ الْوَلِيُّ الشَّهِيْدُ الْمُبِيْنُ الْبُرْهَانُ الرَّءُوْفُ الرَّحِيْمُ الْمُبْدِئُ الْمُعِيْدُ الْبَاعِثُ الْوَارِثُ الْقَوِيُّ الشَّدِيْدُ الضَّارُّ النَّافِعُ الْبَاقِي الْوَاقِي الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ الْمُقْسِطُ الرَّزَّاقُ ذُوالْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ الْقَائِمُ الدَّائِمُ الْحَافِظُ الْوَكِيْلُ الْفَاطِرُ السَّامِعُ الْمُعْطِي الْمُحْيِي الْمُمِيْتُ الْمَانِعُ الْجَامِعُ الْهَادِي الْكَافِي الْاَبَدُ الْعَالِمُ الصَّادِقُ النُّوْرُ الْمُنِيْرُ التَّامُّ الْقَدِيْمُ الْوِتْرُ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ .

قَالَ زُهَيْرٌ فَبَلَغَنَا مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ اَنَّ اَوَّلَهَا يُفْتَحُ بِقَوْلِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى .

৩৮৬১ হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহর নিরানব্বইটি অর্থাৎ এক কম একশটি নাম আছে, নিশ্চয় তিনি বিজোড় তাই তিনি বিজোড়কে পছন্দ করেন, যে ব্যক্তি এর হিফাযত করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে সেগুলো এই : اَللّٰهُ (আল্লাহ), اَلْوَاحِدُ (একক), اَلصَّمَدُ (অমুখাপেক্ষী), اَلْاَوَّلُ (আদি), اَلْاٰخِرُ (অন্ত), اَلظَّاهِرُ (প্রকাশ্য), اَلْبَاطِنُ (অপ্রকাশ্য), اَلْخَالِقُ (স্রষ্টা), اَلْبَارِئُ (অস্তিত্বদানকারী), اَلْمُصَوِّرُ (আকৃতিদানকারী), اَلْمَلِكُ (রাজত্বের অধিকারী), اَلْحَقُّ (পরম সত্য), اَلسَّلاَمُ (পরম শান্তি), اَلْمُؤْمِنُ (নিরাপত্তাদানকারী), اَلْمُهَيْمِنُ (হিফাযতকারী), اَلْعَزِيْزُ (ক্ষমতাবান), اَلْجَبَّارُ (পরাক্রমশালী), اَلْمُتَكَبِّرُ (বড়ত্বের অধিকারী), اَلرَّحْمٰنُ

(দয়ালু), اَلرَّحِيْمُ (পরম দয়ালু), اَللَّطِيْفُ (করুণাময়, সুক্ষ্মতম বিষয়েও অবগত), اَلْخَبِيْرُ (সর্ব বিষয়ে অবগত), اَلسَّمِيْعُ (সর্ব বিষয়ে শ্রবণকারী), اَلْبَصِيْرُ (সর্বদর্শী), اَلْعَلِيْمُ (সর্বজ্ঞানী), اَلْعَظِيْمُ (মহান), اَلْبَارُ (বান্দাদের সাথে কল্যাণমূলক আচরণকারী), اَلْمُتَعَالُ (সবচেয়ে বড়), اَلْجَلِيْلُ (মহীয়ান), اَلْجَمِيْلُ (পরম সুন্দর), اَلْحَيُّ (চিরঞ্জীব), اَلْقَيُّوْمُ (চিরস্থায়ী), اَلْقَادِرُ (সর্বশক্তিমান), اَلْقَاهِرُ (সর্বজয়ী), اَلْعَلِيُّ (সর্বোচ্চ মর্যাদায় আসীন), اَلْحَكِيْمُ (মহাপ্রজ্ঞাময়), اَلْقَرِيْبُ (নিকটতম), اَلْمُجِيْبُ (সাড়া দানকারী), اَلْغَنِيُّ (বেনিয়ায), اَلْوَهَّابُ (শ্রেষ্ঠদাতা), اَلْوَدُوْدُ (প্রেমময়), اَلشَّكُوْرُ (বিনিময় দানকারী), اَلْمَاجِدُ (মহা মর্যাদার অধিকারী), اَلْوَاجِدُ (সর্ব সম্পদের অধিকারী), اَلْوَالِيُّ (মহান অভিভাবক), اَلرَّاشِدُ (হিদায়েত দানকারী), اَلْعَفُوُّ (অনুকম্পাকারী), اَلتَّوَابُ (তাওবা কবুলকারী), اَلرَّبُّ (প্রতিপালক), اَلْغَفُوْرُ (ক্ষমাময়), اَلْحَلِيْمُ (মহান ধৈর্যশীল), اَلْكَرِيْمُ (মহামহিম), اَلتَّوَّابُ (তাওবা কবুলকারী), اَلرَّبُّ (প্রতিপালক), اَلْمَجِيْدُ (মহত্বের আধার), وَالْوَلِيُّ (বন্ধু), اَلشَّهِيْدُ (সর্বত্র বিরাজমান), اَلْمُبِيْنُ (সকল বিষয় স্পষ্টকারী), اَلْبُرْهَانُ (সত্য-মিথ্যা পার্থক্যকারী), اَلرَّؤُوْفُ (পরম সদয়), اَلرَّحِيْمُ (দয়ালু), اَلْمُبْدِئُ (সকলের সৃষ্টিকর্তা), اَلْمُعِيْدُ (মৃতকে পুনরায় সৃষ্টিকারী), اَلْبَاعِثُ (পুনরুত্থানকারী), اَلْوَارِثُ (সম্পদের একমাত্র উত্তরাধিকারী), اَلْقَوِيُّ (মহা শক্তিশালী), اَلشَّدِيْدُ (মহা প্রচন্ড), اَلضَّارُّ (অনিষ্টের মালিক), اَلنَّافِعُ (কল্যাণের মালিক), اَلْبَاقِيُّ (চিরস্থায়ী), اَلْوَاقِيُّ (হিফাযতকারী), اَلْخَافِضُ (অবনতি দানকারী), اَلرَّافِعُ (উন্নতি দানকারী), اَلْقَابِضُ (সংকীর্ণকারী), اَلْبَاسِطُ (প্রশস্তকারী, উম্মোচনকারী), اَلْمُعِزُّ (ইজ্জত দানকারী), اَلْمُذِلُّ (যিল্লত দানকারী), اَلْمُقْسِطُ (ন্যায়বিচারকারী), اَلرَّزَّاقُ (রিযিক দানকারী), ذُوْالْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ (অটল শক্তির অধিকারী), اَلْقَائِمُ (চিরস্থায়ী), اَلدَّائِمُ (চিরস্থায়ী), اَلْحَافِظُ (হিফাযতকারী, রক্ষাকর্তা), اَلْوَكِيْلُ (সকলের সর্বকর্ম সমাধাকারী), اَلْفَاطِرُ (সৃষ্টিকারী), اَلسَّامِعُ (শ্রবণকারী), اَلْمُعْطِي (দানকারী), اَلْمُحْيِيُ (জীবন দানকারী), اَلْمُمِيْتُ (মৃত্যুদানকারী), اَلْمَانِعُ (বাঁধাদানকারী), اَلْجَامِعُ (একত্রকারী), اَلْهَادِيُّ (হিদায়তদানকারী), اَلْكَافِيُّ (তিনিই সবার জন্য যথেষ্ট), اَلْاَبَدُ (অনাদি ও অনন্ত), اَلْعَالِمُ (মহাজ্ঞানী), اَلصَّادِقُ (সত্যবাদী), اَلنُّوْرُ (আলো, জ্যোতি, নূর), اَلْمُنِيْرُ (আলোকিতকারী), اَلتَّامُّ (পরিপূর্ণ), اَلْقَدِيْمُ (চিরনিত্য), اَلْوِتْرُ (একত্বের অধিকারী), اَلْاَحَدُ (একক), اَلصَّمَدُ (অমুখাপেক্ষী), اَلَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ (যিনি কাউকে জন্মদান করেননি এবং তিনি কারো থেকে জন্মগ্রহণ করেননি), وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ (এবং যার সমকক্ষ কেউ নয়)

বর্ণনাকারী যুহায়র (র) বলেন : একাধিক ইল্‌ম চর্চাকারীর মতামত আমাদের কাছে পৌঁছেছে যে, নামগুলো শুরু করতে হবে এভাবে।

لاَاِلَهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ لاَاِلَهَ اِلاَّ اللّٰهُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنَى

আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই, তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁরই জন্য রাজত্ব তাঁরই জন্য প্রশংসা তাঁরই হাতে যাবতীয় কল্যাণ, তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাই নেই, তাঁরই জন্য রয়েছে উত্তম নামসমূহ।

١١. بَابُ دَعْوَةِ الْوَالِدِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُوْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ পিতা ও মাযলূমের দু'আ

٣٨٦٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ اَبِى جَعْفَرٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثُ دَعْوَاتٍ يُسْتَجَابُ لَهُنَّ لاَ شَكَّ فِيْهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ .

৩৮৬২ আবূ বাকর (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তিনটি দু'আ এমন, যা নিঃসন্দেহে কবুল করা হবে : মযলূমের দু'আ, মুসাফিরের দু'আ এবং সন্তানের জন্য পিতার দু'আ।

٣٨٦٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا حُبَابَةُ ابْنَةُ عَجْلاَنَ عَنْ اُمِّهَا اُمِّ حَفْصٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ جَرِيْرٍ عَنْ اُمِّ حَكِيْمٍ بِنْتِ وَدَّاعٍ الْخُزَاعِيَّةِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ دُعَاءُ الْوَالِدِ يُفْضِىْ اِلَى الْحِجَابِ .

৩৮৬৩ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)....... উম্মে হাকীম বিনতে ওয়াদ্দা খুযাইয়্যাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি : পিতার দু'আ (আল্লাহ্‌র নূরের) অবরণ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।

١٢. بَابُ كَرَاهِيَةِ الْاِعْتِدَاءِ فِى الدُّعَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ দু'আতে বাড়াবাড়ি করা নিষেধ

٣٨٦٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ اَنْبَانَا سَعِيْدُ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ اَبِىْ نَعَامَةَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مُغَفَّلٍ سَمِعَ ابْنَهُ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ

اِنِّىْ اَسْاَلُكَ الْقَصْرَ الْاَبْيَضَ عَنْ يَمِيْنِ الْجَنَّةِ اِذَا دَخَلْتُهَا فَقَالَ اَىْ بُنَىَّ سَلِ اللّٰهَ الْجَنَّةَ وَعُذْ بِهِ مِنَ النَّارِ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ سَيَكُوْنُ قَوْمٌ يَعْتَدُوْنَ فِى الدُّعَاءِ .

৩৮৬৪ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ নু'আমাহ (র) থেকে বর্ণিত, একদা আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল (রা) তার ছেলেকে বলতে শুনলেন : ইয়া আল্লাহ! আমি আপনার নিকট জান্নাতে প্রবেশ করার পর, জান্নাতের ডান দিকের শ্বেত প্রাসাদ প্রার্থনা করি। তখন তিনি বললেন : যে প্রিয় বৎস! আল্লাহর কাছে জান্নাত প্রার্থনা কর এবং জাহান্নাম থেকে পানাহ চাও, কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি : অচিরেই এমন এক সম্প্রদায় হবে, যারা দু'আতে বাড়াবাড়ি করবে।

١٣. بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِى الدُّعَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ দু'আতে দু'হাত তোলা

٣٨٦٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ثَنَا ابْنُ اَبِى عَدِىٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ رَبَّكُمْ حَيِىٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحْىِ مِنْ عَبْدِهِ اَنْ يَرْفَعَ اِلَيْهِ يَدَيْهِ فَيَرُدُّهُمَا صِفْرًا اَوْ قَالَ خَائِبَتَيْنِ .

৩৮৬৫ আবূ বিশ্‌র বাক্‌র ইব্‌ন খালাফ (র)...... সালমান (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : নিশ্চয় তোমাদের রব চিরঞ্জীব, মহাদানশীল, তিনি তাঁর বান্দার ব্যাপারে সংকোচবোধ করেন যে, যে তাঁর কাছে দু'হাত তুলে প্রার্থনা করবে, আর তিনি তার দু'হাতখালি ফিরিয়ে দিবেন (অথবা রাবী বলেন :) হাত দু'টি নিরাশ করে ফিরিয়ে দেবেন।

٣٨٦٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيْبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِىِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَعَوْتَ اللّٰهَ فَادْعُ بِبُطُوْنِ كَفَّيْكَ وَلَا تَدْعُ بِظُهُوْرِهِمَا فَاِذَا فَرَغْتَ فَامْسَحْ بِهِمَا وَجْهَكَ .

৩৮৬৬ মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাব্বাহ (র)........ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তুমি আল্লাহর কাছে দু'আ করবে, তখন দুই হাতের তালু দিয়ে দু'আ করবে, দুই হাতের পিঠ দিয়ে দু'আ করবে না। আর যখন তুমি দু'আ থেকে ফারেগ হবে, তখন দু'হাতের তালু দিয়ে মুখ মন্ডল মুছে নিবে।

١٤. بَابُ مَا يَدْعُوْ بِهِ الرَّجُلُ اِذَا اَصْبَحَ وَاِذَا اَمْسٰى

অনুচ্ছেদ ঃ ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় কি দু'আ করবে ?

٣٨٦٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسٰى ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ كَانَ لَهُ عَدْلَ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ اِسْمَاعِيْلَ وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيْئَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَ فِىْ حِرْزٍ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتّٰى يُمْسِيَ وَاِذَا اَمْسٰى فَمِثْلُ ذٰلِكَ حَتّٰى يُصْبِحَ قَالَ فَرَاٰى رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْمَا يَرَى النَّائِمُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبَا عَيَّاشٍ يَرْوِىْ عَنْكَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ صَدَقَ اَبُوْ عَيَّاشٍ .

৩৮৬৭ আবূ বাক্র (র)......আবূ আইয়াস যুরাকী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : لااله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير– সে ইসমাইলের বংশধর থেকে এক জন গোলাম আযাদ করার সমতুল্য সাওয়াব পাবে। তার দশটি পাপমোচন করে দেওয়া হবে, এবং তার জন্য দশটি দরজা বুলন্দ করা হবে, এবং সে সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তান থেকে নিরাপদে থাকবে আর যখন সে (এরূপ বলবে), সে সকাল পর্যন্ত অনুরূপ বিনিময় পাবে।

রাবী বলেন : জনৈক ব্যক্তি স্বপ্ন যোগে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দর্শন লাভ করলো। তখন সে জিজ্ঞাসা করলো : ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইবন আইয়াশ আপনার পক্ষ থেকে এই ধরনের হাদীস বর্ণনা করে। তিনি বললেন : আবু আইয়াস সত্য বলেছে।

٣٨٦٨ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَصْبَحْتُمْ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ نُحْيَى وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِذَا اَمْسَيْتُمْ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ بِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ نُحْيَى وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ .

৩৮৬৮ ইয়াকূব ইব্ন হুমায়দ ইব্ন কাসিব (র)......... আবূ হুরায়ারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমরা প্রভাতে উপনীত হবে, তখন তোমরা বলবে : اللهم بك اصبحنا وبك امسيناوبك نحيى وبك نموت ইয়া আল্লাহ! আপনারই সাহায্যে আমরা প্রভাতে উপনীত হয়েছি এবং আপনারই সাহায্যে সন্ধ্যায় উপনীত হব, আপনারই সাহায্যে আমরা জীবন যাপন করছি এবং আপনারই সাহায্যে আমরা মারা যাব। আর যখন তোমরা সন্ধ্যায় উপনীত হবে,

তখন বলবে : اللهم بك امسينا وبك اصبحنا وبك نحيي وبك نموت واليك المصير
ইয়া আল্লাহ! আপনারই সাহায্যে আমরা সকাল যাপন করেছি, আপনারই সাহায্যে আমরা জীবন যাপন করছি এবং আপনারই সাহায্যে আমরা মারা যাব, আর আপনারই কাছে প্রত্যাবর্তন।

৩৮৬৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ ثَنَا ابْنُ اَبِي الزِّنَادِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُوْلُ فِيْ صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَيَضُرَّهُ شَيْءٌ قَالَ وَكَانَ اَبَانُ قَدْ اَصَابَهُ طَرَفٌ مِنَ الْفَالِجِ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ اِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ اَبَانُ مَا تَنْظُرُ اِلَيَّ اَمَا اِنَّ الْحَدِيْثَ كَمَا قَدْ حَدَّثْتُكَ وَلَكِنِّيْ لَمْ اَقُلْهُ يَوْمَئِذٍ لِيُمْضِيَ اللّٰهُ عَلَيَّ قَدَرَهُ .

৩৮৬৯ মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, যে কোন বান্দা প্রতিদিন সকালে এবং প্রতিদিন সন্ধ্যায় এ দু'আ তিনবার বলে : «بسم الله الذى لا يضر مع اسمه شئ في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم» কোন কিছুই তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

রাবী বলেন : আবান অর্ধাংগ রোগে আক্রান্ত হলে একজন লোক তার দিকে (অবাক চোখে) তাকাতে লাগলো, তখন আবান তাকে বললেন : কি দেখছো আমাকে? শোনা হাদীস তেমনই আছে যেমন তোমাদের শুনিয়েছি। কিন্তু ব্যাপার এই যে, যে দিন আমি উক্ত দু'আ পড়িনি। আর তা ঘটেছে যেন আল্লাহ আমার উপর তার সিদ্ধান্ত কার্যকর করেন।

৩৮৭০ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ثَنَا مِسْعَرٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَقِيْلٍ عَنْ سَابِقٍ عَنْ اَبِيْ سَلاَّمٍ خَادِمِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ اَوْ اِنْسَانٍ اَوْ عَبْدٍ يَقُوْلُ حِيْنَ يُمْسِيْ وَحِيْنَ يُصْبِحُ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلاَمِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا اِلاَّ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৩৮৭০ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) নবী ﷺ এর খাদেম আবূ সাল্লাম (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে কোন মুসলমান কিংবা (বর্ণনাকরীর সন্দেহ) মানুষ কিংবা বান্দা সন্ধ্যায় এবং সকালে বলবে : رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا রব হিসাবে আল্লাহকে এবং দীন হিসাবে ইসলামে এবং নবী রূপে মুহাম্মাদ ﷺ এ আমি সন্তুষ্ট আছি। কিয়ামতের দিন তাকে সন্তুষ্ট করা আল্লাহ নিজের প্রতি জরুরী করে নেন।

٣٨٧١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيُّ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا عُبَادَةُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا جُبَيْرُ بْنُ اَبِي سُلَيْمَانَ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَعُ هٰؤُلَاءِ الدَّعْوَاتِ حِيْنَ يُمْسِي وَحِيْنَ يُصْبِحُ اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَسْاَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اَللّٰهُمَّ اَسْاَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِيْنِي وَدُنْيَايَ وَاَهْلِيْ وَمَالِيْ اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي وَاحْفَظْنِيْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِيْنِيْ وَعَنْ شِمَالِيْ وَمِنْ فَوْقِيْ وَاَعُوْذُ بِكَ اَنْ اُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ قَالَ وَكِيْعٌ يَعْنِي الْخَسْفَ .

৩৮৭১ আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ তানাফিসী (র)...... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সন্ধ্যায় এবং সকালে এ দু'আগুলো পাঠ করতেন।

أللهم انى اسألك العفو والعافية فى الدنيا والأخرة اللهم أسألك العفو والعافية فى دينى ودنياى وأهلى ومالى أللهم استر عوراتى وامن روعاتى واحفظنى من بين أيدى وعن يمينى وعن شمالى وعن قومى وأعوذبك ان إغتال من تحتى

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। ইয়া আল্লাহ! আমার দীন, আমার দুনিয়া, আমার পরিবার ও আমার সম্পদ সম্পর্কে আপনার কাছে অনুকম্পা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। ইয়া আল্লাহ! আমার লজ্জাস্থানকে ঢেকে দিন এবং আমার ভয়গুলো বিদূরিত করুন এবং আমাকে আমার সামনে থেকে এবং আমার পিছন থেকে এবং আমার ডান দিক থেকে এবং আমার বাম দিক থেকে এবং আমার উপরের দিক থেকে আমাকে রক্ষা করুন এবং আমার নিচে দিয়ে আমাকে ধসিয়ে দেওয়া থেকে আমি আপনার কাছে পানাহ চাই।

٣٨٧٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عُيَيْنَةَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ بِنِعْمَتِكَ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَهَا فِيْ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ فَمَاتَ فِيْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ اَوْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ دَخَلَ الْجَنَّةَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى .

৩৮৭২ আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র)......... বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন :

اللهم انت ربى لاإله الا انت خلقتنى وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ماستطعت اعوذبك من شرما صنعت أبوء بنعمتك وأبوء بذنبى فاغفرلى فانه لا يغفر الذنوب إلا انت.

রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, দিনেও রাতে যে এ দু'আ পড়বে এবং সেই দিনে বা রাতে মারা যাবে; ইনশাআল্লাহ সে জান্নাতে দাখিল হবে।

١٥. بَابُ مَا يَدْعُوْ بِهِ اِذَا اَوٰى اِلَى فِرَاشِهِ

অনুচ্ছেদ : শয্যা গ্রহণকালের দু'আ

٣٨٧٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى الشَّوَارِبِ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ اِذَا اَوَى اِلَى فِرَاشِهِ اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَرَبَّ كُلِّ شَىْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوٰى مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَآبَّةٍ اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَىْءٌ وَاَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَىْءٌ وَاَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَىْءٌ وَاَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَىْءٌ اِقْضِ عَنِّى الدَّيْنَ وَاَغْنِنِىْ مِنَ الْفَقْرِ .

৩৮৭৩ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন আবূ শাওয়ারিব (র)......আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, যে, তিনি যখন শয্যা গ্রহণ করতেন, তখন বলতেন :

أللهم رب السموات والأرض ورب كل شيئ فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقران العظيم أعوذبك من شر كل دابة انت اخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيئ وانت الاخر فليس بعدك شيئ أنت الظاهر فليس فوقك شيئ وأنت الباطن فليس دونك شيئ أقض عنى الدين وأغننى من الفقر-

হে আল্লাহ! আসমানসমূহ ও যমীনের রব এবং প্রত্যেক জিনিসের রব, দানাও আটির বিদীর্ণকারী, তাওরাত, ইঞ্জীল ও মহান কুরআনের অবতীর্ণকারী, আপনার কাছে আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি এমন সকল প্রাণীর অনিষ্টতা থেকে, যে গুলোর অগ্রভাগের চুল আপনি ধরে আছেন। অর্থাৎ সেগুলো আপনার নিয়ন্ত্রণে

আছে। আপনিই অনাদি সুতরাং আপনার পূর্বে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। এবং আপনিই অনন্ত, সুতরাং আপনার পরেও কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। আপনিই প্রকাশ্য সুতরাং আপনার উপরে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই এবং আপনিই অপ্রকাশ্য, সুতরাং আপনার অন্তরালে কোন কিছু অস্তিত্ব নেই। আমার ঋণ আপনি পরিশোধ করে দিন এবং আমাকে দারিদ্র থেকে মুক্ত করুন।

٣٨٧٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا اَرَادَ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّضْطَجِعَ عَلٰى فِرَاشِهِ فَلْيَنْزِعْ دَاخِلَةَ اِزَارِهِ ثُمَّ لْيَنْفُضْ بِهَا فِرَاشَهُ فَاِنَّهُ لاَ يَدْرِىْ مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ لْيَضْطَجِعْ عَلَى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ ثُمَّ لْيَقُلْ رَبِّ بِكَ وَضَعْتُ جَنْبِىْ وَبِكَ اَرْفَعُهُ فَاِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِىْ فَارْحَمْهَا وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا حَفِظْتَ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ .

৩৮৭৪ আবূ বাক্‌র (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন শয্যা গ্রহণের মনস্থ করে, তখন সে যেন তার লুংগীর ভিতরের বস্ত্র (জাংগিয়া) খুলে ফেলে এবং তা দিয়ে তার বিছানা ঝেড়ে ফেলে। কেননা, সে জানে না যে বিছানায় কি রয়েছে, অতঃপর সে যেন তার কাছে শুয়ে যায়, ডান কাতে এরপর যেন বলে ঃ

رب بك وضعت جنبى وبك ارفعه فان أمسكت نفسى فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما حفظت عبادك الصالحين-

হে আমার রব! আপনারই সাহায্যে আমি আমার পার্শ্ব স্থাপন করছি এবং আপনারই সাহায্যে তা উঠাবো। এই সময়ে যদি আপনি আমার প্রাণ গ্রহণ করেন, তাহলে তার উপর রহম করবেন। আর যদি তাকে ফেরত পাঠাও তাহলে তাকে হিফাযত করবেন যেভাবে আপনি আপনার নেকবানদের হিফাযত করেছেন।

٣٨٧٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَعِيْدُ بْنُ شُرَحْبِيْلَ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ اَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا اَخَذَ مَضْجَعَهُ نَفَثَ فِىْ يَدَيْهِ وَقَرَاَ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ وَمَسَحَ بِهِمَا جَسَدَهُ .

৩৮৭৫ আবূ বাক্‌র (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ যখন শয্যা গ্রহণ করতেন, তখন সূরা ফালাক ও সূরা নাম পড়ে, তার দু'হাতে ফুঁক দিয়ে, তা দিয়ে তাঁর সমস্থ শরীর মাসহ করতেন।

٣٨٧٦ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ اِذَا اَخَذْتَ مَضْجَعَكَ اَوْ اَوَيْتَ اِلَى

فِرَاشِكَ فَقُوْلِ اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ اِلَيْكَ وَاَلْجَأْتُ ظَهْرِيْ اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِيْ اِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً اِلَيْكَ لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ اِلاَّ اِلَيْكَ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ اَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِيْ اَرْسَلْتَ فَاِنْ مِتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ مِتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاِنْ اَصْبَحْتَ اَصْبَحْتَ وَقَدْ اَصَبْتَ خَيْرًا كَثِيْرًا .

৩৮৭৬ আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র)......বারা ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ জনৈক লোককে বললেন : যখন তুমি শয্যা গ্রহণ করবে, অথবা তুমি তোমার বিছানায় যাবে, তখন বলবে :

أللهم أسلمت وجهى إليك والجأت ظهرى إليك وفوضت أمرى اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجاولا منجأ منك إلا اليك امنت بكتاب الذى أنزلت ونبيك الذى ارسلت-

হে আল্লাহ! আমি আমার মুখমন্ডল আপনার কাছে সমর্পণ করছি এবং আমার পিঠ আপনার আশ্রয়ে পেশ করছি, আর আপনার প্রতি ব্যাকুলতা ও শংকার কারণে আপনার হাতেই আমার যাবতীয় বিষয় সোপর্দ করছি। আপনার হাত থেকে বাঁচার ও মুক্তি লাভের আপনি ছাড়া কোন স্থান নেই আপনি যে কিতাব নাযিল করেছেন, আমি তার প্রতি ঈমান এনেছি এবং আপনার প্রেরিত নবীর প্রতিও ঈমান এনেছি। তুমি যদি সে রাতে মারা যাও, তাহলে তুমি ফিত্‌রাতের (ইসলামের) উপর মৃত্যুবরণ করলে। আর যদি তুমি সকালে উপনীত হও, তাহলে এমনভাবে সকালে উপনীত হলে যে, তুমি অনেক কল্যাণ লাভ করলে।

٣٨٧٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِيْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا اَوَى اِلَى فِرَاشِهِ وَضَعَ يَدَهُ يَعْنِي الْيُمْنٰى تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ اَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ .

৩৮৭৭ আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র).....আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ যখন শয্যা গ্রহণ করতেন, তখন তিনি তাঁর গন্ডদেশের নিচে স্থাপন করতেন, অতঃপর বলতেন : ইয়া আল্লাহ! যেদিন আপনি আপনার বান্দাদের পুনরুত্থিত করবেন এবং সমবেত করবেন, সে দিন আমাকে আপনার আযাব থেকে রক্ষা করবেন।

١٦. بَابُ مَا يَدْعُوْ بِهِ اِذَا انْتَبَهَ مِنَ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ রাতে ঘুম ভেংগে গেলে যে দু'আ পড়বে

٣٨٧٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِيْ عُمَيْرُ بْنُ هَانِئٍ حَدَّثَنِيْ جُنَادَةُ بْنُ اَبِيْ اُمَيَّةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ حِيْنَ يَسْتَيْقِظُ لاَ اِلٰهَ

اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلَهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ثُمَّ دَعَا رَبِّ اغْفِرْلِيْ غُفِرَ لَهُ قَالَ الْوَلِيْدُ اَوْ قَالَ دَعَا اسْتُجِيْبَ لَهُ فَاِنْ قَامَ فَتَوَضَّاَ ثُمَّ صَلَّى قُبِلَتْ صَلاَتُهُ .

৩৮৭৮ আবদুর রহমান ইব্ন ইব্রাহীম দিমাশ্কী (র)...... উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : রাতে জেগে উঠে যে ব্যক্তি এরূপ দু'আ করবে :

لااله الا اله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيئ قدير ولا إله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم–

অতঃপর আপন রবের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে বলবে : হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করুন তাকে ক্ষমা করে দিবেন। ওয়ালীদ বলেছেন : কিংবা রাবী বলেছেন যে, এরূপ দু'আ করলে তার দু'আ কবুল করা হয়, এর পর উঠে গিয়ে অযূ করে এবং সালাত আদায় করে তার সালাত কবুল করা হয়।

٣٨٧٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ اَنْبَانَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ اَنَّ رَبِيْعَةَ بْنَ كَعْبٍ الْاَسْلَمِيَّ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ كَانَ يَبِيْتُ عِنْدَ بَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ يَسْمَعُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مِنَ اللَّيْلِ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ الْهَوِيَّ ثُمَّ يَقُوْلُ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ.

৩৮৭৯ আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র).....রাবীআহ ইব্ন কা'আব আল-আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ দরজার কাছেই শুতেন এবং তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে রাতের দীর্ঘ সময় سبحان الله رب العالمين বলতে শুনতেন এর পর তিনি سبحان الله وبحمده বলতেন।

٣٨٨٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ ابْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا انْتَبَهَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَآ اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ .

৩৮৮০ আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র)........ হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এখন রাতে ঘুম থেকে জাগ্রত হতেন, তখন বলতেন :

ألحمد لله الذى أحيانا بعدما أما تنا واليه النشور

৩৮৮১ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُو الْحُسَيْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ اَبِى النَّجُوْدِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ اَبِى ظَبْيَةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ عَبْدٍ بَاتَ عَلٰى طُهُوْرٍ ثُمَّ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَسَاَلَ اللّٰهَ شَيْئًا مِنْ اَمْرِ الدُّنْيَا اَوْ مِنْ اَمْرِ الْاٰخِرَةِ اِلاَّ اَعْطَاهُ .

৩৮৮১ আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র)........ মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে কোন বান্দা অযূ অবস্থায় ঘুমায়, অতঃপর রাতে ঘুম থেকে জেগে গিয়ে দুনিয়া কিংবা আখিরাতের কোন বিষয় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে, তিনি অবশ্যই তাকে তা দান করেন।

١٧. بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْكَرْبِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিপদকালীন দু'আ

৩৮৮২ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ جَمِيْعًا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَنِىْ هِلاَلٌ مَوْلٰى عُمَرَ ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ عُمَرَ ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ اُمِّهِ اَسْمَآءَ ابْنَةِ عُمَيْسٍ قَالَتْ عَلَّمَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَلِمَاتٍ اَقُوْلُهُنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ اَللّٰهُ اَللّٰهُ رَبِّىْ لاَ اُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا .

৩৮৮২ আবূ বাক্র ও আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র)...... আসমা বিন্তে উমায়স (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে কয়েকটি কালেমা শিখিয়েছেন, যা আমি বিপদকালে বলি, তা হলো : اَللّٰهُ اَللّٰهُ رَبِّىْ لاَ اُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا

৩৮৮৩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ عِنْدَ الْكَرْبِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ قَالَ وَكِيْعٌ مَرَّةً لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فِيْهَا كُلِّهَا .

৩৮৮৩ আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র)........ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বিপদকালে বলতেন ঃ لاإله الا الله الحليم الكريم سبحن الله رب العرش العظيم سبحان الله رب السموات السبع ورب العرش الكريم– একবার হাদীস বর্ণনাকালে ওয়াকী প্রতিটি কলেমার সাথে বলেছিলেন।

١٨. بَابُ مَا يَدْعُوْ بِهِ الرَّجُلُ اِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ মানুষ ঘর থেকে বের হওয়ার সময় যে দু'আ পড়বে

٣٨٨٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَضِلَّ اَوْ اَزِلَّ اَوْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَىَّ .

৩৮৮৪ আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ যখন তাঁর ঘর থেকে বের হতেন তখন বলতেন :

أللهم إنى أعوذبك ان اضل اوأزل او أظلم او أظلم او أجهل أو يجهل على

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি, পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে কিংবা পদস্খলন ঘটা থেকে কিংবা অত্যাচার করা থেকে, কিংবা অত্যাচারিত হওয়া থেকে, কিংবা আমার উপর অন্যের অজ্ঞতার অপতন থেকে।

٣٨٨٥ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ .

৩৮৮৫ ইয়াকূব ইব্ন হুমায়দ ইব্ন কাসির (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ যখন তাঁর ঘর থেকে বের হতেন তখন বলতেন : بسم الله لا حول ولا قوة الا با لله توكلت على الله

٣٨٨٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ حَدَّثَنِىْ هَارُوْنُ ابْنُ هَارُوْنَ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَابِ بَيْتِهِ اَوْ مِنْ بَابِ دَارِهِ كَانَ مَعَهُ مَلَكَانِ مُوَكَّلاَنِ بِهِ فَاِذَا قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ قَالاَ هُدِيْتَ وَاِذَا قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ قَالاَ وُقِيْتَ وَاِذَا قَالَ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ قَالاَ كُفِيْتَ قَالَ فَيَلْقَاهُ قَرِيْنَاهُ فَيَقُوْلاَنِ مَاذَا تُرِيْدَانِ مِنْ رَجُلٍ قَدْ هُدِىَ وَكُفِىَ وَوُقِىَ .

৩৮৮৬ আবদুর রহমান ইব্ন ইব্রাহীম দিমাশ্কী (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : যখন কোন লোক তার ঘরের দরজা থেকে কিংবা (রাবীর সন্দেহ) তার বাড়ীর দরজা থেকে বের হয়, তখন তার সাথে দু'জন ফিরিশতা থাকে, যাদেরকে তার জন্য নিযুক্ত করা হয়। অতঃপর যখন সে 'বিস্মিল্লাহ' বলে তখন তাঁরা (ফিরিশতাদ্বয়) বলেন তোমাকে হিদায়ত দান করা হয়েছে আর যখন সে لاحول و لا قوة الا بالله বলে, তখন তাঁরা বলেন তোমাকে রক্ষা করা হয়েছে। যখন সে توكلت على الله বলে, তখন তারা বলেন : তোমর জন্য (আল্লাহ) যথেষ্ট হয়েছে। অতঃপর তার সাথে দু'জন সাক্ষাৎ করে। তখন ফিরিশতাদ্বয় বলেন এমন লোককে তোমরা কি করতে চাও, যাকে হিদায়াত দান করা হয়েছে, এবং যাকে রক্ষা করা হয়েছে যার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট হয়েছেন।

١٩. بَابُ مَا يَدْعُوْ بِهِ اِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ঘরে প্রবেশের দু'আ

٣٨٨٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِى اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللّٰهَ عِنْدَ دُخُوْلِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لاَ مَبِيْتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ وَاِذَا دَخَلَ وَلَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ عِنْدَ دُخُوْلِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ اَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ فَاِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ اَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ وَالْعَشَاءَ .

৩৮৮৭ আবূ বিশ্র বাক্র ইব্ন খালাফ (র)...... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছেন, যখন কোন লোক তার ঘরে প্রবেশ করে তখন এবং খাবার গ্রহণ করার সময় আল্লাহর যিকির করে, তখন শয়তান বলে : তোমাদের রাত্রিবাস এবং রাত্রির আহারের কোন ব্যবস্থা নেই। পক্ষান্তরে, ঘরে প্রবেশের সময় আল্লাহর যিকির না করলে শয়তান বলে : তুমি রাত্রি বাসের জায়গা পেয়ে গেলে, তদ্রূপ আহারের সময় আল্লাহ যিকির না করলে শয়তান বলে : রাতের আহার ও শয্যা পেয়ে গেলে।

٢٠. بَابُ مَا يَدْعُوْ بِهِ الرَّجُلُ اِذَا سَافَرَ

অনুচ্ছেদ ঃ সফরের সময়ের দু'আ

٣٨٨٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحِيْمِ يَتَعَوَّذُ اِذَا سَافَرَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُوْمِ وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِى الْاَهْلِ وَالْمَالِ وَزَادَ اَبُوْ مُعَاوِيَةَ فَاِذَا رَجَعَ قَالَ مِثْلَهَا .

৩৮৮৮ আবূ বাক্‌র (র).....আবদুল্লাহ ইব্‌ন সারজিস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরে যাওয়ার সময় বলতেন : اللهم انى اعوذبك من وعثاء السفر وكابة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر فى الاهل والمال আবূ মু'আবিয়া অতিরিক্ত বলেছেন, যখন তিনি ফিরে আসতেন তখন তিনি অনুরূপ বলতেন।

٢١. بَابُ مَا يَدْعُوْ بِهِ الرَّجُلُ اِذَا رَاَى السَّحَابَ وَالْمَطَرَ

অনুচ্ছেদ ঃ মেঘ ও বৃষ্টি দেখে যে দু'আ পড়বে

٣٨٨٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ الْمِقْدَامِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا رَاَى سَحَابًا مُقْبِلاً مِنْ اُفُقٍ مِنَ الْاٰفَاقِ تَرَكَ مَا هُوَ فِيْهِ وَاِنْ كَانَ فِىْ صَلاَتِهِ حَتّٰى يَسْتَقْبِلَهُ فَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اُرْسِلَ بِهِ فَاِنْ اَمْطَرَ قَالَ اَللّٰهُمَّ سَيْبًا نَافِعًا مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثَةً وَاِنْ كَشَفَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَمْ يُمْطِرْ حَمِدَ اللّٰهَ عَلٰى ذٰلِكَ .

৩৮৮৯ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন আকাশের কোন কোন থেকে মেঘ ভেসে আসতে দেখতেন, তখন তিনি তাঁর হাতের কাজ ছেড়ে দিতেন, যদিও তিনি সালাতে রত থাকতেন, অতঃপর মেঘের দিকে মুখ করে বলতেন : اللهم انا نعوذبك من شرما ارسل به হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই যা প্রেরণ করা হয়েছে তার অনিষ্ট থেকে। অতঃপর তা বৃষ্টি বর্ষণ করলে দু'বার কি তিন বার বলতেন اللهم سيبا نافعا। আর যদি মহান আল্লাহ মেঘ সরিয়ে দিতেন এবং বৃষ্টি না হতো, তাহলেও আল্লাহর প্রশংসা করতেন।

٣٨٩٠ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ حَبِيْبِ بْنِ اَبِى الْعِشْرِيْنَ ثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ اَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ اَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا رَاَى الْمَطَرَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ صَيِّبًا هَنِيْئًا .

৩৮৯০ হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন বৃষ্টি দেখতেন, তখন বলতেন اللهم اجعله صيبا هنيئا

٣٨٩١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَاَى مَخِيْلَةً تَلَوَّنَ وَجْهُهُ وَتَغَيَّرَ وَدَخَلَ وَخَرَجَ وَاَقْبَلَ وَاَدْبَرَ فَاِذَا اَمْطَرَتْ سُرِّىَ عَنْهُ قَالَ فَذَكَرَتْ لَهُ عَائِشَةُ بَعْضَ

مَـا رَأَتْ مِنْـهُ فَـقَـالَ وَمَـا يُدْرِيكِ لَعَلَّهُ كَمَـا قَـالَ قَـوْمُ هُوْدٍ « فَلَمَّـا رَأَوْهُ عَـارِضًـا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوْا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ » اَلْآيَةَ .

৩৮৯১ আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মেঘ দেখতেন, তখন তাঁর চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে যেতো এবং তিনি ঘরে প্রবেশ করতেন আবার বেরিয়ে আসতেন, আর সামনে এগুতেন এবং পিছনে ফিরতেন, অতঃপর যখন বৃষ্টি হতো তখন তাঁর এভাব দূরীভূত হতো। রাবী বলেন : আয়েশা (রা) তাঁর যে অবস্থা দেখেছেন, সে সম্পর্কে তাঁকে কিছু বললেন। তখন তিনি বললেন : তুমি কি জানো, হয়ত তা সেই মেঘের মতই হবে, যে সম্পর্কে হূদের জাতি বলে ছিলো : যখন তারা মেঘকে তাদের ওয়াদীগুলোর দিতে আসতে দেখলো তখন তারা বললো : এ মেঘ আমাদের বর্ষণ করবে, অথচ তা সেই আযাব, যার ব্যাপারে তোমরা তাড়া দিয়েছিলে।

٢٢. بَابُ مَا يَدْعُوْ بِهِ الرَّجُلُ اِذَا نَظَرَ اِلَى اَهْلِ الْبَلَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিপদগ্রস্তকে দেখে যে দু'আ পড়বে

٣٨٩٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ اَبِى يَحْيَى عَمْرِو ابْنِ دِيْنَارٍ (وَلَيْسَ بِصَاحِبِ ابْنِ عُيَيْنَةَ) مَوْلَى اٰلِ الزُّبَيْرِ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ فَجِئَهُ صَاحِبُ بَلَاءٍ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِىْ عَلَى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلاً عُوْفِىَ مِنْ ذَلِكَ الْبَلَاءِ كَائِنًا مَّا كَانَ .

৩৮৯২ আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র)...... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হঠাৎ কোন বিপদগ্রস্তকে যে দেখবে এবং বলবে : الحمد لله الذى عافانى مما ابتلاك به وفضلنى على كثير ممن خلق تفضيلا তাকে সে বিপদ থেকে রক্ষা করবেন, সেটা যে ধরনেরই হোক না কেন।

كِتَابُ تَعْبِيْرُ الرُّؤْيَا

অধ্যায় ঃ স্বপ্নের ব্যাখ্যা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٣٥. كِتَابُ تَعْبِيْرُ الرُّؤْيَا

অধ্যায় ঃ স্বপ্নের ব্যাখ্যা

١. بَابُ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةِ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ اَوْ تُرٰى لَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ মুসলিম ব্যক্তি যে ভাল স্বপ্ন দেখে অথবা তাকে যা দেখান হয়

٣٨٩٣ **حَدَّثَنَا** هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ حَدَّثَنِيْ اِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَاَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ .

৩৮৯৩ হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সৎলোকের ভাল স্বপ্ন নবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের একভাগ।

٣٨٩٤ **حَدَّثَنَا** اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَاَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ .

৩৮৯৪ আবু বাক্‌র ইব্‌ন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ মু'মিনের স্বপ্ন নবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের একভাগ।

৩৮৯৫ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى اَنْبَانَا شَيْبَانُ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رُؤْيَا الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ .

৩৮৯৫ আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র)......আবু সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ সৎ মুসলিম ব্যক্তির স্বপ্ন নুওয়াতের সত্তর ভাগের একভাগ।

৩৮৯৬ حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْحَمَّالُ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ ذَهَبَتِ النُّبُوَّةُ وَبَقِيَتِ الْمُبَشِّرَاتُ .

৩৮৯৬ হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ আল হাম্মাল (র)..... উম্মু কুর্‌য কা'বিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি ঃ নবুওয়াতের ধারার পরিসমাপ্তি ঘটেছে, কিন্তু মুবাশ্‌শিরাত-শুভ সংবাদ অবশিষ্ট আছে।

৩৮৯৭ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ .

৩৮৯৭ আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)....... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ভাল স্বপ্ন নবুওয়াতের সত্তর ভাগের এক ভাগ।

৩৮৯৮ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ قَالَ هِىَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ اَوْ تُرٰى لَهُ .

৩৮৯৮ আলী মুহাম্মাদ (র)..... উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,আল্লাহ বাণী ﷺ لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ "তাদের জন্য রাখছে দুনিয়া ও আখিরাতে সুসংবাদ" সম্পর্কে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেনঃ ভাল স্বপ্ন, মুসলিম ব্যক্তি যা দেখে অথবা তাকে যা দেখান হয়।

৩৮৯৯ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ الْاَيْلِىُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَشَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ السِّتَارَةَ فِىْ مَرَضِهٖ وَالصُّفُوْفُ خَلْفَ اَبِىْ بَكْرٍ فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ اِلاَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ اَوْ تُرٰى لَهُ .

৩৮৯৯ ইসহাক ইব্ন ইসমাঈল আয়লী (র)....... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রোগগ্রস্ত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্দা তুলে দেখলেন যে লোকেরা সারিবদ্ধভাবে আবু বকর (রা)-এর পেছনে আছে, তখন তিনি বললেন, হে লোকসকল! মুসলমানগণ যে ভাল স্বপ্ন দেখে অথবা যে স্বপ্ন তাকে দেখান হয়, তা ব্যতীত নবুওয়াতের সুসংবাদ প্রদানকারী বিষয়সমূহ আর অবশিষ্ট নেই।

٢. بَابُ رُؤْيَةِ النَّبِىِّ ﷺ فِى الْمَنَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে নবী ﷺ এর দর্শন লাভ

٣٩٠٠ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ رَاٰنِىْ فِى الْمَنَامِ فَقَدْ رَاٰنِىْ فِى الْيَقْظَةِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ عَلٰى صُوْرَتِىْ .

৩৯০০ আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র)..... আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখন, সে তো আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখল। কেননা, শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।

٣٩٠١ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَرْوَانَ الْعُثْمَانِىُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ رَاٰنِىْ فِى الْمَنَامِ فَقَدْ رَاٰنِىْ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ بِىْ .

৩৯০১ আবু মারওয়ান উসমানী (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখল, সে তো আমাকেই দেখল। কেননা, শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারেন না।

٣٩٠٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَنْ رَانِى فِى الْمَنَامِ فَقَدْ رَانِى اِنَّهُ لاَ يَنْبَغِى لِلشَّيْطَانِ اَنْ يَّتَمَثَّلَ فِى صُوْرَتِى .

৩৯০২ মুহাম্মাদ ইব্‌ন রুম্‌হ (র)..... জাবির (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখেছে সে প্রকৃতপক্ষে আমাকেই দেখেছে। কেননা, আমার আকৃতি ধারণ করা শয়তানের পক্ষে কখনই সম্ভব নয়।

٣٩٠٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ ثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ ثَنَا عِيْسَى بْنُ الْمُخْتَارِ عَنِ ابْنِ اَبِى لَيْلَى عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ رَانِى فِى الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِى فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ بِى .

৩৯০৩ আবু বাকর ইব্‌ন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র)..... আবু সাঈদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমাকে দেখেছে সে সত্যিই আমাকে দেখেছে। কেননা, শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারেন না।

٣٩٠٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَحْيَى بْنِ صَالِحٍ اللَّخْمِىُّ ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ اَبِى عِمْرَانَ عَنْ عَوْنِ بْنِ اَبِى جُحَيْفَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ رَآنِى فِى الْمَنَامِ فَكَاَنَّمَا رَانِى فِى الْيَقْظَةِ اِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَسْتَطِيْعُ اَنْ يَّتَمَثَّلَ بِى .

৩৯০৪ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)....... আবু জুহায়ফা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমাকে যে ব্যক্তি স্বপ্নে দেখেছে, সে যেন আমাকে জাগ্রত অবস্থায়ই দেখেছে। কেননা, শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করার সামর্থ্য রাখে না।

٣٩٠٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ اَبُوْ عَوَانَةَ ثَنَا عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَمَّارٍ هُوَ الدُّهْنِيُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ مَنْ رَانِى فِى الْمَنَامِ فَقَدْ رَانِى فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ بِى .

৩৯০৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)....... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমাকে দেখেছে, সে প্রকৃত পক্ষেই আমাকে দেখেছে। কেননা, শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।

٣. بَابُ الرُّؤْيَا ثَلاَثٌ

অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্ন তিন প্রকার

٤٩٠٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيْفَةَ ثَنَا عَوْفُ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الرُّؤْيَا ثَلاَثُ فَبُشْرَى مِنَ اللّٰهِ وَحَدِيْثُ النَّفْسِ وَتَخْوِيْفُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِذَا رَاى اَحَدُكُمْ رُؤْيَا تُعْجِبُهُ فَلْيَقُصَّ اِنْ شَاءَ وَاِنْ رَاَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلاَ يَقُصَّهُ عَلَى اَحَدٍ وَلْيَقُمْ يُصَلِّىْ .

৩৯০৬ আবু বাকর ইব্‌ন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: স্বপ্ন তিন প্রকার। (১) আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ, (২) মনের খেয়াল, আর (৩) শয়তানের পক্ষ থেকে ভীতি প্রদর্শন। কাজেই তোমাদের কেউ কোন পসন্দনীয় জিনিস সপ্নে দেখলে তা ইচ্ছা করলে অন্যের কাজে বলতে পারে। আর কেউ কোন অপসন্দীয় জিনিস স্বপ্নে দেখলে তা কারো কাছে বলবে না, আর সে যেন উঠে সালাত আদায় করে।

٣٩٠٧ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ عَبِيْدَةَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ عُبَيْدِ اللّٰهِ مُسْلِمُ بْنُ مِشْكَمٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الرُّؤْيَا ثَلاَثُ مِنْهَا اَهَاوِيْلُ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ بِهَا ابْنَ اٰدَمَ وَمِنْهَا مَا يَهُمُّ بِهِ الرَّجُلُ فِىْ يَقْظَتِهِ فَيَرَاهُ فِىْ مَنَامِهِ وَمِنْهَا جُزْءُ مِنْ سِتَّةٍ وَاَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ قَالَ قُلْتُ لَهُ اَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ اَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৩৯০৭ হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র)..... আওফ ইব্‌ন মালিক (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: স্বপ্ন তিন প্রকার (এক) শয়তানের পক্ষ থেকে ভীতিজনক স্বপ্ন যা বনী আদমকে চিন্তাগ্রস্ত করে (দুই) মানুষ জাগ্রত অবস্থায় যা দেখলে চিন্তাযুক্ত হয়, স্বপ্নে তা দেখা। (তিন) স্বপ্ন হলো নবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের একভাগের এক ভাগ। রাবী বলেন, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি কি এ হাদীস রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন: হাঁ, আমি তা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি, আমি তা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি।

٤. بَابُ مَنْ رَأَى رُؤْيَا يَكْرَهُهَا

অনুচ্ছেদ ঃ কেউ অপসন্দনীয় স্বপ্ন দেখলে

٣٩٠٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِىُّ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَّسَارِهِ ثَلاَثًا وَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلاَثًا وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِىْ كَانَ عَلَيْهِ .

৩৯০৮ মুহাম্মাদ ইব্‌ন রুম্‌হ আল-মিসরী (র)..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন তোমাদের কেউ অপসন্দনীয় স্বপ্ন দেখে তখন সে যেন তার বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলে, তিনবার আল্লাহর কাছে শয়তান থেকে পানাহর চায় ("আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম" পড়ে) এবং সে যে পাশে কাৎ হয়ে শুয়ে ছিল তা যেন পরিবর্তন করে নেয়।

٣٩٠٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِىْ قَتَادَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الرُّؤْيَا مِنَ اللّٰهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنْ رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاَثًا وَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ثَلاَثًا وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِىْ كَانَ عَلَيْهِ .

৩৯০৯ মুহাম্মাদ ইব্‌ন রুম্‌হ (র)..... আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ভালো স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে আর খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে। তোমাদের কেউ কোন অপসন্দনীয় কিছু দেখতে পেলে, সে যেন তার বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলে, আল্লাহর কাছে অভিশপ্ত শয়তান থেকে তিনবার পানাহ চায় এবং যে পাশে শোয়া ছিল তা যেন পরিবর্তন করে।

٣٩١٠ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْعُمَرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَتَحَوَّلْ وَلْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاَثًا وَلْيَسْأَلِ اللّٰهَ مِنْ خَيْرِهَا وَلْيَتَعَوَّذْ مِنْ شَرِّهَا .

৩৯১০ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ কোন অপসন্দনীয় স্বপ্ন দেখে তখন সে যে কাঁতে শোয়া ছিল তা যেন

পরিবর্তন করে, তার বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলে, আল্লাহর কাছে তার কল্যাণ কামনা করে এবং তার অনিষ্ট থেকে পানাহ চায়।

٥. بَابُ مَنْ لَعِبَ بِهِ الشَّيْطَانُ فِيْ مَنَامِهِ فَلاَ يُحَدِّثْ بِهِ النَّاسَ

অনুচ্ছেদ ঃ ঘুমের মধ্যে যার সাথে শয়তান খেলা করে, সে যেন তা লোকের নিকট ব্যক্ত না করে

৩৯১১ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ حُسَيْنٍ حَدَّثَنِىْ عَطَاءُ بْنُ اَبِىْ رَبَاحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ رَاَيْتُ رَاْسِىْ ضُرِبَ فَرَاَيْتُهُ يَتَدَهْدَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْمِدُ الشَّيْطَانُ اِلَى اَحَدِكُمْ فَيَتَهَوَّلُ لَهُ ثُمَّ يَغْدُوْ يُخْبِرُ النَّاسَ .

৩৯১১ আবু বাক্‌র ইব্‌ন আবু শায়বা (রা)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ এর কাছে এসে বলল, আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমার মাথায় প্রহার করা হচ্ছে, আর প্রহারকারীকে দেখলাম যে, সে থরথর করে কাঁপছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: শয়তান তোমাদের কারো সাথে তামাশা করে, তাতে সে ভয় পায়। এর পর সে সকাল বেলা লোকদের কাছে তা বলে দেয়।

৩৯১২ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ رَجُلٌ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ رَاَيْتُ الْبَارِحَةَ فِيْمَا يَرَى النَّائِمُ كَاَنَّ عُنُقِىْ ضُرِبَتْ وَسَقَطَ رَاْسِىْ فَاتَّبَعْتُهُ فَاَخَذْتُهُ فَاَعَدْتُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا لَعِبَ الشَّيْطَانُ بِاَحَدِكُمْ فِىْ مَنَامِهِ فَلاَ يُحَدِّثَنَّ بِهِ النَّاسَ .

৩৯১২ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (রা)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ খুত্‌বা দিচ্ছিলেন, তখন এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নিদ্রিত ব্যক্তি যেমন স্বপ্নে দেখে, আমিও তেমন গত রাতে এই মর্মে স্বপ্নে দেখলাম, যেন আমার ঘাড়ে আঘাত করা হলো, ফলে আমার মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে গেল। আমি তার অনুসরণ করে তা ধরে ফেললাম এবং হস্তগত করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যখন শয়তান তোমাদের কারো সাথে ঘুমের মধ্যে খেলা করে, তখন সে যেন তা লোকের কাছে না বলে।

٣٩١٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا حَلَمَ اَحَدُكُمْ فَلاَ يُخْبِرِ النَّاسَ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِهِ فِي الْمَنَامِ .

৩৯১৩ মুহাম্মদ ইব্ন রুম্হ (র)..... জাবির (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন তোমাদের কেউ অপসন্দনীয় স্বপ্ন দেখে, তখন সে যেন তা লোকের কাছে না বলে। কেননা এটা হয়ে থাকে ঘুমের মধ্যে শয়তানের খেলা করার কারণে।

٦. بَابُ الرُّؤْيَا اِذَا عُبِرَتْ وَقَعَتْ فَلاَ يَقُصُّهَا اِلاَّ عَلَى وَادٍّ

অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা হলে তা বাস্তবায়িত হয়। অতএব তা শুভাকাংখী ব্যতীত কারো কাছে বলবে না

٣٩١٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ وَكِيعِ بْنِ عُدُسٍ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ عَمِّهِ اَبِي رَزِيْنٍ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ الرُّؤْيَا عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ مَا لَمْ تُعْبَرْ فَاِذَا عُبِرَتْ وَقَعَتْ قَالَ وَالرُّؤْيَا جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَاَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ قَالَ وَاَحْسِبُهُ قَالَ لاَ يَقُصُّهَا اِلاَّ عَلَى وَادٍّ اَوْ ذِيْ رَاْيٍ .

৩৯১৪ আবু বাকর (র)....... আবু রাযীন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছেন যে, স্বপ্নের তাবীর না করা পর্যন্ত তা উড়ন্ত পাখীর পায়ে ঝুলন্ত থাকে। যখন তার তা'বীর করা হয়, তখন তা বাস্তব রূপ নেয়। তিনি (আরো) বলেন: স্বপ্ন হচ্ছে নবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ। রাবী বলেন : আমার ধারণা, তিনি (আরো) বলেছেন: সে যেন বন্ধু অথবা তা'বীর সম্পর্কে পারদর্শী ব্যক্তি ব্যতীত কারো কাছে তা বর্ণনা না করে।

٧. بَابُ عَلَى مَا تُعْبَرُ بِهِ الرُّؤْيَا

অনুচ্ছেদ ঃ কিভাবে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা হবে?

٣٩١٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا اَبِيْ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ يَزِيْدَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِعْتَبِرُوْهَا بِاَسْمَائِهَا وَكَنُّوْهَا بِكُنَاهَا وَالرُّؤْيَا لِاَوَّلِ عَابِرٍ .

৩৯১৫ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমায়র (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তাদের নামসমূহ দ্বারা তা'বীর কর, তাদের উপনাম দ্বারা তা'বীর কর এবং প্রথম তাবীরকারীর তা'বীরই সাধারণতঃ বাস্তবায়িত হয়।

٨. بَابُ مَنْ تَحَلَّمَ حُلُمًا كَاذِبًا

অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করে

٣٩١٦ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ الصَّوَّافُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَحَلَّمَ حُلُمًا كَاذِبًا كُلِّفَ اَنْ يَّعْقِدَ بَيْنَ شَعِيْرَتَيْنِ وَيُعَذَّبُ عَلَى ذٰلِكَ .

৩৯১৬ বিশর ইব্‌ন হিলাল সাওয়াফ (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করে, তাকে দু'টো চুলের মধ্যে গিরা দেওয়ার জন্য কষ্ট দেওয়া হবে। আর এভাবেই তাকে আঘাত দেওয়া হবে।

٩. بَابُ اَصْدَقُ النَّاسِ رُؤْيَا اَصْدَقُهُمْ حَدِيْثًا

অনুচ্ছেদ ঃ অধিক সত্যবাদী লোকের স্বপ্ন অধিক পরিমাণে সত্য হয়

٣٩١٧ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِىُّ ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ ثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَرُبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ تَكْذِبُ وَاَصْدَقُهُمْ رُؤْيَا اَصْدَقُهُمْ حَدِيْثًا وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَاَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ .

৩৯১৭ আহ্‌মাদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সারহ্‌ মিস্‌রী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যখন কিয়ামতের সময় নিকটবর্তী হবে, তখন মু'মিন ব্যক্তির স্বপ্ন খুবই বাস্তব সম্মত হবে। তাদের সত্যবাদীদের স্বপ্ন সত্যে পরিণত হবে। মু'মিনের স্বপ্ন নবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

١٠. بَابُ تَعْبِيْرِ الرُّؤْيَا

অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নের তা'বীর প্রসংগে

٣٩١٨ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ الْمَدَنِىُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ رَجُلٌ

مُنْصَرَفَهُ مِنْ اُحُدٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى رَاَيْتُ فِى الْمَنَامِ ظُلَّةً تَنْطِفُ سَمْنًا وَعَسَلاً وَرَاَيْتُ النَّاسَ يَتَكَفَّفُوْنَ مِنْهَا فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُّ وَرَاَيْتُ سَبَبًا وَاصِلاً اِلَى السَّمَاءِ رَاَيْتُكَ اَخَذْتَ بِهِ فَعَلَوْتَ بِهِ ثُمَّ اَخَذَ بِهِ رَجُلٌ بَعْدَكَ فَعَلاَ بِهِ ثُمَّ اَخَذَ بِهِ رَجُلٌ بَعْدَهُ فَعَلاَ بِهِ ثُمَّ اَخَذَ بِهِ رَجُلٌ بَعْدَهُ فَانْقَطَعَ بِهِ ثُمَّ وُصِلَ لَهُ فَعَلاَ بِهِ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ دَعْنِى اَعْبُرْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اعْبُرْهَا قَالَ اَمَّا الظُّلَّةُ فَالاِسْلاَمُ وَاَمَّا مَا يَنْطُفُ مِنْهَا مِنَ الْعَسَلِ وَالسَّمْنِ فَهُوَ الْقُرْاٰنُ حَلاَوَتُهُ وَلِيْنُهُ وَاَمَّا مَا يَتَكَفَّفُ مِنْهُ النَّاسُ فَالْآخِذُ مِنَ الْقُرْاٰنِ كَثِيْرًا وَقَلِيْلاً وَاَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ اَنَّ رَجُلاً اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ رَاَيْتُ ظُلَّةً بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ تَنْطُفُ سَمْنًا وَعَسَلاً فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ نَحْوَهُ .

৩৯১৮ ইয়াকূব ইব্‌ন হুমায়দ ইব্‌ন কাসিব মাদানী (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি উহুদ পাহাড়ের দিক থেকে নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি স্বপ্নে একটি ছায়া থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় ঘি ও মধু পড়তে দেখেছি এবং লোকদেরকে তা থেকে তুলে নিতে দেখেছি , কেউ কম নিচ্ছে এবং কেউ বেশী নিচ্ছে। আর আমি স্বপ্নে একটি দেখেছি রশি দেখেছি, যা আসমানে গিয়ে মিশেছে। আমি দেখেছি, আপনি তা ধরলেন এবং তা ধরে উপরে উঠে গেলেন। আপনার পর আরেকজন তা ধরল এবং তা ধরে সেও উপরে উঠে গেল। তারপর তা আরেকজন ধরল এবং তা ধরে সেও উপরে উঠে গেল। তারপর অন্য একজন তা ধরলো এবং রশিটি ছিঁড়ে গেল। পুনরায় তা জোড়া লেগে গেল। সেও তা ধরে উপরে উঠে গেল। তখন আবু বকর (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এ স্বপ্নের তা'বীর করার অনুমতি দিন। তিনি বললেন, তুমি এর তা'বীর কর। তিনি আবু বকর (রা) বললেন : ছায়াটি হল ইসলাম। ছায়া থেকে যে ঘি ও মধু ফোঁটায় ফোঁটায় পড়েছে, তা হল কুরআন এবং কুরআনের মাধুর্য বা তার কোমলতা। মানুষ তা থেকে কুড়িয়ে নিচ্ছে। কাজেই গ্রহণকারী কুরআন থেকে কম-বেশী গ্রহণ করছে। আর যে রশিটি আসমানে গিয়ে মিলেছে, তা হলো আপনি যে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। আপনি রশিটি ধরলেন এবং তা আপনাকে উপরে উঠিয়ে নিল। আপনার পর তা আরেকজন ধরবে এবং রশিটি তাকে নিয়ে উপরে উঠে যাবে। তারপর আরেকজন ধরবে, সেও তা ধরে উপরে উঠে যাবে। এরপর আরেকজন তা ধরবে এবং রশি ছিঁড়ে যাবে। আবার তা জোড়া লাগিয়ে দেওয়া হবে। এবং সে তা ধরে উপরে উঠে যাবে। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি তো কিছু ঠিক বলেছ, আর কিছু ভুল বলেছ। আবু বকর (রা) বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে কসম করে বলছি : আপনি আমাকে বলে দিন, আমি যা ঠিক করেছি এবং যা ভুল করেছি। নবী ﷺ বললেন : হে আবু বকর। তুমি কসম করো না। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবু হুরায়রা (রা) এই মর্মে হাদীস বর্ণনা করতেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলাল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি

আসমান যমীনের মাঝে একটি ছায়া থেকে ঘি ও মধু ফোঁটায় ফোঁটায় পড়তে স্বপ্নে দেখেছি। পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٣٩١٩ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الصَّنْعَانِيُّ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ غُلاَمًا شَابًّا عَزَبًا فِى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكُنْتُ اَبِيْتُ فِى الْمَسْجِدِ فَكَانَ مَنْ رَاى مِنَّا رُؤْيَا يَقُصُّهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ لِى عِنْدَكَ خَيْرٌ فَاَرِنِى رُؤْيَا يُعَبِّرُهَا لِى النَّبِىُّ ﷺ فَنِمْتُ فَرَاَيْتُ مَلَكَيْنِ اَتَيَانِى فَانْطَلَقَا بِى فَلَقِيَهُمَا مَلَكٌ آخَرُ فَقَالَ لَمْ تُرَعْ فَانْطَلَقَا بِىْ اِلَى النَّارِ فَاِذَا هِىَ مَطْوِيَّةٌ كَطَىِّ الْبِئْرِ وَاِذَا فِيْهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُ بَعْضَهُمْ فَاَخَذُوْا بِىْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ فَلَمَّا اَصْبَحْتُ ذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِحَفْصَةَ فَزَعَمَتْ حَفْصَةُ اَنَّهَا قَصَّتْهَا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ رَجُلٌ صَالِحٌ لَوْ كَانَ يُكْثِرُ الصَّلاَةَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ فَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يُكْثِرُ الصَّلاَةَ مِنَ اللَّيْلِ .

৩৯১৯ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুনযির হিযামী (র)....ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: নবী ﷺ এর যুগে আমি অবিবাহিত যুবক ছিলাম। আমি তখন মসজিদেই রাত কাটাতাম। আমাদের থেকে কেউ কোন স্বপ্ন দেখলে তা নবী ﷺ-এর নিকট বর্ণনা করত। আমি মনে মনে বলতাম, হে আল্লাহ! আমার জন্য তোমার নিকট যদি কোন কল্যাণ থেকে থাকে, তাহলে আমাকে তা স্বপ্নে দেখাও। যাতে নবী ﷺ আমাকে তার তাবির বলে দেন। এর পর আমি ঘুমিয়ে গেলাম। স্বপ্নে আমার নিকট দু'জন ফিরিশ্‌তাকে আসতে দেখলাম। তাঁরা আমাকে নিয়ে চলল। তারপর অপর একজন ফিরিশ্‌তা তাঁদের সাথে মিলিত হল। সে বলল, তুমি ভয় পেয়ো না। ফিরিশতাদ্বয় আমাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে চললেন, যার আকৃতি ছিল কূপের ন্যায়। তাতে আমি কিছু লোককে দেখতে পেলাম, যাদের কতককে আমি চিনলাম। তার পর তাঁরা আমাকে ডান দিকে নিয়ে গেল। ভোর হলে আমি হাফসা (রা) কে ঘটনা বললাম। হাফসা (রা) বলেন: আমি তা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট বললাম। তিনি বললেন : আবদুল্লাহ তো একজন সৎলোক। সে যদি রাতে অধিক সালাত আদায় করত, (তাহলে খুবই ভাল হতো)। রাবী ইমাম যুহরী (র) বলেন: এরপর থেকে আবদুল্লাহ (রা) রাতে বেশী বেশী সালাত আদায় করতেন।

٣٩٢٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسَى الْاَشْيَبُ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ

قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَجَلَسْتُ اِلَى شِيْخَةٍ فِيْ مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَ شَيْخٌ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَصًا لَهُ فَقَالَ الْقَوْمُ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَنْظُرَ اِلَى رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ اِلَى هٰذَا فَقَامَ خَلْفَ سَارِيَةٍ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ فَقُمْتُ اِلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ كَذَا وَكَذَا قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الْجَنَّةُ لِلّٰهِ يُدْخِلُهَا مَنْ يَّشَاءُ وَاِنِّيْ رَاَيْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رُؤْيَا رَاَيْتُ كَاَنَّ رَجُلاً اَتَانِيْ فَقَالَ لِيْ انْطَلِقْ فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَسَلَكَ بِيْ فِيْ نَهْجٍ عَظِيْمٍ فَعُرِضَتْ عَلَيَّ طَرِيْقٌ عَلَى يَسَارِيْ فَاَرَدْتُ اَنْ اَسْلُكَهَا فَقَالَ اِنَّكَ لَسْتَ مِنْ اَهْلِهَا ثُمَّ عُرِضَتْ عَلَيَّ طَرِيْقٌ عَنْ يَمِيْنِيْ فَسَلَكْتُهَا حَتّٰى اِذَا انْتَهَيْتُ اِلَى جَبَلٍ زَلَقٍ فَاَخَذَ بِيَدِيْ فَزَجَّلَ بِيْ فَاِذَا اَنَا عَلَى ذُرْوَتِهِ فَلَمْ اَتَقَارَّ وَلَمْ اَتَمَاسَكْ وَاِذَا عَمُوْدٌ مِنْ حَدِيْدٍ فِيْ ذُرْوَتِهِ حَلْقَةٌ مِنْ ذَهَبٍ فَاَخَذَ بِيَدِيْ فَزَجَّلَ بِيْ حَتّٰى اَخَذْتُ بِالْعُرْوَةِ فَقَالَ اسْتَمْسَكْتَ قُلْتُ نَعَمْ فَضَرَبَ الْعَمُوْدَ بِرِجْلِهِ فَاسْتَمْسَكْتُ بِالْعُرْوَةِ فَقَالَ قَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَاَيْتَ خَيْرًا اَمَّا الْمَنْهَجُ الْعَظِيْمُ فَالْمَحْشَرُ وَاَمَّا الطَّرِيْقُ الَّتِيْ عُرِضَتْ عَنْ يَّسَارِكَ فَطَرِيْقُ اَهْلِ النَّارِ وَلَسْتَ مِنْ اَهْلِهَا وَاَمَّا الطَّرِيْقُ الَّتِيْ عُرِضَتْ عَنْ يَّمِيْنِكَ فَطَرِيْقُ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاَمَّا الْجَبَلُ الزَّلَقُ فَمَنْزِلُ الشُّهَدَاءِ وَاَمَّا الْعُرْوَةُ الَّتِيْ اسْتَمْسَكْتَ بِهَا فَعُرْوَةُ الْاِسْلَامِ فَاسْتَمْسِكْ بِهَا حَتّٰى تَمُوْتَ فَاَنَا اَرْجُوْ اَنْ اَكُوْنَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَاِذَا هُوَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلَامٍ .

৩৯২০ আবু বাকর ইব্‌ন আবু শায়বা (র)..... খারাশা ইব্‌ন হুর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি মদীনায় পৌঁছলাম। মসজিদে নববীতে প্রবীনদের এক মজলিসে বসলাম। এ সময় লাঠিতে ভর করে একজন প্রবীণ লোক আসলেন। লোকেরা বলল ঃ যে ব্যক্তি কোন জান্নাতী লোক দেখে খুশী হতে চায়, সে যেন এ ব্যক্তির দিকে তাকায়। তিনি খুঁটির পেছনে দাঁড়িয়ে দুই রাক'আত সালাত আদায় করেন। আমি দাঁড়িয়ে গেলাম এবং তাঁকে বললাম: লোকেরা এই এই বলেছে। তিনি বললেন: আল্‌হামদু লিল্লাহে জান্নাত আল্লাহর এবং তিনি যাকে চান তাকে তাতে প্রবেশ করাবেন। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যামানায় একটি স্বপ্ন দেখেছিলাম। আমি দেখলাম, এক ব্যক্তি আমার নিকট এলো। সে আমাকে বলল: চল। আমি তার সাথে গেলাম। সে আমাকে একটি বিরাট রাস্তায় পৌঁছে দিল। আমার বামদিকে একটি রাস্তা দেখান হল। আমি সে পথ ধরে অগ্রসর হতে চাইলাম। সে বলল: এ পথে তুমি যেতে পারবে না। এরপর আমার ডানে একটি রাস্তা দেখানো হল। আমি সেই পথে অগ্রসর হলাম। অবশেষে যখন আমি একটি পিচ্ছিল পাহাড়ে

পৌঁছলাম, তখন সে আমার হাত ধরল এবং আমাকে ধাক্কা দিল, ফলে আমি এর চূড়ায় পৌঁছে গেলাম কিন্তু আমি সেখানে স্থির হয়ে থাকতে পারলাম না। তখন হঠাৎ দেখলাম লোহার একটি খুটি। এর মাথায় রয়েছে একটি সোনার হাতল। সে (ফিরিশ্‌তা) আমার হাত আঁকড়ে ধরেছে। আমি বললাম: হাঁ সে তখন খুঁটিতে তার পা দ্বারা আঘাত করল, আর আমি হাতলটি দৃঢ়ভাবে ধরে ফেললাম। সে বলল: আমি ঘটনাটি নবী ﷺ কে অবহিত করলাম। তখন তিনি বললেন : তুমি উত্তম স্বপ্ন দেখেছ। বিরাট রাস্তাটি হলো হাশরের ময়দান। তোমার বাম দিকে যে রাস্তাটি দৃষ্টিগোচর হয়েছিল, তা হলো জাহান্নামীদের রাস্তা। তুমি জাহান্নামী নও। তোমার ডান দিকে যে রাস্তা দেখা গিয়েছিল তা হলো জান্নাতীদের রাস্তা। পিচ্ছিল পাহাড়টি হলো শহীদদের মনযিল। যে হাতলটি তুমি আঁকড়ে ধরে ছিলে, সেটি হলো ইসলামের হাতল। অতএব তুমি মৃত্যু পর্যন্ত এটি আঁকড়ে ধরে রাখবে।

আশা করি আমি জান্নাতীবাসী হবো। স্বপ্নটি দেখেছিলেন আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রা)।

৩৯২১ حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ ثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ ثَنَا بُرَيْدَةُ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ رَاَيْتُ فِى الْمَنَامِ اَنِّىْ اُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ اِلَى اَرْضٍ بِهَا نَخْلٌ فَذَهَبَ وَهَلِىْ اِلَى اَنَّهَا يَمَامَةُ اَوْ هَجَرٌ فَاِذَا هِىَ الْمَدِيْنَةُ يَثْرِبُ وَرَاَيْتُ فِىْ رُؤْيَاىَ هٰذِهِ اَنِّىْ هَزَزْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ فَاِذَا هُوَ مَا اُصِيْبَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ اُحُدٍ ثُمَّ هَزَزْتُهُ فَعَادَ اَحْسَنَ مَا كَانَ فَاِذَا هُوَ مَا جَاءَ اللّٰهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَرَاَيْتُ فِيْهَا اَيْضًا بَقَرًا وَاللّٰهُ خَيْرٌ فَاِذَاهُمُ النَّفَرُ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ اُحُدٍ وَاِذَا مَا جَاءَ الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللّٰهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ بَعْدُ وَثَوَابِ الصِّدْقِ الَّذِىْ اٰتَانَا اللّٰهُ بِهِ يَوْمَ بَدْرٍ .

৩৯২১ মাহমুদ ইব্‌ন গায়লান (র)..... আবু মূসা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি স্বপ্নে দেখলা, আমি মক্কা থেকে খেজুর গাছে ভরা একটি ভুখন্ডের দিকে হিজরত করছি। আমার মনে হয়, যে দিকে ইয়ামামা অবস্থিত, সে দিকেই গিয়েছি। কিন্তু দেখা গেল সেটা মদীনা, যার নাম ইয়াস্‌রিব। আমি এ স্বপ্নে আরও দেখলাম যে, আমি তরবারি নাড়াচাড়া করছি। এমন সময় তা মাঝখান থেকে ভেংগে গেল। তার তা'বীর হলো উহুদ যুদ্ধের দিন মু'মিনদের উপর যে মুসীবত আপতিত হয়েছিল। আমি পুনরায় তরবারি নাড়া দিলাম, তখন দেখলাম তা পূর্বাপেক্ষা আরো উত্তম হয়ে গেল। তার তা'বীর হলো আল্লাহ প্রদত্ত পরবর্তী সময়ের বিজয় (মক্কা বিজয়) এবং সম্মিলিত মুসলিম শক্তি। আমি সেখানে আরও দেখতে পেলাম (যবাহকৃত) গাভী। আল্লাহ ভাল করুন। এঁরা ছিলেন উহুদের যুদ্ধের শহীদ মু'মিনগণ। তাও ভাল, যা আল্লাহ গনীমতের মাল হিসেবে পরবর্তীতে আমাদের দান করেছেন এবং তাও ভাল, যা সত্যের বিনিময়ে আল্লাহ আমাদের বদর যুদ্ধের দিন দান করেছিলেন।

٣٩٢٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَاَيْتُ فِىْ يَدَىْ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ فَنَفَخْتُهُمَا فَاَوَّلْتُهُمَا هٰذَيْنِ الْكَذَّابَيْنِ مُسَيْلَمَةَ وَالْعَنْسِىَّ .

৩৯২২ আবু বাকর ইব্‌ন আবু শায়বা (র)...... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি স্বপ্নে আমার হাতে দু'টি সোনার চুড়ি দেখতে পেলাম। আমি ফুঁ দিতেই ঐগুলো উড়ে গেল। আমি এর তা'বীর করেছি এ দু'জন মিথ্যা নবুওয়াতের দাবিদার হলো: মুসায়লামা ও আনসী।

٣٩٢٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ قَابُوْسٍ قَالَ قَالَتْ اُمُّ الْفَضْلِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ رَاَيْتُ كَاَنَّ فِىْ بَيْتِىْ عُضْوًا مِنْ اَعْضَائِكَ قَالَ خَيْرًا رَاَيْتِ تَلِدُ فَاطِمَةُ غُلَامًا فَتُرْضِعِيْهِ فَوَلَدَتْ حُسَيْنًا اَوْ حَسَنًا فَاَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِ قُثَمٍ قَالَتْ فَجِئْتُ بِهِ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَوَضَعْتُهُ فِىْ حَجْرِهِ فَبَالَ فَضَرَبْتُ كَتِفَهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَوْجَعْتِ ابْنِىْ رَحِمَكِ اللّٰهُ .

৩৯২৩ আবু বাকর (র)...... কাবূস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মুল ফায্ল (রা) বলেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আমার ঘরে স্বপ্নে আপনার দেহের অংগ সমূহের একটি অংগ দেখেছি। তিনি বললেন: তুমি ভালই দেখেছ। ফাতিমা (রা) একটি সন্তান প্রসব করবে এবং তুমি তাকে দুধ পান করাবে। এরপর ফাতিমা (রা) হুসায়ন অথবা হাসান (রা) কে প্রসব করেন। তিনি তাঁকে দুধ পান করালেন। তিনি বললেন: আমি তাঁকে নিয়ে নবী ﷺ -এর কাছে গেলাম এবং তাঁকে তাঁর কোলে রাখলাম। তখন সে পেশাব করে দিল। আমি তাঁর কাঁধে মৃদু আঘাত করলাম। তখন নবী ﷺ বললেন : তুমি আমার সন্তানকে কষ্ট দিলে, আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন।

٣٩٢٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ اَخْبَرَنِىْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رُؤْيَا النَّبِىِّ ﷺ قَالَ رَاَيْتُ امْرَاَةً سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّاْسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِيْنَةِ حَتّٰى قَامَتْ بِالْمَهْيَعَةِ وَهِىَ الْجُحْفَةُ فَاَوَّلْتُهَا وَبَاءً بِالْمَدِيْنَةِ فَنُقِلَ اِلَى الْجُحْفَةِ .

৩৯২৪ মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্শার (র)..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) সূত্রে নবী ﷺ এর স্বপ্ন সম্পর্কে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি এক কাল বর্ণের এক মহিলাকে স্বপ্নে দেখলাম। তার চুল ছিল এলোমেলো। সে

মদীনা থেকে বের হয়ে মাহ্ইয়া গিয়ে থামল, যে স্থানকে জুহ্ফা বলা হয়। আমি তার তা'বীর করলাম মদীনার মহামারী পরে যা জুহ্ফায় স্থানান্তরিত হয়।

৩৯২৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ بَلِيٍّ قَدِمَا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ اِسْلاَمُهُمَا جَمِيْعًا فَكَانَ اَحَدُهُمَا اَشَدَّ اجْتِهَادًا مِنَ الْاٰخَرِ فَغَزَا الْمُجْتَهِدُ مِنْهُمَا فَاسْتُشْهِدَ ثُمَّ مَكَثَ الْاٰخَرُ بَعْدَهُ سَنَةً ثُمَّ تُوُفِّيَ قَالَ طَلْحَةُ فَرَاَيْتُ فِي الْمَنَامِ بَيْنَا اَنَا عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ اِذَا اَنَا بِهِمَا فَخَرَجَ خَارِجٌ مِنَ الْجَنَّةِ فَاَذِنَ لِلَّذِيْ تُوُفِّيَ الْاٰخِرَ مِنْهُمَا ثُمَّ خَرَجَ فَاَذِنَ لِلَّذِيْ اسْتُشْهِدَ ثُمَّ رَجَعَ اِلَيَّ فَقَالَ ارْجِعْ فَاِنَّكَ لَمْ يَاْنِ لَكَ بَعْدُ فَاَصْبَحَ طَلْحَةُ يُحَدِّثُ بِهِ النَّاسَ فَعَجِبُوْا لِذٰلِكَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَحَدَّثُوْهُ الْحَدِيْثَ فَقَالَ مِنْ اَيِّ ذٰلِكَ تَعْجَبُوْنَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا كَانَ اَشَدَّ الرَّجُلَيْنِ اجْتِهَادًا ثُمَّ اسْتُشْهِدَ وَدَخَلَ هٰذَا الْاٰخِرُ الْجَنَّةَ قَبْلَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَيْسَ قَدْ مَكَثَ هٰذَا بَعْدَهُ سَنَةً قَالُوْا بَلٰى قَالَ وَاَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَ وَصَلّٰى كَذَا وَكَذَا مِنْ سَجْدَةٍ فِي السَّنَةِ قَالُوْا بَلٰى قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَمَا بَيْنَهُمَا اَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ .

৩৯২৫ মুহাম্মাদ ইব্ন রুম্হ (র)..... তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। দুই ব্যক্তি দূর দুরান্ত থেকে রাসূল্লাহ ﷺ এর নিকট এলো। তারা উভয়ে ছিল খাঁটি মুসলিম। তাদে একজন ছিল অপরজন অপেক্ষা শক্তিধর মুজাহিদ। তাদের মধ্যকার মুজাহিদ ব্যক্তি যুদ্ধ করে শহীদ হল। এরপর অন্যজন এক বছর পর ইন্তিকাল করল। তাল্হা (রা) বলেন, আমি রাতে স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি জান্নাতের দরজায় উপস্থিত এবং তাদের একজন ও আমার সাথে রয়েছে। জান্নাত থেকে এক ব্যক্তি বেল হল এবং তাদের মধ্যে পরের বছর যে ইন্তিকাল করেছিল তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিল। এরপর সে বের হলো এবং শহীদ ব্যক্তিকে জান্নাত প্রবেশের অনুমতি দিল। পরে সে আমার কাছে এসে বলল: তুমি চলে যাও। কেননা, তোমার (জান্নাতে প্রবেশের) সময় এখনও হয়নি, আর পরে হবে তোমার সময়। সকাল বেলা তাল্হা (রা) উক্ত ঘটনা লোকদের নিকট বর্ণনা করলেন। তারা এতে বিস্মিত হল। এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট পৌছল এবং তাঁরাও তাঁর কাছে ঘটনা বর্ণনা করল। তখন তিনি বললেন: কি কারণে তোমরা বিস্মিত হলে? তাঁরা বলল: ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই ব্যক্তি তাদের দু'জনের মধ্যে অধিকতর শক্তিশালী মুজাহিদ। এর

তাকে শহীদ করা হয়েছে। অথচ অপর লোকটি তাঁর পূর্বেই প্রবেশ করলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : অপর লোকটি কি তার পরে এক বছর জীবিত থাকিনি? তারা বলল: হাঁ। তিনি বললেন : সে রামাযান পেয়েছে এবং সিয়াম পালন করেছে এবং বছর এই এই সালাত কি আদায় করেনি? তারা বলল: হাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ আসমান-যমীনের মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে তাদের দু'জনের মধ্যে রয়েছে তার চাইতে অধিক ব্যবধান।

٣٩٢٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكْرَهُ الْغِلَّ وَاُحِبُّ الْقَيْدَ الْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّيْنِ .

৩৯২৬ আলী ইব্ন মুহাম্মদ (রা)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বনে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আমি স্বপ্নে গলায় চাকতি দেখা অপসন্দ করি, কিন্তু আংটা পছন্দ করি। কারণ আংটা অর্থ দীনের উপর অবিচল থাকা।

كِتَابُ الْفِتَنِ

অধ্যায় ঃ ফিত্না

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٣٦. كِتَابُ الْفِتَنِ

অধ্যায় ঃ ফিত্না

١. بَابُ الْكَفُّ عَمَّنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ

অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' স্বীকার করে, তার হত্যা থেকে বিরত থা৲

٣٩٢٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَاِذَا قَالُوْهَا عَصَمُوْا مِنِّىْ دِمَاءَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ .

৩৯২৭ আবু বাক্‌র ইব্‌ন আবু শায়বা (র)......আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি লোকদের সাথে ততক্ষণ লড়াই করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ না তারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' (আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই) এর স্বীকৃতি দিবে। যখন তারা এরূপ বলবে, তখন আমার পক্ষ থেকে তারা তাদের জান-মালের নিরাপত্তা লাভ করবে। তবে কোন হকের বদলা-যেমন, হদ্দ কিংবা কিসাস (অর্থাৎ শরীয়াতের বিধান অনুসারে কেউ দন্ড পাওয়ার উপযুক্ত কোন অপরাধ করলে তার জান-মালের দন্ড হবেই)। তাদের হিসাব মহান আল্লাহর নিকট থাকবে।

٣٩٢٨ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَاِذَا قَالُوْا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ عَصَمُوْا مِنِّى دِمَاءَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ .

৩৯২৮ সুওয়েদ ইব্‌ন সাঈদ (রা)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আমি লোকদের সাথে ততক্ষণ লড়াই করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষন না তারা" "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" বলে। যখন তারা বলবে : "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু", তখন তারা আমার থেকে তাদের জান-মালের নিরাপত্তা লাভ করবে, তবে কোন হকের বদলা হলে, তা স্বতন্ত্র এবং তাদের হিসাব আল্লাহর উপর ন্যস্ত।

٣٩٢٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِىُّ ثَنَا حَاتِمُ ابْنُ اَبِىْ صَغِيْرَةَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ اَنَّ عَمْرَو بْنَ اَوْسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَاهُ اَوْسًا اَخْبَرَهُ قَالَ اِنَّا لَقُعُوْدٌ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ يَقُصُّ عَلَيْنَا وَيُذَكِّرُنَا اِذْ اَتَاهُ رَجُلٌ فَسَارَّهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذْهَبُوْا بِهِ فَاقْتُلُوْهُ فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ دَعَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ هَلْ تَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ اِذْهَبُوْا فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُ فَاِنَّمَا اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَاِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ حَرُمَ عَلَىَّ دِمَاؤُهُمْ وَاَمْوَالُهُمْ .

৩৯২৯ আবু বাকর ইব্‌ন আবু শায়বা (র)...... আউস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর নিকট বসাছিলাম। তিনি আমাদিগকে (পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের) কিস্‌সা বর্ণনা করেছিলেন এবং নসীহত করছিলেন। হঠাৎ এক ব্যক্তি তাঁর নিকট আসলো। সে তাঁকে নবী ﷺ চুপি সারে কি যেন বললো। অনন্তর নবী ﷺ বললেন : তোমরা একে নিয়ে যাও এবং কতল কর। লোকটি যখন ফিরে চললো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ডাকলেন। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন : কি হে তুমি কি "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু"-এর সাক্ষ্য দিচ্ছ? সে বললো: জ্বি হ্যাঁ, তিনি বললেন: তোমরা যাও, একে তার পথে ছেড়ে দাও। কেননা, আমি লোকদের সাথে ততক্ষণ লড়াই করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ না তারা 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু' এর স্বীকৃতি দেয়। যখন তারা এরূপ করবে, তখন তাদের জান-মাল আমার উপর হারাম হয়ে যাবে।

٣٩٣٠ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ السُّمَيْطِ ابْنِ السُّمَيْرِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ اَتَى نَافِعُ بْنُ الْاَزْرَقِ وَاَصْحَابُهُ فَقَالُوْا هَلَكْتَ يَا عِمْرَانُ قَالَ مَا هَلَكْتُ قَالُوْا بَلَى قَالَ مَا الَّذِىْ اَهْلَكَنِىْ قَالُوْا قَالَ اللّٰهُ «وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لاَ تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ» قَالَ قَدْ قَاتَلْنَاهُمْ حَتّٰى نَفَيْنَاهُمْ فَكَانَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ اِنْ شِئْتُمْ حَدَّثْتُكُمْ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

قَالُوْا وَاَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ بَعَثَ جَيْشًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلَى الْمُشْرِكِيْنَ فَلَمَّا لَقُوْهُمْ قَاتَلُوْهُمْ قِتَالاً شَدِيْدًا فَمَنَحُوْهُمْ اَكْتَافَهُمْ فَحَمَلَ رَجُلٌ مِنْ لُحْمَتِيْ عَلٰى رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ بِالرُّمْحِ فَلَمَّا غَشِيَهُ قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اِنِّيْ مُسْلِمٌ فَطَعَنَهُ فَقَتَلَهُ فَاَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكْتُ قَالَ وَمَا الَّذِىْ صَنَعْتَ مَرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ فَاَخْبَرَهُ بِالَّذِىْ صَنَعَ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَهَلاَّ شَقَقْتَ عَنْ بَطْنِهِ فَعَلِمْتَ مَا فِىْ قَلْبِهِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ شَقَقْتُ بَطْنَهُ لَكُنْتُ اَعْلَمُ مَا فِىْ قَلْبِهِ قَالَ فَلاَ اَنْتَ قَبِلْتَ مَا تَكَلَّمَ بِهِ وَلاَ اَنْتَ تَعْلَمُ مَا فِىْ قَلْبِهِ قَالَ فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يَلْبَثْ اِلاَّ يَسِيْرًا حَتّٰى مَاتَ فَدَفَنَّاهُ فَاَصْبَحَ عَلَى ظَهْرِ الْاَرْضِ فَقَالُوْا لَعَلَّ عَدُوًّا نَبَشَهُ فَدَفَنَّاهُ ثُمَّ اَمَرْنَا غِلْمَانَنَا يَحْرُسُوْنَهُ فَاَصْبَحَ عَلَى ظَهْرِ الْاَرْضِ فَقُلْنَا لَعَلَّ الْغِلْمَانَ نَعَسُوْا فَدَفَنَّاهُ ثُمَّ حَرَسْنَاهُ بِاَنْفُسِنَا فَاَصْبَحَ عَلٰى ظَهْرِ الْاَرْضِ فَاَلْقَيْنَاهُ فِى بَعْضِ تِلْكَ الشِّعَابِ .

حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ حَفْصٍ الْاَيْلِىُّ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ السُّمَيْطِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَرِيَّةٍ فَحَمَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلٰى رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ وَزَادَ فِيْهِ فَنَبَذَتْهُ الْاَرْضُ فَاُخْبِرَ النَّبِىُّ ﷺ وَقَالَ اِنَّ الْاَرْضَ لَتَقْبَلُ مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ وَلَكِنَّ اللّٰهَ اَحَبَّ اَنْ يُرِيَكُمْ تَعْظِيْمَ حُرْمَةِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ .

৩৯৩০ সুওয়াইদ ইব্ন সাঈদ (র)...... ইমরান ইব্ন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাফি ইব্ন আযরাক (রা) এবং তাঁর সাথীরা (আমার নিকটে) এসে বললো: হে ইমরান! তুমি বরবাদ হয়ে গিয়েছো। তিনি বললেন: আমি ধ্বংস হইনি। তারা বললেন: হ্যাঁ, (তুমি বরবাদ হয়ে গিয়েছো)। তিনি বললেন, কিসে আমার, ধ্বংস ডেকে আনলো? তারা বললেন : মহান আল্লাহ বলেছেন :

قَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لاَ تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَيَكُوْنُ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ

“ফিত্‌না দূরীভুত না হওয়া এবং গোটা দীন আল্লাহর জন্য প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের (কাফিরদের) বিরুদ্ধে লড়াই করবে।” তিনি বললেন: আমরা তাদের বিরুদ্ধে এমনভাবে লড়াই করেছি যে, আমরা তাদের নির্বাসন করে দিয়েছি এবং গোটা দীন আল্লাহর জন্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যদি তোমরা চাও, তাহলে আমি তোমাদের কাছে একখানি হাদীস বর্ণনা করতে পারি, যা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ শুনেছি। আরা বললেন: তুমি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে তা শুনেছো? তিনি বললেন : হ্যাঁ। (ইমরান বললেন:) আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি মুসলমানদের একটি দলকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে অভিযানে পাঠালেন। মুসলমানরা তাদের মুখোমুখী হলো, তাদের সংগে কঠিন সংঘর্ষে লিপ্ত হলো। তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী মুশরিকরা পরাজয় বরণ করে তাদের গর্দান দিয়ে দিল অর্থাৎ পেছনে পালাতে লাগলো। আমরা বন্ধুদের একজন বর্শা দ্বারা এক মুশরিকের উপর হামলা করলেন। যখন তিনি তাকে পাঁকড়াও করলেন, তখন সে বলতে লাগলো: اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اِنِّىْ مُسْلِمٌ (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। নিশ্চয়ই আমি একজন মুসলিম)। তিনি তাকে ভর্ৎসনা করলেন এবং তাকে হত্যা করলেন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট সে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল। আমি তো ধ্বংস হয়ে গেছি। একথাটি তিনি একবার মতান্তরে দুইবার বললেন। অতঃপর সে ব্যক্তি তাঁর নিকট তা বর্ণনা করলে, যা সে করেছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে লক্ষ্য করে বললেন: তুমি তার পেট ছিড়ে দেখলে না কেন? তাহলে তো তার অন্তরের খবর জানতে পারতে? তিনি বললেন: হে আল্লাহর রাসূল। যদি আমি তার পেট ছিড়ে ফেলতাম, তাহলে কি তার অন্তরের বিষয় আমি জানতে পারতাম? তিনি বললেন: তা হলে তুমি তার উচ্চারিত স্বীকৃতি কেন কবুল করলে না? আর তুমি তো তার অন্তরের খবর জানতে না। ইমরান (রা) বললেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ চুপ থেকে কিছুক্ষণ নীরবতা অবলম্বন করলেন। অবশেষে লোকটি মারা গেল। আমরা তার দাফন করলাম। প্রত্যুষে উঠে দেখলাম তার লাশ কবরের বাইরে যমীনে পড়ে আছে। তারা ভাবলেন, সম্ভবত: কোন দুশমনের কান্ড যে কবর খুঁড়ে একে বের করে রেখেছেন। অতঃপর আমরা তাকে আবার দাফন করলাম। আর আমাদের যুবকদের নির্দেশ দিলাম যে, তারা যেন তার কবর পাহারা দেয়। পরদিন ভোরবেলা দেখতে পেলাম তার লাশ কবরের বাইরে যমীনে পড়ে আছে। আমরা ভাবলাম, সম্ভবত: প্রহরীরা তন্দ্রাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল (কোন শত্রু এসে তার লাশ বাইরে বের করে রেখেছে)। এরপর আমরা তাকে দাফন করলাম এবং নিজেরাই প্রহরার দায়িত্ব গ্রহণ করলাম। প্রত্যুষে দেখলাম, সে কবরের বাইরে যমীনে পড়ে আছে। অবশেষে আমরা তাকে কোন এক গিরিপথে রেখে দেই।

ইসমাঈল ইব্‌নে হাফ্‌স আঈলী (র)...... ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদিগকে এক সারিয়া হতে (ক্ষুদ্র অভিযাত্রীদলকে সারিয়াহ বলা হয়) পাঠালেন। সেখানে জনৈক মুসলমান ব্যক্তি এক মুশরিকের উপর হামলা করেছিল। অতঃপর তিনি উপরোক্ত হাদীস (কিস্‌সা) উল্লেখ করলেন। তিনি তার বর্ণনায় এতটুকু বাড়িয়ে বললেন: অতঃপর যমীন তাকে উৎক্ষিপ্ত করেছিল। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু ﷺ এ খবর দেওয়া হলে তিনি বললেন : যমীন তো তার চাইতে নিকৃষ্টতর ব্যক্তিকেও কবুল করে (এমনকি কাফির-মুশরিকদেরকেও)। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তোমাদের দেখতে চান যে, 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু'-এর মর্যাদা ও মাহাত্ম্য কত বেশী।

٢. بَابُ حُرْمَةِ دَمِ الْمُؤْمِنِ وَمَالِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ মু'মিনের জান-মালের মর্যাদা

٣٩٣١ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حِجَّةِ الْوَدَاعِ اَلاَ اِنَّ اَحْرَمَ الْاَيَّامِ يَوْمُكُمْ هٰذَا اَلاَ وَاِنَّ اَحْرَمَ الشُّهُوْرِ شَهْرُكُمْ هٰذَا اَلاَ وَاِنَّ اَحْرَمَ الْبَلَدِ بَلَدُكُمْ هٰذَا اَلاَ وَاِنَّ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِىْ شَهْرِكُمْ هٰذَا فِىْ بَلَدِكُمْ هٰذَا اَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَشْهَدْ .

৩৯৩১ হিশাম ইব্ন আম্মার (র)...... আবু সাঈদ খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজ্জের সময় বলেছেন: সাবধান! তোমাদের এই দিন সর্বাপেক্ষা সম্মানীত দিন, সাবধান! তোমাদের এই মাস সর্বাপেক্ষা সম্মানীত মাস, সাবধান! তোমাদের এই শহর সর্বাপেক্ষা সম্মানীত শহর! সাবধান! তোমাদের জীবন, তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের ইয্যত আবরু তোমাদের পরস্পরের কাছে এমন পবিত্র, যেমন এই দিন, এই মাস ও এই শহরে। জেনে রাখ। আমি কি (আল্লাহর পয়গাম) পৌঁছে দিয়েছি? সমবেত জনমণ্ডলী বললেন: হ্যাঁ। তিনি বললেন: ইয়া আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন।

٣٩٣٢ حَدَّثَنَا اَبُو الْقَاسِمِ بْنُ اَبِىْ ضَمْرَةَ نَصْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْحِمْصِىُّ ثَنَا اَبِىْ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ قَيْسٍ النَّصْرِىُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَطُوْفُ بِالْكَعْبَةِ وَيَقُوْلُ مَا اَطْيَبَكِ وَاَطْيَبَ رِيْحَكِ مَا اَعْظَمَكِ وَاَعْظَمَ حُرْمَتَكِ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَحُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ اَعْظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ حُرْمَةً مِنْكِ مَالِهِ وَدَمِهِ وَاَنْ نَظُنَّ بِهِ اِلاَّ خَيْرًا .

৩৯৩২ আবুল কাসিম ইব্ন আবু দামরাহ, নাসর ইব্নে মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মান হিম্সী (র) আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ সালামকে কা'বা গৃহ তাওয়াফ করতে দেখলাম। সে সময় তিনি বলছিলেন: কত উত্তম তোমার খুশবু (হে কা'বা)! কত উচ্চ মর্যাদা তোমার, (হে কা'বা)! কত বড় সম্মান তোমার ! সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! মু'মিনের জান ও মালের ইয্যত ও সম্মান আল্লাহ কাছে তোমার চাইতেও বেশী। আমরা মু'মিন ব্যক্তি সম্পর্কে ভাল ধারণাই পোষণ করি।

٣٩٣٣ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ وَيُوْنُسُ بْنُ يَحْيٰى جَمِيْعًا عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ مَوْلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ

كُرَيْزٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ .

৩৯৩৩ বাকর ইবনে আবদুল ওহ্হাব (রা)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক মুসলমানের জান, মাল ও মান সম্মান অপর মুসলমানের উপর হারাম।

٣٩٣٤ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِىُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ اَبِىْ هَانِئٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ الْجَنْبِيِّ اَنَّ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ الْمُؤْمِنُ مَنْ اَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى اَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذُّنُوْبَ .

৩৯৩৪ আহমাদ ইব্ন আমর ইব্ন সারহ মিস্‌রী (র)....... ফাযালাহ ইব্ন উবায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : মু'মিন সেই ব্যক্তি, যার হাতে লোকদের জান-মাল নিরাপদে থাকে এবং মুজাহির সেই ব্যক্তি, যে মন্দ কাজ ও গুনাহ থেকে বিরত থাকে।

١. بَابُ النَّهْىِ عَنِ النُّهْبَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ লুটপাটের নিষেধাজ্ঞা

٣٩٣٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالاَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُوْرَةً فَلَيْسَ مِنَّا .

৩৯৩৫ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার ও মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (রা)....... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে লুটতরাজ করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

٣٩٣٦ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَزْنِى الزَّانِىْ حِيْنَ يَزْنِىْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ اِلَيْهِ اَبْصَارَهُمْ حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ .

৩৯৩৬ ঈসা ইব্ন হাম্মাদ (র)....... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন. ব্যভচারী যখন ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তখন সে মু'মিন থাকে না, এবং চোর যখন চৌর্যবৃত্তিতে মশগুল হয়, তখন সে মু'মিন থাকে না। আর লুটতরাজকারী যখন লুটতরাজ করে এবং লোকেরা তার দিকে চোখ ফিরিয়ে তাকায়, তখন সে মু'মিন থাকে না।

٣٩٣٧ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثَنَا حُمَيْدٌ ثَنَا الْحَسَنُ عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ الْحُصَيْنِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا .

৩৯৩৭ হুমায়দ ইব্ন মাস'আদাহ্ (র).....ইমরান ইব্ন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি ডাকাতির ও লুটতরাজ করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

٣٩٣٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ ابْنِ الْحَكَمِ قَالَ اَصَبْنَا غَنَمًا لِلْعَدُوِّ فَانْتَهَبْنَاهَا فَنَصَبْنَا قُدُوْرَنَا فَمَرَّ النَّبِىُّ ﷺ بِالْقُدُوْرِ فَاَمَرَ بِهَا فَاُكْفِئَتْ ثُمَّ قَالَ اِنَّ النُّهْبَةَ لاَ تَحِلُّ .

৩৯৩৮ আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (রা)...... সা'লাবা ইব্ন হাকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা দুশমনের বক্রীর পাল পাঁকড়াও করেছিলাম এবং লুট করেছিলাম। অতঃপর আমরা সেগুলোর গোশ্ত ডেগচীতে করে রান্না করেছিলাম। নবী ﷺ ডেগচীর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তিনি ডেগচীগুলোকে উল্টে ফেলার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর বললেন: লুটতরাজ করা বৈধ নয়।

٤. بَابُ سِبَابِ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

অনুচ্ছেদ ঃ মুসলামানকে গালি দেওয়া ফাসেকী এবং তার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়া কুফ্রী

٣٩٣٩ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ .

৩৯৩৯ হিশাম ইব্ন আম্মার (রা)...... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসেকী, তার সাথে লড়াই করা কুফ্রী।

٣٩٤٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْاَسَدِىُّ ثَنَا اَبُوْ هِلاَلٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ .

৩৯৪০ আবু বাক্র ইব্ন আবু শায়বা (রা)...... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসেকী এবং তার সাথে লড়াই করা কুফ্রী।

٣٩٤١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ .

৩৯৪১ আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)....... থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসেকী এবং তার সাথে লড়াই করা কুফ্‌রী।

٥. بَابُ لاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

অনুচ্ছেদ ঃ আমার পরে তোমরা একে অপরের গর্দান কেটে কুফ্‌রীর দিকে ফিরে যেয়ো না

٣٩٤٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ اِسْتَنْصِتِ النَّاسَ فَقَالَ لاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ .

৩৯৪২ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজ্জে বলেন ঃ (ভ্রাতৃমণ্ডলী)। লোকদের শান্ত করো, (যাতে তারা আমার কথাগুলো পরিষ্কারভাবে শুনতে পায়)। অতঃপর তিনি বললেন, আমার পরে তোমরা একে অপরের গর্দান উড়িয়ে দিয়ে, কুফরীর দিকে ফিরে যেয়ো না।

٣٩٤٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ اَخْبَرَنِى عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَيْحَكُمْ اَوْ وَيْلَكُمْ لاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ .

৩৯৪৩ আবদুর রহমান ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)...... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের জন্য আফসোস! অথবা বলেছেন, তোমাদের দুর্ভাগ্য। তোমরা আমার পরে একে অপরের গর্দান কেটে কুফরীর দিকে ফিরে যেয়ো না।

٣٩٤٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا اَبِى وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالاَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ قَيْسٍ عَنِ الصُّنَابِحِ الْاَحْمَسِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ اِنِّى فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَاِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْاُمَمَ فَلاَ تَقْتَتِلُنَّ بَعْدِى .

৩৯৪৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমায়ের (র)....... সামাবিহ আহমাসী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সাবধান। আমি হাউসে কাউসারে তোমাদের আগেই উপস্থিত থাকবো।

আমি তোমাদের নিয়ে অন্যান্য উম্মাতদের উপর, আধিক্য প্রকাশ করবো। সুতরাং তোমরা আমার পরে পরস্পরে সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ো না।

٦. بَابُ الْمُسْلِمُوْنَ فِيْ ذِمَّةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

অনুচ্ছেদ ঃ মুসলমানরা মহান আল্লাহ্র জিম্মায় থাকে

٣٩٤٥ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ دِيْنَارٍ الْحِمْصِيُّ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الذَّهَبِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِيْ سَلَمَةَ الْمَاجِشُوْنُ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ ابْنِ اَبِيْ عَوْنٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ حَابِسٍ الْيَمَامِيِّ (الْيَمَانِيِّ) عَنْ اَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِيْ ذِمَّةِ اللّٰهِ فَلَا تُخْفِرُوا اللّٰهَ فِيْ عَهْدِهِ فَمَنْ قَتَلَهُ طَلَبَهُ اللّٰهُ حَتّٰى يَكُبَّهُ فِي النَّارِ عَلٰى وَجْهِهِ .

৩৯৪৫ আম্র ইব্ন উসমান ইব্ন সাঈদ ইব্ন কাসীর ইব্ন দীনারা হেমসী (র)...... আবূ বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ফজরের সালাত আদায় করলো, সে আল্লাহ্র জিম্মায় রইলো। সুতরাং আল্লাহ্র জিম্মাদারীকে নষ্ট করো না। অতঃপর যে ব্যক্তি তাকে কতল করবে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন তলব করবেন এবং এমনকি তাকে অধোমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

٣٩٤٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ثَنَا اَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ ابْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِيْ ذِمَّةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ-

৩৯৪৬ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (রা)....... সামুরাহ ইব্ন জুন্দুব (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি ফজরের সালাত আদায় করে, সে মহান আল্লাহ্র জিম্মায় থাকে।

٣٩٤٧ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ثَنَا اَبُو الْمُهَزِّمِ يَزِيْدُ بْنُ سُفْيَانَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُؤْمِنُ اَكْرَمُ عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ بَعْضِ مَلَائِكَتِهِ .

৩৯৪৭ হিশাম ইব্ন আম্মার (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মু'মিন মহান আল্লাহ্র নিকট কিছু সংখ্যক ফেরেশ্তার ছেয়েও অধিক মর্যাদাবান।

٧. بَابُ الْعَصَبِيَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ আপন গোত্রের পক্ষপাতিত্ব করা

٣٩٤٨ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ الصَّوَّافُ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ غَيْلاَنَ ابْنِ جَرِيْرٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ رِيَاحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَدْعُوْ اِلَى عَصَبِيَّةٍ اَوْ يَغْضَبُ لِعَصَبِيَّةٍ فَقِتْلَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ

৩৯৪৮ বিশ্‌র ইব্‌ন হিলাল সাওয়াফ (রা)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অন্ধ বিশ্বাসে পতাকাতলে সমবেত হয়ে লড়াই করে এবং লোকদের পক্ষপাতিত্বের দিকে আহ্বান জানায় কিংবা পক্ষপাতিত্বের জন্য গোস্বা করে, সে যেন জাহিলিয়্যাতের উপর মারা গেল।

٣٩٤٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيْعِ الْيُحْمِدِىُّ عَنْ عَبَّادِ ابْنِ كَثِيْرٍ الشَّامِيِّ عَنِ امْرَاَةٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهَا فَسِيْلَةُ قَالَتْ سَمِعْتُ اَبِىْ يَقُوْلُ سَاَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَمِنَ الْعَصَبِيَّةِ اَنْ يُّحِبَّ الرَّجُلُ قَوْمَهُ قَالَ لاَ وَلٰكِنْ مِنَ الْعَصَبِيَّةِ اَنْ يُعِيْنَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ .

৩৯৪৯ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...সিরীয় দেশীয় ফাসীলা নাম্নী এক মহিলা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপন গোত্রের সাথে ভালবাসা রাখা কি পক্ষপাতিত্ব? তিনি বললেন ঃ না, তবে আপন গোত্রকে অন্যের উপর অত্যাচারে সহায়তা করাই হচ্ছে পক্ষপাতিত্ব।

٨. بَابُ السَّوَادِ الْاَعْظَمِ

অনুচ্ছেদ ঃ বড় জামা'আত

٣٩٥٠ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا مَعَانُ ابْنُ رِفَاعَةَ السَّلاَمِىُّ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ خَلَفٍ الْاَعْمٰى قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اُمَّتِىْ لاَ تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلاَلَةٍ فَاِذَا رَاَيْتُمْ اِخْتِلاَفًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْاَعْظَمِ .

৩৯৫০ আব্বাস ইব্‌ন উসমান দিমাশ্‌কী (র)...আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি ঃ আমার উম্মাত গুমরাহীর উপরে একত্রিত হবে না। যখন তোমরা উম্মাতের মাঝে মতপার্থক্য দেখতে পাবে, তখন বড় জামা'আতের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে।

٩. بَابُ مَايَكُوْنُ مِنَ الْفِتَنِ

অনুচ্ছেদ ঃ সংঘটিতব্য ফিত্না

৩৯৫১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ رَجَاءٍ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا صَلاَةً فَاَطَالَ فِيْهَا فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْنَا (اَوْ قَالُوْا) يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَطَلْتَ الْيَوْمَ الصَّلاَةَ قَالَ اِنِّيْ صَلَّيْتُ صَلاَةَ رَغْبَةٍ وَرَهْبَةٍ سَاَلْتُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لِاُمَّتِيْ ثَلاَثًا فَاَعْطَانِيْ اثْنَتَيْنِ وَرَدَّ عَلَيَّ وَاحِدَةً سَاَلْتُهُ اَنْ لاَ يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَاَعْطَانِيْهَا وَسَاَلْتُهُ اَنْ لاَ يُهْلِكَهُمْ غَرَقًا فَاَعْطَانِيْهَا وَسَاَلْتُهُ اَنْ لاَ يَجْعَلَ بَاْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَرَدَّهَا عَلَيَّ .

৩৯৫১ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র ও আলী ইব্ন মুহাম্মদ (রা)....মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাত আদায় করলেন এবং এতে তিনি অধিক সময় লাগালেন। যখন তিনি সালাত শেষ করলেন, তখন আমরা বললাম, অথবা রাবী বলেন ঃ তারা বললেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আজ আপনি সালাত দীর্ঘায়িত করেছেন। তিনি বললেন ঃ আজ আমি রোগবত (আগ্রহ) রাহ্বত (ভয়ের) এর সালাত আদায় করেছি। আমি মহামহিমান্বিত আল্লাহর কাছে আমার উম্মাতের জন্য তিনটি জিনিস চাইছিলাম। তিনি আমাকে দুইটি মঞ্জুর করলেন। অপরটি মঞ্জুর করলেন না। আমি আল্লাহ্র কাছে চাইছিলাম যে, আমার উম্মাতের উপরে তাদের শত্রুপক্ষ যেন কোন প্রকার আধিপত্য বিস্তার না করে। তিনি তা কবূল করলেন। আমি প্রার্থনা জানিয়ে ছিলাম আমার গোটা উম্মাত যেন পানিতে ডুবে মারা না যায়। তিনি এটাও মঞ্জুর করলেন। আমি আল্লাহ্র কাছে চাইছিলাম যে, আমার উম্মাত যেন পরস্পরে সংঘর্ষে জড়িয়ে না পড়ে। তিনি এটা আমাকে ফেরৎ দিলেন অর্থাৎ কবুল করলেন না।

৩৯৫২ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُوْرٍ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ بَشِيْرٍ عَنْ قَتَادَةَ اَنَّهُ حَدَّثَهُمْ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ الْجَرْمِيِّ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَبِيْ اَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ زُوِيَتْ لِيَ الْاَرْضُ حَتّٰى رَاَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَاُعْطِيْتُ الْكَنْزَيْنِ الْاَصْفَرَ (اَوِ الْاَحْمَرَ) وَالْاَبْيَضَ يَعْنِي الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَقِيْلَ لِيْ اِنَّ مُلْكَكَ اِلَى حَيْثُ زُوِيَ لَكَ وَاِنِّيْ سَاَلْتُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ ثَلاَثًا اَنْ لاَ يُسَلِّطَ عَلَى اُمَّتِيْ جُوْعًا فَيُهْلِكَهُمْ بِهِ عَامَّةً وَاَنْ لاَ يَلْبِسَهُمْ شِيَعًا وَيُذِيْقَ بَعْضَهُمْ بَاْسَ بَعْضٍ وَاِنَّهُ قِيْلَ لِيْ اِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَلاَ مَرَدَّ

لَهُ وَاِنِّى لَنْ اُسَلِّطَ عَلى اُمَّتِكَ جُوْعًا فَيُهْلِكَهُمْ فِيْهِ وَلَنْ اَجْمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بَيْنَ اَقْطَارِهَا حَتّٰى يُفْنِى بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَيَقْتُلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَاِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِى اُمَّتِى فَلَنْ يُرْفَعَ عَنْهُمْ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاِنَّ مِمَّا اَتَخَوَّفُ عَلَى اُمَّتِى اَئِمَّةً مُضِلِّيْنَ وَسَتَعْبُدُ قَبَائِلُ مِنْ اُمَّتِى الْاَوْثَانَ وَسَتَلْحَقُ قَبَائِلُ مِنْ اُمَّتِى بِالْمُشْرِكِيْنَ وَاِنَّ بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ دَجَّالِيْنَ كَذَّابِيْنَ قَرِيْبًا مِنْ ثَلَاثِيْنَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ اَنَّهُ نَبِىٌّ وَلَنْ تَزَالَ طَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِى عَلَى الْحَقِّ مَنْصُوْرِيْنَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتّٰى يَاْتِىَ اَمْرُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ اَبُوْ الْحَسَنِ لَمَّا فَرَغَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ مِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ مَا اَهْوَلَهُ .

৩৯৫২। হিশাম ইব্ন আম্মার (রা)....রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আযাদকৃত গোলাম সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমার জন্য যমীন (ভূপৃষ্ঠ) কে সংকোচন করা হলো, এমন কি আমি তার পূর্ব-পশ্চিম গোলার্ধের সবকিছু দেখলাম। আমাকে দু'টো কোষাগার (ধন-রত্ন ভান্ডার) দেওয়া হয়েছে-হলুদ (অথবা রাবীর সন্দেহ লাল) এবং সাদা (অর্থাৎ স্বর্ণমুদ্রা এবং রৌপ্যমুদ্রা) আমাকে বলা হলো যে, আপনার রাজত্ব সেই সীমারেখা পর্যন্ত বিস্তৃত হবে, যতদূর পর্যন্ত আপনার জন্য ভূ-পৃষ্ঠকে সংকোচন করে দেখানো হয়েছে। অতঃপর আমি মহান আল্লাহ সকাশে তিনবার আরয করলাম, যেন আমার উম্মাতকে ব্যাপকভাবে দুর্ভিক্ষের দ্বারা ধ্বংস করা না হয় এবং তাদেরকে দল-উপদলে বিভক্ত না করার জন্য আবেদন জানালাম, সর্বোপরি তাদের একে অপরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারটিও নিবেদন করলাম। কিন্তু আমাকে বলা হলো যে, আমি যখন কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, তা প্রত্যাখ্যাত হয় না। তবে আমি আপনার উম্মাতকে ক্ষুধা-পীড়িত করে ধ্বংস করবো না, তাদের বিরুদ্ধে সারাবিশ্বের বিরোধী শক্তিকে একত্র করবো না। তবে তারা পরস্পরে সংঘর্ষে মশগুল হয়ে যাবে এবং একে অপরকে হত্যা করবে। আর যখন আমার উম্মাতেরা অস্ত্রধারণ করবে, তখন কিয়ামত পর্যন্ত সে তলোয়ার থামবে না। আমি আমার উম্মাতের উপরে সর্বাপেক্ষা অধিক আশংকা করছি পথভ্রষ্ট নেতৃবৃন্দ থেকে। অদূর ভবিষ্যতে আমার উম্মাতের কোন কোন শ্রেণী প্রতীমা পূজায় লিপ্ত হবে। অচিরেই আমাদের কতিপয় লোক মুশরিকদের সাথে আঁতাত করবে এবং কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে ত্রিশজনের মত মিথ্যাবাদী দাজ্জালের অভ্যুদয় ঘটবে। তারা প্রত্যেকেই নিজকে নবী বলে দাবি করবে। আমার উম্মাতের মধ্যে একটা দল, সর্বক্ষণ সত্যের উপর বিজয়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। মহান আল্লাহ্র চূড়ান্ত মীমাংসা (অর্থাৎ কিয়ামত সংঘটিত) হওয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধবাদীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

আবুল হাসান (র) বলেন, অতঃপর আবূ আবদুল্লাহ (র) এই হাদীস বর্ণনা শেষে বললেন ঃ **কতই না** ভয়াবহ এই হাদীস।

৩৯৫৩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ اُمِّ سَلَمَةَ عَنْ حَبِيْبَةَ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ اَنَّهَا قَالَتْ اسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ نَوْمِهِ وَهُوَ مُحْمَرٌّ وَجْهُهُ وَهُوَ يَقُوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ وَعَقَدَ بِيَدَيْهِ عَشَرَةً قَالَتْ زَيْنَبُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنُهْلَكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُوْنَ قَالَ اِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ .

৩৯৫৩ আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়রা (র)....যায়নাব বিনতে জাহাশ (রা) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুম থেকে জাগলেন, তখন তাঁর চেহারা মুবারক ছিল রক্তিমাভ। তিনি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই), আরবের ধ্বংস অনিবার্য, ঐ মন্দের কারণে, যা নিকটবর্তী হয়েছে। (যুলকারনাইন) নির্মিত প্রাচীর ভেঙ্গে ইয়াজূজও মাজূজ বের হয়ে পড়েছে। এ সময় তিনি তাঁর হাতের আঙ্গুল দিয়ে একটি বৃত্ত সৃষ্টি করলেন।

যায়নাব (রা) বললেন ঃ আমি বললাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা কি ধ্বংস হয়ে যাবো অথচ আমাদের মাঝে সৎলোক রয়েছেন? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, যখন মন্দ কাজের আধিক্য ছড়িয়ে পড়বে।

৩৯৫৪ حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعِيْدِ الرَّمْلِيُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ اَبِى السَّائِبِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الْقَاسِمِ اَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَتَكُوْنُ فِتَنٌ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيْهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا اِلاَّ مَنْ اَحْيَاهُ اللّٰهُ بِالْعِلْمِ .

৩৯৫৪ রাশিদ ইব্‌ন সাঈদ রাম্‌লী (র)....... আবূ উমামাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ অদূর ভবিষ্যতে এমন ফিত্‌না ছড়িয়ে পড়বে যে, সকালে মানুষ মু'মিন থাকবে এবং সন্ধ্যায় কাফির হয়ে যাবে। তবে আল্লাহ যাকে ইলমের বদৌলতে জীবিত রাখবেন।

৩৯৫৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَاَبِى عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ اَيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيْثَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْفِتْنَةِ قَالَ حُذَيْفَةُ فَقُلْتُ اَنَا قَالَ اِنَّكَ لَجَرِئٌ قَالَ كَيْفَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِى اَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ وَالْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ فَقَالَ عُمَرُ لَيْسَ هٰذَا اُرِيْدُ اِنَّمَا اُرِيْدُ الَّتِى

تَمُوْجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ فَقَالَ مَا لَكَ وَلَهَا يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا قَالَ فَيُكْسَرُ الْبَابُ اَوْ يُفْتَحُ قَالَ لاَ بَلْ يُكْسَرُ قَالَ ذَاكَ اَجْدَرُ اَنْ لاَ يُغْلَقَ قُلْنَا لِحُذَيْفَةَ اَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مَنِ الْبَابُ قَالَ نَعَمْ كَمَا يَعْلَمُ اَنَّ دُوْنَ غَدٍ اللَّيْلَةَ اِنِّيْ حَدَّثْتُهُ حَدِيْثًا لَيْسَ بِالْاَغَالِيْطِ فَهِبْنَا اَنْ يَسْاَلَهُ مَنِ الْبَابُ فَقُلْنَا لِمَسْرُوْقٍ سَلْهُ فَسَاَلَهُ فَقَالَ عُمَرُ .

৩৯৫৫ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র)...হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। আমরা উমার (রা)-এর নিকট বসাছিলাম। তখন তিনি বললেন ঃ তোমাদের কার স্মরণ আছে ফিত্না সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস ও রাবী হুযায়ফা (রা) বললেন, আমার জানা আছে। উমার (রা) বললেন ঃ তুমি তো বেশ বাহাদুর। তিনি বললেন ঃ তা হলে সে হাদীস কি ধরনের ছিল? তিনি বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি ঃ মানুষ ফিত্নায় পতিত হবে তার স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি এবং পাড়া প্রতিবেশী দ্বারা। তবে এ সবের কাফ্ফারা হচ্ছে--সালাত, সিয়াম, সাদাকাহ্ সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ। অতঃপর উমার (রা) বললেন ঃ আমি এ ফিত্না সম্পর্কে জানতে চাইনি। বরং আমি তো সেই ফিত্না সম্পর্কে জানতে চেয়েছি, যা সমুদ্রের তরঙ্গমালার ন্যায় উদ্বেলিত হবে। হুযায়ফা (রা) বললেন এই ফিত্না দ্বারা আপনি কি বুঝাতে চান, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি ও সেই ফিত্নার মাঝখানে তো একটা বন্ধ দরজা আছে। উমার (রা) বললেন, সে দরজাটি কি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে, না উম্মুক্ত করে দেওয়া হবে? হুযায়ফা (রা) বললেন ঃ না, বরং তা ভেঙ্গে দেওয়া হবে। তিনি (উমার রা) বললেন, অতঃপর তা বন্ধ করার মত যোগ্য পাত্র থাকবে না। (রাবী শাকীক বলেন ঃ) আমরা হুযায়ফা (রা)-এর (রা)-এর কাছে জানতে চাইলাম উমার (রা) কি এই দরজা সম্পর্কে জানতেন ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ (তিনি তা এমনভাবে জানতেন) যেমনিভাবে আগামী কালকের দিন গত হওয়ার পর রাত আসবে বলে জানেন। আমি তাকে একখানি হাদীস বর্ণনা করেছি যা ধোঁকা ও প্রতারণামূলক ছিল না। অতঃপর আমরা এই মনে করে হুযায়ফা (রা) কে ভয় পাচ্ছিলাম যে, সে দরজাটি কে যার কারণে ফিতনা বন্ধ ছিল? আমরা মাসরুক (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি তাকে জিজ্ঞেস করে দেখ। তিনি হুযায়ফা (রা) বললেন, সে দরজাটি ছিল স্বয়ং উমার (রা)।

٣٩٥٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْمُحَارِبِيُّ وَوَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ انْتَهَيْتُ اِلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُوْنَ عَلَيْهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ اِذْ نَزَلَ مَنْزِلاً فَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُ خِبَاءَهُ وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِيْ جَشَرِهِ اِذْ نَادٰى مُنَادِيْهِ الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ فَاجْتَمَعْنَا فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَخَطَبَنَا فَقَالَ اِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِيْ اِلاَّ كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ اَنْ يَدُلَّ اُمَّتَهُ عَلٰى مَا يَعْلَمُهُ خَيْرًا لَهُمْ وَيُنْذِرَهُمْ مَا

يَعْلَمُهُ شَرًّا لَهُمْ وَاِنَّ اُمَّتَكُمْ هٰذِهِ جُعِلَتْ عَافِيَتُهَا فِىْ اَوَّلِهَا وَاِنَّ اٰخِرَهُمْ يُصِيْبُهُمْ بَلَاءٌ وَاُمُوْرٌ تُنْكِرُوْنَهَا ثُمَّ تَجِيْءُ فِتَنٌ يُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَقُوْلُ الْمُؤْمِنُ هٰذِهٖ مُهْلِكَتِىْ ثُمَّ تَنْكَشِفُ ثُمَّ تَجِيْءُ فِتْنَةٌ فَيَقُوْلُ الْمُؤْمِنُ هٰذِهٖ مُهْلِكَتِىْ ثُمَّ تَنْكَشِفُ فَمَنْ سَرَّهُ اَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ فَلْتُدْرِكْهُ مَوْتَتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلْيَأْتِ اِلَى النَّاسِ الَّذِىْ يُحِبُّ اَنْ يَّأْتُوْا اِلَيْهِ وَمَنْ بَايَعَ اِمَامًا فَاَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَمِيْنِهٖ وَثَمَرَةَ قَلْبِهٖ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَاِنْ جَاءَ اٰخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوْا عُنُقَ الْاٰخَرِ قَالَ فَاَدْخَلْتُ رَاْسِىْ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ فَقُلْتُ اَنْشُدُكَ اللّٰهَ اَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَاَشَارَ بِيَدِهٖ اِلٰى اُذُنَيْهِ فَقَالَ سَمِعَتْهُ اُذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِىْ .

৩৯৫৬ আবূ কুরায়ব (র)....আবদুর রাহমান ইব্‌ন আবদু রাব্বুল কা'বাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আ'স (রা)-এর নিকট গেলাম। এ সময় তিনি কা'বা ঘরের ছায়ায় উপবিষ্ট ছিলেন এবং তার চতুর্দিকে লোকজন সমবেত ছিল। অতঃপর আমি তাকে বলতে শুনলাম যে, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে সফরে ছিলাম। তিনি এক জায়গায় অবতরণ করলেন। আমাদের কতক তাবু স্থাপন করছিলেন এবং কতক তীর নিক্ষেপের প্রশিক্ষণ রপ্ত করেছিলেন। ইত্যবসরে তাঁর মুযায্‌যিন সালাতের জন্য আহ্বান জানালেন ঃ সালাতের জন্য একত্রিত হও। তখন আমরা সবাই সমবেত হলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ালেন এবং আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন তিনি বললেন ঃ আমার পূর্বে এমন কোন নবী অতিবাহিত হননি, যিনি তার উম্মাতের জন্য কল্যাণকর কথা বাতলে দেননি এবং সে সব বিষয় থেকে ভয় দেখাননি যা তাদের জন্য মন্দ ও অকল্যাণকর মনে করছেন। আর তোমাদের এই উম্মাতের প্রথম অংশে রয়েছে নিরাপত্তা এবং পরবর্তী অংশে বালা মুসীবত আসতে থাকবে। অতঃপর এমন কার্যকলাপ শুরু হবে যাকে তোমরা মন্দ জ্ঞান কর। তারপর এমনভাবে ফিত্‌না আসতে থাকবে যে, একটা অপরটার চাইতে হাল্‌কা (লঘু) বলে মনে হবে অর্থাৎ প্রথমটার চাইতে পরবর্তীটা আরও ভয়াবহ হবে। মু'মিন ব্যক্তি বলতে থাকবে হায়, আফসোসে এই বিপর্যয়ে আমার ধ্বংস অনিবার্য। অতঃপর সে বিপর্যয় স্থগিত থাকবে এবং আরেকটি বিপর্যয় এসে খাড়া হবে। তখন মু'মিন ব্যক্তি বলবে, হায়, এরমধ্যে আমার ধ্বংস অনিবার্য। অতঃপর এই বিপর্যয়ও দূরীভূত হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি ভাল মনে করে যে, সে জাহান্নাম থেকে নাজাত পাবে এবং জান্নাতে দাখিল হবে, সে যেন কোশেশ করে যে, মৃত্যুকালে আল্লাহর প্রতি, কিয়ামত দিবসের প্রতি তার যেন ঈমান থাকে এবং লোকদের সাথে তদ্রূপ আচরণ করে, যেমনটি সে নিজের জন্য পসন্দ করে। যে ব্যক্তি কোন ইমামের হাতে বায়'আত গ্রহণ করে এবং অন্তরে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিজের বায়'আতের হাত দিয়ে দিবে, সে যেন যথাসাধ্য তার আনুগত্য করে। পরবর্তীতে দ্বিতীয় ইমামের আবির্ভাব হলে এবং সে তার (পূর্ববতী ইমামের) সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে এবং নিজের বায়'আত গ্রহণের কথা বলে, তাহলে পরবর্তী আগন্তুক ইমামের গর্দনা উড়িয়ে দাও।

রাবী আবদুর রাহমান (রা) বলেন ঃ আমি (একথ শুনে) লোকদের ভিড় থেকে আমার মাথা বের করলাম এবং আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা)-কে বললাম, আমি আপনাকে আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট হতে এই কথা শুনেছেন ? তিনি তার হাত দিয়ে কানের দিকে ইশারা করে বললেন ঃ আমার দুই কান তাঁর নিকট থেকে শুনেছে এবং আমার কালব তা সংরক্ষণ করেছে।

١٠. بَابُ التَّثَبُّتِ فِي الْفِتْنَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ফিতনার যুগে ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা

٣٩٥٧ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ حَدَّثَنِى اَبِىْ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَيْفَ بِكُمْ وَبِزَمَانٍ يُوْشِكُ اَنْ يَاْتِىَ يُغَرْبَلُ النَّاسُ فِيْهِ غَرْبَلَةً وَتَبْقَى حُثَالَةٌ مِنَ النَّاسِ قَدْ مَرِجَتْ عُهُوْدُهُمْ وَاَمَانَاتُهُمْ فَاخْتَلَفُوْا وَكَانُوْا هٰكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ قَالُوْا كَيْفَ بِنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِذَا كَانَ ذٰلِكَ قَالَ تَاْخُذُوْنَ بِمَا تَعْرِفُوْنَ وَتَدَعُوْنَ مَا تُنْكِرُوْنَ وَتُقْبِلُوْنَ عَلَى خَاصَّتِكُمْ وَتَذَرُوْنَ اَمْرَ عَوَامِّكُمْ .

৩৯৫৭ হিশাম ইব্ন আম্মার ও মুহাম্মদ ইব্ন সাব্বাহ (র)....আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের অবস্থা তখন কোন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াবে, যখন লোকেরা আটার ভূষি নিঃসরণের মত হবে এবং প্রেতাত্মার মত লোকগুলো থেকে যাবে। তাদের অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি ও আমানত দূরীভূত হয়ে যাবে। অতঃপর তারা মতপার্থক্যে নিঃপতিত হবে। তিনি এই বলে অঙ্গুলী মুষ্টিবদ্ধ করলেন। (অর্থাৎ মু'মিন ও কাফিরের মধ্যে কোন তফাৎ থাকবে)। সাহাবা কিরাম (রা) বললেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! যখন অবস্থা এরূপ হবে, তখন আমরা কি করবো? তিনি বললেন ঃ যে সব জিনিষকে তোমরা ভাল মনে করবে তা ইখ্তিয়ার করবে এবং যা কিছু মন্দ জ্ঞান করবে তা পরিহার করবে। নিজেদের ব্যাপারে চিন্তা ফিকির করবে, সাধারণের ভাবধারা বর্জন করবে।

٣٩٥٨ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَبِىْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنِ الْمُشَعَّثِ ابْنِ طَرِيْفٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ اَنْتَ يَا اَبَا ذَرٍّ وَمَوْتًا يُصِيْبُ النَّاسَ حَتّٰى يُقَوَّمَ الْبَيْتُ بِالْوَصِيْفِ يَعْنِى الْقَبْرَ قُلْتُ مَا خَارَ اللّٰهُ لِىْ وَرَسُوْلُهُ اَوْ قَالَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ تَصَبَّرْ قَالَ كَيْفَ اَنْتَ وَجُوْعًا يُصِيْبُ النَّاسَ حَتّٰى تَاْتِىَ مَسْجِدَكَ فَلاَ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تَرْجِعَ اِلَى فِرَاشِكَ وَلاَ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ فِرَاشِكَ اِلَى مَسْجِدِكَ قَالَ قُلْتُ اللّٰهُ

وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ اَوْ مَا خَارَ اللّٰهُ لِىْ وَرَسُوْلُهُ قَالَ عَلَيْكَ بِالْعِفَّةِ ثُمَّ قَالَ كَيْفَ اَنْتَ وَقَتْلاً يُصِيْبُ النَّاسَ حَتّٰى تُغْرَقَ حِجَارَةُ الزَّيْتِ بِالدَّمِ قُلْتُ مَا خَارَ اللّٰهُ لِىْ وَرَسُوْلُهُ قَالَ الْحَقْ بِمَنْ اَنْتَ مِنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلاَ اٰخُذُ بِسَيْفِىْ فَاَضْرِبَ بِهِ مَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ قَالَ شَارَكْتَ الْقَوْمَ اِذًا وَلٰكِنِ ادْخُلْ بَيْتَكَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاِنْ دُخِلَ بَيْتِىْ قَالَ اِنْ خَشِيْتَ اَنْ يَبْهَرَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ فَاَلْقِ طَرَفَ رِدَائِكَ عَلٰى وَجْهِكَ فَيَبُوْءَ بِاِثْمِهِ وَاِثْمِكَ فَيَكُوْنَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ .

৩৯৫৮ আহমাদ ইব্‌ন আবাদা (রা)...আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ হে আবূ যার! তখন তোমার কি অবস্থা হবে, যখন লোকদের উপর মৃত্যু পতিত হবে, এমনকি একটা কবরের মূল্য হবে এক গোলামের মূল্য বরাবর। আমি বললাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমার জন্য যা পসন্দ করেন (অথবা বলেন ঃ আল্লাহ ও তদীয় রাসূল ﷺ সম্যক জ্ঞাত)। তিনি বললেন ঃ সবর করবে। অতঃপর তিনি বললেন ঃ তখন তোমার কি হাল হবে, যখন লোকেরা দুর্ভিক্ষ তাড়িত হবে? ক্ষুধার তাড়না এত প্রকট রূপ ধারণ করবে যে, তুমি তোমার মসজিদে (সালাত আদায়ের জন্য) আসবে এবং সালাত শেষে নিজের বিছানায় ফিরে আসার শক্তি হারিয়ে ফেলবে। এবং তুমি তোমার বিছানা থেকে উঠে মসজিদে যাওয়ার শক্তিও রাখবে না। তিনি বলেন ঃ আমি বললাম ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সম্যক জ্ঞাত আছেন। (অথবা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল আমার জন্য যা ভাল মনে করেন।) তিনি বললেন ঃ তখন তুমি হারাম থেকে বেঁচে থাকা নিজের জন্য অপরিহার্য করে নিবে (যদিও ভুখা, নাংগা থাকতে হয়)। অতঃপর তিনি বললেন ঃ যখন গণহত্যা চলবে, এমনকি মদীনা মুনাওয়ারা রক্তে রঞ্জিত হবে, তখন তোমার কি হাল হবে? حجارة الزيت দ্বারা واقعة حرة বুঝানো হয়েছে)। আমি বললাম ঃ যা কিছু আল্লাহ ও তাঁর রাসূল পসন্দ করবেন। তিনি বললেন ঃ তুমি যাদের সাথে আছ তারাই সত্য, মিলেমিশে থাকা। আবূ যার (রা) বললেন ঃ আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল। যারা এরূপ করবে, আমি কি তলোয়ার দ্বারা তাদের হত্যা করবো না? তিনি বললেন ঃ তুমি যদি এরূপ কর, তাহলে বিপর্যয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, বরং আপন ঘরে প্রবেশ করবে। আমি বললাম ঃ যদি তারা আমার ঘরে ঢুকে পড়ে, (তখন কি করবো)? তিনি বললেন ঃ যদি তোমার তরবারীর ধারালো জ্যোতির ভয় হয়, তাহলে আপন চাদর মুড়ি দিয়ে ঘরে বসে থাকবে (এবং নিহত হয়ে যাবে)। সে হবে হত্যাকারী। সে তারও তোমার গোনাহের ভার বহন করবে এবং জাহান্নামী হয়ে যাবে।

৩৯৫৯ **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ ثَنَا اَسِيْدُ بْنُ الْمُتَشَمِّسِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُوْسٰى حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ لَهَرْجًا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْهَرْجُ قَالَ الْقَتْلُ فَقَالَ بَعْضُ

الْمُسْلِمِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نَقْتُلُ الْاٰنَ فِى الْعَامِ الْوَاحِدِ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ بِقَتْلِ الْمُشْرِكِيْنَ وَلٰكِنْ يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضٍ حَتّٰى يَقْتُلَ الرَّجُلُ جَارَهُ وَابْنَ عَمِّهِ وَذَا قَرَابَتِهِ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَعَنَا عُقُوْلُنَا ذٰلِكَ الْيَوْمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ؛ لاَ تُنْزَعُ عُقُوْلُ اَكْثَرِ ذٰلِكَ الزَّمَانِ وَيَخْلُفُ لَهُ هَبَاءٌ مِنَ النَّاسِ لاَ عُقُوْلَ لَهُمْ ثُمَّ قَالَ الْاَشْعَرِيِّ وَاَيْمُ اللّٰهِ اِنِّىْ لاَظُنُّهَا مُدْرِكَتِى وَاِيَّاكُمْ وَاَيْمُ اللّٰهِ مَا لِىْ وَلَكُمْ مِنْهَا مَخْرَجٌ اِنْ اَدْرَكَتْنَا فِيْمَا عَهِدَ اِلَيْنَا نَبِيُّنَا ﷺ اِلاَّ اَنْ تَخْرُجَ كَمَا دَخَلْنَا فِيْهَا .

৩৯৫৯ মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র).....আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদিগকে বললেন, কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে হারাজ ছড়িয়ে পড়বে। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহ রাসূল! 'হারাজ' কি জিনিস? তিনি বললেন ঃ হারাজ মানে কতল হত্যা, খুন-খারাবী। অতঃপর কতক মুসলমান বললেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা তো এখনও এক বছরে এত এত জন মুশরিক মেরে ফেলেছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ এটা তো মুশরিকদের হত্যা করা নয়; বরং তোমরা নিজেরা একে অপরকে হত্যা করবে; এমনকি এক ব্যক্তি তার প্রতিবেশী চাচাতো ভাই এবং নিকট আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা করবে। তখন কাওমের কতিপয় লোক জিজ্ঞাসা করলো ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সে সময় কি আমাদের বিবেক বুদ্ধি লোপ পেয়ে যাবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ না, সেকালের অধিকাংশ লোক হবে জ্ঞান পাপী ও বিবেক শূন্য। আর অবশিষ্ট থাকবে নির্বোধ ও মূর্খ ব্যক্তিরা, যাদের বিবেক বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা বলতে কিছুই থাকবে না। অতঃপর আবূ মূসা আশ'আরী (রা) বললেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ! আমি ভেবেছিলাম সম্ভবত এই যুগ তোমাদের ও আমাকে স্পর্শ করবে। আমি আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, যদি এই যুগ তোমাদের ও আমাকে পেয়ে বসে, তাহলে না তুমি এর থেকে বাঁচতে পারবে, আর না আমি রক্ষা পাবো। যেমন আমাদের নবী ﷺ আমাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, তোমরা সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না যে যেভাবে তথায় প্রবেশ করেছিলে। (অর্থাৎ যুদ্ধে অংশগ্রহণের পূর্বে যেমন তোমরা বে-গোনাহ ছিলে এবং অংশ গ্রহণের পরে গোনাহগার হয়ে গেলে)।

٣٩٦٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسٰى ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُبَيْدٍ مُؤَذِّنُ مَسْجِدِ جُرْدَانَ قَالَ حَدَّثَتْنِىْ عُدَيْسَةُ بِنْتُ اُهْبَانَ قَالَتْ لَمَّا جَاءَ عَلِىُّ بْنُ اَبِى طَالِبٍ هٰهُنَا الْبَصْرَةَ دَخَلَ عَلٰى اَبِىْ فَقَالَ يَا اَبَا مُسْلِمٍ اَلاَ تُعِيْنُنِىْ عَلٰى هٰؤُلاَءِ الْقَوْمِ قَالَ بَلٰى قَالَ فَدَعَا جَارِيَةً لَهُ فَقَالَ يَا جَارِيَةُ اَخْرِجِىْ سَيْفِىْ قَالَ فَاَخْرَجَتْهُ فَسَلَّ مِنْهُ قَدْرَ شِبْرٍ فَاِذَا هُوَ خَشَبٌ فَقَالَ اِنَّ خَلِيْلِىْ وَابْنَ عَمِّكَ ﷺ عَهِدَ اِلَىَّ اِذَا

كَانَتِ الْفِتْنَةُ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَاتَّخِذْ سَيْفًا مِنْ خَشَبٍ فَإِنْ شِئْتَ خَرَجْتُ مَعَكَ قَالَ لاَ حَاجَةَ لِيْ فِيْكَ وَلاَ فِيْ سَيْفِكَ .

৩৯৬০ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (রা)...... উদারসা বিনতে উহ্বান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আলী ইব্ন আবী তালিব (রা) বস্রায় আসেন, তখন তিনি আমার পিতার কাছে চলে আসেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ হে আবূ মুসলিম! তুমি কি এই কাওমের (সিরিয়াবাসীদের) বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করবে না? আবূ মুসলিম বললেন ঃ কেন করবো না, নিশ্চয়ই করবো। অতঃপর তিনি তাঁর এক দাসীকে ডাকলেন এবং বললেন ঃ হে দাসী! আমার তরবারীটা দাও। আবূ মুসলিম বলেন, আমি খাপের মধ্য থেকে সেটা এক বিঘৎ বরাবর বের করলাম। দেখতে পেলাম যে, সেটা একটা কাষ্ঠখণ্ড মাত্র। আবূ মুসলিম বললেন ঃ আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ও তোমার চাচাতো ভাই, রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ যখন মুসলমানদের মাঝে বিপর্যয়ের ঘনঘটা নেমে আসবে, তখন একটা কাঠের তলোয়ার বানিয়ে নিবে। এখন আপনি যদি চান তাহলে আমি সেই কাঠের তলোয়ারটি নিয়ে আপনার সাথে বের হতে পারি। তিনি (আলী (রা) বললেন ঃ তোমার এবং তোমার তলোয়ারের কোন প্রয়োজন আমার নেই।

٣٩٦١ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى اللَّيْثِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جُحَادَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَرْوَانَ عَنْ هُذَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيْلَ عَنْ أَبِيْ مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيْهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِيْ كَافِرًا وَيُمْسِيْ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا الْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِيْ وَالْمَاشِيْ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِيْ فَكَسِّرُوْا قِسِيَّكُمْ وَقَطِّعُوْا أَوْتَارَكُمْ وَاضْرِبُوْا بِسُيُوْفِكُمُ الْحِجَارَةَ فَإِنْ دُخِلَ عَلٰى أَحَدِكُمْ فَلْيَكُنْ كَخَيْرِ ابْنَيْ آدَمَ .

৩৯৬১ ইমরান ইব্ন মূসা লায়সী (র)....আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে এমন ফিতনার সৃষ্টি হবে, যেমন ঘোর অন্ধকার রজনী। সকাল বেলা এক ব্যক্তি মু'মিন থাকবে সন্ধ্যেবেলা কাফির এবং সন্ধ্যেবেলা মু'মিন সকালবেলা কাফির। এই বিপর্যয়ের দিনে উপবেশনকারী দন্ডায়মান ব্যক্তির চাইতে উত্তম। দন্ডায়মান ব্যক্তি চলমান ব্যক্তির চাইতে উত্তম। পদব্রজে চলাচলকারী দ্রুত ধাবমান ব্যক্তির চাইতে উত্তম। সেই বিপর্যয়ের দিনে তীর-ধনুক ভেঙ্গে ফেলবে এবং কামানের রজ্জু কেটে ফেলবে। আর নিজেদের তরবারিগুলো পাথরের উপর আঘাত করে ভোতা করে ফেলবে। যদি তোমাদের কারোর নিকট কেউ এসে পড়ে, তাহলে সে যেন আদম (আ)-এর দুইপুত্র হাবীল ও কাবীলের মধ্যে যে ভাল ছিল, সে যা করেছিল তাই করে।

٣٩٦٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ اَوْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ شَكَّ اَبُوْ بَكْرٍ عَنْ اَبِى بُرْدَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى مُحَمَّدِ ابْنِ مَسْلَمَةَ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّهَا سَتَكُوْنُ فِتْنَةُ وَفُرْقَةٌ وَاخْتِلاَفُ فَاِذَا كَانَ كَذٰلِكَ فَأْتِ بِسَيْفِكَ اُحُدًا فَاضْرِبْهُ حَتّٰى يَنْقَطِعَ ثُمَّ اجْلِسْ فِى بَيْتِكَ حَتّٰى تَأْتِيَكَ يَدُ خَاطِئَةٌ اَوْ مَنِيَّةٌ قَاضِيَةٌ فَقَدْ وَقَعَتْ وَفَعَلْتُ مَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

৩৯৬২ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)....আবূ বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত। বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাসলামাহ (রা)-এর কাছে গেলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ অচিরেই একটি ফিতনা-বিচ্ছিন্নতা ও মতভেদ ছড়িয়ে পড়বে। তখন নিজেদের তরবারীসহ উহুদ পর্বতে আরোহন করবে এবং তার উপরে আঘাত করবে, যাতে তা ভেঙ্গে যায়। অতঃপর নিজের ঘরে বসে থাকবে, যতক্ষণ না কোন বিদ্রোহী কিংবা অনিষ্টকারী তোমাকে হত্যা করে কিংবা স্বাভাবিক পন্থায় তোমার মৃত্যু এসে যায়।

(মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাসলামাহ (রা) বলেন), এই ফিতনা তো এসে গেছে এবং আমি তাই করেছি, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলে গিয়েছেন।

١١. بَابُ اِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفِهِمَا

অনুচ্ছেদ ঃ যখন দুইজন মুসলমান পরস্পরে অস্ত্রধারণ করবে

٣٩٦٣ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا مُبَارَكُ بْنُ سُحَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ الْتَقَيَا بِسَيْفِهِمَا اِلاَّ كَانَ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِى النَّارِ .

৩৯৬৩ সুওয়াইদ ইব্‌ন সাঈদ (র)......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন দুইজন মুসলমান একে অপরের বিরুদ্ধে তলোয়ার নিয়ে লড়াই করবে, তখন হত্যাকারীও নিহত ব্যক্তি উভয়েই জাহান্নামী হবে।

٣٩٦٤ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ وَسَعِيْدِ ابْنِ اَبِى عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِى مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِى النَّارِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُوْلِ قَالَ اِنَّهُ اَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ .

৩৯৬৪ আহমাদ ইব্‌ন সিনান (র)....... আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যখন দুইজন মুসলমান তলোয়ার নিয়ে পরস্পরে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবে, তখন হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়ই জাহান্নামী হবে। তারা বললেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এই তো হত্যাকারী, যে জাহান্নামে যাবে, কিন্তু নিহত ব্যক্তির অবস্থা কি? তিনি বললেন, সেও তো তার সাথীকে কতল করার ইচ্ছা করেছিল।

٣٩٦٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ اَبِى بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا الْمُسْلِمَانِ حَمَلَ اَحَدُهُمَا عَلَى اَخِيْهِ السِّلاَحَ فَهُمَا عَلٰى جُرُفِ جَهَنَّمَ فَاِذَا قَتَلَ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ دَخَلاَهَا جَمِيْعًا .

৩৯৬৫ মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... আবূ বাক্‌রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুইজন মুসলমানের একজন তার ভাই এর বিরুদ্ধে অস্ত্র উত্তোলন করলে, তারা উভয়ই জাহান্নামের কিনারায় উপনীত হবে। অতঃপর তাদের একজন তার সাথীকে কতল করলে, তারা একত্রে জাহান্নামে দাখিল হবে।

٣٩٦٦ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَكَمِ السَّدُوْسِيِّ ثَنَا شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ عَنْ اَبِى اُمَامَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدٌ اَذْهَبَ اٰخِرَتَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ .

৩৯৬৬ সুওয়াইদ ইব্‌ন সাঈদ (র)....আবূ উমামাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিনে আল্লাহ্‌র কাছে সেই ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট বলে সাব্যস্ত হবে, যে তার আখিরাত অপরের দুনিয়ার জন্য নষ্ট করেছে।

١٢. بَابُ كَفِّ اللِّسَانِ فِى الْفِتْنَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ফিতনার দিনে রসনা সংযত রাখা

٣٩٦٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاؤُسٍ عَنْ زِيَادٍ سَيْمِيْنَ كُوْشَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَكُوْنُ فِتْنَةٌ تَسْتَنْظِفُ الْعَرَبَ قَتْلاَهَا فِى النَّارِ اللِّسَانُ فِيْهَا اَشَدُّ مِنْ وَقْعِ السَّيْفِ .

৩৯৬৭ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মু'আবিয়্যাহ জুমাহী (র).... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ এমন একটা ফিত্‌না অনিবার্য যা সমগ্র আরবকে পরিবেষ্টন করবে। এই

ফিতনায় যারা মারা যাবে, তারা হবে জাহান্নামী। সে সময় মুখে কথা বলা, তলোয়ার দ্বারা আঘাত করার চাইতেও কঠিনতর হবে।

٣٩٦٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِيَّاكُمْ وَالْفِتَنَ فَاِنَّ اللِّسَانَ فِيْهَا مِثْلُ وَقْعِ السَّيْفِ .

৩৯৬৮ মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)....... আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা ফিতনা থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা তাতে রসনা তলোয়ারের আঘাতের সমতূল্য।

٣٩٦٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ اَبِيْهِ عَلْقَمَةَ بِنْتِ وَقَّاصٍ قَالَ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ لَهُ شَرَفٌ فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ اِنَّ لَكَ رَحِمًا وَاِنَّ لَكَ حَقًّا وَاِنِّيْ رَاَيْتُكَ تَدْخُلُ عَلَى هٰؤُلاَءِ الْاُمَرَاءِ وَتَتَكَلَّمُ عِنْدَهُمْ بِمَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ تَتَكَلَّمَ بِهِ وَاِنِّيْ سَمِعْتُ بِلاَلَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ صَاحِبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللّٰهِ مَا يُظَنُّ اَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكْتُبُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سُخْطِ اللّٰهِ مَا يَظُنُّ اَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكْتُبُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ بِهَا سُخْطَهُ اِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ قَالَ عَلْقَمَةُ فَانْظُرْ وَيْحَكَ مَا ذَا تَقُوْلُ وَمَاذَا تَكَلَّمُ بِهِ فَرُبَّ كَلاَمٍ قَدْ مَنَعَنِيْ اَنْ اَتَكَلَّمَ بِهِ مَا سَمِعْتُ مِنْ بِلاَلِ بْنِ الْحَارِثِ .

৩৯৬৯ আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)....... আলকামাহ্ ইব্ন ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার নিকট দিয়ে একজন শরীফ লোক যাচ্ছিলেন। আলকামাহ্ (রা) তাঁকে বললেন : তোমার সাথে আমার আত্মীতার সম্পর্ক আছে এবং অন্যবিধ অধিকারও আছে। আমি দেখতে পাচ্ছি যে, তুমি সে সব আমীর লোকদের কাছে যাতায়াত করছো এবং তাদের সাথে সে সব কথাবর্তা বলে বেড়াও, যা আল্লাহ তা'য়ালা চান। আর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবী বিলাল ইব্ন হারিস মুযানী (রা) কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যদি এমন কথা বলে, যাতে আল্লাহর রিযামন্দী আছে, অথচ সে জানে না এর পরিণতি কি হবে এবং কতটা (বিনিময়) হবে, তখন আল্লাহ তা'আলা এই কথার বদৌলতে কিয়ামত পর্যন্ত তার রিযামন্দী লিখে দেন। পক্ষান্তরে, তোমাদের কেউ যদি তার মুখ থেকে এমন

কথা বের করে, যাতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি রয়েছে এবং তার জানানেই যে, এই কথার পরিণতি কতদূর গড়াবে মহান আল্লাহ তার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত অসন্তুষ্টি লিপি বদ্ধ করেন। আলকামাহ্ (রা) বলেন, এবারে ভেবে দেখুন, আপনি কি বলছেন এবং সব কথা মুখ থেকে বের করছেন ? আর আমি অনেক কথা বলতে ইচ্ছা করি, কিন্তু বিলাল ইব্ন হারিস মুযানী (রা) এর এই হাদীস আমাকে তা থেকে বিরত রেখেছে।

٣٩٧٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ يُوْسُفَ الصَّيْدَلاَنِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ الرَّقِّيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سُخْطِ اللّٰهِ لاَ يَرَى بِهَا بَأْسًا فَيَهْوِىْ بِهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا .

৩৯৭০ আবূ ইউসুফ সায়দালানী, মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ রাক্কী (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মানুষ আল্লাহর অসন্তুষ্টসূচক একটি কথা বলে ফেলে এবং তাতে খারাপ কিছু মনে করে না, অথচ এই কথাটি সত্তর বছর পর্যন্ত সে জাহান্নামের গর্তে পড়তে থাকবে।

٣٩٧١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِىْ حَصِيْنٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَسْكُتْ .

৩৯৭১ আবূ বকর (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ও পরকালে বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে অথবা নীরবতা অবলম্বন করে।

٣٩٧٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِىُّ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْعَامِرِىِّ اَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ الثَّقَفِىَّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ حَدِّثْنِىْ بِاَمْرٍ اَعْتَصِمُ بِهِ قَالَ قُلْ رَبِّىَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقِمْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَكْثَرُ مَا تَخَافُ عَلَىَّ فَاَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِلِسَانِ نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ هٰذَا .

৩৯৭২ আবূ মারওয়ান মুহাম্মাদ ইব্ন উস্মান উসমানী (র)...... সুফইয়ান ইব্ন আবদুল্লাহ সাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল ! আমাকে এমন একটি বিষয় বাতলে দিন, যাকে আমি দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে রাখতে পারি। তিনি বললেন : তুমি বল , আল্লাহ আমার রব এবং এর উপরে তুমি প্রতিষ্ঠিত থকো। আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! আমার উপরে কোন জিনিসকে আপনি বেশী ভয় করেন ? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নিজের জিহ্বা ধরলেন এবং বললেন ঃ এইটার।

৩৯৭৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِى عُمَرَ الْعَدَنِىُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ اَبِى النُّجُوْدِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَاَصْبَحْتُ يَوْمًا قَرِيْبًا مِنْهُ وَنَحْنُ نَسِيْرُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنِىْ بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِى الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِىْ مِنَ النَّارِ قَالَ لَقَدْ سَاَلْتَ عَظِيْمًا وَاِنَّهُ لَيَسِيْرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ تَعْبُدُ اللّٰهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِى الزَّكٰوةَ وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ اَلاَ اَدُلُّكَ عَلٰى اَبْوَابِ الْخَيْرِ الصَّوْمُ جُنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيْئَةَ كَمَا يُطْفِئُ النَّارَ الْمَاءُ وَصَلاَةُ الرَّجُلِ فِىْ جَوْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ قَرَاَ «تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ» حَتّٰى بَلَغَ «جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ» ثُمَّ قَالَ اَلاَ اُخْبِرُكَ بِرَاْسِ الْاَمْرِ وَعَمُوْدِهِ وَذُرْوَةِ سَنَامِهِ الْجِهَادُ ثُمَّ قَالَ اَلاَ اُخْبِرُكَ بِمِلاَكِ ذٰلِكَ كُلِّهِ قُلْتُ بَلٰى فَاَخَذَ بِلِسَانِهِ فَقَالَ تَكُفُّ عَلَيْكَ هٰذَا قُلْتُ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ وَاِنَّ لَمُؤَاخَذُوْنَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ قَالَ ثَكِلَتْكَ اُمُّكَ يَا مُعَاذُ هَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ فِى النَّارِ اِلاَّ حَصَائِدُ اَلْسِنَتِهِمْ .

৩৯৭৩ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ উমার আদানী (র) ...... মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা কোন এক সফরে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সংগে ছিলাম। একদিন আমি অতি ভোরে তাঁর নিকটে লোম এবং এ সময় আমরা পথ চলছিলাম। তখন আমি বললাম : হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন, যা আমাকে জান্নাতে দাখিল করবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে। তিনি বললেন : তুমি বড় কঠিন প্রশ্ন করলে। এই বিষয়টি তার জন্যই সহজ, যাকে আল্লাহ সহজ লভ্য করে দেন। তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে অন্য কিছুর শরীক করবে না, সালাত আদায় করবে, যাকাত দিবে, রামাযান মাসের সিয়াম পালন করবে এবং বায়তুল্লাহর হাজ্জ করবে। অতঃপর তিনি বললেন : আমি তোমাকে কল্যাণের পথসমূহ বলে দিব কি ? (তাহলো :) সিয়াম ঢাল স্বরূপ, সাদাকাহ (দান খয়রাত) পাপরাশি মোচন করে দেয়, যেমন পানি আগুন নিভিয়ে ফেলে এবং রাতের মধ্যবর্তী সময়ে মানুষের সালাত অর্থাৎ তাহাজ্জুদ। অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ. فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُخْفِىَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

"তারা শয্যাত্যাগ করে তাদের রবকে ডাকে আশাও আকাঙ্ক্ষায় এবং আমি তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দান করেছি, তা থেকে তারা খরচ করে। কেউই জানে না তাদের জন্য নয়ন প্রীতিকরকী লুক্কায়িত রাখা হয়েছে, তাদের কতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ।" (৩২ ঃ ১৬-১৭)

অতঃপর তিনি বললেন : আমি কি তোমাকে দীনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সার সংক্ষেপ ও শীর্ষস্থানীয় কাজটি বলে দিব ? (তা হচ্ছে) : জিহাদ। তারপর তিনি বললেন : এই সব কাজের ভিত্তি যার উপর রচিত, সেটা কি আমি তোমাকে বলে দিব না ? আমি বললাম, জ্বি হাঁ, (হে আল্লার নবী! আমাদের মুখের কথাবার্তা সম্পর্কে কি আমাদের পাকড়াও করা হবে ? তিনি বললেন : হে মু'আয! তোমার মা তোমার জন্য কাঁদুক! (এটা একটা প্রবাদ যা মনোযোগ আকর্ষণের জন্য বলা হয়) মানুষ তো তার অসংযত কথাবার্তার কারণে অধোমুখে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

৩৯৭٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ خُنَيْسٍ الْمَكِّيُّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ ابْنَ حَسَّانَ الْمَخْزُوْمِيَّ قَالَ حَدَّثَتْنِي أُمُّ صَالِحٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَلاَمُ ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ لاَ لَهُ اِلاَّ الْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَذِكْرُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ .

৩৯৭৪ মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)....... নবী (স) এর সহধর্মীনি উম্মু হাবীবাহ্ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : সৎকাজের আদেশ, অসৎকজের নিষেধ এবং মহান আল্লাহর যিকির ব্যতিরেকে মানুষের প্রতিটি কথা তার জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে, কোন কোন কথায় তার ফায়দা হবে না।

٣٩٧٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا خَالِيْ يَعْلَى عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ قِيْلَ لاِبْنِ عُمَرَ اِنَّا نَدْخُلُ عَلٰى أُمَرَائِنَا فَنَقُوْلُ الْقَوْلَ فَاِذَا خَرَجْنَا قُلْنَا غَيْرَهُ قَالَ كُنَّا نَعُدُّ ذٰلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ النِّفَاقَ .

৩৯৭৫ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)...... আবূ শা'সা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌ন উমার (রা) কে প্রশ্ন করা হলো যে, আমরা আমাদের শাসকদের কাছে যাতায়াত করি এবং তাদের সাথে কথাবার্তা বলি, (তাদের সন্তুষ্ট করার জন্যে); কিন্তু যখন সেখান থেকে বের হই, তখন উল্টো কথা বলি। (তোমাদের মন্দ দিকগুলো আলোচনা করি। এর পরিণতি কি হতে পারে ?) তিনি বললেন : আমরা তো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যামানায় এরূপ আচরণকে নিফাক মনে করতাম।

٣٩٧٦ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُوْرٍ ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنْ قُرَّةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَيْوَئِيْلَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ حُسْنِ اِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيْهِ .

৩৯৭৬ হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মানুষের জন্য ইসলামের সৌন্দর্য হচ্ছে তার অনর্থক বাক্যালাপ পরিহার করা।

١٣. بَابُ الْعُزْلَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ নির্জনতা অবলম্বন

٣٩٧٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِى حَازِمٍ اَخْبَرَنِى اَبِى عَنْ بَعْجَةَ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَدْرٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ خَيْرُ مَعَايِشِ النَّاسِ لَهُمْ رَجُلٌ مُمْسِكٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَطِيْرُ عَلَى مَتْنِهِ كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً اَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَيْهِ اِلَيْهَا يَبْتَغِى الْمَوْتَ اَوِ الْقَتْلَ مَظَانَّهُ وَرَجُلٌ فِى غُنَيْمَةٍ فِى رَأْسِ شَعَفَةٍ مِنْ هٰذِهِ الشِّعَافِ اَوْ بَطْنِ وَادٍ مِنْ هٰذِهِ الْاَوْدِيَةِ يُقِيْمُ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتِى الزَّكَاةَ وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتّٰى يَأْتِيَهُ الْيَقِيْنُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ اِلاَّ فِى خَيْرٍ

৩৯৭৭ মুহাম্মাদ ইব্ন সাব্বাহ (রা)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : সেই ব্যক্তির জীবন ও জীবিকা উত্তম, যে তার ঘোড়ার লাগাম আল্লাহর রাস্তায় মযবূত করে আঁকড়ে ধরে এবং তার পিঠে আরোহণ করে দৌড়ায় যখন দুশমনের হুংকার শুনে অথবা মুকাবিলা করার সময় উপস্থিত হয়, তখন সেদিকে ধাবিত হয়। সর্বোপরি মৃত্যু অথবা হত্যা (শাহাদাতের) স্থান তালাশ করে। সেই ব্যক্তির জীবন ও জীবিকা ও উত্তম, যে, তার কতক ছাগল বক্‌রী নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করে, কিংবা এই উপত্যাকাসমূহের যে কোন একটি উপত্যাকায় বক্‌রী চরায়, সালাত আদায় করে, যাকাত প্রদান করে এবং মৃত্যু আসা পর্যন্ত তার রবের ইবাদত করতে থাকে, সে কেবল মানুষের জন্য কল্যাণ কামনা করা।

٣٩٧٨ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا يَحْيٰى بْنُ حَمْزَةَ ثَنَا الزُّبَيْدِىُّ حَدَّثَنِى الزُّهْرِىُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِىِّ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اَىُّ النَّاسِ اَفْضَلُ قَالَ رَجُلٌ مُجَاهِدٌ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ امْرُؤٌ فِى شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ .

৩৯৭৮ হিশাম ইব্ন আম্মার (র)..... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললো : উত্তম ব্যক্তিকে ? তিনি বললেন : জান-মাল নিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদকারী। সে বললো : তাপর কে ? তিনি বললেন : তারপর সে ব্যক্তি যে কোন উপত্যাকায় বসে আল্লাহর ইবাদত করে এবং মানুষকে নিজের মন্দ থেকে রক্ষা করে।

٣٩٧٩ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنِى بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنِى اَبُوْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِىُّ اَنَّهُ سَمِعَ

حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَكُوْنُ دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوْهُ فِيْهَا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صِفْهُمْ لَنَا قَالَ هُمْ قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا يَتَكَلَّمُوْنَ بِأَلْسِنَتِنَا قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِيْ إِنْ أَدْرَكَنِيْ ذٰلِكَ قَالَ فَالْزَمْ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِمَامَهُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتّٰى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ كَذٰلِكَ.

৩৯৭৯ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)...... হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জাহান্নামের দরজাসমূহে অনেক ঘোষক থাকবে, যারা তাদের ঘোষণায় সাড়া দিবে, তার ওদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এ সব লোকদের সম্পর্কে আমাদের অবহিত করুন। তিনি বললেন : সে সব লোক আমাদের মধ্য থেকেই হবে এবং আমাদের ভাষায় কথাবার্তা বলবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি আমাকে কি নির্দেশ দিবেন, যদি তারা আমাকে পায়। তিনি বললেন : তুমি মুসলমানদের জামা'আতকে অপরিহার্য করে নিবে এবং তাদের ইমামকেও। যদি জামা'আতও ইমাম কোনটাই না থাকে, যদিও তুমি বিজন বনে ক্ষুধার তাড়নায় বৃক্ষের মূল খেয়ে থাক, আজীবন সেই অবস্থানেই থাকবে।

٣٩٨٠ حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْشِكُ أَنْ يَكُوْنَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِيْنِهِ مِنَ الْفِتَنِ.

৩৯৮০ আবূ কুরায়ব (র)......আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অচিরেই মুসলমানদের সর্বাপেক্ষা উত্তম ধনৈশ্বর্য হবে কতক বক্‌রী। তারা ফিতনা ফাসাদ থেকে তাদের দীন ও জীবন বাঁচানো খাতিরে সেগুলো নিয়ে পাহাড়ের পাদদেশে কিংবা বৃষ্টিপাত বর্ষিত চারণ ভূমিতে পলায়ণ করবে।

٣٩٨١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ الْمُقَدَّمِيُّ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ ثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ الْخَزَّازُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ قُرْطٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَكُوْنُ فِتَنٌ عَلَى أَبْوَابِهَا دُعَاةٌ إِلَى النَّارِ فَأَنْ تَمُوْتَ وَأَنْتَ عَاضٌّ عَلَى جِذْلِ شَجَرَةٍ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَتْبَعَ أَحَدًا مِنْهُمْ.

৩৯৮১ মুহাম্মাদ ইব্‌ন উমার ইব্‌ন আলী মুকাদ্দাসী (র).... হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অচিরেই এমন কতক ফিত্‌নার আবির্ভাব হবে, যার দরজার উপর

জাহান্নামের দিকে আহবানকারী থাকবে। এহেন অবস্থায় তুমি যদি কোন বৃক্ষের মূল চর্বন করতে করতে মৃত্যুবরণ করবে, তাহলে তা তোমার জন্য সে আহ্বানকারীদের ডাকে সাড়া দেওয়া থেকে শ্রেয়।

٣٩٨٢ **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ الْمِصْرِيُّ ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ .

৩৯৮২ মুহাম্মদ ইব্‌ন হারিস মিস্‌রী (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ঈমানদার ব্যক্তি একই সাপের গর্ত থেকে দুইবার দংশিত হয় না।

٣٩٨٣ **حَدَّثَنَا** عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ .

৩৯৮৩ উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বাহ (রা)....... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :মুমিন বান্দা একই গর্তের থেকে দুইবার দংশিত হয় না।

١٤. بَابُ الْوُقُوْفِ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ

অনুচ্ছেদ ঃ সন্দেহের ক্ষেত্রে বিরত থাকা

٣٩٨٤ **حَدَّثَنَا** عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِي زَائِدَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَاَهْوَى بِاِصْبَعَيْهِ اِلَى اُذُنَيْهِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَاَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِيْ حَوْلَ الْحِمَى يُوْشِكُ اَنْ يَرْتَعَ فِيْهِ اَلاَ وَاِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى اَلاَ وَاِنَّ حِمَى اللّٰهِ مَحَارِمُهُ اَلاَ وَاِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ .

৩৯৮৪ আম্‌র ইব্‌ন রাফি' (র)...... শা'বী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা) কে মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি। সে সময় তিনি তার দুই আংগুল দ্বারা উভয় কানের দিকে ইশারা করে বলছেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি : হালাল সুস্পষ্ট, হারাম ও সুস্পষ্ট। এই দুই

এর মধ্যবর্তী কতিপয় বিষয় আছে যা সন্দেহযুক্ত। অধিকাংশ লোক এই গুলো সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান রাখে না। সুতরাং যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বস্তুরাজি থেকে বিরত থাকলে, সে যেন তার দীন ও ইয্যত আবরুকে পবিত্র রাখলো। আর যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত কাজ করলো সে হারামের মধ্যে পতিত হলো। যেমন রাখাল সরকারী সংরক্ষিত চারণভূমির আশে-পাশে তার পশুগুলো চরানো সময়, সেগুলো তাতে ঢুকে পড়ার আশংকা থাকে। জেনে রাখ! প্রত্যেক বাদশাহের একটি সংরক্ষিত চারণভূমি আছে। এও জেনে রাখ যে, আল্লাহর চারণভূমির পরিসীমা হচ্ছে হারাম জিনিসগুলো। সাবধান!শরীরে এক খন্ড মাংসপিন্ড রয়েছে। যখন সেটা ঠিক হয়ে যায়, তখন সারা শরীর ঠিক হয়ে যায়। আর যখন তা নষ্ট হয়, তখন সারা শরীর নষ্ট হয়ে যা। জেনে রাখ! তা হচ্ছে কাল্ব (দিল)।

٣٩٨٥ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ ابْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْعِبَادَةُ فِى الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ اِلَىَّ .

৩৯৮৫ হুমায়দ ইব্ন মাস'আদাহ (র)... মা'কিল ইব্ন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ফিতনার সময়ের ইবাদত আমার নিকট হিজরত সমতূল্য।

١٥. بَابُ بَدْأُ الاِسْلاَمُ غَرِيْبًا

অনুচ্ছেদ ঃ ইসলামের সূচনা অল্প সংখ্যক লোকের দ্বারা

٣٩٨٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَيَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالُوْا ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِىُّ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَدَاَ الْاِسْلاَمُ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ غَرِيْبًا فَطُوْبَى لِلْغُرَبَاءِ .

৩৯৮৬ আবদুর রাহমান ইব্ন ইবরাহীম, ইয়াকূব ইব্ন হুমায়দ ইব্ন কাসিব ও সুওয়াইদ ইব্ন সাঈদ (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অল্প সংখ্যক লোকের দ্বারাই ইসরামের সূচনা হয়েছে। অচিরেই তা অল্প সংখ্যকের মাঝে ফিরে যাবে। সুতরাং এ অল্প সংখ্যকদের জন্যই শুভ সংবাদ।

٣٩٨٧ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَنْبَانَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْاِسْلاَمَ بَدَاَ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ غَرِيْبًا فَطُوْبَى لِلْغُرَبَاءِ .

৩৯৮৭ হারমালাহ্ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)....... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নিশ্চয় ইসলামের অভ্যুদয় ঘটেছে অল্প সংখ্যক লোকের দ্বারা এবং অচিরেই তা অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যে ফিরে যাবে। আর এ অল্প সংখ্যকদের জন্যই শুভ সংবাদ।

٣٩٨٨ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِي الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْاِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ غَرِيْبًا فَطُوْبَى لِلْغُرَبَاءِ قَالَ قِيْلَ وَمَنِ الْغُرَبَاءُ قَالَ النُّزَّاعُ مِنَ الْقَبَائِلِ .

৩৯৮৮ সুফইয়ান ইব্‌ন ওয়াকী' (র)..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয় ইসলামের সূচনা হয়েছে অল্প সংখ্যক লোকের দ্বারা। অচিরেই তা ফিরে যাবে অল্প সংখ্য লোকের মাঝে। আর এ অল্প সংখ্যকদের জন্যই সুসংবাদ।

রাবী বলেন, প্রশ্ন করা হলো : এ অল্প সংখ্যাক কারা ? তিনি বললেন : যাদেরকে তাদের গোত্র থেকে বহিস্কার করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রবাসী মুসাফির ও মুহাজির সম্প্রদায়।

١٦. بَابُ مَنْ تُرْجَى لَهُ السَّلَامَةُ مِنَ الْفِتَنِ

অনুচ্ছেদ ঃ যার জন্য ফিতনা থেকে নিরাপদে থাকা কামনা করা হয়

٣٩٨٩ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عِيْسَى ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّهُ خَرَجَ يَوْمًا اِلَى مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَوَجَدَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَاعِدًا عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ يَبْكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيْكَ قَالَ يُبْكِيْنِيْ شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ يَسِيْرَ الرِّيَاءِ شِرْكٌ وَاِنَّ مَنْ عَادَى لِلّٰهِ وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَ اللّٰهَ بِالْمُحَارَبَةِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْاَبْرَارَ الْاَتْقِيَاءَ الْاَخْفِيَاءَ الَّذِيْنَ اِذَا غَابُوْا لَمْ يُفْتَقَدُوْا وَاِنْ حَضَرُوْا لَمْ يُدْعَوْا وَلَمْ يُعْرَفُوْا قُلُوْبُهُمْ مَصَابِيْحُ الْهُدَى يَخْرُجُوْنَ مِنْ كُلِّ غَبْرَاءَ مُظْلِمَةٍ .

৩৯৮৯ হারমালাহ্ ইব্‌ন ইয়াহইয়া (র).... উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, একবার তিনি মসজিদে নববীতে যান। সেখানে তিনি নবী ﷺ -এর রওযা মুবারকের পার্শ্বে মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) কে কান্নারত অবস্থায় বসা দেখতে পান। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন : কোন জিনিস তোমাকে কাঁদাচ্ছে? তিনি বললেন : আমাকে এমন এক জিনিস কাঁদাচ্ছে যা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি : সামান্যতম রিয়াও শিরক। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর কোন ওলীর সাথে দুশমনী করে

সে যেন আল্লাহর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন নেক্‌কার, পরহেযগার এবং গোপন বান্দাদের, যারা অদৃশ্য হয়ে গেলে কেউ তাদের তালাশ করে না। যদি তারা কোথাও উপস্থিত হয়ে, তাহলে তাদের ডাকা হয় না এবং তাদের পরিচয়ও নেওয়া হয় না। তাদের অন্তকরণগুলো হিদায়েতের আলোক বর্তিকা সদৃশ্য। তারা সব ধরনের কদর্য ফিতনা থেকে মুক্তি পাবে।

৩৯৯০. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ ثَنَا زَيْدُ ابْنُ اَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّاسُ كَابِلٍ مِائَةٍ لاَ تَكَادُ تَجِدُ فِيْهَا رَاحِلَةً .

৩৯৯০ হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র)...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মানুষের উপমা একশত উটের মত, যার মধ্যে তুমি সাওয়ারীর যোগ্য একটিও পাবে না।

١٧. بَابُ اِفْتِرَاقِ الْأُمَمِ

অনুচ্ছেদ ঃ উম্মাতের বিভিন্ন দলে বিভক্ত হওয়া

৩৯৯১ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَفَرَّقَتِ الْيَهُوْدُ عَلَى اِحْدٰى وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً وَتَفْتَرِقُ اُمَّتِيْ عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً .

৩৯৯১ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইয়াহুদী জাতি একাত্তরটি দলে বিভক্ত হয়েছিল। আর আমার উম্মাত তেহত্তরটি দলে বিভক্ত হবে।

৩৯৯২ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ دِيْنَارٍ الْحِمْصِيُّ ثَنَا عَبَّادُ بْنُ يُوْسُفَ ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ افْتَرَقَتِ الْيَهُوْدُ عَلَى اِحْدٰى وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً فَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَسَبْعُوْنَ فِي النَّارِ وَافْتَرَقَتِ النَّصَارٰى عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً فَاِحْدٰى وَسَبْعُوْنَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتَفْتَرِقَنَّ اُمَّتِيْ عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَثِنْتَانِ وَسَبْعُوْنَ فِي النَّارِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ هُمْ قَالَ الْجَمَاعَةُ .

৩৯৯২ আমর ইব্ন উসমান ইব্ন সাঈদ ইব্ন কাসীর ইব্ন দীনার হিম্সী (র)... আউফ ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইয়াহুদী জাতি একাত্তরটি দলে বিভক্ত হয়েছিল তন্মধ্যে একাত্তরটি দল জাহান্নামী এবং একটি দল জান্নাতী আর খ্রিস্টান জাতি বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল তাদের মধ্যে একাত্তর দল জাহান্নামী এবং একটি দল মাত্র জান্নাতী। সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, অবশ্যই আমার উম্মত তেহাত্তরটি দলে বিভক্ত হবে। তন্মধ্যে একটি দল হবে জান্নাতী এবং বাহাত্তরটি হবে জাহান্নামী। আরয করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ দলটি জান্নাতী ? তিনি বললেন : জামা'আত (অর্থাৎ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত।)

٣٩٩٣ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا اَبُوْ عَمْرٍو ثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ افْتَرَقَتْ عَلٰى اِحْدٰى وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً وَاِنَّ اُمَّتِىْ سَتَفْتَرِقُ عَلٰى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِى النَّارِ اِلاَّ وَاحِدَةً وَهِىَ الْجَمَاعَةُ .

৩৯৯৩ হিসাব ইব্ন আম্মার (র)......... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বানু ইসরাঈল একাত্তরটি দলে বিভক্ত হয়েছিল। আর আমার উম্মাত বাহাত্তরটি দলে বিভক্ত হবে। সবাই হবে জাহান্নামী। তবে একটি দল ব্যতীত, সেটি হচ্ছে জামা'আত।

٣٩٩٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَتَتَّبِعُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بَاعًا بِبَاعٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ وَشِبْرًا حَتّٰى لَوْ دَخَلُوْا فِىْ جُحْرِ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمْ فِيْهِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى قَالَ فَمَنْ اِذًا .

৩৯৯৪ আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (রা)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের তরীকা অনুকরণ করবে হাত বহাত এবং বিঘৎ, অবশেষে তা গুঁই সাপের গর্তে ঢুকে পড়লো, তোমরাও তাতে ঢুকে পড়বে। তারা জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! পূর্ববর্তীদের বুঝাতে কি ইয়াহুদী ও নাসারাদের বুঝাবে ? তিনি বললেন : তবে আর কারা ?

১৮. بَابُ فِتْنَةِ الْمَالِ

অনুচ্ছেদ ঃ ধন-সম্পদের ফিতনা

٣٩٩٥ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِىُّ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ يَقُوْلُ قَامَ رَسُوْلُ

اللّٰه ﷺ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ لاَ وَاللّٰه مَا اَخْشَى عَلَيْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ اِلاَّ مَا يُخْرِجُ اللّٰهُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰه اَيَاْتِى الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ قُلْتُ وَهَلْ يَاْتِى الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ اِنَّ الْخَيْرَ لاَ يَاْتِى اِلاَّ بِخَيْرٍ اَوْ خَيْرٌ هُوَ اِنَّ كُلَّ مَا يُنْبِتُ الرَّبِيْعُ يَقْتُلُ حَبَطًا اَوْ يُلِمُّ اِلاَّ اٰكِلَةَ الْخَضِرِ اَكَلَتْ حَتّٰى اِذَا اِمْتَلاَتْ (اِمْتَدَّتْ) خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ فَثَلَطَتْ وَبَالَتْ ثُمَّ اجْتَرَّتْ فَعَادَتْ فَاَكَلَتْ فَمَنْ يَاْخُذْ مَالاً بِحَقِّهِ يُبَارَكُ لَهُ وَمَنْ يَاْخُذْ مَالاً بِغَيْرِ حَقِّهِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الَّذِى يَاْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ .

৩৯৯৫ ঈসা ইব্ন হাম্মাদ মিস্‌রী (রা)...... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে লোকদের সামনে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি বললেন : আল্লাহর শপথ! হে লোক সকল! আমি তোমাদের উপর কোন কিছুর আশংকা করি না, তবে, আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ার মোহনীয় ধন-সম্পদ থেকে যা উৎপন্ন করেন (তাতে শংকাবোধ করছি)। তখন এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো। ইয়া রাসূলাল্লাহ ! উত্তম কি অধম ডেকে আনে ? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। অতঃপর তিনি বললেন : তুমি কি বলেছিলে ? সে বললো : আমি বলেছিলাম : উত্তমের সাথে অধম থাকতে পারে কি ? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : নিশ্চয় উত্তম উত্তমই নিয়ে আসে। অথবা তা উত্তম। নিশ্চয় বর্ষাকাল যা কিছু উৎপন্ন করে, তা পেট ভর্তি করে খেলে পশুকে মেরে ফেলে অথবা বদ হযমী সৃষ্টি করে, কিংবা মৃত্যুর কোলে পৌঁছায় (যখন পশু তা অধিক পরিমাণে খায়)। কিন্তু যে সব পশু খিযির (এক ধরনের তৃণ যা উপাদেয় নয় এবং পশুরা পেট পুরো খায় না) খায় এবং যখন তার পেটের । উভয় প্রান্ত পূর্তি হয়ে যায়, তখন সূর্যের আলোতে গমণ করে এবং রোমখন করে। যখন তা হযম হয়ে যায়, তখন আমার এসে খায়। এমনিভাবে যে কেউ তার অধিকার মাফিক ধন-সম্পদ গ্রহণ করবে, তাতে তার বরকত ও কল্যাণ আসবে এবং যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে মাল অর্জন করে। তার উপমা হচ্ছে সেই ব্যক্তির মত, যে খায় অথচ পরিতৃপ্ত হয় না।

٣٩٩٦ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْمِصْرِىُّ اَخْبَرَنِى عَبْدُ اللّٰه بْنُ وَهْبٍ اَنْبَانَا عَمْرُو ابْنُ الْحَارِثِ اَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ حَدَّثَهُ اَنَّ يَزِيْدَ بْنَ رَبَاحٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰه بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰه ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِذَا فُتِحَتْ عَلَيْكُمْ خَزَائِنُ فَارِسَ وَالرُّوْمِ اَىُّ قَوْمٍ اَنْتُمْ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ نَقُوْلُ كَمَا اَمَرَنَا اللّٰهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ اَوْ غَيْرَ ذٰلِكَ تَتَنَافَسُوْنَ ثُمَّ تَتَحَاسَدُوْنَ ثُمَّ تَتَدَابَرُوْنَ ثُمَّ تَتَبَاغَضُوْنَ اَوْ نَحْوَ ذٰلِكَ ثُمَّ تَنْطَلِقُوْنَ فِىْ مَسَاكِيْنِ الْمُهَاجِرِيْنَ فَتَجْعَلُوْنَ بَعْضَهُمْ عَلٰى رِقَابِ بَعْضٍ .

৩৯৯৬ আমর ইব্‌ন সাওয়াদ মিস্‌রী (র)........ আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আ'স (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : যখন পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের ধন-ভান্ডার তোমাদের করতলগত হবে, তোমরা তখন কিরূপ হবে ? আবদুর রাহমান ইব্‌ন আউফ (রা) বললেন, আল্লাহ যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন আমরা সে ভাবেই বলবো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এ ছাড়া অন্য কিছু ? তবে তোমরা একে অপরের ধন-সম্পদে আপত্তি প্রকাশ করবে, পরস্পরে হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করবে, একে অপরের পিছে লেগে থাকবে, পরিশেষে একে অপরের সাথে শত্রুতা পোষণ করবে অথবা এর অনুরূপ কাজ করবে। অতঃপর তোমরা মিস্‌কীন মুহাজিরদের কাছে যাবে। তাদের কতককে কতকের গর্দান মারার কাজে লাগিয়ে দিবে।

٣٩٩٧ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى الْمِصْرِىُّ اَخْبَرَنِى ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اَخْبَرَهُ عَنْ عَمْرِو ابْنِ عَوْفٍ وَهُوَ حَلِيْفُ بَنِى عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ اَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ اِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِى بِجِزْيَتِهَا وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ هُوَ صَالَحَ اَهْلَ الْبَحْرَيْنِ وَاَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلاَءَ بْنَ الْحَضْرَمِىِّ فَقَدِمَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَسَمِعَتِ الْاَنْصَارُ بِقُدُوْمِ اَبِى عُبَيْدَةَ فَوَافَوْا صَلاَةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ انْصَرَفَ فَتَعَرَّضُوْا لَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ رَاٰهُمْ ثُمَّ قَالَ اَظُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ اَنَّ اَبَا عُبَيْدَةَ قَدِمَ بِشَىْءٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ قَالُوْا اَجَلْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَبْشِرُوْا وَاَمِّلُوْا مَا يَسُرُّكُمْ فَوَاللّٰهِ مَا الْفَقْرَ اَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلٰكِنِّى اَخْشَى عَلَيْكُمْ اَنْ تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوْهَا كَمَا تَنَافَسُوْهَا فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا اَهْلَكَتْهُمْ.

৩৯৯৭ ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আ'লা মিস্‌রী (র)....... বানু আমির ইব্‌ন লুই-এর মিত্র ও বাদরী সাহাবী আম্‌র ইব্‌ন আউফ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ উবায়দাহ ইব্‌ন জাররাহ (রা) কে বাহরাইন শহরে জিযিয়া আদায় করার জন্য পাঠান। আর নবী ﷺ বাহরাইন বাসীদের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করেছিলেন এবং আলা ইব্‌ন হাদরামী (রা) কে তাদের শাসক নিযুক্ত করেছিলেন। আবূ উবায়দাহ (রা) বাহরাইনের রাজস্ব বাবদ আদায়কৃত ধন-সম্পদ নিয়ে মদীনাতে আসেন। আনসারগণ তার আগমনের কথা শুনতে পেলেন। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে সালাতুল ফজর আদায় করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত থেকে ফারেগ হয়ে ফিরছিলেন, তখন লোকেরা তাঁর সামনে হাযির হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের দেখে মুচকী হাসলেন। অতঃপর তিনি বললেন : আমি বুঝতে পারছি, তোমরা শুনেছো যে, আবূ উবায়দাহ (রা) বাইরাইন থেকে কিছু নিয়ে এসেছেন। তারা বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! জ্বি হাঁ। তিনি বললেন :

তোমরা খোশ-খবর গ্রহণ কর এবং আশাবাদী হও সে জিনিসের প্রতিযা তোমাদের খুশী করেছে। আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের ব্যাপারে দারিদ্রকে ভয় করি না। কিন্তু আমি আশংকা করছি যে, দুনিয়া তোমাদের জন্য প্রশস্ত হয়ে যাওয়ার, যেমন পূর্ববর্তীদিগের জন্য প্রশস্ত হয়েছিল। পরিশেষে, তোমরা হিংসা-বিদ্বেষ করতে থাকবে যেমন তারা ঈর্ষাকাতর হয়েছিল পরস্পরে। আর তোমাদের ধ্বংস ডেকে আনবে যেমন পূর্ববর্তীদের ধ্বংস ডেকে এমেছিল।

١٩. بَابُ فِتْنَةِ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ নারী জাতির ফিতনা

٣٩٩٨ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ الصَّوَّافُ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَدَعُ بَعْدِىْ فِتْنَةً اَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ .

৩৯৯৮ বিশ্‌র ইব্‌ন হিলাল সাওয়াফ (র)...... উসামাহ ইব্‌ন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি আমার ওফাতের পরে পুরুষদের জন্য নারী জাতির চাইতে অধিক ফিতনার বস্তু আর কিছুই নয়।

٣٩٩٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ خَارِجَةَ ابْنِ مُصْعَبٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ صَبَاحٍ اِلاَّ وَمَلَكَانِ يُنَادِيَانِ وَيْلٌ لِلرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَوَيْلٌ لِلنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ .

৩৯৯৯ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)...... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন সকাল হয়, তখন দুইজন ফিরিশ্‌তা ঘোষণা দেন : নারীদের কারণে পুরুষদের ধ্বংস অনিবার্য এবং পুরুষদের কারণে নারীদের ধ্বংস অনিবার্য।

٤٠٠٠ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى اللَّيْثِيُّ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ زَيْدِ ابْنِ جَدْعَانَ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ خَطِيْبًا فَكَانَ فِيْمَا قَالَ اِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ وَاِنَّ اللّٰهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيْهَا فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ اَلاَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ .

৪০০০ ইমরান ইব্ন মুসা লায়সী (র)...... আবূ সাঈদ (রা) বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ খুৎবার জন্য দাঁড়িয়ে যান। তিনি তাঁর খুৎবার বলেন, নিশ্চয় দুনিয়া চির সবুজ ও সুমধুর (বনে হয়। আর আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে তোমাদেরকে খলীফা বানিয়েছেন। আর তিনি দেখছেন তোমরা কি করছো। সাবধান! দুনিয়া থাক এবং নারী জাতি থেকেও হুশিয়ার থাক।

٤٠٠١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ مُوْسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ اِذْ دَخَلَتِ امْرَاَةٌ مِنْ مُزَيْنَةَ تَرْفُلُ فِيْ زِيْنَةٍ لَهَا فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَآ اَيُّهَا النَّاسُ انْهَوْا نِسَاءَكُمْ عَنْ لُبْسِ الزِّيْنَةِ وَالتَّبَخْتُرِ فِي الْمَسْجِدِ فَاِنَّ بَنِيْ اِسْرَآئِيْلَ لَمْ يُلْعَنُوْا حَتّٰى لَبِسَ نِسَاؤُهُمُ الزِّيْنَةَ وَتَبَخْتَرْنَ فِي الْمَسَاجِدِ .

৪০০১ আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা ও আলী ইব্ন মুহাম্মদ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে বসা ছিলেন। ইত্যবসরে মুযায়নাহ গোত্রের একজন মহিলা তাঁর খিদমতে আসলো। সে অত্যন্ত সুসজ্জিতা ও অলংকার পরিহিতা অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করলো। তখন নবী ﷺ বললেন : হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের জৌলুসপূর্ণ ও শোভাবর্ধক পোষাক পরিধান করে মসজিদে আসতে নিষেধ কর। কেননা, বনী ইসরাঈলের নারীরা অলংকার ভূষিতা ও সুসজ্জিতা হয়ে মসজিদে আসার পূর্বে তাদের প্রতি লা'নত বর্ষিত হয়নি।

٤٠٠٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مَوْلٰى اَبِيْ رُهْمٍ وَاسْمُهُ عُبَيْدٌ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ لَقِيَ امْرَاَةً مُتَطَيِّبَةً تُرِيْدُ الْمَسْجِدَ فَقَالَ يَا اَمَةَ الْجَبَّارِ اَيْنَ تُرِيْدِيْنَ قَالَتِ الْمَسْجِدَ قَالَ وَلَهُ تَطَيَّبْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَاِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَيُّمَا امْرَاَةٍ تَطَيَّبَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ اِلَى الْمَسْجِدِ لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلاَةٌ حَتّٰى تَغْتَسِلَ .

৪০০২ আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি একবার এক মহিলাকে সুগন্ধি মেখে মসজিদে আসতে দেখলেন তখন তিনি বললেন : হে আল্লাহর বান্দী! তুমি কোথায় যাওয়ার মনস্থ করছো? সে বললো : মসজিদে। আবূ হুরায়রা (রা) বললেন : তুমি কি সুগন্ধি ব্যবহার করেছো ? সে বললো : জ্বি হাঁ। তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি : যে মহিলা আতর মেখে মসজিদে গমণ করে, তার সালাত কবুল হবে না, যতক্ষণ সে গোসল করে।

৪০০৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَاَكْثِرْنَ مِنَ الْاِسْتِغْفَارِ فَاِنِّي رَاَيْتُكُنَّ اَكْثَرَ اَهْلِ النَّارِ فَقَالَتِ امْرَاَةٌ مِنْهُنَّ جَزْلَةٌ وَمَا لَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَكْثَرَ اَهْلِ النَّارِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ مَا رَاَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِيْنٍ اَغْلَبَ لِذِي لُبٍّ مِنْكُنَّ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّيْنِ قَالَ اَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَاَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ فَهٰذَا مِنْ نُقْصَانِ الْعَقْلِ وَتَمْكُثُ اللَّيَالِيَ مَا تُصَلِّيْ وَتُفْطِرُ فِيْ رَمَضَانَ فَهٰذَا مِنْ نُقْصَانِ الدِّيْنِ .

৪০০৩ মুহাম্মাদ ইব্‌ন (র)...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : হে নারী সমাজ! তেমরা অধিক সাদাকাহ দিবে এবং অধিক পরিমাণে ইস্‌তিগফার করবে। কেননা, আমি তোমাদের অধিকাংশকে জাহান্নামের কীট হিসাবে দেখেছি। তখন তাদের থেকে জনৈকা জ্ঞানী মহিলা বললো; হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কি কসূর যে, আমরা জাহান্নামে বেশী সংখ্যক হবো ? তিনি বললেন : তোমরা অধিক অভিশাপ দিয়ে থাকো এবং স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকো। আমি তো বিবেক বুদ্ধি ও দীনের লোকসানের সাথে সাথে জ্ঞানদীপ্ত পুরুষের জ্ঞান লোপকারী হিসেবে তোমাদের চাইতে অধিকতর পটু কাউকে দেখছি না। সে মহিলাটি বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল। বিবেক বুদ্ধি ও দীনের লোকসান কি করে হয়? তিনি বললেন ঃ জ্ঞানের দৈন্যতার পরিচয় হচ্ছে এই যে, দুইজন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান। আর তোমাদের দীনের ক্ষেত্রে কমতির চিহ্ন হচ্ছে এই যে, তোমরা কয়েক দিনরাত্র পর্যন্ত সালাত থেকে বিরত থাকো এবং রমযান মাসের বেশ কয়েকদিন সিয়াম পালন থেকে বঞ্চিত থাকো। এই হচ্ছে তোমাদের দীন সম্পর্কিত লোকসান।

٢٠. بَابُ الْاَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ

অনুচ্ছেদ ; ভালকাজের আদেশ ও মন্দকাজের নিষেধ প্রসঙ্গে

৪০০৪ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مُرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ قَبْلَ اَنْ تَدْعُوْا فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ .

৪০০৪ আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা ভাল কাজের আদেশ দিবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে ঐ সময় আসার আগ পর্যন্ত যে, তোমরা দু'আ করলে তা কবূল করা হবে না। মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে ঐ সময় আসার আগ পর্যন্ত যে, তোমরা দু'আ করলে তা কবূল করা হবে না।

٤٠٠٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ ابْنِ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ قَالَ قَامَ اَبُوْ بَكْرٍ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّكُمْ تَقْرَاُوْنَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ « يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ » وَاِنَّا سَمِعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ النَّاسَ اِذَا رَاَوُا الْمُنْكَرَ لَا يُغَيِّرُوْنَهُ اَوْشَكَ اَنْ يَّعُمَّهُمُ اللّٰهُ بِعِقَابِهِ قَالَ اَبُوْ اُسَامَةَ مَرَّةً اُخْرٰى فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ .

৪০০৫ আবূ বাকর ইব্ন শায়বা (র)...... কায়স ইব্ন আবূ হাযিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আবূ বাকর (রা) দাঁড়ালেন, তিনি আল্লাহ্র প্রশংসা ও তাঁর তারীফ করলেন। অতঃপর বললেন ঃ হে লোক সকল। তোমরা তো, এই আয়াত তিলাওয়াত করে থাক ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ–

"ওহে বিশ্বাসীগণ। তোমরা নিজেদের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করো। যে ব্যক্তি গুমরাহ হয়েছে, সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না, যখন তোমরা হিদায়েতের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকবে।"

(তিনি বলেন ঃ) এবং আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি ঃ মানুষ যখন কোন মন্দ কাজ হতে দেখে তা পরিবর্তন করার চেষ্টা না করে, তখন আল্লাহ তাদের উপর ব্যাপক হারে শাস্তি অবতীর্ণ করেন।

আবূ উসামাহ (র) তাঁর সনদে পুনরাবৃত্তি করেন। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি।

٤٠٠٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيْمَةَ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ لَمَّا وَقَعَ فِيْهِمُ النَّقْصُ كَانَ الرَّجُلُ يَرٰى اَخَاهُ عَلَى الذَّنْبِ فَيَنْهَاهُ عَنْهُ فَاِذَا كَانَ الْغَدُ لَمْ يَمْنَعْهُ مَا رَاٰى مِنْهُ اَنْ يَكُوْنَ اَكِيْلَهُ وَشَرِيْبَهُ وَخَلِيْطَهُ فَضَرَبَ اللّٰهُ قُلُوْبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ وَنَزَلَ فِيْهِمُ الْقُرْاٰنُ فَقَالَ « لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ حَتّٰى بَلَغَ وَلَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ

وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلٰكِنَّ كَثِيْرًا مِنْهُمْ فَاسِقُوْنَ ، قَالَ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ وَقَالَ لاَ حَتّٰى تَأْخُذُوْا عَلٰى يَدَيِ الظَّالِمِ فَتَأْطِرُوْهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ أَمْلاَهُ عَلَيَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْوَضَّاحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيْمَةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ .

৪০০৬ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)........ আবূ উবায়দাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন বানূ ইসরাঈলের উপর বিপদ আসলো, তখন তাদের অবস্থা ছিল এই যে, এক ব্যক্তি তার ভাইকে পাপাচারে লিপ্ত দেখলে তাকে নিষেধ করতো। কিন্তু পরদিন তার সাথে একত্রে পানাহার করতো, মেলামেশা করতো এবং তাকে পাপকার্য থেকে বিরত রাখতো না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের একের অন্তর দ্বারা অপরকে আঘাত করেন এবং তাদের শানে এই আয়াত নাযিল হয় ঃ

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ...... وَلَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلٰكِنَّ كَثِيْرًا مِنْهُمْ فَاسِقُوْنَ-

"বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল, তারা দাউদ ও মারয়াম তনয় ঈসা কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল এর কারণ ছিল এই যে, তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী। তারা যে সব গর্হিত কাজ করতো তা থেকে তারা একে অন্যকে বারণ করতো না। তারা যা করতো, তা কতই না নিকৃষ্ট। তাদের অনেককে তুমি কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবে। কত নিকৃষ্ট তাদের কৃতকর্ম যে কারণে আল্লাহ্ তাদের প্রতি ক্রোধান্বিত হয়েছেন। তাদের শাস্তি ভোগ স্থায়ী হবে। তারা আল্লাহ্র প্রতি, নবীর প্রতি এবং যা তার প্রতি নাযিল হয়েছে, তাতে বিশ্বাসী হলে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতো না। কিন্তু তাদের অনেকেই ফাসিক।" (৫ ঃ ৭৮-৮১)

রাবী বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হেলান দিয়ে বসাছিলেন। এরপর তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন ঃ তোমরা যালিমের হাত পাকড়াও করে তাকে ইনসাফ কায়েম করতে বাধ্য না করা পর্যন্ত শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না।

মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)....... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤٠٠٧ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسٰى أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ خَطِيْبًا

فَكَانَ فِيْمَا قَالَ اَلاَ لاَ يَمْنَعَنَّ رَجُلاً هَيْبَةُ النَّاسِ اَنْ يَقُوْلَ بِحَقٍّ اِذَا عَلِمَهُ قَالَ فَبَكَى اَبُوْ سَعِيْدٍ وَقَالَ قَدْ وَاللّٰهِ رَاَيْنَا اَشْيَاءَ فَهِبْنَا .

৪০০৭ ইমরান ইব্ন মূসা (র)....... আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন ঃ জেনে রাখ। কোন মানুষের পক্ষে সত্য কথা বলার ব্যাপারে ভয় করা উচিত নয়, যখন সে নিশ্চিতভাবে সত্যকে জানে।

তিনি (রাবী) বলেন, এই হাদীস বর্ণনাকালে আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) ক্রন্দন করেন এবং বলেন ঃ আল্লাহ্র শপথ। আমরা তো কয়েকটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি, কিন্তু আমরা ভীত সন্ত্রস্থ হয়ে পড়েছি।

٤٠٠٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو ابْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِى الْبَخْتَرِيِّ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَحْقِرْ اَحَدُكُمْ نَفْسَهُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ يَحْقِرُ اَحَدُنَا نَفْسَهُ قَالَ يَرٰى اَمْرًا لِلّٰهِ عَلَيْهِ فِيْهِ مَقَالٌ ثُمَّ لاَ يَقُوْلُ فِيْهِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَقُوْلَ فِىْ كَذَا وَكَذَا فَيَقُوْلُ خَشْيَةُ النَّاسِ فَيَقُوْلُ فَاِيَّاىَ كُنْتَ اَحَقَّ اَنْ تَخْشَى .

৪০০৮ আবূ কুরায়ব (র)....আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন নিজকে হেয় জ্ঞান না করে। তারা বললেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের মধ্যে কেউ নিজকে কি ভাবে হেয় জ্ঞান করবে? তিনি বললেন ঃ সে কোন বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ্র নির্দেশের ব্যাপারে অবহিত থাকবে, অথচ সত্য কথা প্রকাশ করবে না। অতঃপর কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা তাকে বললেন ঃ অমুক ব্যাপারে এই, এই কথা বলতে তোমাকে কিসে বাঁধা দিয়েছিল। সে বলবে, লোকের ভয়ভীতি। অতঃপর আল্লাহ বলবেন ঃ তোমাকে তো আমার ব্যাপারে অধিকতর ভয় করা উচিত ছিল।

٤٠٠٩ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِىْ هُمْ اَعَزُّ مِنْهُمْ وَاَمْنَعُ لاَ يُغَيِّرُوْنَ اِلاَّ عَمَّهُمُ اللّٰهُ بِعِقَابٍ .

৪০০৯ আলী ইব্ন মুহাম্মদ (র).... জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যখন কোন জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে পাপকার্য সংঘটিত হয় এবং তাদের নেক্কার ব্যক্তির তাদের চাইতে অধিকতর শক্তিশালী ও সম্মানিত হওয়া সত্ত্বেও তারা পাপকার্য থেকে তাদের ফিরিয়ে রাখে না, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর ব্যাপক শাস্তি অবতীর্ণ করেন।

٤٠١٠ - حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُوَيْدٍ ثَنَا يَحْىَ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا رَجَعَتْ اِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مُهَاجِرَةُ الْبَحْرِ قَالَ اَلاَ تُحَدِّثُوْنِى بِاَعَاجِيْبِ مَا رَاَيْتُمْ بِاَرْضِ الْحَبَشَةِ قَالَ فِتْيَةٌ مِنْهُمْ بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ بَيْنَا نَحْنُ جُلُوْسٌ مَرَّتْ بِنَا عَجُوْزٌ مِنْ عَجَائِزِ رَهَابِيْنِهِمْ تَحْمِلُ عَلَى رَاْسِهَا قُلَّةً مِنْ مَاءٍ فَمَرَّتْ بِفَتًى مِنْهُمْ فَجَعَلَ اِحْدَى يَدَيْهِ بَيْنَ كَتِفَيْهَا ثُمَّ دَفَعَهَا فَخَرَّتْ عَلَى رُكْبَتَيْهَا فَانْكَسَرَتْ قُلَّتُهَا فَلَمَّا ارْتَفَعَتْ الْتَفَتَتْ اِلَيْهِ فَقَالَتْ سَوْفَ تَعْلَمُ يَا غُدَرُ اِذَا وَضَعَ اللهُ الْكُرْسِىَّ وَجَمَعَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ وَتَكَلَّمَتِ الْاَيْدِى وَالْاَرْجُلُ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ فَسَوْفَ تَعْلَمُ كَيْفَ اَمْرِى وَاَمْرُكَ عِنْدَهُ غَدًا قَالَ يَقُوْلُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَدَقَتْ صَدَقَتْ كَيْفَ يُقَدِّسُ اللهُ اُمَّةً لاَ يُؤْخَذُ لِضَعِيْفِهِمْ مِنْ شَدِيْدِهِمْ .

৪০১০ সাঈদ ইব্‌ন সুওয়ায়েদ (র).......জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন সমুদ্র-প্রথের মুহাজিরবৃন্দ (জাফর ইব্‌ন আবূ তালিব ও তাঁর সফর সঙ্গীরা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে ফিরে এলেন, তখন তিনি বললেন ঃ তোমরা কি আমার কাছে সেসব আশ্চর্যজনক ঘটনা ব্যক্ত করবে না, যা তোমরা হাব্‌শার দেশে প্রত্যক্ষ করেছো? তাদের মধ্য হতে কতিপয় নওজোয়ান বললেন, জ্বি হ্যাঁ। হে আল্লাহ্‌র রাসূল! একবার আমরা সেখানে বসাছিলাম, হঠাৎ তাদের পাদ্রীদের স্ত্রীদের মধ্য হতে এক বৃদ্ধ রমনী আমাদের কাছে ছিলে যাচ্ছিলেন। সে তার মাথায় এক কলসী পানি বহন করছিল। সে হাবসার এক যুবকের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করছিল। সেই যুবকটি তার একটি হা ত বৃদ্ধা মহিলার উভয় কাঁধের মাঝখানে রাখলো অতঃপর তাকে ধাক্কা দিল। মহিলাটি তার উভয় হাঁটুর উপর পড়ে গেল এবং তার পানির কলসীটা ভেঙ্গে গেল। সে পতিত অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে যুবকটির দিকে তাকাচ্ছিল। সে বললো ঃ হে ধোঁকাবাজ। তোমার (এ কাজের পরিণতি) তুমি অচিরেই জানতে পারবে। যখন আল্লাহ তা'আলা ইনসাফের আসনে উপবিষ্ট হবেন, পূর্ববতী ও পরবর্তী সমস্ত লোককে একত্রিত করবেন, হাত-পা (যাবতীয় অংগ প্রতংগ) তাদের দ্বারা কৃতকর্মের ফিরিস্তি পেশ করবে, তখন তুমি জানতে পারবে তোমার ও আমার অবস্থা আল্লাহ্‌র নিকট কি হবে।

রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ বৃদ্ধা মহিলা সত্যিই বলেছে, বৃদ্ধা মহিলা সত্যিই বলেছে। আল্লাহ তা'আলা এই উম্মাতকে কি ভাবে গোনাহ থেকে পবিত্র করবেন, যাদের সবলদের থেকে দুর্বলদের পাওনা চুকিয়ে দেওয়া না হবে?

٤٠١١ - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِيْنَارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُصْعَبٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ الْوَاسِطِىُّ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالاَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ اَنْبَانَا

مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ .

৪০১১ কাসিম ইব্‌ন যাকারিয়া ইব্‌ন দীনার (র)... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যালিম শাসকের সামনে ন্যায়ের কথা বলাই উত্তম জিহাদ।

٤٠١٢ حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعِيْدٍ الرَّمْلِيُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِى غَالِبٍ عَنْ اَبِى اُمَامَةَ قَالَ عَرَضَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَجُلٌ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْاُوْلَى فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْجِهَادِ اَفْضَلُ فَسَكَتَ عَنْهُ فَلَمَّا رَاَى الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ سَاَلَهُ فَسَكَتَ عَنْهُ فَلَمَّا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَضَعَ رِجْلَهُ فِى الْغَرْزِ لِيَرْكَبَ قَالَ اَيْنَ السَّائِلُ قَالَ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ ذِىْ سُلْطَانٍ جَائِرٍ .

৪০১২ রাশিদ ইব্‌ন সাঈদ রামলী (র)....আবূ উমামাহ (রা) থেকে বর্ণিত। বলেন, জামরায়ে উলা (মিনা প্রান্তরে অবস্থিত) নামক স্থানে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট হাযির হলো। সে বললো ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! উত্তম জিহাদ কোনটি? তিনি কতক্ষণ নীরব থাকলেন। যখন তিনি দ্বিতীয় জামরায় কংকর নিক্ষেপ করলেন, তখন সেই ব্যক্তি একই প্রশ্ন করলো। তিনি এবারও নীরবতা অবলম্বন করলেন। যখন তিনি 'জামরায়ে আকাবাহ'-এর কংকর নিক্ষেপ করলেন এবং সাওয়ার হওয়ার জন্য কদম মুবারক রেকাবে রাখলেন, তখন বললেন ঃ প্রশ্নকারী কোথায়? সে বলালো ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি হাযির। তিনি বললেনঃ যালিম শাসকের সামনে, সত্যকথা বলাই (উত্তম জিহাদ)।

٤٠١٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ اَخْرَجَ مَرْوَانُ الْمِنْبَرَ فِى يَوْمِ عِيْدٍ فَبَدَاَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا مَرْوَانُ خَالَفْتَ السُّنَّةَ اَخْرَجْتَ الْمِنْبَرَ فِى هٰذَا الْيَوْمِ وَلَمْ يَكُنْ يُخْرَجُ وَبَدَاْتَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَكُنْ يُبْدَاُ بِهٖ فَقَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ اَمَّا هٰذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ رَاَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ اَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهٖ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ وَذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ .

৪০১৩ আবূ কুরাইব (র)...... আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খলীফা মারওয়ান ঈদের দিনে মিম্বার সরিয়ে ফেললেন। তিনি সালাতুল ঈদের পূর্বেই খুৎবা শুরু করলেন। তখন জনৈক ব্যক্তি বললো ঃ হে মারওয়ান! তুমি সুন্নাতের খেলাফ করছো, একে তো তুমি আজকের দিনে মিম্বার সরিয়ে দিয়েছো, অথচ এই দিনে তা বের করা হতো না। আর তুমি সালাতের পূর্বেই খুৎবা শুরু করে দিয়েছো, অথচ (সালাতের পূর্বে) তা শুরু করা হতো না। তখন আবূ সাঈদ (রা) বললেন ঃ এই ব্যক্তি তো তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করলো। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ যদি শরীয়াত বিরোধী কাজ হতে দেখে এবং সে তার হাত দিয়ে বদলে দিতে সক্ষম হয়, তাহলে সে যেন তা হাত দিয়ে বদ্‌লে দেয়। যদি সে এতে সক্ষম না হয়; তাহলে মুখের কথ্য দিয়ে (প্রতিবাদ করবে)। এতেও যদি সে সক্ষম না হয়, তাহলে সে যেন অন্তর দিয়ে তা অপসন্দ করে। আর এটাই হচ্ছে ঈমানের দর্বলতর স্তর।

٢١. بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ

অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ হে মু'মিনগণ! আত্ম-সংশোধন করাই তোমাদের কর্তব্য

٤٠١٤ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ اَبِي حَكِيْمٍ حَدَّثَنِي عَمِّي عَنْ عَمْرِو بْنِ جَارِيَةَ عَنْ اَبِي اُمَيَّةَ الشَّعْبَانِيِّ قَالَ اَتَيْتُ اَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ تَصْنَعُ فِي هٰذِهِ الْاٰيَةِ قَالَ اَيَّةُ اٰيَةٍ قُلْتُ «يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ» قَالَ سَاَلْتُ عَنْهَا خَبِيْرًا سَاَلْتُ عَنْهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ بَلِ ائْتَمِرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ حَتّٰى اِذَا رَاَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا وَهَوًى مُتَّبَعًا وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً وَاِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَاْيٍ بِرَاْيِهِ وَرَاَيْتَ اَمْرًا لاَ يَدَانِ لَكَ بِهِ فَعَلَيْكَ خُوَيْصَّةَ نَفْسِكَ فَاِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ اَيَّامَ الصَّبْرِ الصَّبْرُ فِيْهِنَّ عَلَى مِثْلِ قَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ لِلْعَامِلِ فِيْهِنَّ مِثْلُ اَجْرِ خَمْسِيْنَ رَجُلاً يَعْمَلُوْنَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ .

৪০১৪ হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র)...... উবূ উমায়্যাহ শা'বানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার আবূ সালাবাহ খুশানী (রা)-এর কাছে গেলাম এবং তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, এই আয়াত সম্পর্কে তোমার অভিমত কি? তিনি বললেন : কোন আয়াত? আমি বললাম : এই আয়াত

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ.

"হে মু'মিনগণ! আত্মা- সংশোধন করাই তোমাদের কর্তব্য। যদি সৎপথ পরিচালিত হও, তবে যে পথ-ভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। (৫ ঃ ১০৫)

রাবী বলেন ঃ আমি এ আয়াত সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী জ্ঞাত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে। তখন তিনি বললেন : এই আয়াতের শাব্দিক অর্থের দিকে লক্ষ্য করে 'আমর বিল মারূফ "(ভাল কাজের আদেশ) এর প্রয়োজন নেই মনে করে ধোঁকা খেয়ো না। বরং "আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকার" (ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ) করতে থাকো যে পর্যন্ত না এমন যুগ আসে, যখন লোকেরা কৃপণতা অনুসরণ করবে, প্রবৃত্তির তাড়নার শিকার হবে, দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দিবে এবং প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি তার মতামতকে পসন্দ করবে। আর তুমি এমন কাজ হতে দেখবে যা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তোমার থাকবে না। এমন অবস্থায় বিশেষভাবে নিজের ব্যাপারে চিন্তা করবে এবং (সাধারণের চিন্তা ছেড়ে দিবে)। তোমাদের পরবর্তীতে এমন যুগ আসবে, যা হবে ধৈর্যের যুগ। সে সময় ধৈর্যধারণ করা মানে অগ্নিস্ফুলিংগ হাতের মুঠোয় রাখা। যে কেউ সে সময় নেক আমল করবে, তার অনুরূপ আমলকারী পঞ্চাশ জনের সওয়াব তাকে দান করা হবে।

٤٠١٥ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ الْخُزَاعِيُّ ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَيْدٍ حَفْصُ بْنُ غَيْلاَنَ الرُّعَيْنِيُّ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَتَى نَتْرُكُ الْاَمْرَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ اِذَا ظَهَرَ فِيْكُمْ مَا ظَهَرَ فِى الْاُمَمِ قَبْلَكُمْ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا ظَهَرَ فِى الْاُمَمِ قَبْلَنَا قَالَ الْمُلْكُ فِىْ صِغَارِكُمْ وَالْفَاحِشَةُ فِىْ كِبَارِكُمْ وَالْعِلْمُ فِىْ رُذَالَتِكُمْ قَالَ زَيْدٌ تَفْسِيْرُ مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْعِلْمُ فِىْ رُذَالَتِكُمْ اِذَا كَانَ الْعِلْمُ فِى الْفُسَّاقِ .

৪০১৫ আব্বাস ইব্ন ওয়ালীদ দিমাশ্কী (র)....... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা "আমর বিল মারূফ ওয়ানাহি আনিল মুনকার" (সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ) কখন ছেড়ে দিব? তিনি বললেন: যখন তোমাদের মাঝে সেসব বিষয় প্রকাশ পাবে, যা তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতদের মাঝে প্রকাশ পেয়েছিল। আমরা বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের পূর্বেকার। উম্মত সমুহের উপর কি কি বিষয় প্রকাশ পেয়েছিল? তিনি বললেন : তোমাদের নিকৃষ্টদের হাতে রাজ ক্ষমতা চলে যাবে, সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ অশ্লীল কার্যকলাপে লিপ্ত হবে এবং নরাধমদের হাতে ইল্ম চলে যাবে।

রাবী যায়িদ বলেন ঃ নবী ﷺ -এর বাণী والعلم فى رذالتكم اذاكان العلم فى الفساق ব্যাখ্যা হলো ঃ অর্থাৎ নরাধমদের আলিম হওয়ার তাৎপর্য হচ্ছে, ফাসিক ও আল্লাহ্দ্রোহীদের হাতে ইল্ম চলে যাওয়া।

٤٠١٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جُنْدُبٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَنْبَغِيْ لِلْمُؤْمِنِ اَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ قَالُوْا وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ قَالَ يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلاَءِ لِمَا لاَ يُطِيْقُهُ .

৪০১৬ মুহাম্মাদ বাশ্শার (র)........ হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মু'মিন বান্দার নিজকে অপদস্ত করা সমীচীন নয়। লোকেরা বললো : কি ভাবে সে নিজেকে অপদস্ত করবে? তিনি বললেন: সে যে সব বালা-মুসীবিত সহ্য করার ক্ষমতা রাখেন না, তাতে পতিত হবে।

٤٠١٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَبُوْ طُوَالَةَ ثَنَا نَهَارُ الْعَبْدِيُّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ لَيَسْاَلُ الْعَبْدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يَقُوْلُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَ الْمُنْكَرَ اَنْ تُنْكِرَهُ فَاِذَا لَقَّنَ اللّٰهُ عَبْدًا حُجَّتَهُ قَالَ يَا رَبِّ رَجَوْتُكَ وَفَرِقْتُ مِنَ النَّاسِ .

৪০১৭ আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র)... আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি: নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন বান্দাকে জিজ্ঞেস করবেন, এমনকি বললেন: তুমি শরীয়াত বিরোধী কার্যকলাপ হতে দেখে প্রতিরোধ করনি কেন? (যখন সে উত্তর দানে অসমর্থ হবে), তখন আল্লাহ তাকে তার যথাযথ উত্তর শিখিয়ে দিবেন। সে বলবে, হে আমার রব। আমি তোমার (রহমতের) প্রত্যাশী ছিলাম এবং লোকদের থেকে আলাদা থাকতাম।

٢٢. بَابُ الْعُقُوْبَاتِ

অনুচ্ছেদ ঃ শাস্তি প্রদান

٤٠١٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْ مُوْسَى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ يُمْلِيْ لِلظَّالِمِ فَاِذَا اَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ ثُمَّ قَرَاَ وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرٰى وَهِيَ ظَالِمَةٌ .

৪০১৮ মুহাম্মাদ ইব্ন আবূদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র ও আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র).... আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা যালিমকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। আর যখন তিনি তাকে পাকড়াও করেন, তখন তাকে আর ছাড়েন না। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন -

وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرٰى

অর্থাৎ 'এরূপই রবের পাঁকড়াও, তিনি যখন কোন জনবসতিকে পাঁকড়াও করেন, এমতাবস্থায় যে তারা হয় অত্যাচারী'। (১১ ঃ ১০২)

٤٠١٩ حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَبُوْ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ اَبِى مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِى رَبَاحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِيْنَ خَمْسٌ اِذَا ابْتُلِيْتُمْ بِهِنَّ وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ تُدْرِكُوْهُنَّ لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِىْ قَوْمٍ قَطُّ حَتّٰى يُعْلِنُوْا بِهَا اِلاَّ فَشَا فِيْهِمُ الطَّاعُوْنُ وَالْاَوْجَاعُ الَّتِىْ لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِىْ اَسْلاَفِهِمُ الَّذِيْنَ مَضَوْا وَلَمْ يَنْقُصُوْا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ اِلاَّ اُخِذُوْا بِالسِّنِيْنَ وَشِدَّةِ الْمَئُوْنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَمْنَعُوْا زَكَاةَ اَمْوَالِهِمْ اِلاَّ مُنِعُوْا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْ لاَ الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوْا وَلَمْ يَنْقُضُوْا عَهْدَ اللّٰهِ وَعَهْدَ رَسُوْلِهِ اِلاَّ سَلَّطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَاَخَذُوْا بَعْضَ مَا فِىْ اَيْدِيْهِمْ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ اَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللّٰهِ وَيَتَخَيَّرُ مِمَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلاَّ جَعَلَ اللّٰهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ .

৪০১৯ মাহমুদ ইব্ন খালিদ দিমাশ্কী (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের দিকে এগিয়ে আসলেন, অতঃপর তিনি বললেন: হে মুহাজিরগণ। তোমরা পাঁচটি বিষয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে, তবে আমি আল্লাহর কাছে পানাহ্ চাচ্ছি যেন তোমরা তাতে পতিত না হও। (সেই পাঁচটি বিষয় হচ্ছে)ঃ যখন কোন জাতির মাঝে প্রকাশ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে (যেমন সুদ, ঘুষ, যিনা ইত্যাদি) তখন সেখানে প্লেগ মহামারী আকারে দেখা দিবে। তাছাড়া এমন সব ব্যাধি ছড়িয়ে পড়বে, যা পূর্বেকার লোকদের মধ্যে কখনো দেখা যায়নি। যখন কোন জাতি ওযন ও পরিমাপে কারচুপি করবে, তখন তাদের উপর নেমে আসবে দুর্ভিক্ষ, কঠিন বালা- মুসীবত, যালিম শাসক গোষ্ঠি তাদের উপর নিঃপীড়ন করবে। যখন কোন জাতি তাদের ধন- সম্পদের যাকাত আদায় করে না, তখন আসমানের বৃষ্টি বন্ধ করে দেয়া হবে। যদি ভূ-পৃষ্ঠে চতুষ্পদ জন্তু (গরু, ছাগল, ভেড়া, কুকুর ঘোড়া ইত্যাদি) না থাকতো, তাহলে আর বৃষ্টিপাত হতো না। আর যখন কোন জাতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অংগীকার ভংগ করে, তখন আল্লাহ তাদের উপর এক দুশমনকে ক্ষততাসীন করেন, যে তাদের বংশোদ্ভূত নয় এবং সে তাদের

হাতে যা আছে, তা থেকে কেড়ে নিবে। আর যখন তোমাদের শাসকবর্গ আল্লাহর কিতাব অনুসারে মীমাংসা করবে না এবং আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানকে ইখ্‌তিয়ার করবে না তখন আল্লাহ তাদের পরস্পরে যুদ্ধ বিগ্রহ লাগিয়ে দিবেন।

٤٠٢٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيْسٰى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ حَاتِمِ ابْنِ حُرَيْثٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَبِىْ مَرْيَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَنْمٍ الْاَشْعَرِىِّ عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ الْاَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ اُمَّتِى الْخَمْرَ يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا يُعْزَفُ عَلٰى رُءُوْسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ يَخْسِفُ اللّٰهُ بِهِمُ الْاَرْضَ وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ .

৪০২০ আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাঈদ (র) .... আবূ মালিক আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আমার উম্মাতের কিছু লোক মদপান করবে এবং এর নাম রাখবে অন্য কিছু। তাদের মাথার উপরে (সামনে) বাজনা বাজানো হবে এবং গায়িকা নারীরা গান পরিবেশন করবে। আল্লাহ তা'আলা এদেরকে যমীনে ধসিয়ে দিবেন। তাদের মধ্য থেকে কতককে বানর ও শূকরে রূপান্তরিত করবেন।

٤٠٢١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا عَمَّارُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ لَيْثٍ عَنِ الْمِنْهَالِ عَنْ زَاذَانَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُوْنَ قَالَ دَوَابُّ الْاَرْضِ .

৪০২১ মুহাম্মাদ ইব্‌ন সায়বাহ (র)... বারা ইব্‌ন আসিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُوْنَ

"আল্লাহ তাদের অভিসম্পাত করেন এবং অভিশাপকারীরা তাদের লানত করে থাকে"-। (২ ঃ ১৫৯)।

রাবী বলেন: অভিশম্পাতকারীদের দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠের জীব জানোয়ারের কথা বুঝানো হয়েছে।

٤٠٢٢ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عِيْسٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَزِيْدُ فِى الْعُمْرِ اِلاَّ الْبِرُّ وَلاَ يَرُدُّ الْقَدَرَ اِلاَّ الدُّعَاءُ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيْبُهُ

৪০২২ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)...... সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: কোন জিনিষ আয়ু বাড়াতে পারে না, তবে নেকী অর্থাৎ সদ্ব্যবহার আর কোন জিনিসে তাক্‌দীর রদ্দ

হয় না। কিন্তু দু'আ (দু'আ তাক্‌দীর পাল্টে দিতে পারে)। কখনো কখনো এক ব্যক্তি তার একটি মাত্র গুনাহের দরুন রিযিক থেকে বঞ্চিত হয়।

٢٣. بَابُ الصَّبْرِ عَلَى الْبَلَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিপদে সবর করা

٤٠٢٣ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ وَيَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالاَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً قَالَ الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ يُبْتَلَى الْعَبْدُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةٍ .

৪০২৩ ইউসুফ ইব্‌ন হাম্মাদ আল-মানী ও ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন দুরুস্‌তা (র)... সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! কোন মানুষের পরীক্ষা সর্বপেক্ষা কঠিন? তিনি বললেন: নবীগণের। অতঃপর মর্যাদার দিক দিয়ে তাদের পরবর্তীদের উপর, পরে তাদের পরবর্তীগণের উপর। বান্দাকে তার দীনের প্রকৃতি অনুসারে পরীক্ষা করা হয়। যদি সে তার দীনের প্রতি কঠোর হয়, তবে পরীক্ষাও ততটা কঠিন হয়। আর যদি সে তার দীনের প্রতি হাল্‌কা হয়, তাহলে সেই অনুপাতেই তাকে পরীক্ষা করা হয়। বান্দা বিপদ-আপদ দ্বারা সব সময় পরিবেষ্টিত থাকে না (অর্থাৎ মুসীবতের দরূণ তার গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়)।

٤٠٢٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُوعَكُ فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَيْهِ فَوَجَدْتُ حَرَّهُ بَيْنَ يَدَيَّ فَوْقَ اللِّحَافِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَا أَشَدَّهَا عَلَيْكَ قَالَ إِنَّا كَذَلِكَ يُضَعَّفُ لَنَا الْبَلَاءُ وَيُضَعَّفُ لَنَا الْأَجْرُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً قَالَ الْأَنْبِيَاءُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ الصَّالِحُونَ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيُبْتَلَى بِالْفَقْرِ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُهُمْ إِلاَّ الْعَبَاءَةَ يُحَوِّيهَا وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيَفْرَحُ بِالْبَلَاءِ كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِالرَّخَاءِ .

৪০২৪ আবদুর রহমান ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র).... আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: একদা আমি নবী ﷺ -এর কাছে গেলাম, এ সময় তিনি জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। আমি তাঁর দেহ মুবারকের উপর আমার হাত রাখলাম এবং গায়ের চাদরের উপর থেকেই আমার হাতে প্রচন্ড তাপ অনুভব করলাম। তখন আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! কত কঠিন জ্বর আপনার। তিনি বললেন: আমাদের (নবী -রাসূলগণের) অবস্থা এমনই হয়ে থাকে। আমাদেরকে দ্বিগুণ মুসীবত দেওয়া হয় এবং দ্বিগুণ পুরস্কার ও দেওয়া হয়। আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! কোন লোকের উপর সর্বাপেক্ষা কঠিণ মুসীবত পতিত হয়? তিনি বললেন: নবীগণের উপর। আমি বললাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারপর কারা? তিনি বললেন: এর পর নেক্‌কার বান্দাদের উপর। তাদের কেউ কেউ এমনভাবে দুর্ভিক্ষ পীড়িত হয় যে, শেষ পর্যন্ত তার কাছে একটি কম্বল ব্যতীত কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। তাদের কেউ বালা-মুসীবতের শিকার হয়ে এত উৎফুল্ল থাকেন, যেমন তোমাদের কেউ ধন- সম্পদ প্রাপ্তিতে খুশী হয়ে থাকেন।

٤٠٢٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَاَنِّى اَنْظُرُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَحْكِى نَبِيًّا مِّنَ الْاَنْبِيَاۤءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُوْلُ رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِى فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

৪০২৫ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমায়র (র).... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন দেখতে পাচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নবীদের থেকে একজন নবীর কিস্‌সা বর্ণনা করছেন। তাঁর জাতি তাঁকে বেদম প্রহার করেছিল। তিনি তাঁর চেহারা থেকে রক্ত মুছছিলেন এবং বলছিলেন: হে আমার রব! আমার জাতিকে ক্ষমা করুন, কেননা তারা জানে না।

٤٠٢٦ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى وَيُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَا ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَحْنُ اَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ اِبْرَاهِيْمَ "اِذْ قَالَ رَبِّ اَرِنِى كَيْفَ تُحْىِ الْمَوْتٰى قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِى" وَيَرْحَمُ اللّٰهُ لُوْطًا "لَقَدْ كَانَ يَاْوِىْ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ" وَلَوْ لَبِثْتُ فِى السِّجْنِ طُوْلَ مَا لَبِثَ يُوْسُفُ لَاَجَبْتُ الدَّاعِىَ .

৪০২৬ হারমালাহ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ও ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ইব্‌রাহীম (আ)-এর তুলনায় আমরাই অধিকতর সংশয়ের উপযুক্ত, যখন তিনি বলেছিলেন হে আমার রব। আমাকে একটু দেখান, আপনি কিভাবে মৃতকে জীবিত করেন। তিনি (আল্লাহ) বললেন: তবে কি তুমি বিশ্বাস করো না? তিনি বললেন: হ্যাঁ, "নিশ্চয়ই আমি বিশ্বাস

করি, তবে আমার হৃদয়ের প্রশান্তির জন্য।" আল্লাহ লূত (আ)-এর উপর রহমাত বর্ষণ করুন। "তিনি বড় শক্তিশালী লোকের সাহায্য কামনা করিছিলেন" (আপন মেহমানদের নিরাপত্তার জন্যেই তিনি এমন কি করেছিলেন)। (তিনি রাসূলুল্লাহ বলেছেন): যদি আমি ততদিন জেলখানায় থাকতাম, যতদিন ইউসুফ (আ) ছিলেন, তাহলে অবশ্যই আমি আহবানকারীর ডাকে সাড়া দিতাম।

٤٠٢٧ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ثَنَا حُمَيْدُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ اُحُدٍ كُسِرَتْ رَبَاعِيَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَشُجَّ فَجَعَلَ الدَّمُ يَسِيْلُ عَلَى وَجْهِهِ وَجَعَلَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُوْلُ كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ خَضَبُوْا وَجْهَ نَبِيِّهِمْ بِالدَّمِ وَهُوَ يَدْعُوْهُمْ اِلَى اللّٰهِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ "لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ".

৪০২৭ নাসর ইব্‌ন আলী জাহযামী ও মুহাম্মদ ও ইব্‌ন মুসান্না (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন উহুদের দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুখের সম্মুখ ভাগের চারটি দাঁতের একটি ভেংগে গিয়েছিল এবং তাঁর মাথায় আঘাত লেগেছিল, তখন তাঁর চেহারার উপর রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল। তিনি তাঁর চেহারা থেকে রক্ত মুছছিলেন এবং বলছিলেন: সেই জাতি কিভাবে মুক্তি পাবে, যারা তাদের নবীর চেহারাকে রক্তে রঞ্চিত করে দিয়েছে, অথচ তিনি তাদেরকে আল্লাহর দিকে আহবান করছিলেন। তখন মহান আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করেন : لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْئٌ

"এই ব্যাপারে আপনার করণীয় কিছু নেই"। (৩ ঃ ১২৮)।

٤٠٢٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيْقٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى سُفْيَانَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ جَاءَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ذَاتَ يَوْمٍ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ حَزِيْنٌ قَدْ خُضِبَ بِالدِّمَاءِ قَدْ ضَرَبَهُ بَعْضُ اَهْلِ مَكَّةَ فَقَالَ مَا لَكَ فَقَالَ فَعَلَ بِى هٰؤُلَاءِ وَفَعَلُوْا قَالَ اَتُحِبُّ اَنْ اُرِيَكَ اٰيَةً قَالَ نَعَمْ اَرِنِى فَنَظَرَ اِلَى شَجَرَةٍ مِنْ وَّرَاءِ الْوَادِىْ قَالَ ادْعُ تِلْكَ الشَّجَرَةَ فَدَعَاهَا فَجَاءَتْ تَمْشِىْ حَتّٰى قَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ قُلْ لَهَا فَلْتَرْجِعْ فَقَالَ لَهَا فَرَجَعَتْ حَتّٰى عَادَتْ اِلَى مَكَانِهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَسْبِىْ

৪০২৮ মুহাম্মাদ ইব্‌ন তারীফ (র).... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জিব্‌রাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ ﷺ নিকট আসেন, এ সময় তিনি চিন্তাযুক্ত অবস্থয় বসাছিলেন। তাঁকে রক্তে রঞ্জিত করা হয়েছিল। মক্কার জনৈক অধিবাসী তাঁকে আঘাত করেছিল। জিবরাঈল (আ) বললেন: আপনার কি হয়েছে? তখন তিনি বললেন: এরা আমার সাথে এই এই আচরণ করেছেন। জিবরাঈল (আ) বললেন: আপনি কি চান

যে, আমি আপনাকে একটা নিদর্শন দেখাই? তিনি বললেন: জি হাঁ, আমাকে দেখান। অতঃপর তিনি (জিবরাঈল (আ) উপত্যকার একটি গাছের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। তিনি বললেন: আপনি এই গাছটিকে আহবান করুন। তিনি গাছটিকে আহবান জানালেন, তখন গাছটি চলে আসলো, এমনকি তা তাঁর সামনে এসে খাড়া হলো। জিব্রাঈল (আ) বললেন: একে ফিরে যেতে বলুন। তিনি তাকে বললেন: ফিরে যাও, তখন তা ফিরে গিল, এমন কি আপন জায়গায় গিয়ে তা খাড়া হয়ে গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: এটাই আমার জন্য যথেষ্ট।

٤٠٢٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحْصُوْا لِيْ كُلَّ مَنْ تَلَفَّظَ بِالْاِسْلاَمِ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَخَافُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ مَا بَيْنَ السِّتِّ مِائَةِ اِلَى السَّبْعِ مِائَةٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّكُمْ لاَ تَدْرُوْنَ لَعَلَّكُمْ اَنْ تُبْتَلَوْا قَالَ فَابْتُلِيْنَا حَتّٰى جَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا مَا يُصَلِّيْ اِلاَّ سِرًّا .

৪০২৯ মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র ও আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র)...... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যারা ইসলামের কালেমার স্বীকৃতি দিয়েছে, তাদের সংখ্যা আমাকে জানাও। আমরা বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের উপর কি আপনার সংশয় আছে? আমাদের সংখ্যা ছয়শত থেকে সাতশতের মাঝামাঝি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের জানা নেই যে, অচিরেই তোমরা বিপদ- আপদের সম্মুখীন হবে।

রাবী বলেন, অতঃপর আমরা পরীক্ষার সম্মুখীন হলাম, এমনকি আমাদের কেউ কেউ গোপনে সালাত আদায় করতেন।

٤٠٣٠ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ بَشِيْرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ لَيْلَةَ اُسْرِيَ بِهِ وَجَدَ رِيْحًا طَيِّبَةً فَقَالَ يَا جِبْرِيْلُ مَا هٰذِهِ الرِّيْحُ الطَّيِّبَةُ قَالَ هٰذِهِ رِيْحُ قَبْرِ الْمَاشِطَةِ وَابْنَيْهَا وَزَوْجِهَا قَالَ وَكَانَ بَدْءُ ذٰلِكَ اَنَّ الْخَضِرَ كَانَ مِنْ اَشْرَافِ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ وَكَانَ مَمَرُّهُ بِرَاهِبٍ فِيْ صَوْمَعَتِهِ فَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرَّاهِبُ فَيُعَلِّمُهُ الْاِسْلاَمَ فَلَمَّا بَلَغَ الْخَضِرُ زَوَّجَهُ اَبُوْهُ اِمْرَاَةً فَعَلَّمَهَا الْخَضِرُ وَاَخَذَ عَلَيْهَا اَنْ لاَ تُعْلِمَهُ اَحَدًا وَكَانَ لاَ يَقْرَبُ النِّسَاءَ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ زَوَّجَهُ اَبُوْهُ اُخْرٰى فَعَلَّمَهَا وَاَخَذَ عَلَيْهَا اَنْ لاَ تُعْلِمَهُ اَحَدًا فَكَتَمَتْ اِحْدَاهُمَا وَاَفْشَتْ عَلَيْهِ الْاُخْرٰى فَانْطَلَقَ هَارِبًا

حَتّٰى اَتٰى جَزِيْرَةً فِى الْبَحْرِ فَاَقْبَلَ رَجُلَانِ يَحْتَطِبَانِ فَرَاٰيَاهُ فَكَتَمَ اَحَدُهُمَا وَاَفْشٰى الْاٰخَرُ وَقَالَ قَدْ رَاَيْتُ الْخَضِرَ فَقِيْلَ وَمَنْ رَاٰهُ مَعَكَ قَالَ فُلَانٌ فَسُئِلَ فَكَتَمَ وَكَانَ فِىْ دِيْنِهِمْ اَنَّ مَنْ كَذَبَ قُتِلَ قَالَ فَتَزَوَّجَ الْمَرْاَةَ الْكَاتِمَةَ فَبَيْنَمَا هِىَ تَمْشُطُ ابْنَةَ فِرْعَوْنَ اِذْ سَقَطَ الْمُشْطُ فَقَالَتْ تَعِسَ فِرْعَوْنُ فَاَخْبَرَتْ اَبَاهَا وَكَانَ لِلْمَرْاَةِ ابْنَانِ وَزَوْجٌ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِمْ فَرَاوَدَ الْمَرْاَةَ وَزَوْجَهَا اَنْ يَّرْجِعَا عَنْ دِيْنِهِمَا فَاَبَيَا فَقَالَ اِنِّىْ قَاتِلُكُمَا فَقَالَ اِحْسَانًا مِنْكَ اِلَيْنَا اِنْ قَتَلْتَنَا اَنْ تَجْعَلَنَا فِىْ بَيْتٍ فَفَعَلَ فَلَمَّا اُسْرِىَ بِالنَّبِىِّ ﷺ وَجَدَ رِيْحًا طَيِّبَةً فَسَاَلَ جِبْرِيْلَ فَاَخْبَرَهُ .

৪০৩০ হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র)...... উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি মিরাজের রাতে উত্তম খোশবু পেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: হে জিবরাঈল! এই পবিত্র সুগন্ধি কিসের? তিনি বললেন: এই সুগন্ধি সেই মহিলার কবরের, (যে ফির'আউন তনয়ার) কেশ বিন্যাসকারিনী ছিল.এবং তার দুই পুত্র ও স্বামীর। রাবী বলেন : তিনি কিস্‌সাটি এভাবে শুরু করলেন: খিযির বনী ইসরাঈর সম্প্রদায়ের অভিজাত লোকদের অন্যতম ছিলেন। তিনি এক পাদ্রীর গীর্জার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। পাদ্রী তার চোখের পর্দা খুলে দিলেন এবং তাখে ইসলাম সম্পর্কে তালীম দিলেন। খিযির যৌবনে পদার্পণ করলে, তার পিতা তাঁকে এক মহিলার সাথে সাদী করিয়ে দেন। খিযির এই মহিলাকে দীনের তালীম দিলেন। তিনি তাঁর নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়ে ছিলেন যেন কারোর কাছে তাঁর পরিচয় ফাঁস করে না দেয়। তিনি স্ত্রী লোকদের সাহচর্যে থাকা পসন্দ করতেন না। পরিশেষে তিনি তাঁর স্ত্রীকে তালাক দেন। তার পিতা অন্য এক মহিলার সাথে তাঁর শাদী করিয়ে দেন। তিনি তাঁকেও দ্বীন শিক্ষা দিলেন। তাঁর নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি নিলেন যে, কারোর নিকট তাঁর কথা প্রকাশ করবে না। অতঃপর এক মহিলা এই ভেদ গোপন রাখলো এবং অপরজন প্রকাশ করে দিল। (ফিরআউন তাঁকে গ্রেফতারের পরোয়ানা জারি করলো)। তিনি দেশত্যাগ করলেন, এমন কি শেষ পর্যন্ত সমুদ্রের একটি দ্বীপে উপনীত হলেন। সেখানে দুইজন কাঠ সংগ্রহের জন্য আসলো। তারা দুইজনে খিযিরকে দেখতে পেলো। একজন তাদের পরিচয় গোপন রাখলো, পক্ষান্তরে অন্যজন প্রকাশ করে দিল। সে বললো, আমি খিযির (আ)-কে দেখেছি। তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো: তোমার সাথে তাকে আরকে দেখছে? বললো: অমুক। তখন তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে সে বিষয়টি গোপনই রাখলো। তাদের দীনের বিধানে এই ছিল যে, যে মিথ্যা বলবে তাঁকে কতল করা হবে। রাবী বলেন, অতঃপর সে গোপনকারিনী মহিলাকে বিবাহ করলো। সেই মহিলা ফিরআউন তনয়ার কেশ বিন্যাস করছিল। ইত্যবসরে তার হাত থেকে চিরুনীটা পড়ে যায় এবং তার মুখ থেকে অনিচ্ছাকৃতভাবে বেরিয়ে আসে, ফির'আউনও নিপাত যাক। ফির'আউন তনয়া এই ব্যাপারটি তার পিতাকে অবহিত করে। এই মহিলার ছিল দুই পুত্র এবং এক স্বামী। ফির'আউন তাদের সবাইকে ডেকে পাঠালো এবং মহিলাও তার স্বামীকে তাদের দীন ছেড়ে দেওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করলো। তারা উভয়ে তা অস্বীকার করলো। তখন ফির'আউন বললো: আমি

তোমাদের দুইজনকে একই কবরে দাফন করবেন। সে তাই করলো। অতঃপর যে রাতে নবী ﷺ-এর মি'রাজের ঘটনা সংঘটিত হলো, সে সময় তিনি খোশবু পেয়েছিলেন। অতঃপর তিনি জিব্রাঈল (আ)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাকে এই বিষয়ে অবহিত করেন।

٤٠٣١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ سَعْدِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ عِظَمُ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلاَءِ وَاِنَّ اللّٰهَ اِذَا اَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلاَهُمْ فَمَنْ رَضِىَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ .

৪০৩১ মুহাম্মাদ ইব্ন রুমহ্ (র).... আনাস ইব্ন মালিক (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: মুসীবত যতবড় হবে, প্রতিদানও তত বড় পাওয়া যাবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ যখন কোন জাতিকে ভালবাসেন, তাদের পরীক্ষা করে থাকেন। যে কেউ এতে সন্তুষ্ট থাকে, আল্লাহও তার প্রতি খুশী থাকেন। আর যে কেউ এতে নাখোশ তাকে, আল্লাহ ও তার প্রতি নাখোশ থাকেন।

٤٠٣٢ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ الرَّقِّىُّ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ صَالِحٍ ثَنَا اِسْحَاقُ ابْنُ يُوْسُفَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ يَحْيٰى بْنِ وَثَّابٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُؤْمِنُ الَّذِىْ يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلٰى اَذَاهُمْ اَعْظَمُ اَجْرًا مِنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِىْ لاَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَلاَ يَصْبِرُ عَلٰى اَذَاهُمْ .

৪০৩২ আলী ইব্ন মায়মুন রাক্কী (র)...... ইব্ন উমার (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "যে মু'মিন, যে মানুষের সাথে মেলামেশা করে এবং তাদের নির্যাতনের উপর ধৈর্যধারণ করে। সে ঐ মু'মিন ব্যক্তির তুলনায় অধিকতার সাওয়াবের অধিকারী, যে লোকদের সাথে মেলামেশা করে না এবং তাদের নির্যাতনের উপর সবর করে না।

٤٠٣٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ طَعْمَ الْاِيْمَانِ وَقَالَ بُنْدَارٌ حَلاَوَةَ الْاِيْمَانِ مَنْ كَانَ يُحِبُّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ اِلاَّ لِلّٰهِ وَمَنْ كَانَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ كَانَ اَنْ يُلْقٰى فِى النَّارِ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ اَنْ يَّرْجِعَ فِى الْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْقَذَهُ اللّٰهُ مِنْهُ .

৪০৩৩ মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্নাও মুহাম্মাদ ইব্ন বাশশার (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তিনটি জিনিস যার মধ্যে আছে সেই ঈমানের প্রকৃত স্বাদ পেয়েছে।

বিনদার বলেন: ঈমানের মিষ্ট স্বাদ পেয়েছে। (১) যে ব্যক্তি কারোর সাথে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই বন্ধুত্ব স্থাপন করে, (২) যে ব্যক্তির কাছে সব কিছুর চাইতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক প্রিয়। (৩) যে ব্যক্তি ঈমান আনার পরে কুফরের দিকে ফিরে যাওয়ার চাইতে, অগ্নির মাঝে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অধিকতর প্রিয় মনে করে। যখন আল্লাহ তাকে তা থেকে রক্ষা করেন।

٤٠٣٤ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِىُّ ثَنَا ابْنُ اَبِى عَدِيٍّ ح وَحَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ ابْنُ سَعِيْدٍ الْجَوْهَرِىُّ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالاَ ثَنَا رَاشِدُ اَبُوْ مُحَمَّدٍ الْحِمَّانِىُّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ اُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ اَبِى الدَّرْدَآءِ قَالَ اَوْصَانِى خَلِيْلِى ﷺ اَنْ لاَ تُشْرِكْ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَاِنْ قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ وَلاَ تَتْرُكْ صَلاَةً مَكْتُوْبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ وَلاَ تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَاِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ .

৪০৩৪ হুসাইন ইব্‌ন হাসান মারওয়াযী (র)....... আবূ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বন্ধু (রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে অসীয়্যত করেছেন যে, আল্লাহর সংগে কিছু শরীক করবে না, যদিও তোমাকে টুকরো টুকরো করা হয়, কিংবা আগুনে ভস্মীভূত করা হয়। আর ইচ্ছাকৃতভাবে ফরয সালাত ছেড়ে দিবে না। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় তা ছেড়ে দেয়, তার থেকে (আল্লাহর) জিম্মা উঠে যায়। আর মদ পান করবে না। কেননা, তা সমস্ত পাপ কাজের (উৎস)।

٢٤. بَابُ شِدَّةِ الزَّمَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ যামানার কঠোরতা

٤٠٣٥ حَدَّثَنَا غِيَاثُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّحَبِىُّ اَنْبَانَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ سَمِعْتُ ابْنَ جَابِرٍ يَقُوْلُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عَبْدِ رَبِّهِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا اِلاَّ بَلاَءٌ وَفِتْنَةٌ .

৪০৩৫ গিয়াস ইব্‌ন জাফর রাহবী (র)....... মু'আবিয়াহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি: দুনিয়াতে বালা-মুসীবত ও ফিত্না ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

٤٠٣٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ قُدَامَةَ الْجُمَحِىُّ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ اَبِى الْفُرَاتِ عَنِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَيَاْتِى عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتٌ يُصَدَّقُ فِيْهَا الْكَاذِبُ

وَيُكَذَّبُ فِيْهَا الصَّادِقُ وَيُؤْتَمَنُ فِيْهَا الْخَائِنُ وَيَخُوْنُ فِيْهَا الْاَمِيْنُ وَيَنْطِقُ فِيْهَا الرُّوَيْبِضَةُ قِيْلَ وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ قَالَ الرَّجُلُ التَّافِهُ فِىْ اَمْرِ الْعَامَّةِ .

৪০৩৬ আবূ বাকর ইব্‌ন শায়বা (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অচিরেই লোকদের উপর ধোকাবাজির বছরগুলি আসবে। সে সময় মিথ্যাবাদী বলে গন্য হবে এবং সত্যবাদীর উপর মিথ্যারোপ করা হবে। আমানতের খিয়ানতকারীকে আমানতদার বলা হবে এবং আমানতদার তাতে খিয়ানত করবে। বদলোকেরা নেতৃত্ব করবে। (জিজ্ঞাসা করা হলো : الرويبضة কি? তিনি বললেন : সাবধান যে লোকের দৃষ্টিতে নীচ প্রকৃতির লোক)।

٤٠٣٧ حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ الْاَسْلَمِيِّ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتّٰى يَمُرَّ الرَّجُلُ عَلَى الْقَبْرِ فَيَتَمَرَّغُ عَلَيْهِ وَيَقُوْلُ يَالَيْتَنِىْ كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبِ هٰذَا الْقَبْرِ وَلَيْسَ بِهِ الدِّيْنُ اِلَّا الْبَلَاءُ .

৪০৩৭ ওয়াসিল ইব্‌ন আবদুল আলা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সেই মহান সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার জান। দুনিয়া ধ্বংস হবে না যতক্ষণ না এক ব্যক্তি কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলবে হায়! আমি যদি কবরবাসীর স্থানে থাকতে পারতাম! তার কোন দীন নেই, বালা মুসিবত ছাড়া।

٤٠٣٨ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ حُمَيْدٍ يَعْنِىْ مَوْلَى مُسَافِعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَتُنْتَقَوُنَّ كَمَا يُنْتَقَى التَّمْرُ مِنْ اَغْفَالِهِ فَلَيَذْهَبَنَّ خِيَارُكُمْ وَلَيَبْقَيَنَّ شِرَارُكُمْ فَمُوْتُوْا اِنِ اسْتَطَعْتُمْ .

৪০৩৮ উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের বাছাই করা হবে, যেমনিভাবে ভাল খেজুর মন্দ খেজুর থেকে আলাদা করা হয়। তোমাদের মধ্যকার ভাললোকগুলো চলে যাবে এবং মন্দলোকগুলো অবশ্যই থেকে যাবে অবশিষ্ট। যদি মরতে পার, তাহলে মরে যেতে চেষ্টা করো।

٤٠٣٩ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِيْسَ الشَّافِعِىُّ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْجَنَدِىُّ عَنْ اَبَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا يَزْدَادُ الْاَمْرُ اِلَّا شِدَّةً وَلَا الدُّنْيَا اِلَّا اِدْبَارًا وَلَا النَّاسُ اِلَّا شُحًّا وَلَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ اِلَّا عَلَى شِرَارِ النَّاسِ وَلَا الْمَهْدِىُّ اِلَّا عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ .

৪০৩৯ ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র)......আনান ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দিনে দিনে কঠোরতা বেড়েই চলবে। দুনিয়াতে অভাব-অন্টন ও দুর্ভিক্ষের আধিক্য দেখা দিবে। কৃপণ লোকদের সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাবে। মন্দ প্রকৃতির লোকদের উপরই কিয়ামত সংঘটিত হবে। ঈসা ইব্‌ন মারয়াম (আ) ব্যতিরেকে কোন মাহদী নেই।

٢٥. بَابُ اِشْرَاطِ السَّاعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ কিয়ামাতের আলামত

٤٠٤٠ حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَاَبُوْ هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ ابْنُ عَيَّاشٍ ثَنَا اَبُوْ حَصِيْنٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَجَمَعَ بَيْنَ اِصْبَعَيْهِ .

৪০৪০ হান্নাদ ইব্‌ন সারী ও আবূ হিশাম রিফাঈ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াযীদ (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি এবং কিয়ামত এমনিভাবে প্রেরিত হয়েছি- এই বলে তিনি তাঁর দুইট আংগুলকে মিলালেন।

٤٠٤١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ فُرَاتِ الْقَزَّازِ عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اَسِيْدٍ قَالَ اطَّلَعَ عَلَيْنَا النَّبِىُّ ﷺ مِنْ غُرْفَةٍ وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ السَّاعَةَ فَقَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَكُوْنَ عَشْرُ اٰيَاتٍ الدَّجَّالُ وَالدُّخَانُ وَطُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا .

৪০৪১ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... হুযায়ফা ইব্‌ন আসীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁর হুজরা শরীফ থেকে আমাদের পানে উঁকি দিয়ে তাকালেন। আমরা তখন কিয়ামত সম্পর্কে পরস্পরে আলোচনা করছিলাম। তখন তিনি বললেন: দশটি আলামত প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে কিয়ামত সংঘটিত হবে না: দাজ্জালের অভ্যুদয়, ধূয়া, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় হওয়া।

٤٠٤٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنِىْ بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِىُّ حَدَّثَنِىْ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الْاَشْجَعِىُّ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ وَهُوَ فِىْ خِبَاءٍ مِنْ اَدَمٍ فَجَلَسْتُ بِفِنَاءِ الْخِبَاءِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُدْخُلْ يَا عَوْفُ فَقُلْتُ بِكُلِّىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بِكُلِّكَ ثُمَّ قَالَ يَا عَوْفُ احْفَظْ خِلاَلاً سِتًّا بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ اِحْدَاهُنَّ مَوْتِىْ قَالَ فَوَجَمْتُ عِنْدَهَا وَجْمَةً شَدِيْدَةً فَقَالَ قُلْ اِحْدٰى ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ

الْمَقْدِسِ ثُمَّ دَاءٌ يَظْهَرُ فِيكُمْ يَسْتَشْهِدُ اللّٰهُ بِهِ ذَرَارِيكُمْ وَاَنْفُسَكُمْ وَيُزَكِّي بِهِ اَعْمَالَكُمْ ثُمَّ تَكُوْنُ الْاَمْوَالُ فِيكُمْ حَتّٰى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِيْنَارٍ فَيَظَلَّ سَاخِطًا وَفِتْنَةٌ تَكُوْنُ بَيْنَكُمْ لَا يَبْقَى بَيْتُ مُسْلِمٍ اِلَّا دَخَلَتْهُ ثُمَّ تَكُوْنُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْاَصْفَرِ هُدْنَةٌ فَيَغْدِرُوْنَ بِكُمْ فَيَسِيْرُوْنَ اِلَيْكُمْ فِي ثَمَانِيْنَ غَايَةٍ تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اِثْنَا عَشَرَ اَلْفًا .

৪০৪২ আবদুর রাহমান ইব্ন ইব্রাহীম (র)...... আউফ ইব্ন আশজাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে উপস্থিত হলাম। সে সময় তিনি গুযওয়ায়ে তাবূকের ময়দানে একটি চামড়ার তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। আমি তাবুর এক কোনায় গিয়ে বসলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হে আউফ! ভেতরে চলে এসো। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি পূরাপুরিভাবে প্রবেশ করবো? তিনি বললেন : হাঁ, তুমি সশরীরে এসো। অতঃপর তিনি বললেন, হে আউফ! কিয়ামতের পূর্বে ছয়টি আলামত প্রকাশ পাবে এগুলো স্মরণে রেখো। একটি হচ্ছে আমার ওফাত। আউফ (রা) বললেন : আমি একথা শুনে খুবেই মর্মাহত হলাম। অতঃপর তিনি বললেন : এরপর বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয় এরপর তোমাদের মধ্যে এমন এক মহামারী ছড়িয়ে পড়েবে, যার দ্বারা আল্লাহ সমূহ পরিশুদ্ধ করবেন। এরপর তোমাদের হাতে অগাধ ধন- সম্পদ পুঞ্জিভূত হবে, এমনকি জনপ্রতি একশ দীনার (স্বর্ণমূদ্রা) পাবে, এতও সে নাখোশ হবে। আর তোমাদের মাঝে এমন একটি ফিত্না পয়দা হবে, যা থেকে কোন মুসলমানের ঘর রেহাই পাবে না। আর তোমাদের মাঝে এমন একটি ফিতনা পয়দা হবে, যা থেকে কোন মুসলমোনের ঘর রেহাই পাবে না। এর পর বানু আসফার অর্থাৎ রোমক খ্রিস্টানদের সাথে তোমাদের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হবে। অতঃপর তারা তোমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে এবং আশিটি পতাকাতলে সমবেত হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। প্রত্যেক পতাকার অধীনে বার হাযার সৈন্য থাকবে।

٤٠٤٣ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ ثَنَا عَمْرٌو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَقْتُلُوْا اِمَامَكُمْ وَتَجْتَلِدُوْا بِاَسْيَافِكُمْ وَيَرِثُ دُنْيَاكُمْ شِرَارُكُمْ .

৪০৪৩ হিশাম ইব্ন আম্মার (র)...... হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের ইমাম (নেতা) -কে হত্যা করবে, (ইমাম দ্বারা উসমান, আলী, হাসান ও হুসাইনকে বুঝানো হয়েছে)। এবং নিজেদের তরবারী দ্বারা লড়ে মরবে এবং তোমাদের মন্দ ব্যক্তিরা দুনিয়ার ওয়ারিস (কর্তৃত্বের মালিক) হবে।

٤٠٤٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ اَبِىْ حَيَّانَ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ فَاَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَتَى السَّاعَةُ فَقَالَ مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَلٰكِنْ سَاُخْبِرُكَ عَنْ اَشْرَاطِهَا اِذَا وَلَدَتِ الْاَمَةُ رَبَّتَهَا فَذَاكَ مِنْ اَشْرَاطِهَا وَاِذَا كَانَتِ الْحُفَاةُ الْعُرَاةُ رُءُوْسَ النَّاسِ فَذَاكَ مِنْ اَشْرَاطِهَا وَاِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الْغَنَمِ فِى الْبُنْيَانِ فَذَاكَ مِنْ اَشْرَاطِهَا فِىْ خَمْسٍ لاَ يَعْلَمُهُنَّ اِلاَّ اللّٰهُ فَتَلاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ اَلْآيَةَ .

৪০৪৪ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)…. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাদের সাথে বসা ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বললো: হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে? তিনি বললেন: জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি এ বিষয়ে প্রশ্নকারীর চাইতে অধিক জ্ঞাত নন। তবে আমি এর কতিপয় আলামত সম্পর্কে খবর দেব: যখন দাসী তার প্রভুকে প্রসব করবে- তখন কিয়ামতের একটি আলামত। যখন নগ্নপদ ও নগ্নদেহ বিশিষ্ট লোকেরা সমাজের নেতা হবে, তখন এটা ও কিয়ামতের আলামত। আর যখন বকরী পালের রাখালেরা সুরম্য অট্টালিকায় বসবাস করবে, তখন এটা ও এরএকটা আলামত। (তিনি বললেন:) পাঁচটি বিষয় যা আল্লাহর ছাড়া আর কেউ-ই অবহিত নন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন :

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَافِى الْاَرْحَامِ

“কিয়ামাতের জ্ঞান কেবল আল্লাহর নিকট রয়েছে। তিনি বৃষ্টিবর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন যা জরায়ুতে রয়েছে। কেহ জানে না আগামীকাল সে কি অর্জন করবে এবং কোন প্রাণী জানে না কোন স্থানে তার মৃত্যু হবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সব বিষয়ে অবহিত।” (৩১ ঃ ৩৪)।

٤٠٤٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالاَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اَلاَ اُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لاَ يُحَدِّثُكُمْ بِهِ اَحَدٌ بَعْدِىْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ اِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ وَيَفْشُوَ الزِّنَا وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَذْهَبَ الرِّجَالُ وَيَبْقَى النِّسَاءُ حَتّٰى يَكُوْنَ لِخَمْسِيْنَ اِمْرَاَةً قَيِّمٌ وَاحِدٌ .

৪০৪৫ মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশশার ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না (র)….. আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কি তোমাদের কাছে একটি হাদীস বর্ননা করনো না, যা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি? আমার পরে সেই হাদীসখানি তোমাদের কাছে কেই বর্ণনা করবে না; আমি তারা থেকে

শুনেছি: কিয়ামতের আলামত হচ্ছে: ইল্ম উঠিয়ে নেওয়া হবে, অজ্ঞতা প্রকাশ পাবে, যিনা ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়বে, মদপান করা হবে, পুরুষদের মৃত্যু হবে এবং নারীরা জীবিত থাকবে। এমনকি পঞ্চাশজন স্ত্রীলোকের রক্ষণাবেক্ষণকারী হবে একজন পুরুষ।

٤٠٤٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَحْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ فَيَقْتَتِلُ النَّاسُ عَلَيْهِ فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ تِسْعَةٌ .

৪০৪৬ আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ফুরাত নদীতে সোনার পাহাড় না জাগা পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না এবং লোকেরা সেখানে যুদ্ধ বিগ্রহ করবে। তাদের প্রতি দশজনে নয়জন মারা যাবে।

٤٠٤٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَرْوَانَ الْعُثْمَانِىُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنِ الْعَلاَءِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَفِيْضَ الْمَالُ وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ قَالُوْا وَمَا الْهَرْجُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ الْقَتْلُ ثَلاَثًا .

৪০৪৭ আবূ মারওয়ান উসমানী (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ধন-সম্পদের প্রচুর্য, ফিতনা- ফাসাদ প্রকাশ ও হারাজ (حرج) এর আধিক্যতা না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। সাহাবা কিরাম (রা) বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! 'হারাজ' কি? তিনি তিনবার বললেন: হত্যা, হত্যা।

٢٦. بَابُ ذَهَابِ الْقُرْاٰنِ وَالْعِلْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন ও ইল্ম উঠে যাওয়া

٤٠٤٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ زِيَادِ بْنِ لَبِيْدٍ قَالَ ذَكَرَ النَّبِىُّ ﷺ شَيْئًا فَقَالَ ذَاكَ عِنْدَ اَوَانِ ذَهَابِ الْعِلْمِ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ وَنَحْنُ نَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ وَنُقْرِئُهُ اَبْنَاءَنَا وَيُقْرِئُهُ اَبْنَاؤُنَا اَبْنَاءَهُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ ثَكِلَتْكَ اُمُّكَ زِيَادُ اِنْ كُنْتُ لاَرَاكَ مِنْ اَفْقَهِ رَجُلٍ بِالْمَدِيْنَةِ اَوَ لَيْسَ هٰذِهِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى يَقْرَؤُوْنَ التَّوْرَاةَ وَالْاِنْجِيْلَ لاَ يَعْمَلُوْنَ بِشَىْءٍ مِمَّا فِيْهِمَا .

৪০৪৮ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... যিয়াদ ইব্‌ন লাবীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ কোন এক বিষয়ে আলোচনা করলেন। তারপর তিনি বললেন: এটা সে সময়কার কথা, যখন ইল্‌ম উঠে যাবে। আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! কিভাবে ইল্‌ম উঠে যাবে? অথচ আমরা কুরআন পড়ছি, তা আমাদের সন্তান সন্ততিদের পড়াচ্ছি এবং তারাও তা আমাদের ও তাদের সন্তান সন্ততিদের শিক্ষা দিবে কিয়ামত পর্যন্ত। তিনি বললেন ঃ হে যিয়াদ! তোমার মা তোমার জন্য বিলাপ করুক! (এ আরবদের পরিভাষা, বদ দু'আ নয়)। আমি তোমাকে মদীনার অধিক বুদ্ধিমান ব্যক্তি জানতাম। এই ইয়াহুদী ও নাসারারা কি তাওরাত ও ইন্‌জীল পড়ে না, কিন্তু তারা তো এ দু'টি গ্রন্থে যা আছে, তা আমল করে না?

٤٠٤٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ اَبِيْ مَالِكٍ الْاَشْجَعِيِّ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْرُسُ الْاِسْلَامُ كَمَا يَدْرُسُ وَشْيُ الثَّوْبِ حَتّٰى لَا يُدْرٰى مَا صِيَامٌ وَلَا صَلَاةٌ وَلَا نُسُكٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَيُسْرٰى عَلٰى كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فِيْ لَيْلَةٍ فَلَا يَبْقٰى فِى الْاَرْضِ مِنْهُ اٰيَةٌ وَتَبْقٰى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيْرُ وَالْعَجُوْزُ يَقُوْلُوْنَ اَدْرَكْنَا اٰبَاءَنَا عَلٰى هٰذِهِ الْكَلِمَةِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَنَحْنُ نَقُوْلُهَا فَقَالَ لَهُ صِلَةُ مَا تُغْنِىْ عَنْهُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَهُمْ لَا يَدْرُوْنَ مَا صَلَاةٌ وَلَا صِيَامٌ وَلَا نُسُكٌ وَلَا صَدَقَةٌ فَاَعْرَضَ عَنْهُ حُذَيْفَةُ ثُمَّ رَدَّهَا عَلَيْهِ ثَلَاثًا كُلَّ ذٰلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ حُذَيْفَةُ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْهِ فِى الثَّالِثَةِ فَقَالَ يَا صِلَةُ تُنْجِيْهِمْ مِنَ النَّارِ ثَلَاثًا .

৪০৪৯ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)....... হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইসলাম পুরাতন হয়ে যাবে, যেমনিভাবে কাপড়ের উপর বুনট করা ফুল পাতা পুরাতন হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থা হবে যে, কেউ জানবে না, সিয়াম কি, সালাত কি, কুরবানী কি এবং সাদাকা (যাকাত) কি জিনিস? আর মহান আল্লাহর কিতাব কতিপয় দল অবশিষ্ট থাকবে তাদের মধ্যকার বৃদ্ধ- বৃদ্ধারা এই কথা বলে বেড়াবে, আমরা আমাদের প্রিতৃপুরুষের এই কথার উপরে পেয়েছি তারা বলতেন لا اله الا اللّٰه (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই)। সুতরাং আমরাও সেই কথা বলতে থাকবো। তখন তাকে সিলাহ বললেন : لا اله الا اللّٰه বললে তাদের কি ফায়দা হবে? অথচ তারা জানে না সালাত কি, সিয়াম কি, কুরবানী কি, এবং সাদাকা কি? হুযায়ফা (রা) তার দিক থেকে তিন বার মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কিন্তু সিলাহ ইব্‌ন যুফার (র) কথাটি হুযায়াফা (রা)-এর কাছে তিনবার বললেন। কিন্তু প্রত্যেকবারই তিনি প্রশ্ন এড়িয়ে গেলেন। অতঃপর তৃতীয়বারে তিনি তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন: হে সিলাহ। এই কলিমা তাদেরকে জাহান্নাম থেকে নাজাত দিবে- এই কথাটি তিনি তিনবার বললেন।

٤٠٥٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا اَبِىْ وَوَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَكُوْنُ بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ اَيَّامٌ يُرْفَعُ فِيْهَا الْعِلْمُ وَيَنْزِلُ فِيْهَا الْجَهْلُ وَيَكْثُرُ فِيْهَا الْهَرْجُ وَالْهَرْجُ الْقَتْلُ .

৪০৫০ মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র).... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের পূর্বক্ষণে এমন একটা কাল আসবে, যখন ইল্ম উঠিয়ে নেওয়া হবে, এবং অজ্ঞতা প্রসারিত হবে, হারাজ বৃদ্ধি পাবে। আর হারাজ হলো: হত্যা।

٤٠٥١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ اَيَّامًا يَنْزِلُ فِيْهَا الْجَهْلُ وَيُرْفَعُ فِيْهَا الْعِلْمُ وَيَكْثُرُ فِيْهَا الْهَرْجُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْهَرْجُ قَالَ الْقَتْلُ .

৪০৫১ মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র ও আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র).... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের পরে এমন যুগ আসবে, যখন অজ্ঞতা ছেয়ে যাবে এবং ইল্ম উঠিয়ে নেওয়া হবে, আর 'হারজ' বৃদ্ধি পাবে। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! 'হারজ' কি? তিনি বললেন : 'হারজ' হলো: হত্যা আর হত্যা।

٤٠٥٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعِلْمُ وَيُلْقَى الشُّحُّ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَمَا الْهَرْجُ قَالَ الْقَتْلُ .

৪০৫২ আবূ বাকর (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মারফূ সনদে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যামানা সংক্ষিপ্ত হয়ে যাবে (বিলাস ব্যসনের দরুণ)। 'ইল্ম' হ্রাস পাবে এবং কৃপণতা বিস্তৃত হবে, ফিত্না প্রকাশ পাবে, এবং হারজ বৃদ্ধি পাবে। তারা বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! 'হারজ' কি? তিনি বললেন: কতল বা হত্যা।

٢٧. بَابُ ذَهَابِ الْاَمَانَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ আমানত উঠে যাওয়া

٤٠٥٣ حَدَّثَنَا عَلِىُّ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَدِيْثَيْنِ قَدْ رَاَيْتُ اَحَدَهُمَا وَاَنَا اَنْتَظِرُ الْاٰخَرَ حَدَّثَنَا

اَنَّ الْاَمَانَةَ نَزَلَتْ فِيْ جَذْرِ قُلُوْبِ الرِّجَالِ قَالَ الطَّنَافِسِيُّ يَعْنِيْ وَسْطَ قُلُوْبِ الرِّجَالِ وَنَزَلَ الْقُرْاٰنُ فَعَلِمْنَا مِنَ الْقُرْاٰنِ وَعَلِمْنَا مِنَ السُّنَّةِ ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا فَقَالَ يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُرْفَعُ الْاَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ اَثَرُهَا كَاَثَرِ الْوَكْتِ ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُنْزَعُ الْاَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ اَثَرُهَا كَاَثَرِ الْمَجْلِ كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلٰى رِجْلِكَ فَنَفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيْهِ شَيْءٌ ثُمَّ اَخَذَ حُذَيْفَةُ كَفًا مِّنْ حَصًى فَدَحْرَجَهُ عَلٰى سَاقِهِ قَالَ فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُوْنَ وَلَا يَكَادُ اَحَدٌ يُؤَدِّي الْاَمَانَةَ حَتّٰى يُقَالَ اِنَّ فِيْ بَنِيْ فُلَانٍ رَجُلاً اَمِيْنًا وَحَتّٰى يُقَالَ لِلرَّجُلِ مَا اَعْقَلَهُ وَاَجْلَدَهُ وَاَظْرَفَهُ وَمَا فِيْ قَلْبِهِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنْ اِيْمَانٍ وَلَقَدْ اَتٰى عَلَيَّ زَمَانٌ وَلَسْتُ اُبَالِيْ اَيُّكُمْ بَايَعْتُ لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ اِسْلَامُهُ وَلَئِنْ كَانَ يَهُوْدِيًّا اَوْ نَصْرَانِيًّا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ سَاعِيْهِ فَاَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ لاُبَايِعَ اِلاَّ فُلَانًا وَفُلَانًا .

৪০৫৩ আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র)...... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট দু'টি হাদীস বর্ণনা করলেন, যার একটা আমি নিজেই প্রত্যক্ষ করেছি এবং আমি অপরটির অপেক্ষায় আছি। তিনি বলেছেন : আমানত লোকদের অন্তকরণ থেকে উঠে যাবে। তানাফেসী (র) বলেন : অর্থাৎ মানুষের অন্তরের মধ্যস্থল। অতঃপর কুরআন নাযিল হলো এবং শিক্ষা করলাম এবং সুন্নাহ থেকে ও শিক্ষা গ্রহণ করলাম। অতঃপর তিনি আমাদের নিকট আমানত উঠে যাওয়ার অবস্থা বর্ণনা করেন। তখন তিনি বলেন: মানুষ গভীর নিদ্রায় থাকবে, তখন তার কাল্ব থেকে আমানত উঠিয়ে নেওয়া হবে। অবশ্য তার একটা চিহ্ন বিন্দুর আকারে তার কলবে থেকে যাবে। অতঃপর সে নিদ্রায় বিভোর থাকবে, তখন তার অন্তর থেকে আমানতকে উঠিয়ে নেওয়া হবে। তবে তার নিদর্শন ফোঁসকা উঠার মত রয়ে যাবে। যেমনিভাবে একটি আগুনের প্রজ্জ্বলিত শিখা পায়ে লাগিয়ে দিলে ফোসকা পড়ে যায়। তখন তুমি তা ফোলা অবস্থায় দেখতে পাবে, কিন্তু তার কিছুই নেই। অতঃপর হুযায়ফা (রা) হাতের মুটি ভরে মাটি নিলেন এবং নিজের হাটুর নিচে ছড়িয়ে দিলেন। তিনি বলেন : লোকেরা সকাল বেলা বায়'আত গ্রহণ করবে, কিন্তু তাদের মধ্যে কেউই আমানতদার থাকবে না, শেষ পর্যন্ত বলা হবে যে, অমুক গোত্রে একজন আমানতদার লোক আছে। এমনকি এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হবে: সে কতবড় জ্ঞানী, প্রজ্ঞাবান, ভদ্র ও শরীফ, কিন্তু তার অন্তরে সরিষার দানা বরাবর ঈমানও থাকেবে না। আমার উপরেই একটি যুগ অতিবাহিত হয়েছে। তবে তোমাদের মধ্য থেকে কারও কাছ থেকে বায়'আত গ্রহণে আমার কোন পরোয়া ছিল না। যদি সে মুসলমান হয়, তাহলে তার ইসলামই তাকে অন্যায় পথ থেকে ফিরিয়ে রাখবে। কিন্তু যদি সে ইয়াহুদী কিংবা নাসারা হয়, তাহলে তাদের চেষ্টা আরও বৃদ্ধি পাবে। তবে আজকের দিনে অমুক, অমুক ব্যক্তি ব্যতিরেকে আমি কারোর কাছে বায়'আত গ্রহণ করতে পারছি না।

٤٠٥٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ اَبِي الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ اَبِيْ شَجَرَةَ كَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اِذَا اَرَادَ اَنْ يُّهْلِكَ عَبْدًا نَزَعَ مِنْهُ الْحَيَاءَ فَاِذَا نَزَعَ مِنْهُ الْحَيَاءَ لَمْ تَلْقَهُ اِلاَّ مَقِيْتًا مُمَقَّتًا فَاِذَا لَمْ تَلْقَهُ اِلاَّ مَقِيْتًا مُمَقَّتًا نُزِعَتْ مِنْهُ الْاَمَانَةُ فَاِذَا نُزِعَتْ مِنْهُ الْاَمَانَةُ لَمْ تَلْقَهُ اِلاَّ خَائِنًا مُخَوَّنًا فَاِذَا لَمْ تَلْقَهُ اِلاَّ خَائِنًا مُخَوَّنًا نُزِعَتْ مِنْهُ الرَّحْمَةُ فَاِذَا نُزِعَتْ مِنْهُ الرَّحْمَةُ لَمْ تَلْقَهُ اِلاَّ رَجِيْمًا مُلَعَّنًا فَاِذَا لَمْ تَلْقَهُ اِلاَّ رَجِيْمًا مُلَعَّنًا نُزِعَتْ مِنْهُ رِبْقَةُ الْاِسْلاَمِ .

৪০৫৪ মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসাফ্‌ফা (র)..... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ধ্বংস করতে চান, তখন তার থেকে লজ্জা শরম কেড়ে নেন। আর যখন তিনি তার থেকে লজ্জা শরম ছিনিয়ে নেন, তখন তিনি তার উপর সর্বদা ক্রোধান্বিত থাকেন। সর্বক্ষণ তার উপরে আল্লাহর গযব থাকার কারণে তার অন্তর থেকে আমানত উঠিয়ে নেওয়া হয়। আর যখন তার আমানত উঠিয়ে নেওয়া হবে, তখন তুমি তাকে চরম বিশ্বাসঘাতক ব্যতীত আর কিছুই পাবে না। আর যখন তুমি তাকে বিশ্বাসঘাতক ছাড়া আর কিছুই পাবে না, তখন তার থেকে রহমত উঠিয়ে নেওয়া হবে। আর যখন তার থেকে রহমাত উঠিয়ে নেওয়া হবে, তখন তুমি তাকে একটা বিতাড়িত (শয়তান) পাবে। আর যখন তুমি তাকে অভিশপ্ত, বিতাড়িত (শয়তান) হিসাবে পাবে, তখন ইসলামের রজ্জু তার কাঁধ থেকে উঠিয়ে নেওয়া হবে।

٢٨. بَابُ الْاٰيَاتِ

অনুচ্ছেদ ঃ কিয়ামতের আলামত

٤٠٥٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ اَبِي الطُّفَيْلِ الْكِنَانِيِّ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اَسِيْدٍ اَبِيْ سَرِيْحَةَ قَالَ اِطَّلَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ غُرْفَةٍ وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ السَّاعَةَ فَقَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَكُوْنَ عَشْرُ اٰيَاتٍ طُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَالدَّجَّالُ وَالدُّخَانُ وَالدَّابَّةُ وَيَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ وَخُرُوْجُ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَثَلاَثُ خُسُوْفٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِجَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدَنِ اَبْيَنَ تَسُوْقُ النَّاسَ اِلَى الْمَحْشَرِ تَبِيْتُ مَعَهُمْ اِذَا بَاتُوْا وَتَقِيْلُ مَعَهُمْ اِذَا قَالُوْا

৪০৫৫ আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র).... হুযায়ফা ইব্ন আসীদ আবূ সারীহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ হুজরা শরীফ থেকে বের হলেন, আর এ সময় আমরা কিয়ামত সম্পর্কে পরস্পরে আলোচনা করছিলাম। তখন তিনি বললেন: দশটি আলামত (পর্বলক্ষণ) প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় হওয়া, মাসীহ দাজ্জালের আবির্ভাব, ধুঁয়া হওয়া, দাব্বাতুল ও ইয়াজূজ মা'জূজের আবির্ভাব। (নুহ (আ) -এর পুত্র ইয়াফেস এর বংশধরদের থেকে এই দু'টো সম্প্রদায় আবির্ভূত হবে)। ঈসা ইব্ন মারয়াম (আ)-এর অবতরণ, তিনটি ভূমিধস: পূর্বাদেশে ভূমিধস পাওয়া, পশ্চিম দেশে ভূমিধস হওয়া আর জাযীরাতুল আরবে ভূমিধস হওয়া। এডেনের নিম্নভূমি 'আবইয়ান' নামক স্থান থেকে এক আগুন ছড়িয়ে পড়বে,তা মানুষকে হাশরের ময়দানের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে। এই আগুন তাদের সাথে রাত্রিবাস করবে, যখন তারা (মানুষেরা) রাতে অবস্থান করবে এবং তা তাদের সাথে দ্বিপ্রহরে আরাম করবে। যখন তারা কায়লুল্লাহ করবে।

٤٠٥٦ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سِتًّا طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَالدُّخَانَ وَدَابَّةَ الْأَرْضِ وَالدَّجَّالَ وَخُوَيْصَّةَ أَحَدِكُمْ وَأَمْرَ الْعَامَّةِ .

৪০৫৬ হারমালাহ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ছয়টি জিনিস প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই নেক আমল সম্পাদনে জলদি কর: পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় হওয়া, ধুয়া হওয়া, দাব্বাতুল আরদা এর প্রকাশ পাওয়া, দাজ্জালের আবির্ভাব হওয়া এবং তোমাদের প্রত্যেকের জন্য বিশেষ বিপদ (মৃত্যু) আসা। আর পর্থিব কাজের ব্যস্ততা নেককাজ থেকে বিরত থাকা।

٤٠٥٧ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ ثَنَا عَوْنُ بْنُ عُمَارَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُثَنَّى بْنِ ثُمَامَةَ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ الْآيَاتُ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ .

৪০৫৭ হাসান ইব্ন আলী আল-খাল্লাল (র)....... আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের (ছোট) আলামতসমূহ দুইশত বছর পরে প্রকাশ পাবে।

٤٠٥٨ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُغَفَّلٍ عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ أُمَّتِي عَلَى

خَمْسِ طَبَقَاتٍ فَارْبَعُوْنَ سَنَةَ اَهْلُ بِرٍّ وَتَقْوَى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ اِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةِ سَنَةٍ اَهْلُ تَرَاحُمٍ وَتَوَاصُلٍ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ اِلَى سِتِّيْنَ وَمِائَةِ سَنَةٍ اَهْلُ تَدَابُرٍ وَتَقَاطُعٍ ثُمَّ الْهَرْجُ الْهَرْجُ النَّجَا النَّجَا .

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا خَازِمُ اَبُوْ مُحَمَّدٍ الْعَنَزِيُّ ثَنَا الْمِسْوَرُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ اَبِى مَعْنٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمَّتِى عَلَى خَمْسِ طَبَقَاتٍ كُلُّ طَبَقَةٍ اَرْبَعُوْنَ عَامًا فَامَّا طَبَقَتِى وَطَبَقَةُ اَصْحَابِى فَاَهْلُ عِلْمٍ وَاِيْمَانٍ وَاَمَّا الطَّبَقَةُ الثَّانِيَةُ مَا بَيْنَ الْاَرْبَعِيْنَ اِلَى الثَّمَانِيْنَ فَاَهْلُ بِرٍّ وَتَقْوَى ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ .

৪০৫৮ নাসর ইব্ন আলী জাহযামী (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার উম্মাত পাঁচটি স্তরে বিভক্ত হবে: চল্লিশ বছর পর্যন্ত নেক ও মুত্তাকীরা থাকবেন। পরবর্তী একশত বিশ বছর থাকবেন সে সব লোক, যারা পারস্পরিক সহানুভূতি ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বহাল রাখবেন। তৎপরবর্তী একশত ষাট বছর পর্যন্ত সে সব লোক অবস্থান করবে, যারা আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদ করবে। একে অন্যের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে। তৎপরবর্তীকালে শুধুমাত্র কতল, আর কতল বাকী থাকবে। এর থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাও।

নাসর ইব্ন আলী (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মাত পাঁচটি স্তরে বিন্যস্ত হবে : প্রত্যেকটি স্তর চল্লিশ বছর স্থায়ী হবে। তবে আমার ও আমার সাহাবীদের দলটি (স্তরটি) হবে জ্ঞানী-গুনীও ঈমানদারদের (দল)। আর দ্বিতীয় স্তর চল্লিশ থেকে আশি বছর পর্যন্ত নেক্কার ও মুত্তাকীদের যামানা। অতঃপর তিনি উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ননা করেন।

٢٩. بَابُ الْخُسُوْفِ

অনুচ্ছেদ ঃ ভূমি ধস

٤٠٥٩ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ ثَنَا بَشِيْرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ طَارِقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ مَسْخٌ وَخَسْفٌ وَقَذْفٌ .

৪০৫৯ নাসর ইব্ন আলী জাহযামী (র)....... আবদুল্লাহ (রা) সুত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিয়ামতের পূর্বে মাস্খ (চেহারা বিকৃতি)খাস্ফ (ভূমিধস) এবং কাযফ (শিলাবৃষ্টি) হবে।

٤٠٦٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُصْعَبٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِىْ حَازِمِ ابْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ يَكُوْنُ فِىْ آخِرِ اُمَّتِىْ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ .

৪০৬০ আবূ মুস'আব (র)...... সাহল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছেন: আমার শেষ যামানার উম্মাতের মাঝে ভূমিধস হবে, চেহারা বিকৃতি ঘটবে এবং শিলাবৃদ্ধি হবে।

٤٠٦١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالاَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ ثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ثَنَا اَبُوْ صَخْرٍعَنْ نَافِعٍ اَنَّ رَجُلاً اَتَى ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ اِنَّ فُلاَنًا يَقْرَؤُكَ السَّلاَمَ قَالَ اِنَّهُ بَلَغَنِىْ اَنَّهُ قَدْ اَحْدَثَ فَاِنْ كَانَ قَدْ اَحْدَثَ فَلاَ تُقْرِئْهُ مِنِّى السَّلاَمَ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يَكُوْنُ فِىْ اُمَّتِىْ (فِىْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ) مَسْخٌ وَخَسْفٌ وَقَذْفٌ وَذٰلِكَ فِىْ اَهْلِ الْقَدَرِ .

৪০৬১ মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার ও মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না (র)...... নাফি (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি ইব্ন উমার (রা)-এর কাছে এসে বলেন, অমুক ব্যক্তি আপনাকে সালাম জানিয়েছে। তিনি বললেন: আমার কাছে খবর এসেছে যে, সে দীনের মাঝে নতুন জিনিস (বিদ্'আত) উদ্ভাবন করেছে। যদি সে সত্যিই দীনের মধ্যে নতুন কিছু উদ্ভাবন করে থাকে, তাহলে আমার পক্ষ থেকে তাকে সালাম দিও না। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, আমার উম্মাতের মাঝে অথবা এই উম্মাতের মধ্যে চেহারা বিকৃতি, ভূমিধস ও শিলাবৃষ্টি হবে। আর তা 'আহ্লুল কাদ্র' (কাদেরিয়া-তাকদীর অস্বীকারকারী সম্প্রদায়ের) এর মাঝেই সংঘটিত হবে।

٤٠٦٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَكُوْنُ فِىْ اُمَّتِىْ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ .

৪০৬২ আবূ কুরায়ব (র)....... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মাতের মাঝে খাস্ফ, মাস্খ ও কায্ফ (চেহারা বিকৃতি, ভূমিধস ও শিলাবৃষ্টি) প্রকাশ পাবে।

٣٠. بَابُ جَيْشِ الْبَيْدَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ 'বায়দা'-এর সেনাবাহিনী

٤٠٦٣ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ صَفْوَانَ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ صَفْوَانَ يَقُوْلُ اَخْبَرَتْنِىْ حَفْصَةُ اَنَّهَا

سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَيَؤُمَّنَّ هٰذَا الْبَيْتَ جَيْشٌ يَغْزُوْنَهُ حَتّٰى اِذَا كَانُوْا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْاَرْضِ خُسِفَ بِاَوْسَطِهِمْ وَيَتَنَادٰى اَوَّلُهُمْ اٰخِرَهُمْ فَيُخْسَفُ بِهِمْ فَلَا يَبْقٰى مِنْهُمْ اِلاَّ الشَّرِيْدُ الَّذِىْ يُخْبِرُ عَنْهُمْ فَلَمَّا جَاءَ جَيْشُ الْحَجَّاجِ ظَنَنَّا اَنَّهُمْ هُمْ فَقَالَ رَجُلٌ اَشْهَدُ عَلَيْكَ اَنَّكَ لَمْ تَكْذِبْ عَلٰى حَفْصَةَ وَاَنَّ حَفْصَةَ لَمْ تَكْذِبْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ .

৪০৬৩ হিশাম ইব্ন আম্মার (র)....... হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন: এই কা'বা ঘরের উদ্দেশ্যে একটি সেনাদল মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে উদ্যত হবে, তারা 'বায়দা' অঞ্চলে অবস্থান করবে। (যুল- হুলায়ফার নিকটবর্তী একটি স্থানের নাম'বায়দা')। (তারা বায়দা প্রান্তরে আসলে) তাদের মধ্যভাগ যমীনে ধসে যাবে এবং ভুমি ধসের সময় যারা সামনে যেতে থাকবে, তারা পেছেনের লোকদের আওয়াজ দিতে থাকবে, তাদেরও যমীনে ধসিয়ে দেওয়া হবে। শেষ পর্যন্ত তাদের কেহ অবশিষ্ট থাকবে না। তবে একজন দূত রক্ষা পাবে, যে তাদের সম্পর্কিত সংবাদ দিবে। অতঃপর যখন হাজ্জাজের বাহিনী (আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা)-এর সাথে লড়াই এর নিমিত্তে মক্কা মুয়াযযামায়) আসে, তখন আম রা ধারণা করলাম, নিশ্চয় এরাই হলো তারা। তখন এক ব্যক্তি বললো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তোমরা হাফসা (রা)-এর প্রতি মিথ্যারোপ করো নি এবং হাফসা (রা) ও নবী ﷺ -এর প্রতি মিথ্যারোপ করেননি।

٤٠٦٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ كُهَيْلٍ عَنْ اَبِىْ اِدْرِيْسَ الْمُرْهِبِىِّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ صَفِيَّةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَنْتَهِى النَّاسُ عَنْ غَزْوِ هٰذَا الْبَيْتِ حَتّٰى يَغْزُوَ جَيْشٌ حَتّٰى اِذَا كَانُوْا بِالْبَيْدَاءِ (اَوْ بَيْدَاءَ مِنَ الْاَرْضِ) خُسِفَ بِاَوَّلِهِمْ وَاٰخِرِهِمْ وَلَمْ يَنْجُ اَوْسَطُهُمْ قُلْتُ فَاِنْ كَانَ فِيْهِمْ مَنْ يُكْرَهُ قَالَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ عَلٰى مَا فِىْ اَنْفُسِهِمْ .

৪০৬৪ আবূ বাকর ইব্ন শায়বা (র)......সাফিয়্যাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: লোকেরা এই কা'বা ঘরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে বিরত হবে না। এমনকি একটি সেনাদল লড়াইয়া অবতীর্ণ হবে, যারা 'বায়দা' অঞ্চল (অথবা বায়দার অন্য কোন এলাকায় উপস্থিত হবে)। তাদের অগ্রবর্তী বাহিনী এবং পশ্চাদবর্তী বাহিনী ভূমিধসে পতিত হবে। আর তাদের অধ্যবর্তী বাহিনীও রেহাই পাবে না।

আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! যদি কেউ বল প্রয়োগের কারণে এই বাহিনীতে শামিল হয়? তিনি বললেন : কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের স্ব-স্ব নিয়্যাত অনুসারে উঠাবেন।

٤٠٦٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَهَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْحَمَّالُ قَالُوْا ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةَ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ

يُخْبِرُ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ الْجَيْشَ الَّذِىْ يُخْسَفُ بِهِمْ فَقَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَعَلَّ فِيْهِمُ الْمُكْرَهُ قَالَ اِنَّهُمْ يُبْعَثُوْنَ عَلٰى نِيَّاتِهِمْ .

৪০৬৫ মুহাম্মাদ ইব্ন সাব্বাহ, নাসর ইব্ন আলী আবদুল্লাহ ও হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ্ হাম্মাল (র)...... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ সেই বাহিনীর কথা উল্লেখ করলেন, যাদের যমীনে ধসিয়ে দেওয়া হবে। তখন উম্মে সালামা (রা) বলেন: হে আল্লাহর রাসূল! সম্ভবত : সে বাহিনীতে এমন লোক ও থাকে, যাদেরকে জবরদস্তি আনা হবে? তিনি বললেন: তাদেরকে তাদের নিয়্যাত অনুসারে হাশরের ময়দানে উঠানো হবে।

٣١. بَابُ دَآبَّةِ الْاَرْضِ

অনুচ্ছেদ: দাব্বাতুল আরদ

٤٠٦٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِىِّ ابْنِ زَيْدٍ عَنْ اَوْسِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَخْرُجُ الدَّآبَّةُ وَمَعَهَا خَاتَمُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ وَعَصَا مُوْسَى بْنِ عِمْرَانَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَتَجْلُوْ وَجْهَ الْمُؤْمِنِ بِالْعَصَا وَتَخْطِمُ اَنْفَ الْكَافِرِ بِالْخَاتَمِ حَتّٰى اَنَّ اَهْلَ الْحِوَاءِ لَيَجْتَمِعُوْنَ فَيَقُوْلُ هٰذَا يَا مُؤْمِنُ وَيَقُوْلُ هٰذَا يَا كَافِرُ .

قَالَ اَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَاهُ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا مُوْسَى ابْنُ اِسْمَاعِيْلَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَقَالَ فِيْهِ مَرَّةً فَيَقُوْلُ هٰذَا يَا مُؤْمِنُ وَهٰذَا يَا كَافِرُ .

৪০৬৬ আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: দাব্বাতুল আরদ-বের হবে, এবং এদের সাথে সুলায়মান ইব্ন দাউদের আংটি এবং মুসা ইব্ন ইমরান (আ)-এর লাঠি থাকবে। তারা লাঠি দিয়ে মু'মিনের চেহারা আলোকিত করবে এবং সিল মোহর দিয়ে কাফিরদের নাকে দাগ বসিয়ে দিবে। পরিশেষে, এক মহাল্লাবাসী একত্রে জমায়েত হবে। সে বলবে: হে মু'মিন। সে বলবে: হে কাফির।

আবুল হাসান কাত্তান, ইব্রাহীম ইব্ন ইয়াহ্ইয়া .... মূসা ইব্ন ইসমাঈল ও হাম্মাদ ইব্ন সালামা (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবুল হাসান (র)এ বর্ণনা প্রসংগে একবার বলেন : সে বলবে : হে মু'মিন। সে বলবে : হে কাফির।

٤٠٦٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو زُنَيْجٌ ثَنَا اَبُوْ تُمَيْلَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ عُبَيْدٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ ذَهَبَ بِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى مَوْضِعٍ بِالْبَادِيَةِ قَرِيْبٍ مِنْ مَكَّةَ فَاِذَا اَرْضٌ يَابِسَةٌ حَوْلَهَا رَمْلٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَخْرُجُ الدَّابَّةُ مِنْ هٰذَا الْمَوْضِعِ فَاِذَا فِتْرٌ فِىْ شِبْرٍ قَالَ ابْنُ بُرَيْدَةَ فَحَجَجْتُ بَعْدَ ذٰلِكَ بِسِنِيْنَ فَاَرَانَا عَصًا لَهُ فَاِذَا هُوَ بِعَصَاىَ هٰذِهِ هٰكَذَا وَهٰكَذَا .

৪০৬৭ আবূ গাস্সান, মুহাম্মাদ ইব্ন আমর যুনাইজ (র)....... বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে মক্কার অদূরে একটি জংগলে নিয়ে গেলেন। স্থানটি ছিল শুস্ক এবং এর চারিদিকে ছিল বালু। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এ স্থান থেকে 'দাব্বাতুল আরদ' বের হবে। আমি সেখানে এক বিঘৎ পরিমাণ একটি চিহ্ন দেখতে পেলাম।

ইব্ন যুরায়দাহ (র) বললেন: এরপর আমি কয়েক বছর হাজ্জ পালন করি। সে সময় তিনি আমাদের একখানা লাঠি দেখান, আর লাঠিটি ছিল- এরূপ এরূপ।

٣٢. بَابُ طُلُوْعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ পশ্চিমাকাশ থেকে সূর্যোদয়

٤٠٦٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بِنْتِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَاِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ آمَنَ مَنْ عَلَيْهَا فَذٰلِكَ حِيْنَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ .

৪০৬৮ আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতে শুনেছি: পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। আর যখন তা উদিত হবে এবং লোকেরা তা দেখবে, তখন যারা যমীনের উপর থাকবে তারা ঈমান আনবে। তবে সে ঈমান আনায় কারো উপকারো আসবে না। যদি এর আগে ঈমান না এনে থাকে।

٤٠٦٩ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ حَيَّانَ التَّيْمِىِّ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ ابْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوَّلُ الْاٰيَاتِ خُرُوْجًا طُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَخُرُوْجُ الدَّابَّةِ عَلَى النَّاسِ

ضُحًى قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَأَيَّتُهُمَا مَا خَرَجَتْ قَبْلَ الْأُخْرَى فَالْأُخْرَى مِنْهَا قَرِيبٌ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَلاَ أَظُنُّهَا إِلاَّ طُلُوْعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا .

৪০৬৯ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের আলামত হিসাবে সর্বপ্রথম যা প্রকাশ পাবে, তা হলো- পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয় হওয়া এবং দিনের প্রথম ভাগে মানুষের সামনে 'দাব্‌বাতুল আরদ'-এর বের হওয়া।

আবদুল্লাহ (রা) বলেন: এই দুইয়ের যেটাই প্রথম প্রকাশ পাবে, দ্বিতীয়টি তার নিকটবর্তী হবে।

আবদুল্লাহ (রা) আরও বলেন: আমরা ধারণা মতে, সর্বপ্রথম পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয় হবে।

٤٠٧٠ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسَى عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ مِنْ قِبَلِ مَغْرِبِ الشَّمْسِ بَابًا مَفْتُوْحًا عَرْضُهُ سَبْعُوْنَ سَنَةً فَلاَ يَزَالُ ذٰلِكَ الْبَابُ مَفْتُوْحًا لِلتَّوْبَةِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ نَحْوِهِ فَإِذَا طَلَعَتْ مِنْ نَحْوِهِ لَمْ يَنْفَعْ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِيْ إِيْمَانِهَا خَيْرًا .

৪০৭০ আবু বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... সাফওয়ান ইব্‌ন আস্‌সাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পশ্চিম দিকে একটা খোলা দরজা রয়েছে, যার প্রস্থ সত্তর বছরের পথ। এই দরজাটি সর্বক্ষণ তাওবা কবুলের জন্য উম্মুক্ত থাকবে, যতক্ষণ না এই দিক থেকে (পশ্চিম দিক হতে) সূর্যোদয় হবে, তখন কোন ব্যক্তির জন্যই ঈমান আনা ফলপ্রসূ হবে না, যদি সে ইতিপূর্বে ঈমান না আনে কিংবা ঈমানের সাথে নেক আমল না করে।

٣٢. بَابُ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَخُرُوْجِ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ وَخُرُوْجِ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ

অনুচ্ছেদ ঃ দাজ্জালের ফিতনা, ঈসা ইব্‌ন মারইয়ামের অবতরণ ও ইয়াজূজ- মাজুজের বের হওয়া

٤٠٧١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلدَّجَّالُ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُسْرٰى جُفَالُ الشَّعَرِ مَعَهُ جَنَّةٌ وَنَارٌ فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نَارٌ .

৪০৭১ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমায়র ও আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)...... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দাজ্জালের ডান চোখ কানা হবে, কোঁকড়ানো চুল হবে, তার সাথে জান্নাত ও জাহান্নাম থাকবে। তার জাহান্নাম হবে জান্নাত এবং জান্নাত হবে জাহান্নাম।

٤٠٧٢ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالُوْا ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِى عَرُوبَةَ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ ابْنِ سُبَيْعٍ عَنْ عَمْرِو ابْنِ حُرَيْثٍ عَنْ اَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ الدَّجَّالَ يَخْرُجُ مِنْ اَرْضٍ بِالْمَشْرِقِ يُقَالُ لَهَا خُرَاسَانُ يَتْبَعُهُ اَقْوَامٌ كَاَنَّ وُجُوْهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ .

৪০৭২ নাসর ইব্‌ন জাহযামী (র)........ আবূ বাকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, দাজ্জাল প্রাচ্যের খোরাসান অঞ্চল থেকে বের হবে। তাদের সাথে এমন লোকজন থাকবে, যাদের মুখাবয়ব হবে ভাঁজযুক্ত। (গোল চেহারা, মাংসল কপোল যেমন তুর্কী জাতি)

٤٠٧٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ اَبِى خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِى حَازِمٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ مَا سَاَلَ اَحَدُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الدَّجَّالِ اَكْثَرَ مِمَّا سَاَلْتُهُ وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ اَشَدَّ سُؤَالاً مِنِّى فَقَالَ لِى مَا تَسْاَلُ عَنْهُ قُلْتُ اِنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ مَعَهُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ قَالَ هُوَ اَهْوَنُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ .

৪০৭৩ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমায়র ও আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)..... মুগীরাহ ইব্‌ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর কাছে দাজ্জাল সম্পর্কে আমার চাইতে বেশী প্রশ্ন আর কেউ করেনি। (ইব্‌ন নুমায়র (র) এর রিওয়ায়েত অর্থাৎ 'আমার চাইতে কঠিনতর প্রশ্ন আর কেউ করেনি' উল্লেখ আছে)। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন: তুমি তার সম্পর্কে কি জানতে চাচ্ছ? আমি বললাম: লোকেরা বলাবলী করছে যে, তার সাথে না কি পানাহার সামগ্রী থাকে। তিনি বললেন: আল্লাহর পক্ষে তো তা এর চাইতে অধিক সহজ।

٤٠٧٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا اَبِى ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِى خَالِدٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَصَعِدَ الْمِنْبَرَ وَكَانَ لاَ يَصْعَدُ عَلَيْهِ قَبْلَ ذٰلِكَ اِلاَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاشْتَدَّ ذٰلِكَ

عَلَى النَّاسِ فَمِنْ بَيْنِ قَائِمٍ وَجَالِسٍ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ أَنِ اقْعُدُوْا فَإِنِّيْ وَاللّٰهِ مَا قُمْتُ مُقَامِيْ هٰذَا لِأَمْرٍ يَنْفَعُكُمْ لِرَغْبَةٍ وَلاَ لِرَهْبَةٍ وَلٰكِنَّ تَمِيْمًا الدَّارِيَّ أَتَانِيْ فَأَخْبَرَنِيْ خَبَرًا مَنَعَنِي الْقَيْلُوْلَةَ مِنَ الْفَرَحِ وَقُرَّةِ الْعَيْنِ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَنْشُرَ عَلَيْكُمْ فَرَحَ نَبِيِّكُمْ أَلاَ إِنَّ ابْنَ عَمٍّ لِتَمِيْمٍ الدَّارِيِّ أَخْبَرَنِيْ أَنَّ الرِّيْحَ أَلْجَأَتْهُمْ إِلَى جَزِيْرَةٍ لاَ يَعْرِفُوْنَهَا فَقَعَدُوْا فِيْ قَوَارِبِ السَّفِيْنَةِ فَخَرَجُوْا فِيْهَا فَإِذَاهُمْ بِشَيْءٍ أَهْدَبَ أَسْوَدَ قَالُوْا لَهُ مَا أَنْتَ قَالَ أَنَا الْجَسَّاسَةُ قَالُوْا أَخْبِرِيْنَا قَالَتْ مَا أَنَا بِمُخْبِرَتِكُمْ شَيْئًا وَلاَ سَائِلَتِكُمْ وَلٰكِنْ هٰذَا الدَّيْرُ قَدْ رَمَقْتُمُوْهُ فَأْتُوْهُ فَإِنَّ فِيْهِ رَجُلاً بِالْأَشْوَاقِ إِلَى أَنْ تُخْبِرُوْهُ وَيُخْبِرَكُمْ فَأَتَوْهُ فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ فَإِذَاهُمْ بِشَيْخٍ مُوْثَقٍ شَدِيْدِ الْوَثَاقِ يُظْهِرُ الْحُزْنَ شَدِيْدِ التَّشَكِّيْ فَقَالَ لَهُمْ مِنْ أَيْنَ قَالُوْا مِنَ الشَّامِ قَالَ مَا فَعَلَتِ الْعَرَبُ قَالُوْا نَحْنُ قَوْمٌ مِنَ الْعَرَبِ عَمَّ تَسْأَلُ قَالَ مَا فَعَلَ هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِيْ خَرَجَ فِيْكُمْ قَالُوْا خَيْرًا نَاوَى قَوْمًا فَأَظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْرُهُمُ الْيَوْمَ جَمِيْعٌ إِلٰهُهُمْ وَاحِدٌ وَدِيْنُهُمْ وَاحِدٌ قَالَ مَا فَعَلَتْ عَيْنُ زُغَرَ قَالُوْا خَيْرًا يَسْقُوْنَ مِنْهَا زُرُوْعَهُمْ وَيَسْقُوْنَ مِنْهَا لِسَقْيِهِمْ قَالَ فَمَا فَعَلَ نَخْلٌ بَيْنَ عَمَّانَ وَبَيْسَانَ قَالُوْا يُطْعِمُ ثَمَرَهُ كُلَّ عَامٍ قَالَ فَمَا فَعَلَتْ بُحَيْرَةُ الطَّبَرِيَّةِ قَالُوْا تَدَفَّقُ جَنَبَاتُهَا مِنْ كَثْرَةِ الْمَاءِ قَالَ فَزَفَرَ ثَلاَثَ زَفَرَاتٍ ثُمَّ قَالَ لَوِ انْفَلَتُّ مِنْ وَثَاقِيْ هٰذَا لَمْ أَدَعْ أَرْضًا إِلاَّ وَطِئْتُهَا بِرِجْلَيَّ هَاتَيْنِ إِلاَّ طَيْبَةَ لَيْسَ لِيْ عَلَيْهَا سَبِيْلٌ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى هٰذَا يَنْتَهِيْ فَرَحِيْ هٰذِهِ طَيْبَةُ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَا فِيْهَا طَرِيْقٌ ضَيِّقٌ وَلاَ وَاسِعٌ وَلاَ سَهْلٌ وَلاَ جَبَلٌ إِلاَّ وَعَلَيْهِ مَلَكٌ شَاهِرٌ سَيْفَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

৪০৭৪ মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র)...... ফাতিমা বিনতে কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত আদায় করে মিম্বারে উটলেন, অথচ জুমু'আর দিন ব্যতিরেকে এর পূর্বে তিনি মিম্বারে আরোহন করতেন না। ব্যাপারটি সাহাবা কিরামের নিকট কঠিন মনে হয়। তাদের

মাঝে কেউ দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং কেউ বসে ছিলেন। তিনি নিজের হাত দিয়ে তাদের ইশারা করলেন যে, তোমরা বসে পড়ো। (তারপর বললেন:) আল্লাহর শপথ! আমি আমার এ স্থানে তোমাদের কোন কাজে উদ্বুদ্ধ করা অথবা ভয় দেখাবার জন্য দাড়াইনি। তবে তামীম দারী (রা) আমার কাছে এসেছেন। তিনি আমাকে এমন একটি খবর দিয়েছেন, যার আনন্দ ও প্রশান্তি আমাকে দুপুরের কায়লুলা থেকে বিরত রেখেছে। আমি তোমাদের নবীর এ খুশীর কথা তোমাদের কাছে ব্যক্ত করতে পছন্দ করেছি। জেনে রাখ। তামীম দারী (রা) -এর এক চাচাতো ভাই আমাকে এ খবর দিয়েছে যে, প্রবল বায়ু তাদেরকে এমন এক দ্বীপে নেয়ে গেল, যা তারা চিনতো না। তারা জাহাজের ছোট নৌকাগুলোতে বসলো, তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লো। হঠাৎ তারা সেখানে ঘন কৃষকেশধারী একটা কিছু দেখতে গেলো। তখন তারা তাকে প্রশ্ন করলো : তুমি কে? সে বললো: আমি গুপ্তচর, (আমি দাজ্জালের গোয়েন্দা)। তারা বললো : আমাদেরকে তার সম্পর্কে কিছু তথ্য দাও। সে বললো : আমি তোমাদের নিকট কোন খবর সরবরাহ করবো না এবং তোমাদের কাছে কোন কিছু জিজ্ঞেস করবো না। তবে তোমরা ঐ দূরে ইবাদতখানায় যেতে পরো, যা তোমরা দেখতে পাচ্ছো। তারপর তারা সেখানে গেল। কেননা সেখানে এক ব্যক্তি রয়েছে, যে তোমাদের সাথে কথা বলতে খুবই আগ্রহী আর্থাৎ তোমাদের কাছে প্রশ্ন করতে এবং তোমাদের তথ্য সরবরাহ করতে অত্যন্ত আগ্রহী। তারপর তারা সেখানে গেল এবং তার নিকট উপস্থিত হলো। তারা সেখানে অতি বৃদ্ধ জনৈক ব্যক্তিকে দেখতে পেলো। সে বয়সের ভারে কাঁপছিল। সে তার দূঃখ -দুর্দশাও চিন্তার প্রকাশ করলো, সে তাদেরকে বললো: তোমরা কোথা থেকে এসেছো? তারা বললো : শাম সিরিয়া থেকে। সে বললো : আরবেরা কি করছে? তারা বললো : আমরা তো আর লোক , যাদের কাছে তুমি প্রশ্ন করছো? সে বললো : এই ব্যক্তি কি করেছে যে তোমাদের মাঝে আবির্ভুত হয়েছে? (অর্থাৎ সর্বশেষ নবী সা)। তারা বললো: ভাল কাজ করেছে। তিনি কাওমের অবস্থা পরিবর্তন করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তাদের উপরে সাহায্য করেছেন। আজ তারা একই মতাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাদের ইলাহ্ এক এবং দীনও এক। সে বললো: যুগার নহরের খবর কি? (শাম দেশের একটি গ্রামের নাম।) তারা বললো: ভালই আছে। লোকেরা সেখানে থেকে খেত খামারে পানি সিঞ্চন করে এবং সেখান থেকে খাবার পানিও সংগ্রহ করে। সে বললো: আম্মান ও বায়সানের (সিরিয়ার দু'টি শহর) মধ্যবর্তী খেজুর বাগানের কি অবস্থা? তারা বললো: প্রতি বছর সেই বাগানে প্রচুর ফল ধরে। অতঃপর সে তাবরিয়ার জলাশয়ের অবস্থা কি? তারা বললো, তার উভয় তীর বেয়ে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। রাবী বলেন : এতে সে তিনটি দীর্ঘশ্বাস ফেললো। তারপর বললো : যদি আমি আমার এই বন্ধীদশা থেকে মুক্তি পাই, তাহলে তাইয়্যেবাহ (মদীনা মুনাওয়ারা) ব্যতিরেকে সর্বত্র আমার এ দু'পায়ে বিচরণ করতাম; কিন্তু সেখানে প্রবেশে করার ক্ষমতা আমার নেই। নবী ﷺ বললেন : এই কারণেই আমি অধিক আনন্দিত ও উৎফুল্ল হয়েছি। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, এই সেই পবিত্র শহর। মদীনার গলিপথ হোক, কিংবা রাজপথ, নরম স্থান হোক কিংবা কংকরময় স্থান সর্বত্রই একজন ফেরেশ্‌তা কিয়ামত পর্যন্ত উলংগ তলোয়ার হাতে মোতায়েন রয়েছে।

٤٠٧٥ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ يَزِيْدَ ابْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ حَدَّثَنِى اَبِى اَنَّهُ سَمِعَ النَّوَّاسَ بْنَ سَمْعَانَ الْكِلاَبِىَّ يَقُوْلُ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الدَّجَّالَ الْغَدَاةَ فَخَفَضَ فِيْهِ وَرَفَعَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ فِىْ طَائِفَةِ النَّخْلِ فَلَمَّا رُحْنَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَرَفَ ذٰلِكَ فِيْنَا فَقَالَ مَا شَأْنُكُمْ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ذَكَرْتَ الدَّجَّالَ الْغَدَاةَ فَخَفَضْتَ فِيْهِ ثُمَّ رَفَعْتَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ فِىْ طَائِفَةِ النَّخْلِ قَالَ غَيْرُ الدَّجَّالِ اَخْوَفُنِىْ عَلَيْكُمْ اِنْ يُّخْرُجَ وَاَنَا فِيْكُمْ فَاَنَا حَجِيْجُهُ دُوْنَكُمْ وَاِنْ يَّخْرُجَ وَلَسْتُ فِيْكُمْ فَامْرُؤٌ حَجِيْجُ نَفْسِهِ وَاللّٰهُ خَلِيْفَتِىْ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ اِنَّهُ شَابٌ قَطَطٌ عَيْنُهُ قَائِمَةٌ كَاَنِّىْ اُشَبِّهُهُ بِعَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قَطَنٍ فَمَنْ رَاٰهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَاْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُوْرَةِ الْكَهْفِ اِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ خَلَّةٍ بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ فَعَاثَ يَمِيْنًا وَعَاثَ شِمَالاً ، يَا عِبَادَ اللّٰهِ اثْبُتُوْا قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا لُبْثُهُ فِى الْاَرْضِ قَالَ اَرْبَعُوْنَ يَوْمًا يَوْمٌ كَسَنَةٍ وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ اَيَّامِهِ كَاَيَّامِكُمْ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِىْ كَسَنَةٍ تَكْفِيْنَا فِيْهِ صَلاَةُ يَوْمٍ قَالَ فَاقْدُرُوْا لَهُ قَدْرَهُ قَالَ قُلْنَا فَمَا اِسْرَاعُهُ فِى الْاَرْضِ قَالَ كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيْحُ قَالَ فَيَاْتِى الْقَوْمَ فَيَدْعُوْهُمْ فَيَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهِ فَيَاْمُرُ السَّمَاءَ اَنْ تُمْطِرَ فَتُمْطِرَ وَيَاْمُرُ الْاَرْضَ اَنْ تُنْبِتَ فَتُنْبِتَ وَتَرُوْحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ اَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُرًى وَاَسْبَغَهُ ضُرُوْعًا وَاَمَدَّهُ خَوَاصِرَ ثُمَّ يَاْتِى الْقَوْمَ فَيَدْعُوْا فَيَرُدُّوْنَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ فَيُصْبِحُوْنَ مُمْحِلِيْنَ مَا بِاَيْدِيْهِمْ شَىْءٌ ثُمَّ يَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ فَيَقُوْلُ لَهَا اَخْرِجِىْ كُنُوْزَكِ فَيَنْطَلِقُ فَتَتْبَعُهُ كُنُوْزُهَا كَيَعَاسِيْبِ النَّحْلِ ثُمَّ يَدْعُوْ رَجُلاً مُمْتَلِئًا شَبَابًا فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ ضَرْبَةً فَيَقْطَعُهُ جِزْلَتَيْنِ رَمْيَةَ الْغَرَضِ ثُمَّ يَدْعُوْهُ فَيُقْبِلُ يَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ فَبَيْنَمَاهُمْ كَذٰلِكَ اِذْ بَعَثَ اللّٰهُ عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِىَّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُوْدَتَيْنِ وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلَى اَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ اِذَا طَاْطَاَ رَاْسَهُ قَطَرَ وَاِذَا رَفَعَهُ يَنْحَدِرُ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُؤِ وَلاَ يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيْحَ نَفْسِهِ اِلاَّ مَاتَ وَنَفَسُهُ يَنْتَهِى

حَيْثُ يَنْتَهِى طَرَفُهُ فَيَنْطَلِقُ حَتّٰى يُدْرِكَهُ عِنْدَ بَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يَأْتِى نَبِىُّ اللّٰهِ عِيْسٰى قَوْمًا قَدْ عَصَمَهُمُ اللّٰهُ فَيَمْسَحُ وُجُوْهَهُمْ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِى الْجَنَّةِ فَبَيْنَمَاهُمْ كَذٰلِكَ اِذْ اَوْحَى اللّٰهُ اِلَيْهِ يَا عِيْسٰى اِنِّىْ قَدْ اَخْرَجْتُ عِبَادًا لِىْ لاَ يَدَانِ لاَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ وَاَحْرِزْ عِبَادِىْ اِلَى الطُّوْرِ وَيَبْعَثُ اللّٰهُ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ وَهُمْ كَمَا قَالَ اللّٰهُ "مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ" فَيَمُرُّ اَوَائِلُهُمْ عَلٰى بُحَيْرَةِ الطَّبَرِيَّةِ فَيَشْرَبُوْنَ مَا فِيْهَا ثُمَّ يَمُرُّ اٰخِرُهُمْ فَيَقُوْلُوْنَ لَقَدْ كَانَ فِىْ هٰذَا مَآءٌ مَرَّةً وَيَحْضُرُ نَبِىُّ اللّٰهِ عِيْسٰى وَاَصْحَابُهُ حَتّٰى يَكُوْنَ رَاْسُ الثَّوْرِ لاَحَدِهِمْ خَيْرًا مِّنْ مِائَةِ دِيْنَارٍ لاَحَدِكُمُ الْيَوْمَ فَيَرْغَبُ نَبِىُّ اللّٰهِ عِيْسٰى وَاَصْحَابُهُ اِلَى اللّٰهِ فَيُرْسِلُ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ فِىْ رِقَابِهِمْ فَيُصْبِحُوْنَ فَرْسٰى كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَيَهْبِطُ نَبِىُّ اللّٰهِ عِيْسٰى وَاَصْحَابُهُ فَلاَ يَجِدُوْنَ مَوْضِعَ شِبْرٍ اِلاَّ قَدْ مَلاَهُ زَهَمُهُمْ وَنَتْنُهُمْ وَدِمَاؤُهُمْ فَيَرْغَبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ سُبْحَانَهُ فَيُرْسِلُ عَلَيْهِمْ طَيْرًا كَاَعْنَاقِ الْبُخْتِ فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ يُرْسِلُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مَطَرًا لاَ يُكِنُّ مِنْهُ بَيْتُ مَدَرٍ وَلاَ وَبَرٍ فَيَغْسِلُهُ حَتّٰى يَتْرُكَهُ كَالزَّلَقَةِ ثُمَّ يُقَالُ لِلاَرْضِ اَنْبِتِى ثَمَرَتَكِ وَرُدِّىْ بَرَكَتَكِ فَيَوْمَئِذٍ تَاْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانَةِ فَتُشْبِعُهُمْ وَيَسْتَظِلُّوْنَ بِقِحْفِهَا وَيُبَارِكُ اللّٰهُ فِى الرِّسْلِ حَتّٰى اِنَّ اللِّقْحَةَ مِنَ الاِبِلِ تَكْفِى الْفِئَامَ مِنَ النَّاسِ وَاللِّقْحَةَ مِنَ الْبَقَرِ تَكْفِى الْقَبِيْلَةَ وَاللِّقْحَةَ مِنَ الْغَنَمِ تَكْفِى الْفَخِذَ فَبَيْنَمَاهُمْ كَذٰلِكَ اِذْ بَعَثَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ رِيْحًا طَيِّبَةً فَتَاْخُذُ تَحْتَ اٰبَاطِهِمْ فَتَقْبِضُ رُوْحَ كُلِّ مُسْلِمٍ وَيَبْقٰى سَائِرُ النَّاسِ يَتَهَارَجُوْنَ كَمَا تَتَهَارَجُ الْحُمُرُ فَعَلَيْهِمْ تَقُوْمُ السَّاعَةُ .

৪০৭৫ হিশাম ইব্ন আম্মার (র)...... নাওয়াস ইব্ন সাম'আন কিলাবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা সকাল বেলা দাজ্জালের প্রসংগ আলোচনা করেন। তিনি কণ্ঠস্বর উঁচু-নীচু করে তার সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিলেন। এমনকি আমরা ধারণা করলাম যে, সে এই খেজুর বাগানেই আছে। অতঃপর আমরা যখন সন্ধ্যায় তাঁর নিকট উপস্থিত হই, তখন তিনি আমাদের মাঝে দাজ্জালের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলেন। তিনি বললেন : তোমাদের অবস্থা কি ? আমরা বললাম : হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি সকালে আমাদের সামনে দাজ্জালের ঘটনা উল্লেখ করেছেন, আর আপনি সেখানে আপনার কণ্ঠস্বর উঁচু-নীচু করে তার

বর্ণনা দিয়েছেন। এমন কি আমরা ধারণা করলাম যে, সে এই খেজুর বাগানের আড়ালেই অবস্থান করছে। তিনি বললেন : দাজ্জাল ছাড়া অন্যান্য ব্যাপারেও আমি তোমাদের নিয়ে শংকিত। যদি সে বের হয় এমতাবস্থায় যে, আমি তোমাদের মাঝে অবস্থান করি, তাহলে আমি তোমাদের পক্ষে তার বিরুদ্ধে যুক্তি উত্থাপন করবো। আর যদি সে এমন সময় বের হয়, যখন আমি তোমাদের মাঝে থাকবো না, তখন প্রত্যেককে নিজের পক্ষ হতে যুক্তি পেশ করতে হবে। আমার অবর্তমানে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আল্লাহ নেগাহবান। নিশ্চয় সে (দাজ্জাল) হবে নওজোয়ান, তার কেশদাম হবে ঘন কৃষ্ণবর্ণের, তার চক্ষু হবে খাড়া। আমি যেন তাকে আবদুল উয্যা ইব্ন কাতানের সাদৃশ্য মনে করছি। তোমাদের যে কেউ তাকে দেখবে, সে যেন তার বিরুদ্ধে সূরা কাহফের প্রথম দিকের আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে। নিশ্চয় সে সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী 'খাল্লাফ' নামক রাস্তা থেকে বের হবে। অতঃপর সে ডানে- বামে বিপর্যয় ছড়িয়ে দিবে। হে আল্লাহ্র বান্দারা! তোমরা ঈমানের উপরে দৃঢ়ভাবে কায়েম থাকবে। আমরা বললাম : হে আল্লাহ্র রাসূল! সে কতদিন পর্যন্ত যমীনে অবস্থান করবে? তিনি বললেন : চল্লিশ দিন। তবে এই দিনগুলোর কোনটি হবে এক বছরের সমান, কোনটি হবে এক মাসের সমান, কোনটি হবে এক সপ্তাহের সমান। অবশিষ্ট দিনগুলো হবে তোমাদের দিনগুলোর মতই। আমরা বললাম : হে আল্লাহ্র রাসূল! যে দিনটি হবে এক বছরের সমান, সেদিন কি আমাদের এক দিনের সালাত যথেষ্ট হবে ? তিনি বললেন : অনুমান করে সালাত আদায় করতে হবে। রাবী বলেন : আমরা বললাম : (হে আল্লাহ্র রাসূল)! সে যমীনে কতটা দ্রুততার সাথে বিচরণ করবে? তিনি বললেন : মেঘমালার মত, বাতাস তার পেছনে থাকবে। রাবী বলেন : সে এক সম্প্রদায়ের কাছে আসবে এবং তাদের ডাকবে। তারা তার ডাকে সাড়া দিবে এবং তার উপরে ঈমান আনবে। অতঃপর সে আসমানকে বৃষ্টি বর্ষণের আদেশ করবে, তখন আসমান বৃষ্টি বর্ষণ করবে। সে যমীনকে শস্য উৎপাদনের আদেশ দিবে এবং যমীন তা উৎপাদন করবে। তাদের বাহনগুলি সন্ধ্যাবেলা তাদের নিকট এ অবস্থায় ফিরে আসবে যে, সেগুলোর ঝুটি হবে খুবই উঁচু, এবং স্তন থাকবে দুধে পরিপূর্ণ, এবং দেহের দু'পাশ হবে মাংসল। এরপর সে অপর এক সম্প্রদায়ের কাছে আসবে এবং তাদেরকে আহ্বান জানাবে। কিন্তু তারা তার কথা প্রত্যাখ্যান করবে। তখন সে তাদের কাছ থেকে ফিরে আসবে। তাদের দেশ দূর্ভিক্ষ কবলিত হবে এবং তাদের হাতে কিছুই থাকবে না। এরপর সে এক বিধস্ত স্থানের নিকট দিয়ে গমন করবে এবং তাকে বলবে, তোমার গুপ্তধন বের করে দাও। তখন সে চলতে থাকবে এবং গুপ্ত ধন-ভাণ্ডার ও অনুসরণ করবে, যেমন মধুমক্ষিকা মৌচাকের সাথে থাকে। অতঃপর সে এক হৃষ্ট-পুষ্ট যুবককে ডাক দিবে এবং তাকে তলোয়ার দিয়ে জোরে আঘাত করবে এবং তাকে দুই টুকরো করে ফেলবে। প্রত্যেকটি টুকরো দুই ধনুকের ব্যবধানে চলে যাবে। অতঃপর তাকে ডাকবে। ডাকামাত্র সে জীবিত হয়ে তার কাছে আসবে। তার চেহারা হবে উজ্জ্বল ও চমকপ্রদ সর্বোপরি হাস্যময়। যা হোক, দাজ্জাল ও অন্যান্য লোকেরা এই অস্থিরতার মধ্যে থাকবে। এ সময় আল্লাহ তা'আলা ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম (আ)-কে পাঠাবেন। তিনি জর্দা রং এর দু'টো কাপড় পরিধান করে দামেশ্‌কের পূর্বপ্রান্তে দুইজন ফেরেশতার কাঁধে দু'হাত রেখে শুভ্র মিনারে অবতরণ করবেন। যখন তিনি তাঁর মাথা নিচের দিকে ঝুঁকাবেন, তখন (তাঁর চেহারা থেকে) ঘাম বের হবে, এবং যখন তিনি তাঁর মাথা উচু করবে, তখন মুক্তাদানার মত ঘামের বিন্দুগুলো ঝরতে থাকবে। আর যে সব কাফির তাঁর নিঃশ্বাসের গন্ধ পাবে, তারা তৎক্ষণাৎ মরে যাবে। তার শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রভাব তাঁর দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত

হবে। অতঃপর তিনি সামনে অগ্রসর হতে থাকবেন, এমন কি তিনি 'লূদ' নামক ফটকের নিকট দাজ্জালকে পাবেন। (লূদ সিরিয়ার একটি পাহাড়ের নাম। কেউ কেউ বলেন, বায়তুল মুকাদ্দাসের একটি গ্রামের নাম)। তখন তিনি তাকে কতল করবেন।এরপর আল্লাহ্‌র নবী ঈসা (আ) এমন কাওমের কাছে যাবেন যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা (দাজ্জালের অনিষ্ট ও ফিতনা থেকে) রক্ষা করেছেন। তিনি তাদের চেহারায় হাত বুলালেন এবং তিনি জান্নাতে তাদের মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণনা করবেন। লোকেরা যখন এ অবস্থায় থাকবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিকট ওহী পাঠাবেন, হে ঈসা! আমি আমার এমন বান্দাদের বের করেছি, যাদের সাথে কেউ লড়াই করতে সক্ষম হবে না। তুমি আমার বান্দাদের তূর পাহাড়ে একত্রিত কর। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইয়াজূজ ও মাজূজদের পাঠাবেন। তারা হবে এমন, যেমন ... আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : "তারা প্রত্যেক উঁচু জমি থেকে ছুটে আসবে।" এদের প্রথম দল তারাবিয়া নামক ছোট সাগরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে এবং তার সমুদয় পানি পান করে ফেলবে। এর পর তাদের পরবর্তী দল অতিক্রম করবে, তখন তারা বলবে : কোন কালে এতে পানি ছিল।

আল্লাহ্‌র নবী ঈসা (আ) ও তাঁর সংগীগণ উপস্থিত হবেন। শেষ পর্যন্ত একটি বলদের মাথা তাদের একজনের জন্য তোমাদের আজকের দিনের একশত স্বর্ণ মুদ্রার চাইতেও দামী বলে বিবেচিত হবে। তারপর আল্লাহ্‌র নবী ঈসা (আ) এবং তাঁর সাথীগণ আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করবেন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের (ইয়াজূজ-মাজূজ-এর) গর্দানে ফোঁড়া সৃষ্টি করবেন যাতে পোকা-মাকড় থাকবে। তারা পরদিন সকালে সবাই মরে যাবে, যেমন কোন এক ব্যক্তি মারা যায়। তখন আল্লাহ্‌র নবী ঈসা (আ) এবং তাঁর সংগীগণ অবতরণ করবেন এবং অর্ধ হাত স্থান ও তারা খালি পাবে না, বরং তা পরিপূর্ণ থাকবে ওদের চর্বি, গন্ধ ও রক্তে। এরপর তারা মহান আল্লাহ্‌র দরবারে দু'আ করবেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি কতিপয় পাখি পাঠাবেন, যাদের ঘাড় হবে বুখ্‌ত এলাকার উটের মত। ওরা তাদের মৃতদেহগুলো উঠিয়ে নিয়ে যাবে এবং আল্লাহ যেখানে চাইবেন সেখানে নিক্ষেপ করবে। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। মাটি কিংবা বালু নির্মিত কোন ঘরই এই পানি হতে রক্ষা পাবে না। এই পানি ওদের সকলকে ধুয়ে মুছে আয়নার মত সাফ করে দেবে। এরপর যমীনকে বলা হবে : এবার তুমি তোমার ফলমূল উৎপন্ন কর এবং তোমার বরকত ফিরিয়ে দাও। সে সময় কতিপয় লোকেরা তৃপ্তিভরে ডালিম ভক্ষণ করবে এবং এর খোসা দিয়ে ছায়ার ব্যবস্থা করবে। আল্লাহ তা'আলা দুধে বরকত দিবেন, এমনকি একটি দুধেল উষ্ট্রী কয়েক জামা'আত লোকের জন্য যথেষ্ট হবে। একটি দুধেল গাভী একটি গোত্রের লোকদের জন্য যথেষ্ট হবে। একটি দুধেল বকরী একটি ক্ষুদ্র গোত্রের জন্য যথেষ্ট হবে। তারা যখন এ অবস্থায় থাকবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি নির্মল বায়ু পাঠাবেন। এই বাতাস তাদের বগলের নিচে প্রভাব ফেলবে এবং প্রত্যেক মুসলিমের জান-কবয করে নিবে। তখন অবশিষ্ট নর-নারী গাধার মত প্রকাশ্যে সংগমে লিপ্ত হবে। তাদের উপর কিয়ামত সংগটিত হবে।

٤٠٧٦ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ثَنَا ابْنُ جَابِرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ الطَّائِيِّ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ

النَّوَّاسَ بْنَ سَمْعَانَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَيُوْقِدُ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ قِسِيِّ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ وَنُشَّابِهِمْ وَاَتْرِسَتِهِمْ سَبْعَ سِنِيْنَ .

৪০৭৬ হিশাম ইব্ন আম্মার (র)..... নাওয়াস ইব্ন সাম'আন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অদূর ভবিষ্যতে মুসলমানেরা ইয়াযূয ও মাজূজ-এর সামান তীর ধনুক বর্শাফলক এবং ঢালসমূহ সাত বছর ব্যাপী ভস্মীভূত করতে থাকবে।

٤٠٧٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ رَافِعٍ اَبِيْ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْ زُرْعَةَ الشَّيْبَانِيِّ يَحْيٰى بْنِ اَبِيْ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَكَانَ اَكْثَرُ خُطْبَتِهِ حَدِيْثًا حَدَّثَنَاهُ عَنِ الدَّجَّالِ وَحَذَّرَنَاهُ فَكَانَ مِنْ قَوْلِهِ اَنْ قَالَ اِنَّهُ لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْاَرْضِ مُنْذُ ذَرَاَ اللّٰهُ ذُرِّيَّةَ آدَمَ اَعْظَمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَاِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا اِلاَّ حَذَّرَ اُمَّتَهُ الدَّجَّالَ وَاَنَا آخِرُ الْاَنْبِيَاءِ وَاَنْتُمْ آخِرُ الْاُمَمِ وَهُوَ خَارِجٌ فِيْكُمْ لاَ مَحَالَةَ وَاِنْ يَّخْرُجْ وَاَنَا بَيْنَ ظَهْرَنَيْكُمْ فَاَنَا حَجِيْجٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ وَاِنْ يَّخْرُجْ مِنْ بَعْدِيْ فَكُلُّ امْرِئٍ حَجِيْجُ نَفْسِهِ وَاللّٰهُ خَلِيْفَتِيْ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَاِنَّهُ يَّخْرُجُ مِنْ خَلَّةٍ بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ فَيَعِيْثُ يَمِيْنًا وَيَعِيْثُ شِمَالاً يَا عِبَادَ اللّٰهِ فَاثْبُتُوْا فَاِنِّيْ سَاَصِفُهُ لَكُمْ صِفَةً لَمْ يَصِفْهَا اِيَّاهُ نَبِيٌّ قَبْلِيْ اِنَّهُ يَبْدَأُ فَيَقُوْلُ اَنَا نَبِيٌّ وَلاَ نَبِيَّ بَعْدِيْ ثُمَّ يُثَنِّيْ فَيَقُوْلُ اَنَا رَبُّكُمْ وَلاَ تَرَوْنَ رَبَّكُمْ حَتّٰى تَمُوْتُوْا وَاِنَّهُ اَعْوَرُ وَاِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِاَعْوَرَ وَاِنَّهُ مَكْتُوْبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ كَاتِبٍ اَوْ غَيْرِ كَاتِبٍ وَاِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ اَنَّ مَعَهُ جَنَّةً وَنَارًا فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نَارٌ فَمَنِ ابْتُلِيَ بِنَارِهِ فَلْيَسْتَغِثْ بِاللّٰهِ وَلْيَقْرَاْ فَوَاتِحَ الْكَهْفِ فَتَكُوْنَ عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلاَمًا كَمَا كَانَتِ النَّارُ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ اَنْ يَقُوْلَ لِاَعْرَابِيِّ اَرَاَيْتَ اِنْ بَعَثْتُ لَكَ اَبَاكَ وَاُمَّكَ اَتَشْهَدُ اَنِّيْ رَبُّكَ فَيَقُوْلُ نَعَمْ فَيَتَمَثَّلُ لَهُ شَيْطَانَانِ فِيْ صُوْرَةِ اَبِيْهِ وَاُمِّهِ فَيَقُوْلاَنِ يَا بُنَيَّ اتَّبِعْهُ فَاِنَّهُ رَبُّكَ وَاِنْ مِنْ فِتْنَتِهِ اَنْ يُّسَلَّطَ عَلٰى نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَيَقْتُلَهَا وَيَنْشُرَهَا بِالْمِنْشَارِ حَتّٰى يُلْقٰى شِقَّتَيْنِ ثُمَّ يَقُوْلُ انْظُرُوْا اِلٰى عَبْدِيْ هٰذَا فَاِنِّيْ اَبْعَثُهُ الْآنَ

ثُمَّ يَزْعُمُ اَنَّ لَهُ رَبًّا غَيْرِىْ فَيَبْعَثُهُ اللّٰهُ وَيَقُوْلُ لَهُ الْخَبِيْثُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُوْلُ رَبِّىَ اللّٰهُ وَاَنْتَ عَدُوُّ اللّٰهِ اَنْتَ الدَّجَّالُ وَاللّٰهِ مَا كُنْتُ بَعْدُ اَشَدَّ بَصِيْرَةً بِكَ مِنِّىْ الْيَوْمَ قَالَ اَبُو الْحَسَنِ الطَّنَافِسِىُّ فَحَدَّثَنَا الْمُحَارِبِىُّ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ الْوَلِيْدِ الْوَصَّافِىُّ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذٰلِكَ الرَّجُلُ اَرْفَعُ اُمَّتِىْ دَرَجَةً فِى الْجَنَّةِ .

قَالَ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ وَاللّٰهِ مَا كُنَّا نُرَى ذٰلِكَ الرَّجُلَ اِلاَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَتّٰى مَضَى لِسَبِيْلِهِ قَالَ الْمُحَارِبِىُّ ثُمَّ رَجَعْنَا اِلَى حَدِيْثِ اَبِىْ رَافِعٍ قَالَ وَاِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ اَنْ يَّأْمُرَ السَّمَاءَ اَنْ تُمْطِرَ فَتُمْطِرَ وَيَأْمُرَ الْاَرْضَ اَنْ تُنْبِتَ فَتُنْبِتَ وَاِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ اَنْ يَّمُرَّ بِالْحَيِّ فَيُكَذِّبُوْنَهُ فَلاَ تَبْقَى لَهُمْ سَائِمَةٌ اِلاَّ هَلَكَتْ وَاِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ اَنْ يَمُرَّ بِالْحَيِّ فَيُصَدِّقُوْنَهُ فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ اَنْ تُمْطِرَ فَتُمْطِرَ وَيَأْمُرَ الْاَرْضَ اَنْ تُنْبِتَ فَتُنْبِتَ حَتّٰى تَرُوْحَ مَوَاشِيْهِمْ مِنْ يَوْمِهِمْ ذٰلِكَ اَسْمَنَ مَا كَانَتْ وَاَعْظَمَهُ وَاَمَدَّهُ خَوَاصِرَ وَاَدَرَّهُ ضُرُوْعًا وَاِنَّهُ لاَ يَبْقَى شَىْءٌ مِنَ الْاَرْضِ اِلاَّ وَطِئَهُ وَظَهَرَ عَلَيْهِ اِلاَّ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ لاَ يَأْتِيْهِمَا مِنْ نَقْبٍ مِنْ نِقَابِهِمَا اِلاَّ لَقِيَتْهُ الْمَلاَئِكَةُ بِالسُّيُوْفِ صَلْتَةً حَتّٰى يَنْزِلَ عِنْدَ الظُّرَيْبِ الْاَحْمَرِ عِنْدَ مُنْقَطَعِ السَّبَخَةِ فَتَرْجُفُ الْمَدِيْنَةُ بِاَهْلِهَا ثَلاَثَ رَجَفَاتٍ فَلاَ يَبْقَى مُنَافِقٌ وَلاَ مُنَافِقَةٌ اِلاَّ خَرَجَ اِلَيْهِ فَتَنْفِى الْخَبَثَ مِنْهَا كَمَا يَنْفِى الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ وَيُدْعَى ذٰلِكَ الْيَوْمُ يَوْمَ الْخَلاَصِ .

فَقَالَتْ اُمُّ شَرِيْكٍ بِنْتُ اَبِى الْعَكَرِ ، يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَئِذٍ قَالَ هُمْ يَوْمَئِذٍ قَلِيْلٌ وَجُلُّهُمْ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَاِمَامُهُمْ رَجُلٌ صَالِحٌ فَبَيْنَمَا اِمَامُهُمْ قَدْ تَقَدَّمَ يُصَلِّىْ بِهِمُ الصُّبْحَ اِذْ نَزَلَ عَلَيْهِمْ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ الصُّبْحَ فَرَجَعَ ذٰلِكَ الْاِمَامُ يَنْكُصُ يَمْشِى الْقَهْقَرَى لِيَتَقَدَّمَ عِيْسَى يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ فَيَضَعُ عِيْسَى يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ لَهُ تَقَدَّمْ فَصَلِّ فَاِنَّهَا لَكَ اُقِيْمَتْ فَيُصَلِّىْ بِهِمْ اِمَامُهُمْ فَاِذَا انْصَرَفَ قَالَ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ افْتَحُوا الْبَابَ فَيُفْتَحُ وَوَرَاءَهُ الدَّجَّالُ مَعَهُ سَبْعُوْنَ اَلْفَ يَهُوْدِىٍّ كُلُّهُمْ ذُوْ سَيْفٍ مُحَلًّى وَسَاجٍ فَاِذَا نَظَرَ اِلَيْهِ الدَّجَّالُ ذَابَ كَمَا يَذُوْبُ الْمِلْحُ

فِى الْمَاءِ وَيَنْطَلِقُ هَارِبًا وَيَقُوْلُ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ اِنَّ لِىْ فِيْكَ ضَرْبَةً لَنْ تَسْبِقَنِىْ بِهَا فَيُدْرِكُهُ عِنْدَ بَابِ اللُّدِّ الشَّرْقِيِّ فَيَقْتُلُهُ فَيَهْزِمُ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ فَلاَ يَبْقَى شَىْءٌ مِمَّا خَلَقَ اللّٰهُ يَتَوَارَى بِهِ يَهُوْدِيٌّ اِلاَّ اَنْطَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ الشَّىْءَ لاَ حَجَرَ وَلاَ شَجَرَ وَلاَ حَائِطَ وَلاَ دَابَّةَ اِلاَّ الْغَرْقَدَةَ فَاِنَّهَا مِنْ شَجَرِهِمْ لاَ تَنْطِقُ اِلاَّ قَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ الْمُسْلِمَ هٰذَا يَهُوْدِىٌّ فَتَعَالَ اقْتُلْهُ .

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاِنَّ اَيَّامَهُ اَرْبَعُوْنَ سَنَةً السَّنَةُ كَنِصْفِ السَّنَةِ وَالسَّنَةُ كَالشَّهْرِ وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ وَآخِرُ اَيَّامِهِ كَالشَّرَرَةِ يُصْبِحُ اَحَدُكُمْ عَلَى بَابِ الْمَدِيْنَةِ فَلاَ يَبْلُغُ بَابَهَا الْآخَرَ حَتّٰى يُمْسِىَ فَقِيْلَ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ نُصَلِّىْ فِىْ تِلْكَ الْاَيَّامِ الْقِصَارِ قَالَ تَقْدُرُوْنَ فِيْهَا الصَّلاَةَ كَمَا تَقْدُرُوْنَهَا فِىْ هٰذِهِ الْاَيَّامِ الطِّوَالِ ثُمَّ صَلُّوْا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَيَكُوْنُ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِىْ اُمَّتِىْ حَكَمًا عَدْلاً وَاِمَامًا مُقْسِطًا يَدُقُّ الصَّلِيْبَ وَيَذْبَحُ الْخِنْزِيْرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَتْرُكُ الصَّدَقَةَ فَلاَ يُسْعَى عَلَى شَاةٍ وَلاَ بَعِيْرٍ وَتُرْفَعُ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَتُنْزَعُ حُمَةُ كُلِّ ذَاتِ حُمَةٍ حَتّٰى يُدْخِلَ الْوَلِيْدُ يَدَهُ فِى الْحَيَّةِ فَلاَ تَضُرَّهُ وَتُفِرُّ الْوَلِيْدَةُ الْاَسَدَ فَلاَ يَضُرُّهَا وَيَكُوْنُ الذِّئْبُ فِى الْغَنَمِ كَاَنَّهُ كَلْبُهَا وَتُمْلاَ الْاَرْضُ مِنَ السِّلْمِ كَمَا يُمْلاَ الْاِنَاءُ مِنَ الْمَآءِ وَتَكُوْنُ الْكَلِمَةُ وَاحِدَةً فَلاَ يُعْبَدُ اِلاَّ اللّٰهُ وَتَضَعُ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا وَتُسْلَبُ قُرَيْشٌ مُلْكَهَا وَتَكُوْنُ الْاَرْضُ كَفَاثُوْرِ الْفِضَّةِ تُنْبِتُ نَبَاتَهَا بِعَهْدِ آدَمَ حَتّٰى يَجْتَمِعَ النَّفَرُ عَلَى الْقِطْفِ مِنَ الْعِنَبِ فَيُشْبِعَهُمْ وَيَجْتَمِعَ النَّفَرُ عَلَى الرُّمَّانَةِ فَتُشْبِعَهُمْ وَيَكُوْنَ الثَّوْرُ بِكَذَا وَكَذَا مِنَ الْمَالِ وَتَكُوْنَ الْفَرَسُ بِالدُّرَيْهِمَاتِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا يُرْخِصُ الْفَرَسَ قَالَ لاَ تُرْكَبُ لِحَرْبٍ اَبَدًا قِيْلَ لَهُ فَمَا يُغْلِى الثَّوْرَ قَالَ تُحْرَثُ الْاَرْضُ كُلُّهَا وَاِنَّ قَبْلَ خُرُوْجِ الدَّجَّالِ ثَلاَثَ سَنَوَاتٍ شِدَادٍ يُصِيْبُ النَّاسَ فِيْهَا جُوْعٌ شَدِيْدٌ يَاْمُرُ اللّٰهُ السَّمَآءَ فِى السَّنَةِ الْاُوْلَى اَنْ تَحْبِسَ ثُلُثَ مَطَرِهَا وَيَاْمُرُ الْاَرْضَ فَتَحْبِسُ ثُلُثَ نَبَاتِهَا ثُمَّ يَاْمُرُ السَّمَاءَ فِى الثَّانِيَةِ فَتَحْبِسُ ثُلُثَىْ مَطَرِهَا وَيَاْمُرُ الْاَرْضَ فَتَحْبِسُ ثُلُثَىْ نَبَاتِهَا ثُمَّ يَاْمُرُ اللّٰهُ السَّمَاءَ

فِى السَّنَةِ الثَّالِثَةِ فَتَحْبِسُ مَطَرَهَا كُلَّهُ فَلاَ تَقْطُرُ قَطْرَةً وَيَأْمُرُ الْاَرْضَ فَتَحْبِسُ نَبَاتَهَا كُلَّهُ فَلاَ تُنْبِتُ خَضْرَاءَ فَلاَ تَبْقَى ذَاتُ ظِلْفٍ اِلاَّ هَلَكَتْ اِلاَّ مَا شَاءَ اللّٰهُ قِيْلَ فَمَا يُعِيْشُ النَّاسَ فِىْ ذٰلِكَ الزَّمَانِ قَالَ التَّهْلِيْلُ وَالتَّكْبِيْرُ وَالتَّسْبِيْحُ وَالتَّحْمِيْدُ وَيُجْرَى ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ مُجْرَى الطَّعَامِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ سَمِعْتُ اَبَا الْحَسَنِ الطَّنَافِسِيَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ الْمُحَارِبِيَّ يَقُوْلُ يَنْبَغِىْ اَنْ يُّدْفَعَ هٰذَا الْحَدِيْثُ اِلَى الْمُؤَدِّبِ حَتّٰى يُعَلِّمَهُ الصِّبْيَانَ فِى الْكُتَّابِ .

৪০৭৭ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)...... আবূ উমামাহ্ বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন। তিনি তাঁর অধিকাংশ ভাষণে যা তিনি আমাদের সামনে দিলেন, তা ছিল দাজ্জালের প্রসংগে। তিনি আমাদিগকে তার সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করলেন। এ পর্যায়ে তিনি বললেন : যখন থেকে আল্লাহ আদম সন্তানকে সৃষ্টি করেছেন তখন থেকে দাজ্জালের ফিতনার চাইতে আর কোন বড় ফিত্না যমীনে সংঘটিত হয়নি। নিশ্চয় আল্লাহ কোন নবী পাঠাননি, যিনি তার উম্মাতকে দাজ্জালের ভয় দেখাননি। আর আমি সর্বশেষ নবী এবং তোমরা সবশেষ উম্মাত। সে অবশ্যই তোমাদের মাঝে প্রকাশ পাবে। আমি তোমাদের মাঝে বর্তমান থাকাকালীন সময়ে যদি সে বের হয়, তাহলে আমি প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে যুক্তি উত্থাপন করবো। আর যদি সে আমার পরে বের হয়, তাহলে প্রত্যেককে নিজের পক্ষে দলীল পেশ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মুসলিমের উপর নেগাহবান। নিশ্চয় সিরিয়া ও ইরাকের 'খুল্লাহ' নামক স্থান থেকে বের হবে। আর সে তার ডান ও বামে সর্বত্র বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। হে আল্লাহ্‌র বান্দারা! তোমরা ঈমানের উপর দৃঢ়পদে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। কেননা, আমি তোমাদের নিকট তার এমন সব অবস্থা বর্ণনা করবো, যা আমার পূর্বে কোন নবী তার উম্মাতের কাছে বলেননি। প্রথমে সে বলবে যে, আমি নবী এবং আমার পরে কোন নবী নেই। এরপর সে দাবী করে বলবে, আমি তোমাদের রব! অথবা তোমরা তোমাদের প্রভুকে মরার পূর্বে দেখবে না। সে হবে কানা। আর তোমাদের রব তো কানা নন! আর তার দুই চোখের মাঝখানে (কপালে) লেখা থাকবে 'কাফির"। এই লেখাটি প্রত্যেক মু'মিন ব্যক্তিই পড়তে পারবে, সে লেখা পড়া জানুক বা নিরক্ষর হোক। তার ফিত্না হবে এই যে, তার সাথে জান্নাত ও জাহান্নাম থাকবে। তবে তার জাহান্নাম হবে জান্নাত, এবং তার জান্নাত হবে জাহান্নাম। সুতরাং যে কেউ তার জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে, সে যেন আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ চায় এবং সূরা কাহফ-এর প্রথমাংশ তিলাওয়াত করে। তখন সেই জাহান্নাম তার জন্য ঠান্ডা-শান্তিময় স্থানে পরিণত হবে। যে হয়েছিল আগুন ইব্‌রাহীম (আ)-এর উপর।

দাজ্জালের অন্যতম এক ফিতনা হবে এই যে, সে এক বেদুইনকে বলবে : যদি আমি তোমার জন্য তোমার পিতামাতাকে জীবিত করতে পারি, তবে কি তুমি এরূপ সাক্ষ্য দিবে যে, নিশ্চয় আমি তোমার রব! তখন সে বলবে : হাঁ, তখন তার জন্য (দাজ্জালের নির্দেশে) দুইটি শয়তান তার পিতা ও মাতার আকৃতি ধারণ করবে। তারা বলবে : হে বৎস! তার আনুগত্য কর। নিশ্চয় সে তোমার রব।

দাজ্জালের আরেকটি ফিতনা হবে এই যে, সে জনৈক ব্যক্তিকে পরাভূত করে তাকে হত্যা করবে, এমন কি তাকে করাত দিয়ে দু'টুকরো করে নিক্ষেপ করবে। এরপর সে বলবে : তোমরা আমার এই বান্দার দিকে লক্ষ্য কর, আমি একে এখনই জীবিত করছি। এরপরও কি কেউ বলবে যে, আমি ব্যতীত অন্য কেউ তার রব আছেন? এরপর আল্লাহ তা'আলা সে লোকটিকে জীবিত করবেন। তখন (দাজ্জাল) খবীস তাকে বলবে : তোমার রব কে ? সে বলবে : আমার রব আল্লাহ। আর তুই তো আল্লাহ্র দুশমন। তুই তো দাজ্জাল! আল্লাহ্র শপথ! আজ আমি তোর সম্পর্কে ভাল করে বুঝতে পারছি যে, (তুই-ই দাজ্জাল)

আবুল হাসান তানফিসী (র)....আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সেই ব্যক্তির মর্যাদা জান্নাতে আমার উম্মাতের মধ্যে বুলন্দ হবে।

রাবী বলেন, আবূ সাঈদ (রা) বলেছেন : আল্লাহ শপথ! আমরা ধারণা করছি যে, এই ব্যক্তি উমার ইব্ন খাত্তাব (রা)-ই হবে। এমন কি তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

মুহারিবী (র) বলেন, এরপর আমরা আবূ রা'ফি (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীস আলোচনা করবো। তিনি বলেন, দাজ্জালের আরেকটি ফিতনা হবে এই যে, সে আসমানকে বৃষ্টিপাতের জন্য নির্দেশ দিবে, তখনই বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হবে। সে যমীনকে ফসল উৎপাদনের নির্দেশ দিবে, তখন সেও ফসলাদি উদগত করবে। দাজ্জালের আরেকটি ফিতনা হবে এই যে, সে একটি গোত্রের কাছে যাবে। তখন তারা তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করবে। ফলে তাদের গৃহপালিত পশু ধ্বংস হয়ে যাবে। দাজ্জালের আরেকিট ফিতনা হবে এই যে, আরেকটি গোত্রের কাছে যাবে। তারা তাকে সত্য বলে মেনে নিবে। তখন সে আসমানকে বৃষ্টি বর্ষণের নির্দেশ দিবে, তখন বৃষ্টি বর্ষিত হবে। অতপর সে যমীনকে শস্য উৎপাদনের নির্দেশ দিবে, তখন যমীন তা উদগত করবে। যমীন এমনভাবে ফসলাদি ও ঘাস তৃণ লতাপাতা উদ্গত করবে যে, এমনকি তাদের গৃহ-পালিত পশুগুলো সেদিন সন্ধ্যায় অত্যন্ত মোটা-তাজা, এবং উদরপূর্তি করে দুধে স্তন ফুলিয়ে ফিরে আসবে। অবস্থা এই হবে যে, দুনিয়ার কোন ভূখণ্ড বাকী থাকবে না, যেখানে দাজ্জাল গমন না করবে এবং তা তার পদানত হচ্ছে। তবে মক্কা মোয়ায্যমা ও মদীনা মুনাওয়ারা ব্যতীত (অর্থাৎ এই দুই শহরে সে প্রবেশ করতে পারেবে না)। এই দুই শহরের প্রবেশ দ্বারে উম্মুক্ত তলোয়ার হাতে ফেরেশতা মোতায়েন থাকবেন। এমন কি সে একটি ছোট লাল পাহাড়ের কিনট অবতরণ করবে, যা হবে তৃণলতা শূন্য স্থানের শেষ ভাগ। এরপর মদীনা তার অধিবাসীদের সহ তিনবার প্রকম্পিত হবে। ফলে মুনাফিক পুরুষ ও মহিলারা মদীনা থেকে বের হয়ে দাজ্জালের সাথে মিলিত হবে। এরূপে মদীনা তার ভেতরকার ময়লা বিদূরীত করবে, যেমন নিভাবে লোহার মরিচা হাপর দূর করে। সে দিনের নাম হবে 'নাজাত দিবস'।

অতঃপর উম্মু শারীক বিনতে আবুল আকর (রা) বললেন : হে আল্লাহ্র রাসূল! আরবের লোকেরা সেদিন কোথায় থাকবে? তিনি বললেন : সেদিন তাদের সংখ্যা হবে খুবই নগন্য। তাদের অধিকাংশ (ঈমানদার) বান্দা সে সময় বায়তুল মুকাদ্দাসে অবস্থান করবেন। তাদের ইমাম হবেন একজন নেক্কার ব্যক্তি। এমতাবস্থায় একদিন তাদের ইমাম তাদের নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করবেন। সে সময় ঈসা ইব্ন মারইয়াম (আ) সকাল বেলা (আকাশ থেকে) অবতরণ করবেন। তখন উক্ত ইমাম (তাঁকে দেখে) পেছন

দিকে হটবেন, যাতে ঈসা ইব্ন মারইয়াম (আ) সামনে অগ্রসর হয়ে লোকদের সালাতে ইমামতি করতে পারেন। তখন ঈসা (আ) তাঁর হাতে উক্ত ইমামের দু'কাধের উপর রাখবেন এবং তাঁকে বলবেন : আপনি সামনে যান এবং সালাতে ইমামতি করুন। কেননা, এই সালাত আপনার জন্যই কায়েম হয়েছিল। (অর্থাৎ আপনার ইমামতির নিয়্যাত করা হয়েছিল)।

তখন তাদের ইমাম তাদের নিয়ে সালাত আদায় করবেন। যখন তিনি সালাত শেষ করবেন, তখন ঈসা (আ) বলবেন : দরজা খুলে দাও। তখন দরজা খুলে দেয়া হবে। আর দরজার পেছনে থাকবে দাজ্জাল। তার সাথে থাকবে সত্তর হাজার ইয়াহুদী। এদের প্রত্যেকের কাছে তলোয়ার থাকবে, যা হবে কারুকার্যখচিত এবং থাকবে চাদরে আবৃত। যখন দাজ্জাল তাঁকে (ঈসা ইব্ন মারইয়াম (আ) কে) দেখবে, তখনই সে বিগলিত হয়ে যাবে, যেমন লবণ পানিতে গলে যায়। সে পালাতে থাকবে। তখন ঈসা (আ) বলবেন : তোর প্রতি আমার একটি আঘাত আছে। এর থেকে বাঁচবার তোর কোন উপায় নেই। পরিশেষে তিনি তাঁকে 'বাবে লুদের' পূর্ব দিকে পাবেন এবং তাকে কতল করে ফেলবেন। আর আল্লাহ ইয়াহুদীদের পরাভূত করবেন। তখন ইয়াহুদীরা আল্লাহ্র সৃষ্ট যে কোন জিনিষের আড়ালে আত্মগোপন করে থাকুক না কেন, সে বস্তুকে আল্লাহ তা'আলা বাকশক্তি দান করবেন, চাই তা পাথর হোক, গাছপালা হোক, প্রাচীন হোক অথবা জানোয়ার। তবে একটি গাছ হবে ভিন্নতর, যার নাম হবে (গারকাদাহ) এটা এক ধরনের কাটাযুক্ত বৃক্ষ। একে ইয়াহুদীদের গাছ বলা হয়, সে কথা বলবে না); তবে সে বলবে : হে আল্লাহ্র মুসলিম বান্দা। এই তো ইয়াহুদী। তুমি এসো এবং একে হত্যা কর।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দাজ্জালের সময় হবে চল্লিশ বছর। তবে তার এক বছর হবে অর্ধ বছরের সমান। আরেক বছর হবে- এক মাসের সমান এবং এক মাস এক সপ্তাহের বরাবর হবে। তার শেষ দিনগুলো এমন ভয়াবহ হবে, যেমন অগ্নিস্ফুলিংগ বায়ুমণ্ডলে উড়ে বেড়ায়। তোমাদের কেউ মদীনার এক ঘটকে সকাল যাপন করলে, অন্য ফটকে যেতে না যেতেই সন্ধ্যা হয়ে যাবে। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো : হে আল্লাহ্র রাসূল! এত ছোট দিনে আমরা সালাত কিভাবে আদায় করবো? তিনি বললেন : তোমরা অনুমান করে সালাতের সময় নির্ধারণ করবে, যেমন তোমরা লম্বা দিনে অনুমান করে সালাতের সময় নির্ধারণ করে থাকে এবং এভাবে সালাত আদায় করবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ঈসা ইব্ন মারইয়াম (আ) আমার উম্মাতের একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক ও ইনসাফগার ইমাম হবেন। তিনি ক্রুশ ভেংগে ফেলবেন। শূকর হত্যা করবেন, (শূকর ভক্ষণ করা হারাম করবেন এবং এমনভাবে হত্যা করবেন যে, তা একটাও অবশিষ্ট থাকবে না)। তিনি জিযিয়া মাওকূফ করবেন, সাদাকা উসূল করা বন্ধ করবেন, না বকরীর উপর যাকাত ধার্য করা হবে, আর না উটের উপর। লোকদের মাঝে পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতার অবসান হবে। প্রত্যেক বিষাক্ত জন্তু-জানোয়ারের বিষ দূরীভূত হয়ে যাবে। এমন কি দুগ্ধপোষ্য শিশু তার হাত সাপের মুখের ভেতর ঢুকিয়ে দিবে, কিন্তু সে তার কোন ক্ষতি করবে না। একজন ক্ষুদ্র মানব শিশু সিংহকে তাড়া করবে। সেও তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। নেকড়ে বাঘ বকরীর পালে এমনভাবে থাকবে, যেন তা তার কুকুর অর্থাৎ রক্ষক। পৃথিবী শান্তিপূর্ণ হয়ে যাবে, যেমন পানিতে বরতন পরিপূর্ণ হয়। সকলের কলেমা এক হয়ে যাবে। আল্লাহ ব্যতীত কারোর ইবাদত

করা হবে না। যুদ্ধ-বিগ্রহ তার সাজ সরঞ্জাম রেখে দিবে। কুরায়শদের রাজত্বের অবসান হবে। যমীন রৌপ্য নির্মিত তশতরীর মত হয়ে যাবে। সে এমন সব ফলমূল উৎপন্ন করবে, যেমনিভাবে আদম (আ)-এর যামানায় উদ্গত হতো। এমনকি কয়েকজন লোক একটি আংগুরের খোসার মধ্যে একত্র হতে পারবে এবং তা সকলকে পরিতৃপ্ত করবে। অনেক লোক একটি ডালিমের জন্য একত্র হবে এবং তা সকলকে পরিতৃপ্ত করবে। তাদের বলদ গরু হবে এই, এই মূল্যের এবং ঘোড়া স্বল্প মূল্যে বিক্রি হবে। তারা বললো : হে আল্লাহ্র রাসূল! ঘোড়া শস্তা হবে কেন? তিনি বললেন : কারণ লড়াই এর জন্য কেউ অশ্বারোহী হবে না। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো : গরু অতি মূল্যবান হবে কেন? তিনি বললেন : সারা ভূ-খণ্ডে কৃষিকাজ সম্প্রসারিত হবে।

দাজ্জালের আবির্ভাবের তিন বছর পূর্বে দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। যাতে মানুষে চরমভাবে ক্ষুধায় কষ্ট পাবে। প্রথম বছর আল্লাহ তা'আলা আসমানকে তিনভাগের এক ভাগ বৃষ্টি আটকে রাখার নির্দেশ দিবেন এবং যমীনকে নির্দেশ দিবেন, তখন তা এক তৃতীয়াংশ ফসল কম উৎপাদন করবে। এরপর তিনি আসমানকে দ্বিতীয় বছর একই নির্দেশ দিবেন, তখন তা দুই তৃতীয়াংশ বৃষ্টি বন্ধ করে দিবে এবং যমীনকে হুকুম করবেন, তখন তাও দুই তৃতীয়াংশ ফসলাদি কম উৎপন্ন করবে। এরপর আল্লাহ তা'আলা আকাশকে তৃতীয় বছরে একই নির্দেশ দিবেন, তখন তা সম্পূর্ণভাবে বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দিবে। ফলে, এক ফোঁটা বৃষ্টি ও বর্ষিত হবে না। আর তিনি যমীনকে নির্দেশ দিবেন, তখন সে সম্পূর্ণভাবে শস্য উৎপাদন বন্ধ করবে। ফলে যমীনে কোন ঘাস জন্মাবে না, আর কোন সব্জি অবশিষ্ট থাকবে না, বরং তা ধ্বংস হয়ে যাবে, তবে আল্লাহ যা চাইবেন। তখন জিজ্ঞাসা করা হলো : এ সময় লোকেরা কিরূপে বেঁচে থাকবে? তিনি বললেন : যারা তাহ্লীল (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু), তাক্বীর (আল্লাহ আকবর) তাসবীহ্ (সুবহানাল্লাহ) তাহ্মীদ (আলহামদুলিল্লাহ) বলতে থাকে, এসব তাদের খাদ্য নালিতে প্রবাহিত করে দেওয়া হবে।

আবূ আবদুল্লাহ (র) বলেন : আমি আবুল হাসান তানাফিসী (র) থেকে শুনেছি। তিনি বলেছেন : আমি আবদুর রহমান মুহারিবী (র)-কে বলতে শুনেছি যে, এই হাদীসখানি মক্তবের উস্তাদের কাছে পৌঁছানো প্রয়োজন, যাতে তারা বাচ্চাদের এটা শিক্ষা দিতে পারেন।

٤٠٧٨ **حَدَّثَنَا** اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَنْزِلَ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا وَاِمَامًا عَدْلاً فَيَكْسِرُ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيْرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَفِيْضُ الْمَالُ حَتّٰى لاَ يَقْبَلَهُ اَحَدٌ .

৪০৭৮ আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : ঈসা ইব্ন মারইয়াম (আ) ন্যায়পরায়ণ শাসক ও ইনসাফগার ইমাম হিসাবে অবতরণ না করার পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। তিনি ক্রুশ ভেংগে চুরমার করবেন, শূকর হত্যা করবেন, জিযিয়া মাওকুফ করবেন, ধন-সম্পদ অধিক হবে এমনকি তা কেউ গ্রহণ করবে না।

٤٠٧٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ حَدَّثَنِى عَاصِمُ ابْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تُفْتَحُ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ فَيَخْرُجُوْنَ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى « وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ » فَيَعُمُّوْنَ الْاَرْضَ وَيَنْحَازُ مِنْهُمُ الْمُسْلِمُوْنَ حَتّٰى تَصِيْرَ بَقِيَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ فِىْ مَدَائِنِهِمْ وَحُصُوْنِهِمْ وَيَضُمُّوْنَ اِلَيْهِمْ مَوَاشِيَهُمْ حَتّٰى اَنَّهُمْ لَيَمُرُّوْنَ بِالنَّهَرِ فَيَشْرَبُوْنَهُ حَتّٰى مَا يَذَرُوْنَ فِيْهِ شَيْئًا فَيَمُرُّ اٰخِرُهُمْ عَلٰى اَثَرِهِمْ فَيَقُوْلُ قَائِلُهُمْ لَقَدْ كَانَ بِهٰذَا الْمَكَانِ مَرَّةً مَاءٌ وَيَظْهَرُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ فَيَقُوْلُ قَائِلُهُمْ هٰؤُلَاءِ اَهْلُ الْاَرْضِ قَدْ فَرَغْنَا مِنْهُمْ وَلَنُنَازِلَنَّ اَهْلَ السَّمَاءِ حَتّٰى اِنَّ اَحَدَهُمْ لَيَهُزُّ حَرْبَتَهُ اِلَى السَّمَآءِ فَتَرْجِعُ مُخَضَّبَةً بِالدَّمِ فَيَقُوْلُوْنَ قَدْ قَتَلْنَا اَهْلَ السَّمَاءِ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذٰلِكَ اِذْ بَعَثَ اللّٰهُ دَوَابَّ كَنَغَفِ الْجَرَادِ فَتَاْخُذُ بِاَعْنَاقِهِمْ فَيَمُوْتُوْنَ مَوْتَ الْجَرَادِ يَرْكَبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَيُصْبِحُ الْمُسْلِمُوْنَ لَا يَسْمَعُوْنَ لَهُمْ حِسًّا فَيَقُوْلُوْنَ مَنْ رَجُلٌ يَشْرِىْ نَفْسَهُ وَيَنْظُرُ مَا فَعَلُوْا فَيَنْزِلُ مِنْهُمْ رَجُلٌ قَدْ وَطَّنَ نَفْسَهُ عَلٰى اَنْ يَّقْتُلُوْهُ فَيَجِدُهُمْ مَوْتٰى فَيُنَادِيْهِمْ اَلَا اَبْشِرُوْا فَقَدْ هَلَكَ عَدُوُّكُمْ فَيَخْرُجُ النَّاسُ وَيَخْلُوْنَ سَبِيْلَ مَوَاشِيْهِمْ فَمَا يَكُوْنُ لَهُمْ رَعْىٌ اِلَّا لُحُوْمُهُمْ فَتَشْكَرُ عَلَيْهَا كَاَحْسَنِ مَا شَكِرَتْ مِنْ نَبَاتٍ اَصَابَتْهُ قَطُّ .

৪০৭৯ আবূ কুরায়ব (র)....... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইয়াজূজ মাজূজকে ছেড়ে দেয়া হবে; (অর্থাৎ যে প্রাচীর বেষ্টিত আছে, তা খুলে দেওয়া হবে)। অতঃপর তারা বের হবে, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُوْنَ

"এবং তার সব উঁচু ভূমি হতে ছুটে আসবে।" (২১ : ৯৬)। এবং তারা যমীনের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে মুসলমানেরা তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাবে, অবশিষ্ট মুসলমানরা তাদের শহর ও দুর্গে আশ্রয় নিবে। সেখানে তারা তাদের গৃহপালিত পশুগুলো সাথে করে নিয়ে যাবে। ইয়াজূজ ও মাজূজের অবস্থা হবে এই যে, তাদের লোকগুলো একটি নহরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে এবং তার সমুদয় পানি পান করে ফেলবে, এমন কি এক ফোঁটা পানিও অবশিষ্ট থাকবে না। এরপর তাদের দলের অবশিষ্টরা তাদের অনুসরণ করবে। তখন তাদের মধ্য হতে একজন বলবে, এখানে কি কখনো পানি ছিল। যমীনে তারা বিজয়ী

শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। শেষ পর্যন্ত তাদের একজন বলবে, এখন তো আমরা পৃথিবী বাসীদের থেকে স্বস্তি পেয়েছি, আমাদের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। এবারে আসমান বাসীদের বিরুদ্ধে লড়বো। পরিশেষে তাদের একজন নিজ হাতে আকাশের দিকে বর্শা নিক্ষেপ করবে। তা রক্তে রঞ্জিত হয়ে ফিরে আসবে। অতঃপর তারা বলবে : আমরা আসমানবাসীদেরও নিপাত করেছি। তারা এই অবস্থায় থাকবে, তখন আল্লাহ তা'আলা টিড্ডি (এক প্রকার ফড়িং বা ফসলের ক্ষতি করে এরূপ পোকা) বাহিনী পাঠাবেন। এই টিড্ডিগুলো ওদের ঘাড় ভেংগে দিবে অথবা ঘাড়ের মধ্যে ঢুকে পড়বে। ফলে ওরাও তাদের মত মারা যাবে। তারপর একের উপর অপরটি পড়ে থাকবে। মুসলমানেরা সকাল বেলা তাদের শহর ও দুর্গ থেকে উঠবেন। তখন তারা ওদের বীভৎস চীৎকার শুনতে পাবেন এবং বলবেন আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে তার নিজের জানের উপর তামাশা করবে? সে যেন ইয়াজূজ মাজূজের কি কাণ্ড ঘটেছে তা দেখে নেয়। অতঃপর তাদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি বের হবে এই বলে যে, তারা অবশ্যই তাকে হত্যা করবে। সে তাদের সবাইকে মৃত দেখতে পাবে। অতঃপর আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে অন্যান্য মুসলমানদের ডাকতে থাকবে, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। তোমাদের দুশমন ধ্বংস হয়েছে। তখন লোকেরা বেনিয়ে আসবে এবং তাদের গৃহপালিত পশুগুলো চারণভূমিতে ছেড়ে দিবে। তাদের চারণভূমিতে ইয়াজূজ মাজূজের গোশ্‌ত ব্যতিরেকে কিছুই থাকবে না, ওরা তাদের মাংস ভক্ষণ করে বেশ মোটাতাজা হবে, যেমন কখনো কেউ ঘাস তৃণ লতা খেয়েও মোটাতাজা হতে পারেনি।

٤٠٨٠ حَدَّثَنَا اَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى ثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ رَافِعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ يَحْفِرُوْنَ كُلَّ يَوْمٍ حَتّٰى اِذَا كَادُوْا يَرَوْنَ شُعَاعَ الشَّمْسِ قَالَ الَّذِىْ عَلَيْهِمْ ارْجِعُوْا فَسَنَحْفِرُهُ غَدًا فَيُعِيْدُهُ اللّٰهُ اَشَدَّ مَا كَانَ حَتّٰى اِذَا بَلَغَتْ مُدَّتُهُمْ وَاَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّبْعَثَهُمْ عَلَى النَّاسِ حَفَرُوْا حَتّٰى اِذَا كَادُوْا يَرَوْنَ شُعَاعَ الشَّمْسِ قَالَ الَّذِىْ عَلَيْهِمْ ارْجِعُوْا فَسَتَحْفِرُوْنَهُ غَدًا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَاسْتَثْنُوْا فَيَعُوْدُوْنَ اِلَيْهِ وَهُوَ كَهَيْئَتِهِ حِيْنَ تَرَكُوْهُ فَيَحْفِرُوْنَهُ وَيَخْرُجُوْنَ عَلَى النَّاسِ فَيَنْشِفُوْنَ الْمَاءَ وَيَتَحَصَّنُ النَّاسُ مِنْهُمْ فِىْ حُصُوْنِهِمْ فَيَرْمُوْنَ بِسِهَامِهِمْ اِلَى السَّمَاءِ فَتَرْجِعُ عَلَيْهَا الدَّمُ الَّذِىْ اِحْفَظَّ فَيَقُوْلُوْنَ قَهَرْنَا اَهْلَ الْاَرْضِ وَعَلَوْنَا اَهْلَ السَّمَاءِ فَيَبْعَثُ اللّٰهُ نَغَفًا فِىْ اَقْفَائِهِمْ فَيَقْتُلُهُمْ بِهَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ اِنَّ دَوَابَّ الْاَرْضِ لَتَسْمَنُ وَتَشْكَرُ شُكْرًا مِنْ لُحُوْمِهِمْ .

৪০৮০ আযহার ইব্‌ন মারওয়ান (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয় ইয়াজূজ মাজূজ প্রত্যহ গর্ত খুঁড়তে থাকে, এমনকি যখন তারা সূর্যের আলোক রশ্মি

দেখার মত অবস্থায় পৌঁছে (অর্থাৎ গর্ত এতটা পাতলা হয় যেন সূর্য রশ্মি দেখা যায়) এরপর তাদের নেতা বলে : তোমরা ফিরে চলো, আগামীকাল এসে আমরা খুঁড়ার কাজ শেষ করবো। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা (রাতের মধ্যে) সেই প্রাচীরকে আগের চাইতে মযবুত করে দেন। যখন তাদের আবির্ভাবের সময় পৌঁছে যাবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের মানুষের নিকট পাঠাতে চাইবেন, তখন তারা (অভ্যাস অনুযায়ী) প্রাচীর খুঁড়তে থাকবে, এমন কি যখন তারা সূর্যের আলোক রশ্মি দেখার মত অবস্থায় পৌঁছবে, তখন তাদের নেতা বলবে : এবার ফিরে চলো, ইনশা আল্লাহ আগামীকাল বাকী খুঁড়ার কাজ শেষ করবে। তারা 'ইনশাল্লাহ' শব্দ ব্যবহার করবে। সেদিন তারা ফিরে যাবে এবং প্রাচীর ঐ অবস্থায় থাকবে, যে অবস্থায় তারা রেখে যাবে। অবশেষে তারা খুঁড়ার কাজ শেষ করবে এবং লোকের নিকট বেরিয়ে আসবে এবং সমুদয় পানি পান করে নিঃশেষ করে-ফেলবে। মানুষ তাদের ভয়ে পালিয়ে দুর্গের মধ্যে আশ্রয় নিবে। তারা আকাশের পানে তাদের বর্শা নিক্ষেপ করবে। রক্তে রঞ্জিত হয়ে তীর তাদের দিকে ফিরে আসবে। তখন তারা বলবে : আমরা যমীন বাসীদের উপর বিজয়ী হয়েছি এবং আসমান বাসীদের উপরও বিজয়ী হয়েছি। এরপর আল্লাহ তাদের গর্দানে এক ধরনের কীট পয়দা করবেন। কীটগুলো ওদের কতল করে ফেলবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সেই মহান সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ! ভূ-পৃষ্টের চতুষ্পদ গৃহপালিত জন্তুগুলো মোটাতাজা হয়ে যাবে এবং থলথলে মাংসল হয়ে যাবে ওদের গোশ্‌ত ভক্ষণ করে।

٤٠٨١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ثَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ حَدَّثَنِي جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ عَنْ مُؤْثِرِ بْنِ عَفَازَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَمَّا كَانَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ لَقِيَ اِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى فَتَذَاكَرُوا السَّاعَةَ فَبَدَاُوا بِاِبْرَاهِيمَ فَسَاَلُوهُ عَنْهَا فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْمٌ ثُمَّ سَاَلُوا مُوسَى فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْمٌ فَرُدَّ الْحَدِيثُ اِلَى عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ فَقَالَ قَدْ عُهِدَ اِلَيَّ فِيمَا دُونَ وَجْبَتِهَا فَاَمَّا وَجْبَتُهَا فَلاَ يَعْلَمُهَا اِلاَّ اللّٰهُ فَذَكَرَ خُرُوجَ الدَّجَّالِ قَالَ فَاَنْزِلُ فَاَقْتُلُهُ فَيَرْجِعُ النَّاسُ اِلَى بِلاَدِهِمْ فَيَسْتَقْبِلُهُمْ يَاْجُوجُ وَمَاْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ فَلاَ يَمُرُّونَ بِمَاءٍ اِلاَّ شَرِبُوهُ وَلاَ بِشَيْءٍ اِلاَّ اَفْسَدُوهُ فَيَجْاَرُونَ اِلَى اللّٰهِ فَاَدْعُو اللّٰهَ اَنْ يُمِيتَهُمْ فَتَنْتَنُ الْاَرْضُ مِنْ رِيحِهِمْ فَيَجْاَرُونَ اِلَى اللّٰهِ فَاَدْعُو اللّٰهَ فَيُرْسِلُ السَّمَاءَ بِالْمَاءِ فَيَحْمِلُهُمْ فَيُلْقِيهِمْ فِي الْبَحْرِ ثُمَّ تُنْسَفُ الْجِبَالُ وَتُمَدُّ الْاَرْضُ مَدَّ الْاَدِيمِ فَعُهِدَ اِلَيَّ مَتَى كَانَ ذٰلِكَ كَانَتِ السَّاعَةُ مِنَ النَّاسِ كَالْحَامِلِ الَّتِي لاَ يَدْرِي اَهْلُهَا مَتَى تَفْجَؤُهُمْ بِوِلاَدَتِهَا قَالَ الْعَوَّامُ وَوُجِدَ تَصْدِيقُ ذٰلِكَ فِي كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالَى "حَتَّى اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوجُ وَمَاْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ".

৪০৮১ মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র) ... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল তিনি সেই রাতে ইব্রাহীম (আ), মূসা (আ) ও ঈসা (আ) -এর সাথে মুলাকাত করেন। তাঁরা পরস্পরে কিয়ামত সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করছিলেন। সবাই প্রথমে ইব্রাহীম (আ)-এর কাছে বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাইলেন। কিন্তু কিয়ামতের কোন ইল্ম তাঁর ছিল না। এরপর বিষয়টি ঈসা ইব্ন মারইয়াম (আ)-এর কাছে সোপর্দ করা হলো। তখন তিনি বললেন : আমার থেকে কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তনের প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছে। কিন্তু কিয়ামতের সঠিক ইল্ম আল্লাহ ব্যতীত কারোর কাছে নেই। এরপর তিনি দাজ্জালের আবির্ভাবের কথা উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন : আমি দুনিয়াতে অবতরণ করবো এবং দাজ্জালকে কতল করবো। এরপর লোকেরা তাদের নিজ নিজ দেশে ফিরে যাবে। ইত্যবসরে তাদের নিকট ইয়াজূজ মাজূজের প্রাদুর্ভাব হবে। তারা প্রতি উঁচু ভূমি থেকে ছুটে আসবে। তারা যে পানির নিকট দিয়ে অতিক্রম করবে, তা পান করে ফেলবে, এরা যে বস্তুর কাছ দিয়ে যাবে, তা নষ্ট করে ফেলবে। তখন লোকেরা উচ্চস্বরে আল্লাহ্র কাছে ফরিয়াদ করবে এবং আমিও আল্লাহ্র কাছে দু'আ করবো, যাতে তিনি ওদের মেরে ফেলেন। (ফলে তারা মরে যাবে) এবং যমীন তাদের (গলিত লাশের) গন্ধে দুর্গন্ধময় হয়ে যাবে। লোকেরা আল্লাহ্র কাছে ফরিয়াদ করবে এবং আমিও দু'আ করবো। তখন তিনি আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, যা তাদের ভাসিয়ে নিয়ে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে। এরপর পাহাড়-পর্বত উৎপাটিত করা হবে, যমীন প্রশস্ত করা হবে, যেমন চামড়া প্রশস্ত করা হয়। তারপর আমাকে বলা হলো : যখন এই সব বিষয় প্রকাশিত হবে, তখন কিয়ামত মানুষের এতটা নিকটবর্তী হবে, যেমন গর্ভবতী মহিলা তার পরিবারের লোকজন জানে না যে, কখন সে সন্তান প্রসব করবে। তখন তাদের সন্তান প্রসবের ব্যাপারটি ব্যস্ততায় রাখবে। আওয়াম (র) বলেন, এই ঘটনার সত্যতার আল্লাহর কিতাবে পাওয়া যায় : حَتّٰى اِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوْجُ وَمَأْجُوْجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُوْنَ

"এমনকি যখন ইয়াজূজ মাজূজকে মুক্তি দেওয়া হবে এবং ওরা প্রতি উঁচুভূমি থেকে ছুটে আসবে। (২১ : ৯৬)

٣٤. بَابُ خُرُوْجِ الْمَهْدِيِّ

অনুচ্ছেদ ঃ মাহদী (আ)-এর আবির্ভাব

٤٠٨٢ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ صَالِحٍ عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ اَقْبَلَ فِتْيَةٌ مِنْ بَنِىْ هَاشِمٍ فَلَمَّا رَاٰهُمُ النَّبِىُّ ﷺ اِغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ وَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ قَالَ فَقُلْتُ مَا نَزَالُ نَرٰى فِىْ وَجْهِكَ شَيْئًا نَكْرَهُهُ فَقَالَ اِنَّا اَهْلُ بَيْتٍ اخْتَارَ اللّٰهُ لَنَا الْاٰخِرَةَ عَلَى الدُّنْيَا وَاِنَّ اَهْلَ بَيْتِىْ سَيَلْقَوْنَ بَعْدِىْ بَلَاءً وَتَشْرِيْدًا وَتَطْرِيْدًا حَتّٰى يَاْتِىَ قَوْمٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَعَهُمْ رَايَاتٌ سُوْدٌ فَيَسْاَلُوْنَ

الْخَيْرَ فَلاَ يُعْطَوْنَهُ فَيُقَاتِلُوْنَ فَيُنْصَرُوْنَ فَيُعْطَوْنَ مَا سَأَلُوْا فَلاَ يَقْبَلُوْنَهُ حَتّٰى يَدْفَعُوْهَا اِلَى رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ بَيْتِيْ فَيَمْلَؤُهَا قِسْطًا كَمَا مَلَؤُوْهَا جَوْرًا فَمَنْ اَدْرَكَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَأْتِهِمْ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ .

৪০৮২ উসমান ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বসা ছিলাম, তখন বানূ হাশিম গোত্রের কতিপয় যুবক তাঁর নিকট হাযির হলো। নবী ﷺ যখন তাদের দেখলেন, তখন তাঁর চোখ মুবারক অশ্রুসিক্ত হলো এবং তাঁর চেহারার রং পাল্টে গেল। রাবী বলেন, আমি বললাম : আমরা সব সময় আপনার চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ দেখতে পাই। তিনি বললেন : আমরা সেই পরিবারের লোক, আমাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ার উপর আখিরাতকে পছন্দ করেছেন। আমার পরিবার পরিজন আমার পরে অচিরেই কঠিন বিপদের সন্মুখীন হবে, সর্বোপরি দেশান্তরিত হবে, এমন কি প্রাচ্যদেশ থেকে কিছু লোক তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসবে, তাদের সাথে থাকবে কালো পতাকাসমূহ। তারা কল্যাণ (গুপ্তধন) চাইবে, কিন্তু তা তাদের দেওয়া হবে না। তারা লড়াই করবে এবং বিজয়ী হবে। অবশেষে তাদের তা দেওয়া হবে, যা তারা চেয়েছিল, কিন্তু তারা তা কবূল করবে না। অবশেষে আমার পরিবারের একজন লোকের নিকট তা সোপর্দ করা হবে। সে পৃথিবীকে ন্যায়বিচারে পরিপূর্ণ করে দিবে, যেমনিভাবে লোকেরা একে যুলুম নির্যাতন দ্বারা জর্জরিত করেছিল। তোমাদের মাঝে যারা সেই যুগ পাবে, তারা যেন তাদের নিকট যায়, যদিও তাদের হামাগুঁড়ি দিয়ে বরফের উপর দিয়ে চলতে হয়।

٤٠٨٣ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعُقَيْلِيُّ ثَنَا عُمَارَةُ بْنُ اَبِيْ حَفْصَةَ عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ عَنْ اَبِيْ صِدِّيْقٍ النَّاجِيِّ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَكُوْنُ فِيْ اُمَّتِي الْمَهْدِيُّ اِنْ قُصِرَ فَسَبْعٌ وَاِلاَّ فَتِسْعٌ فَتَنْعَمُ فِيْهِ اُمَّتِيْ نِعْمَةً لَمْ يَنْعَمُوْا مِثْلَهَا قَطُّ تُؤْتَى اُكُلَهَا وَلاَ تَدَّخِرُ مِنْهُمْ شَيْئًا وَالْمَالُ يَوْمَئِذٍ كُدُوْسٌ فَيَقُوْمُ الرَّجُلُ فَيَقُوْلُ يَا مَهْدِيُّ اَعْطِنِيْ فَيَقُوْلُ خُذْ .

৪০৮৩ নাসর ইব্ন আলী জাহযামী (র).....আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : আমার উম্মাতের মাঝেই মাহদী পয়দা হবেন। তিনি কমপক্ষে সাত বছর অন্যথায় নয় বছর (দুনিয়াতে) অবস্থানে করবেন। তাঁর সময়কালে আমার উম্মাত এতবেশী আনন্দ ও খুশীতে থাকবে যত খুশী ইতিপূর্বে কখনো হয়নি। (ভূ-পৃষ্ঠের হাল এই হবে যে), সে সব ধরনের ফলমুল উৎপন্ন করবে এবং তাদের থেকে কিছুই আটকিয়ে রাখবে না। ধন-সম্পদ স্তুপকৃত হবে। লোকে দাঁড়িয়ে বলবে : হে মাহদী! আমাকে দিন। তিনি বলবেন : যতটা প্রয়োজন নিয়ে যাও।

٤٠٨٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى وَاَحْمَدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِيْ اَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ عَنْ

ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْتَتِلُ عِنْدَ كَنْزِكُمْ ثَلاَثَةٌ كُلُّهُمُ ابْنُ خَلِيْفَةٍ ثُمَّ لاَ يَصِيْرُ اِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَطْلُعُ الرَّيَاتُ السُّوْدُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ فَيَقْتُلُوْنَكُمْ قَتْلاً لَمْ يُقْتَلْهُ قَوْمٌ ثُمَّ ذَكَرَ شَيْئًا لاَ اَحْفَظُهُ فَقَالَ فَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُ فَبَايِعُوْهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ فَاِنَّهُ خَلِيْفَةُ اللّٰهِ الْمَهْدِىُّ .

৪০৮৪ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ও আহমাদ ইব্‌ন ইউসুফ (র)..... সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের একটি ধনাগারের (আশ্রাগার) নিকট তিন জন নিহত হবেন। তাদের প্রত্যেকই হবেন খলীফার পুত্র। এরপর সেই ধনাগার তাদের কেউ পাবেন না। প্রাচ্য দেশ থেকে কালো পতাকা উত্তোলন করা হবে। তারা তোমাদের এমনভাবে হত্যা করবে, যেমনটি ইতিপূর্বে কোন জাতি করেনি। অতঃপর তিনি আরও কিছু উল্লেখ করেছিলেন, যা আমার স্মরণে নেই। আর তিনি এও বললেন : যখন তোমরা তাঁকে দেখতে পাবে, তখন তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করবে, যদিও তোমাদের হামাগুড়ি দিয়ে বরফের উপর দিয়ে অতিক্রম করতে হয়। কেননা তিনি আল্লাহর খলীফা আল-মাহ্‌দী।

٤٠٨٥ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الْحَفَرِىُّ ثَنَا يَاسِيْنُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَهْدِىُّ مِنَّا اَهْلَ الْبَيْتِ يُصْلِحُهُ اللّٰهُ فِىْ لَيْلَةٍ .

৪০৮৫ উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মাহদী আমাদের আহলে বায়তদের মাঝ থেকে হবেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এক রাতে খিলাফতের যোগ্য করে দিবেন।

٤٠٨٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ثَنَا اَبُو الْمَلِيْحِ الرَّقِّىُّ عَنْ زِيَادِ بْنِ بَيَانٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ نُفَيْلٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ اُمِّ سَلَمَةَ فَتَذَاكَرْنَا الْمَهْدِىَّ فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْمَهْدِىُّ مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةَ .

৪০৮৬ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (রা)...... সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা (উম্মুল মু'মিনীন) উম্মু সালামা (রা)-এর কাছে বসা ছিলাম। তখন আমরা পরস্পরে মাহদী সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি : মাহদী (নবী দুলালী) ফাতিমা (রা)-এর বংশধর থেকে হবেন।

٤٠٨٧ حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ الْيَمَامِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ نَحْنُ وَلَدُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سَادَةُ اَهْلِ الْجَنَّةِ اَنَا وَحَمْزَةُ وَعَلِيٌّ وَجَعْفَرٌ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَالْمَهْدِىُّ

৪০৮৭ হাদিয়াহ্ ইব্ন আবদুল ওহ্হাব (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি : আমরা আবদুল মুত্তালিবের বংশধর এবং জান্নাত বাসীর সরদার। এই সব লোক : আমি হামযাহ (রা), আলী (রা) জাফর (রা), হাসান (রা), হুসাইন (রা) ও মাহদী (আ)।

٤٠٨٨ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى الْمِصْرِىُّ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ الْجَوْهَرِىُّ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ الْحَرَّانِىُّ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَمْرِو بْنِ جَابِرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزَّبِيْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْرُجُ نَاسٌ مِّنَ الْمَشْرِقِ فَيُوَطِّئُوْنَ لِلْمَهْدِيِّ يَعْنِىْ سُلْطَانَهُ .

৪০৮৮ হারমালাহ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া মিসরী ও ইব্রাহীম ইব্ন সাঈদ জাওহারী (র)...... আবদুল্লাহ ইব্ন হারিস ইব্ন যাবীদী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পূর্বদেশ থেকে কিছু লোক বের হবে এবং তারা মাহদী (আ)-এর সালতানাত প্রতিষ্ঠা করবে।

٣٥. بَابُ الْمَلاَحِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ বড় বড় যুদ্ধ বিগ্রহ

٤٠٨٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ حَسَّانَ ابْنِ عَطِيَّةَ قَالَ مَالَ مَكْحُوْلُ وَابْنُ اَبِىْ زَكَرِيَّا اِلَى خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ وَمِلْتُ مَعَهُمَا فَحَدَّثَنَا عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ قَالَ لِىْ جُبَيْرٌ انْطَلِقْ بِنَا اِلَى ذِىْ مِخْمَرٍ وَكَانَ رَجُلاً مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا فَسَاَلَهُ عَنِ الْهُدْنَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ سَتُصَالِحُكُمُ الرُّوْمُ صُلْحًا آمِنًا ثُمَّ تَغْزُوْنَ اَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا فَتَنْتَصِرُوْنَ وَتَغْنَمُوْنَ وَتَسْلَمُوْنَ ثُمَّ تَنْصَرِفُوْنَ حَتّٰى تَنْزِلُوْا بِمَرْجٍ ذِىْ تُلُوْلٍ فَيَرْفَعُ رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ الصَّلِيْبِ الصَّلِيْبَ فَيَقُوْلُ غَلَبَ الصَّلِيْبُ فَيَغْضَبُ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَيَقُوْمُ اِلَيْهِ فَيَدُقُّهُ فَعِنْدَ ذٰلِكَ تَغْدِرُ الرُّوْمُ وَيَجْتَمِعُوْنَ لِلْمَلْحَمَةِ .

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنْ حَسَّانَ ابْنِ عَطِيَّةَ بِاِسْنَادِهِ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيْهِ فَيَجْتَمِعُوْنَ لِلْمَلْحَمَةِ فَيَاْتُوْنَ حِيْنَئِذٍ تَحْتَ ثَمَانِيْنَ غَايَةٍ تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اِثْنَا عَشَرَ اَلْفًا .

৪০৮৯ আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... জুবায়ের ইব্ন নুফায়র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে জুবায়র (রা) বললেন : তুমি আমাদের সংগে যু-মিখসারের কাছে চল এবং তিনি ছিলেন নবী ﷺ এর একজন সাহাবী। আমিও তাদের দুইজনের সাথে গেলাম। তিনি তাঁকে সন্ধি সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। তখন তিনি বললেন : আমি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি : অদূর ভবিষ্যতে রোমকরা তোমাদের সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করবে। অতঃপর তোমরা (তাদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধ করবে। তোমরা এবং তারা (পরস্পরের) দুশমন হবে। এরপর তোমরা বিজয়ী হবে এবং গনীমতের মাল লাভ করবে। আর তোমরা নিরাপদে থাকবে এবং (যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে) ফিরে আসবে, এমনকি তেমরা সবুজ শ্যামল উঁচু স্থানে অবতরণ করবে। তখন যোদ্ধদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি ক্রুশ উত্তোলন করবে এবং বলবে : সলীব বিজয়ী হয়েছে। সে সময় একজন মুসলমান ক্রোধান্বিত হবেন এবং ক্রুশের নিকট গিয়ে তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলবেন। তখন রোমকরা অংগীকার ভংগ করবে এবং তারা সবাই যুদ্ধের জন্য একত্রিত হবে।

আবদুর রহমান ইব্ন ইব্রাহীম দিমাশ্কী (র)...... হাস্সান ইব্ন আতিয়্যা (রা) তাঁর সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি তার বর্ণনায় অতিরিক্ত উল্লেখ করেছেন : তখন তারা যুদ্ধের জন্য একত্রিত হবে। তখন তারা আশিটি পতাকার অধীনে উপস্থিত হবে। প্রত্যেক পতাকার অধীনে বার হাজার সৈন্য থাকবে।

٤٠٩٠ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى الْعَاتِكَةِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيْبٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وَقَعَتِ الْمَلَاحِمُ بَعَثَ اللّٰهُ بَعْثًا مِّنَ الْمَوَالِى هُمْ اَكْرَمُ الْعَرَبِ فَرَسًا وَاَجْوَدُهُ سِلَاحًا يُؤَيِّدُ اللّٰهُ بِهِمُ الدِّيْنَ .

৪০৯০ হিশাম ইব্ন আম্মার (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন বড় বড় যুদ্ধ বিগ্রহ সংঘটিত হবে, তখন আল্লাহ তা'আলা মাওয়ালীদের অনারব থেকে একদল সেনাবাহিনী প্রেরণ করবেন। তারা সারা আরবে সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ অশ্বারোহী হবে এবং উন্নততর যুদ্ধাস্ত্রের অধিকারী হবে। আল্লাহ তা'আলা তাদের দ্বারা দীনের সাহায্য করবেন।

٤٠٩١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ اَبِى وَقَّاصٍ عَنْ

النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَتُقَاتِلُوْنَ جَزِيْرَةَ الْعَرَبِ فَيَفْتَحُهَا اللّٰهُ ثُمَّ تُقَاتِلُوْنَ الرُّوْمَ فَيَفْتَحُهَا اللّٰهُ ثُمَّ تُقَاتِلُوْنَ الدَّجَّالَ فَيَفْتَحُهَا اللّٰهُ قَالَ جَابِرٌ فَمَا يَخْرُجُ الدَّجَّالُ حَتّٰى تُفْتَحَ الرُّوْمُ

৪০৯১ আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (রা)........ নাফি ইব্ন উত্‌বা ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : তোমরা জাযিরাতুল আরব[১] অর্থাৎ আরব উপদ্বীপের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। আল্লাহ একে তোমাদের আয়ত্তে এনে দিবেন। অতঃপর তোমরা রোমকদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। আল্লাহ সেখানেও তোমাদের বিজয়ী করবেন। তারপর তোমরা দাজ্জালের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবে। আল্লাহ তার আপরেও তোমাদের জয়যুক্ত করবেন।

জাবির (রা) বলেন : দাজ্জাল আবির্ভূত হওয়ার পূর্বেই রোম সাম্রাজ্য বিজিত হবে।

٤٠٩٢ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَاِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ سُفْيَانَ بْنِ اَبِىْ مَرْيَمَ عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ قُطَيْبٍ السَّكُوْنِيِّ (وَقَالَ الْوَلِيْدُ يَزِيْدُ بْنُ قُطْبَةَ) عَنْ اَبِىْ بَحْرِيَّةَ عَنْ مُعَاذِ ابْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمَلْحَمَةُ الْكُبْرٰى وَفَتْحُ الْقُسْطُنْطِيْنِيَّةِ وَخُرُوْجُ الدَّجَّالِ فِىْ سَبْعَةِ اَشْهُرٍ .

৪০৯২ হিশাম ইব্ন আম্মার (র).... মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ঘোরতর যুদ্ধ কনষ্টান্টিনোপল বিজয় এবং দাজ্জালের আবির্ভাব এই তিনটি (ঘটনা) সাত মাসের মধ্যেই সংঘটিত হবে।

٤٠٩٣ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَحِيْرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ اَبِىْ بِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ الْمَلْحَمَةِ وَفَتْحِ الْمَدِيْنَةِ سِتُّ سِنِيْنَ وَيَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِى السَّابِعَةِ .

৪০৯৩ সুওয়ায়দ ইব্ন সাঈদ (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন বুস্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ঘোরতম যুদ্ধ ও মদীনা (কনষ্টান্টিনোপল) বিজয়ের মাঝখানে ছয় বছরের ব্যবধান হবে এবং সপ্তম বর্ষে দাজ্জালের প্রাদুর্ভাব ঘটবে।

---

১. আরব দেশ তিন দিক দিয়ে সমুদ্র বেষ্টিত, এক দিকে স্থলভাগ। তাই একে 'উপদ্বীপ' বলা হয়।

٤٠٩٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ الرَّقِّيُّ ثَنَا اَبُوْ يَعْقُوْبَ الْحُنَيْنِيُّ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَكُوْنَ اَدْنٰى مَسَالِحِ الْمُسْلِمِيْنَ بِبَوْلاَءَ ثُمَّ قَالَ ﷺ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ قَالَ بِاَبِيْ وَاُمِّيْ قَالَ اِنَّكُمْ سَتُقَاتِلُوْنَ بَنِى الْاَصْفَرِ وَيُقَاتِلُهُمُ الَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِكُمْ حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ رُوْقَةُ الْاِسْلاَمِ اَهْلُ الْحِجَازِ الَّذِيْنَ لاَ يَخَافُوْنَ فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ فَيَفْتَتِحُوْنَ الْقُسْطُنْطِيْنِيَّةَ بِالتَّسْبِيْحِ وَالتَّكْبِيْرِ فَيُصِيْبُوْنَ غَنَائِمَ لَمْ يُصِيْبُوْا مِثْلَهَا حَتّٰى يَقْتَسِمُوْا بِالْاَتْرِسَةِ وَيَاْتِيْ آتٍ فَيَقُوْلُ اِنَّ الْمَسِيْحَ قَدْ خَرَجَ فِيْ بِلاَدِكُمْ اَلاَ وَهِيَ كِذْبَةٌ فَالْاٰخِذُ نَادِمٌ وَالتَّارِكُ نَادِمٌ .

৪০৯৪ আলী ইব্‌ন মায়মূন রাক্কী (রা)...... আবূ ইব্‌ন আউফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিকটবর্তী বাওলা[১] (একটি স্থানের নাম) মুসলমানদের করতলগত না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না। অতঃপর তিনি ﷺ বললেন : হে আলী, হে আলী! হে আলী! তিনি (আলী রা) বললেন : হে আল্লাহর রাসূল!) আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। তিনি (রাসূল সা) বললেন : অচিরেই তোমরা বনু আসফারদের (রোমকদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। আর তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের পরবর্তী হিজাযের মুসলমানরা, যারা আল্লাহর ব্যাপারে কোন নিন্দুকের কথায় কর্ণপাত করে না লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবে, যতক্ষণ না তাদের কাছে ইসলামের চিরন্তন বিধান বিকশিত হয়। অতঃপর তারা তাসবীহ্ ও তাক্‌বীর ধ্বনি দিয়ে কনষ্টান্টিনোপল জয় করবে। ফলে তাদের হাতে এত অধিক পরিমাণে গনীমতের মাল আসবে, যে পরিমাণ ইতিপূর্বে কখনো হস্তাগত হয়নি। এমনকি তারা খাঞ্চা ভর্তি করে নিজেদের মধ্যে বন্টন করবে। অতপর জনৈক আগন্তুক আসবে এবং বলবে : তোমাদের শহরে মাসীহ্ (দাজ্জাল) এর অভ্যুদয় ঘটেছে। সাবধান, সে খবরটি হবে মিথ্যা। সুতরাং (এই মিথ্যা খবরের) গৃহীতা লজ্জিত হবে এবং অগ্রাহ্যকারী ও শরনিন্দা হবে।

٤٠٩٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنِيْ بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيُّ حَدَّثَنِيْ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الْاَشْجَعِيُّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَكُوْنُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِى الْاَصْفَرِ

১. বাওলা একটি ক্ষুদ্র জায়গার নাম। এটা ছিল একটা লুটপাটের আড্ডাখানা। বেদুইনরা হিজাযীদের মালামাল লুণ্ঠন করতো এখান থেকেই। এখানে একটা সীমান্ত চৌকি আছে। এখানকার জনগণ যোদ্ধা ও সামরিক কৌশলে পারদর্শী। তাই তাদেরকে (অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত) বলা হয়। - নিহায়াহ।

هُدْنَةٌ فَيَغْدِرُوْنَ بِكُمْ فَيَسِيْرُوْنَ اِلَيْكُمْ فِى ثَمَانِيْنَ غَايَةً تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اِثْنَا عَشَرَ اَلْفًا–

৪০৯৫ আবদুর রাহমান ইবন ইব্রাহীম (র)....... আউফ ইবন মালিক আশজাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অচিরেই তোমাদের ও বানু আসফার (রোমকদের) মাঝে চুক্তি সম্পাদিত হবে। অতঃপর তারা তোমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। তারা তোমাদের বিরুদ্ধে (লড়াই এর জন্য) আশিটি পতাকাতলে সমবেত হবে, প্রত্যেক্যটি পতাকার অধীনে বার হাযার সৈন্য থাকবে।

٣٦. بَابُ التُّرْكِ

অনুচ্ছেদ ঃ তুর্কী[১] জাতি

٤٠٩٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُقَاتِلُوْا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ وَلاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُقَاتِلُوْا قَوْمًا صِغَارَ الْاَعْيُنِ–

৪০৯৬ আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়েছেন। তিনি বলেছেন : কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না তোমরা এমন জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যাদের পাদুকা হবে পশমের তৈরী। কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না তোমরা এমন জাতির বিরুদ্ধে লড়াই করবে, যারা ক্ষুদ্র চোখ বিশিষ্ট হবে। (অর্থাৎ তুর্কী জাতির বিরুদ্ধে লড়বে, এদের চোখ খুবই ছোট ছোট)।

٤٠٩٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُقَاتِلُوْا قَوْمًا صِغَارَ الْاَعْيُنِ ذُلْفَ الْاُنُوْفِ كَاَنَّ وُجُوْهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ وَلاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُقَاتِلُوْا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ.

৪০৯৭ আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র).......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা ক্ষুদ্র চোখ এবং উচুঁ চেপ্টা নাক বিশিষ্ট জাতির বিরুদ্ধে লড়াই না করা

১. ইয়াফেস ইবন নূহ (আ) এর বংশধর। এদের মধ্যে অনেক গোত্রও শাখা-প্রশাখা রয়েছে। যেমন চাগতান, কিরযিজ, কাথাক, কুলমাক, আরনাউত, খোজক, উযবেক, সারকাম, কাসাখ ইত্যাদি। এদের আদিবাস হচ্ছে বোখারা, সমরকন্দ, তাশখন্দ, কাশগড়, তাতার, উযবেকিস্তান ও কাযাকিস্তান।

পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। তাদের চেহারাগুলো হবে রক্তিমাভ। সর্বোপরি এমন জাতির সাথে লড়াইয়ে অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যাদের পাদুকা হবে পশমযুক্ত।

٤٠٩٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا اَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ ثَنَا الْحَسَنُ عَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ تُقَاتِلُوْا قَوْمًا عِرَاضَ الْوُجُوْهِ كَاَنَّ وُجُوْهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ وَاِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ تُقَاتِلُوْا قَوْمًا يَنْتَعِلُوْنَ الشَّعْرَ .

৪০৯৮ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)....... আম্‌র ইব্‌ন তাগলিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি : কিয়ামতের নিদর্শন সমূহের মধ্যে অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে এই যে, তোমরা এমন জাতির বিরুদ্ধে লড়াই করবে, যাদের চেহারা হবে চওড়া, যেন তাদের চেহারা রক্তিমাভ। কিয়ামতের অপর নিদর্শন এই যে, তোমরা এমন জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যারা পশমের তৈরী পাদুকা পরিধান করবে।

٤٠٩٩ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ثَنَا عَمَّارُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُقَاتِلُوْا قَوْمًا صِغَارَ الْاَعْيُنِ عِرَاضَ الْوُجُوْهِ كَاَنَّ اَعْيُنَهُمْ حَدَقُ الْجَرَادِ كَاَنَّ وُجُوْهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ يَنْتَعِلُوْنَ الشَّعَرَ وَيَتَّخِذُوْنَ الدَّرَقَ يَرْبُطُوْنَ خَيْلَهُمْ بِالنَّخْلِ .

৪০৯৯ হাসান ইব্‌ন আরাফা (র)....... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামত কায়েম হবে না, যতক্ষণ না তোমরা এমন জাতির সাথে লড়াই করবে, যাদের চক্ষুগুলো হবে ছোট ছোট এবং চেহারা হবে চওড়া। তাদের চোখ হবে ফড়িং-এর চোখের ন্যায়, যেন তাদের চেহারাগুলো হবে রক্তিমাভ। তারা পশমের তৈরী পাদুকা পরিধান করবে এবং আত্মরক্ষার্থে চামড়ার ঢাল ব্যবহার করবে। তারা তাদের ঘোড়াগুলো সাথে বেঁধে রাখবে।

كِتَابُ الزُّهْدِ

অধ্যায় ঃ পার্থিব ভোগবিলাসের প্রতি অনাসক্তি

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٣٧. كِتَابُ الزُّهْدِ

অধ্যায় ঃ পার্থিব ভোগবিলাসের প্রতি অনাসক্তি

١. بَابُ الزُّهْدِ فِى الدُّنْيَا

অনুচ্ছেদ ঃ দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি

٤١٠٠ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَمْرُو بْنُ وَاقِدٍ الْقُرَشِيُّ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ عَنْ اَبِىْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيِّ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ الزَّهَادَةُ فِى الدُّنْيَا بِتَحْرِيْمِ الْحَلاَلِ وَلاَ فِىْ اِضَاعَةِ الْمَالِ وَلٰكِنِ الزَّهَادَةُ فِى الدُّنْيَا اَنْ لاَ تَكُوْنَ بِمَا فِىْ يَدَيْكَ اَوْثَقَ مِنْكَ بِمَا فِىْ يَدِ اللّٰهِ وَاَنْ تَكُوْنَ فِىْ ثَوَابِ الْمُصِيْبَةِ اِذَا اُصِبْتَ بِهَا اَرْغَبَ مِنْكَ فِيْهَا لَوْ اَنَّهَا اُبْقِيَتْ لَكَ قَالَ هِشَامٌ قَالَ اَبُوْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيُّ يَقُوْلُ مِثْلُ هٰذَا الْحَدِيْثِ فِى الْاَحَادِيْثِ كَمِثْلِ الْاِبْرِيْزِ فِى الذَّهَبِ ـ

৪১০০ হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র)........ আবু যার গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দুনিয়াতে হালাল বস্তুকে হারাম করা এবং নিজের ধন সম্পদ নষ্ট করা, যুহদ নয়, বরং দুনিয়াতে যুহদ হচ্ছে : তোমার হাতে যা আছে, তা যেন তোমার জন্য অধিক নির্ভরতার কারণ না হয়, যা আল্লাহর হাতে আছে তার চাইতে। যখন তুমি (দুনিয়াতে) কোন বিপদ আপদে পতিত হবে, তখন তুমি তার প্রতিদানের জন্য অত্যন্ত আগ্রহশীল থাকবে, এই ভেবে যে, (সে মুসীবতের পুরস্কার) তোমার জন্য আখিরাতে মওজুদ রাখা হয়েছে।

হিশাম বলেন : আবূ ইদ্‌রীস খাওলানী (র) বলেছেন, অন্যান্য হাদীসের তুলনায়, এই হাদীসখানি হচ্ছে স্বর্ণখনির খাঁটি স্বর্ণের মত অর্থাৎ অত্যন্ত বিশুদ্ধ হাদীস।

٤١٠١ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ هِشَامٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ اَبِي فَرْوَةَ عَنْ اَبِي خَلاَّدٍ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَاَيْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ اُعْطِيَ زُهْدًا فِي الدُّنْيَا وَقِلَّةَ مَنْطِقٍ فَاقْتَرِبُوْا مِنْهُ فَاِنَّهُ يُلْقِي الْحِكْمَةَ .

৪১০১ হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র)......আবূ খাল্লাদ (রা), তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুহবত প্রাপ্ত ছিলেন, থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমরা দেখতে পাবে যে, এক ব্যক্তিকে দুনিয়াতে যুহদ এবং কম কথা বল্বার অভ্যাস দেওয়া হয়েছে, তখন তোমরা তার নিকটবর্তী হবে। কেননা, তাকে হিক্‌মত দেওয়া হয়েছে।

٤١٠٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ اَبِي السَّفَرِ ثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَمْرٍو الْقُرَشِيُّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ اَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ دُلَّنِيْ عَلَى عَمَلٍ اِذَا اَنَا عَمِلْتُهُ اَحَبَّنِي اللّٰهُ وَاَحَبَّنِي النَّاسُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِزْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللّٰهُ وَازْهَدْ فِيمَا فِيْ اَيْدِي النَّاسِ يُحِبُّوْكَ .

৪১০২ আবূ উবায়দা ইব্‌ন আবূ সাফার (র)...... সাহল ইব্‌ন সা'দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট হাযির হলো, এবং বললো : হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি আমল বাতলে দিন, যখন আমি তা আমল করব, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে ভালবাসবেন এবং লোকেরাও আমাকে ভালবাসবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি দুনিয়ার প্রতি যুহদ ইখ্‌তিয়ার করো, আল্লাহ্ তোমাকে ভালবাসবেন এবং মানুষের হাতে যা আছে, তার প্রতি অনাসক্ত হয়ে যাও, তাহলে তারা তোমাকে ভালাবাসবে।

٤١٠٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَاَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِي وَائِلٍ عَنْ سَمُرَةَ ابْنِ سَهْمٍ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ نَزَلْتُ عَلَى اَبِي هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ وَهُوَ طَعِيْنٌ فَاَتَاهُ مُعَاوِيَةُ يَعُوْدُهُ فَبَكَى اَبُوْ هَاشِمٍ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ مَا يُبْكِيْكَ اَيْ خَالِ اَوَجَعٌ يُشْئِزُكَ اَمْ عَلَى الدُّنْيَا فَقَدْ ذَهَبَ صَفْوُهَا قَالَ عَلَى كُلٍّ لاَ وَلَكِنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

عَهِدَ اِلَيَّ عَهْدًا وَدِدْتُ اَنِّيْ كُنْتُ تَبِعْتُهُ قَالَ اِنَّكَ لَعَلَّكَ تُدْرِكُ اَمْوَالاً تُقْسَمُ بَيْنَ اَقْوَامٍ وَاِنَّمَا يَكْفِيْكَ مِنْ ذَلِكَ خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاَدْرَكْتُ فَجَمَعْتُ .

৪১০৩ মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাব্‌বাহ (র)...... সামুরা ইব্‌ন সাহ্‌ম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আবূ হাশিম ইব্‌ন উৎবাহ (রা) এর কাছে গেলাম। সে সময় তিনি বর্শার আঘাতে আহত ছিলেন। তখন মু'আবিয়া (রা) তাঁর সেবা শুশ্রূষার জন্য আসেন। আবূ হাশিম কেঁদে ফেললেন। তখন মু'আবিয়া (রা) জিজ্ঞাসা করেন : হে মামাজান! কিসে আপনাকে কাঁদাচ্ছে ? আঘাতের কঠিন যন্ত্রণা না দুনিয়ার কোন কিছু ? এর উৎকৃষ্ট অংশ তো অতিবাহিত হয়েছে। তিনি বললেন : এর কোনটার জন্যই নয়। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট থেকে একটি প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন : এখন আমার শুধুমাত্র আকাঙ্ক্ষাই রয়ে গেল। হায়! আমি যদি তা অনুসরণ করতাম! তিনি বলে ছিলেন : সম্ভবতঃ তুমি অনেক মালের অধিকারী হবে, যা লোকদের মাঝে বন্টিত হবে, সে সময় তোমার পরিচর্যার জন্য এর থেকে একজন খাদিম এবং আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য একটি সাওয়ারী যথেষ্ট হবে। আমি তা (দুনিয়ার সম্পদ) পেয়েছি এবং সঞ্চয় করেছি ।

٤١٠٤ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَبِى الرَّبِيْعِ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اشْتَكَى سَلْمَانُ فَعَادَهُ سَعْدٌ فَرَآهُ يَبْكِيْ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ مَا يُبْكِيْكَ يَا اَخِيْ اَلَيْسَ قَدْ صَحِبْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَلَيْسَ اَلَيْسَ ؟ قَالَ سَلْمَانُ مَا اَبْكِيْ وَاحِدَةً مِنِ اثْنَتَيْنِ مَا اَبْكِيْ ضَنًّا لِلدُّنْيَا وَلاَ كَرَاهِيَةً لِلْاٰخِرَةِ وَلٰكِنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَهِدَ اِلَيَّ عَهْدًا فَمَا اُرَانِيْ اِلاَّ قَدْ تَعَدَّيْتُ قَالَ وَمَا عَهِدَ اِلَيْكَ قَالَ عَهِدَ اِلَيَّ اَنَّهُ يَكْفِيْ اَحَدَكُمْ مِثْلُ زَادِ الرَّاكِبِ وَلاَ اُرَانِيْ اِلاَّ قَدْ تَعَدَّيْتُ وَاَمَّا اَنْتَ يَا سَعْدُ فَاتَّقِ اللّٰهَ عِنْدَ حُكْمِكَ اِذَا حَكَمْتَ وَعِنْدَ قَسْمِكَ اِذَا قَسَمْتَ وَعِنْدَ هَمِّكَ اِذَا هَمَمْتَ قَالَ ثَابِتٌ فَبَلَغَنِيْ اَنَّهُ مَا تَرَكَ اِلاَّ بِضْعَةً وَعِشْرِيْنَ دِرْهَمًا مِنْ نَفَقَةٍ كَانَتْ عِنْدَهُ .

৪১০৪ হাসান ইব্‌ন আবূ রাবী (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সালমান (রা) অসুস্থ হয়ে পড়লে, সা'দ (রা) তাঁর সেবা শুশ্রূষা করেন। তিনি তাঁকে কাঁদতে দেখেন। তখন সা'দ (রা) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : হে আমার ভাই! কিসে তোমাকে কাঁদাচ্ছে? তুমি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুহবত পাওনি? তুমি কি এই, এই (ভাল কাজ) করনি ? তখন সালমান (রা) বললেন : আমি এই দুই বিষয়ের কোনটির জন্যই কাঁদছি না। আমি দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার আক্ষেপে এবং আখিরাতের আশংকায় কাঁদছি না। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট থেকে একটি প্রতিশ্রুতি নিয়ে ছিলেন অথচ আমি নিজের দিকে লক্ষ্য করে দেখলাম যে, আমি তাতে সীমালংঘন করেছি। সা'দ (রা) বললেন : তিনি তোমার থেকে কি প্রতিশ্রুতি

নিয়েছিলেন ? সালমান (রা) বললেন : তিনি ওয়াদা নিয়েছিলেন যে, একজন মুসাফিরের জন্য যতটুকু পাথেয় প্রয়োজন তোমাদের কারুর জন্য ততটুকুই যথেষ্ট। আর আমি দেখতে পাচ্ছি যে, আমি সীমালংঘন করেছি। হে ভাই সা'দ! যখন তুমি বিচার করবে, যখন সম্পদ ভাগ-বন্টন করবে এবং যখন কোন কাজ করার সংকল্প করবে, তখন আল্লাহকেই ভয় করবে। সাবিত (রা) বলেন : আমার কাছে তথ্য এসেছে যে, সালমান (রা) মাত্র বিশ থেকে কিছু অধিক দিরহাম রেখে যান, যা তার দৈনন্দিন ব্যয়বার বহনের জন্য তাঁর কাছে ছিল।

٢. بَابُ الْهَمِّ بِالدُّنْيَا

অনুচ্ছেদ ঃ দুনিয়ার সংকল্প করা

٤١٠٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُمَرَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ خَرَجَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنْ عِنْدِ مَرْوَانَ بِنِصْفِ النَّهَارِ قُلْتُ مَا بَعَثَ اِلَيْهِ هٰذِهِ السَّاعَةَ اِلاَّ لِشَيْءٍ سَأَلَ عَنْهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ سَأَلَنَا عَنْ اَشْيَاءَ سَمِعْنَاهَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ فَرَّقَ اللّٰهُ عَلَيْهِ اَمْرَهُ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَاْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا اِلاَّ مَا كُتِبَ لَهُ وَمَنْ كَانَتِ الْاٰخِرَةُ نِيَّتَهُ جَمَعَ اللّٰهُ لَهُ اَمْرَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِىْ قَلْبِهِ وَاَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِىَ رَاغِمَةٌ .

৪১০৫ মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)...... আবান ইব্ন উসমান ইব্ আফ্ফান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা) দুপুরের সময় মারওয়ানের নিকট থেকে বের হন। আমি মনে করলাম : এই সময় তিনি যে তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, নিশ্চয় কোন কিছু জিজ্ঞাসা করার জন্য ডেকে থাকবেন। আমি তার কাছে জানতে চাইলাম, (ডাকার কারণ কি) ? তখন তিনি (যায়িদ রা) বললেন : মারওয়ান আমাদের নিকট কতিপয় বিষয়ে প্রশ্ন করলেন, যা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছিলাম। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তিকে দুনিয়া মোহগ্রস্ত করবে, আল্লাহ্ তার কাজকর্মে পেরেশানী পয়দা করবেন। আর করবেন তার দারিদ্র তার দুই চোখের সামনে। অথচ পার্থিব সম্পদ সে ততটাই লাভ করতে পারবে, যতটা তার তাক্দীরে লিপিবদ্ধ আছে। আর যে ব্যক্তির উদ্দেশ্য হবে আখিরাত, আল্লাহ তা'আলা তার সবকিছু সঠিক করে দিবেন, তার অন্তরে মুখাপেক্ষীহীনতা ঢেলে দিবেন। দুনিয়া বিনাশ্রমে তার কাছে আসবে অর্থাৎ হাসিল হবে।

٤١٠٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ النَّصْرِيِّ عَنْ نَهْشَلٍ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ جَعَلَ الْهُمُوْمَ هَمًّا وَاحِدًا هَمَّ

الْمَعَادِ كَفَاهُ اللّٰهُ هَمَّ دُنْيَاهُ وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُوْمُ فِى اَحْوَالِ الدُّنْيَا لَمْ يُبَالِ اللّٰهُ فِىْ اَىِّ اَوْدِيَتِهِ هَلَكَ .

৪১০৬ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ ও হুসাইন ইব্‌ন আবদুর রাহমান (র)...... আসওয়াদ ইব্‌ন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন যে, আমি তোমাদের নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি সব চিন্তা ফিকির বাদ দিয়ে এর'একটি ফিকির করবে, (পরকালের চিন্তা-ভাবনায় বিভোর থাকবে) আল্লাহ তার দুনিয়ার চিন্তা-ভাবনার যিম্মাদারী আপন হাতে তুলে নিবেন। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াবী চিন্তা-ভাবনায় মোহগ্রস্ত হয়ে পড়বে, সে কোন উপত্যকায় ধ্বংস হয়ে গেলে এতে আল্লাহর কোন পরোয়া নেই।

٤١٠٧ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ الْجَهْضَمِىُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ زَائِدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ خَالِدٍ الْوَالِبِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ وَلاَ اَعْلَمُهُ اِلاَّ قَدْ رَفَعَهُ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِىْ اَمْلاَ صَدْرَكَ غِنًى وَاَسُدَّ فَقْرَكَ وَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ مَلاَتُ صَدْرَكَ شُغْلاً وَلَمْ اَسُدَّ فَقْرَكَ .

৪১০৭ নাসর ইব্‌ন আলী জাহযমী (র) বলেন, (আমার জানামতে তিনি (আবূ হুরায়রা) থেকে বর্ণিত। রাবী আবূ খালিদ ওয়ালেবী (র) বলেন, আমর জানামতে তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন : হে আদম সন্তান! একান্ত নিষ্ঠার সাথে আমার ইবাদতে লিপ্ত হলে, আমি অমুখাপেক্ষীতা দ্বারা তোমার অন্তর পূর্ণ করে দেব এবং তোমার দারিদ্র বিমোচন করবো। আর যদি তুমি তা না করো, তাহলে আমি তোমার অন্তর পেরেশানী দিয়ে পূর্ণ করে দেব এবং তোমার দারিদ্র বিমোচন করবো না।

٣. بَابُ مَثَلِ الدُّنْيَا

অনুচ্ছেদ ঃ দুনিয়ার উপমা

٤١٠٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا اَبِىْ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالاَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُسْتَوْرِدَ اَخَا بَنِىْ فِهْرٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مَثَلُ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلاَّ مَثَلُ مَا يَجْعَلُ اَحَدُكُمْ اِصْبَعَهُ فِى الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ .

৪১০৮ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ নুমায়র (র) ... কায়স ইব্‌ন আবূ হাযিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বানু ফিহিরের ভাই মুস্তাওরিদ (রা) থেকে শুনেছি। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি : দুনিয়ার উপমা আখিরাতের তুলনায় এমন, যেমন তোমাদের কেউ তার আংগুল দরিয়ার রাখে, অতঃপর দেখে নেয়, কতটা (পানি) নিয়ে তার আংগুল ফিরে আসে।

٤١٠٩ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ ثَنَا الْمَسْعُوْدِيُّ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اِضْطَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى حَصِيْرٍ فَاَثَّرَ فِيْ جِلْدِهِ فَقُلْتُ بِاَبِيْ وَاُمِّيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ كُنْتَ اَذَنْتَنَا فَفَرَشْنَا لَكَ عَلَيْهِ شَيْئًا يَقِيْكَ مِنْهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَنَا وَالدُّنْيَا اِنَّمَا اَنَا وَالدُّنْيَا كَرَاكِبٍ اِسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا .

৪১০৯ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাকীম (র) ... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী ﷺ খেজুর পাতার মাদুরে শুয়েছিলেন। তাঁর দেহ মুবারকে মাদুরের দাগ পড়ে যায়। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক, আপনি যদি আমাদিগকে অনুমতি দিতেন, তাহলে আমরা আপনার জন্য এর উপর কিছু বিছিয়ে দিতাম, যা আপনাকে দাগ লাগা থেকে বাঁচিয়ে রাখতো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি এবং দুনিয়া, বস্তুত এর উপমা হচ্ছে একজন আরোহীর মত, যে একটি বৃক্ষের ছায়ায় অবস্থান করে, এরপর সে তা ছেড়ে চলে যায়।

٤١١٠ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَاِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ وَمُحَمَّدُ الصَّبَّاحِ قَالُوْا ثَنَا اَبُوْ يَحْيَى زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُوْرٍ ثَنَا اَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِذِى الْحُلَيْفَةِ فَاِذَا هُوَ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ شَائِلَةٍ بِرِجْلِهَا فَقَالَ اَتُرَوْنَ هَذِهِ هَيِّنَةً عَلَى صَاحِبِهَا فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَلدُّنْيَا اَهْوَنُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى صَاحِبِهَا وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَزِنُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا قَطْرَةً اَبَدًا .

৪১১০ হিশাম ইব্ন আম্মার, ইব্রাহীম ইব্ন মুনযির হিযামী এবং মুহাম্মাদ ইব্ন সাববাহ (র).... সাহল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যুল-হোলায়ফা নামক স্থানে ছিলাম। হঠাৎ একটি মৃত বক্রী দেখতে পেলাম, যার পা উপরে দিকে ছিল। তখন তিনি বললেন : তোমাদের কি ধারণা এই বকরীটা তার মালিকের কাছে তাচ্ছিল্যের বস্তু কি ? সেই মহান সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, অবশ্যই দুনিয়া আল্লাহর কাছে, এই বক্রীর মালিকের নিকট মৃত বকরীটা যত তাচ্ছিল্য, এর চাইতে অধিক তাচ্ছিল্যের বস্তু। যদি দুনিয়ার মূল্য আল্লাহর কাছে একটা মশার ডানা বরাবরও হতো, তাহলে তিনি কাফিরকে কখনো এক ফোঁটা পানি পান করতে দিতো না।

٤١١١ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِيٍّ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيْدٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِيْ حَازِمٍ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ ثَنَا الْمُسْتَوْرِدُ بْنُ شَدَّادٍ

قَالَ اِنِّىْ لَفِى الرَّكْبِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ اَتَى عَلَى سَخْلَةٍ مَنْبُوْذَةٍ قَالَ فَقَالَ اَتُرَوْنَ هٰذِهِ هَانَتْ عَلَى اَهْلِهَا قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مِنْ هَوَانِهَا اَلْقَوْهَا اَوْ كَمَا قَالَ قَالَ فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَلدُّنْيَا اَهْوَنُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ هٰذِهِ عَلَى اَهْلِهَا .

৪১১১ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব ইব্ন আরাবী (রা)...... মুসতাওরিদ ইব্ন শাদ্দাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি কতিপয় আরোহীর সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সংগে ছিলাম। হঠাৎ তিনি একটি মৃত বকরীর বাচ্চার নিকট এসে পড়লেন, যা পথে ফেলে রাখা হয়েছিল। তিনি (রাবী) বলেন, অতঃপর তিনি বললেন : তোমরা কি জান, এই বক্রীর মৃত বাচ্চাটি তার মালিকের কাছে কতটা তুচ্ছ ? তিনি বলেন, বলা হলো : হে আল্লাহর রাসূল! হাঁ, নিতান্ত তাচ্ছিল্যের বস্তু। কেননা, সে এটা ছুড়ে ফেলেছে, অথবা তিনি এরূপ কিছু বলেছেন। অতঃপর তিনি বললেন : সেই মহান সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, এই বক্রীর মৃত বাচ্ছাটির মূল্য তার মালিকের কাছে যতটা রয়েছে, দুনিয়ার মূল্য আল্লাহর কাছে তার চাইতেও কম।

٤١١٢ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ الرَّقِّىُّ ثَنَا اَبُوْ خُلَيْدٍ عُتْبَةُ بْنُ حَمَّادٍ الدِّمَشْقِىُّ عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ قُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ ضَمْرَةَ السَّلُوْلِىِّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَقُوْلُ الدُّنْيَا مَلْعُوْنَةٌ مَلْعُوْنٌ مَا فِيْهَا اِلاَّ ذِكْرَ اللّٰهِ وَمَا وَالاَهُ اَوْ عَالِمًا اَوْ مُتَعَلِّمًا .

৪১১২ আলী ইব্ন মায়মুন রাক্কী (রা) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি : দুনিয়া অভিশপ্ত, যা কিছু দুনিয়াতে রয়েছে তাও অভিশপ্ত, তবে আল্লাহর যিকির, যা তিনি পছন্দ করেন, অথবা আলিম ব্যক্তি এবং ইল্‌ম শিক্ষায় রত ব্যক্তি নয় অর্থাৎ এ তিনটি অভিশপ্ত নয়।

٤١١٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِىُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ .

৪১১৩ আবূ মারওয়ান মুহাম্মাদ ইব্ন উসমান উসমানী (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দুনিয়া মু'মিনের জন্য কয়েদখানা এবং কাফিরের জন্য জান্নাত তুল্য।

٤١١٤ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِىٍّ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِبَعْضِ جَسَدِىْ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ كُنْ فِى الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ اَوْ كَاَنَّكَ عَابِرُ سَبِيْلٍ وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ اَهْلِ الْقُبُوْرِ .

৪১১৪ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব ইব্ন আরাবী (র):..... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার শরীরের কিছু অংশ ধরলেন এবং বললেন : "হে আবদুল্লাহ! দুনিয়াতে এমনভাবে বসবাস করেবে, যেন তুমি অপরিচিত অথবা তুমি যেন একজন পথচারী। আর তুমি নিজকে কবরবাসীর মত মনে করবে।

٤. بَابُ مَنْ لاَ يُؤْبَهُ لَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ লোকে যাকে গুরুত্ব দেয় না

٤١١٥ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ بُسْرِ ابْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِىِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ اُخْبِرُكَ عَنْ مُلُوْكِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلٰى قَالَ رَجُلٌ ضَعِيْفٌ مُسْتَضْعَفٌ ذُوْ طِمْرَيْنِ لاَ يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لاَبَرَّهُ.

৪১১৫ হিশাম ইব্ন আম্মার (র)......মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি কি তোমাকে জান্নাতের বাদশাহদের সম্পর্কে অবহিত করবো না। আমি বললাম : হাঁ। তিনি বললেন : দুর্বল লোকদের দৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের এবং দু'টো ছিন্ন বস্ত্র পরিহিত ব্যক্তি, যাকে হিসাবে গণ্য করা হয় না। সে যদি আল্লাহর নামে কোন বিষয়ে শপথ করে, তা অবশ্যই তিনি সত্যে পরিণত করেন, (সে হবে জান্নাতের বাদশাহ)।

٤١١٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْبَدِ ابْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ اُنَبِّئُكُمْ بِاَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيْفٍ مُتَضَعِّفٍ اَلاَ اُنَبِّئُكُمْ بِاَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ.

৪১১৬ মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)...... হারিসা ইব্ন ওহব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি কি জান্নাতের অধিবাসীদের কথা তোমাদের জানিয়ে দিব না ? তারা হবে প্রত্যেক দুর্বল লোকদের দৃষ্টিতে নিম্নস্তরের ব্যক্তি। (অতঃপর বললেন:) আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামীদের সম্পর্কে অবহিত করবে না ? তারা হবে : প্রত্যেক পাষাণ হৃদয়, কৃপণ, বিত্তশালী ও অহংকারী ব্যক্তি।

٤١١٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عَمْرُو بْنُ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اَغْبَطَ النَّاسِ عِنْدِىْ مُؤْمِنٌ خَفِيْفُ الْحَاذِ ذُوْ حَظٍّ مِنْ صَلاَةٍ غَامِضٌ فِى

النَّاسِ لاَ يُؤْبَهُ لَهُ كَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا وَصَبَرَ عَلَيْهِ عَجِلَتْ مَنِيَّتُهُ وَقَلَّ تُرَاثُهُ وَقَلَّتْ بَوَاكِيهِ .

৪১১৭ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)....... আবূ উমামাহ্ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকদের মাঝে আমার নিকট অধিক প্রিয় সেই মু'মিন, যার অবস্থা হাল্‌কা ধরনের (পার্থিব সম্পদের মোহশূন্য)। তবে সালাতেই সে প্রশান্তি পেয়ে থাকে। লোক চক্ষুর অন্তরালে সে বসবাস করে। তার কোন গুরুত্ব দেয়া হয় না। তার জীবিকা হচ্ছে প্রয়োজন পরিমাণ এবং এর উপর সে সবর করে। তার মৃত্যু হয় অতি সহজে এবং তার পরিত্যক্ত সম্পদ থাকে যৎসামান্য। তার জন্য বিলাপকারীর সংখ্যাও কম।

٤١١٨ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدِ الْحِمْصِيُّ ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ الْحَارِثِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ الْبَذَاذَةُ مِنَ الْإِيمَانِ قَالَ الْبَذَاذَةُ الْقَشَافَةُ يَعْنِي التَّقَشُّفَ .

৪১১৮ কাসীর ইব্‌ন উবায়দ হিমসী (র)...... আবূ উমামাহ্ হারিসী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অনাড়ম্বর জীবন যাপনই ঈমান। তিনি (রাবী) বলেন, 'বাযাযাহ' এর অর্থ 'কাশাফাহ্' মানে বিলাস ব্যাসন পরিত্যাগ করা, সাধাসিধে জীবন নির্বাহ করা।

٤١١٩ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِخِيَارِكُمْ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ خِيَارُكُمُ الَّذِينَ إِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ

৪১১৯ সুওয়ায়দ ইব্‌ন সাঈদ (র)....... আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছেন : আমি কি তোমাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের কথা জানিয়ে দিব না ? তারা বললেন : হাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন : তোমাদের মাঝে তারাই শ্রেষ্ঠ, যাদের দেখলে মহান আল্লাহর স্মরণ হয়।

٥. بَابُ فَضْلِ الْفُقَرَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ গরীবদের ফযীলত

٤١٢٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا تَقُولُونَ فِي هٰذَا الرَّجُلِ قَالُوا رَأْيَكَ فِي هٰذَا نَقُولُ هٰذَا مِنْ أَشْرَفِ النَّاسِ هٰذَا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُخَطَّبَ وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ وَإِنْ قَالَ أَنْ يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ فَسَكَتَ

النَّبِىُّ ﷺ وَمَرَّ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَا تَقُوْلُوْنَ فِىْ هَذَا قَالُوْا نَقُوْلُ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَذَا مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ هَذَا حَرِىٌّ اِنْ خَطَبَ لَمْ يُنْكَحْ وَاِنْ شَفَعَ لاَ يُشَفَّعْ وَاِنْ قَالَ لاَ يُسْمَعْ لِقَوْلِهِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَهَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الْاَرْضِ مِثْلِ هَذَا .

৪১২০ মুহাম্মাদ ইব্ন সাব্বাহ (র)....... সাহল ইব্ন সা'দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। তখন নবী ﷺ বললেন : তোমরা এই লোকটি সম্পর্কে কি ধরণা পোষণ করো ? তারা (সাহাবা-কিরাম রা) বললেন : এর ব্যাপারে আপনার যা অভিমত (আমাদের ও তাই।) আমরা মনে করি, এই লোকটি লোকদের মাঝে অভিজাত শ্রেণীর, এই ব্যক্তি এরূপ যোগ্য যে, সে যদি বিবাহের পয়গাম পাঠায় তা গৃহীত হয়। যদি সে সুপারিশ করে, তা গ্রহণ করা হয়। যদি সে কিছু বলে, তবে তা শ্রবণ করা হয়। নবী ﷺ চুপ থাকলেন। এরপর অন্য এক ব্যক্তি সেখান দিয়ে অতিক্রম করলো। তখন নবী ﷺ এই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমরা কি ধারণা পোষণ করো ? তার (সাহাবা কিরাম রা) বললেন : আল্লাহর শপথ! হে আল্লাহর রাসূল! আমরা মনে করি এই ব্যক্তি তো ফকীর মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। এই ব্যক্তি তো এরূপ যে, সে বিবাহের পয়গাম পাঠালে তা গৃহীত হয় না, যদি সে সুপারিশ করে, তা কবূল করা হয় না। এবং যদি কিছু বলে, তা শোনা হয় না। তখন নবী ﷺ বললেন : এ ব্যক্তি দুনিয়ার সমস্ত ব্যক্তির তুলনায় উত্তম।

٤١٢١ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ الْجُبَيْرِىُّ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ عِيْسَى ثَنَا مُوْسَى ابْنُ عُبَيْدَةَ اَخْبَرَنِى الْقَاسِمُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ الْفَقِيْرَ الْمُتَعَفِّفَ اَبَا الْعِيَالِ .

৪১২১ উবায়দুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ জুবায়রী (র)...... ইমরান ইব্ন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মুহব্বত করেন তাঁর সেই অভাবী মু'মিন বান্দাকে, যে অধিক সন্তানের পিতা হওয়া সত্ত্বেও অন্যের দ্বারস্ত হওয়া থেকে বিরত থাকে।

٦. بَابُ مَنْزِلَةِ الْفُقَرَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ দরিদ্র ব্যক্তিদের মর্যাদা

٤١٢٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْاَغْنِيَاءِ بِنِصْفِ يَوْمٍ خَمْسِ مِائَةِ عَامٍ .

৪১২২ আবূ বাক্র ইব্ন শায়বা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দরিদ্র ঈমানদার ব্যক্তিরা ধনীদের দি-অর্ধ দিবস আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অর্থ

দিবসের পরিমাণ হবে-পাঁচশ' বছর। (কেননা আখিরাতের একদিন আল্লাহর কাছে এক হাজার বছরের সমান।

٤١٢٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ثَنَا عِيْسَى بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِيْنَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ اَغْنِيَائِهِمْ بِمِقْدَارِ خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ .

৪১২৩ আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র)......আবূ সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি (রাসূল) ﷺ বলেছেন : দরিদ্র মুহাজির মুসলমানেরা, বিত্তবান মুসলমানদের পাঁচশ বছর আগে জান্নাতে দাখিল হবে।

٤١٢٤ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَنْبَانَا اَبُوْ غَسَّانَ بَهْلُوْلٌ ثَنَا مُوْسَى بْنُ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اشْتَكَى فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ عَلَيْهِمْ اَغْنِيَائَهُمْ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْفُقَرَاءِ اَلَا اُبَشِّرُكُمْ اَنَّ فُقَرَاءَ الْمُؤْمِنِيْنَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ اَغْنِيَائِهِمْ بِنِصْفِ يَوْمٍ خَمْسِ مِائَةِ عَامٍ ثُمَّ تَلَا مُوْسَى هٰذِهِ الْاٰيَةَ «وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّوْنَ.»

৪১২৪ ইসহাক ইব্ন মানসূর (র)...... আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন, দরিদ্র মুহাজিরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট সে ব্যাপারে অভিযোগ করলেন, যে মর্যাদা আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর বিত্তবানদের দিয়েছেন। তিনি বললেন ঃ হে দরিদ্র (মুহাজির) সমাজ। আমি কি তোমাদিগকে সুসংবাদ দিব না যে, দরিদ্র মু'মিন সম্প্রদায় ধনীদের চাইতে অর্ধদিবস অর্থাৎ পাঁচশ বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে? অতঃপর মূসা (র) এই আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ

وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّوْنَ–

"এবং তোমার প্রতিপালকের একদিন তোমাদের গণনার হাযার বছরের সমান" (২২ ঃ ৪৭।)

٧. بَابُ مُجَالَسَةِ الْفُقَرَاءِ

অনুচ্ছেদ : দরিদ্রদের সাথে উঠা-বসা

٤١٢٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ الْكِنْدِىُّ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِىُّ اَبُوْ يَحْيٰى ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ اَبُوْ اِسْحَاقَ الْمَخْزُوْمِىُّ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ

كَانَ جَعْفَرُ بْنُ اَبِى طَالِبٍ يُحِبُّ الْمَسَاكِيْنَ وَيَجْلِسُ اِلَيْهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ وَيُحَدِّثُوْنَهُ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَكْنِيْهِ اَبَا الْمَسَاكِيْنِ.

৪১২৫ আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাঈদ আল-কিন্দী (রা)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জা'ফর ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) মিস্‌কীনদের ভালবাসতেন, তাদের সাথে কর্থাবার্তা বলতেন এবং তারাও তাঁর সাথে আলাপ করতেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে' আবুল মাসাকীন' অর্থাৎ 'দরিদ্রদের পিতা' উপনামে ভূষিত করেন।

٤١٢٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ سِنَانٍ عَنْ اَبِى الْمُبَارَكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ اَحِبُّوا الْمَسَاكِيْنَ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِىْ دُعَائِهِ اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مِسْكِيْنًا وَاَمِتْنِىْ مِسْكِيْنًا وَاحْشُرْنِىْ فِىْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ .

৪১২৬ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবু শায়বাও আবদুল্লাহ ইবন সাঈদী (র)...... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমারা মিস্‌কীনদের ভালবাসবে। কেননা আমি রাসূলল্লাহ ﷺ কে তাঁর দু'আয় বলতে শুনেছি ঃ "হে আল্লাহ ! আমাকে মিস্‌কীন হিসেবে জীবিত রেখো, মিস্‌কীন হিসেবে আমার মৃত্যু দান করো এবং মিস্‌কীনদের দলভূক্ত করে আমাকে হাশরের ময়দানে উঠিয়ো।"

٤١٢٧ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ الْقَطَّانِ ثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْقَزِىُّ ثَنَا اَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ اَبِىْ سَعْدٍ الْاَزْدِىِّ وَكَانَ قَارِئَ الْاَزْدِ عَنْ اَبِى الْكَنُوْدِ عَنْ خَبَّابٍ فِىْ قَوْلِهِ تَعَالٰى «وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ ..... فَتَكُوْنَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ» قَالَ جَاءَ الْاَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيْمِىُّ وَعُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ الْفَزَارِىُّ فَوَجَدُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَعَ صُهَيْبٍ وَبِلاَلٍ وَعَمَّارٍ وَخَبَّابٍ قَاعِدًا فِىْ نَاسٍ مِّنَ الضُّعَفَاءِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَلَمَّا رَاَوْهُمْ حَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ حَقَرُوْهُمْ فَاَتَوْهُ فَخَلَوْا بِهِ وَقَالُوْا اِنَّا نُرِيْدُ اَنْ تَجْعَلَ لَنَا مِنْكَ مَجْلِسًا تَعْرِفُ لَنَا بِهِ الْعَرَبُ فَضْلَنَا فَاِنَّ وُفُوْدَ الْعَرَبِ تَاْتِيْكَ فَنَسْتَحْيِىْ اَنْ تَرَانَا الْعَرَبُ مَعَ هٰذِهِ الْاَعْبُدِ فَاِذَا نَحْنُ جِئْنَاكَ فَاَقِمْهُمْ عَنْكَ فَاِذَا نَحْنُ فَرَغْنَا فَاقْعُدْ مَعَهُمْ اِنْ شِئْتَ قَالَ نَعَمْ قَالُوْا فَاكْتُبْ لَنَا عَلَيْكَ كِتَابًا قَالَ فَدَعَا بِصَحِيْفَةٍ وَدَعَا عَلِيًّا لِيَكْتُبَ وَنَحْنُ قُعُوْدٌ فِىْ نَاحِيَةٍ فَنَزَلَ جِبْرَائِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ «وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ

بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَىْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَىْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ » ثُمَّ ذَكَرَ الْاَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ وَعُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ فَقَالَ وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُوْلُوْا اَهٰؤُلَاءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشَّاكِرِيْنَ ثُمَّ قَالَ وَاِذَا جَاءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ قَالَ فَدَنَوْنَا مِنْهُ حَتّٰى وَضَعْنَا رُكَبَنَا عَلٰى رُكْبَتِهِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجْلِسُ مَعَنَا فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّقُوْمَ قَامَ وَتَرَكْنَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ « وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ (وَلَا تُجَالِسِ الْاَشْرَافَ) تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا (يَعْنِى عُيَيْنَةَ وَالْاَقْرَعَ) وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ اَمْرُهُ فُرُطًا (قَالَ هَلَاكًا) قَالَ اَمْرُ عُيَيْنَةَ وَالْاَقْرَعِ ثُمَّ ضَرَبَ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ وَمَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا قَالَ خَبَّابٌ فَكُنَّا نَقْعُدُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَاِذَا بَلَغْنَا السَّاعَةَ الَّتِى يَقُوْمُ فِيْهَا قُمْنَا وَتَرَكْنَاهُ حَتّٰى يَقُوْمَ .

৪১২৭ আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদ কাত্তান (র)...... খাব্‌বার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মহান আল্লাহর বাণী এ আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ مَاعَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْئٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْئٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ-

"যারা তাদের প্রতিপালককে প্রাতে ও সন্ধ্যায় তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ডাকে, তাদের তুমি তাড়িয়ে দিয়ো না। তাদের কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তোমার নয় এবং তোমার কোন কর্মের জবাবদিহির দায়িত্বও তাদের উপর ন্যস্ত নয় যে, তুমি তাদের বিতাড়িত করবে। যদি তাড়িয়ে দাও, তাহলে তুমি যালিমদের অন্তর্ভূক্ত হবে।" (৬ ঃ ৫২)

রাবী বলেন, আক্‌রা ইব্‌ন হাবিস তামিমী ও উয়ায়নাহ ইব্‌ন হিসন (এরা উভয়ে গোত্র প্রধান ও বিত্তবান ছিলেন) তারা রাসূলূল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলেন। তারা রাসূলূল্লাহ ﷺ কে সুহাইব (রা), বিলাল (রা), আম্মার (রা) খাব্‌বার (রা) প্রমুখ দরিদ্র অসহায় মু'মিনদের সাথে বসা পেলেন। তারা নবী ﷺ এর চার পাশে এঁদের বসা দেখেতে পেয়ে, তাদের হেয় জ্ঞান করেলেন। তাঁরা রাসূলূল্লাহ ﷺ-এর নিকটকে এলেন এবং নির্জনে তাঁর সাথে আলাপ আলোচনা শুরু করলেন। তারা বললেন যে, আমরা চাই, আপনি আমাদের

জন্য স্বতন্ত্রভাবে বসার ব্যবস্থা করবেন, যাতে আরবরা আমাদের মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। কেননা, আপনার কাছে আরবের প্রতিনিধিদল আসে। সুতরাং এই দাসদের সাথে আরবরা আমাদেরকে বসা দেখলে এতে আমরা লজ্জাবোধ করি। তাই আমরা যখন আপনার কাছে আসি তখন আপনি এদেরকে আপনার নিকট থেকে উঠিয়ে দিবেন। আমরা আপনার কাছ থেকে বিদায় দিলে, আপনি ইচ্ছা করলে, তাদের সাথে বসতে পারেন। তিনি বললেন ঃ ঠিক আছে। (নেতা গোছের লোকগুলোর চিত্তাকর্ষণের জন্য ইসলামের গৌরব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ এতে সম্মতি দান করলেন) তারা বললেন ঃ আপনি আমাদের জন্য এই মর্মে একটি চুক্তি লিখে দিন। রাবী বলেন ঃ তখন তিনি কাগজ আনালেন এবং আলী (রা) কে লেখার জন্য ডাকলেন। আর আমরা এক পাশে বসা ছিলাম। তখন জিব্‌রাঈল (আ) নাযিল হলেন এবং বললেন ঃ

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ مَاعَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْئٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْئٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ-

"যারা তাদের রবকে সকাল ও সন্ধ্যায় ডাকে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য, তাদের আপনি তাড়িয়ে দিবেন না। তাদের কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব আপনার নয় এবং আপনার কর্মের জাবাবদিহির দায়িত্বও তাদের নয় যে, আপনি তাদের বিতাড়িত করবেন। যদি আপনি তাদের সরিয়ে দিন, তাহলে যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন"। (সূরা আনআম, ৬ ঃ ৫২)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আকরা ইব্‌ন হাবিস ও উয়ায়নাহ্ ইব্‌ন হিস্‌ন এর কথা উল্লেখ করে ইরশাদ করেন ঃ

وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُوْلُوْا اَهٰؤُلَاۤءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشَّاكِرِيْنَ.

"এইভাবে আমি তাদের একদলকে অন্যদল দ্বারা পরীক্ষা করেছি, যেন তারা বলে ঃ আমাদিগের মধ্যে কি এদের প্রতিই আল্লাহ অনুগ্রহ করলেন ? আল্লাহ কি কৃতজ্ঞ লোকদের সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত নন" ? (সূরা আনআম, ৬ঃ৫৩)

এর পর আল্লাহ তা'আলা বললেন ঃ

وَاِذَا جَاۤئَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ-

"যারা আমার আয়াত সমূহের প্রতি ঈমান এনেছে, তারা যখন আপনার নিকটে আসে, তখন আপনি বলবে 'তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক 'তোমাদের রব (তোমাদের জন্য) রহমত বর্ষণ করা তার উপর স্থির করেছেন"। (সূরা আনআম, ৬ ঃ ৫৪)

রাবী বলেন, তখন আমরা তাঁর নিকটবর্তী হলাম, এমনকি আমাদের জানু তাঁর জাঁনুর সাথে লাগিয়ে বসলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সাথে বসতেন এবং যখন উঠার ইচ্ছা করতেন, তখন আমাদের ছেড়ে দাঁড়িয়ে যেতেন। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করলেন-

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ–

"আপনি নিজকে ধৈর্য সহকারে রাখবেন তাদেরই সংগে, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে ডাকে তাঁদের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং আপনি পার্থিব জীবনের শোভা কামান করে তাদের থেকে আপনার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিবেন না।"- (কাহ্‌ফ, ১৮:২৮)

আর আপনি অভিজাতদের সাথে বসবে না। "আপনি তার অনুগত্য করো না, যার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছিল (অর্থাৎ উয়ায়নাহ ও আকরা ইব্‌নে হাবিস-এর কথায় কান দিবেন না), যে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করেও যার কাজ কর্ম সীমা অতিক্রম করে। (রাবী বলেন ঃ সে ধ্বংস হয়েছে)। তিনি বলেন ঃ উরায়নাহ ও আকরা ইব্‌ন হারিস-এর কর্মকান্ড বরবাদ হয়েছে। অতঃপর তিনি তাদের সামনে দুই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত পার্থিক জীবনের উপমা পেশ করলেন (সূরা কাহ্‌ফের ৩২ নং ও ৪৫ নং আয়াতে এর উল্লেখ রয়েছে)। খাব্বাব (রা) বলেন, অতঃপর এমন অবস্থা হয়ে গেল যে, আমরা নবী ﷺ -এর সাথে উঠা-বাস করতাম। যখন তাঁর উঠার সময় হতো, তখন আমরা উঠে দাঁড়াতাম এবং তাঁকে উঠার জন্য সুযোগ করে দিতাম।

٤١٢٨ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيْعِ عَنِ الْمِقْدَامِ ابْنِ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فِيْنَا سِتَّةٍ فِيَّ وَفِي ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَصُهَيْبٍ وَعَمَّارٍ وَالْمِقْدَادِ وَبِلاَلٍ قَالَ قَالَتْ قُرَيْشٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنَّا لاَ نَرْضَى اَنْ نَكُوْنَ اَتْبَاعًا لَهُمْ فَاطْرُدْهُمْ عَنْكَ قَالَ فَدَخَلَ قَلْبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ ذٰلِكَ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَدْخُلَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ الْاٰيَةَ.

৪১২৮ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হাকীম (র)...... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এই আয়াত আমাদের ছয়জনের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে ঃ আমি, ইব্‌ন মাসউদ, সুহাইব, আম্মার, মিক্‌দাদ ও বিলাল (রা)। রাবী বলেন ঃ কুরায়শরা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বললেন, আমরা এসব লোকদের অনুসরণে আপনার সাথে একত্রে (বসতে) সম্মত নই, আপনি আপনার নিকট থেকে এদের সরিয়ে দিন। রাবী বলেন, এই কথা শোনার পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অন্তকরণে সেই কথাই প্রবিষ্ট হোলো, যা আল্লাহর মঞ্জুর ছিল। অতঃপর মহান আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করলেন-

وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ مَاعَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْئٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْئٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ-

"যারা তাদের রবকে সকাল ও সন্ধ্যায় ডাকে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য, তাদের আপনি তাড়িয়ে দিবেন না। তাদের কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব আপনার নয় এবং আপনার কোন কর্মের জবাবদিহির দায়িত্বও তাদের নয় যে, আপনি তাদের বিতাড়িত করবেন যদি আপনি তাদের সরিয়ে দিন, তাহলে আপনি যালিমদের অন্তর্ভূক্ত হবেন।" (সূরা আনআম, ৬ ঃ ৫২)।

٨. بَابُ فِى الْمُكْثِرِيْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ বিত্তবানদের প্রসংগে

٤١٢٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ ثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ثَنَا عِيْسَى بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِى لَيْلٰى عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ وَيْلٌ لِلْمُكْثِرِيْنَ الاَّ مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا اَرْبَعٌ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ قُدَّامِهِ وَمِنْ وَّرَائِهِ .

৪১২৯ আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)...... আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ধনবানদের জন্য ধ্বংস ; তবে তারা নয়, যারা ধন-সম্পদ সম্পর্কে বলে ঃ এই দিকে, এই দিকে, এইদিকে, এইদিকে-তিনি চারদিকেই ইশারা করলেন, ডানে, বামে সামেন ও পেছনে (অর্থাৎ যাবতীয় হক্ আদায় করে)।

٤١٣٠ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِىُّ ثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِى اَبُوْ زُمَيْلٍ هُوَ سِمَاكٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ مَرْثَدٍ الْحَنَفِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الاَكْثَرُوْنَ هُمُ الاَسْفَلُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الاَّ مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَكَسَبَهُ مِنْ طَيِّبٍ .

৪১৩০ আব্বাস ইবন আবদুল আযীম আম্বারী (র)...... আবূ যার (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিগত কিয়ামতের দিন সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরে উপনীত হবে। তাবে তারা নয়, যারা ধন-সম্পদ সম্পর্কে বলে ঃ এই দিকে, এই দিকে (অর্থাৎ যথাযথভাবে ব্যয় করে) এবং সে তা হালাল-ভাবে অর্জন করে।

٤١٣١ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْاَكْثَرُوْنَ هُمُ الْاَسْفَلُوْنَ الاَّ مَنْ قَالَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا ثَلاَثًا .

৪১৩১ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন হাকীম (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ বিপুল ধন-সম্পদের অধিকারীরা (কিয়ামতের দিন) সর্বাপেক্ষা নিচুস্তরে অবস্থান করবে। তবে তারা নয় যারা বলবে (বিলিয়ে দিবে) এই দিকে, এই দিকে এই দিকে। তিনি এই কথাটি তিনবার বলেছেন।

٤١٣٢ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِى سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَا اُحِبُّ اَنَّ اُحُدًا عِنْدِى ذَهَبًا فَتَاْتِى عَلَىَّ ثَالِثَةٌ وَعِنْدِى مِنْهُ شَىْءٌ الاَّ شَىْءٌ اَرْصُدُهُ فِى قَضَاءِ دَيْنٍ .

৪১৩২ ইয়াকূব ইব্‌ন হুমায়দ ইব্‌ন কাসিব (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমি তো চাই না যে, উহুদ পরিমাণ স্বর্ণ আমার কাছে থাকবে এবং তৃতীয় দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও তা থেকে আমার নিকট কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকে। অবশ্য আমি ঋণ পরিশোধের জন্য যা রেখে দেবে, তা ভিন্নতর।

٤١٣٣ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اَبِى مَرْيَمَ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدِ اللّٰهِ مُسْلِمِ بْنِ مِشْكَمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ غَيْلاَنَ الثَّقَفِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ مَنْ آمَنَ بِىْ وَصَدَّقَنِىْ وَعَلِمَ اَنَّ مَا جِئْتُ بِهِ هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَقْلِلْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَحَبِّبْ اِلَيْهِ لِقَائَكَ وَعَجِّلْ لَهُ الْقَضَاءَ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِىْ وَلَمْ يُصَدِّقْنِىْ وَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ مَا جِئْتُ بِهِ هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَاَطِلْ عُمْرَهُ .

৪১৩৩ হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র)...... আমর ইব্‌ন গায়লান সাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ হে আল্লাহ ! যে আমার প্রতি ঈমান এনেছে, আমাকে সত্য (নবী) বলে গ্রহণ করেছে এবং আপনার নিকট থেকে আমি যা নিয়ে এসেছি তাকে (কুরআনকে) সত্য জ্ঞান করেছে, আপনি তার ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি কম করে দিন এবং আপনার দীদার তার জন্য প্রিয় বানিয়ে দিন। এবং তাকে তাড়াতাড়ি মৃত্যু দিন। আর যে ব্যক্তি আমার প্রতি ঈমান আনেনি, আমাকে সত্য বলে স্বীকার করেননি এবং আমি আপনার নিকট থেকে যা নিয়ে এসেছি তাকে অসত্য জ্ঞান করে না, আপনি তার ধন-সম্পদ ও সন্তানসন্ততি বাড়িয়ে দিন এবং তার আয়ু বৃদ্ধি করে দিন।

٤١٣٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا غَسَّانُ بْنُ بُرْزِيْنَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِىُّ ثَنَا غَسَّانُ بْنُ بُرْزِيْنَ ثَنَا سَيَّارُ بْنُ سَلاَمَةَ عَنِ الْبَرَاءِ السَّلِيْطِىِّ عَنْ نُقَادَةَ الْاَسَدِىِّ قَالَ بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى رَجُلٍ يَسْتَمْنِحُهُ نَاقَةً فَرَدَّهُ ثُمَّ بَعَثَنِىْ اِلَى رَجُلٍ آخَرَ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ بِنَاقَةٍ فَلَمَّا اَبْصَرَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيْهَا وَفِيْمَنْ بَعَثَ بِهَا قَالَ نُقَادَةُ فَقُلْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَفِيْمَنْ جَاءَ بِهَا قَالَ وَفِيْمَنْ جَاءَ بِهَا ثُمَّ اَمَرَ بِهَا فَحُلِبَتْ فَدَرَّتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اَكْثِرْ مَالَ فُلاَنٍ لِلْمَانِعِ الاَوَّلِ وَاجْعَلْ رِزْقَ فُلاَنٍ يَوْمًا بِيَوْمٍ لِلَّذِىْ بَعَثَ بِالنَّاقَةِ .

৪১৩৪ আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ...নুকাদাহ্ আসাদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এক ব্যক্তির নিকট উটনী আনার জন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু সে ফিরায়ে দিল। অতঃপর তিনি আমাকে অপর এক ব্যক্তির কাছে পাঠালেন। সে ব্যক্তি তাঁর (রাসূলুল্লাহ) ﷺ নিকট উটনী পাঠিয়ে দিল। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ উটনী দেখলেন, তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ ! এতে তুমি বরকত দাও এবং যে ব্যক্তি এটা পাঠিয়েছে তাঁকে ও।

নুকাদাহ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বললাম ঃ যে ব্যক্তি এই উটনী নিয়ে এসেছে-তার জন্যও (দু'আ করুন)। তিনি বলেন ঃ (হে আল্লাহ ! তাকেও অশেষ কল্যাণ দিন), যে এটা নিয়ে এসেছে। অতঃপর তিনি উটনীর দুধ দোহনের জন্য নির্দেশ দিলেন। তখন দুধদোহন করা হলো এবং তা পরিমাণে অধিক হলো। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ হে আল্লাহ ! অমুক ব্যক্তির মাল বৃদ্ধি করে দিন, যে প্রথম নিষেধকারী। আর অমুকের, যে ব্যক্তি উটনী পাঠিয়েছে, তাকে দৈনিক হারে জীবিকা দিন।

٤١٣٥ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِى حَصِيْنٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْقَطِيْفَةِ وَعَبْدُ الْخَمِيْصَةِ اِنْ اُعْطِىَ رَضِىَ وَاِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَفِ .

৪১৩৫ হাসান ইব্ন হাম্মাদ (র)....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ দীনার ও দিরহামের দাসেরা (মালিকরা) ধ্বংস হোক, সুদৃশ্য চাদর এবং কালরেখা বিশিষ্ট রেশমী কাপড়ের দাসেরাও নিপাত যাক। যদি তাকে এসব সামগ্রী দেওয়া হয়, তবে সে হয় খুশী আর যদি তাকে না দেওয়া হয়, তখন সে অংগীকার পূর্ণ করে না।

٤١٣٦ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدٍ ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِيْصَةِ تَعِسَ وَانْتَكَسَ وَاِذَا شِيْكَ فَلاَ انْتَقَشَ .

৪১৩৬ ইয়াকুব ইব্‌ন হুমায়দ (র)...আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ দীনার, দিরহাম ও শালের গোলামেরা নিপাত যাক। আল্লাহ্ এদেরকে মুখ থুবড়ে জাহান্নামের নিক্ষেপ করুন। যখন জাহান্নামের কাঁটার আঘাত লাগবে, তখন সে বের হতে পারবে না।

٩. بَابُ الْقَنَاعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ কানা'আত (অল্পে তুষ্টি)

٤١٣٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ .

৪১৩৭ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)......আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ধন-সম্পদের আধিক্যতাই অমুখাপেক্ষীতার মাপকাঠি নয়, বরং অমুখাপেক্ষীতাই প্রকৃত মুখাপেক্ষহীনতা।

٤١٣٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ جَعْفَرٍ وَحُمَيْدِ بْنِ هَانِئٍ الْخَوْلاَنِىِّ اَنَّهُمَا سَمِعَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِىَّ يُخْبِرُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ هُدِىَ اِلَى الْاِسْلاَمِ وَرُزِقَ الْكَفَافَ وَقَنِعَ بِهِ .

৪১৩৮ মুহাম্মাদ ইব্‌ন রুমহ্ (র)....... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমার ইব্‌ন আ'স (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ সে ব্যক্তি অবশ্যই সফলকাম হয়েছে, যে ইসলামের দিকে হিদায়েতপ্রাপ্ত হয়েছে, প্রয়োজন মাফিক জীবিকা দেওয়া হয়েছে এবং এতেই সে পরিতুষ্ট হয়েছে।

٤١٣٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ اٰلِ مُحَمَّدٍ قُوْتًا .

৪১৩৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমায়র ও আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) ...আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মদের পরিবার-পরিজনকে প্রয়োজন মাফিক জীবিকা দান করুন।

٤١٤٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا اَبِىْ وَيَعْلَى عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ نُفَيْعٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ غَنِىٍّ وَلاَ فَقِيْرٍ اِلاَّ وَدَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَنَّهُ اُتِىَ مِنَ الدُّنْيَا قُوْتًا .

৪১৪০ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুয়ায়র (র)....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ এমন কোন ধনী কিংবা দরিদ্র নেই, যারা কিয়ামতের দিন এই আকাঙ্ক্ষা না করবে যে, যদি আল্লাহ তাকে দুনিয়াতে প্রয়োজন মাফিক জীবিকা দান করতেন। (তাহলে ভাল হতো)।

٤١٤١ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ وَمُجَاهِدُ بْنُ مُوْسٰى قَالاَ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِىْ شُمَيْلَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مِحْصَنٍ الْاَنْصَارِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَصْبَحَ مِنْكُمْ مُعَافًى فِىْ جَسَدِهِ اٰمِنًا فِىْ سِرْبِهِ عِنْدَهُ قُوْتُ يَوْمِهِ فَكَاَنَّمَا حِيْزَتْ لَهُ الدُّنْيَا .

৪১৪১ সুওয়াইদ ইব্‌ন সাঈদ ও মুজাহিদ ইব্‌ন মূসা (র)...উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মিহ্‌সান আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আপন গৃহে সুস্থ দেহে প্রাণের নিরাপত্তার সাথে সকাল যাপন করলো আর তার কাছে সে দিনকার আহার্য মজুদ থাকলো, তাহলে সমগ্র পৃথিবীদের তার হাসিল হয়ে গেল। (স্বাস্থ্য ও দুশ্চিন্তামুক্ত জীবন এক মহাসম্পদ)

٤١٤٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا وَكِيْعٌ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُنْظُرُوْا اِلٰى مَنْ هُوَ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلاَ تَنْظُرُوْا اِلٰى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَاِنَّهُ اَجْدَرُ اَنْ لاَ تَزْدَرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ قَالَ اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَلَيْكُمْ .

৪১৪২ আবূ বাকর (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা তোমাদের চাইতে নিম্নস্তরের লোকদের প্রতি নযর রাখবে, (তাহলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে পারবে) এবং নিজেদের চাইতে উপরস্থ লোকদের প্রতি লক্ষ্য করবে না। এমনটি করলে আল্লাহর নি'আমতকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করার প্রবণতা সৃষ্টি হবে না।

রাবী আবূ মু'আবিয়া (র) فَوْقَهُمْ এর স্থলে عَلَيْكُمْ বলে বর্ণনা করেছেন। অর্থ একই অর্থাৎ উপরস্থ উচুঁস্তরের।

٤١٤٣ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ثَنَا كَثِيْرُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ ثَنَا يَزِيْدَ ابْنُ الْاَصَمِّ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَنْظُرُ اِلَى صُوَرِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَلٰكِنْ اِنَّمَا يَنْظُرُ اِلَى اَعْمَالِكُمْ وَقُلُوْبِكُمْ .

৪১৪৩ আহ্‌মাদ ইব্‌ন সিনান (র)......আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে মারফূ সনদে বর্ণিত। তিনি ﷺ বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ব্যাহ্যিক আকৃতি ও ঐশ্বর্যের প্রতি লক্ষ্য করেন না, বরং তিনি তোমাদের আমল ও কাল্‌বের দিকে দেখে থাকেন।

١٠. بَابُ مَعِيْشَةِ آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ মুহাম্মদ ﷺ -এর পরিবার-পরিজনের জীবন-যাপন পদ্ধতি

٤١٤٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنْ كُنَّا آلَ مُحَمَّدٍ ﷺ لَنَمْكُثُ شَهْرًا مَا نُوْقِدُ فِيْهِ بِنَارٍ مَا هُوَ اِلاَّ التَّمْرُ وَالْمَاءُ (اِلاَّ اَنَّ ابْنَ نُمَيْرٍ قَالَ نَلْبَثُ شَهْرًا) .

৪১৪৪ আবূ বাকর ইব্‌ন শায়বা (র)....... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আলে-মুহাম্মদ ﷺ একেক মাস এমনভাবে অতিবাহিত করতাম যে, ঘরে আগুন প্রজ্জ্বলিত করতাম না। আমাদের আহার্য বলতে খেজুর ও পানি ব্যতীত কিছুই থাকতো না। এই হাদীসের রাবী ইব্‌ন নুমায়র لَنَمْكُثُ شَهْرًا এর স্থলে نَلْبَثُ شَهْرًا শব্দ উল্লেখ করেছেন- অর্থ একই।

٤١٤٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ كَانَ يَأْتِىْ عَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ الشَّهْرُ مَا يُرَى فِىْ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِهِ الدُّخَانُ قُلْتُ فَمَا كَانَ طَعَامُهُمْ قَالَتِ الْاَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَآءُ غَيْرَ اَنَّهُ كَانَ لَنَا جِيْرَانٌ مِنَ الْاَنْصَارِ جِيْرَانُ صِدْقٍ وَكَانَتْ لَهُمْ رَبَائِبُ فَكَانُوْا يَبْعَثُوْنَ اِلَيْهِ اَلْبَانَهَا قَالَ مُحَمَّدٌ وَكَانُوْا تِسْعَةَ اَبْيَاتٍ .

৪১৪৫ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মদ ﷺ -এর পরিবার পরিজনদের বেলায় এমন মাসও অতিবাহিত হতো যে, তার গৃহগুলোর কোনটি থেকে ধুয়া বের হতে দেখা যেতো না। (আবূ সালাম (রা) বলেন) ঃ আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ তখন তাদের আহার্য কি ছিল ? তিনি বললেন ঃ দু'টো কালো রং এর জিনিস-খিজুর ও পানি। তবে আমাদের আনাসারী সৎ

প্রতিবেশীরা বকরী পালন করতেন এবং বকরীর দুধ হাদিয়া হিসেবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট পাঠাতেন। রাবী মুহাম্মদ ইব্ন আমর (যিনি আবূ সালামা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন) বলেন, তাদের নয়টি গৃহ ছিল। (নয়জন উম্মুহাতুল মু'মিনীনের জন্য নয়টি পৃথক কামরা ছিল)

٤١٤٦ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَلْتَوِىْ فِى الْيَوْمِ مِنَ الْجُوْعِ مَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلأُ بِهِ بَطْنَهُ .

৪১৪৬ নাসর ইব্ন আলী (র)........ নুমান ইব্ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) কে বলতে শুনেছি ঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে দিনের বেলায় ক্ষুধার তাড়নায় পার্শ্ব পরিবর্তন করতে দেখেছি। তিনি এমন কোন নিকৃষ্ট খেজুরও পেতেন না যা দিয়ে তিনি তার পেট পুরা করতে পারেন।

٤١٤٧ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسٰى اَنْبَاَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مِرَارًا وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا اَصْبَحَ عِنْدَ اٰلِ مُحَمَّدٍ صَاعُ حَبٍّ وَلاَ صَاعُ تَمْرٍ وَاِنَّ لَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعَ نِسْوَةٍ .

৪১৪৭ আহামদ ইব্ন মানী' (র) ...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে কয়েকবার বলতে শুনেছি ঃ সেই মহান সত্তার শপথ ! যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ ; মুহাম্মদের পরিবার পরিজনের কাছে সকালবেলা আহার্য দ্রব্য হিসেবে এক সা' ! (সাড়ে তিন কেজি) পরিমাণ গম কিংবা খুরমা-খেজুর থাকতো না। তখন তাঁর নয়জন বিবি ছিলেন।

٤١٤٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا اَبُو الْمُغِيْرَةِ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمَسْعُوْدِىُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيْمَةَ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَصْبَحَ فِىْ اٰلِ مُحَمَّدٍ اِلاَّ مُدٌّ مِّنْ طَعَامٍ اَوْ مَا اَصْبَحَ فِىْ اٰلِ مُحَمَّدٍ مُدٌّ مِّنْ طَعَامٍ .

৪১৪৮ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (রা)......আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আলে মুহাম্মদের কাছে সকাল বেলা এক মুদের অধিক খাদ্য শস্য থাকতো না। (এক মুদ এক রতলের চাইতে কিছু বেশী যার পরিমাণ আমাদের দেশের পরিমাপ অনুসারে আধা সের)। কথাটি তিনি দুই বার বলেছেন।

٤١٤٩ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ اَخْبَرَنِي اَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْاَكْرَمِ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْكُوفَةِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ اَتَانَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَمَكَثْنَا ثَلَاثَ لَيَالٍ لَا نَقْدِرُ (اَوْ لَا يَقْدِرُ) عَلَى طَعَامٍ .

৪১৪৯ নাসর ইব্‌ন আলী (র)....... সুলায়মান ইব্‌ন সুরাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে এলেন। এ সময় আমরা তিনদিন পর্যন্ত এভাবে কাটাতাম যে, আমরা খাবার সংগ্রহ করতে পারতাম না। অথবা তাঁকে পানাহার করানো সামর্থ ছিল না।

٤١٥٠ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِي صَالِحٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اُتِيَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا بِطَعَامٍ سُخْنٍ فَاَكَلَ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ مَا دَخَلَ بَطْنِي طَعَامٌ سُخْنٌ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا .

৪১৫০ সুওয়ায়দ ইব্‌ন সাঈদ......আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে গরম টাটকা খাবার পরিবেশন করা হলো। তিনি আহার করলেন। পানাহার শেষে বললেন : 'আল-হামদু লিল্লাহ'। এতদিন পর্যন্ত আমার উদরে কখনো এরূপ টাটকা উপাদেয় খাদ্য প্রবেশ করেনি।

١١. بَابُ ضِجَاعِ آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ

অনুচ্ছেদ : মুহাম্মাদ ﷺ -এর পরিবার পরিজনদের বিছানা

٤١٥١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُو خَالِدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ ضِجَاعُ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ اَدَمًا حَشْوُهُ لِيفٌ .

৪১৫১ আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাঈদ (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিছানা ছিল চামড়া তৈরী। তার ভেতরে ছিল খেজুরের ছোবড়া।

٤١٥٢ حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ اَتَى عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَهُمَا فِي خَمِيلٍ لَهُمَا وَالْخَمِيلُ الْقَطِيفَةُ الْبَيْضَاءُ مِنَ الصُّوفِ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ جَهَّزَهُمَا بِهَا وَوِسَادَةٍ مَحْشُوَّةٍ اِذْخِرًا وَقِرْبَةٍ .

৪১৫২ ওয়াসিল ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র).,....আলী (রা) থেকে বর্ণিত। একদা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী (রা) ও ফাতিমা (রা) এর নিকটে আসেন। সে সময় তাঁরা তাঁদের চাদরের আবৃত ছিলেন। (এটি ছিল একটি সাদা পশমী চাদর) তা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদেরকে উপহার হিসাবে দিয়েছিলেন। তিনি

আরও দিয়েছিলেন একটি বালিশ যা ইয্খির ঘাস দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল এবং পানি রাখার জন্য একটি মশ্ক দিয়েছিলেন।

٤١٥٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَمْرُو بْنُ يُوْنُسَ ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِيْ سِمَاكُ الْحَنَفِيُّ اَبُوْ زُمَيْلٍ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْعَبَّاسِ حَدَّثَنِيْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ عَلٰى حَصِيْرٍ قَالَ فَجَلَسْتُ فَاِذَا عَلَيْهِ اِزَارٌ وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَاِذَا الْحَصِيْرُ قَدْ اَثَّرَ فِيْ جَنْبِهِ وَاِذَا اَنَا بِقَبْضَةٍ مِّنْ شَعِيْرٍ نَحْوِ الصَّاعِ وَقَرَظٍ فِيْ نَاحِيَةٍ فِي الْغُرْفَةِ وَاِذَا اِهَابٌ مُعَلَّقٌ فَابْتَدَرَتْ عَيْنَاىَ فَقَالَ مَا يُبْكِيْكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ وَمَا لِيَ لَا اَبْكِيْ وَهٰذَا الْحَصِيْرُ قَدْ اَثَّرَ فِيْ جَنْبِكَ وَهٰذِهِ خِزَانَتُكَ لَا اَرٰى فِيْهَا اِلَّا مَا اَرٰى وَذٰلِكَ كِسْرٰى وَقَيْصَرُ فِي الثِّمَارِ وَالْاَنْهَارِ وَاَنْتَ نَبِيُّ اللّٰهِ وَصَفْوَتُهُ وَهٰذِهِ خِزَانَتُكَ قَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ اَلَا تَرْضٰى اَنْ تَكُوْنَ لَنَا الْاٰخِرَةُ وَلَهُمُ الدُّنْيَا قُلْتُ بَلٰى .

৪১৫৩ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (রা)...... উমার ইব্ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি তখন খেজুর পাতার চাটাই-এর উপরে আরাম করছিলেন। রাবী বলেন ঃ আমি সেখানে বসে পড়লাম। সে সময় তাঁর পরিধানে ছিল একটি ইযার। এছাড়া অন্য কোন বস্ত্র তাঁর পরিধানে ছিল না তাঁর চাটাই এর দাগ বসে গিয়েছিল। আমি দেখতে পেলাম তাঁর গৃহে এক অঞ্জলী সমান তথা এক সা' (সাড়ে তিন কেজি পরিমাণ) গম, জ্বালানী রূপে ছিল কিছু বাবুল বৃক্ষের পাতা এবং গৃহের এক কোণে একটি পানি মশ্ক ঝুলন্ত ছিল। এ অবস্থা দেখে আমার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হলো। তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ সা) বললেন ঃ হে ইব্ন খাত্তাব। কিসে তোমাকে কাঁদাচ্ছে ? আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর নবী। আমি কেন কাঁদবো না ? এই খেজুর পাতার নির্মিত চাটাই আপনার পাঁজরে দাগ বসিয়ে দিয়েছে। আর আপনার গৃহ সামগ্রী যা দেখলাম, তাতো। এই, এই। আর কিস্রা (পারস্য রাজ) এবং কায়সার (রোমক সম্রাট) কে দেখুন, তারা কত বিলাস-ব্যসনে ফলমূল ও ঝরণা সমূহের মাঝে রয়েছে। অথচ আপনি তো আল্লাহর নবী ! এবং তাঁর মনোনীত প্রিয় বান্দা। আপনার পার্থিব সামগ্রী হচ্ছে এই, এই। তিনি বললেন, হে ইব্ন খাত্তাব। তুমি কি এতে খুশী নও যে, আমাদের জন্য রয়েছে আখিরাত (অর্থাৎ জান্নাতের চিরস্থায়ী সুখ-সম্পদ), এবং ওদের জন্য রয়েছে দুনিয়া (ক্ষণিকের রং তামাশা)। আমি বললাম ঃ জ্বি হাঁ।

٤١٥٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيْفٍ وَاِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ حَبِيْبٍ قَالَا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ اُهْدِيَتِ ابْنَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلَيَّ فَمَا كَانَ فِرَاشُنَا لَيْلَةَ اُهْدِيَتْ اِلَّا مَسْكَ كَبْشٍ .

৪১৫৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন তারীফ ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন হাবীব (র)...আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা (ফাতিমা রা) কে আমার নিকট বাসর যাপনের জন্য পাঠান হলো। সে রাতে বক্‌রীর চামড়ার বিছানা ব্যতীত আর কোন বিছানা আমাদের ছিল না।

١٢. بَابُ مَعِيْشَةِ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর সাহাবীগণের জীবন যাপন পদ্ধতি

٤١٥٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ زَائِدَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ اَبِى مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْمُرُ بِالصَّدَقَةِ فَيَنْطَلِقُ اَحَدُنَا يَتَحَامَلُ حَتّٰى يَجِيْءَ بِالْمُدِّ وَاِنَّ لاَحَدِهِمُ الْيَوْمَ مِائَةَ اَلْفٍ قَالَ شَقِيْقٌ كَاَنَّهُ يُعَرِّضُ بِنَفْسِهِ .

৪১৫৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমায়র ও আবূ কুরায়ব (রা)..... আবূ মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদিগকে সাদাকা করার নির্দেশ দিলেন। আমাদের কেউ বের হতেন এবং মযদূরী করতেন, এমকি এক মুদ (এক রতল পরিমাণ-আমাদের দেশীয় মাপে অর্ধ সের) নিয়ে আসতেন (এবং সাদাকা করতেন)। আজকের দিনে তাদের কারো কারো কাছে লাখ লাখ দিরহাম মওজুদ রয়েছে। রাবী শাকীক (র) ঃ আবূ মাসউদ (রা) এই কথার দ্বারা নিজের প্রতি ইশারা করেছেন।

٤١٥٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اَبِى نَعَامَةَ سَمِعَهُ مِنْ خَالِدِ ابْنِ عُمَيْرٍ قَالَ خَطَبَنَا عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ لَقَدْ رَاَيْتُنِىْ سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا لَنَا طَعَامٌ نَاْكُلُهُ اِلاَّ وَرَقُ الشَّجَرِ حَتّٰى قَرِحَتْ اَشْدَاقُنَا .

৪১৫৬ আবূ ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... খালিদ ইব্‌ন উমায়ের (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উৎবাহ ইব্‌ন গায্‌ওয়ান (রা) আমাদিগকে মিম্বরে উঠে খুৎবা শোনাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সপ্তম ব্যক্তি ছিলাম, আর আমাদের কাছে কতিপয় গাছের পাতা ব্যতিরেকে কোন খাদ্যদ্রব্য ছিল না, যা আমরা খেতে পারি। শেষ পর্যন্ত আমাদের দাঁতের মাড়িতে ঘা হয়ে গিয়েছিল (খসখসে পাতা খাওয়ার কারণে)।

٤١٥٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبَّاسٍ الْجُرَيْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عُثْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّهُمْ اَصَابَهُمْ جُوْعٌ وَهُمْ سَبْعَةٌ قَالَ فَاَعْطَانِى النَّبِىُّ ﷺ سَبْعَ تَمَرَاتٍ لِكُلِّ اِنْسَانٍ تَمْرَةٌ .

৪১৫৭ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তাদের (সাহাবা কিরাম রা এর) ভয়াণক ক্ষুধা পাচ্ছিল এবং তাদের সংখ্যা ছিল সাতজন। তিনি বললেনঃ নবী ﷺ মাথা পিছু একটি করে দেওয়ার জন্য আমাদেক সাতটি খেজুর দিলেন।

٤١٥٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ اَبِى عُمَرَ الْعَدَنِىُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ يَحْيَى مِنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ قَالَ الزُّبَيْرُ وَاَىُّ نَعِيْمٍ نُسْأَلُ عَنْهُ وَاِنَّمَا هُوَ الْاَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ قَالَ اَمَا اِنَّهُ سَيَكُوْنُ.

৪১৫৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আবূ উমার আদানী (র)..... যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম (রা- থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন (এরপর তোমরা অবশ্যই যেদিন নি'আমত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে) আয়াতটি নাযিল হলো, তখন যুবায়র (রা) বললেনঃ আমাদের কাছে এমন কি নি'আমত আছে, যে, সম্পর্কে আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে? আমাদের কাছে তো শুধু মাত্র দু'টো কালো রং এর জিনিস তথা খেজুর ও পানি আছে। তিনি ﷺ বললেন, নি'আমতের যুগ অচিরেই আসবে।

٤١٥٩ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ ثَلَاثُ مِائَةٍ نَحْمِلُ اَزْوَادَنَا عَلٰى رِقَابِنَا فَفَنِىَ اَزْوَادُنَا حَتّٰى كَانَ يَكُوْنُ لِلرَّجُلِ مِنَّا تَمْرَةٌ فَقِيْلَ يَا اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ وَاَيْنَ تَقَعُ التَّمْرَةُ مِنَ الرَّجُلِ فَقَالَ لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِيْنَ فَقَدْنَاهَا وَاَتَيْنَا الْبَحْرَ فَاِذَا نَحْنُ بِحُوْتٍ قَدْ قَذَفَهُ الْبَحْرُ فَاَكَلْنَا مِنْهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا .

৪১৫৯ উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের তিনশত জনকে কোন জিহাদে পাঠালেন। আমরা আমাদের রসদ প্রত্রাদি কাঁধের করে বহণ করছিলাম। আমাদের রসদপত্রাদি ফুরিয়ে এলো, এমনকি শেষাবধি আমাদের প্রতিজনের জন্য একটি করে খেজুর বাকী রইলো। অতঃপর জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আবূ আবদুল্লাহ! একটি মাত্র খেজুরে একজন পুরুষের কতদূর কি হবে! তখন তিনি বললেনঃ যখন সেই জনপ্রতি একটি করে খেজুর প্রাপ্ত হলাম। হঠাৎ তথায় আমরা একটা বিরাটকায় মাছ দেখতে পেলাম, যাকে সমুদ্রের ঢেউ তীরে নিক্ষেপ করেছিল। আমরা (সংখ্যায় তিনশত জন) দীর্ঘ আঠার দিন পর্যন্ত সেই মাছটি আহার করলাম।[১]

১. তিনশত জন লোক একটি মাছ খেয়ে দীর্ঘ আঠার দিন অতিবাহিত করেন। মাছটা এতবড় ছিল যে, মেরুদন্ডের হাড় দু'টোর মধ্যখান দিয়ে বলিষ্ঠকায় উট অতিক্রম করতে পারতো। মদীনাতে এসে তারা মাছটির কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ নিকট বললেন। তিনি বললেন, এটা তোমাদের জন্য আল্লাহর অকৃপণ হস্তের দান মাত্র।

١٣. بَابُ فِى الْبِنَاءِ وَالْخَرَابِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইমারত তৈরী করা ও নষ্ট করা

٤١٦٠. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى السَّفَرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَرَّ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نُعَالِجُ خُصًّا لَنَا فَقَالَ مَا هٰذَا فَقُلْتُ خُصٌّ لَنَا وَهِىَ نَحْنُ نُصْلِحُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اُرَى الْاَمْرَ اِلَّا اَعْجَلَ مِنْ ذٰلِكَ .

৪১১৬ আবূ কুরায়ব (র) ..আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, এ সময় আমরা একটা ঝুপড়ি মেরামত করছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ এইটা কি? তখন আমি বললাম ঃ আমাদের বাড়ীঘর পুরানো হয়ে গেছে, আমরা তা মেরামত করছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ আমি তো দেখতে পাচ্ছি, মৃত্যু তার আগেই উপস্থিত হচ্ছে।

٤١٦١ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا عِيْسَى ابْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى ابْنِ اَبِى فَرْوَةَ حَدَّثَنِى اِسْحَاقُ بْنُ اَبِى طَلْحَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِقُبَّةٍ عَلٰى بَابِ رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ مَا هٰذِهِ قَالُوْا قُبَّةٌ بَنَاهَا فُلَانٌ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ مَالٍ يَكُوْنُ هٰكَذَا فَهُوَ وَبَالٌ عَلٰى صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَبَلَغَ الْاَنْصَارِىَّ ذٰلِكَ فَوَضَعَهَا فَمَرَّ النَّبِىُّ ﷺ بَعْدُ فَلَمْ يَرَهَا فَسَاَلَ عَنْهَا فَاُخْبِرَ اَنَّهُ وَضَعَهَا لِمَا بَلَغَهُ عَنْكَ فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللّٰهُ يَرْحَمُهُ اللّٰهُ .

৪১৬১ আব্বাস ইব্‌ন উসমান দিমাশ্‌কী (র)....... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক আনসারী ব্যক্তির চারকোণ বিশিষ্ট ঘরের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এটা কি ? তাঁরা বললেন ঃ এতো একটি চারকোণ বিশিষ্ট ঘর, যা অমুকে তৈরী করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেলেন ঃ যে সম্পদ এরূপ হবে, তা কিয়ামতের দিন তার মালিকের জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এই খবর আনসারীর কাছে পৌঁছে গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ তা ভেংগে ফেললেন। পরবর্তী সময়ে নবী ﷺ সে পথে গেলেন ; কিন্তু তিনি সেই ঘরখানি দেখতেন পেলেন না। তখন তিনি সে সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তাঁকে জানানো হলো যে, আপনার কথা তার কাছে পৌঁছলে সে তা ভেংগে ফেলে। তখন তিনি ﷺ বললেন : আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন, আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন।

٤١٦٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدِ ابْنِ الْعَاصِ عَنْ اَبِيْهِ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَقَدْ رَاَيْتُنِى مَعَ

رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَنَيْتُ بَيْتًا يُكِنُّنِىْ مِنَ الْمَطَرِ وَيُكِنُّنِىْ مِنَ الشَّمْسِ مَا اَعَانَنِىْ عَلَيْهِ خَلْقُ اللّٰهِ تَعَالٰى .

৪১৬২ মুহাম্মাদ ইব্‌ন উয়াহ্‌ইয়া (র)...... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আমাকে দেখতে পেলাম যে, আমি বৃষ্টি ও সূর্যকিরণ থেকে বাঁচার জন্য একটা ঘর তৈরী করছিলাম। এ কাজে আমাকে আল্লাহর কোন সৃষ্টি সাহায্য করেনি। অর্থাৎ আমি নিজ হাতেই কাজটি সম্পন্ন করেছি)।

٤١٦٣ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسٰى ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ قَالَ اَتَيْنَا خَبَّابًا نَعُوْدُهُ فَقَالَ لَقَدْ طَالَ سَقَمِىْ وَلَوْ لاَ اَنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ لَتَمَنَّيْتُهُ وَقَالَ اِنَّ الْعَبْدَ لَيُؤْجَرُ فِىْ نَفَقَتِهِ كُلِّهَا اِلاَّ فِى التُّرَابِ اَوْ قَالَ فِى الْبِنَاءِ .

৪১৬৩ ইসমাইল ইব্‌ন মূসা (র)........ হারিসা ইব্‌ন মুদাররিব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খাব্বার (রা)-এর নিকট তাঁর সেবা শুশ্রূষার জন্য এলাম। তখন তিনি বললেন ঃ আমার অসুখ দীর্ঘায়িত হচ্ছে। যদি আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে একথা বলতে না শুনতাম যে, "তোমরা মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করবে না," তাহলে অবশ্যই আমি তা কামনা করতাম। তিনি বললেন ঃ নিশ্চয়ই বান্দা তার প্রত্যেকটি ব্যয়ের বদৌলতে পুরস্কার পাবে, কিন্তু মাটির মধ্যে খরচ করার (কিংবা ইমারত তৈরীতে ব্যয় করার) জন্য কোন বিনিময় পাবে না।

١٤. بَابُ التَّوَكُّلِ وَالْيَقِيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ তাওয়াক্কুল (আল্লাহ ভরসা) ও ইয়াকীন (দৃঢ় প্রত্যয়)

٤١٦٤ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنِ ابْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ اَبِىْ تَمِيْمٍ الْجَيْشَانِىِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَوْ اَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا .

৪১৬৪ হারমালাহ্ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ...আবূ তামীম জায়শানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার (ইবনুল খাত্তাব) কে বলতে শুনেছি, (তিনি বলেছেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছিঃ যদি তোমরা আল্লাহর উপর যথাযথভাবে তাওয়াক্কুল (ভরসা) করতে, তাহলে অবশ্যই তিনি তোমাদিগকে জীবিকা দান করতেন, যেমন তিনি রিযিক থাকেন পাখীদের। ওরা খালি পেটে (সকাল বেলা বাসা থেকে) বের হয় এবং (সন্ধ্যায়) উদরপূর্তি করে ফিরে আসে।

٤١٦٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَلَّامِ ابْنِ شُرَحْبِيْلَ اَبِىْ شُرَحْبِيْلَ عَنْ حَبَّةَ وَسَوَاءٍ ابْنَىْ خَالِدٍ قَالاَ دَخَلْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُعَالِجُ شَيْئًا فَاَعَنَّاهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لاَ تَيْاَسَا مِنَ الرِّزْقِ مَا تَهَزَّزَتْ رُءُوْسُكُمَا فَاِنَّ الْاِنْسَانَ تَلِدُهُ اُمُّهُ اَحْمَرَ لَيْسَ عَلَيْهِ قِشْرٌ ثُمَّ يَرْزُقُهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ .

৪১৬৫ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... খালিদের পুত্রদ্বয়-হাব্বাহ ও সাওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেছেন ঃ আমরা নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি কিছু কাজ করছিলেন, আমরা তাঁকে সে কাজ সাহায্য করলাম। অতঃপর তিনি (রাসূল সা) বললেন ঃ যতদিন তোমাদের মাথা সতেজ থাকবে অর্থাৎ যতদিন তোমার জীবিত থাকবে, তোমরা জীবিকার জন্য নিরাশ হয়ো না। কেননা, মানুষের অবস্থা এই যে, তার মা তাকে লাল আভাযুক্ত অর্থাৎ অসহায় অবস্থায় প্রসব করনে। তার পরনে পোষাক থাকে না। অতঃপর মহান আল্লাহ্ তাকে জীবিকা দান করেন অর্থাৎ মাতৃ উঁদরে থাকাকালীন অলৌকিকভাবে আহার সরবরাহ করেন।

٤١٦٦ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَنْبَانَا اَبُوْ شُعَيْبٍ صَالِحُ بْنُ رُزَيْقٍ الْعَطَّارُ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجُمَحِيُّ عَنْ مُوْسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ قَلْبِ ابْنِ اٰدَمَ بِكُلِّ وَادٍ شُعْبَةً فَمَنِ اتَّبَعَ قَلْبُهُ الشُّعَبَ كُلَّهَا لَمْ يُبَالِ اللّٰهُ بِاَيِّ وَادٍ اَهْلَكَهُ وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ كَفَاهُ التَّشَعُّبَ .

৪১৬৬ ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র)....... আম্‌র ইব্‌নুল আ'স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আদম সন্তানের কালবে অনেক কামনা বাসনার অনেক শাখা-প্রশাখা রয়েছে, যে ব্যক্তি তার কালবকে প্রবৃত্তির সব শাখায় নিয়োজিত করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে যে কোন উপত্যকায় ধ্বংস করতে পরোয়া করবেন না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করবে, সে সব ধরনের চিন্তা ভাবনা থেকে মুক্তি পাবে।

٤١٦٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيْفٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَمُوْتَنَّ اَحَدُ مِنْكُمْ اِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللّٰهِ .

৪১৬৭ মুহাম্মাদ ইব্‌ন তারীফ (র)....জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের কেউ যেন আল্লাহর প্রতি ভাল-ধারণা পোষাণ করা ব্যতিরেকে মারা না যায়।

٤١٦٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَانَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ الْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَيْرٌ وَاَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ وَفِى كُلٍّ خَيْرٌ اِحْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَلاَ تَعْجِزْ فَاِنْ غَلَبَكَ اَمْرٌ فَقُلْ قَدَرُ اللّٰهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ وَاِيَّاكَ وَاللَّوْ فَاِنَّ اللَّوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ .

৪১৬৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন সাব্বাহ (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ শক্তিশালী বীর্যবান ঈমানদার ব্যক্তি দুর্বল-ক্ষীণকায় মু'মিন থেকে উত্তম ও আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয়। প্রত্যেকটি ভাল কাজের প্রতি আগ্রহশীল হও, যাতে তা তোমাদের আসে এবং অলস ও গাফিল হয়ো না। কোন কাজে যদি তুমি পরাভূত হও, তখন বলো ঃ আল্লাহ তা'আলার নির্ধারণ, তিনি যা চেয়েছেন তাই করেছেন। কেননা, 'যদি' শয়তানের পথ সুগম করে দেয়।

١٥. بَابُ الْحِكْمَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ হিক্‌মত

٤١٦٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ ابْنِ الْفَضْلِ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ حَيْثُمَا وَجَدَهَا فَهُوَ اَحَقُّ بِهَا .

৪১৬৯ আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদুল ওহ্‌হাব (র)....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ হিক্‌মত পূর্ণ বাক্য মু'মিনদের হারানো সম্পদ। যেখানে সে তা পাবে, সে তার অধিকতর হক্‌দার।

٤١٧٠ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِىُّ ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسَى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى هِنْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ .

৪১৭০ আব্বাস ইব্‌ন আবদুল আযীম আম্বারী (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ দু'টো নি'আমত এমন রয়েছে , যার প্রতি (ভ্রুক্ষেপ না করার কাণে) এতে অধিকাংশ লোক ক্ষতিগ্রস্থ হয় ঃ একটি হচ্ছে সুস্থতা, অপরটি অবকাশ ও দুশ্চিন্তামুক্ত হওয়া।

٤١٧١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ ثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ جُبَيْرٍ مَوْلَى اَبِي اَيُّوبَ عَنْ اَبِي اَيُّوبَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِي وَاَوْجِزْ قَالَ اِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَصَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ وَاَجْمِعِ الْيَاسَ عَمَّا فِي اَيْدِي النَّاسِ .

৪১৭১ মুহাম্মদ ইব্‌ন যিয়াদ (র)....... আবূ আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ নিকট এসে বললো ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে কিছু শিখিয়ে দিন, যা আমি সহজে আদায় করতে পারি। তিনি বললেন ঃ যখন তুমি তোমার সালাতে দাঁড়াবে, তখন এমনভাবে সালাত আদায় করবে, যেন তুমি বিদায়ী সালাত আদায় করছো এবং এমন কোন কথা মুখে উচ্চারণ করবে না, যার জন্য পরে ওযর পেশ করতে হয়। আর মানুষের হাতে যা কিছু আছে তা থেকে নিরাশ হয়ে যাও। (তাদের কাছে কিছু চাইবে না)।

٤١٧٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَوْسِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الَّذِي يَجْلِسُ يَسْمَعُ الْحِكْمَةَ ثُمَّ لَا يُحَدِّثُ عَنْ صَاحِبِهِ اِلَّا بِشَرِّ مَا يَسْمَعُ كَمَثَلِ رَجُلٍ اَتَى رَاعِيًا فَقَالَ يَا رَاعِي اَجْزِرْنِي شَاةً مِّنْ غَنَمِكَ قَالَ اذْهَبْ فَخُذْ بِاُذُنِ خَيْرِهَا فَذَهَبَ فَاَخَذَ بِاُذُنِ كَلْبِ الْغَنَمِ .

قَالَ اَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ ثَنَاهُ اِسْمَاعِيلُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ ثَنَا مُوسَى ثَنَا حَمَّادٌ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَقَالَ فِيهِ بِاُذُنِ خَيْرِهَا شَاةً .

৪১৭২ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ঐ ব্যক্তির উদাহরণ যে, কোন মজলিসে বসে হিকমতপূর্ণ কথাবার্তা শুনে এরপর সে তার সাথীর কাছে যা মন্দ শুনেছে তা-ই বর্ণনা করে। তার উপমা সেই ব্যক্তির মত, যে কোন রাখালের কাছে গিয়ে বলে, হে রাখাল। তোমার পাল থেকে আমাকে একটি বক্‌রী দাও। সে বলে ঃ তুমি যাও, এবং এর উত্তমটির কান ধরে নিয়ে নাও। তখন সে গেল এবং বক্‌রী পালের (পাহাড়ার) কুকুরের কান ধরে নিয়ে চললো।

আবুল হাসান ইব্‌ন সালামা (র) ....সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর তিনি তার বর্ণনায় (তার উত্তমের কান ধরে) এর স্থলে (তন্মধ্যে উত্তম বকরীর কান ধরে) কথাটির উল্লেখ রয়েছে।

١٦. بَابُ الْبَرَاءَةِ مِنَ الْكِبْرِ وَالتَّوَاضُعِ

অনুচ্ছেদ ঃ অহংকার বর্জন ও নম্রতা অবলম্বন

٤١٧٣ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ الرَّقِّىُّ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَسْلَمَةَ جَمِيْعًا عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ وَلاَ يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ اِيْمَانٍ .

৪১৭৩ সুওয়ায়দ ইব্‌ন সাঈদী (র)......আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যার অন্তরে এক সরিয়ার দানা পরিমাণ অহংকার রয়েছে। আর যে ব্যক্তির অন্তরে এক সরিষার বীজ পরিমাণ ঈমান আছে, সে জাহান্নামে দাখিল হবে না।

٤١٧٤ حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنِ الْاَغَرِّ اَبِىْ مُسْلِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِىْ وَالْعَظَمَةُ اِزَارِىْ مَنْ نَازَعَنِىْ وَاحِدًا مِّنْهُمَا اَلْقَيْتُهُ فِىْ جَهَنَّمَ .

৪১৭৪ হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন ঃ অহংকার আমার চাদর, বড়ত্ব আমার ইযার। যে কেউ এই দুই এর কোন একটার জন্য আমার সাথে ঝগড়া করবে, আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো।

٤١٧٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ وَهَارُوْنُ بْنُ اِسْحَاقَ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْمُحَارِبِىُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِىْ وَالْعَظَمَةُ اِزَارِىْ فَمَنْ نَازَعَنِىْ وَاحِدًا مِّنْهُمَا اَلْقَيْتُهُ فِى النَّارِ .

৪১৭৫ আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাঈদ ও হারুন ইব্‌ন ইসহাক (র) ....ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন ঃ অহংকার আমার চাদর, বড়ত্ব আমার ইযার। যে কেউ এই দুইয়ের কোন একটি নিয়ে আমার সাথে ঝগড়া করবে, আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো।

٤١٧٦ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ دَرَّاجًا حَدَّثَهُ عَنْ اَبِى الْهَيْثَمِ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ يَّتَوَاضَعُ لِلّٰهِ سُبْحَانَهُ دَرَجَةً يَرْفَعُهُ اللّٰهُ بِهِ دَرَجَةً وَمَنْ يَّتَكَبَّرُ عَلَى اللّٰهِ دَرَجَةً يَضَعُهُ اللّٰهُ بِهِ دَرَجَةً حَتّٰى يَجْعَلَهُ فِىْ اَسْفَلِ السَّافِلِيْنَ .

৪১৭৬ হারামালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)......আবূ সাঈদ (রা) সূত্রে রাসূলাল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য এক স্তর বিনয়ভাব দেখাবে, আল্লাহ তাঁর পদমর্যাদা এক স্তর বুলন্দ করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপরে এক স্তর অহংকার করবে, আল্লাহ তা'আলা তার মর্যাদা এক স্তর নীচে নামিয়ে দেবেন, অবশেষে তাকে সর্বনিম্ন তাঁর পৌঁছিয়ে দিবেন।

٤١٧٧ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَسَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِىِّ ابْنِ زَيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اِنْ كَانَتِ الْاَمَةُ مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَمَا يَنْزِعُ يَدَهُ مِنْ يَدِهَا حَتّٰى تَذْهَبَ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ مِنَ الْمَدِيْنَةِ فِىْ حَاجَتِهَا .

৪১৭৭ নাসর ইব্‌ন আলী (র)...আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি মদীনার অধিবাসীদের মধ্য থেকে কোন দাসী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাত ধরতো, তাহলে তিনি তার হাত থেকে নিজের হাত টেনে নিতেন না, যতক্ষণ না সে তার প্রয়োজন পূরণের জন্য মদীনার যেখানে ইচ্ছা তাঁকে নিয়ে যেতো।

٤١٧٨ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُسْلِمٍ الْاَعْوَرِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْدُ الْمَرِيْضَ وَيُشَيِّعُ الْجِنَازَةَ وَيُجِيْبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوْكِ وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ وَكَانَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيْرِ عَلَى حِمَارٍ وَيَوْمَ خَيْبَرَ عَلَى حِمَارٍ مَخْطُوْمٍ بِرَسَنٍ مِنْ لِيْفٍ وَتَحْتَهُ اِكَافٌ مِنْ لِيْفٍ .

৪১৭৮ আম্‌র ইব্‌ন রাফি (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করতেন, জানাযার পেছনে পেছনে যেতেন, ক্রীতদাসের দাওয়াত কবুল করতেন, গাধার পিঠে আরোহণ করতেন। বনূ কুরায়যা ও বনূ নাযীর গোত্রদ্বয়ের নির্বাসনের দিন তিনি গাধার পিঠে ছিলেন এবং খায়বার বিজয়ের দিনেও তিনি নাকাল করা গাধার সাওয়াব ছিলেন, যার রশি ছিল খেজুর গাছের ছোবলার তৈরী এবং তার নিচে ছিল ছোবড়ার তৈরী একটি জীন্।

٤١٧٩ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ثَنَا اَبِيْ عَنْ مَطَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ خَطَبَهُمْ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اَوْحَى اِلَيَّ اَنْ تَوَاضَعُوْا حَتّٰى لاَ يَفْخَرَ اَحَدٌ عَلٰى اَحَدٍ .

৪১৭৯ আহমাদ ইব্ন সাঈদ (র)...... ইয়ায ইব্ন হিমার (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি লোকদের সামনে ভাষণ দেওয়ার সময় বললেন : মহান আল্লাহ্ আমার প্রতি ওহী নাযিল করেছেন যে, তোমরা নম্রতা অবলম্বন কর, এমন কি কেউ যেন কারোর উপর ফখর না করে।

١٧. بَابُ الْحَيَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ লজ্জাশীলতা

٤١٨٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ عُتْبَةَ مَوْلًى لاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَشَدَّ حَيَاءً مِنْ عَذْرَاءَ فِيْ خِدْرِهَا وَكَانَ اِذَا كَرِهَ شَيْئًا رُئِيَ ذٰلِكَ فِيْ وَجْهِهِ .

৪১৮০ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)...... আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পর্দানশীন কুমারী কন্যার চাইতেও অধিকতর লজ্জাশীল ছিলেন। তিনি যখন কোন জিনিস অপসন্দ করতেন, তখন তাঁর চেহারায় এর ছাপ পড়ে যেতো।

٤١٨١ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّقِّيُّ ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِكُلِّ دِيْنٍ خُلُقًا وَخُلُقُ الْاِسْلاَمِ الْحَيَاءُ .

৪১৮১ ইসমাঈল ইব্ন আবদুল্লাহ রাক্কী (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক দীনেরই একটা চরিত্র (বৈশিষ্ট্য) রয়েছে। আর ইসলামের চরিত্র হচ্ছে লজ্জাশীলতা।

٤١٨٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ ثَنَا صَالِحُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِكُلِّ دِيْنٍ خُلُقًا وَاِنَّ خُلُقَ الْاِسْلاَمِ الْحَيَاءُ .

৪১৮২ আবদুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (র)....ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয়ই প্রত্যেক দীনেরই একটি চরিত্র (বৈশিষ্ট্য) রয়েছে। আর ইসলামের চরিত্র হচ্ছে লজ্জাশীলতা।

٤١٨٣ حَدَّثَنَا عَمْرُو ظَنْ رَافِعٍ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ عُقْبَةَ ابْنِ عَمْرٍو اَبِى مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِمَّا اَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ الْاُوْلٰى اِذَا لَمْ تَسْتَحْىِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ .

৪১৮৩ আমর ইব্ন রাফি (র) ... উকবা ইব্ন আমর আবূ মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মানুষ পূর্ববর্তী নবীদের বাণী থেকে যা পেয়েছে, তা হচ্ছে- "যখন তুমি লজ্জাশীলতা হারাবে, তখন তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পার"।

٤١٨٤ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسٰى ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِى بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْحَيَاءُ مِنَ الْاِيْمَانِ وَالْاِيْمَانُ فِى الْجَنَّةِ وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِى النَّارِ .

৪১৮৪ ইসমাঈল ইব্ন মূসা (র) ... আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : লজ্জাশীলতা ঈমানের অংগ, আর ঈমান অবস্থান করবে জান্নাতে। পক্ষান্তরে, অশ্লীলতাই অত্যাচার (যুলুম), আর অত্যাচার থাকবে জাহান্নামে।

٤١٨٥ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلاَّلُ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَانَا مَعْمَرُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا كَانَ الْفُحْشُ فِى شَىْءٍ قَطُّ اِلاَّ شَانَهُ وَلاَ كَانَ الْحَيَاءُ فِى شَىْءٍ قَطُّ اِلاَّ زَانَهُ .

৪১৮৫ হাসান ইব্ন আলী আল-খাল্লাল (র) ... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন; যে জিনিসের মধ্যে বেহায়াপনা থাকবে, তা সে জিনিসকে ত্রুটিপূর্ণ করবেই। আর যে জিনিসের মাঝে লজ্জাশীলতা বিদ্যমান থাকবে, তাকে সে সৌকর্যময় করে তুলবে।

١٨. بَابُ الْحِلْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ সহনশীলতা প্রসংগে

٤١٨٦ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِى اَيُّوْبَ عَنْ اَبِى مَرْحُوْمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلٰى اَنْ يُنْفِذَهُ دَعَاهُ اللّٰهُ عَلٰى رُءُوْسِ الْخَلاَئِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يُخَيِّرَهُ فِى اَىِّ الْحُوْرِ شَاءَ .

৪১৮৬ হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) ... মু'আয ইব্‌ন আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তার ক্রোধ প্রশমিত করবে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে কিয়ামতের দিনে মানুষের সামনে ডেকে আনবেন এবং তাকে তার হচ্ছে মাফিক হুর গ্রহণ করার ইখ্তিয়ার দিবেন।

٤١٨٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ثَنَا خَالِدُ بْنُ دِيْنَارٍ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عُمَارَةَ الْعَبْدِيِّ ثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَتَتْكُمْ وُفُوْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ وَمَا يَرَى اَحَدٌ فِيْنَا نَحْنُ كَذٰلِكَ اِذْ جَاءُوْا فَنَزَلُوْا فَاَتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَبَقِيَ الْاَشَجُّ الْعَصَرِيُّ فَجَاءَ بَعْدُ فَنَزَلَ مَنْزِلاً فَاَنَاخَ رَاحِلَتَهُ وَوَضَعَ ثِيَابَهُ جَانِبًا ثُمَّ جَاءَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَشَجُّ اِنَّ فِيْكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللّٰهُ الْحِلْمَ وَالتُّؤَدَةَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَشَيْءٌ جُبِلْتُ عَلَيْهِ اَمْ شَيْءٌ حَدَثَ لِيْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَلْ شَيْءٌ جُبِلْتَ عَلَيْهِ .

৪১৮৭ আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী আল-হামদানী (র)....... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট বসা ছিলাম। তখন তিনি বললেন : তোমাদের কাছে আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধিবর্গ এসেছেন, অথচ আমাদের কেউ দেখছিল না। আমরা এ অবস্থায় ছিলাম, হঠাৎ তারা এসে পৌঁছলেন, এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হাযির হলেন। তবে আশাজ্জ আসরী নামক জনৈক ব্যক্তি অবশিষ্ট ছিলেন, পরে তিনিও এসে একটি নির্দিষ্ট স্থানে অবতরণ করে তার উষ্ট্রী বাঁধলেন। নিজের কাপড় চোপড় এক পার্শ্বে রাখলেন। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট হাযির হলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন, হে আশাজ্জ! তোমার মধ্যে দু'টো ভাল অভ্যাস রয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলা খুবই পসন্দ করেন। একটি সহনশীলতা, অপরটি আত্মসম্মানবোধ। তিনি বললেন : হে আল্লাহ্র রাসূল! এই জিনিসটি কি জন্মগতভাবেই আমার মধ্যে রয়েছে, না নতুন করে সংযোজিত হয়েছে? তিনি বললেন, না, নতুন করে নয় বরং সৃষ্টিগতভাবেই তোমার মধ্যে বিদ্যমান।

٤١٨٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ الْهَرَوِيُّ ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْاَنْصَارِيُّ ثَنَا قُرَّةُ ابْنُ خَالِدٍ ثَنَا اَبُوْ جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلْاَشَجِّ الْعَصَرِيِّ اِنَّ فِيْكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللّٰهُ : الْحِلْمَ وَالْحَيَاءَ-

৪১৮৮ আবূ ইসহাক হারবী (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ আশাজ্জ আসরীকে বললেন : নিশ্চয়ই তোমার মধ্যে দু'টো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলা পসন্দ করেন : একটি সহনশীলতা, অপরটি লজ্জাশীলতা।

٤١٨٩ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ اَخْزَمَ ثَنَا بِشْرُبْنُ عُمَرَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ جُرْعَةٍ اَعْظَمُ اَجْرًا عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ جُرْعَةِ غَيْظٍ كَظَمَهَا عَبْدٌ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ-

৪১৮৯ যায়িদ ইব্‌ন আখযাম (র)...... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ক্রোধান্বিত অবস্থায় কোন বান্দা শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এক চুমুক ক্রোধ প্রশমণ করার চাইতে, আল্লাহ্‌র নিকট সর্বোত্তম চুমুক আর নেই। (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য ক্রোধ থেকে বিরত থাকা সর্বোত্তম কাজ)।

١٩. بَابُ الْحُزْنِ وَالْبُكَاءِ

অনুচ্ছেদ : চিন্তা-ভাবনা ও ক্রন্দন

٤١٩٠ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ اَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى اَنْبَأَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ اَرٰى مَالاَ تَرَوْنَ ، وَاَسْمَعُ مَالاَ يَسْمَعُوْنَ اِنَّ السَّمَاءَ اَطَّتْ وَحَقَّ لَهَا اَنْ تَئِطَّ مَا فِيْهَا مَوْضِعُ اَرْبَعِ اَصَابِعَ اِلاَّ وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلّٰهِ وَاللّٰهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَآءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ وَلَخَرَجْتُمْ اِلَى الصُّعُدَاتِ تَجْأَرُوْنَ اِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهِ لَوَدِدْتُ اَنِّىْ كُنْتُ شَجَرَةً تُعْضَدُ-

৪১৯০ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আমি যা দেখি তোমরা তা দেখতে পাও না এবং আমি যা শুনি তা তোমরা শুনতে পাও না। নিশ্চয়ই আকাশ কড়কড় শব্দ করছে। আর তা কড়কড় করবেই তো। কেননা তাতে তো চার আংগুল পরিমাণ স্থানও অবশিষ্ট নেই, যেখানে একজন ফেরেশ্‌তা তাঁর পেশানী লুটায়ে আল্লাহকে সিজ্‌দা না করছেন। আল্লাহ্‌র শপথ, আমি যা জানি, তা যদি তোমরা জানতে; তাহলে তোমরা খুব কমই হাসতে এবং বেশী কাঁদতে এবং তোমরা বিছানায় স্ত্রীদের সম্ভোগ করতে না। আর অবশ্যই তোমরা চীৎকার করে আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করতে করতে জংগলে চলে যেতে। আল্লাহ্‌র শপথ! আমার ঐকান্তিক বাসনা যদি আমি একটি গাছ হতাম, আর তা কেটে ফেলা হতো, (তাহলে কত না ভাল হতো)।

٤١٩١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ابْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا-

৪১৯১ মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি যা জানি, যদি তোমরা তা জানতে, তাহলে তোমরা খুব কমই হাসতে এবং বেশী করে কাঁদতে।

٤١٩٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِى فُدَيْكٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِى فُدَيْكٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ يَعْقُوْبَ الزَّمْعِيِّ، عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ اَنَّ عَامِرَ ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَاهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ اِسْلاَمِهِمْ وَبَيْنَ اَنْ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ ، يُعَاتِبُهُمُ اللّٰهُ بِهَا اِلاَّ اَرْبَعُ سِنِيْنَ .

وَلاَ يَكُوْنُوا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمَ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُوْنَ–

৪১৯২ আবদুর রহমান ইব্ন ইব্রাহীম (র)...... আবূ হাযিম (রা) থেকে বর্ণিত। আমের ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা)-কে তার পিতা বর্ণনা করেন যে আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ ও এই আয়াত নাযিলের মধ্যে চার বছরের ব্যবধান ছিল, যাতে তাদের তিরষ্কার করা হয়েছে। তা হচ্ছে :

وَلاَ يَكُوْنُوا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمَ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُوْنَ–

"আর এরা যেন তাদের মতো না হয় যাদের পূর্বে কিতাব দেওয়া হয়েছিল। তাদের উপর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ায় তাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে গিয়েছে এবং তাদের অধিকাংশই ছিল ফাসিক। (৫৭ : ১৫)।

٤١٩٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلَفٍ ثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُكْثِرُوا الضَّحِكَ فَاِنَّ كَثْرَةَ الضِّحِكِ تُمِيْتُ الْقَلْبَ–

৪১৯৩ আবূ বাক্র ইব্ন খাল্ফ (র)....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা অধিক হাসবে না; কেননা অধিক হাসি অন্তর মেরে ফেলে।

٤١٩٤ حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ لِىَ النَّبِىُّ ﷺ اقْرَأْ عَلَىَّ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ بِسُوْرَةِ

النِّسَاءِ حَتّٰى اِذَا بَلَغْتُ فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا (٤/٦٤) فَنَظَرْتُ اِلَيْهِ ، فَاِذَا عَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ–

৪১৯৪ হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র) ...... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে বললেন, আমার কাছে কুরআন তিলাওয়াত কর। তখন আমি তাঁকে সূরা নিসা তিলাওয়াত করে শোনাই। অবশেষে আমি যখন এই আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলাম :

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا

"যখন প্রত্যেক উম্মাত হতে একজন সাক্ষী উপস্থিত করবো, এবং তোমাকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করবো তখন কী অবস্থা হবে? (৪ : ৬৪)" তখন আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে, তাঁর চক্ষুযুগল থেকে অঝরেই অশ্রুপাত হচ্ছে।

٤١٩٥ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِيْنَارٍ ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ ثَنَا اَبُوْ رَجَاءٍ الْخُرَاسَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ جِنَازَةٍ فَجَلَسَ عَلٰى شَفِيْرِ الْقَبْرِ فَبَكٰى حَتّٰى بَلَّ الثَّرٰى ثُمَّ قَالَ يَااِخْوَانِيْ لِمِثْلِ هٰذَا فَاَعِدُّوْا–

৪১৯৫ কাসিম ইব্‌ন যাকারিয়া ইব্‌ন দীনার (র)...... বারা'আ। (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা একটি জানাযায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সংগে শরীক ছিলাম। তিনি একটি কবরের পার্শে বসলেন, পরে কাঁদতে শুরু করলেন। এমন কি তাঁর চোখের পানিতে মাটি ভিজে গেল। অতঃপর তিনি বললেন : হে আমার প্রিয় ভাইয়েরা। (তোমাদের অবস্থা) এর মতই হবে, সুতরাং তোমরা প্রস্তুতি গ্রহণ করো।

٤١٩٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ بَشِيْرِ بْنِ ذَكْوَانَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا اَبُوْرَافِعٍ عَنِ ابْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبْكُوْا فَاِنْ لَمْ تَبْكُوْا فَتَبَاكَوْا–

৪১৯৬ আবদুল্লাহ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন বাসীর ইব্‌ন যাক্ওয়ান দিমাশ্‌কী (র)...... সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা কাঁদতে থাকো, যদি কান্না না আসে, তাহলে কান্নার ভাব প্রকাশ কর।

٤١٩٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، قَالَا ثَنَا ابْنُ اَبِيْ فُدَيْكٍ حَدَّثَنِيْ حَمَّادُ بْنُ اَبِيْ حُمَيْدٍ الزُّرَقِيُّ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

ﷺ مَامِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يَخْرُجُ مِنْ عَيْنَيْهِ دُمُوْعٌ وَاِنْ كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ثُمَّ تُصِيْبُ شَيْئًا مِنْ حُرِّ وَجْهِهِ اِلاَّ حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ.

৪১৯৭ আবদুর রহমান ইব্‌ন ইব্‌রাহীম দিমাশ্‌কী ও ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুনযির (র)...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে মু'মিন বান্দার দুই চোখ থেকে আল্লাহ্‌র ভয়ে পানি বের হবে, যদিও তা মাছির মাথা বরাবর হয় এবং তা দুই গন্ড বেয়ে ঝরতে থাকে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দিবেন।

٢٠. بَابُ التَّوَقِّيْ عَلَى الْعَمَلِ

অনুচ্ছেদ : আমল কবুল না হওয়ার ভয়

٤١٩٨ **حَدَّثَنَا** اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَا اَتَوْا وَقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ (٢٣/٦٠) اَهُوَ الَّذِى يَزْنِى وَيَسْرِقُ وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ ؟ قَالَ لاَ يَابِنْتَ اَبِىْ بَكْرٍ اَوْيَا بِنْتَ الصِّدِّيْقِ! وَلٰكِنَّهُ الرَّجُلُ يَصُوْمُ وَيَتَصَدَّقُ وَيُصَلِّى ، وَهُوَ يَخَافُ اَنْ لاَ يُتَقَبَّلَ مِنْهُ–

৪১৯৮ আবূ বাকর (র)........ আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম : হে আল্লাহ্‌র রাসূল!

وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَااَتَوْا وَقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ

-এ আয়াত দ্বারা কি সে লোককে বুঝানো হয়েছে, যে ব্যভিচার করে, চুরি করে এবং সূরা পান করে? তিনি বললেন : না, হে আবূ বকর তনয়া (অথবা তিনি বলেছেন : হে সিদ্দীকের কন্যা)। বরং এর দ্বারা সেই ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যে সিয়াম পালন করে, দান খয়রাত করে, সালাত আদায় করে, আর সে এই ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকে যে, তার ইবাদত কবুল করা হবে না।

٤١٩٩ **حَدَّثَنَا** عُثْمَانُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ عِمْرَانَ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ يَزِيْدَبْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنِى اَبُوْ عَبْدِ رَبِّ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ اَبِىْ سُفْيَانَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ كَالْوِعَاءِ اِذَا طَابَ اَسْفَلُهُ طَابَ اَعْلاَهُ وَاِذَا فَسَدَ اَسْفَلُهُ فَسَدَ اَعْلاَهُ–

৪১৯৯ উসমান ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন ইমরান দিমাশ্‌কী (র)...... মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : বস্তুত আমল হচ্ছে পাত্রের মত।

যদি তার নিম্নাংশ ভাল হয়, তবে তার উপরিভাগও ভাল হবে। আর যদি এর নিম্নভাগ খারাপ হয়, তাহলে তার উপরিভাগও খারাপ হবে।

٤٢٠٠ حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْصِيُّ ثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ وَرْقَاءَ بْنِ عُمَرَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ ذَكْوَانَ اَبُو الزِّنَادِ ، عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا صَلَّى فِي الْعَلَانِيَةِ فَأَحْسَنَ وَصَلَّى فِي السِّرِّ فَأَحْسَنَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ هٰذَا عَبْدِي حَقًّا

৪২০০ কাসীর ইব্‌ন উবায়দ হিম্‌সী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন বান্দা যখন প্রকাশ্যে উত্তমরূপে সালাত আদায় করে এবং গোপনেও সুন্দর করে সালাত আদায় করে, তখন মহান আল্লাহ বলেন : এই ব্যক্তিই আমার প্রকৃত বান্দা।

٤٢٠١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ وَاِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسَى قَالَا ثَنَا شَرِيْكُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ اَبِي صَالِحٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَارِبُوْا وَسَدِّدُوْا فَاِنَّهُ لَيْسَ اَحَدٌ مِنْكُمْ بِمُنْجِيْهِ عَمَلُهُ قَالُوْا : وَلَا اَنْتَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! قَالَ وَلَا اَنَا اِلَّا اَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ-

৪২০১ আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন যুরারা ও ইসমাঈল ইব্‌ন মূসা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা ইবাদতের বেলায় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো এবং সঠিক পন্থা দৃঢ়তার সাথে আঁকড়ে ধরো। কেননা তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার আমল তাকে মুক্তি দিতে পারবে। তারা (সাহাবা কিরাম (রা) জিজ্ঞাসা করলেন : হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আর আপনি অর্থাৎ আপনার আমলও কি আপনাকে নাজাত দিবে না? তিনি বললেন : না, আমিও না। তবে মহান আল্লাহ তাঁর রহমত, করুণায় আমাকে ঢেকে রাখবেন।

٢١. بَابُ الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ

অনুচ্ছেদ : রিয়াও খ্যাতি

٤٢٠٢ حَدَّثَنَا اَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِي حَازِمٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَنَا اَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ فَمَنْ عَمِلَ لِي عَمَلًا اَشْرَكَ فِيْهِ غَيْرِي فَاَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ وَهُوَ لِلَّذِي اَشْرَكَ-

৪২০২। আবূ মারওয়ান উসমানী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ জাল্লাশানুহু বলেন : আমি তামাম শরীকদের মধ্যে শিরক থেকে অধিক অমুখাপেক্ষী। যে কেউ আমার জন্য আমলের ক্ষেত্রে, আমি ব্যতিরেকে অন্য কাউকে শরীক স্থির করবে, আমি এ ব্যাপারে দায়-দায়িত্ব মুক্ত। আর সে আমল তার, যার সে শরীক করেছে।

٤٢٠٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَهٰرُوْنُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْحَمَّالُ وَاِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ اَنْبَأَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ ابْنِ جَعْفَرٍ اَخْبَرَنِي اَبِي عَنْ زِيَادِبْنِ مِيْنَاءَ عَنْ اَبِيْ سَعْدِبْنِ اَبِيْ فَضَالَةَ الْاَنْصَارِيِّ وَكَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جَمَعَ اللّٰهُ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَوْمٍ لَارَيْبَ فِيْهِ نَادَى مُنَادٍ : مَنْ كَانَ اَشْرَكَ فِيْ عَمَلٍ عَمِلَهُ لِلّٰهِ فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ اَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ)-

৪২০৩। মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার, হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ হাম্মাল ও ইসহাক ইব্ন মানসূর (র)...... আবূ সা'দ ইব্ন আবূ ফাযালা আনসারী (রা) (তিনি একজন সাহাবী ছিলেন) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে কিয়ামতের দিনে একত্রিত করবেন, যে দিনের ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই, তখন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে : যে ব্যক্তি কোন আমলে আল্লাহ্র সংগে অন্য কাউকে শরীক করেছে, সে যেন তার আমলের সাওয়াব আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের কাছে প্রত্যাশা করে। কেননা আল্লাহ তা'আলা শরীকের অংশীদারীত্ব থেকে অমুখাপেক্ষী।

٤٢٠٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدِ الْاَحْمَرِ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ هُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ فَقَالَ اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ اَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِيْ مِنَ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ ؟ قَالَ قُلْنَا بَلَى فَقَالَ الشِّرْكُ الْخَفِيُّ : اَنْ يَقُوْمَ الرَّجُلُ يُصَلِّيْ فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ-

৪২০৪। আবদুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (র)...... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝে আসলেন, আমরা তখন মাসীহ্ দাজ্জালের কথা আলোচনা করছিলাম। তখন তিনি বললেন : আমি কি তোমাদের সে বিষয়ে অবহিত করবো না, যা আমার নিকট তোমাদের জন্য মাসীহ্ দাজ্জালের ফিতনা থেকেও অধিক ভয়াবহ? তিনি (রাবী) বললেন : আমরা বললাম, অবশ্যই বলুন। অতঃপর তিনি বললেন : (তা হচ্ছে) শিরকে খফী (গোপনী শিরক)। এর ধরন হচ্ছে যে, মানুষ সালাত আদায়ের জন্য দাঁড়ায়, আর সে লোক দেখানোর জন্য নিজের সালাত সুন্দর করে আদায় করে।

٤٢٠٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلاَنِيُّ ثَنَا رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَخْوَفَ مَا اَتَخَوَّفُ عَلَى اُمَّتِى الْإِشْرَاكُ بِاللّٰهِ اَمَا اِنِّىْ لَسْتُ اَقُوْلُ يَعْبُدُوْنَ شَمْسًا وَلاَ وَثَنًا وَلٰكِنْ اَعْمَالاً لِغَيْرِ اللّٰهِ وَشَهْوَةً خَفِيَّةً-

৪২০৫ মুহাম্মাদ ইব্‌ন খালাফ আসকালানী (র)...... শাদ্দাদ ইব্‌ন আউস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি আমার উম্মাতের ব্যাপারে যে জিনিস সম্পর্কে অধিক আশংকা করছি, তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র সংগে শিরক করা। অবশ্য আমি একথা বলছি না যে, তারা সূর্য, চন্দ্র কিংবা দেব-দেবী পূজা করবে অর্থাৎ শিরকে জলী করবে; তবে তারা গায়রুল্লাহ্‌র ইবাদত করবে (প্রদর্শনীমূলক কিংবা সুখ্যাতির জন্য ইবাদত করবে। আরেকটি হচ্ছে গোপন পাপাচার।

٤٢٠٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ ثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ثَنَا عِيْسَى بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ (مَنْ يُسَمِّعْ يُسَمِّعِ اللّٰهُ بِهِ وَمَنْ يُرَاءِ يُرَاءِ اللّٰهُ بِهِ.

৪২০৬ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)......আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে ব্যক্তি লোকদের শোনানোর জন্য কিছু বলবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে (কিয়ামতের দিন অপদস্থের কথা) শোনাবেন। যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য ইবাদত করবে, আল্লাহ তা'আলা (কিয়ামতের দিন) তাকে তা দেখাবেন (লাঞ্ছিত করবেন)।

٤٢٠٧ حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يُرَاءِ ، يُرَاءِ اللّٰهُ بِهِ وَمَنْ يُسَمِّعْ يُسَمِّعِ اللّٰهُ بِهِ-

৪২০৭ হারূন ইব্‌ন ইসহাক (র)...... জুনদাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আমলের প্রদর্শনী করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে (কিয়ামতের দিন) তা দেখাবেন (অপদস্থ করবেন)। আর যে ব্যক্তি যশঃ খ্যাতির জন্য কিছু শোনাবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে (কিয়ামতের দিন লাঞ্ছিত হওয়ার কথা) শোনাবেন।

٢٢. بَابُ الْحَسَدِ

অনুচ্ছেদ : হিংসা-বিদ্বেষ

٤٢٠٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا اَبِىْ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالاَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ حَسَدَ اِلاَّ فِى اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِى الْحَقِّ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِىْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا-

৪২০৮ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র)...... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দুই ব্যক্তি ব্যতিরেকে অন্য কারোর সাথে হাসাদ (হিংসা) জায়েয নেই। (এখানে হাসাদ- মানে ঈর্ষা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে)। এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'আলা ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং সে তা সত্য ও ন্যায়ের পথে ব্যয় করে। আর এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ হিকমত (অর্থাৎ ধর্মীয় জ্ঞান) দান করেছেন এবং সে তদনুযায়ী নিজে আমল করে এবং অন্যকে তা শিক্ষা দেয়।

٤٢٠٩ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ حَسَدَ اِلاَّ فِى اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ فَهُوَ يَقُوْمُ بِهٖ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَهُوَ يُنْفِقُهُ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ.

৪২০৯ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাকীম ও মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াযীদ (র)...... সালিমের পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দুই ব্যক্তি ব্যতিরেকে অন্য কারোর সাথে হাসাদ জায়েয নেই। এমন ব্যক্তি যাকে মহান আল্লাহ কুরআন (গিব্তা) দান করেছেন এবং সে তা নিয়ে দিবারাত্র কায়েম থাকে। আর সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'আলা ধন-সম্পদ দিয়েছেন এবং সে তা দিবারাত্র (আল্লাহ্র পথে) ব্যয় করে।

٤٢١٠ حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْحَمَّالُ وَاَحْمَدُ بْنُ الْاَزْهَرِ قَالاَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ عَنْ عِيْسَى بْنِ اَبِىْ عِيْسَى الْحَنَّاطِ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ الْحَسَدُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيْئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ وَالصَّلاَةُ نُوْرُ الْمُؤْمِنِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ.

৪২১০ হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ হাম্মাল ও আহমাদ ইব্ন আযহার (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হাসাদ নেক আমলসমূহ খেয়ে ফেলে, যেমন আগুন কাষ্ঠখণ্ড ভস্মীভূত করে।

আর সাদাকা গুনাহরাশি মোচন করে দেয়, যেমনিভাবে পানি আগুন নিভিয়ে দেয়। সালাত মু'মিনের নূর এবং সিয়াম জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষার ঢাল।

٢٣. بَابُ الْبَغْيِ

অনুচ্ছেদ : বিদ্রোহ

٤٢١١ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللّٰهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوْبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيْعَةِ الرَّحِمِ-

৪২১১ হুসাইন ইব্ন হাসান মারওয়াযী (র)...... আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বিদ্রোহ ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা ব্যতীত এমন কোন গুরুতর পাপ নেই, যার ফলে আখিরাতের শাস্তি জমা করে রাখার সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে ও সেই অপরাধীকে তড়িঘড়ি শাস্তির ফয়সালা করে থাকেন।

٤٢١٢ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا صَالِحُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَسْرَعُ الْخَيْرِ ثَوَابًا الْبِرُّ وَصِلَةُ الرَّحِمِ وَأَسْرَعُ الشَّرِّ عُقُوْبَةً الْبَغْيُ وَقَطِيْعَةُ الرَّحِمِ.

৪২১২ সুওয়ায়দ ইব্ন সাঈদ (র)...... মু'মিন জননী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দ্রুত প্রতিদান পাওয়ার উত্তম বস্তু হচ্ছে নেক আমল করাও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা। আর দ্রুত শাস্তি পাওয়ার যোগ বস্তু হচ্ছে বিদ্রোহ করা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা।

٤٢١٣ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدٍ الْمَدَنِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ ابْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ مَوْلٰى بَنِيْ عَامِرٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ حَسْبُ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ.

৪২১৩ ইয়াকূব ইব্ন হুমায়দ আল-মাদানী (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : একজন মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলমান ভাইকে হেয় জ্ঞান করবে।

٤٢١٤ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَنْبَانَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى حَبِيْبٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ اَوْحَى اِلَىَّ اَنْ تَوَاضَعُوْا وَلاَ يَبْغِى بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ .

৪২১৪ হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা আমার কাছে ওহী পাঠিয়েছেন যে, তোমরা পরস্পরে বিনয়ী হও। আর তোমাদের কেউ যেন কারোর প্রতি দুশমনী না করে।

٢٤. بَابُ الْوَرَعِ وَالتَّقْوٰى

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ ভীতি ও তাক্ওয়া

٤٢١٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ثَنَا اَبُوْ عَقِيْلٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنِى رَبِيْعَةُ بْنُ يَزِيْدَ وَعَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَطِيَّةَ السَّعْدِىِّ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَبْلُغُ الْعَبْدُ اَنْ يَكُوْنَ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ حَتّٰى يَدَعَ مَا لاَ بَأْسَ بِهِ حَذَرًا لِمَا بِهِ الْبَاسُ .

৪২১৫ আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... নবী ﷺ-এর সাহাবী আত্বিয়্যাহ্ সা'দী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মানুষ মুত্তাকীকের স্তরে ততক্ষণ উন্নীত হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে মন্দ ও খারাপ নয় এমন কাজকে মন্দ ও খারাপ মনে করে ভয়ে ছেড়ে না দিবে।

٤٢١٦ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ ثَنَا مُغِيْثُ ابْنُ سُمَىٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ النَّاسِ اَفْضَلُ قَالَ كُلُّ مَخْمُوْمِ الْقَلْبِ صَدُوْقِ اللِّسَانِ قَالُوْا صَدُوْقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ فَمَا مَخْمُوْمُ الْقَلْبِ قَالَ هُوَ التَّقِىُّ النَّقِىُّ لاَ اِثْمَ فِيْهِ وَلاَ بَغْىَ وَلاَ غِلَّ وَلاَ حَسَدَ .

৪২১৬ হিশাম ইব্ন আম্মার (র)...... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হলো : কোন ব্যক্তি উত্তম ? তিনি বললেন : প্রত্যেক বিশুদ্ধ অন্তর বিশিষ্ট (হিংসা-বিদ্বেষ অহংকার, দুশমনী ও খিয়ানতমুক্ত দিল) ও সত্যভাষী ব্যক্তি। তারা (সাহাবা-ই-কিরাম) বললেন : সত্যভাষীকে তো আমরা চিনি, কিন্তু বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ বিশিষ্ট ব্যক্তিকে কিভাবে চিনবো? তিনি বললেন : সে হলো পূত পবিত্র নিষ্কলুষ ব্যক্তি যার কোন গুনাহ নেই, নেই দুশমনী, হিংসা, বিদ্বেষ ও অহমিকা।

٤٢١٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كُنْ وَرِعًا تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ وَكُنْ قَنِعًا تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَأَحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُسْلِمًا وَأَقِلَّ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيْتُ الْقَلْبَ .

৪২১৭ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হে আবূ হুরায়রা! তুমি পরহেযগার হয়ে যায়, তাহলে লোকদের মাঝে শ্রেষ্ঠ ইবাদতগুযার হতে পারবে। তুমি অল্পে তুষ্ট থাকো, তাহলে লোকদের মাঝে উত্তম শোকরগুযার বান্দা হতে পারবে। তুমি মানুষের জন্য তাই পছন্দ করবে, যা নিজের জন্য পসন্দ কর, তাহলে তুমি পূর্ণ মু'মিন হতে পারবে। তুমি তোমার প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করবে, তাহলে তুমি সত্যিকার মুসলমান হতে পারবে। আর তুমি হাসি-তামাশা কম করবে, কেননা, অধিক হাসি-তামাশা মানুষের দিল মেরে ফেলে।

٤٢١٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رُمْحٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنِ الْمَاضِي ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي إِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا عَقْلَ كَالتَّدْبِيْرِ وَلَا وَرَعَ كَالْكَفِّ وَلَا حَسَبَ كَحُسْنِ الْخُلُقِ .

৪২১৮ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন রুমহ্ (র)...... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তাদ্‌বীরের ন্যায় কোন প্রজ্ঞা নেই (জীবিতা ও পরকালের পাথেয় সংগ্রহের জন্য পরিশ্রম করা এবং পরিণাম ভেবে কাজ করাই তাদ্‌বীর)। হারাম থেকে বেঁচে থাকার তূল্য কোন পরহেযগারী নেই। সচ্চরিত্রের সমতুল্য কোন আভিজাত্য নেই।

٤٢١٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيْعٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْحَسَبُ الْمَالُ وَالْكَرَمُ التَّقْوَى .

৪২১৯ মুহাম্মাদ ইব্‌ন খালাফ্ আল-আসকালানী (র).......সামুরাহ্ ইব্‌ন জুন্দুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বংশ মর্যাদাই সম্পদ এবং সৌজন্যবোধই পরহেযগারী (তাক্ওয়া)।

٤٢٢٠. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالاَ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِى السَّلِيْلِ ضُرَيْبِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ اَبِى ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ لاَعْرِفُ كَلِمَةً (وَقَالَ عُثْمَانُ اٰيَةً) لَوْ اَخَذَ النَّاسُ كُلُّهُمْ بِهَا لَكَفَتْهُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيَّةُ اٰيَةٍ قَالَ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

৪২২০ হিশাম ইব্‌ন আম্মার ও উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি এমন একটি কথা জানি, (উসমান (রা)-এর বর্ণনা মতে, একটি আয়াত উল্লেখ আছে)। যদি সকল মানুষ তা গ্রহণ করে, তাহলে তা তাদের জন্য যথেষ্ট। তারা (সাহাবা-ই-কিরাম) বললেন : হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সে কোন আয়াত? তিনি বললেন : তা হচ্ছে :

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

"যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার জন্য পথ সুগম করে দিবেন।"

٢٥. بَابُ الثَّنَاءِ الْحَسَنِ

অনুচ্ছেদ : সুধারণা পোষণ

٤٢٢١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِىُّ عَنْ اُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ زُهَيْرٍ الثَّقَفِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالنَّبَاوَةِ اَوِ الْبَنَاوَةِ قَالَ وَالنَّبَاوَةُ مِنَ الطَّائِفِ قَالَ يُوْشِكُ اَنْ تَعْرِفُوْا اَهْلَ الْجَنَّةِ مِنْ اَهْلِ النَّارِ قَالُوْا بِمَ ذَاكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بِالثَّنَاءِ الْحَسَنِ وَالثَّنَاءِ السَّيِّءِ اَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّٰهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ.

৪২২১ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ যুহায়র সাকাফী তাঁর পিতার (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নাবাওয়াহ্ অথবা বানাওয়াহ্ প্রান্তরে খুৎবা দিচ্ছিলেন। (রাবী বলেন : নাবাওয়াহ্ তায়েফের একটি জায়গার নাম)। তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন : অদূর ভবিষ্যতে তোমরা জান্নাতীদের জাহান্নামীদের থেকে আলাদা করে চিনতে পারবে। তারা (সাহাবা-ই-কিরাম (রা) বললেন : হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তা কিভাবে ? তিনি বললেন : সুধারণা পোষণ করে এবং সুধারণার মাধ্যমে। (অর্থাৎ প্রশংসিত ব্যক্তিরা আল্লাহ্‌র কাছে ভাল বলে গৃহীত হবে এবং নিন্দিতজনেরা তাঁর কাছে ঘৃণিত বলে বিবেচিত হবে)। তোমরা একে অন্যের উপর আল্লাহ্‌র কাছে স্বাক্ষী স্বরূপ।

٤٢٢٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ جَامِعِ ابْنِ شَدَّادٍ عَنْ كُلْثُوْمٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ لِيْ اَنْ اَعْلَمَ اِذَا اَحْسَنْتُ اَنِّيْ قَدْ اَحْسَنْتُ وَاِذَا اَسَاْتُ اَنِّيْ قَدْ اَسَاْتُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَالَ جِيْرَانُكَ قَدْ اَحْسَنْتَ فَقَدْ اَحْسَنْتَ وَاِذَا قَالُوْا اِنَّكَ قَدْ اَسَاْتَ فَقَدْ اَسَاْتَ .

৪২২২ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... কুলসুম খুযাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর কাছে এসে বললো : হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি কিভাবে জানতে পারব যে, আমি ভাল কাজ করেছি? নিশ্চয়ই আমি ভাল কাজ করেছি। আর যখন মন্দ কাজ করি, তখন কি ভাবে বুঝবো যে, আমি মন্দ কাজ করেছি? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যখন তোমার প্রতিবেশী বলে যে, তুমি ভাল কাজ করে, তখন বুঝবে তুমি সত্যই ভাল কাজ করেছ। আর যখন তারা বলবে : নিশ্চয় তুমি মন্দ কাজ করেছ, তখন বুঝবে যে, অবশ্যই তুমি মন্দ কাজ করেছ।

٤٢٢٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ لِيْ اَنْ اَعْلَمَ اِذَا اَحْسَنْتُ وَاِذَا اَسَاْتُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا سَمِعْتَ جِيْرَانَكَ يَقُوْلُوْنَ اَنْ قَدْ اَحْسَنْتَ فَقَدْ اَحْسَنْتَ وَاِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُوْلُوْنَ قَدْ اَسَاْتَ فَقَدْ اَسَاْتَ .

৪২২৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করেন : আমি কি প্রকারে জানতে পারব যে, আমি যে কাজ করি, তা ভাল না মন্দ? নবী ﷺ বললেন : যখন তুমি শুনতে পাবে যে, তোমার প্রতিবেশীরা বলাবলি করছে : তুমি ভাল কাজ করেছ, তখন তুমি বুঝবে, তুমি ভাল করেছ। আর যখন তুমি তোমার প্রতিবেশীদের বলাবলি করতে শুনবে যে, তুমি মন্দ কাজ করেছ, তখন তুমি বুঝবে যে, তুমি মন্দ কাজ করেছ।

٤٢٢٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَزَيْدُ بْنُ اَخْزَمَ قَالاَ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا اَبُوْ هِلاَلٍ ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ اَبِىْ ثُبَيْتٍ عَنْ اَبِى الْجَوْزَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَهْلُ الْجَنَّةِ مَنْ مَلاَ اللّٰهُ اُذُنَيْهِ مِنْ ثَنَاءِ النَّاسِ خَيْرًا وَهُوَ يَسْمَعُ وَاَهْلُ النَّارِ مَنْ مَلاَ اُذُنَيْهِ مِنْ ثَنَاءِ النَّاسِ شَرًّا وَهُوَ يَسْمَعُ .

৪২২৪ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ও যায়িদ ইব্‌ন আখযাম (র)....... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সেই ব্যক্তিই জান্নাতী আল্লাহ তা'আলা মানুষের তারীফ ও প্রশংসা দ্বারা যার দুইকান পরিপূর্ণ করবেন এবং সে তা শুনতে থাকবে। আর সেই ব্যক্তি জাহান্নামী,

আল্লাহ তা'আলা যার উভয় কান মানুষের নিন্দা জ্ঞাপনের দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন এবং সে তা শুনতে থাকবে।

٤٢٢٥ **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِى ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَعْمَلُ الْعَمَلَ لِلّٰهِ فَيُحِبُّهُ النَّاسُ عَلَيْهِ قَالَ ذٰلِكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ .

৪২২৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... আবূ যার (রা) সূত্রে নবী (স) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞাসা করলাম : এক ব্যক্তি কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমল করে, তখন লোকেরা তাকে সেই আমলের জন্য ভালবাসে, (সেই ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার অভিমত কি)? তিনি বললেন : এটা তো ঈমানদারের জন্য তাৎক্ষণিক শুভ সংবাদ।

٢٦. بَابُ النِّيَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ নিয়্যাত

٤٢٢٦ **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سِنَانٍ اَبُوْ سِنَانٍ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِى ثَابِتٍ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى اَعْمَلُ الْعَمَلَ فَيُطَّلَعُ عَلَيْهِ فَيُعْجِبُنِى قَالَ لَكَ اَجْرَانِ اَجْرُ السِّرِّ وَاَجْرُ الْعَلاَنِيَةِ .

৪২২৬ মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো : হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি একটি আমল করি, তা আমার নিকট এই কারণে ভাল লাগে যে, লোকেরা তার উপরে আমার প্রশংসা করে। তিনি বললেন : তোমার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ পুরস্কার, গোপনে কাজ করার পুরস্কার ও প্রকাশ্যে আমল করার প্রতিদান।

٤٢٢٧ **حَدَّثَنَا** اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالاَ اَنْبَانَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيَّ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَاِلٰى رَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَاِلٰى رَسُوْلِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوِ امْرَاَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ .

৪২২৭ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আলকামা ইব্‌ন ওয়াক্কাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি একবার উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) কে লোকদের সামনে ভাষণ দিতে শুনছিলেন। তখন তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, আমলের পরিণাম নিয়াত অনুসারে। প্রত্যেক ব্যক্তিই তার নিয়্যাত অনুসারে ফলভোগ করবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল-এর (সন্তুষ্টি) হাসিলের জন্য হিজরত করবে, তার হিজরত হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য। আর যে ব্যক্তি পার্থিব স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কিংবা কোন নারীকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হিজরত করবে, তার হিজরত হবে সেই জিনিসের জন্য যার দিকে সে হিজরত করেছে।

٤٢٢٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ اَبِىْ كَبْشَةَ الْاَنْمَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ كَمَثَلِ اَرْبَعَةِ نَفَرٍ رَجُلٍ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً وَعِلْمًا فَهُوَ يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ فِىْ مَالِهِ يُنْفِقُهُ فِىْ حَقِّهِ وَرَجُلٍ اٰتَاهُ اللّٰهُ عِلْمًا وَلَمْ يُؤْتِهِ مَالاً فَهُوَ يَقُوْلُ لَوْ كَانَ لِىْ مِثْلُ هٰذَا عَمِلْتُ فِيْهِ مِثْلَ الَّذِىْ يَعْمَلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَهُمَا فِى الْاَجْرِ سَوَاءٌ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً وَلَمْ يُؤْتِهِ عِلْمًا فَهُوَ يَخْبِطُ فِىْ مَالِهِ يُنْفِقُهُ فِىْ غَيْرِ حَقِّهِ وَرَجُلٌ لَمْ يُؤْتِهِ اللّٰهُ عِلْمًا وَلاَ مَالاً فَهُوَ يَقُوْلُ لَوْ كَانَ لِىْ مِثْلُ هٰذَا عَمِلْتُ فِيْهِ مِثْلَ الَّذِىْ يَعْمَلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَهُمَا فِى الْوِزْرِ سَوَاءٌ.

حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ الْمَرْوَزِىُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَاَنَا مَعْمَرٌ (مُعَمَّرٌ) عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ كَبْشَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ سَمُرَةَ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ مُفَضَّلٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ كَبْشَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ.

৪২২৮ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)...... আবূ কাবশাহ আনমারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এই উম্মাতের উপমা চার ব্যক্তির ন্যায়। এক এমন ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা ধন-সম্পদ ও ইল্‌ম দান করেছেন এবং সে তার ধন-সম্পদ (আহরণের বেলায়) তার ইল্‌ম অনুসারে আমল করে এবং তা ঠিকভাবে খরচ করে। দুই এমন ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা ইল্‌ম দান করেছেন কিন্তু ধন-দৌলত দান করেন নি। তখন সে বলে, যদি আমার ঐ ব্যক্তির মত সম্পদ থাকত, তাহলে আমি এরূপভাবে আমল করতাম, যেভাবে সে আমল করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : পুরস্কার লাভের ক্ষেত্রে এই দুইজন সমান সমান। তিন এমন ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা ধন-সম্পদ দান

করেছেন, অথচ তাকে ইল্‌ম দান করেননি। সে তার ধন-সম্পদ ঠিকভাবে ব্যয় করে না, এবং অন্যায় পথে তা ব্যয় করে। (যেমন- গান-বাজনা, জুয়া, বাহুল্য ব্যয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে খরচ করে)। চার এমন ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তা'আলা ধন-সম্পদ দেননি, ইল্‌মও দান করেননি। সে বলে, যদি আমার কাছে এই ব্যক্তির মত (ধন-দৌলত) থাকত, তাহলে আমি এই ব্যক্তির মত আমল (ব্যয়) করতাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এই দুই ব্যক্তি, গুণাহের বেলায় সমান সমান। ইসহাক ইব্‌ন মানসুর মারওয়াযী ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন সামুরা (র)...... ইব্‌ন আবূ কাবশা (রা) তাঁর পিতার সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٢٢٩ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالاَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا يُبْعَثُ النَّاسُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ .

৪২২৯ আহমাদ ইব্‌ন সিনান ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বস্তুত লোকদের (হাশরের দিন) তাদের নিয়্যাত অনুসারে উঠানো হবে।

٤٢٣٠ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ اَنَا شَرِيْكُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ .

৪২৩০ যুহায়র ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন মানুষদের তাদের নিয়্যাত অনুসারে জমা করা হবে।

٢٧. بَابُ الْاَمَلِ وَالْاَجَلِ

অনুচ্ছেদ : আকাংক্ষা ও আয়ু

٤٢٣١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِىُّ قَالاَ ثَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِى اَبِىْ عَنْ اَبِىْ يَعْلَى عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ خَطَّ خَطًّا مُرَبَّعًا وَخَطًّا وَسَطَ الْخَطِّ الْمُرَبَّعِ وَخُطُوْطًا اِلَى جَانِبِ الْخَطِّ الَّذِىْ وَسَطَ الْخَطِّ الْمُرَبَّعِ وَخَطًّا خَارِجًا مِنَ الْخَطِّ الْمُرَبَّعِ فَقَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا هَذَا قَالُوا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ هَذَا الْاِنْسَانُ الْخَطُّ الْاَوْسَطُ وَهَذِهِ الْخُطُوْطُ اِلَى جَنْبِهِ الْاَعْرَاضُ تَنْهَشُهُ (اَوْ تَنْهَسُهُ) مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَاِنْ اَخْطَاَهُ هَذَا اَصَابَهُ هَذَا وَالْخَطُّ الْمُرَبَّعُ الْاَجَلُ الْمُحِيْطُ وَالْخَطُّ الْخَارِجُ الْاَمَلُ.

৪২৩১ আবূ বিশর, বক্‌র ইব্‌ন খালাফ ও আবূ বক্‌র ইব্‌ন খাল্লাফ বাহেলী (র)...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি একটি চতুষ্কোণ ক্ষেত্র অংকন করলেন, যার মধ্যভাগে আরেকটি রেখা টানলেন এবং মধ্যবর্তী রেখার দুই দিক অনেকগুলো ক্ষুদ্র রেখা টানলেন। রেখার বহিঃ মুখে একটা রেখা টানলেন যা ক্ষেত্রটিকে ছেদ করে অন্য প্রান্ত দিয়ে বাইরে গিয়েছে। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা কি জান এটা কি জিনিস? তারা (সাহাবা-ই-কিরাম (রা) বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন : এই মধ্যবর্তী রেখাটি হচ্ছে মানুষ। আর সরল রেখার দুই দিকে যে সূক্ষ্মসূক্ষ্ম রেখা আছে এগুলো অসুখ-বিসুখ ও বিপদ-বালা, যা সর্বক্ষণ তাকে ক্ষয় করে কিংবা দংশন করে চতুর্দিক থেকে। সে যদি একটি আপদ থেকে মুক্তি পায়, তাহলে আরেকটি বিপদ তার ঘাড়ে চাপে। আর এই চতুষ্কোণ ক্ষেত্র তাকে পরিবেষ্টন করে রাখে। এটাই তার আয়ু। এর বাইরে যাওয়ার সাধ্য নেই। আর যে রেখাটি এই চতুষ্কোণ ক্ষেত্রের বাইরে ছেদ করে চলে গিয়েছে, তা হচ্ছে তার আশা-আকাংক্ষা।

٤٢٣٢ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ اَنْبَانَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا ابْنُ اٰدَمَ وَهٰذَا اَجَلُهُ عِنْدَ قَفَاهُ وَبَسَطَ يَدَهُ اَمَامَهُ ثُمَّ قَالَ وَثَمَّ اَمَلُهُ .

৪২৩২ ইসহাক ইব্‌ন মানসুর (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : এই হলো আদম সন্তান এবং এই তার আয়ু। তিনি তার গর্দানে হাত রাখেন এবং সামনে বিস্তার করেন। তারপর বললেন : এই পর্যন্ত তার আকাংক্ষা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।[২]

٤٢٣٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِىُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَلْبُ الشَّيْخِ شَابٌّ فِىْ حُبِّ اثْنَتَيْنِ فِىْ حُبِّ الْحَيَاةِ وَكَثْرَةِ الْمَالِ .

৪২৩৩ আবূ মারওয়ান মুহাম্মাদ ইব্‌ন উসমান উসমানী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : দুইটি জিনিসের আকর্ষণে বৃদ্ধলোকের মন যুবক হয়ে যায় : একটা জীবনের প্রতি মুহব্বত এবং অপরটি অধিক ধন-সম্পদ।

---

১. আপাতঃ দৃষ্টিতে এই হাদীসের মর্ম সেই হাদীসের পরিপন্থী বলে অনুমিত হয়, যাতে উল্লেখ আছে যে, আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মাতের অন্তরের ওয়াসওয়াসাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, যতক্ষণে সে তার উপরে আমল না করে কিংবা মুখ থেকে বের না করে। জবাব হচ্ছে এই : ওয়াসওয়াসার দ্বারা সেই খেয়ালকে বুঝায় যা অন্তরে উদ্রেক হয়, আবার বিদূরিত হয়, যেমন প্রবহমান পানিতে নাপাকী বইয়ে যায়। কিন্তু যে ওয়াসওয়াসা অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যাবে এবং বিশ্বাসে পরিণত হবে, তার উপর জবাবদিহি করতে হবে। কেননা তা নফসের বৈশিষ্ট্য পরিণত হয়।

২. মানুষ তার আয়ূর চাইতে বেশী আকাংক্ষা করে থাকে। সে পার্থিব কর্মকাণ্ডে এত ব্যস্ত থাকে যে, গগনচুম্বী ইমারত তৈরী করে, স্বপ্ন রাজপুরী নির্মাণ করে যা সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই তার মৃত্যু এসে হাযির হয়।

٤٢٣٤ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّرِيْرُ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَيَشِبُّ مِنْهُ اثْنَتَانِ الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ .

৪২৩৪ বিশ্‌র ইব্‌ন মু'আয দারীর (র)-ও........ আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আদম সন্তান বার্ধক্যে উপনীত হয়, অথচ দু'টো জিনিস তাকে যুবক করে তোলে : একটা অধিক ধন-সম্পদ লাভের স্পৃহা, অপরটি অধিক আয়ূ লাভের লালসা।

٤٢٣٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ اَبِيْ حَازِمٍ عَنِ الْعَلَاءِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْ اَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ مِنْ مَالٍ لَاَحَبَّ اَنْ يَكُوْنَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ وَلَا يَمْلَأُ نَفْسَهُ اِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَى مَنْ تَابَ .

৪২৩৫ আবূ মারওয়ান উসমানী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যদি আদম সন্তান দু'টি উপত্যকা (দুইটি পাহাড়ের মধ্যবর্তী খালিস্তানকে উপত্যকা বলে) বরাবর সম্পদের অধিকারী হয়, তবে সে এর সাথে তৃতীয়টি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। মাটি ব্যতিরেকে কোন জিনিস তার আশাপূর্ণ করতে পারে না। আর আল্লাহ্ তা'আলা তার তাওবা কবুল করেন, যে তাওবা করে।

٤٢٣٦ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَعْمَارُ اُمَّتِيْ مَا بَيْنَ السِّتِّيْنَ اِلَى السَّبْعِيْنَ وَاَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوْزُ ذٰلِكَ .

৪২৩৬ হাসান ইব্‌ন আরাফাহ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মতের (অধিকাংশের) আয়ূ ষাট থেকে সত্তর বছর হবে। তাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যই এমন হবে, যাদের আয়ূ সত্তর অতিক্রম করবে।

٢٨. بَابُ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى الْعَمَلِ

অনুচ্ছেদ : স্থায়ীভাবে আমল করা

٤٢٣٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ وَالَّذِيْ ذَهَبَ بِنَفْسِهِ ﷺ مَا مَاتَ حَتّٰى كَانَ اَكْثَرُ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ وَكَانَ اَحَبَّ الْاَعْمَالِ اِلَيْهِ الْعَمَلُ الصَّالِحُ الَّذِيْ يَدُوْمُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَاِنْ كَانَ يَسِيْرًا .

৪২৩৭ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সেই মহান সত্তার শপথ, যিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে নিয়ে গিয়েছেন, তিনি ইনতিকাল করা অবধি অধিকাংশ (নফল) সালাত বসে আদায় করতেন। তিনি সেই নেক আমলকে সর্বাধিক পাবন্দ করতেন, যা বান্দা সব সময় আদায় করে, যদিও তা পরিমাণের কম হয়।

٤٢٣٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ عِنْدِى اِمْرَاَةٌ فَدَخَلَ عَلَىَّ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ هٰذِهِ قُلْتُ فُلاَنَةُ لاَ تَنَامُ (تَذْكُرُ مِنْ صَلاَتِهَا) فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَهْ عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيْقُوْنَ فَوَاللّٰهِ لاَ يَمَلُّ اللّٰهُ حَتّٰى تَمَلُّوْا قَالَتْ وَكَانَ اَحَبَّ الدِّيْنَ اِلَيْهِ الَّذِىْ يَدُوْمُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ .

৪২৩৮ আবূ বাক্‌র ইবন আবূ শায়বা (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে একজন মহিলা বসা ছিলেন। এ সময় নবী ﷺ আমার ঘরে প্রবেশ করেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : এই মহিলা কে? আমি বললাম : অমুক মহিলা, যে রাতে ঘুমায় না (তিনি তার সালাতের কথা উল্লেখ করলেন।) তখন নবী ﷺ বললেন : আরে থামো, তোমাদের সামর্থ্য অনুসারে তোমরা আমল করবে। আল্লাহ্‌র শপথ! আল্লাহ (পুরস্কার প্রদানে) ক্ষান্ত হন না, যতক্ষণ না তোমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ো। আয়েশা (রা) বলেন : তাঁর (রাসূলুল্লাহ ﷺ) নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় দীন (আমল) সেটাই যা তার আমলকারী সর্বদা আদায় করে।

٤٢٣٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ التَّمِيْمِيِّ الْاُسَيِّدِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرْنَا الْجَنَّةَ وَالنَّارَ حَتّٰى كَاَنَّا رَاْىَ الْعَيْنِ فَقُمْتُ اِلَى اَهْلِىْ وَوَلَدِىْ فَضَحِكْتُ وَلَعِبْتُ قَالَ فَذَكَرْتُ الَّذِىْ كُنَّا فِيْهِ فَخَرَجْتُ فَلَقِيْتُ اَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ نَافَقْتُ نَافَقْتُ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اِنَّا لَنَفْعَلُهُ فَذَهَبَ حَنْظَلَةُ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَا حَنْظَلَةُ لَوْ كُنْتُمْ كَمَا تَكُوْنُوْنَ عِنْدِىْ لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ عَلٰى فُرُشِكُمْ اَوْ عَلٰى طُرُقِكُمْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةٌ وَسَاعَةٌ .

৪২৩৯ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... হানযালা কাতিব তামিমী উসায়দী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট ছিলেন। তখন আমরা জান্নাত-জাহান্নাম সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। এমন কি মনে হচ্ছিল যে, আমরা যেন তা স্বচক্ষে দেখেতে পাচ্ছি। তারপর আমি আমার পরিবার ও মাতা-পিতার কাছে ফিরে আসলাম। এবং হাসি-তামাশা ও খেলাধুলায় মত্ত হলাম।

রাবী বলেন : অনন্তর আমি সেই অবস্থার কথা স্মরণ করলাম, যে অবস্থায় আমরা ছিলাম। পরে আমি বের হয়ে গিয়ে আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তখন আমি বললাম : আমি মুনাফিক হয়ে গেছি, আমি মুনাফিক হয়ে গেছি। তখন আবূ বকর (রা) বললেন : আমরাও তো এরূপ করছি। অতঃপর হানযালাহ (রা) তাঁর (রাসূলুল্লাহ্) ﷺ নিকট গেলেন এবং নবী ﷺ -এর কাছে পুরো ঘটনা পেশ করলেন : তখন তিনি বললেন : হে হান্‌যালাহ্। যদি তোমরা সেই অবস্থায় সর্বক্ষণ থাকত, যেমন তোমরা আমার নিকটে থাকো; তাহলে ফেরেশতারা তোমাদের বিছানা (কিংবা তোমাদের রাস্তাঘাটে) তোমাদের সাথে মুসাহাফাহ্ (করমর্দন) করতো। হে হান্‌যালাহ! মুহূর্ত, আর মুহূর্ত অর্থাৎ মানুষের জন্য সব সময় একই ধরনের হয় না। (আমার সুহবতে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, পরিবার পরিজনের সাথে থাকাকালে সে অবস্থা থাকে না)।

٤٢٤٠ **حَدَّثَنَا** الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجُ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكْلَفُوْا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيْقُوْنَ فَاِنَّ خَيْرَ الْعَمَلِ اَدْوَمُهُ وَاِنْ قَلَّ .

৪২৪০ আব্বাস ইব্‌ন উসমান দিমাশ্‌কী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের শক্তি সামর্থে যতটা কুলায় যে ততটাই আমল করো। কেননা, সেই আমলই উত্তম, যা সদা-সর্বদা করা হয়, যদিও তা পরিমাণে কম হয়।

٤٢٤١ **حَدَّثَنَا** عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَشْعَرِىُّ عَنْ عِيْسَى ابْنِ جَارِيَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى رَجُلٍ يُصَلِّىْ عَلٰى صَخْرَةٍ فَاَتٰى نَاحِيَةَ مَكَّةَ فَمَكَثَ مَلِيًّا ثُمَّ انْصَرَفَ فَوَجَدَ الرَّجُلَ يُصَلِّىْ عَلٰى حَالِهِ فَقَامَ فَجَمَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَآ اَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ ثَلَاثًا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَمَلُّ حَتّٰى تَمَلُّوْا .

৪২৪১ আম্‌র ইব্‌ন রাফি (র)...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তখন সে একটি পাথরের উপর সালাত আদায় করিছল। অতঃপর তিনি মক্কার এক প্রান্তে এসে সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করলেন। এরপর তিনি ফিরে আসলেন এবং উক্ত লোকটিকে পূর্ববৎ সালাত আদায় রত পেলেন। তিনি (অবাক হয়ে) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং উভয় হাত মিলালেন। এরপর বললেন, হে লোক সকল! তোমরা মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবে। এই কথাটি তিনি তিনবার বললেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা প্রতিদান দিতে ক্ষান্ত হন না, যতক্ষণ না তোমরা ক্লান্ত হও।

٢٩. بَابُ ذِكْرِ الذُّنُوْبِ

অনুচ্ছেদ : গুনাহ্-এর উল্লেখ

٤٢٤٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا وَكِيعٌ وَاَبِىْ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنُؤَاخَذُ بِمَا كُنَّا نَعْمَلُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحْسَنَ فِى الْاِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا كَانَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَمَنْ اَسَاءَ اُخِذَ بِالْاَوَّلِ وَالْآخِرِ .

৪২৪২ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়ের (র)...... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম : হে আল্লাহ্‌র রাসূল! জাহিলী যুগে আমরা যে সব কাজ কর্ম করেছি, সে সম্পর্কে আমরা কি পাঁকড়াও হবো? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যারা ইসলাম গ্রহণের পর ভাল কাজ করেছে, তারা তাদের কৃত জাহিলী যুগের কাজ কর্ম সম্পর্কে পাঁকড়াও হবে না। আর যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করবে, তাকে আগের ও পরের বিষয়ে পাঁকড়াও করা হবে।

٤٢٤٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ مُسْلِمِ ابْنِ بَانَكَ قَالَ سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ يَقُوْلُ حَدَّثَنِىْ عَوْفُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَائِشَةُ اِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الْاَعْمَالِ فَاِنَّ لَهَا مِنَ اللّٰهِ طَالِبًا .

৪২৪৩ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন : হে আয়েশা! তুমি সে সব গুনাহ থেকে দূরে থাক যেগুলো তোমার কাছে ছোট বলে মনে হয়। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা সেগুলোর জন্যও পাঁকড়াও করবেন। গুনাহ্ থেকে সর্বাবস্থায় বেঁচে থাকা চাই- তা বড় হোক কিংবা ছোট।

٤٢٤٤ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ وَالْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَا ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْمُؤْمِنَ اِذَا اَذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فِىْ قَلْبِهِ فَاِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ صُقِلَ قَلْبُهُ فَاِنْ زَادَ زَادَتْ فَذٰلِكَ الرَّانُ الَّذِىْ ذَكَرَهُ اللّٰهُ فِىْ كِتَابِهِ "كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ".

৪২৪৪ হিশাম ইব্ন আম্মার (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মু'মিন ব্যক্তি যখন কোন গুনাহ করে তখন তার কালবে (হৃদয়ে) একটা কালো দাগ পড়ে যায়। অতঃপর সে যদি তাওবা করে এবং সে কাজ ছেড়ে দেয়, আর মাগফিরাত কামনা করে, তাহলে তার কালব সাফ করে দেওয়া হয়। যদি সে আরও গুনাহ করে, তাহলে সেই কালো দাগ বেড়ে যায়, (এমন কি সমগ্র অন্তর কালো-কালিমায় ছেয়ে যায়)। এই জংয়ের কথাই আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন ঃ

كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَاكَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

"না এ সত্য নয়, ওদের কৃতকর্মই ওদের কালবে (হৃদয়ে) জং ধরিয়েছে।" (৮৩ : ১৪)।

٤٢٤٥ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ الرَّمْلِيُّ ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ بْنِ خَدِيْجٍ الْمَعَافِرِيُّ عَنْ اَرْطَاةَ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ اَبِىْ عَامِرٍ الْاَلْهَانِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لَاَعْلَمَنَّ اَقْوَامًا مِنْ اُمَّتِىْ يَاْتُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ اَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيْضًا فَيَجْعَلُهَا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُوْرًا قَالَ ثَوْبَانُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صِفْهُمْ لَنَا جَلِّهِمْ لَنَا اَنْ لاَ نَكُوْنَ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لاَ نَعْلَمُ قَالَ اَمَا اِنَّهُمْ اِخْوَانُكُمْ وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ وَيَاْخُذُوْنَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَاْخُذُوْنَ وَلٰكِنَّهُمْ اَقْوَامٌ اِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللّٰهِ انْتَهَكُوْهَا .

৪২৪৫ ঈসা ইব্ন ইউনুস রাম্লী (র)...... সাওবান (রা) সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার উম্মাতের সে সব লোককে জানি, যারা কিয়ামতের দিন তেহামার (মক্কা ও ইয়ামনের অবস্থান অঞ্চলকে তেহামা বলা হয়) পর্বতমালার সমান নেক আমল নিয়ে হাযির হবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তা বিক্ষিপ্ত ধূলোর ন্যায় করে দিবেন। সাওবান (রা) বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! তাদের ব্যাপারে আমাদের অবহিত করুন, সবিস্তারে খোলাখুলিভাবে আলোচনা করুন যাতে অজ্ঞাতসারে আমরা তাদের মধ্যে শামিল হয়ে না পড়ি। তিনি ﷺ বললেন : মনোযোগ দিয়ে শোনো, তারা তোমাদেরই ভাই এবং তোমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা রাতের বেলা এমনভাবে ইবাদত করে থাকে, যেমনভাবে তোমরা কর। কিন্তু তারা এমন কাওম, যখন তারা নিকটবর্তী হয় এমন কাজের যা আল্লাহ হারাম করেছেন, তখন তারা তার পর্দা ছিন্ন করে ফেলে (অর্থাৎ হারাম কাজে লিপ্ত হয়)।

٤٢٤٦ حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ اِسْحَاقَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ اَبِيْهِ وَعَمِّهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ مَا اَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ الْجَنَّةَ قَالَ التَّقْوَى وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَسُئِلَ مَا اَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّارَ قَالَ الْاَجْوَفَانِ الْفَمُ وَالْفَرْجُ .

৪২৪৬ হারূন ইব্‌ন ইসহাক ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হলো ; কোন আমলের বদৌলতে অধিকাংশ লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে ? তিনি বললেন : তাক্ওয়া ও সচ্চরিত্রের বদৌলতে। আবার জিজ্ঞাসা করা হলো : কোন জিনিস অধিকাংশ লোককে জাহান্নামে প্রবেশ করাবে ? তিনি বললেন : দু'টি অংশ- মুখ ও লজ্জাস্থান। মুখ থেকে মন্দ কথা বের হয় এবং শরমগাহ থেকে হারাম কাজ সম্পন্ন হয়।

٣٠. بَابُ ذِكْرِ التَّوْبَةِ

অনুচ্ছেদ : তাওবা-এর আলোচনা

٤٢٤٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا شَبَابَةُ ثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اَفْرَحُ بِتَوْبَةِ اَحَدِكُمْ مِنْهُ بِضَالَّتِهِ اِذَا وَجَدَهَا .

৪২৪৭ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (রা)...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের কেউ (গুনাহ থেকে) তাওবা করলে মহান আল্লাহ্ এত খুশী হন, যেমন কেউ হারানো বস্তু ফিরে পেলে খুশী হয়।

٤٢٤٨ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبِ الْمَدِيْنِيُّ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ثَنَا جَعْفَرُ ابْنُ بُرْقَانٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْاَصَمِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْ اَخْطَاْتُمْ حَتّٰى تَبْلُغَ خَطَايَاكُمُ السَّمَاءَ ثُمَّ تُبْتُمْ لَتَابَ عَلَيْكُمْ .

৪২৪৮ ইয়াকূব ইব্‌ন হুমায়দ ইব্‌ন কাসির মাদিনী (র)......আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যদি তোমরা এত অধিক পরিমাণ গুনাহ কর, যা আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়, এর পর যদি তোমরা তাওবা কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদের তাওবা কবুল করবেন।

٤٢٤٩ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ ثَنَا اَبِىْ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوْقٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُ اَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ اَضَلَّ رَاحِلَتَهُ بِفَلَاةٍ مِنَ الْاَرْضِ فَالْتَمَسَهَا حَتّٰى اِذَا اَعْىٰ تَسَجّٰى بِثَوْبِهِ فَبَيْنَا هُوَ كَذٰلِكَ اِذْ سَمِعَ وَجْبَةَ الرَّاحِلَةِ حَيْثُ فَقَدَهَا فَكَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ فَاِذَا هُوَ بِرَاحِلَتِهِ .

৪২৪৯ সুফিয়ান ইব্‌ন ওয়াকী (র).......আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : আল্লাহ তা'আলা তাঁর কোন তাওবাকারী বান্দার প্রতি সেই ব্যক্তির চাইতেও অধিকতর সন্তুষ্ট হন, যে ব্যক্তির উট কোন জনমানবহীন খাদ্য শষ্যবিহীন জংগলে হারিয়ে গেছে, সে তাকে তালাশ করে এমন কি ক্লান্ত হয়ে নিজের কাপড় মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে। (কেননা, এখন বাঁচার কোন উপায় নেই। পানাহারের

একমাত্র ভরসা ছিল সেই উটটি। সে জংগলে, এক ফোঁটা পানিও নেই)। যখন সে এ অবস্থায় ছিল হঠাৎ সে সেখানে উটের পায়ের শব্দ শুনতে পেল যেখানে সে তাকে হারিয়েছিল তখন সে তার মুখ থেকে আবরণ উঠিয়ে দেখে যে, সেটি হলো তার সেই উট।

٤٢٥٠ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّقَاشِيُّ ثَنَا وَهُيْبُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ اَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَ ذَنْبَ لَهُ .

৪২৫০ আহমাদ ইব্ন সাঈদ দারিমী (র)...... আবূ উবায়দা ইব্ন আবদুল্লাহ (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : গুনাহ থেকে তাওবাকারীর উপমা হচ্ছে সেই ব্যক্তির মত, যার কোন গুনাহ নেই।

٤٢٥١ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ بَنِي اٰدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ .

৪২৫১ আহমাদ ইব্ন মানী (র)........ আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : সমস্ত আদম-সন্তানই গুনাহ্গার। আর উত্তম গুনাহগার হলো তাওবাকারীরা।

٤٢٥٢ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ اَبِي مَرْيَمَ عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ اَبِي عَلَى عَبْدِ اللّٰهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّدَمُ تَوْبَةٌ فَقَالَ لَهُ اَبِي اَنْتَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ النَّدَمُ تَوْبَةٌ قَالَ نَعَمْ .

৪২৫২ হিশাম ইব্ন আম্মার (র)...... ইব্ন মা'কিল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতার সাথে আবদুল্লাহ (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। আমি তাকে বলতে শুনলাম : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : "শরমিন্দা হওয়াই তাওবা"। তখন আমার পিতা তাঁকে বললেন : আপনি কি নবী (স)-কে বলতে শুনেছেন যে, "গুনাহ থেকে শরমিন্দা হওয়াই তাওবা"? তিনি বললেন : হাঁ।

٤٢٥٣ حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعِيْدٍ الرَّمْلِيُّ اَنْبَانَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ .

৪২৫৩ রাশিদ ইব্‌ন সাঈদ রাম্‌লী (র)....... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আল্লাহ জাল্লাশানুহু বান্দার প্রাণ কণ্ঠনালীতে না পৌঁছা পর্যন্ত তার তাওবা কবুল করবেন।

٤٢٥٤ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ حَبِيْبٍ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ سَمِعْتُ اَبِىْ ثَنَا اَبُوْ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَجُلُ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرَ اَنَّهُ اَصَابَ مِنَ امْرَاَةٍ قُبْلَةً فَجَعَلَ يَسْاَلُ عَنْ كَفَّارَتِهَا فَلَمْ يَقُلْ لَهُ شَيْئًا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ "وَاَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارَ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذٰلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِيْنَ" فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلِيْ هٰذِهِ فَقَالَ هِيَ لِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ اُمَّتِىْ

৪২৫৪ ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন হাবীব (র)...... ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর নিকট হাযির হয়ে বললো যে, সে এক অপরিচিতা মহিলাকে চুম্বন করেছে। সে এই চুম্বনের কাফ্‌ফারা সম্পর্কে জানতে চাইলো। কিন্তু তিনি তাকে কিছুই বললেন না। তখন আল্লাহ জাল্লাশানুহু এই আয়াত নাযিল করলেন :

اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ الَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاتِ ذَالِكَ ذِكْرَى لِلذّٰكِرِيْنَ.

"দিনের উভয় প্রান্তে সালাত আদায় করবে এবং রাতের প্রথম অংশেও। নিশ্চয় নেক কাজ মন্দকাজকে মিটিয়ে দেয়। এই উপদেশ তাদের জন্য, যারা উপদেশ গ্রহণ করে"। (১১ : ১১৪)।

তখন সেই ব্যক্তি বললো : হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এ নির্দেশ কি কেবল আমার জন্যই? তিনি বললেন : বরং আমার উম্মাতের যে কেউ এর উপর আমল করবে, তার জন্যই। (অর্থাৎ সবাই এই আমলের অংশীদার)।

٤٢٥٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَاِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَاَنَا مَعْمَرُ قَالَ قَالَ الزُّهْرِىُّ اَلاَ اُحَدِّثُكَ بِحَدِيْثَيْنِ عَجِيْبَيْنِ اَخْبَرَنِىْ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَسْرَفَ رَجُلُ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ اَوْصَى بَنِيْهِ فَقَالَ اِذَا اَنَا مِتُّ فَاَحْرِقُوْنِىْ ثُمَّ اسْحَقُوْنِىْ ثُمَّ

ذَرُّوْنِى فِى الرِّيْحِ فِى الْبَحْرِ فَوَاللّٰهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَىَّ رَبِّىْ لَيُعَذِّبُنِىْ عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ اَحَدًا قَالَ فَفَعَلُوْا بِهِ ذٰلِكَ فَقَالَ لِلْاَرْضِ اَدِّىْ مَا اَخَذْتِ فَاِذَا هُوَ قَائِمٌ فَقَالَ لَهُ مَا حَمَلَكَ عَلٰى مَا صَنَعْتَ قَالَ خَشْيَتُكَ اَوْ مَخَافَتُكَ يَا رَبِّ فَغَفَرَ لَهُ لِذٰلِكَ

৪২৫৫ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ও ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি তার নাফসের উপর বাড়াবাড়ি করেছিল (অর্থাৎ নাফরমানী করেছিল)। যখন তার মৃত্যু ঘনিয়ে এলো, তখন সে তার পুত্রদের অসীয়্যত করে বললো : আমি মারা গেলে তোমরা আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করে ফেলবে। অতঃপর পিষে চূর্ণ-বিচূর্ণ করবে। তারপর প্রবল বায়ুর মধ্যে আমার ছাই ভস্ম সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে। (এতে কিছু অংশ বাতাসে উড়ে যাবে এবং বাকী অংশ সমুদ্রের পানিতে মিশে যাবে)। আল্লাহ্‌র শপথ! যদি আমার রব (আল্লাহ) আমাকে পাঁকড়াও করেন তাহলে তিনি আমাকে এমন ভয়ানক শাস্তি দিবেন, যা অন্য কাউকে দেননি।

রাবী বললেন, তখন তারা (তার পুত্ররা) তার অসীয়্যত মত কাজ করলো। তখন আল্লাহ তা'আলা যমীনকে নির্দেশ দিলেন : তুমি (এই ব্যক্তির দেহ ভস্ম থেকে) যা গ্রহণ করলে, তা (আমার) সামনে পেশ কর। আচানক সে দণ্ডায়মান হবে। তখন তিনি (আল্লাহ) তাকে জিজ্ঞাসা করবেন : এই কাজে কি সে তোমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে ? সে বলবে : হে আমার প্রতিপালক! আপনার ভয়, কিংবা আপনার ভয়েই এমনটি করেছি। তখন আল্লাহ তাকে এজন্য ক্ষমা করে দেন।

٤٢٥٦ قَالَ الزُّهْرِىُّ وَحَدَّثَنِىْ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ دَخَلَتِ امْرَاَةُ النَّارَ فِىْ هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلَا هِىَ اَطْعَمَتْهَا وَلَا هِىَ اَرْسَلَتْهَا تَاْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْاَرْضِ حَتّٰى مَاتَتْ قَالَ الزُّهْرِىُّ لِئَلَّا يَتَّكِلَ رَجُلٌ وَلَا يَيْاَسَ رَجُلٌ.

৪২৫৬ যুহরী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জনৈক মহিলা একটি বিড়ালকে নির্যাতনের কারণে জাহান্নামে গিয়েছিল। এই বিড়ালটি সে বেঁধে রেখেছিল, সে তাকে খাবার দেয়নি ছেড়েও দেয়নি, যাতে সে ভূ-পৃষ্ঠের কীট-পতঙ্গ খেতে পারে, অবশেষে সে অনাহারে মারা গেল।

যুহরী (র) বলেন, এই দুই হাদীস দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, কোন ব্যক্তির পক্ষে তার আমলের উপর ভরসা করা উচিত নয়, এবং আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হওয়াও ঠিক নয়।

٤٢٥٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُوْسَى بْنِ الْمُسَيَّبِ الثَّقَفِيِّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُوْلُ يَا عِبَادِيْ كُلُّكُمْ مُذْنِبٌ اِلاَّ مَنْ عَافَيْتُ فَسَلُوْنِى الْمَغْفِرَةَ فَاَغْفِرَ لَكُمْ وَمَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ اَنِّيْ ذُوْ قُدْرَةٍ عَلَى الْمَغْفِرَةِ فَاسْتَغْفِرَنِىْ بِقُدْرَتِىْ غَفَرْتُ لَهُ وَكُلُّكُمْ ضَالٌّ اِلاَّ مَنْ هَدَيْتُ فَسَلُوْنِى الْهُدَى اَهْدِكُمْ وَكُلُّكُمْ فَقِيْرٌ اِلاَّ مَنْ اَغْنَيْتُ فَسَلُوْنِىْ اَرْزُقْكُمْ وَلَوْ اَنَّ حَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَاَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوْا فَكَانُوْا عَلَى قَلْبِ اَتْقَى عَبْدٍ مِّنْ عِبَادِيْ لَمْ يَزِدْ فِىْ مُلْكِىْ جَنَاحُ بَعُوْضَةٍ وَلَوِ اجْتَمَعُوْا فَكَانُوْا عَلَى قَلْبِ اَشْقَى عَبْدٍ مِنْ عِبَادِيْ لَمْ يَنْقُصْ مِنْ مُلْكِىْ جَنَاحُ بَعُوْضَةٍ وَلَوْ اَنَّ حَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَاَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمُ اجْتَمَعُوْا فَسَاَلَ كُلُّ سَائِلٍ مِنْهُمْ مَا بَلَغَتْ اُمْنِيَّتُهُ مَا نَقَصَ مِنْ مُلْكِىْ اِلاَّ كَمَا لَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ مَرَّ بِشَفَةِ الْبَحْرِ فَغَمَسَ فِيْهَا اِبْرَةً ثُمَّ نَزَعَهَا ذٰلِكَ بِاَنِّىْ جَوَادٌ مَاجِدٌ عَطَائِىْ كَلاَمٌ اِذَا اَرَدْتُ شَيْئًا فَاِنَّمَا اَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ .

৪২৫৭ আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাঈদ (র)...... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তাবারাকা ও তা'আলা বলেন : হে আমার বান্দারা! তোমরা সবাই গুনাহগার, তবে যাদের আমি ক্ষমা করবো (তারা ব্যতিত)। কাজেই তোমরা আমার কাছে মাগফিরাত চাও, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিব, আর তোমাদের মধ্যে যারা জানে যে, আমি ক্ষমা করে দিতে সক্ষম এবং সর্বশক্তিমান, তারা যেন আমার উপর বিশ্বাস রেখে মাগফিরাত কামনা করে, তাহলে আমি তাদের ক্ষমা করে দেব। (হে আমার বান্দারা)! তোমরা সবাই পথভ্রষ্ট, তবে যাকে আমি হিদায়েত দান করেছি, সে ব্যতীত। সুতরাং তোমরা আমার কাছে হিদায়েত কামনা কর, আমি তোমাদের সুপথ দেখাবো। তোমরা সবাই অভাবী, তবে আমি যার অভাব মোচন করেছি (সে ব্যতিত)। অতএব তোমরা আমার কাছেই জীবিকা চাও, আমি তোমাদের পর্যাপ্ত জীবীকা দান করব। তোমাদের জীবিত, মৃত, অগ্রবর্তী-পরবর্তী, পানিতে অবস্থানকারী, স্থলভাগে বসবাসকারী চেতন-অচেতন নির্বিশেষে সকলেই যদি আমার সেই বান্দার মত হয়ে যাও, যে আমার নিকট সর্বাপেক্ষা বড় পরহেযগার ও বিশুদ্ধ অন্তর সম্পন্ন (যেমন মুহাম্মাদ ﷺ); তাহলে আমার সালতানাত একটি মশার ডানার সমানও বৃদ্ধি পাবে না। পক্ষান্তরে, এরা সবাই যদি যৌথভাবে সেই দুর্বৃত্তের মত হয়ে যায়, সে সর্বাপেক্ষা বদবখ্‌ত ও নিকৃষ্টতর ছিল (যেমন নমরূদ, ফির'আউন, শাদ্দাদ); তাহলে এতেও আমার রাজত্বে এক মশার ডানা পরিমাণও ঘাটতি হবে না। তোমাদের জীবিত, মৃত, অগ্রবর্তী-পরবর্তী, পানিতে অবস্থানকারী-স্থলভাগে বসবাসকারী নির্বিশেষে সবাই যদি একত্র হয়ে তোমাদের দাবী-দাওয়ার সীমারেখা যতটাই হোক- আমার

কাছে চাও, সকলের চাহিদা পূরণ করলেও আমার ধনাগারের বিন্দুমাত্রও হ্রাস পাবে না। তবে হাঁ, এই পরিমাণ ঘাটতি হবে, যেমন তোমাদের কেউ সমুদ্রের তীরে গিয়ে তার মধ্যে একটা সূক্ষ্ম সুঁই ডুবিয়ে দিয়ে তা বের করে আনে। এর কারণ হচ্ছে এই যে, আমি মহাদাতা, আমার দেওয়ার পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, যখন আমি কোন কিছুর ইরাদা করি, তখন আমি বলি: 'হও', অমনি তা হয়ে যায়।

٣١. بَابُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَالْاِسْتِعْدَادَ لَهُ

অনুচ্ছেদ : মৃত্যুর স্মরণ ও এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ

٤٢٥٨ **حَدَّثَنَا** مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ يَعْنِى الْمَوْتَ .

৪২৫৮ মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : জীবনের স্বাদ বিনাশকারী বস্তু অর্থাৎ মৃত্যুকে তোমরা অধিক স্মরণ কর। (মৃত্যুকে স্মরণ করলে পার্থিব মোহ হ্রাস পায় এবং পরকালের প্রস্তুতি গ্রহণ সহজতর হয়)।

٤٢٥٩ **حَدَّثَنَا** الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ ثَنَا اَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ثَنَا نَافِعُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ فَرْوَةَ ابْنِ قَيْسٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَفْضَلُ قَالَ اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا قَالَ فَاَىُّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَكْيَسُ قَالَ اَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَاَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اِسْتِعْدَادًا اُوْلٰئِكَ الْاَكْيَاسُ .

৪২৫৯ যুবায়র ইব্ন বাক্কার (র)...... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগে বসা ছিলাম। এ সময় জনৈক আনসারী তাঁর নিকট আসে। সে নবী ﷺ -কে সালাম করে এবং বলে : হে আল্লাহ্র রাসূল! সর্বাপেক্ষা উত্তম ঈমানদার কে ? তিনি বললেন : তাদের মধ্যে যাদের চরিত্র উত্তম। লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করে : সর্বাপেক্ষা দূরদর্শী ঈমানদার কে ? তিনি বললেন : যারা মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করে এবং মৃত্যু পরবর্তী অধ্যায়ের জন্য উত্তমরূপে প্রস্তুতি গ্রহণ করে, এরাই সর্বোত্তম দূরদর্শী।

٤٢٦٠ **حَدَّثَنَا** هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحِمْصِىُّ ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنِى ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِىْ يَعْلَى شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ قَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنِ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا ثُمَّ تَمَنَّى عَلَى اللّٰهِ .

৪২৬০ হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিক হিম্‌সী (র)...... আবূ ইয়ালা শাদ্দাদ ইব্‌ন আউস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : সেই-ই দূরদর্শী ও প্রজ্ঞাবান, যে তার নাফস্‌কে নিয়ন্ত্রণ করে নিয়েছে এবং মৃত্যুর পরবর্তী অধ্যায়ের জন্য আমল করেছে। আর সেই ব্যক্তিই নির্বোধ ও অকর্মন্য, যে নাফসের খাহেশের অনুসরণ করে এবং শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র রহমতের প্রত্যাশা করে।

٤٢٦١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ اَبِيْ زِيَادٍ ثَنَا سَيَّارٌ ثَنَا جَعْفَرُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى شَابٍ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ فَقَالَ كَيْفَ تَجِدُكَ قَالَ اَرْجُو اللّٰهَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاَخَافُ ذُنُوْبِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ فِيْ مِثْلِ هٰذَا الْمَوْطِنِ اِلاَّ اَعْطَاهُ اللّٰهُ مَا يَرْجُوْ وَاَمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ .

৪২৬১ আবদুল্লাহ ইব্‌ন হাকাম ইব্‌ন আবূ যিয়াদ (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। একদা নবী ﷺ জনৈক যুবকের কাছে উপস্থিত হন, তখন সে মরণাপন্ন ছিল। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন : তোমার অবস্থা কি? সে বলে : হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আল্লাহ্‌র নিকট মাগফিরাতের আশা করছি, এবং আমার গুনাহের জন্য আশংকা করছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললে : এই দুইটি জিনিস (আশা ও ভয়) যে বান্দার কালবে (অন্তরে) একত্রিত হয়, সে যা চাইবে আল্লাহ তাকে তাই দিবেন এবং যাকে সে ভয় করে, তা থেকে তাকে নিরাপত্তা দান করবেন।

٤٢٦٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا شَبَابَةُ عَنِ ابْنِ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمَيِّتُ تَحْضُرُهُ الْمَلاَئِكَةُ فَاِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَالِحًا قَالُوْا اُخْرُجِيْ اَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ اُخْرُجِيْ حَمِيْدَةً وَاَبْشِرِيْ بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانَ فَلاَ يَزَالُ يُقَالُ لَهَا حَتّٰى تَخْرُجَ ثُمَّ يُعْرَجُ بِهَا اِلَى السَّمَاءِ فَيُفْتَحُ لَهَا فَيُقَالُ مَنْ هٰذَا فَيَقُوْلُوْنَ فُلاَنٌ فَيُقَالُ مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الطَّيِّبَةِ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ اُدْخُلِيْ حَمِيْدَةً وَاَبْشِرِيْ بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانَ فَلاَ يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذٰلِكَ حَتّٰى يُنْتَهٰى بِهَا اِلَى السَّمَاءِ الَّتِيْ فِيْهَا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَاِذَا كَانَ الرَّجُلُ السُّوْءُ قَالَ اُخْرُجِيْ اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيْثَةُ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيْثِ اُخْرُجِيْ

ذَمِيْمَةً وَاَبْشِرِى بِحَمِيْمٍ وَغَسَّاقٍ وَآخَرَ مِنْ شَكْلِهِ اَزْوَاجٌ فَلاَ يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ حَتّٰى تَخْرُجَ ثُمَّ يُعْرَجُ بِهَا اِلَى السَّمَاءِ فَلاَ يُفْتَحُ لَهَا فَيُقَالُ مَنْ هٰذَا فَيُقَالُ فُلاَنٌ فَيُقَالُ لاَ مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الْخَبِيْثَةِ كَانَتْ فِى الْجَسَدِ الْخَبِيْثِ اِرْجِعِى ذَمِيْمَةً فَاِنَّهَا لاَ تُفْتَحُ لَكِ اَبْوَابُ السَّمَآءِ فَيُرْسَلُ بِهَا مِنَ السَّمَاءِ ثُمَّ تَصِيْرُ اِلَى الْقَبْرِ .

৪২৬২ আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : মৃত ব্যক্তির নিকটে (মৃত্যুর নিকটবর্তী সময়ে) ফেরেশতারা আগমন করে। যদি সে ব্যক্তি নেক্কার হয়, তা হলে তাঁরা বলে : হে পবিত্র আত্মা! বের হয়ে এসো। তুমি তো পবিত্র দেহে অবস্থান করছিলেন। তুমি সম্মানিত অবস্থায় বেরিয়ে এসো, আর তুমি আল্লাহ্র রহমত ও সুগন্ধির দ্বারা পরিতুষ্ট হও এবং তোমার রব তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট নন, (বরং অত্যন্ত দয়াবান ও অনুকম্পাশীল)। তাকে যখন এভাবে আহ্বান করা হবে, তখন তার রূহ বেরিয়ে আসবে। এরপর তার রূহ্ আকাশের দিকে উঠানো হবে। তার জন্য আকাশের দরজা খুলে দেওয়া হবে। এবং জিজ্ঞাসা করা হবে : এ ব্যক্তিকে ? তখন ফেরেশতারা বলবে : অমুক। তারপর বলা হবে : খোশ আমদেদ, পবিত্র আত্মার জন্য। দুনিয়াতে তুমি পবিত্র শরীরে অবস্থান করছিলে। তুমি প্রশংসিত স্থানে প্রবেশ করো, তুমি পরিতুষ্ট হও, আল্লাহ্র রহমত ও খুশবু তোমারই জন্যে এবং তোমার রব তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট নন। তাকে এরূপই বলা হবে। অবশেষে তার রূহ্ এমন আসমানে পৌঁছানো হবে, যেখানে আল্লাহ জাল্লাশানুহু রয়েছেন। আর সে লোকটি যদি গুনাহগার হয়, তখন ফেরেশতা তাকে বলে : ওহে পাপিষ্ট আত্মা, তুমি তো না পাক শরীরে ছিলে, নিন্দিত অবস্থায় বেরিয়ে আস এবং সুসংবাদ গ্রহণ কর গরম পানি, পুঁজ-রক্তের এবং এমন ধরনের অন্য কোন বিষাক্ত বস্তুর। তাকে এরূপই বলা হবে, অবশেষে রূহ্ দেহ থেকে বেরিয়ে আসবে। অতঃপর তাকে আকাশে উঠানো হবে। কিন্তু তার জন্য আসমানের দ্বার খুলে দেওয়া হবে না। এবং জিজ্ঞাসা করা হবে : এ ব্যক্তি কে? তখন বলা হবে : অমুক ব্যক্তি এরপর বলা হবে : এই পাপিষ্ট আত্মার জন্য কোন খোশ আমদেদ নেই। (দুনিয়াতে) সে নাপাক শরীরে ছিল। তুমি নিন্দিত অবস্থায় ফিরে যাও। কারণ তোমার জন্য আসমানের দরজা খোলা হবে না। পরিশেষে তাকে আসমান থেকে নিক্ষেপ করা হবে এবং সে কবরে প্রত্যাবর্তিত হবে অর্থাৎ কবরে ফিরে আসবে যেখানে লাশ রয়েছে।

٤٢٦٣ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِىُّ وَعُمَرُ بْنُ شَبَّةَ بْنِ عَبِيْدَةَ قَالاَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ اَخْبَرَنِى اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِى خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِى حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا كَانَ اَجَلُ اَحَدِكُمْ بِاَرْضٍ اَوْثَبَتْهُ اِلَيْهَا الْحَاجَةُ فَاِذَا بَلَغَ اَقْصَى اَثَرِهِ قَبَضَهُ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ فَتَقُوْلُ الْاَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَبِّ هٰذَا مَا اسْتَوْدَعْتَنِى .

৪২৬৩ আহমাদ ইব্ন সাবিত জাহদারীও উমার ইব্ন শারবা ইব্ন আবীদা (র)...... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন তোমাদের কারো কোন ভূ-খণ্ডে মৃত্যু নির্ধারিত হয়, তখন প্রয়োজন তাকে সেখানে যেতে বাধ্য করে। সে যখন তার শেষ প্রান্তে পৌঁছায়, তখন মহান আল্লাহ তার জান কবয করেন। আর কিয়ামতের দিন (সেখানকার) যমীন বলবে : হে আমার রব! এই তোমার আমানত, যা আমার কাছে রেখেছিলে।

٤٢٦٤ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ أَبُوْ سَلَمَةَ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ أَحَبَّ اللّٰهُ لِقَائَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ فَقِيْلَ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَرَاهِيَةُ لِقَاءِ اللّٰهِ فِيْ كَرَاهِيَةِ لِقَاءِ الْمَوْتِ فَكُلُّنَا يَكْرَهُ الْمَوْتَ قَالَ لَا إِنَّمَا ذَاكَ عِنْدَ مَوْتِهِ إِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَةِ اللّٰهِ وَمَغْفِرَتِهِ أَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ فَأَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ وَإِذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ اللّٰهِ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ وَكَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ .

৪২৬৪ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খালফ আবূ সালামা (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাক্ষাৎ পসন্দ করে, আল্লাহ তার সাক্ষাৎ পসন্দ করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাক্ষাৎ লাভকে অপসন্দ করে, আল্লাহ ও তার সাক্ষাৎ অপসন্দ করেন। তখন তাকে জিজ্ঞাস করা হলো ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র মুলাকাত অপসন্দ করার মানে তো মৃত্যুকে অপসন্দ করা। আর আমরা সকলেই তো মৃত্যুকে অপসন্দ করি। (তাহলে আমরা কি সবাই মন্দ)? তিনি ﷺ বললেন : তা নয়। বরং এটা তো মৃত্যুর সময়ের কথা। যখন কোন বান্দাকে আল্লাহ্র রহমত ও মাগফিরাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন সে আল্লাহ্র সাক্ষাৎ লাভকে পসন্দ করে এবং আল্লাহ ও তার সাক্ষাৎ পসন্দ করেন। আর যখন কোন বান্দাকে কঠিন শাস্তির সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন সে আল্লাহ্র সাক্ষাৎ অপসন্দ করে এবং আল্লাহও তার মুলাকাত অপসন্দ করেন।

٤٢٦٥ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسَى ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا الْمَوْتَ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ أَحْيِنِيْ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِيْ وَتَوَفَّنِيْ إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِيْ .

৪২৬৫ ইমরান ইব্ন মূসা (র)......আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন তার প্রতি পতিত বালা মুসীবতের কারণে মৃত্যু কামনা না করে। অবশ্য কেউ যদি মৃত্যু কামনা করেই, তাহলে সে যেন বলে : "হে আল্লাহ! যতদিন পর্যন্ত জীবিত থাকা আমার জন্য কল্যাণকর, ততদিন আমাকে জীবিত রাখুন এবং আমাকে তখন মৃত্যু দিন, যখন আমার জন্য মৃত্যু কল্যাণকর হবে"।

٣٢. بَابُ ذِكْرِ الْقَبْرِ وَالْبَلَى

অনুচ্ছেদ : কবরের অবস্থা ও মুসীবতের বর্ণনা

٤٢٦٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْاِنْسَانِ اِلاَّ يَبْلَى اِلاَّ عَظْمًا وَاحِدًا وَهُوَ عَجْبُ الذَّنَبِ وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৪২৬৬ আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মানব দেহের যাবতীয় অংগ-প্রত্যংগ মাটির সাথে মিশে যাবে, কিন্তু একটি হাড় গলবে না। সেটা হচ্ছে মেরুদণ্ডের হাড়। এই হাড় থেকেই কিয়ামতের দিন সৃষ্টির শারীরিক অবকাঠামো তৈরী করা হবে।

٤٢٦٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ ثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَحِيْرٍ عَنْ هَانِىءٍ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ اِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرٍ يَبْكِىْ حَتَّى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ فَقِيْلَ لَهُ تَذْكُرُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَلاَ تَبْكِىْ وَتَبْكِىْ مِنْ هٰذَا قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْقَبْرَ اَوَّلُ مَنَازِلِ الْاٰخِرَةِ فَاِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ اَيْسَرُ مِنْهُ وَاِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ اَشَدُّ مِنْهُ قَالَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا رَاَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ اِلاَّ وَالْقَبْرُ اَفْظَعُ مِنْهُ .

৪২৬৭ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (র) ... উসমান (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম হানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উসমান ইব্‌ন আফফান (রা) যখন কোন কবরের পাশে দাঁড়াতেন, তখন তিনি এমন কাঁদতেন তাঁর দাঁড়ি অশ্রুসিক্ত হয়ে যেতো। তখন তাঁকে বলা হলো : আপনি তো জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা করেন এবং আপনি রোদন করেন না। অথচ আপনি কবর দেখলেই কান্নায় ভেংগে পড়েন, (এর কারণ কি)? তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয় কবর আখিরাতের প্রথম মনযিল। কেউ যদি এ থেকে মুক্তি পায়, তাহলে এর পরে যা আছে, তা এর চাইতে সহজ হবে। আর এখান থেকে সে যদি নাজাত না পায়, তাহলে এর পরে যা আছে, তা এর চাইতে আরও কঠিন হবে। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমি কবরের চাইতে ভয়াবহতম কোন দৃশ্য কখনো দেখিনি।

٤٢٦٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا شَبَابَةُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الْمَيِّتَ يَصِيْرُ اِلَى الْقَبْرِ فَيُجْلَسُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فِىْ قَبْرِهِ غَيْرَ فَزِعٍ وَلاَ مَشْغُوْفٍ

ثُمَّ يُقَالُ لَهُ فِيمَ كُنْتَ فَيَقُوْلُ كُنْتُ فِى الْاِسْلَامِ فَيُقَالُ لَهُ مَا هٰذَا الرَّجُلُ فَيَقُوْلُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ فَصَدَّقْنَاهُ فَيُقَالُ لَهُ هَلْ رَأَيْتَ اللّٰهَ فَيَقُوْلُ مَا يَنْبَغِىْ لِاَحَدٍ اَنْ يَّرَى اللّٰهَ فَيُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ النَّارِ فَيَنْظُرُ اِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيُقَالُ لَهُ اُنْظُرْ اِلَى مَا وَقَاكَ اللّٰهُ ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ قِبَلَ الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُ اِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيْهَا فَيُقَالُ لَهُ هٰذَا مَقْعَدُكَ وَيُقَالُ لَهُ عَلَى الْيَقِيْنِ كُنْتَ وَعَلَيْهِ مُتَّ وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ وَيُجْلَسُ الرَّجُلُ السُّوْءُ فِىْ قَبْرِهِ فَزِعًا مَشْغُوْفًا فَيُقَالُ لَهُ فِيمَ كُنْتَ فَيَقُوْلُ لَا اَدْرِىْ فَيُقَالُ لَهُ مَا هٰذَا الرَّجُلُ فَيَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ قَوْلاً فَقُلْتُهُ فَيُفْرَجُ لَهُ قِبَلَ الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُ اِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيْهَا فَيُقَالُ لَهُ اُنْظُرْ اِلَى مَا صَرَفَ اللّٰهُ عَنْكَ ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ النَّارِ فَيَنْظُرُ اِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيُقَالُ لَهُ هٰذَا مَقْعَدُكَ عَلَى الشَّكِّ كُنْتَ وَعَلَيْهِ مُتَّ وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى.

৪২৬৮ আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয়, তখন নেক লোক হলে তাকে এমনভাবে বসানো হয়, যাতে সে ভয়-ভীতি শূন্য হয় এবং পেরেশানীমুক্ত হয়। অতঃপর তাকে প্রশ্ন করা হয় : তুমি কিসের উপর কায়েম ছিলে? তখন সে বলবে : আমি ইসলামের উপরে কায়েম ছিলাম। অতঃপর তাকে প্রশ্ন করা হবে : এই ব্যক্তি কে? তখন সে বলবে : মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যিনি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণাদি সহ আমাদের কাছে এসেছিলেন, তখন আমরা তাঁকে সত্য নবী বলে স্বীকার করেছিলাম। অতঃপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে : তুমি কি আল্লাহ্কে দেখেছিলে? তখন সে বলবে : আল্লাহ্কে দেখা কারুর পক্ষে সম্ভব নয়। এরপর তার জন্য জাহান্নামের দিকে একটি সুড়ংগ পথ খুলে দেয়া হবে। তখন সে সেদিকে (জাহান্নামের দিকে) তাকিয়ে দেখতে পাবে, তার এক অংশ অপরাংশকে ভক্ষণ করছে। অনন্তর তাকে বলা হবে : দেখে নাও, যা থেকে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে রক্ষা করেছেন। অতঃপর তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি সুড়ংগ পথ খুলে দেওয়া হবে। তখন সে তথাকার সবুজ বন-বীথিকা এবং যা তার মধ্যে আছে, তা দেখতে পাবে। তখন তাকে বলা হবে : এই হলো তোমার আবাসস্থল। আর তাকে আরও বলা হবে : তুমি ঈমানের পরে দৃঢ়ভাবে অটল ছিলো, এর উপরই মারা গেছ, এবং এর উপরই হাশরের ময়দানে উত্থিত হবে- ইনশাআল্লাহ তা'আলা। পক্ষান্তরে, মন্দ প্রকৃতির লোককে তার কবরে পেরেশানী ও অস্থির অবস্থায় বসানো হবে। তখন তাকে প্রশ্ন করা হবে : তুমি কিসে (কোন দীনে) ছিলে ? সে বলবে : আমি তো জানি না। এরপর তাকে প্রশ্ন করা হবে : এ ব্যক্তিকে ? সে বলবে : আমি লোকদের একটা কথা বলাবলি করতে শুনেছি, আমিও তাই বলতাম। এরপর তার জন্য জান্নাতের সবুজ শ্যামলীমা বন-বীথিকা এবং তার ভিতরে যা আছে তা দেখতে

পাবে। তাকে বলা হবে : তা দেখে নাও, যা আল্লাহ তা'আলা তোমার থেকে ফিরিয়ে নিয়েছিল। অতঃপর তার জন্য জাহান্নামের দিকে একটা দরজা খুলে দেওয়া হবে। তখন সে তার দিকে (জাহান্নামের দিকে) তাকাবে, যার একাংশ অপরাংশকে ভক্ষণ করছে। তারপর তাকে বলা হবে : এই হলো তোমার ঠিকানা। তুমি (দুনিয়াতে) সন্দেহের উপর ছিলে এবং এর উপরেই মারা গেছ এবং ইনশাল্লাহ এই শংশয়ের উপরই তোমাকে উঠানো হবে।

٤٢٦٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ" قَالَ نَزَلَتْ فِيْ عَذَابِ الْقَبْرِ يُقَالُ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُوْلُ رَبِّيَ اللّٰهُ وَنَبِيِّ مُحَمَّدٌ فَذَلِكَ قَوْلُهُ "يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ" .

৪২৬৯ মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)...... বারা ইব্ন আযিব (রা) সূত্রে নবী (স) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ঈমানদার বান্দাদের দৃঢ় বাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখবেন। (রাবী বলেন) ; এই আয়াত কবর-আযাব সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তাকে (কবরবাসীকে) প্রশ্ন করা হবে : তোমার রব কে? সে উত্তর দিবে : আমার রব আল্লাহ এবং আমার নবী মুহাম্মদ ﷺ। এই হচ্ছে তাঁর (আল্লাহ্‌র) বাণী : يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ আল্লাহ তা'আলা ঈমানদার বানদাদের দুনিয়া ও আখিরাত উভয়স্থানে অনঢ় বাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখবেন"-এর তাৎপর্য। (১৪:২৭)।

٤٢٧٠ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ عُرِضَ عَلَى مَقْعَدِهِ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ يُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى تُبْعَثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৪২৭০ আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... ইব্ন উমার (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন তোমাদের কেউ মারা যায়, তখন তার সামনে সকাল-সন্ধ্যায় তার ঠিকানা পেশ করা হয়। যদি সে জান্নাতী হয়, তাহলে জান্নাতীদের অবস্থা তাকে দেখানো হবে। আর যদি সে জাহান্নামী হয়, তাহলে তাকে জাহান্নামীদের অবস্থা দেখানো হবে। তাকে বলা হবে : আর যদি সে জাহান্নামী হয়, তাহলে তাকে জাহান্নামীদের অবস্থা দেখানো হবে। তাকে বলা হবে : এটাই তোমার আবাসস্থল। অবশেষে এখান থেকেই কিয়ামতের দিকে তোমাকে উঠানো হবে।

٤٢٧١ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ اَنْبَانَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ كَعْبٍ الْاَنْصَارِيِّ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَاهُ كَانَ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ يَعْلُقُ فِىْ شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلٰى جَسَدِهِ يَوْمَ يُبْعَثُ

৪২৭১ সুওয়ায়দ ইব্‌ন সাঈদ (র)...... আবদুর রহমান ইব্‌ন কা'ব আনসারী (রা)-এর পিতার সূত্রে বর্ণিত কা'ব আনসারী (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মু'মিনের রূহ একটি পাখির আকৃতিতে জান্নাতের বৃক্ষরাজির মাঝে আনন্দে বিচরণ করবে। অবশেষে কিয়ামতের দিন তা তার শরীরে ফিরে আসবে।

٤٢٧٢ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْ حَفْصٍ الْاُبُلِّيُّ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْهُ عَيَّاشٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا دَخَلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ مُثِّلَتِ الشَّمْسُ عِنْدَ غُرُوْبِهَا فَيَجْلِسُ يَمْسَحُ عَيْنَيْهِ وَيَقُوْلُ دَعُوْنِىْ اُصَلِّىْ .

৪২৭২ ইসমাঈল ইব্‌ন হাফ্‌স উবুলী (র)..... আবূ সুফিয়ান (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয়, তখন সে সূর্যকে অস্তমিত দেখতে পায় । সে বলে তার চক্ষুদ্বয় মুছে এবং বলে : আমাকে ছেড়ে দাও, আমি সালাত আদায় করবো, (অর্থাৎ দুনিয়ার অভ্যাস অনুসারে সে সালাত আদায়ের জন্য প্রস্তুতি নিবে)।

٣٣. بَابُ ذِكْرِ الْبَعْثِ

অনুচ্ছেদ : পুনরুত্থানের আলোচনা

٤٢٧٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ صَاحِبَىِ الصُّوْرِ بِاَيْدِيْهِمَا اَوْ فِىْ اَيْدِيْهِمَا قَرْنَانِ يُلَاحِظَانِ النَّظَرَ مَتٰى يُؤْمَرَانِ .

৪২৭৩ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : সিংগাধারী দু'জন ফেরেশতা তাদের দু'হাতে দু'টো শিংগা নিয়ে অপেক্ষা করছেন যে, কখন তাদের (সিংগা ফুৎকারের) নির্দেশ দেওয়া হবে।

٤٢٧٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْيَهُوْدِ بِسُوْقِ الْمَدِيْنَةِ وَالَّذِىْ

اِصْطَفٰى مُوْسٰى عَلَى الْبَشَرِ فَرَفَعَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ يَدَهُ فَلَطَمَهُ قَالَ تَقُوْلُ هٰذَا وَفِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ "وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ" فَاَكُوْنُ اَوَّلَ مَنْ رَفَعَ رَاْسَهُ فَاِذَا اَنَا بِمُوْسٰى اٰخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ فَلَا اَدْرِىْ اَرَفَعَ رَاْسَهُ قَبْلِىْ اَوْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتّٰى فَقَدْ كَذَبَ .

৪২৭৪ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মদীনার বাজারে জনৈক ইয়াহূদী বলেছিল : সেই মহান সত্তার শপথ! যিনি মূসা (আ) সমগ্র মানব জাতির উপরে মর্যাদা দান করেছেন। এ কথা শুনে একজন আনসারী তার হাতে উঠিয়ে তাকে এক ছড় দিল এবং বললো : তুমি এরূপ বলছো? অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের মাঝে রয়েছেন? তখন ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট পেশ করা হলো। তিনি বললেন : মহান আল্লাহ বলেছেন :

وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَاهُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ .

"এবং সিংগা ফুঁকার হবে। ফলে যাদের আল্লাহ চান তারা ব্যতীত আসমানের ও যমীনের সকলে জ্ঞানহারা হয়ে পড়বে। অতঃপর আবার সিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে, তখন তারা দাঁড়িয়ে তাকাতে থাকবে।" (৩৯ : ৬৮)।

(তিনি (সা) বলেন) : এরপর আমিই হব প্রথম ব্যক্তি, যে তার মাথা উঠাবে। তখন আমি মূসা (আ)-কে আরশের একটি পায়া ধরে রাখা অবস্থায় দেখতে পাব। আমি জানতে পারব না, তিনি আমার আগে তার মাথা উঠিয়েছেন, অথবা তিনি সে সবলোকদের একজন হবেন কিনা, যাদের আল্লাহ তা'আলা আলাদাভাবে রক্ষা করেছেন। আর যে ব্যক্তি বলে যে, আমি ইউনুস ইব্‌ন মাত্তা (আ)-এর চাইতে উত্তম, সে মিথ্যা বলল।

٤٢٧٥ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ يَاْخُذُ الْجَبَّارُ سَمٰوَاتِهِ وَاَرْضِيْهِ بِيَدِهِ وَقَبَضَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَقْبِضُهَا وَيَبْسُطُهَا ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا الْجَبَّارُ اَنَا الْمَلِكُ اَيْنَ الْجَبَّارُوْنَ اَيْنَ الْمُتَكَبِّرُوْنَ قَالَ وَيَتَمَايَلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ

حَتّٰى نَظَرْتُ اِلَى الْمِنْبَرِ يَتَحَرَّكُ مِنْ اَسْفَلِ شَىْءٍ مِنْهُ حَتّٰى اِنّىْ لاَقُوْلُ اَسَاقِطٌ هُوَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৪২৭৫ হিশাম ইব্‌ন আম্মার ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাব্বাহ (র)...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মিম্বারের উপরে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি : মহান আল্লাহ তাঁর আসমান ও যমীনকে আপন হাতের মুঠোয় পুরে নিবেন এবং নিজ হাতে তাকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। তিনি (যমীন ও আসমান) সংকুচিত করবেন এবং ছড়িয়ে দিবেন। অতঃপর ঘোষণা করবেন : আমি মহাপ্রতাপশালী, নিরংকুশ প্রভুত্বের অধিকারী, দম্ভকারী রাজা বাদশাহরা কোথায় ? অহংকারীরা কোথায়? আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমরা (রা) বলেন : এই কথা বলতে বলতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ডানে বামে ঝুঁকছিলেন। এমনকি আমি দেখতে পেলাম মিম্বারের নিচের কিছু অংশ দুলছিল। অবশেষে আমি বলছি : মিম্বার কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে নিচে ফেলে দিবে?

٤٢٧٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنْ حَاتِمِ بْنِ اَبِىْ صَغِيْرَةَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ حُفَاةً عُرَاةً قُلْتُ وَالنِّسَآءُ قَالَ وَالنِّسَآءُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَا نَسْتَحْيِىْ قَالَ يَا عَائِشَةُ الْاَمْرُ اَهَمُّ مِنْ اَنْ يَّنْظُرَ بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ .

৪২৭৬ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ; একদা আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মানুষকে কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে কিভাবে একত্রিত করা হবে? তিনি বললেন : খালি পায়ে, উলংগ শরীরে। আমি বললাম : মহিলারাও (কি উলংগ হয়ে উঠবে)? তিনি বললেন : নারীরাও। আমি বললাম : হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এতে কি লজ্জাবোধ হবে না? তিনি বললেন : হে আয়েশা! তখনকার অবস্থা এমন কঠিন হবে যে, কেউ কারুর প্রতি তাকানোর অবকাশ পাবে না। (নিজের চিন্তায় বিভোর থাকবে- দৃষ্টির সুযোগ কোথায়?)।

٤٢٧٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عَلِىِّ بْنِ عَلِىِّ بْنِ رِفَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعْرَضُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلاَثَ عَرَضَاتٍ فَاَمَّا عَرْضَتَانِ فَجِدَالٌ وَمَعَاذِيْرُ وَاَمَّا الثَّالِثَةُ فَعِنْدَ ذٰلِكَ تَطِيْرُ الصُّحُفُ فِى الْاَيْدِىْ فَاٰخِذٌ بِيَمِيْنِهِ وَاٰخِذٌ بِشِمَالِهِ .

৪২৭৭ আবূ বাক্‌র (র)...... আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন মানুষকে তিনবার হাযির করা হবে। প্রথম দুইবারে ঝগড়া-বিবাদ ও ওযর-আপত্তি

পেশ করা হবে। (কেউ বলবে, আমার কাছে কোন পয়গম্বর আসেন নি, কেউ বলবে, এই দিনের হাকীকত আমার কাছে স্পষ্ট ছিল না, কেউ বা পাপরাশির স্বীকারোক্তি পূর্বক ওযরখাহি করবে)। অবশেষে তৃতীয় দফায় আমলনামা উড়ে এসে হাতে পৌঁছবে। কেউ তা ডান হাতে গ্রহণ করবে, আর কেউ বাম হাতে নিবে।

٤٢٧٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ وَاَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ "يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ" قَالَ يَقُوْمُ اَحَدُهُمْ فِىْ رَشْحِهِ اِلَى اَنْصَافِ اُذُنَيْهِ .

৪২৭৮ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... ইব্‌ন উমার (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহ্‌র বাণী : يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. যেদিন মানুষ সারা জাহানের রবের সামনে দাঁড়াবে (৮৩ : ৬); এ আয়াত প্রসংগে তিনি বলেছেন : (সেদিন) তাদের একজন তার দু'কান বরাবর, নিজের শরীর নিঃসৃত ঘামের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকবে।

٤٢٧٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ «يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوَاتُ» فَاَيْنَ تَكُوْنُ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ قَالَ عَلَى الصِّرَاطِ .

৪২৭৯ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এই আয়াতের মর্মবাণী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম-

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوَاتُ

"যেদিন এ পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে এবং আকাশমণ্ডলীও, "(১৪ : ৪৮); সেদিন মানুষেরা কোথায় অবস্থান করবে?" তিনি বললেন : পুলসিরাতের উপরে থাকবে।

٤٢٨٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ بْنِ الْعُتْوَارِىِّ اَحَدِ بَنِىْ لَيْثٍ قَالَ وَكَانَ فِىْ حَجْرِ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَعْنِىْ اَبَا سَعِيْدٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يُوْضَعُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَىْ جَهَنَّمَ عَلَى حَسَكٍ كَحَسَكِ السَّعْدَانِ ثُمَّ يَسْتَجِيْزُ النَّاسُ فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ وَمَخْدُوْجٌ بِهِ ثُمَّ نَاجٍ وَمُحْتَبَسٌ بِهِ وَمَنْكُوْسٌ فِيْهَا .

৪২৮০ আবূ বাক্‌র (র) ... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পুলসিরাত জাহান্নামের দুই তীরে সংশ্লিষ্ট করে রাখা হবে (যেমন নদীর পেতু দুই তীর ঘেঁষে হয়ে থাকে)। তার উপরে থাকবে সা'দানের কাঁটার মত কাঁটাসমূহ। অতঃপর লোকেরা এর উপর দিয়ে পারাপার শুরু করবে। তখন কতক নাজাত পাবে নিরাপদে, আর কতক কাঁটার আঁচড়সহ। আর কতক কাঁটায় আটকে থাকার পর নাজাত পাবে এবং কতক মুখ থুঁবড়ে জাহান্নামের তলদেশে পতিত হবে।

٤٢٨١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ اُمِّ مُبَشِّرٍ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنِّى لاَرْجُوْ اَلاَّ يَدْخُلَ النَّارَ اَحَدٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللّٰهُ «وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا» قَالَ اَلَمْ تَسْمَعِيْهِ يَقُوْلُ «ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا» .

৪২৮১ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)......হাফ্‌সা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : আমি অবশ্যই আশা করছি যে, আল্লাহ চাহেত যারা বদর যুদ্ধে ও হুদায়বিয়া প্রান্তরে হাযির হয়েছিলেন তাদের কেউ জাহান্নামে যাবে না। রাবী (হাফ্‌সা) বলেন : আমি জিজ্ঞাসা করলাম : হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ তা'আলা কি একথা বলেননি : وَاِنْ مِنْكُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে, উহা (জাহান্নাম) অতিক্রম করবে না, এ তোমার রবের অনিবার্য সিদ্ধান্ত (১৯ : ৭১। তিনি বললেন : (হে হাফ্‌সা)! তুমি কি শোননি যে, মহান আল্লাহ বলেছেন :

ثُمَّ يُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَنَذَرَ الظَّالِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا

এরপর আমি মুত্তাকীদের নাজাত দেব এবং যালিমদের সেখানে নতজানু অবস্থায় রেখে দেব। (১৯ : ৭২)।

٣٤. بَابُ صِفَةِ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ

অনুচ্ছেদ ঃ উম্মাতে মুহাম্মাদীর গুণাবলী

٤٢٨٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ الاَشْجَعِيِّ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَرِدُوْنَ عَلَىَّ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنَ الْوُضُوْءِ سِيْمَاءُ اُمَّتِى لَيْسَ لاَحَدٍ غَيْرِهَا .

৪২৮২ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আমার কাছে অযূর বদৌলতে শুভ্রকপাল, উত্তম চেহারা বিশিষ্ট লোকেরা আসবে। এটা আমা উম্মাতের বিশেষ নিদর্শন হবে। অন্য কোন উম্মাতের জন্য এমনটি হবে না।

٤٢٨٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو ابْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى قُبَّةٍ فَقَالَ اَتَرْضَوْنَ اَنْ تَكُوْنُوْا رُبُعَ اَهْلِ الْجَنَّةِ قُلْنَا بَلَى قَالَ اَتَرْضَوْنَ اَنْ تَكُوْنُوْا ثُلُثَ اَهْلِ الْجَنَّةِ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ اِنِّىْ لَاَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنُوْا نِصْفَ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَذٰلِكَ اَنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا اِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَمَا اَنْتُمْ فِىْ اَهْلِ الشِّرْكِ اِلَّا كَالشَّعَرَةِ الْبَيْضَاءِ فِىْ جِلْدِ الثَّوْرِ الْاَسْوَدِ اَوْ كَالشَّعَرَةِ السَّوْدَاءِ فِىْ جِلْدِ الثَّوْرِ الْاَحْمَرِ .

৪২৮৩ মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে এক ডেরায় বসা ছিলাম। তিনি বললেনঃ তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, জান্নাতের এক চতুর্থাংশ হবে তোমরাই? আমরা বললাম ঃ হাঁ, অবশ্যই। তিনি বললেন ঃ তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, জান্নাতের এক তৃতীয়াংশ হবে তোমরা? আমরা বললাম ঃ জি হাঁ। এরপর তিনি বললেন ঃ সেই মহান সত্তার শপথ যাঁর নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ, আমি আশা করি যে, জান্নাতের অর্ধেক হবে তোমরা। তার কারণ হচ্ছে এই যে, জান্নাতে শুধুমাত্র মুসলিম (তাওহীদবাদী-আত্মসমর্পণকারী) আত্মাই প্রবেশ করবে। আর মুশরিকদের তুলনায় তোমাদের পরিসংখ্যান হচ্ছে একটা কালো বর্ণের বলদের দেহে একটা সাদা পশমের মত, অথবা একটি লাল বলদের (গরুর) গায়ে একটা কালো পশমের মত।

٤٢٨٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ وَاَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَا ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجِيْئُ النَّبِىُّ وَمَعَهُ الرَّجُلَانِ وَيَجِيْئُ النَّبِىُّ وَمَعَهُ الثَّلَاثَةُ وَاَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَاَقَلُّ فَيُقَالُ لَهُ هَلْ بَلَّغْتَ قَوْمَكَ فَيَقُوْلُ نَعَمْ فَيُدْعَى قَوْمُهُ فَيُقَالُ هَلْ بَلَّغَكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ لَا فَيُقَالُ مَنْ شَهِدَ لَكَ فَيَقُوْلُ مُحَمَّدٌ ﷺ وَاُمَّتُهُ فَتُدْعَى اُمَّةُ مُحَمَّدٍ ﷺ فَيُقَالُ هَلْ بَلَّغَ هٰذَا فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيَقُوْلُ وَمَا عِلْمُكُمْ بِذٰلِكَ فَيَقُوْلُوْنَ اَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا ﷺ بِذٰلِكَ اَنَّ الرُّسُلَ قَدْ بَلَّغُوْا فَصَدَّقْنَاهُ قَالَ فَذٰلِكُمْ قَوْلُهُ تَعَالٰى « وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ».

৪২৮৪ আবূ কুরায়ব ও আহমাদ ইব্‌ন সিনান (র)...... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন একজন নবী (আ) আসবেন, যাঁর সংগে থাকবে দুইজন লোক। আরেকজন নবী আসবেন, যাঁর সংগে থাকবে তিন ব্যক্তি। (কোন কোন নবীর সাথে) এর চাইতে বেশী কিংবা এর চাইতে কম লোক থাকবে। তখন তাঁকে বলা হবে ঃ তুমি কি তোমার কাওমের কাছে আল্লাহ্‌র পয়গাম পৌছায়ে ছিলে? তিনি বলবেন ঃ হাঁ, অতঃপর তার কাওমকে ডাকা হবে। এবং জিজ্ঞাসা করা হবে ঃ তোমাদের কাছে ইনি কি আল্লাহ্‌র পয়গাম পৌছিয়েছেন? তখন তারা বলবে ঃ না। এরপর তাঁকে (সে নবীকে) বলা হবে ঃ তোমার সাক্ষী কারা? তখন তিনি বললেন ঃ মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর উম্মাত। অতঃপর মুহাম্মাদ ﷺ -এর উম্মাতকে ডাকা হবে এবং জিজ্ঞেস করা হবে ঃ এই নবী কি (তাঁর উম্মাতের কাছে আল্লাহ্ পয়গাম) পৌছায়েছেন? তখন তারা বলবে ঃ হাঁ। আবার জিজ্ঞেস করা হবে ঃ তোমরা তা জানলে কি ভাবে? তারা বলবে ঃ আমাদের নবী ﷺ আমাদের খবর দিয়েছেন যে, নিশ্চয় রাসূলগণ অবশ্যই আল্লাহ্‌র পয়গাম তাঁদের জাতির কাছে পৌছিয়েছেন। আমরা তাঁর বাণীর সত্যতা স্বীকার করেছি। রাবী বলেন ঃ এই কথারই প্রতিধ্বনি রয়েছে তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "এভাবে আমি তোমাদের এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষী স্বরূপ হতে পার এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হবেন"। (২ ঃ ১৪৩)।

٤٢٨٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى ابْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ اَبِىْ مَيْمُوْنَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رِفَاعَةَ الْجُهَنِيِّ قَالَ صَدَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْ عَبْدٍ يُؤْمِنُ ثُمَّ يُسَدَّدُ اِلاَّ سُلِكَ بِهِ فِى الْجَنَّةِ وَاَرْجُوْ اَلاَّ يَدْخُلُوْهَا حَتّٰى تَبَوَّؤُا اَنْتُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ذَرَارِيِّكُمْ مَسَاكِنَ فِى الْجَنَّةِ وَلَقَدْ وَعَدَنِىْ رَبِّىْ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِىْ سَبْعِيْنَ اَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ .

৪২৮৫ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ... রিফা'আ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমরা (কোন সফর থেকে) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সংগে ফিরে এলাম। তখন তিনি বললেন ঃ মহান সত্তার শপথ। যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ। এমন কোন বান্দা নেই যে ঈমান আনার পর তার উপরে দৃঢ় থাকবে অথচ জান্নাতের দিকে পরিচালিত হবে না। আর আমি আশা করি যে, যতক্ষণ না তোমার এবং তোমাদের সন্তানেরা জান্নাতে নিজ নিজ ঠিকানা বানিয়ে নিবে, ততক্ষণে অন্যান্য লোকেরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর আমার মহান রব আমার সংগে ওয়াদা করেছেন যে, তিনি বিনা হিসাবে আমার উম্মাতের সত্তর হাজার লোক জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

٤٢٨٦ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الْاَلْهَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ

وَعَدَنِيْ رَبِّيْ سُبْحَانَهُ اَنْ يُّدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِيْ سَبْعِيْنَ اَلْفًا لاَ حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلاَ عَذَابَ مَعَ كُلِّ اَلْفٍ سَبْعُوْنَ اَلْفًا وَثَلاَثُ حَثَيَاتٍ مِّنْ حَثَيَاتِ رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ .

৪২৮৬ হিশাম ইব্ন আম্মার (র)...... আবূ উমামা বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ আমার মহান রব আমার সংগে ওয়াদা করেছেন যে, তিনি আমার উম্মাতের সত্তর হাজার লোককে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তাদের কোন হিসাব হবে না এবং তাদের উপর কোন আযাবও পতিত হবে না। প্রতি হাজারের সাথে থাকবে সত্তর হাজার করে। আর আমার মহান রবের মুষ্টি হতে তিনটি মুষ্টিও থাকবে। আর রবের মুষ্টির অনুমাণ তিনিই করতে পারেন। কোন সৃষ্টির পক্ষে তা অনুমাণ করা সম্ভব নয়।

٤٢٨٧ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النَّحَّاسِ الرَّمْلِيُّ وَاَيُّوْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ قَالاَ ثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نُكْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعِيْنَ اُمَّةً نَحْنُ آخِرُهَا وَخَيْرُهَا .

৪২৮৭ ঈসা ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন নাহ্হাস রামলীও আইউব ইব্ন মুহাম্মাদ রাক্কী (র)...... বাহায ইব্ন হাকীম-এর দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন সত্তরটি উম্মাত (দল) পরিপূর্ণ হবে। তম্মধ্যে আমরাই হবো সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ।

٤٢٨٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خِدَاشٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّكُمْ وَفَّيْتُمْ سَبْعِيْنَ اُمَّةً اَنْتُمْ خَيْرُهَا وَاَكْرَمُهَا عَلَى اللّٰهِ .

৪২৮৮ মুহাম্মাদ ইব্ন খালিদ ইব্ন খিদাশ (র)...... বাহায ইব্ন হাকীম (রা)-এর দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা সত্তরতম উম্মাত (দল) পরিপূর্ণ করেছো। তোমরা সর্বাপেক্ষা উত্তম এবং আল্লাহ্র নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মানিত।

٤٢٨٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِسْحَاقَ الْجَوْهَرِيُّ ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ الْاَصْبَهَانِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُوْنَ وَمِائَةُ صَفٍّ ثَمَانُوْنَ مِنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ وَاَرْبَعُوْنَ مِنْ سَائِرِ الْاُمَمِ .

৪২৮৯ আবদুল্লাহ ইব্ন ইসহাক জাওহারী (র)......বুরায়দাহ্ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জান্নাতীদের সারির সংখ্যা হবে একশত বিশটি। যার আশিটি হবে এই উম্মাতের এবং অবশিষ্ট চল্লিশটি হবে অন্যান্য উম্মাতের।

٤٢٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ ثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اِيَاسٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ نَحْنُ اٰخِرُ الْاُمَمِ وَاَوَّلُ مَنْ يُّحَاسَبُ يُقَالُ اَيْنَ الْاُمَّةُ الْاُمِّيَّةُ وَنَبِيُّهَا فَنَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ .

৪২৯০ মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমরা সর্বশেষ উম্মাত, যাদের হিসাব হবে সর্বাগ্রে। এরূপ ঘোষণা দেয়া হবে ঃ উম্মী (নিরক্ষর) নবীর উম্মাত কোথায় এবং তাঁদের নবী কোথায়? সুতরাং আমরা সর্বশেষ উম্মাত (দুনিয়াতে আর্বিভাবের প্রেক্ষাপটে) এবং অগ্রবর্তী উম্মাত (জান্নাতে দাখিল হওয়ার প্রেক্ষিতে)।

٤٢٩١ حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى بْنُ اَبِى الْمُسَاوِرِ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جَمَعَ اللّٰهُ الْخَلَائِقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اُذِنَ لِاُمَّةِ مُحَمَّدٍ فِى السُّجُوْدِ فَيَسْجُدُوْنَ لَهُ طَوِيْلاً ثُمَّ يُقَالُ اِرْفَعُوْا رُؤُوْسَكُمْ قَدْ جَعَلْنَا عِدَّتَكُمْ فِدَاءَكُمْ مِنَ النَّارِ .

৪২৯১ জুবারা ইব্ন মুগাল্লিস (র)..... আবূ বুরদাহ (রা) এর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ কিয়ামতের দিন যখন সমগ্র সৃষ্টিকে একত্রিত করবেন, তখন উম্মাতে মুহাম্মাদীকে সিজ্দা করার নির্দেশ দেওয়া হবে। তারা দীর্ঘক্ষণ ধরে তাঁকে সিজ্দারত থাকবে। অতঃপর ঘোষণা দেওয়া হবে ঃ তোমরা তোমাদের মাথা উঠাও। আমি তোমাদের সংখ্যা অনুপাতে জাহান্নামের ফেদিয়া করে দিয়েছি।

٤٢٩٢ حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا كَثِيْرُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ هٰذِهِ الْاُمَّةَ مَرْحُوْمَةٌ عَذَابُهَا بِاَيْدِيْهَا فَاِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دُفِعَ اِلٰى كُلِّ رَجُلٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَيُقَالُ هٰذَا فِدَاؤُكَ مِنَ النَّارِ .

৪২৯২ জুবারা ইব্ন মুগাল্লিস (র)....... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ এই উম্মাত হচ্ছে মারহুমাহ অর্থাৎ রহমতপ্রাপ্ত। এদের শাস্তি হবে এদের

হাতেই অর্থাৎ এরা পরস্পরে কতল ও মারামারি হানাহানি করবে। আর কিয়ামতের দিন প্রত্যেক মুসলমানকে একজন করে মুশরিক সোপর্দ করা হবে এবং বলা হবে, জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য এ হলো তোমাদের ফেদিয়া[১]।

٣٥. بَابُ مَا يُرْجَى مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র রহমত লাভের প্রত্যাশা

٤٢٩٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنْبَانَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ لِلّٰهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ قَسَمَ مِنْهَا رَحْمَةً بَيْنَ جَمِيْعِ الْخَلَائِقِ فَبِهَا يَتَرَاحَمُوْنَ وَبِهَا يَتَعَاطَفُوْنَ وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلٰى اَوْلَادِهَا وَاَخَّرَ تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৪২৯৩ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)......আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার একশত রহমত রয়েছে। তম্মধ্যে তিনি একটি রহমত সারা সৃষ্টির মাঝে বন্টন করে দিয়েছেন্ একটি রহমতের বদৌলতে তারা এক অপরকে ভালবাসে, পরস্পরে সৌহার্দ্রভাব পোষণ করে, এমনকি বন্য জীবজন্তুও তার বাচ্চাদের আদর সোহাগ করে। অবশিষ্ট নিরানব্বইটি রহমত আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাঁর বান্দাদের জন্য রেখে দিয়েছেন। তিনি তা দিয়ে তার বান্দাদের প্রতি কিয়ামতের দিন রহম করবেন।

٤٢٩٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ وَاَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَا ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَلَقَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ مِائَةَ رَحْمَةٍ فَجَعَلَ فِى الْاَرْضِ مِنْهَا رَحْمَةً تَعْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلٰى وَلَدِهَا وَالْبَهَائِمُ بَعْضُهَا عَلٰى بَعْضٍ وَالطَّيْرُ وَاَخَّرَ تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَاِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ اَكْمَلَهَا اللّٰهُ بِهٰذِهِ الرَّحْمَةِ .

---

১. একের জন্য অন্যকে শাস্তি দেওয়ার বিধান নেই। তবে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই আল্লাহ তা'আলা দু'টো পৃথক আবাস স্থল তৈরী করে রেখেছেন - একটি জান্নাতে অপরটি জাহান্নামে। কাফির, মুশরিকরা চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামের অধিবাসী হবে। তাদের জান্নাতের আবাসস্থলগুলো ওয়ারিস হিসাবে মুসলমানরা পেয়ে যাবেন। একেই ফেদিয়া বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন কুরআনুল করীমে ইরশাদ হচ্ছে ঃ- اُولٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُوْنَ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ
"এরাই হবে তাদের ওয়ারিস যারা জান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তরাধিকারী হবে অর্থাৎ ঈমানদারগণ।

৪২৯৪ আবূ কুরায়ব ও আহমাদ ইব্ন সিনান (র)...... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ আসমান ও যমীন সৃষ্টির দিনেই একশত রহমত পয়দা করেছেন। তার থেকে তিনি মাত্র একটি রহমত পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। এর বদৌলতে মাতার সন্তানের প্রতি অনুরক্ত হয় এবং চতুস্পদ জীব - জন্তু ও পক্ষীকূল এক অপরের সাথে দয়া ও প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়। আর অবশিষ্ট নিরানব্বইটি রহমত তিনি কিয়ামতের দিনের জন্য রেখে দিয়েছেন। যেদিন কিয়ামত হবে, সেদিন আল্লাহ্ এটি দিয়ে একশ' রহমত পূর্ণ করবেন।

٤٢٩٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا خَلَقَ الْخَلْقَ كَتَبَ بِيَدِهِ عَلَى نَفْسِهِ اِنَّ رَحْمَتِىْ تَغْلِبُ غَضَبِىْ .

৪২৯৫ মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র ও আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে দিন মহান আল্লাহ সৃষ্টিকূল পয়দা করেন, সেদিন তিনি আপন কুদ্রতী হাতে নিজের দায়িত্বে লিখলেন যে ঃ আমার রহমত আমার গযবের উপর বিজয়ী। (অর্থাৎ আল্লাহ্র সত্তায় গযবের চাইতে রহমতের আধিক্যতা অনেক বেশী। এক মুহূর্তকাল ও তাঁর রহমত ব্যতিরেকে সৃষ্টির অস্তিত্ব টিকে থাকতে পারে না।)

٤٢٩٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى الشَّوَارِبِ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ مَرَّ بِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا عَلَى حِمَارٍ فَقَالَ يَا مُعَاذُ هَلْ تَدْرِىْ مَا حَقُّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّ حَقَّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَّعْبُدُوْهُ وَلاَ يُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ اِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ اَنْ لاَّ يُعَذِّبَهُمْ

৪২৯৬ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন আবূ শাওয়ারিব (র)...... মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, এ সময় আমি একটা গাধার পিঠে সাওয়ার ছিলাম। তখন তিনি বললেন ঃ হে মু'আয। তুমি কি জান, বান্দার উপরে আল্লাহ্র কি হক এবং আল্লাহর দায়িত্ব বান্দার কি কি হক? আমি বললাম ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক অবহিত। তিনি বললেন ঃ বান্দার উপরে আল্লাহ্র অধিকার হচ্ছে, বান্দা তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সংগে অন্য কাউকে শরীক করবে না। আর আল্লাহ্র দায়িত্বে বান্দার হক হচ্ছে, তারা (বান্দা) যখন এমন আমল করবে, তখন তিনি তাদের শাস্তি দিবেন না।

٤٢٩٧ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَعْيَنَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ يَحْيَى الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ بَعْضِ غَزَوَاتِهِ فَمَرَّ بِقَوْمٍ فَقَالَ مَنِ الْقَوْمُ فَقَالُوْا نَحْنُ الْمُسْلِمُوْنَ وَامْرَاَةٌ تَحْصِبُ تَنُّوْرَهَا وَمَعَهَا ابْنٌ لَهَا فَاِذَا ارْتَفَعَ وَهَجُ التَّنُّوْرِ تَنَحَّتْ بِهِ فَاَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ بِاَبِيْ اَنْتَ وَاُمِّيْ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَرْحَمِ الرَّاحِمِيْنَ قَالَ بَلَى قَالَتْ اَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَرْحَمَ بِعِبَادِهِ مِنَ الْاُمِّ بِوَلَدِهَا قَالَ بَلَى قَالَتْ فَاِنَّ الْاُمَّ لاَ تُلْقِيْ وَلَدَهَا فِي النَّارِ فَاَكَبَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَبْكِيْ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ اِلَيْهَا فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُعَذِّبُ مِنْ عِبَادِهِ اِلاَّ الْمَارِدَ الْمُتَمَرِّدَ الَّذِيْ يَتَمَرَّدُ عَلَى اللّٰهِ وَاَبَى اَنْ يَّقُوْلَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ .

৪২৯৭ হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র)...... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কোন এক জিহাদে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সংগে ছিলাম। তিনি এক কাওমের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তখন জিজ্ঞেস করলেন ঃ এরা কোন কাওম? তারা বললো ঃ আমরা মুসলমান। সেখানে এক মহিলা রান্নাবান্নার জন্য উনূনে জ্বালানী ধরাচ্ছিল এবং তার কাছেই ছিল তার একপুত্র সন্তান। যখন উনূন থেকে ধুয়া বের হচ্ছিল, তখন সে তার শিশুটিকে সরিয়ে নিলো। অতঃপর সে মহিলা নবী ﷺ -এর নিকট এসে বললো ঃ আপনি কি আল্লাহ্‌র রাসূল। তিনি বললেন ঃ হাঁ। সে বললো ঃ আমর পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক, আল্লাহ তা'আলা কি সর্বাপেক্ষা দয়ালু নন? তিনি বললেন ঃ অবশ্যই। মহিলা বললো ঃ আল্লাহ্ কি তাঁর বান্দাদের প্রতি এর চাইতে অধিকতর রহমত (দেয়া প্রদর্শন) করেন না, যতটা মা তার সন্তানের প্রতি করে থাকে? তিনি বললেন ঃ তাঁ। সে বললো ঃ নিশ্চয় মা তার সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করে না। এই কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ মাথা নিচু এবং কেঁদে দিলেন। অতঃপর তার দিকে মাথা উঠিয়ে বললেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের থেকে মন্দ স্বভাব, নাপরমান ও তাঁর সাথে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণকারী এবং যে বলতে অস্বীকার করে ঃ "লা - ইলাহা ইল্লাল্লাহু" (অর্থাৎ তাওহীদ অস্বীকারকারী) এদের ব্যতীত কাউকে শাস্তি দিবেন না।

٤٢٩٨ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَدْخُلُ النَّارَ اِلاَّ شَقِيٌّ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَنِ الشَّقِيُّ قَالَ مَنْ لَّمْ يَعْمَلْ لِلّٰهِ بِطَاعَةٍ وَلَمْ يَتْرُكْ لَهُ مَعْصِيَةً .

৪২৯৮ আব্বাস ইব্‌ন ওয়ালীদ দিমাশ্‌কী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ শাকী (মন্দ স্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তি) ব্যতীত আর কেউ জাহান্নামে যাবে না। বলা হলো ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল। শাকী কে? তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি কখনো আল্লাহর আনুগত্য করেনি এবং তাঁর নাফরমানী ত্যাগ করেননি।

٤٢٩٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ثَنَا سُهَيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَخُوْ حَزْمٍ الْقُطَعِيِّ ثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِىُّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَرَاَ اَوْ تَلاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ «هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ» فَقَالَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَنَا اَهْلٌ اَنْ اُتَّقٰى فَلاَ يُجْعَلَ مَعِىْ اِلٰهٌ اٰخَرُ فَمَنِ اتَّقٰى اَنْ يَّجْعَلَ مَعِىْ اِلٰهًا اٰخَرَ فَاَنَا اَهْلٌ اَنْ اَغْفِرَ لَهُ .

قَالَ اَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ نَصْرٍ ثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا سُهَيْلُ بْنُ اَبِىْ حَزْمٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِىْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ «هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ» قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَبُّكُمْ اَنَا اَهْلٌ اَنْ اُتَّقٰى فَلاَ يُشْرَكَ بِىْ غَيْرِىْ وَاَنَا اَهْلٌ لِمَنِ اتَّقٰى اَنْ يُّشْرِكَ بِىْ اَنْ اَغْفِرَ لَهُ .

৪২৯৯ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ (অর্থ) "এক মাত্র তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং তিনিই ক্ষমা করার অধিকারী"। (৭৪ ঃ ৫৬)। অতঃপর তিনি বললেন ঃ মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ আমি এর উপযুক্ত যে, যেন আমাকেই একমাত্র ভয় করা হয়। আমার সাথে অন্য কোন ইলাহকে যেন শরীক না করা হয়। আর যে ব্যক্তি আমার সাথে অন্য কোন ইলাহ শরীক করা থেকে বিরত থাকবে, আমি এর উপযুক্ত যে, আমি তাকে ক্ষমা করে দেব।

আবুল হাসান কাত্তান (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এ আয়াত ঃ هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ সম্পর্কে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমাদের রব বলেছেন ঃ আমি এর উপযুক্ত যেন আমাকেই ভয় করবে। আর আমার সংগে অন্য কাউকে শরীক করানো হয়। এবং আমি এমন যে, যে ব্যক্তি আমার সংগে অন্য কিছুর শরীক করতে ভয় করে, আমি তাকে ক্ষমা করি।

٤٣٠٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ ثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِىْ عَامِرُ بْنُ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِىِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَاحُ بِرَجُلٍ مِنْ اُمَّتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى رُءُوْسِ الْخَلاَئِقِ فَيُنْشَرُ لَهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ سِجِلاًّ كُلُّ سِجِلٍّ مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ هَلْ

تُنْكِرُ مِنْ هٰذَا شَيْئًا فَيَقُوْلُ لاَ يَا رَبِّ فَيَقُوْلُ اَظَلَمَتْكَ كَتَبَتِي الْحَافِظُوْنَ ثُمَّ يَقُوْلُ اَلَكَ عَنْ ذٰلِكَ حَسَنَةٌ فَيُهَابُ الرَّجُلُ فَيَقُوْلُ لاَ فَيَقُوْلُ بَلٰى اِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَاتٍ وَاِنَّهُ لاَ ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ فَتُخْرَجُ لَهُ بِطَاقَةٌ فِيْهَا اَشْهَدُ اَنْ لآَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ قَالَ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ مَا هٰذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هٰذِهِ السِّجِلاَّتِ فَيَقُوْلُ اِنَّكَ لاَ تُظْلَمُ فَتُوْضَعُ السِّجِلاَّتُ فِيْ كِفَّةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِيْ كِفَّةٍ فَطَاشَتِ السِّجِلاَّتُ وَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْبِطَاقَةُ الرُّقْعَةُ وَاَهْلُ مِصْرَ يَقُوْلُوْنَ لِلرُّقْعَةِ بِطَاقَةً.

৪৩০০ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন সমস্ত সৃষ্টির সামনে আমার একজন উম্মাতকে ডাকা হবে। তখন তার সামনে নিরানব্বইটি দফতর (লিখিত বিবরনী) পেশ করা হবে। এর প্রত্যেকটি দফতর দৃষ্টি সীমার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত দীর্ঘ হবে। অতঃপর মহান আল্লাহ্ বলবেন ঃ তুমি কি এর কোনটা অস্বীকার কর? (অর্থাৎ দফতর সমূহে লিপিবদ্ধ পাপের ফিরিস্তির মধ্যে তুমি কি কোন্‌টা অস্বীকার কর?) তখন সে বলবে ঃ না, হে আমার রব। আল্লাহ্ বললেন ঃ তোমার উপর কি আমার সংরক্ষণকারী লিখক ফিরিশতারা যুল্‌ম করেছে? অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করবেন ঃ তোমার কাছে কি কোন নেকী আছে? তখন লোকটি ভীত - সন্ত্রস্থ হয়ে পড়বে এবং বলবে ঃ না। তখন আল্লাহ বলবেন ঃ হাঁ, আমার কাছে তোমার কিছু নেকী জমা আছে। আজ তোমার উপর কোন যুল্‌ম করা হবে না। তখন তার সামনে একটি চিরকুট পেশ করা হবে, যাতে লেখা থাকবে ঃ "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দাও রাসূল"। রাবী বলেন, তখন সে লোকটি বলবে ঃ হে আমার রব। এত বড় বড় দফতর সমূহের মুকাবিলায় এই ক্ষুদ্র চিরকুট কি কাজে আসবে? তখন তিনি বলবেন ঃ তুমি অত্যাচারিত হবে না। এরপর সেই দফতর সমূহ একটি পাল্লায় রাখা হবে, আর সেই ক্ষুদ্র চিরকুটটি আরেক পাল্লায়। তখন দফতর সমূহের সমূহের পাল্লা হাল্‌কা হয়ে উপরে উটে যাবে এবং চিরকুটের পাল্লা ভারি হয়ে যাবে।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) বলেন ঃ এই হাদীসে শব্দের অর্থ البطاقة الرقعة মানে কাগজের চিরকুট। আর মিসরবাসীরা للرقعة بطاقة কে (কাগজের চিরকুট বলে থাকে।

٣٦. بَابُ ذِكْرِ الْحَوْضِ

অনুচ্ছেদ ঃ হাউযে কাওসারের আলোচনা

٤٣٠١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ثَنَا زَكَرِيَّا ثَنَا عَطِيَّةُ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِنَّ لِيْ حَوْضًا مَا بَيْنَ

الْكَعْبَةِ وَبَيْتِ الْمَقْدِسِ اَبْيَضَ مِثْلَ اللَّبَنِ آنِيَتُهُ عَدَدُ النُّجُوْمِ وَاِنِّي لاَكْثَرُ الْاَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৪৩০১ আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র)........ আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ বায়তুল্লাহ থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত বিস্তৃত একটি হাউয (ঝরণা) আমার জন্য সংরক্ষিত আছে। এর পানি দুধের ন্যায় ধবধবে সাদা, পান পাত্রের সংখ্যা আকাশের তারকাপুঞ্জের সমান। তার কিয়ামতের দিন অন্যান্য নবী - রাসূলের অনুসারীর চাইতে আমার অনুগামীদের সংখ্যা হবে অনেক বেশী।

٤٣٠٢ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ اَبِي مَالِكٍ سَعْدِ ابْنِ طَارِقٍ عَنْ رِبْعِيِّ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ حَوْضِي لاَبْعَدُ مِنْ اَيْلَةَ اِلَى عَدَنَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَنِيَتُهُ اَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ النُّجُوْمِ وَلَهُوَ اَشَدُّ بَيَاضًا مِّنَ اللَّبَنِ وَاَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ اِنِّي لاَذُوْدُ عَنْهُ الرِّجَالَ كَمَا يَذُوْدُ الرَّجُلُ الْاِبِلَ الْغَرِيْبَةَ عَنْ حَوْضِهِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَعْرِفُنَا قَالَ نَعَمْ تَرِدُوْنَ عَلَيَّ غُرًّا مُّحَجَّلِيْنَ مِنْ اَثَرِ الْوُضُوْءِ لَيْسَتْ لاَحَدٍ غَيْرِكُمْ .

৪৩০২ উসমান ইব্ন আবূ শায়বা (র)......হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার হাউযের পরিধি আয়লা থেকে আদন পর্যন্ত বিস্তৃত। সেই মহান সত্তার শপথ। যাঁর হাতে আমার প্রাণ। এ হাউযের পান পাত্রের সংখ্যা আকাশের নক্ষত্ররাজির চেয়েও অধিক। এর পানি দুধের চেয়েও সাদা এবং মধুর চেয়েও মিষ্টি। সেই মহান সত্তার শপথ। যার হাতে আমার প্রাণ। নিশ্চয়ই আমি এ হাউযের তীর থেকে লোকদের তেমনিভাবে তাড়িয়ে দেব, যেমনিভাবে লোকেরা অপরিচিত উটকে তাদের কূপ থেকে তাড়িয়ে দেয়। জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল। আপনি কি আমাদের চিন্‌তে পারবেন? তিনি বললেন ঃ হাঁ। তোমরা আমার সামনে অযূর বদৌলতে হাত-পা উজ্জল– বিশিষ্ট অবস্থায় আসবে। যে নিদর্শন অন্য কোন উম্মাতের জন্য হবে না।

٤٣٠٣ حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ سَالِمٍ الدِّمَشْقِيُّ نُبِّئْتُ عَنْ اَبِي سَلاَّمٍ الْحَبَشِيِّ قَالَ بَعَثَ اِلَيَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَاَتَيْتُهُ عَلَى بَرِيْدٍ فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَيْهِ قَالَ لَقَدْ شَقَقْنَا عَلَيْكَ يَا اَبَا سَلاَّمٍ فِي مَرْكَبِكَ قَالَ اَجَلْ وَاللّٰهِ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ وَاللّٰهِ مَا اَرَدْتُ الْمَشَقَّةَ عَلَيْكَ وَلٰكِنْ حَدِيْثٌ بَلَغَنِي اَنَّكَ تُحَدِّثُ بِهِ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي الْحَوْضِ فَاَحْبَبْتُ اَنْ تُشَافِهَنِي بِهِ قَالَ فَقُلْتُ حَدَّثَنِي ثَوْبَانُ مَوْلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ حَوْضِي مَا بَيْنَ عَدَنَ اِلَى اَيْلَةَ اَشَدُّ

بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَاَحْلٰى مِنَ الْعَسَلِ اَكَاوِيْبُهُ كَعَدَدِ نُجُوْمِ السَّمَاءِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا اَبَدًا وَاَوَّلُ مَنْ يَّرِدُهُ عَلَىَّ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ الدُّنْسُ ثِيَابًا وَالشُّعْثُ رُءُوْسًا الَّذِيْنَ لاَ يَنْكِحُوْنَ الْمُنَعَّمَاتِ وَلاَ يُفْتَحُ لَهُمُ السُّدَدُ قَالَ فَبَكٰى عُمَرُ حَتّٰى اِخْضَلَّتْ لِحْيَتُهُ ثُمَّ قَالَ لٰكِنِّيْ قَدْ نَكَحْتُ الْمُنَعَّمَاتِ وَفُتِحَتْ لِىَ السُّدَدُ لاَ جَرَمَ اَنِّىْ لاَ اَغْسِلُ ثَوْبِىَ الَّذِىْ عَلٰى جَسَدِىْ حَتّٰى يَتَّسِخَ وَلاَ اَدْهُنُ رَأْسِىْ حَتّٰى يَشْعَثَ .

৪৩০৩ মাহমুদ ইব্‌ন খালিদ দিমাশ্‌কী (র) ... আবূ সাল্লাম হাবশী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন একদা উমার ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) আমাকে ডেকে পাঠান। তখন আমি অতি দ্রুত তাঁর কাছে উপস্থিত হই। আমি যখন তাঁর কাছে এসে পৌঁছি, তিনি বলেন ঃ আমি আপনাকে তাকলীফ দিলাম, হে আবূ সাল্লাম। আপনার সাওয়ারীকে ও তাকলীফ দিয়েছি। তিনি বললেন ঃ হাঁ, আল্লাহ্ শপথ। হে আমীরুল মু'মিনীন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহর শপথ! আমি আপনাকে, একখানা হাদীস শোনার জন্যই, এই কষ্ট দিয়েছি। আমি জানতে পেরেছি, আপনি তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আযাদকৃত গেলাম সাওবান (রা) থেকে হাউয সম্পর্কে বর্ণনা করছেন। আমি এ হাদীসখানি আপনার মুখ থেকে শুনতে আগ্রহী। তিনি বলেন, তখন আমি বললাম ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আযাদকৃত গোলাম সাওবান (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার হাউয আদন (এডেন) থেকে আইলা পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। যার পানি দুধের চেয়েও সাদা, এবং মধুর চেয়েও সুমিষ্ট। এর পাত্র সংখ্যা আকাশের তারকারাজির সমান। যে কেউ এ হাউয থেকে এক ঢোক (চুমুক বা ফোঁটা) পানি পান করবে, সে আর কখনো তৃষ্ণার্ত হবে না। সর্বপ্রথম যে সব লোক এ হাউযের পানি পান করার জন্য আমার নিকট আসবে, তারা হবে ফকীর মুহাজিরগণ। এদের পরিধানে ছিল ছিড়াঁফাঁটা ময়লা কাপড়, মাথার চুল ছিল উশকো-খুশকো, তারা অভিজাত সম্পদশালী মেয়েদের বিবাহ করতে পারতো না এবং তাদের (আপ্যায়নের জন্য) ঘরের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করা হতো না। রাবী বলেন : হাদীস শুনে উমার (রা) কেঁদে ফেলেন এমনকি তাঁর দাঁড়ি অশ্রুসিক্ত হয়ে যা। এরপর তিনি বললেন : আমি তো সম্পদশালী মহিলা বিয়ে করেছি এবং আমার জন্য সব দরজাই তো উন্মুক্ত। এখন থেকে আমি আমার পরিধেয় বস্ত্রাদি ময়লা না হওয়া পর্যন্ত ধোব না এবং মাথার চুল উশকো-খুশকো না হওয়া পর্যন্ত তেল লাগাব না।

٤٣٠٤ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ ثَنَا اَبِىْ ثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا بَيْنَ نَاحِيَتَىْ حَوْضِىْ كَمَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَالْمَدِيْنَةِ اَوْ كَمَا بَيْنَ الْمَدِيْنَةِ وَعَمَّانَ .

৪৩০৪ নাসর ইব্‌ন আলী (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার হাউযের দুই তীরের ব্যবধান সানআ (ইয়ামানের রাজধানী) এর্ব মদীনা মুনাওয়ারার মধ্যবর্তী স্থানের সমান অথবা মদীনা ও আম্মানের মধ্যবর্তী ব্যবধানের সমান।

٤٣٠٥ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِى عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ يُرى فِيْهِ اَبَارِيْقُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَعَدَدِ نُجُوْمِ السَّمَآءِ .

৪৩০৫ হুমায়দ ইব্‌ন মাস'আদহ্ (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লার নবী ﷺ বলেছেন : সেখানে (হাউয কাওসারের তীরে) আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জের পরিসংখ্যানের সমান স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত পানপাত্র সমূহ পরিদৃশ্যমান হবে।

٤٣٠٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ اَتَى الْمَقْبَرَةَ فَسَلَّمَ عَلَى الْمَقْبَرَةِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَآءَ اللّٰهُ تَعَالَى بِكُمْ لَاحِقُوْنَ ثُمَّ قَالَ لَوَدِدْنَا اَنَّا قَدْ رَاَيْنَا اِخْوَانَنَا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَوَلَسْنَا اِخْوَانَكَ قَالَ اَنْتُمْ اَصْحَابِىْ وَاِخْوَانِى الَّذِيْنَ يَاْتُوْنَ مِنْ بَعْدِىْ وَاَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَاْتِ مِنْ اُمَّتِكَ قَالَ اَرَاَيْتُمْ لَوْ اَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَانَىْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ اَلَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهَا قَالُوْا بَلٰى قَالَ فَاِنَّهُمْ يَاْتُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ اَثَرِ الْوُضُوْءِ قَالَ اَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ ثُمَّ قَالَ لَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِىْ كَمَا يُذَادُ الْبَعِيْرُ الضَّالُّ فَاُنَادِيْهِمْ اَلَا هَلُمُّوْا فَيُقَالُ اِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوْا بَعْدَكَ وَلَمْ يَزَالُوْا يَرْجِعُوْنَ عَلٰى اَعْقَابِهِمْ فَاَقُوْلُ اَلَا سُحْقًا سُحْقًا .

৪৩০৬ মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, একবার তিনি কবরস্তানে গমন করেন এবং তিনি কবরবাসীদের উদ্দেশ্যে সালাম করেন। তিনি বলেন : 'হে ঈমানদার কবরবাসীরা! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। অচিরেই আল্লাহ্ চাহেত আমরা তোমাদের সাথে মিলিত হব। অতঃপর তিনি বললেন : আমি আকাঙ্ক্ষা রাখি যে, আমরা আমাদরে ভাইদের প্রত্যক্ষ করি। তাঁরা (সাহাবাই কিরাম) বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি আপনার ভাই নই? তিনি বললেন : তোমরা আমার সাহাবী। আর যারা আমার পরে আসবে, তারা আমার ভাই। আমি তোমদের আগেই হাউযের তীরে উপস্থিত হব। তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি সে লোকদের আপনার উম্মাত হিসেবে কিভাবে চিনবেন, যারা এখনও পয়দা হয়নি? তিনি বললেন : তোমরা কি দেখ না, যদি এক ব্যক্তির এতটা সাদা হাত-পাও শুভ কপালযুক্ত ঘোড়া, অপর ব্যক্তির কুৎসিত কালো ঘোড়ার পালে মিশে যায়, তাহলে সে কি তার ঘোড়াটি চিনবে না? তাঁরা বললেন : হাঁ, নিশ্চয়ই চিনবে। তিনি বললেন : তাঁরা (আমার উম্মাত) কিয়ামতের দিন অযূর বদৌলতে সাদা কপাল ও শুভ্র হাত পা বিশিষ্ট হয়ে আসবে। অতঃপর তিনি বললেন :

আমি তোমাদের আগে হাউযের কিনারে যাব। এরপর বললেন : অনেক লোক আমার হাউয থেকে বিতাড়িত হবে, যেমন পথভোলা উট বিতাড়িত হয়। এরপর আমি তাদের ডেকে বলবো : তোমরা এদিকে এসো! তখন বলা হবে : এসব লোক আপনার পরে (দীন) পরিবর্তন করেছে এবং সর্ববস্থায় তারা তাদের পশ্চাতে ফিরে গেছে। তখন আমি বলবো : সাবধান! দূর হও, দূর হও।

٣٧. بَابُ ذِكْرِ الشَّفَاعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ শাফা'আতের আলোচনা

٤٣٠٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِكُلِّ نَبِىٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِىٍّ دَعْوَتَهُ وَاِنِّى اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِىْ شَفَاعَةً لِاُمَّتِىْ فَهِىَ نَائِلَةٌ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ لاَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا .

৪৩০৭ আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক নবীর জন্য (তাঁর উম্মাতের ব্যাপারে) এমন দু'আ রয়েছে, যা কবূল করা হয়। আর প্রত্যেক নবীই (তাঁর উম্মাতের জন্য) বিশেষ দু'আটি তাড়াতাড়ি করেন। কিন্তু আমি আমার দু'আ আমার উম্মতের শাফা'আতের জন্য জমা রেখেছি। সুতরাং আমার উম্মাতের মধ্যে যারা আল্লাহর সাথে শরীক না করে ইন্তিকাল করে, তারা তা (আমার শাফা'আত) প্রাপ্ত হবে।

٤٣٠٨ حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوْسٰى وَاَبُوْ اِسْحَاقَ الْهَرَوِىُّ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَاتِمٍ قَالاَ ثَنَا هُشَيْمٌ اَنْبَاَنَا عَلِىُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جَدْعَانَ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا سَيِّدُ وَلَدِ اٰدَمَ وَلاَ فَخْرَ وَاَنَا اَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ الْاَرْضُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ فَخْرَ . وَاَنَا اَوَّلُ شَافِعٍ وَاَوَّلُ مُشَفَّعٍ وَلاَفَخْرَ وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِىْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلاَ فَخْرَ .

৪৩০৮ মুজাহিদ ইব্ন মূসা ও আবূ ইসহাক হারভ, ইব্রাহীম ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাতিম (র)...... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি আদম সন্তানদের সরদার, এতে কোন গর্ব নেই। (বরং আল্লাহর নি'আমতের শুকরিয়া ও বাস্তব অবস্থার বহিঃপ্রকাশ মাত্র) আর আমি হব প্রথম ব্যক্তি, কিয়ামতের দিন যার ব্যাপারে যমীনে ফাটল ধরবে, (অর্থাৎ কবরগাহ্ থেকে সর্বপ্রথম আমিই উঠবো), এতে কোন ফখর নেই। আমি হবো প্রথম শাফা'আতকারী এবং সর্বাগ্রে আমার শাফায়াইত কবুল করা হবে, এতে কোন ফখর নেই। আল্লাহর প্রশংসার পতাকা কিয়ামতের দিন আমার হাতে থাকবে, এতে কোন গর্ব নেই।

٤٣٠٩ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَاِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ قَالاَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ اَبِي نَضْرَةَ عَنْ اَبِو سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّا اَهْلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ اَهْلُهَا فَلاَ يَمُوتُونَ فِيهَا وَلاَ وَحَيُونَ وَلٰكِنْ نَاسٌ اَصَابَتْهُمْ نَارٌ بِذُنُوبِهِمْ اَوْ بِخَطَايَاهُمْ فَامَاتَتْهُمْ اِمَاتَةً حَتّٰى اِذَا كَانُوا فَحْمًا اُذِنَ لَهُمْ فِي الشَّفَاعَةِ فَجِيئَ بِهِمْ ضَبَائِرَ فَبُثُّوا عَلَى اَنْهَارِ الْجَنَّةِ فَقِيلَ يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ اَفِيضُوا عَلَيْهِمْ فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ تَكُونُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ كَأَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ كَانَ فِي الْبَادِيَةِ .

৪৩০৯ নাসর ইব্‌ন আলী ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন হাবীব (র)...... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আর জাহান্নামীরা চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে বসবাস করবে- সেখানে তারা মরবে না এবং নতুনভাবে জীবিতও হবে না। তবে কতক লোক তাদের ভুল ভ্রান্তি ও গুনাহের দরুন জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। আগুন তাদের দগ্ধীভূত করে ফেলবে, এমন কি তারা কয়লার মত হয়ে যাবে, তখন তাদের শাফা'আতের অনুমতি দেয়া হবে। তাদের দলে দলে (জাহান্নাম থেকে) নিয়ে আসা হবে, এবং তাদের জান্নাতের ঝরণার পাড়ে ছড়িয়ে রাখা হবে এবং বলা হবে : হে জান্নাতবাসীরা! তোমরা তাদের উপর পানি ঢেলে দাও। (নির্দেশ মতে পানি ঢেলে দেওয়া হবে) ফলে, সেথায় দ্রুত গতিতে নানাবিধ ফলের গাছ উৎপন্ন হবে, যেমনিভাবে বীজ নালার প্রবাহিত পারি দ্বারা অংকুরিত হয়। রাবী বলেন : তখন কাওমের এক ব্যক্তি বলে উঠলো : মনে হচ্ছিল যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বন বীথিকায় অবস্থান করতেন।

٤٣١٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ اِنَّ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ اُمَّتِي .

৪৩১০ আবদুর রাহমান ইব্‌ন ইব্‌রাহীম দিমাশ্‌কী (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি : কিয়ামতের দিন আমার শাফা'আত আমার উম্মাতের কবীরগুনাহে অভিযুক্তদের জন্যই কার্যকর হবে।

٤٣١١ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ اَسَدٍ ثَنَا اَبُو بَدْرٍ ثَنَا زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ عَنْ نُعَيْمِ ابْنِ اَبِي هِنْدٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ اَبِي مُوسَى الْاَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ خُيِّرْتُ بَيْنَ الشَّفَاعَةِ وَبَيْنَ اَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ اُمَّتِي الْجَنَّةَ فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ لاَنَّهَا اَعَمُّ وَاَكْفَى اَتُرَوْنَهَا لِلْمُتَّقِينَ لاَ وَلٰكِنَّهَا لِلْمُذْنِبِينَ الْخَطَّائِينَ الْمُتَلَوِّثِينَ .

৪৩১১ ইসমাঈল ইব্ন আসাদ (র).... আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমাকে ইখ্তিয়ার দেওয়া হয়েছে (দু'টো বিষয়ের) শাফা'আত করার অথবা আমার অর্ধেক উম্মাতের জান্নাতী হওয়ার। আমি শাফা'আতকে বেছে নিয়েছি। কেননা, তা ব্যাপক এবং অধিকতর ফলপ্রসূ। তোমরা কি মনে করছো যে, শাফা'আত কেবল মুত্তাকীদের জন্যই ? তা নয় বরং তা গুনাহগার, ভ্রান্তপথগামীও অপরাধে অভিযুক্তদের জন্য কার্যকর হবে।

٤٣١٢ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ثَنَا سَعِيْدُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَجْتَمِعُ الْمُؤْمِنُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلْهَمُوْنَ اَوْ يَهُمُّوْنَ شَكَّ سَعِيْدُ فَيَقُوْلُوْنَ لَوْ تَشَفَّعْنَا اِلَى رَبِّنَا فَاَرَاحَنَا مِنْ مَكَانِنَا فَيَأْتُوْنَ اٰدَمَ فَيَقُوْلُوْنَ اَنْتَ اٰدَمُ اَبُو النَّاسِ خَلَقَكَ اللّٰهُ بِيَدِهِ وَاَسْجَدَ لَكَ مَلاَئِكَتَهُ فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ يُرِحْنَا مِنْ مَكَانِنَا هٰذَا فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ وَيَشْكُوْا اِلَيْهِمْ ذَنْبَهُ الَّذِى اَصَابَ فَيَسْتَحْيِى مِنْ ذٰلِكَ وَلٰكِنِ ائْتُوْا نُوْحًا فَاِنَّهُ اَوَّلُ رَسُوْلٍ بَعَثَهُ اللّٰهُ اِلَى اَهْلِ الْاَرْضِ فَيَأْتُوْنَهُ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ سُؤَالَهُ رَبَّهُ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ وَيَسْتَحْيِى مِنْ ذٰلِكَ وَلٰكِنِ ائْتُوْا خَلِيْلَ الرَّحْمٰنِ اِبْرَاهِيْمَ فَيَأْتُوْنَهُ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَلٰكِنِ ائْتُوْا مُوْسَى عَبْدًا كَلَّمَهُ اللّٰهُ وَاَعْطَاهُ التَّوْرَاةَ فَيَأْتُوْنَهُ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ قَتْلَهُ النَّفْسَ بِغَيْرِ النَّفْسِ وَلٰكِنِ ائْتُوْا عِيْسَى عَبْدَ اللّٰهِ وَرَسُوْلَهُ وَكَلِمَةَ اللّٰهِ وَرُوْحَهُ فَيَأْتُوْنَهُ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَلٰكِنِ ائْتُوْا مُحَمَّدًا عَبْدًا غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَاَخَّرَ قَالَ فَيَأْتُوْنِى فَاَنْطَلِقُ قَالَ فَذَكَرَ هٰذَا الْحَرْفَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ فَاَمْشِى بَيْنَ السِّمَاطَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ ثُمَّ عَادَ اِلَى حَدِيْثِ اَنَسٍ قَالَ فَاَسْتَاْذِنُ عَلَى رَبِّى فَيُؤْذَنُ لِى فَاِذَا رَاَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِى مَا شَاۤءَ اللّٰهُ اَنْ يَدَعَنِى ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعْ يَا مُحَمَّدُ وَقُلْ تُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَاَحْمَدُهُ بِتَحْمِيْدٍ يُعَلِّمُنِيْهِ ثُمَّ اَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِى حَدًّا فَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ اَعُوْدُ الثَّانِيَةَ فَاِذَا رَاَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِى مَا شَاۤءَ اللّٰهُ اَنْ يَدَعَنِى ثُمَّ يُقَالُ لِى ارْفَعْ مُحَمَّدُ قُلْ تُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَاَرْفَعُ رَاْسِى فَاَحْمَدُهُ بِتَحْمِيْدٍ يُعَلِّمُنِيْهِ ثُمَّ اَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِى حَدًّا فَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ اَعُوْدُ الثَّالِثَةَ فَاِذَا رَاَيْتُ رَبِّى وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِى مَا شَاۤءَ اللّٰهُ اَنْ يَدَعَنِى ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعْ مُحَمَّدُ

قُلْ تُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَارْفَعُ رَأْسِي فَأَحْمَدُهُ بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ ثُمَّ اَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ اَعُوْدُ الرَّابِعَةَ فَاَقُوْلُ يَا رَبِّ مَا بَقِيَ اِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ قَالَ يَقُوْلُ قَتَادَةُ عَلَى اَثَرِ هَذَا الْحَدِيْثِ وَحَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَكَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيْرَةٍ مِنْ خَيْرٍ وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَكَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَكَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ .

৪৩১২ নাসর ইব্ন আলী (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলছেন : কিয়ামতের দিন ঈমানদার বান্দারা জমায়েত হবে। তখন তাদের অন্তরে ঢেলে দেওয়া হবে (অথবা তাদের অন্তরে এই বিষয়টি বদ্ধমূল করে দিবেন রাবী সাঈদ-এর সন্দেহ) এ সময় তারা বলবে : কেউ যদি আমার রবের কাছে আমাদের (নাজাতের) জন্য শাফা'আত করতেন, তাহলে (ময়দানে হাশরের এই ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে) আমাদের শান্তি দিতে পারতেন। এরপর তারা আদম আলাইহিস্ সালামের কাছে উপস্থিত হয়ে বলবে ঃ আপনি তো মানব জাতির পিতা আদম (আলাইহিস সালাম)। আল্লাহ আপন কুদরতী হাতে আপনাকে পয়সা করেছেন এব তাঁর ফিরিশতাদের দ্বারা আপনাকে সম্মানজনক সিজ্দা করিয়েছেন। আপনি আমাদের (নাজাতের) জন্য আপনার রবের নিকেট শাফা'আত করুন, যাতে তিনি আমাদের এ ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে শান্তি দেন। তখন তিনি বলেন ঃ আমি তোমাদের এ বিষয়ের উপযুক্ত নই। (তিনি তাদের কাছে সেই গুনাহের কথা তুলে ধরবেন, যা তিনি করে বসেছিলেন এবং এ কারণে তিনি লজ্জাবোধ করবেন)। নবী-রাসূলগণ নিষ্পাপ এবং আদম (আ)-এর তাওবা কবুল হয়েছিল) বরং তোমরা নূহ (আলাইহিস সালামের) কাছে যাও। কেননা, তিনি ছিলেন যমীনবাসীর প্রতি আল্লাহ প্রেরিত প্রথম রাসূল। তখন তারা তাঁরা কাছে উপস্থিত হবে এবং শাফা'আতের জন্য নিবেদন করবে। তিনি বলবেন ঃ তোমাদের এ বিষয়ে আমি উপযুক্ত নই। (তিনি সেই প্রশ্নের কথা স্মরণ করবেন, যা অজ্ঞাতসারে আল্লাহর কাছে নিবেদন করেছিলেন। তিনি এই কারণে লজ্জাবোধ করবেন)। (নূহ আলাইহিস সালাম তার পুত্র কেনান-এর জন্য আল্লাহর নাজাত চাইছিলেন অথচ সে মন্দ-স্বভাবের ছিল)। বরং তোমরা আল্লাহর খলীল ইব্রাহীম (আলাইহিস্ সালাম)-এর কাছে যাও। তখন তারা তাঁর নিকট হাযির হবে। তিনি বলবেন ঃ আমি তোমাদের এ বিষয়ের জন্য যোগ্য নই। বরং তোমরা মূসা (কালীমুল্লাহ আলাইহিস্ সালাম)-এর কাছে যাও। তিনি আল্লাহর প্রিয় বান্দা ছিলেন, যার সাথে আল্লাহ তা'আলা কথা বলছেন এবং তাঁকে তাওরাত দান করেছেন। তখন তারা তাঁর কাছে উপস্থিত হবে। তিনি বলবেন ঃ আমি এ বিষয়ে তোমাদের জন্য যোগ্য নই। (এবং তিনি দুনিয়াতে একটি অন্যায় খুনের জন্য নিজের অপরাধের কথা স্মরণ করবেন। অথচ এই খুন ইচ্ছাকৃত ছিল না তিনি ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার খাতিরে ধমকানোর জন্য একটি ঘুষি মেরেছিলেন। ফলে সে কিবতী মারা গিয়েছিল)। তোমরা বরং ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে যাও। তিনি ছিলেন আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর

রাসূল, আল্লাহ্র কালিমা এবং তাঁর রুহ্। তখন লোকেরা তাঁর কাছে এসে হাযির হবে। তিনি বলবেন ঃ আমি তোমাদের এ বিষয়ের জন্য যোগ্য নই বরং তোমরা মুহাম্মদ ﷺ-এর কাছে যাও। এমন বান্দা আল্লাহ তা'আলা তাঁর আগের ও পরের যাবতীয় ত্রুটি বিচ্যুতি মাফ করে দিয়েছেন। তিনি সে বলেন ঃ তখন তারা আমার নিকটে হাযির হবে। আমি তাদের সহ বেরিয়ে পড়বো। (রাবী বলেন, হাসান (র) এর সূত্রে তিনি এই শব্দাবলী বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ এরপর আমি মু'মিনদের দুইটি সারির মাঝখান দিয়ে চলতে থাকবো)।

রাবী কাতাদাহ্ (র) বলেন ঃ তারপর তিনি আনাস (রা) এর বর্ণিত হাদীসের প্রতি ফিরে এসেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তখন আমি আমার রবের নিকট শাফা'আতের অনুমতি চাইব। আর আমাকে অনুমতি দেওয়া হবে। আমি তাঁকে দেখামাত্রই সিজ্দায় পড়ে যাব। তিনি (আল্লাহ) যতক্ষণ চাইবেন আমাকে সিজ্দায় নত রাখবেন। অতঃপর নির্দেশ দেওয়া হবে ঃ হে মুহাম্মাদ মাথা উঠান। আপনি বলুন। শোনা হবে ; আপনি চান তা দেওয়া হবে এবং আপনি শাফা'আত করুন, সে শাফা'আত কবুল করা হবে। (এরপর আমি মাথা উঠাব)। আর তিনি যেভাবে আমাকে শিখিয়েছেন, সেভাবে তাঁর তা'রীফ ও প্রশংসা করবো। তারপর আমি শাফা'আত করব। তবে আমার শাফা'আতের জন্য একটা সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। আল্লাহ তা'আলা শাফা'আত প্রাপ্তদের জান্নাতে দাখিল করবেন। এরপর আমি দ্বিতীয়বার আমার (রবের কাছে) ফিরে আসবো। আমি তাঁকে দেখা মাত্রই সিজ্দায় পতিত হবো। আল্লাহ তা'আলা যতক্ষণ চাইবেন, ততক্ষণ আমাকে সিজ্দায় নত রাখবেন। অতঃপর আমাকে বলা হবে ঃ হে মুহাম্মদ! আপনি মাথা উঠান। আপনি বলুন, শোনা হবে, আপনি চান, আপনাকে তা দেওয়া হবে এবং আপনি শাফা'আত করুন, আপনার শাফা'আত কবুল করা হবে। এরপর আমি আমার মাথা উঠাব। অতঃপর তাঁর শিক্ষা মাফিক আমি তাঁর তা'রীফ ও প্রশংসা করবো। তারপর আমি শাফা'আত করব। তবে আমার জন্য একটা সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। অতঃপর তিনি শাফা'আত প্রাপ্তদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। এরপর তৃতীয় বারের মত আমি (রবের কাছে) ফিরে যাব। আর যখন আমি আমার রবকে দেখব, তখনই সিজ্দায় পতিত হবো। আর আল্লাহ যতক্ষণ চাইবেন, আমাকে সিজ্দায় নত রাখবেন। তারপর বলা হবে, হে মুহাম্মদ! মাথা উঠান। আপনি বলুন, শোনা হবে ; আপনি চান, তা দান করা হবে। আপনি শাফা'আত করুন, আপনার শাফা'আত কবুল করা হবে। এরপর আমি মাথা উঠাব। এবং তাঁর তা'রীফ ও প্রশংসা করবো, যেবাবে তিনি আমাকে শিখিয়েছেন। তারপর আমি শাফা'আত করব। কিন্তু এবারেও একটা নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারন করে দেওয়া হবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের (সুপারিশকৃতদের) জান্নাতে দাখিল করবেন। অতঃপর আমি চতুর্থ পর্যায়ে (রবের) কাছে ফিরে যাব এবং বলব ঃ হে আমার রব। এখন তো আর কেউ অবশিষ্ট নেই। তবে কুরআন যাদের আটক রেখেছে। (অর্থাৎ কুরআনের দৃষ্টিতে যারা জাহান্নামী তারাই অবশিষ্ট রয়েছে।

রাবী বলেন, কাতাদা (র) এই হাদীস বর্ণনাকালে বলেছেন ঃ আনাস ইব্ন মালিক (রা) আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ পরিশেষে সেই ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে যে, বলেছে ঃ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই) এবং যার অন্তরে একটি গমের দানা পরিমাণ নেক আমল ছিল। আর সেই ব্যক্তিকেও জাহান্নাম থেকে বের করা হবে যে বলেছে ঃ "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু", এবং যার কালবে এক রতি পরিমাণ নেক আমল (ঈমান) ছিল। সেই ব্যক্তিও জাহান্নাম থেকে বের করা হবে যে বলেছে ঃ "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" এবং যার অন্তরে অণু পরিমাণ নেক আমল (ঈমান) ছিল।

٤٣١٣ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَرْوَانَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ ثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عِلَاقِ بْنِ اَبِىْ مُسْلِمٍ عَنْ اَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ الْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ ثُمَّ الشُّهَدَاءُ .

৪৩১৩ সাঈদ ইব্‌ন মারওয়ান (র)...... উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর লোক শাফা'আত করবেন : নবীগণ পরে আলিমগণ এরপর শহীদগণ।

٤٣١٤ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّقِّيُّ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ عَقِيْلٍ عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كُنْتُ اِمَامَ النَّبِيِّيْنَ وَخَطِيْبَهُمْ وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ غَيْرَ فَخْرٍ .

৪৩১৪ ইসমাঈল ইব্‌ন আবদুল্লাহ রাক্কী (র).... তুফায়ল ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন কা'ব-এর পিতা (রা) বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যেদিন কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে, সেদিন আমি নবীগণের ইমাম হবো এবং তাদের পক্ষ থেকে খতীব নির্বাচিত হবো, সর্বোপরি তাদের শাফা'আতকারী হবো। এতে কোন গর্ব নেই।

٤٣١٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنْ اَبِىْ رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيَخْرُجَنَّ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَتِىْ يُسَمَّوْنَ الْجَهَنَّمِيِّيْنَ .

৪৩১৫ মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)..... ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার শাফা'আতের বদৌলতে জাহান্নাম থেকে অনেক লোক পরিত্রাণ পাবে। যাদের জাহান্নামী বলা হবে।

٤٣١٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا وُهَيْبٌ ثَنَا خَالِدٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى الْجَدْعَاءِ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ اُمَّتِىْ اَكْثَرُ مِنْ بَنِىْ تَمِيْمٍ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ سِوَاكَ قَالَ سِوَاىَ قُلْتُ اَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَنَا سَمِعْتُهُ .

৪৩১৬ আবু বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ জাদ'আ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তিনি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছেন যে, (কিয়ামতের দিন) আমার একজন উম্মাতের শাফা'আত ক্রমে বনু

তামীম গোত্রের লোকজনের চাইতেও অধিক লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাঁরা (সাহাবা-ই-কিরাম) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! সেই ব্যক্তি কি আপনি ব্যতীত অন্য কেউ? তিনি বললেন ঃ আমি ব্যতীত। আমি (আবদুল্লাহ ইব্ন শাকীক (র) জিজ্ঞাসা করলাম ঃ আপনি (আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ জাদ'আ (রা) কি এই হাদীস রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন ঃ আমি তাঁর নিকট থেকেই শুনেছি।

৪৩১৭ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا ابْنُ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَ ابْنَ عَامِرٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ الْاَشْجَعِيَّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَدْرُوْنَ مَا خَيَّرَنِي رَبِّي اللَّيْلَةَ قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَانَّهُ خَيَّرَنِي بَيْنَ اَنْ يَّدْخُلَ نِصْفُ اُمَّتِي الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ يَجْعَلَنَا مِنْ اَهْلِهَا قَالَ هِيَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ .

৪৩১৭ হিশাম ইব্ন আম্মার (র).... আউফ ইব্ন মালিক আশজাই (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা কি জান, আমার রব আজ রাতে আমাকে কোন বিষয়ে ইখ্তিয়ার দান করেছেন? আমরা বললাম ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন ঃ তিনি (আল্লাহ) আমাকে এ মর্মে ইখ্তিয়ার দিয়েছেন যে, আমার উম্মাতের অর্ধেক জান্নাত প্রবেশ করবে। কিংবা তাদের নাজাতের জন্য শাফা'আতের অনুমতি। আমি শাফা'আতকে ইখ্তিয়ার করলাম। আমরা বললাম ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি আল্লাহ্র কাছে দু'আ করুন, যেন তিনি আমাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বললেন ঃ এ (শাফা'আত) প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কার্যকর হবে।

٣٨. بَابُ صِفَةِ النَّارِ

অনুচ্ছেদ ঃ জাহান্নামের বর্ণনা

৪৩১৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا اَبِيْ وَيَعْلَى قَالاَ ثَنَا اسْمَاعِيْلُ ابْنُ اَبِيْ خَالِدٍ عَنْ نُفَيْعٍ اَبِيْ دَاوُدَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ نَارَكُمْ هٰذِهِ جُزْءٌ مِّنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا مِّنْ نَارِ جَهَنَّمَ وَلَوْ لاَ اَنَّهَا اُطْفِئَتْ بِالْمَاءِ مَرَّتَيْنِ مَا انْتَفَعْتُمْ بِهَا وَاِنَّهَا لَتَدْعُو اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ لاَ يُعِيْدَهَا فِيْهَا .

৪৩১৮ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র)....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের দুনিয়ার এ আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের একভাগ (অর্থাৎ এখানের আগুনের চাইতে জাহান্নামের আগুন সত্তরগুণ বেশী উত্তাপ বিশিষ্ট)। যদি সে আগুনকে দু'বার পানি দ্বারা ঠান্ডা করা না হতো, তাহলে তোমরা এর থেকে ফায়দা নিতে পারতে না। এখন এ আগুন আল্লাহর দরিবারে দু'আ করছে যেন আবার তাকে জাহান্নামে ফিরিয়ে না নেওয়া হয়।

٤٣١٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اشْتَكَتِ النَّارُ اِلٰى رَبِّهَا فَقَالَتْ يَا رَبِّ اَكَلَ بَعْضِى بَعْضًا فَجَعَلَ لَهَا نَفَسَيْنِ نَفَسٌ فِى الشِّتَآءِ وَنَفَسٌ فِى الصَّيْفِ فَشِدَّةُ مَا تَجِدُوْنَ مِنَ الْبَرْدِ مِنْ زَمْهَرِيْرِهَا وَشِدَّةُ مَا تَجِدُوْنَ مِنَ الْحَرِّ مِنْ سَمُوْمِهَا .

৪৩১৯ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন শায়বা (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ জাহান্নাম তাঁর রবের কাছে অভিযোগ করে বলে হে আমার রব! আমার একাংশ অপরাংশকে ভক্ষণ করছে। তখন আল্লাহ তাকে দু'বার নিঃশ্বাস ফেলার নির্দেশ দেন--একটি শীত মৌসুমে, আরেকটি গ্রীষ্মে। সুতরাং দুনিয়াতে যে ঠান্ডা অনুভব করছো, তা জাহান্নামের যামহারীর তবকার (হিমস্তরের) নিঃশ্বাস এবং যে প্রচণ্ড গরম অনুভব করছো, তা জাহান্নামের আগুনের উষ্ণতার ফলশ্রুতি।

٤٣٢٠ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِىُّ ثَنَا يَحْيٰى بْنُ اَبِى بُكَيْرٍ ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اُوْقِدَتِ النَّارُ اَلْفَ سَنَةٍ فَابْيَضَّتْ ثُمَّ اُوْقِدَتْ اَلْفَ سَنَةٍ فَاحْمَرَّتْ ثُمَّ اُوْقِدَتْ اَلْفَ سَنَةٍ فَاسْتَوَدَّتْ فَهِىَ سَوْدَآءُ كَاللَّيْلِ الْمُظْلِمِ .

৪৩২০ আব্বাস ইব্‌ন মুহাম্মাদ দূরী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জাহান্নামের আগুন হাযার বছর উত্তপ্ত করার পর তা সাদা রং ধারণ করে। পরে তা হাযার বছর প্রজ্জ্বলিত করায় লাল রং ধারণ করে। তারপর হাযার বছর প্রজ্জ্বলিত রাখার পর তা কালবর্ণ রূপ ধারণ করে। এখন তা অন্ধকার রাতের মত কাল।

٤٣٢١ حَدَّثَنَا الْخَلِيْلُ بْنُ عَمْرٍو ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِىُّ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ اِسْحَاقَ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُؤْتٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِاَنْعَمِ اَهْلِ الدُّنْيَا مِنَ الْكُفَّارِ فَيُقَالُ اغْمِسُوْهُ فِى النَّارِ غَمْسَةً فَيُغْمَسُ فِيْهَا ثُمَّ يُقَالُ لَهُ اَىْ فُلَانُ هَلْ اَصَابَكَ نَعِيْمٌ قَطُّ فَيَقُوْلُ لَا مَا اَصَابَنِىْ نَعِيْمٌ قَطُّ وَيُؤْتٰى بِاَشَدِّ الْمُؤْمِنِيْنَ ضُرًّا وَبَلَاءً فَيُقَالُ اغْمِسُوْهُ غَمْسَةً فِى الْجَنَّةِ فَيُغْمَسُ فِيْهَا غَمْسَةً فَيُقَالُ لَهُ اَىْ فُلَانُ هَلْ اَصَابَكَ ضُرٌّ قَطُّ اَوْ بَلَاءٌ فَيَقُوْلُ مَا اَصَابَنِىْ قَطُّ ضُرٌّ وَّلَا بَلَاءٌ .

৪৩২১ খলীল ইব্‌ন আম্‌র (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন কাফিরদের মধ্য হতে এমন এক ব্যক্তিকে হাযির করা হবে, যে দুনিয়াতে জৌলুসপূর্ণ জীবন কাটিয়েছে। তখন বলা হবে ঃ তোমরা (ফেরেশতারা) একে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর। তখন তাকে জাহান্নামের গর্তে নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে হে অমুক।! তুমি কি কখনো শান্তির মুখ দেখেছো? সে বলবে ঃ না, আমি কখনো সুখের ছোঁয়া পাইনি। অতঃপর কিয়ামতের দিনে ঈমানদারদের মধ্য হতে এমন একজনকে হাযির করা হবে, যে দুনিয়াতে দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদে জীবন যাপন করেছিল। তখন বলা হবে ঃ একে জান্নাত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাও। তখন তাকে জান্নাত ঘুরিয়ে দেখানো হবে। এরপর তাকে বলা হবে ঃ হে অমুক! তোমাকে কি কখনো দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদ স্পর্শ করেছে? তখন সে বলবে ঃ আমি কখনো দুঃখ-কষ্টে পতিত হইনি।

٤٣٢٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ثَنَا عِيْسَى بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الْكَافِرَ لَيَعْظُمُ حَتّٰى اِنَّ ضِرْسَهُ لاَعْظَمُ مِنْ اُحُدٍ وَفَضِيْلَةُ جَسَدِهِ عَلٰى ضِرْسِهِ كَفَضِيْلَةِ جَسَدِ اَحَدِكُمْ عَلٰى ضِرْسِهِ .

৪৩২২ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কাফিরের শরীর অস্বাভাবিক মোটাতাজা হবে, এমনকি তার একেকটি দাঁত উহুদ পর্বতের চাইতেও বড় হবে। অতঃপর তার সারা দেহ দাঁতের তুলনায় এমন প্রশস্ততর ও বিরাটাকায় হবে, যেমন (দুনিয়াতে) তোমাদের দাঁতের তুলনায় তার দেহ হয়ে থাকে।

٤٣٢٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ دَاوُدَ ابْنِ اَبِىْ هِنْدٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ اَبِىْ بُرْدَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَدَخَلَ عَلَيْنَا الْحَارِثُ بْنُ اُقَيْشٍ فَحَدَّثَنَا الْحَارِثُ لَيْلَتَئِذٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ مِنْ اُمَّتِىْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ اَكْثَرُ مِنْ مُضَرَ وَاِنَّ مِنْ اُمَّتِىْ مَنْ يَعْظُمُ لِلنَّارِ حَتّٰى يَكُوْنَ اَحَدَ زَوَايَاهَا .

৪৩২৩ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমি আবূ বুরদাহ (রা)-এর কাছে ছিলাম। এ সময় হারিস ইব্‌ন উকায়শ (রা) আমাদের নিকটে আসেন। তখন তিনি আমাদের কাছে এ মর্মে হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের মাঝে কোন ব্যক্তি এমন হবে, যার শাফা'আতে মুদার গোত্রের লোকদের চাইতেও অধিক লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে। পক্ষান্তরে আমার উম্মাতের মধ্য থেকে এমন এক ব্যক্তিও হবে, যে জাহান্নামের জন্য মোটাতাজা হবে, এমন কি জাহান্নামের এক কোণা পরিপূর্ণ হবে।

٤٣٢٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ يَزِيْدَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُرْسَلُ الْبُكَاءُ عَلٰى اَهْلِ النَّارِ فَيَبْكُوْنَ حَتّٰى يَنْقَطِعَ الدُّمُوْعُ ثُمَّ يَبْكُوْنَ الدَّمَ حَتّٰى يَصِيْرَ فِيْ وُجُوْهِهِمْ كَهَيْئَةِ الْاُخْدُوْدِ لَوْ اُرْسِلَتْ فِيْهِ السُّفُنُ لَجَرَتْ .

৪৩২৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমায়র (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ জাহান্নামীদের জন্য প্রেরিত হবে কেবল কান্না আর কান্না। তারা কাঁদতে থাকবে, অবশেষে তাদের চোখের পানি বন্ধ হয়ে যাবে। পরে চোখ দিয়ে ঝরতে থাকবে রক্তাশ্রু, এমনকি তাদের চেহারায় নালার মত ক্ষতের চিহ্ন পড়ে যাবে (অর্থাৎ পানি ও রক্ত ঝরতে ঝরতে চেহারায় গর্তের সৃষ্টি হবে)। যদি সেথায় নৌযান চালু করা হয়, তাহলে তা চলতে পারবে।

٤٣٢٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَرَاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ» وَلَوْ اَنَّ قَطْرَةً مِنَ الزَّقُّوْمِ قُطِرَتْ فِى الْاَرْضِ لَاَفْسَدَتْ عَلٰى اَهْلِ الدُّنْيَا مَعِيْشَتَهُمْ فَكَيْفَ بِمَنْ لَيْسَ لَهُ طَعَامٌ غَيْرُهُ .

৪৩২৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ এ আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ

"হে মু'মিনগণ। তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর এবং তোমরা আত্মসমর্পণকারী না হয়ে কোন অবস্থায় মরো না"। (৩ ঃ ১০২)। (তিনি বললেন) যদি এক ফোটা যাক্কুম যমীনে পড়তো, তবে তা সারা বিশ্বের অধিবাসীদের জীবন নষ্ট করে ফেলত। সুতরাং সে সব লোকদের পরিণতি কতই না ভয়াবহ হবে, যাদের যাক্কুম[১] ব্যতীত আর কোন খাদ্য থাকবে না।

٤٣٢٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ الْوَاسِطِىُّ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِىُّ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ ابْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَاْكُلُ النَّارُ ابْنَ اٰدَمَ اِلَّا اَثَرَ السُّجُوْدِ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ اَنْ تَاْكُلَ اَثَرَ السُّجُوْدِ .

১. যাক্কুম এক ধরনের আঠাযুক্ত বৃক্ষ। খাওয়ার সাথে সাথে কণ্ঠনালীতে আটকে যাবে। নীচেও নামবে না, বেরও করা যাবে না। গলিত তামার ন্যায় এবং ফুটন্ত পানির ন্যায় তা পাপীদের উদরে ফুটতে থাকবে।

৪৩২৬ মুহাম্মদ ইব্ন উবাদা ওয়াসিতী (র)......আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জাহান্নামের আগুন সিজ্দার চিহ্নসমূহ ব্যতীত আদম সন্তানের সারা শরীর ভক্ষণ করবে। আল্লাহ তা'আলা সিজ্দার চিহ্নসমূহ জাহান্নামের আগুনের জন্য খাওয়া হারাম করেছেন।

٤٣٢٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُؤْتٰى بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُوْقَفُ عَلَى الصِّرَاطِ فَيُقَالُ يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَطَّلِعُوْنَ خَائِفِيْنَ وَجِلِيْنَ اَنْ يُّخْرَجُوْا مِنْ مَكَانِهِمُ الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ ثُمَّ يُقَالُ يَا اَهْلَ النَّارِ فَيَطَّلِعُوْنَ مُسْتَبْشِرِيْنَ فَرِحِيْنَ اَنْ يُّخْرَجُوْا مِنْ مَكَانِهِمُ الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ فَيُقَالُ هَلْ تَعْرِفُوْنَ هٰذَا قَالُوْا نَعَمْ هٰذَا الْمَوْتُ قَالَ فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيُذْبَحُ عَلَى الصِّرَاطِ ثُمَّ يُقَالُ لِلْفَرِيْقَيْنِ كِلاَهُمَا خُلُوْدٌ فِيْمَا تَجِدُوْنَ لاَ مَوْتَ فِيْهَا اَبَدًا .

৪৩২৭ আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন মৃত্যুকে হাযির করা হবে। এরপর বলা হবে ঃ হে জাহান্নামীরা। এ শুনে তারা খুশিতে ডগমগিয়ে উঁকি মোরে দেখবে এ ধারণা করে যে, তাদেরকে তাদের আবাসস্থল থেকে বের করা হবে। তখন (সমবেত জান্নাতী ও জাহান্নামী সকলকে) বলা হবে ঃ তোমরা কি একে (মৃত্যু) চিন? তারা বলবে ঃ হ্যাঁ এতো 'মৃত্যু'। রাবী বলেন ঃ তখন তার ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হবে, ফলে তাকে পুলসিরাতের উপর যবাই করা হবে। তারপর উভয় পক্ষকে জানিয়ে দেওয়া হবে, এ বার তোমরা আপন আপন আবাসস্থলে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান কর। এখানে আর কখনো মৃত্যু নেই।

٣٩. بَابُ صِفَةِ الْجَنَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জান্নাতের বর্ণনা

٤٣٢٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَعْدَدْتُ لِعِبَادِىَ الصَّالِحِيْنَ مَا لاَ عَيْنٌ رَاَتْ وَلاَ اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَمِنْ بَلْهَ مَا قَدْ اَطْلَعَكُمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اقْرَاُوْا اِنْ شِئْتُمْ « فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُخْفِىَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَاءًبِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ » قَالَ وَكَانَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ يَقْرَؤُهَا مِنْ قُرَّاتِ اَعْيُنٍ .

৪৩২৮ আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ বলেন ঃ "আমি আমার নেক্কার বান্দাদের জন্য এমন সব নি'আমত ও বিলাস-ব্যসনের সামগ্রী তৈরি করে রেখেছি, যা কোন চোখ কখনো দেখেনি, কোন কোন কখনো শুনেনি, এমনকি কোন মানুষের অন্তরে তার ধারণারও কোন দিন উদ্রেক হয়নি"।

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, সে সব ভোগ-বিলাসের উপকরণাদির কথা বাদ দাও, যেগুলো আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কাছে স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন (অর্থাৎ বর্ণনাতীত ভোগ্যসামগ্রী মজুদ রয়েছে)। যদি তোমরা কৌতুহলবশত জানতে চাও, তাহলে এ আয়াত তিলাওয়াত কর ঃ

فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِىَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَآءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

"কেউ জানে না তাদের জন্য নয়ন--প্রীতিকর কী লুকিয়ে রাখা হয়েছে, তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ"। (৩২ ঃ ১৭)।

٤٣٢٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَشِبْرٌ فِى الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الْاَرْضِ وَمَا عَلَيْهَا اَلدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا .

৪৩২৯ আবূ বাক্‌র ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জান্নাতের এক বিঘৎ (অর্ধহাত) পরিমাণ স্থান সমগ্র পৃথিবী এবং এর মাঝে যা কিছু আছে তা থেকে উত্তম।

٤٣٣٠ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُوْرٍ ثَنَا اَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَوْضِعُ سَوْطٍ فِى الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا

৪৩৩০ হিশাম ইব্ন আম্মার (র)...... সাহল সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ জান্নাতের একটা কোড়া রাখার পরিমাণ জায়গা পৃথিবী এবং এর মাঝে যা আছে তা থেকে উত্তম।

٤٣٣١ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْجَنَّةُ مِائَةُ دَرَجَةٍ كُلُّ دَرَجَةٍ مِنْهَا مَا بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَاِنَّ اَعْلاَهَا الْفِرْدَوْسُ وَاِنَّ اَوْسَطَهَا الْفِرْدَوْسُ وَاِنَّ الْعَرْشَ عَلَى الْفِرْدَوْسِ مِنْهَا تُفَجَّرُ اَنْهَارُ الْجَنَّةِ فَاِذَا مَا سَاَلْتُمُ اللّٰهَ فَسَلُوْهُ الْفِرْدَوْسَ .

৪৩৩১ সুওয়ায়দ ইব্ন সাঈদ (র)..... মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি ঃ জান্নাতের একশ স্তর রয়েছে। এক স্তর থেকে অপর স্তরের ব্যবধান আসমান-যমীনের দূরত্বের সমান। নিশ্চয় এর শীর্ষস্তরে রয়েছে ফিরদাউস এবং এর মধ্যবর্তী স্তরও ফিরদাউস। আর আরশও ফিরদাউসের উপর অবস্থিত। এখান থেকে জান্নাতের ঝরণাসমূহ প্রবাহিত। তাই যখন তোমরা আল্লাহর কাছে (জান্নাত) চাইবে, তখন তাঁর কাছে ফিরদাউস জান্নাত চাইবে।

٤٣٣٢ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ مُهَاجِرٍ الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ الْمَعَافِرِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ لاَصْحَابِهِ اَلاَ مُشَمِّرٌ لِلْجَنَّةِ فَانَّ الْجَنَّةَ لاَ خَطَرَ لَهَا هِيَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ نُوْرٌ يَتَلاْلاُ وَرَيْحَانَةٌ تَهْتَزُّ وَقَصْرٌ مَشِيْدٌ وَنَهَرٌ مُطَّرِدٌ وَفَاكِهَةٌ كَثِيْرَةٌ نَضِيْجَةٌ وَزَوْجَةٌ حَسْنَاءُ جَمِيْلَةٌ وَحُلَلٌ كَثِيْرَةٌ فِيْ مَقَامٍ اَبَدًا فِيْ حَبْرَةٍ وَنَضْرَةٍ فِيْ دُوْرٍ عَالِيَةٍ سَلِيْمَةٍ بَهِيَّةٍ قَالُوْا نَحْنُ الْمُشَمِّرُوْنَ لَهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ قُوْلُوْا اِنْ شَآءَ اللّٰهُ ثُمَّ ذَكَرَ الْجِهَادَ وَحَضَّ عَلَيْهِ .

৪৩৩২ আব্বাস ইব্ন উসমান দিমাশ্কী (র)...... উসামা ইব্ন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার তাঁর সাহাবীদের লক্ষ্য করে বলেছেন ঃ আছে কি কেউ জান্নাতের জন্য কোমর বেঁধে কর্ম সম্পাদনকারী? কেননা, জান্নাতের উপমা সদৃশ কোন জিনিস নেই। কা'বার রব অর্থাৎ আল্লাহ্র শপথ এ (জান্নাত) তো ঝলমলে আলো, বিচ্ছুরিত সুগন্ধি, সুরম্য প্রাসাদ, প্রবাহমান স্রোতস্বিনী, সুমিষ্ট অসংখ্য ফলমূল, সুন্দরী-সুশ্রী স্ত্রী, বহু অলংকারে বিমন্ডিত, চিরস্থায়ী স্থান, সবুজ শ্যামলিমায় পরিপূর্ণ নিয়ামতে। আরও রয়েছে গগনচুম্বী নিরাপদ প্রাণস্পর্শী প্রাসাদ। তাঁরা (সাহাবারা) বললেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা এই জান্নাতের জন্য কোমর বাঁধলাম। তিনি বললেন ঃ তোমরা বল ঃ 'ইনশাল্লাহ'। এরপর তিনি জিহাদ সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং এর প্রতি উৎসাহ প্রদান করেন।

٤٣٣٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِيْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ عَلَى ضَوْءِ اَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَآءِ اِضَاءَةً لاَ يَبُوْلُوْنَ وَلاَ يَتَغَوَّطُوْنَ وَلاَ يَمْتَخِطُوْنَ وَلاَ يَتْفُلُوْنَ اَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ وَمَجَامِرُهُمُ الْاَلُوَّةُ اَزْوَاجُهُمُ الْحُوْرُ الْعِيْنُ اَخْلاَقُهُمْ عَلَى خُلُقِ رَجُلٍ وَّاحِدٍ عَلَى صُوْرَةِ اَبِيْهِمْ آدَمَ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا .

حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ مِثْلَ حَدِيْثِ ابْنِ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ .

৪৩৩৩ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ জান্নাতের প্রবেশকারী প্রথম দল পূর্ণিমার রাতের পূর্ণচন্দ্রের মত আলো ঝলমলে চেহারা বিশিষ্ট হবে। তাদের পরবর্তী দলের লোকেরা হবে উজ্জ্বল আকাশের স্পষ্ট তারকারাজির মত উজ্জ্বলতর। তারা (জান্নাতীরা) পেশাব করবে না, পায়খানাও করবে না, এমনকি নাকও ঝাড়বে না এবং থুথুও ফেলবে না। তাদের চিরুণী হবে সোনার তৈরি, তাদের শরীর থেকে নির্গত ঘাম হবে মিশ্‌কের ন্যায় সুগন্ধযুক্ত, তাদের ধূপাধার হবে সুগন্ধি বিশিষ্ট। তাদের স্ত্রীগণ হবে আয়তলোচনা হুরবালা। তাদের আখ্‌লাক হবে একই ব্যক্তির আচরণের মত, তারা তাদের পিতা আদম (আ)-এর আকৃতিতে ষাট হাত (গজ) লম্বা হবেন।

আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)....আবূ হুরায়রা (রা), উমারা (র) থেকে ইব্‌ন ফুযায়ল (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٣٣٤ حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ وَعَلِىُّ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالُوْا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْكَوْثَرُ نَهَرٌ فِى الْجَنَّةِ حَافَتَاهُ مِنْ ذَهَبٍ مَجْرَاهُ عَلَى الْيَاقُوْتِ وَالدُّرِّ تُرْبَتُهُ اَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ وَمَاؤُهُ اَحْلٰى مِنَ الْعَسَلِ وَاَشَدُّ بَيَاضًا مِّنَ الثَّلْجِ .

৪৩৩৪ ওয়াসিল ইব্‌ন আবদুল আ'লা আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাঈদ ও আলী ইব্‌ন মুনযির (র)...... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কাওসার জান্নাতের একটি ঝরণা। তার উভয় তীর স্বর্ণপাতে মোড়ানো, এর পানি প্রবাহিত হবে ইয়াকূত ও মোতির উপর দিয়ে। তার মাটি মিশক আম্বরের চাইতেও সুগন্ধিযুক্ত। পানি মধুর চাইতে সুমিষ্টতর এবং বরফের চাইতেও ধবধবে সাদা।

٤٣٣٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ عُمَرَ الضَّرِيْرُ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِىْ ظِلِّهَا مِائَةَ سَنَةٍ وَلاَ يَقْطَعُهَا وَاقْرَاُوْا اِنْ شِئْتُمْ « وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ » .

৪৩৩৫ আবূ উমার দারীর (র)....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ জান্নাত (তুবা নামক) একটি বৃক্ষ আছে। এই বৃক্ষের ছায়ায় ঘোড় সাওয়ার একশত বছর পর্যন্ত ভ্রমণ করতে পারবে কিন্তু বৃক্ষের ছায়ার সীমারেখা শেষ হবে না। অতঃপর তিনি বলেন ঃ তোমরা চাইলে এ আয়াত তিলাওয়াত করতে পার ঃ « ظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ » অর্থাৎ বিস্তৃত ছায়া।

٤٣٣٦ **حَدَّثَنَا** هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ حَبِيْبِ بْنِ اَبِى الْعِشْرِيْنَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَمْرٍو الْاَوْزَاعِىُّ حَدَّثَنِى حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّهُ لَقِىَ اَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَسْاَلُ اللّٰهَ اَنْ يَّجْمَعَ بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ فِىْ سُوْقِ الْجَنَّةِ قَالَ سَعِيْدٌ اَوَفِيْهَا سُوْقٌ قَالَ نَعَمْ اَخْبَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ اَهْلَ الْجَنَّةِ اِذَا دَخَلُوْهَا نَزَلُوْا فِيْهَا بِفَضْلِ اَعْمَالِهِمْ فَيُؤْذَنُ لَهُمْ فِىْ مِقْدَارِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ اَيَّامِ الدُّنْيَا فَيَزُوْرُوْنَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيُبْرِزُ لَهُمْ عَرْشَهُ وَيَتَبَدّٰى لَهُمْ فِىْ رَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ فَتُوْضَعُ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُوْرٍ وَمَنَابِرُ مِنْ لُؤْلُؤٍ وَمَنَابِرُ مِنْ يَاقُوْتٍ وَمَنَابِرُ مِنْ زَبَرْجَدٍ وَمَنَابِرُ مِنْ ذَهَبٍ وَمَنَابِرُ مِنْ فِضَّةٍ وَيَجْلِسُ اَدْنَاهُمْ وَمَا فِيْهِمْ دَنِىٌّ عَلٰى كُثْبَانِ الْمِسْكِ وَالْكَافُوْرِ مَا يُرَوْنَ اَنَّ اَصْحَابَ الْكَرَاسِىِّ بِاَفْضَلَ مِنْهُمْ مَجْلِسًا قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ نَرٰى رَبَّنَا قَالَ نَعَمْ هَلْ تَتَمَارَوْنَ فِىْ رُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قُلْنَا لاَ قَالَ كَذٰلِكَ لاَ تَتَمَارَوْنَ فِىْ رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ يَبْقٰى فِىْ ذٰلِكَ الْمَجْلِسِ اَحَدٌ اِلاَّ حَاضَرَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مُحَاضَرَةً حَتّٰى اِنَّهُ يَقُوْلُ لِلرَّجُلِ مِنْكُمْ اَلاَ تَذْكُرُ يَا فُلاَنُ يَوْمَ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا يُذَكِّرُهُ بَعْضَ غَدَرَاتِهِ فِى الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ اَفَلَمْ تَغْفِرْ لِىْ فَيَقُوْلُ بَلٰى فَبِسَعَةِ مَغْفِرَتِىْ بَلَغْتَ مَنْزِلَتَكَ هٰذِهِ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذٰلِكَ غَشِيَتْهُمْ سَحَابَةٌ مِنْ فَوْقِهِمْ فَاَمْطَرَتْ عَلَيْهِمْ طِيْبًا لَمْ يَجِدُوْا مِثْلَ رِيْحِهِ شَيْئًا قَطُّ ثُمَّ يَقُوْلُ قُوْمُوْا اِلٰى مَا اَعْدَدْتُ لَكُمْ مِنَ الْكَرَامَةِ فَخُذُوْا مَا اشْتَهَيْتُمْ قَالَ فَنَاْتِىْ سُوْقًا قَدْ حُفَّتْ بِهِ الْمَلاَئِكَةُ فِيْهِ مَا لَمْ تَنْظُرِ الْعُيُوْنُ اِلٰى مِثْلِهِ وَلَمْ تَسْمَعِ الْاٰذَانُ وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى الْقُلُوْبِ قَالَ فَيُحْمَلُ لَنَا مَا اشْتَهَيْنَا لَيْسَ يُبَاعُ فِيْهِ شَىْءٌ وَلاَ يُشْتَرٰى وَفِىْ ذٰلِكَ السُّوْقِ يَلْقٰى اَهْلُ الْجَنَّةِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَيُقْبِلُ الرَّجُلُ ذُو الْمَنْزِلَةِ الْمُرْتَفِعَةِ فَيَلْقٰى مَنْ هُوَ دُوْنَهُ وَمَا فِيْهِمْ دَنِىٌّ فَيَرُوْعُهُ مَا يَرٰى عَلَيْهِ مِنَ اللِّبَاسِ فَمَا يَنْقَضِىْ اٰخِرُ حَدِيْثِهِ حَتّٰى يَتَمَثَّلَ لَهُ عَلَيْهِ اَحْسَنُ مِنْهُ وَذٰلِكَ اَنَّهُ لاَ يَنْبَغِىْ لِاَحَدٍ اَنْ يَّحْزَنَ فِيْهَا قَالَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ اِلٰى مَنَازِلِنَا فَتَتَلَقَّانَا اَزْوَاجُنَا فَيَقُلْنَ مَرْحَبًا وَاَهْلاً

لَقَدْ جِئْتَ وَاِنَّ بِكَ مِنَ الْجَمَالِ وَالطِّيْبِ اَفْضَلَ مِمَّا فَارَقْتَنَا عَلَيْهِ فَنَقُوْلُ اِنَّا جَلَسْنَا الْيَوْمَ رَبَّنَا الْجَبَّارَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَحِقُّنَا اَنْ نَنْقَلِبَ بِمِثْلِ مَا انْقَلَبْنَا .

৪৩৩৬ হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র)..... সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি একবার আবূ হুরায়রা (রা) -এর সাথে সাক্ষৎ করেন। তখন আবূ হুরায়রা (রা) বললেন : আমি আল্লাহর দরগাহে মুনাজাত করছি, তিনি যেন আমাকেও তোমাকে জান্নাতের বাজারে একত্রিত করেন। সাঈদ (র) বললেন : সেখানে কি থাকবে ? তিনি বললেন : হাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে জানিয়েছেন যে, জান্নাতীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন তাদের নেক আমল অনুসারে তারা সেখানে মর্যাদা লাভ করবে। এরপর তাদের পৃথিবীর দিন অনুসারে জুমু'আর দিবসের পরিমাণ সময়ের জন্য আল্লাহ তা'আলার (দীদার লাভের) অনুমতি দেওয়া হবে। তখন তারা মহান আল্লাহকে দেখতে পাবে এবং তিনি তাদের জন্য তাঁর আরশ উম্মুক্ত করে দেবেন। এবং তিনি জান্নাতের বাগানগুলির মাঝে একটি বাগনে তাদের সামনে উদ্ভাসিত হবেন। জান্নাতীদের জন্য নূরের মিম্বারসমূহ সুসজ্জিত করে রাখা হবে, আর রাখা হবে হিরে, মোতি, পান্না, সোনা ও রূপার তৈরী আসন সমূহ। জান্নাতীদের কম মর্যাদার লোকেরা বসবে, (অথচ তাদের মানে কোন কম মর্যাদার লোক থাকবে না), কস্তুরী সুবাসিত ও কাফূর মিশ্রিত টিলার উপরে। চেয়ারে উপবিষ্ট জান্নাতীদের মর্যাদার দিক দিয়ে তাদের চেয় অধিক মর্যাদাবান বলে অনুভূত হবে না।

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি বললাম : হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা কি আমাদের রবকে দেখতে পাব? তিনি বললেন : হাঁ। তোমরা কি সূর্য ও পূর্ণিমার রাতে চাঁদ দেখার ব্যাপারে সন্দীহান হয়ে এর অপরের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হও ? আমরা বললাম : না। তিনি বললেন : এভাবেই তোমরা তোমাদের মহান রবকে দেখার ব্যাপারে সন্দীহান হয়ে পরস্পর জগড়ায় লিপ্ত হবে না। যে মজলিসে এমন কোন লোক অবশিষ্ট থাকবে না, যার সামনে মহান আল্লাহ উদ্ভাসিত না হবেন (অর্থাৎ সবাই তাঁকে দেখতে পাবে)। এমনকি তিনি তোমাদের এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করবেন : হে অমুক! তোমার কি মনে আছে, অমুক দিন তুমি এই-এই কাজ করেছিলে ? তাকে তার দুনিয়ার জীবনে কৃত কতিপয় গুনাহের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হবে। তখন সে বলবে : হে আমার রব! তুমি কি আমার (পাপরাশি) ক্ষমা করে দাওনি ? তিনি বলবেন : হাঁ, তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। আমার ক্ষমার ব্যাপক বিস্তৃতির বদৌলতে তুমি এ মর্যাদায় সমাসীন হতে পেরেছ। তারা এ অবস্থায় থাকবে, ইত্যবসরে তাদের উপর থেকে একখন্ড মেঘ তাদের ঢেকে ফেলবে। তা থেকে এমন সুগন্ধিযুক্ত বৃষ্টি বর্ষণ হবে, যে ধরনের সুরভিত সুবাস এর আগে তারা কখনো পায়নি। অতঃপর তিনি বলবেন (হে জান্নাতীরা)। তোমাদের জন্য যে ব নিয়ামত আমি তৈরী করে রেখেছি সে দিকে এসো এবং তোমরা যা ইচ্ছা কর তা গ্রহণ কর। (রাবী বলেন) তারপরে আমরা (জান্নাতীরা) ফিরিশ্‌তা পরিবেষ্টিত একটি বাজারে যাব। সেই বাজারে এমন সব দ্রব্য সম্ভার রয়েছে যার দৃষ্টান্ত চক্ষুসমূহ কখনো দেখেনি, কান সমূহ শুনেনি, সর্বোপরি সে সম্পর্কে অন্তরে কল্পনার ও উদ্রেক হয়নি। (রাবী বলেন), আমরা যা চাইবো তাই আমাদের জন্য সরবরাহ করা হবে। এখানে কান জিনিস বেচা-কিনা হবে না। এই বাজারে সব জান্নাতীরা সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হবে। এরপর একজন উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন জান্নাতী এগিয়ে আসবে এবং সেন তার চাইতে অপেক্ষাকৃত কমমর্যাদা সম্পন্ন জান্নাতীর সংগে সাক্ষাত করবে। (অথচ সেখানকার কেউ-ই কম মর্যাদার হবে না)। উঁচুমর্যাদা সম্পন্ন জান্নাতী কমমর্যাদা সম্পন্ন জান্নাতীর পোষাক, বিব্রত করে তুলবে। এ অবস্থা শেষ হত না

হতেই তাঁর পরিধানে যে বস্ত্র ছিল তা উন্নতমানের রূপ প্রৱিগ্রহ করবে। তা এজন্য যে, সেখানে কারো জন্য চিন্তা ভাবনায় পতিত হওয়া শোভনীয় নয়।

রাবী বলেন ঃ এরপর আমরা নিজনিজ বাসস্থানে ফিরে যাবো এবং আমাদের সহধর্মীনিরা আমাদের সাথে মিলিত হবে। তখন তারা বলতে থাকবে ঃ মারহাবান ওয়া আহলান্, (অর্থাৎ স্বাগতম, সাদর আমন্ত্রণ)। তুমি তো এমন অবস্থায় ফিরে এসেছো যে, তোমার সৌন্দর্য ও সুগন্ধি পূর্বের চাইতে বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। তখন আমরা বলবো ঃ আজ আমরা আমাদের মহিমান্বিত মহান রবের সান্নিধ্যে বসে ধন্য হয়ে এসছি। এ সুবাধে যতটা সৌন্দর্য ও সুরভিত হওয়া সমীচীন (ততটা হতে পেরেছি) এবং আমরা যেভাবে ফিরে এসেছি, এভাবে ফিরে আসাই আমাদের জন্য যথাযথ।

৪৩৩৭ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ الْاَزْرَقُ اَبُوْ مَرْوَانَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيْدَ ابْنِ اَبِى مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ اَحَدٍ يُدْخِلُهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ اِلاَّ زَوَّجَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ زَوْجَةً ثِنْتَيْنِ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِنْ مِيْرَاثِهِ مِنْ اَهْلِ النَّارِ مَا مِنْهُنَّ وَاحِدَةٌ اِلاَّ وَلَهَا قُبُلٌ شَهِيٌّ وَلَهُ ذَكَرٌ لاَ يَنْثَنِى قَالَ هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ مِنْ مِيْرَاثِهِ مِنْ اَهْلِ النَّارِ يَعْنِى رِجَالاً دَخَلُوا النَّارَ فَوَرِثَ اَهْلُ الْجَنَّةِ نِسَآءَهُمْ كَمَا وُرِثَتِ امْرَاَةُ فِرْعَوْنَ .

৪৩৩৭ হিশাম ইব্ন খালিদ আযদাক আবূ মারওয়ান দিমাশ্কী (র)...... আবূ উমামাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ যাকে জান্নাতে দাখিল করাবেন, তাদের প্রত্যেককেই ৭২ জন স্ত্রীর সংগে বিবাহ করিয়ে দেবেন। তন্মধ্যে দু'জন হবে আয়তলোচনা হুর এবং অবশিষ্ট ৭০ জন হবে জাহান্নামীদের থেকে ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্ত। তাদের প্রত্যেকের লজ্জাস্থান হবে অত্যন্ত সৌষ্ঠব এবং তার পুরুষাংগ হবে অত্যন্ত সুদৃঢ় মযবুত যা কখনো টলবে না।

হিশাম ইব্ন খালিদ (র) বলেন ঃ জাহান্নামীদের থেকে স্ত্রী বুঝাতে সে সব পবিত্রা নারীদের বুঝাবে, যাদের স্বামীরা জাহান্নামে নিক্ষপ্ত হয়েছে এবং স্ত্রীরা ঈমানদার হিসেবে জান্নাতের অধিবাসী হয়েছে, যেমন ফির'আউনের স্ত্রী আছিয়াহ (র)। (ফিরা'আউন জাহান্নামী আর আছিয়াহ্ (র) জান্নাতী। কেননা সে ঈমানাদার ছিল)

৪৩৩৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ثَنَا اَبِىْ عَنْ عَامِرٍ الْاَحْوَلِ عَنْ اَبِى الصِّدِّيْقِ النَّاجِى عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُؤْمِنُ اِذَا اشْتَهَى الْوَلَدَ فِى الْجَنَّةِ كَانَ حَمْلُهُ وَوَضْعُهُ وَسِنُّهُ فِى سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا يَشْتَهِى .

৪৩৩৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মু'মিন ব্যক্তি যখন জান্নাতে সন্তান-সন্ততি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে, তখন তাঁর আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী তার গর্ভধারণ ও গর্ভ খালাস এক মুহূর্তের মধ্যে সম্পন্ন হবে।

٤٣٣٩ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّى لاَعْلَمُ اٰخِرَ اَهْلِ النَّارِ خُرُوْجًا مِنْهَا وَاٰخِرَ اَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُوْلاً الْجَنَّةَ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ حَبْوًا فَيُقَالُ لَهُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَاْتِيْهَا فَيُخَيَّلُ اِلَيْهِ اَنَّهَا مَلاَى فَيَرْجِعُ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلاَى فَيَقُوْلُ اللّٰهُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَاْتِيْهَا فَيُخَيَّلُ اِلَيْهِ اَنَّهَا مَلاَى فَيَرْجِعُ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلاَى فَقُوْلُ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَاْتِيْهَا فَيُخَيَّلُ اِلَيْهِ اَنَّهَا مَلاَى فَيَرْجِعُ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ اَنَّهَا مَلاَى فَيَقُوْلُ اللّٰهُ اِذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَاِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةَ اَمْثَالِهَا اَوْ اِنَّ لَكَ مِثْلَ عَشَرَةِ اَمْثَالِ الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ اَتَسْخَرُ بِىْ اَوْ اَتَضْحَكُ بِىْ وَاَنْتَ الْمَلِكُ قَالَ فَلَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ضَحِكَ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فَكَانَ يُقَالُ هٰذَا اَدْنَى اَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلاً .

৪৩৩৯ উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জাহান্নাম হতে (নির্ধারিত শাস্তিভোগের পর) সব শেষে বেরিয়ে আসবে এবং সবার শেষে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আমি তাকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ কর। তখন সে সেখানে উপস্থিত হওয়ার পর তার মনে হবে, জান্নাত তো পরিপূর্ণ। সে ফিরে আসবে এবং বলবে ঃ হে আমার রব। জান্নাত তো পরিপুর্ণ। এভাবে তিনবার জান্নাতী যাবে ও ফিরে এসে একই কথা বলবে তখন আল্লাহ বলবেনঃ তুমি যাও এবং জান্নাতে প্রবেশ কর। তোমার জন্য রয়েছে দুনিয়া এবং দশ দুনিয়া সমান আমার রব)। আপনি কি আমার সাথে উপহাস করেছেন? (অথবা যে বলবে ঃ আপনি কি আমার সাথে হাসি-তামাশা করছেন? অথচ আপনি তো শাহানশাহ। রাবী বলেন ঃ আমি দেখতে পেলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ হাঁসলেন, এমন কি তাঁর মাড়ির দাঁত মুবারক প্রকাশ পেল। আর বলা হলো ঃ এ ব্যক্তিই হবে মর্যাদার দিক দিয়ে জান্নাতীদের মাঝে নিম্নতম।

٤٣٤٠ حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ عَنْ زَيْدِ ابْنِ اَبِى مَرْيَمَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَاَلَ الْجَنَّةَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ الْجَنَّةُ اَللّٰهُمَّ اَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ النَّارُ اَللّٰهُمَّ اَجِرْهُ مِنَ النَّارِ .

৪৩৪০ হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তিনবার জান্নাত চায়, জান্নাত তার জন্য বলে ঃ হে আল্লাহ। আপনি এক জান্নাতে দাখিল করুন। আর যে ব্যক্তি তিনবার জাহান্নাম থেকে পানাহ্ চায়, জাহান্নাম বলে ঃ اللهم اجره من النار হে আল্লাহ। একে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করুন।

٤٣٤١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلاَّ لَهُ مَنْزِلاَنِ مَنْزِلُ فِى الْجَنَّةِ وَمَنْزِلُ فِى النَّارِ فَاِذَا مَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ وَرِثَ اَهْلُ الْجَنَّةِ مَنْزِلَهُ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالٰى «اُوْلٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُوْنَ».

৪৩৪১ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আহমাদ ইব্‌ন সিনান (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকের জন্য দু'টো মনযিল (ঠিকানা) রয়েছে — একটি ঠিকানা জান্নাতে এবং অপরটি জাহান্নামে। তাই যখন কোন ব্যক্তি মারা যায় এবং জাহান্নামে প্রবেশ করে তার ঠিকানাটি জান্নাতীরা ওয়ারিশ সূত্রে লাভ করবে। আর এ হলো মহান আল্লাহর বাণী ঃ

اُوْلٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُوْنَ

"তারা, তারাই হবে ওয়ারিশ।"

وَهٰذَا اٰخِرُ سُنَنِ الْاِمَامِ الْحَافِظِ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ مَاجَةَ الْقَزْوِيْنِىْ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلاَمُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ .

॥ তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত ॥

ইফাবা/(উ.)/২০০১-২০০২/অঃ সঃ/৪৫১৪-৩২৫০